مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

১১

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-১১)

[অধ্যায় : বন্ধক, আমানত ও ওদীয়ত, আরিয়াত-ধার, অধ্যায় : হেবা-দান, দায়বদ্ধতা ও জরিমানা, অধ্যায় : আত্মসাৎ, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস, অধ্যায় : অগ্রক্রয়াধিকার, বিচার ও সাক্ষী, শিকার ও জবাই, শিকার, জবাই, অধ্যায় : কোরবানী, কোরবানী ওয়াজিব হওয়ার বিধান, কোরবানী আদায়বিষয়ক, কোরবানীর গোশত ও চামড়ার বিধান, কোরবানীর মান্নত, কোরবানীর বিবিধ বিধান, আকীকা, অধ্যায় : জায়েয-নাজায়েয, খাবার, পানীয়, দাওয়াত ও ওলীমা, চিকিৎসা, পোশাক, পর্দা, সতর ঢাকা]

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-১১)

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়

মুফতী আরশাদ রহমানী (দা. বা.)

মুহতামিম : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

সংকলন ও সম্পাদনায়

মুফতী এনামুল হক কাসেমী

মুফতী নূর মুহাম্মদ

মুফতী মঈনুদ্দীন

মুফতী শরীফুল আজম

শব্দ বিন্যাস ও তাখরীজ

মুফতী মুহাম্মদ মুর্তাজা

মুফতী মাহমুদ হাসান

প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৮

হাদিয়া : ৮৩০ (আটশত ত্রিশ) টাকা

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

كتاب الرهن ২৩

অধ্যায় : বন্ধক ২৩

বন্ধকদাতা বা গ্রহীতার বন্ধকি জমির চাষাবাদ করা ২৩

বন্ধকি জমিতে গাছ লাগালে মালিক কে হবে ২৫

'খায় খালাছ' বন্ধক পদ্ধতির হুকুম ২৫

বন্ধকি বাড়ির ভাড়া বন্ধক গ্রহীতার জন্য অবৈধ ২৬

ভোগের শর্তে বন্ধক ও পুনরায় দাতার কাছে ইজারা ২৭

ফসল দেওয়ার শর্তে জমির বন্ধক ২৮

ধান দেওয়ার শর্তে জমির বন্ধক ৩০

বাৎসরিক কিছু টাকা কর্তন করে বন্ধকি জমি ভোগ করা ৩১

বন্ধকি জমি ভোগ করে নামেমাত্র কিছু টাকা কর্তন করা ৩২

বন্ধকি জমি থেকে উপকৃত হওয়া ৩৩

অনুমতি সাপেক্ষে বন্ধকি জমি ভোগ করা ৩৬

খাজনাস্বরূপ কিছু টাকা কর্তন করে বন্ধকি জমি ভোগ করা ৩৮

বাই বিল ওয়াফা'র পদ্ধতিতে বন্ধক গ্রহণ ৩৯

বন্ধকি বস্তু ব্যবহার না করে ক্ষতি পূরণের উপায় ৪০

বন্ধকি বস্তু ব্যবহার করা অবৈধ ৪১

বন্ধকি বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া ৪১

বন্ধকি বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি ৪৩

বর্গা জমি বন্ধক রাখা ৪৪

খাজনা আদায়ের শর্তে বন্ধকি জমি ভোগ করার অনুমতি প্রদান ৪৫

বন্ধকের বিনিময়ে প্রদত্ত ঋণের যাকাত ৪৭

বন্ধকি জমি তৃতীয় পক্ষ বা মালিকের কাছে ভাড়া দেওয়া ৪৯

বন্ধকি মটর সাইকেল ব্যবহার করা বা মালিককে ভাড়া দেওয়া ৫০

বন্ধকি জমি থেকে উপকৃত হওয়ার হীলা ৫১

খায় খালাসী বন্ধক ৫২

বন্ধকি গাছের ফল খাওয়া অবৈধ ৫৩

كتاب الوديعة والأمانة ৫৪

অধ্যায় : আমানত ও ওদীয়ত ৫৪

আমানতের টাকা হুবহু পৌঁছাতে হবে ৫৪

গচ্ছিত আমানত হকদারকে দিতে হবে, সদকা করা যাবে না ৫৪

হাদিয়ার নামে হলেও আমানত হকদারকে দিতে হবে ৫৬

অন্যের হক পৌঁছানোর পদ্ধতি ৫৭

আমানতদারের অন্যের কাছে আমানত রাখা ও আদায়ের ব্যাপারে মতানৈক্য ..৫৭

Scanned by CamScanner

রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত ওষুধ ও খাবার বিক্রি করে দেওয়া ৫৮
..... ৬০
باب العارية ৬০
পরিচ্ছেদ : আরিয়াত-ধার ৬০
ধার করা জিনিস চুরি হয়ে গেলে করণীয় ৬১
ভাড়া না দিয়ে ফার্মেসিতে ডাক্তারি করা ৬১
ভোগ করার জন্য দেওয়া জমি ওয়ারিশদের ফিরিয়ে নেওয়া ৬৩
كتاب الهبة ৬৩
অধ্যায় : হেবা-দান ৬৩
কোনো সন্তানকে বঞ্চিত করার জন্য অন্যদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া ৬৩
সন্তানদের মাঝে অসম বণ্টন ৬৪
জীবদ্দশায় সম্পদ বণ্টনের নীতিমালা ৬৬
বিহীত কারণে দান করার ক্ষেত্রে বেশকম করা ৬৭
কোনো সন্তানকে বঞ্চিত করে অন্যদের পুরো সম্পদ দেওয়া ৬৮
জীবদ্দশায় হেবা করার পদ্ধতি ৬৯
যৌক্তিক কারণে কোনো সন্তানকে সম্পত্তি বেশি লিখে দেওয়া ৭০
ভাতিজাদের বঞ্চিত করার জন্য মেয়েদের নামে সম্পদ লিখে দেওয়া ৭১
মেয়েদের নামে সম্পদ লিখে দেওয়া ৭২
স্ত্রী ও কন্যার নামে সম্পত্তি লিখে দেওয়া ৭৩
একমাত্র কন্যার নামে সম্পদ লিখে দেওয়া ৭৩
এক সন্তানকে সম্পদ দিয়ে অন্যদের বঞ্চিত করা ৭৪
হেবা স্বত্ব বুঝিয়ে না দিলে মালিক যেকোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে ৭৫
পিতার মৃত্যুর আগে সন্তানরা তার সম্পদ বণ্টন করতে পারবে না ৭৬
ওয়াক্‌ফ করে সম্পত্তি সন্তানদের নামে হেবা করা ৭৭
স্ত্রীর নামে জমি কিনে ঘর করে দিলে মালিকানা সাব্যস্ত হবে ৮০
সন্তানদের না দিয়ে স্ত্রীর নামে সম্পত্তি লিখে দেওয়া ৮১
হেবাকৃত সম্পদ ফেরত নিয়ে অন্যকে দেওয়া ৮১
এক স্ত্রীর পক্ষের সন্তানদের বঞ্চিত করা ৮২
হেবাকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেওয়া ৮৩
জীবিত অবস্থায় সম্পদ বণ্টনের নীতিমালা ৮৪
বাবার সম্পদে সন্তানদের হক ও এক সন্তানের জন্য খরচ প্রসঙ্গ ৮৫
অবাধ্য সন্তানকে বঞ্চিত করা ৮৬
শর্ত লঙ্ঘন করার কারণে হেবা ফিরিয়ে নেওয়া ৮৭
হেবাকৃত জমির বিক্রয় ও ফসল ভোগ করা ৮৮
পিতার ঋণ পরিশোধ করে জমি লিখে নেওয়া ৯০
পিতার বণ্টনের সংশোধন করা ৯১

Scanned by CamScanner

মেয়েদের ঠকিয়ে সম্পদের বণ্টন ৯২
মুমূর্ষু রোগী কাউকে কিছু দিলে হেবা হয় না..... ৯৪
পাগল ছেলেকে না দিয়ে তার সন্তানদের নামে সম্পত্তি লিখে দেওয়া ৯৫
পালক সন্তানকে সিংহ ভাগ সম্পত্তি দিয়ে দেওয়া..... ৯৬
রোগাক্রান্ত অবস্থায় দানের বিধান ৯৬
বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা শুধুমাত্র এক সন্তানকে দেওয়া..... ৯৮
রেজিস্ট্রি করে ভোগদখলে না দেওয়া ও খরচে তারতম্যের বিধান ১০০
শিশুপুত্রের নামে জমি কিনলে সে মালিক হয়ে যায়..... ১০২
হেবা পূর্ণ হওয়ার জন্য ভোগদখল শর্ত রেজিস্ট্রি নয়..... ১০৩
মেয়েদেরকে কিছু দেওয়ার শর্তে ছেলেদেরকে কোনো কিছু হেবা করা..... ১০৪
সেবাযত্নে খুশি হয়ে কোনো স্ত্রীকে সম্পদ লিখে দেওয়া ১০৫
হেবা ফেরত নেওয়ার হুকুম ১০৬
অন্যায়ভাবে হেবাকৃত বস্তু ভোগদখল করা ১০৭
স্বেচ্ছায় হেবা করে পুনরায় দাবি..... ১০৯
কারো নামে জমি খরিদ করলেই মালিক হয় না..... ১১০
হেবাকৃত জায়গায় ওয়ারিশদের দাবি ১১২
কারো নামে জমির দলিল করলেই সেই জমির মালিক হয় না ১১৩
কারো নামে জমি খরিদ করলেই মালিক হয় না..... ১১৪
কোনো সন্তানকে তুলনামূলক সম্পদ বেশি দেওয়া ১১৫
সন্তানের নামে নেওয়া জমির বন্ধক ও ঋণের পরিশোধ.....১১৬
প্রতিশ্রুতি পূরণের আগে দাতা মারা গেলে কেউ হকদার হয় না..... ১১৭
باب الضمانات والغرامات..... ১১৮
পরিচ্ছেদ : দায়বদ্ধতা ও জরিমানা ১১৮
রসিদ না থাকার অজুহাতে দর্জির কাপড় না দেওয়া..... ১১৮
দর্জি কাপড় হারিয়ে না দেওয়া.....১১৯
খননকাজে অন্যের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ১২০
মুরগি চাকায় পিষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ ১২১
রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণের বিধান ১২১
গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হলে ক্ষতিপূরণের বিধান ১২৩
ধার করা গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লে ক্ষতিপূরণ কে দেবে..... ১২৫
كتاب الغصب ১২৬
অধ্যায় : আত্মসাৎ..... ১২৬
অমুসলিমের হক আত্মসাৎ করলে দায়মুক্তির উপায়..... ১২৬
ধোঁকা দিয়ে বিক্রেতা থেকে বেশি জমি লিখে নেওয়া ১২৭
অন্যের হক প্রমাণিত এমন জমিতে অবস্থিত ফ্ল্যাট ক্রয় বা ভাড়া নেওয়া..... ১২৮

Scanned by CamScanner

সরকারি জমি দখল করে দোকান করা ১২৮
জাল দলিল করে অন্যের জমি ভোগ করা ১৩০
বৈধ-অবৈধ টাকায় কেনা জমির ব্যাপারে করণীয় ১৩১
হকদারের ওয়ারিশদের সাথে দফারফা করা ১৩২
জবরদখলকারীকে উচ্ছেদ ও ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গ ১৩৩
অন্যের জমি জবরদখল করে ভোগ করা ১৩৪
হকদারের হক আদায়ের পদ্ধতি ১৩৫
আত্মসাৎকৃত টাকা কার কাছে পরিশোধ করবে? ১৩৬
অন্যের হক না দেওয়ার শাস্তি ১৩৮
জালেম থেকে চাঁদা নেওয়া ও তার জন্য দু'আ করা ১৩৮
অপচয়ের ক্ষতিপূরণ ১৩৯
আইন লঙ্ঘন করে অন্যের মিটার থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা ১৪০

باب اللقطة ১৪২

পরিচ্ছেদ : কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস ১৪২
কুড়িয়ে পাওয়া গরুর বিধান ১৪২
কুড়িয়ে পাওয়া ছাগলের হুকুম ১৪৩
কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস মসজিদে ব্যয় করা ১৪৫
কেউ কিছু রেখে গায়েব হয়ে গেলে করণীয়? ১৪৬
ভুলে মোবাইলে টাকা চলে এলে করণীয় ১৪৭
ভুলে অন্যের টাকা মোবাইলে চলে এলে করণীয় ১৪৮
ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গায়েবী টাকা জমা হলে করণীয় ১৪৯
বেওয়ারিশ লাশের সাথে পাওয়া মালের হুকুম ১৫০
বেমালুম ব্যক্তির রেখে যাওয়া রুমালের হুকুম ১৫০
ভুলে নিয়ে আসা অন্যের কলমের বিধান ১৫১
নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মালামাল ভোগ করা ১৫৩
গাড়ি থেকে ভুলে অন্যের জিনিস নিয়ে চলে এলে করণীয় ১৫৪
পাখি থেকে ছিনিয়ে নেওয়া মাছের হুকুম ১৫৫
অন্যের গাছের তাল কুড়িয়ে নেওয়ার হুকুম ১৫৫

كتاب الشفعة ১৫৭

অধ্যায় : অগ্রক্রয়াধিকার ১৫৭
পাশের জমিতে শুফআর দাবি ১৫৭

كتاب القضاء والشهادات ১৫৮

অধ্যায় : বিচার ও সাক্ষী ১৫৮
বিচারে অভিযুক্তের বক্তব্য ও সাক্ষীর সাক্ষ্য শোনা জরুরি ১৫৮

Scanned by CamScanner

বিচারকদের প্রথম ফয়সালার বিরোধী দ্বিতীয় ফয়সালা ১৬০
সাক্ষী না থাকা অবস্থায় ফাসেকের কসম গ্রহণযোগ্য ১৬১
একজন সাক্ষী থাকাবস্থায় বিবাদী থেকে কসম নেওয়া ১৬৩
আল্লাহর আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি ১৬৬
পিতার সম্পাদিত চুক্তি ওয়ারিশদের লঙ্ঘন করা ১৬৭
বেদখল জমি পাইয়ে দেওয়ার জন্য তৃতীয় পক্ষকে টাকা দেওয়া ১৬৯
ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য বাঁশের চারা নষ্ট করা ১৬৯
মৃত ব্যক্তির অভিভাবকের জন্য মৃত্যু না হত্যা, তা নির্ণয় করার জন্য আদালতের আশ্রয় নেওয়া ১৭০

كتاب الصيد والذبائح ১৭২

অধ্যায় : শিকার ও জবাই ১৭২

باب الصيد ১৭২

পরিচ্ছেদ : শিকার ১৭২
মাছের পোনা ধরার হুকুম ১৭২
পিঞ্জিরাবদ্ধ করে পাখি পোষা ১৭৩
বিড়াল পোষার হুকুম ১৭৩
অ্যাকুয়ারিয়ামে মাছ আবদ্ধ রাখার হুকুম ১৭৪
উপার্জনের জন্য চিড়িয়াখানা বানানো ১৭৫
শিয়ালের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে কুকুর পালা ১৭৫
অন্যের পুকুর থেকে ছুটে আসা মাছের হুকুম ১৭৬
পুকুরপাড় থেকে ওপরে উঠে আসা কৈ মাছ ধরা ১৭৭

باب الذبائح ১৭৯

পরিচ্ছেদ : জবাই ১৭৯
জবাইয়ে অংশগ্রহণকারী কসাই, ও বিসমিল্লাহ বলতে হবে ১৭৯
জবাইয়ে অংশগ্রহণকারী সকলকেই বিসমিল্লাহ পড়তে হবে ১৭৯
একাকী কোনো প্রাণী জবাই করা ১৮০
জবাই শুদ্ধ হওয়ার জন্য কয়টি রগ কাটতে হবে ১৮১
জবাই শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওজু শর্ত নয় ১৮২
পাগলা গরুকে গুলি করার পর জবাই করতে না পারলে কোরবানী হবে না ... ১৮৩
গুলি করার পর জবাই করতে পারলে কোরবানী হবে ১৮৪
রক্তমাখা ছুরি দিয়ে অন্য পশু জবাই করা ১৮৪
বাজারের গোশতের হুকুম ১৮৫
শিয়াদের বন্দর থেকে ক্রয়কৃত গোশতের হুকুম ১৮৬
অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে আমদানীকৃত গোশতজাত খাদ্যদ্রব্যের হুকুম ১৮৭

Scanned by CamScanner

দেশি মুরগি جلالہ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়..... ১৮৯
كتاب الأضحية ১৯০
অধ্যায় : কোরবানী ১৯০
باب وجوب الأضحية..... ১৯০
পরিচ্ছেদ : কোরবানী ওয়াজিব হওয়ার বিধান ১৯০
টাকার হিসাবে কোরবানী ওয়াজিব হওয়ার নিসাব..... ১৯০
কতটুকু সম্পদের মালিক হলে কোরবানী ওয়াজিব হয়..... ১৯১
নাবালেগের ওপর কোরবানী ওয়াজিব নয় ১৯১
সফররত অবস্থায় বাড়িতে কোরবানী করলে ওয়াজিব আদায় হবে..... ১৯২
যৌথ পরিবারে কার পক্ষ থেকে কোরবানী করবে? ১৯৩
নিসাব পরিমাণ অর্থ না থাকলে কোরবানী ওয়াজিব নয়..... ১৯৪
পিতা সম্পদশালী হলে সন্তানের ওপর কোরবানী ওয়াজিব হয় না ১৯৬
সন্তানদের চাষাবাদের জন্য জমি দিয়ে দিলে পিতার ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে কি না..... ১৯৭
যৌথ পরিবারে কার নামে কোরবানী করবে ১৯৮
একটি জন্তু হারিয়ে আরেকটি ক্রয় করার পর পূর্বেরটি পাওয়া গেলে গরিব কোনটি কোরবানী করবে?..... ১৯৮
বন্ধকের বিনিময়ে দেওয়া টাকার ওপর কোরবানীর হুকুম..... ১৯৯
স্ত্রী স্বর্ণ ও জমির মালিক, কোরবানী ওয়াজিব হবে কি না..... ২০০
নিসাবের সমমূল্যের জমির মালিকের ওপর কোরবানী ওয়াজিব কি না? ২০১
কোনো দেশে কোরবানী নিষিদ্ধ হলে করণীয় ২০২
মিরাছি সম্পত্তি নিসাব পরিমাণ হলে মহিলাদের ওপর কোরবানী ওয়াজিব.... ২০২
باب أداء الأضحية..... ২০৪
পরিচ্ছেদ : কোরবানী আদায়বিষয়ক ২০৪
দেশে অবস্থানকারীর পক্ষ থেকে অন্য দেশে কোরবানী করা ২০৪
যার কোরবানী তার অবস্থানের ভিত্তিতে কোরবানী দিতে হবে ২০৪
নামাযের আগে কোরবানী করা..... ২০৫
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মৃতদের নামে কোরবানী করা বৈধ..... ২০৬
যৌথভাবে কেনা পশু হারিয়ে গেলে আরেকটি ক্রয় করলে গরিবের করণীয়... ২০৭
ক্রয়কৃত পশুতে কাউকে শরীক করা ও কোনো অংশ বিক্রি করা..... ২০৭
কৃত্রিম উপায়ে মোটাতাজাকৃত পশুর দ্বারা কোরবানী করা..... ২০৯
নিজের নামে কোরবানী না করে অন্যের নামে করা..... ২০৯
নিজের ওয়াজিব কোরবানী আদায় না করে সন্তানের নামে করা ২১০
মৃতের নামে করা কোরবানীর পশুর গোশতের হুকুম ২১০

Scanned by CamScanner

একাধিক মৃতের নামে একটি ছাগলের কোরবানী ২১১
যৌথভাবে কোরবানী করা দুটি জন্তুর গোশত বণ্টননীতি ২১২
ছাগল কিনে কম টাকায় গরুতে অংশীদার হওয়া ২১৩
কম টাকায় পশু কিনে মক্কেলের বেঁচে যাওয়া টাকা দিয়ে অন্যের কোরবানী করা ২১৪
১০ দিন কম এক বছরের ছাগল দ্বারা কোরবানী করা ২১৫
মহিষ ও বলদ দ্বারা কোরবানী করা বৈধ ২১৬
অংশীদারদের কারো টাকা সুদের হলে কোরবানী হবে না ২১৭
সুদি প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবীর সাথে কোরবানী দেওয়া ২১৮
বৈধ-অবৈধ টাকার সমন্বয়ে কোরবানী করা ২১৮
সুদের ওপর ঋণ নিয়ে কোরবানী করা ২১৯
সুদভিত্তিক এনজিওতে চাকুরীজীবির টাকায় কোরবানী ২২০
ব্যাংকে চাকরিকারীর সাথে কোরবানী করা ২২১
ধনী হয়েও যাকাত গ্রহণকারী ও রিলিফ গ্রহণকারীর সাথে কোরবানী করা ২২২
এক শিং ভাঙা জন্তুর কোরবানী ২২৩
গরিবের কেনা পশুতে অন্যকে শরীক করা ২২৪
সম্মিলিতভাবে মৃতের নামে করা কোরবানীর গোশত বণ্টন-পদ্ধতি ২২৫
কুকুরের দুধে লালিত-পালিত বকরির কোরবানী ও গোশতের হুকুম ২২৬
কোরবানীর সাথে সাথে আকীকার নিয়্যাত ২২৭
সম্মিলিতভাবে গরুর সপ্তমাংশ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী করা ২২৮
সপ্তমাংশ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী করা.. ২২৯
যৌথভাবে এক অংশ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী করা ২৩১
নবীজির নামে দেওয়া সপ্তম অংশের গোশত বণ্টন-পদ্ধতি ২৩২
কয়েকজন মিলে একটি বকরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী করা ২৩৩
৭০ জন মিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে একটি গরু কোরবানী করা ২৩৪
২০-৩০ জন মিলে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী. ২৩৫
কোরবানীর পশু একটি বিক্রি করে আরেকটি কেনা ২৩৬
চারজনের একটি গরু কোরবানী দেওয়া ২৩৭
দুজনে মিলে এক-সপ্তমাংশের কোরবানী দেওয়া ২৩৭
তিনজন মিলে এক নামে বা মৃত পিতার নামে কোরবানী করা ২৩৮
চুক্তি করে ৯ জনের একটি গরুতে শরীক হওয়া ২৩৯
দুজনে মিলে তিনটি ছাগলের কোরবানী দেওয়া ২৪০

Scanned by CamScanner

তিনজন মিলে এক অংশের মৃত পিতার নামে কোরবানী করা ২৪০
মৃত পিতার নামে কোরবানী করলে নিজে দায়িত্বমুক্ত হবে কি? ২৪১
গোশতের উদ্দেশ্যে কোরবানী ও কোনো একজনের নিয়্যাতে ত্রুটি ২৪২
কোনো একজনের গোশত উদ্দেশ্যে হলে কারো কোরবানী হবে না ২৪৩
গরুতে সাতের অধিক অংশীদার ও বেজোড় সংখ্যার হুকুম ২৪৩
১১ তারিখে কোরবানী করা ২৪৪
সুদখোরের সাথে অংশীদার হয়ে কোরবানী করা ২৪৪
অবৈধ উপার্জনকারীর সাথে কোরবানী করা ২৪৫
সন্তানের অজান্তে তার নামে শরীকে কোরবানী দেওয়া ২৪৫
নির্দিষ্ট গরুতে কোরবানী ও আকীকা ২৪৬
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাতা-পিতার নামে কোরবানী করা .. ২৪৭
পিতার বর্তমানে মৃত মায়ের নামে কোরবানী করা ২৪৭
জন্তু মরে গেলে আরেকটি কিনলে ওয়াজিব আদায় কোনটি দ্বারা হবে ২৪৮
গর্ভবতী জন্তুর কোরবানী ২৪৯
নফল কোরবানীতে প্রত্যেক শরীকের সাতের এক পূর্ণ হওয়া শর্ত কি না ২৫০
নফল কোরবানীতে একাধিক ব্যক্তির নিলে এক অংশ গ্রহণ ২৫১
باب أحكام اللحوم والجلود ২৫৩
পরিচ্ছেদ : কোরবানীর গোশত ও চামড়ার বিধান ২৫৩
গোশত তিন ভাগ করার হুকুম ২৫৩
জবাইকারীকে গোশত দেওয়া ২৫৪
শ্রমিককে গোশত খাওয়ানো ২৫৪
পাহাদারকে কোরবানীর গোশত খেতে দেওয়া ২৫৫
খানার শর্তে বেতনভুক্ত কর্মচারীকে কোরবানীর গোশত খাওয়ানো ২৫৭
বেতনভুক্ত কর্মচারীকে কোরবানীর গোশত খেতে দেওয়া ২৫৭
ফ্রিজে রাখা কোরবানীর গোশত দিনমজুর ও কাজের ছেলেকে খাওয়ানো ২৫৮
কোরবানীর গোশত বিবাহ অনুষ্ঠানে খাওয়ানো ২৫৯
সামাজিকভাবে এক ভাগ গোশত সংগ্রহ করে সকলের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া. ২৬০
গোশত সংগ্রহ করে ধনী-গরিব সকলের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া ২৬১
গোশত বণ্টনের সামাজিক প্রথা ২৬২
গোশত সংগ্রহ ও বণ্টনের সামাজিক প্রথা ২৬৪
মহল্লার ঘর হিসেবে গোশত বণ্টন ২৬৫
সামাজিকভাবে গোশত বণ্টন ২৬৭
ইমাম সাহেবকে কোরবানীর গোশত দেওয়া ২৬৮
সমাজের ভাগ নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার প্রতিকার ২৬৯
ঈসালে সাওয়াবের জন্য করা কোরবানীর গোশত খাওয়ার হুকুম ২৭১

Scanned by CamScanner

সমাজে দেওয়া গোশত থেকে অংশ নেওয়া ২৭১
কারো জন্য রাখা গোশত দিতে না পারলে করণীয় ২৭৩
যৌথ কোরবানীর একটি অংশ গরিবদের জন্য রেখে দেওয়া ২৭৪
বণ্টন করা ছাড়া কোনো বিশেষ অঙ্গ বাচ্চাদেরকে খেলনা হিসেবে দেওয়া ২৭৫
চামড়া বিক্রীত টাকার দিয়ে উন্নয়নমূলককাজ ২৭৬
চামড়া মসজিদ-মাদরাসায় ব্যয় করা ২৭৭
চামড়ার ব্যবসা করে লভ্যাংশ মাদরাসায় ব্যয় করা ২৭৮
চামড়ার মুনাফা ব্যয়ের খাত ২৭৮
মসজিদের লাভের উদ্দেশ্যে নামেমাত্র মূল্যে চামড়া মসজিদকে দেওয়া ২৭৯
চামড়া বিক্রয়ের টাকা দিয়ে বেতন প্রদান করা ২৮০
যৌথভাবে চামড়া বিক্রি করে সমানহারে টাকা দেওয়া ২৮১
চামড়ার মূল্য জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করা ২৮২
গরিব হলেও নিজের কোরবানীর চামড়ার টাকা ভোগ করতে পারবে না ২৮৩
চামড়ার টাকা দিয়ে শিক্ষকদের খানার ব্যবস্থা করা ২৮৪
চামড়ার টাকা দিয়ে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া ২৮৪
চামড়া বিক্রয়ের টাকা উন্নয়নমূলক ফান্ডে জমা রাখা ২৮৬
চামড়ার টাকা দিয়ে ব্যবসা করা ২৮৭
চামড়া কালেকশন না করলে ছাত্রদের জরিমানা করা ২৮৮
নামমাত্র মূল্যে মসজিদের চামড়া দেওয়া এবং যেসব মাদরাসায় চামড়া দেওয়া যাবে ২৯০
বিয়ের অনুষ্ঠান ও যৌতুক পরিশোধের জন্য চামড়ার টাকা দেওয়া ২৯১

باب نذر الأضحية ২৯৩

পরিচ্ছেদ : কোরবানীর মান্নত ২৯৩
আশা পূরণ হলেই কোরবানীর মান্নত পুরো করতে হবে ২৯৩
নির্দিষ্টকৃত গাভি দ্বারাই মান্নত পুরো করা শরীয়তের বিধান ২৯৪
মান্নতের গাভির বাচ্চা ও দুধ খেয়ে কোরবানী করার মান্নত ২৯৫
মান্নতের কোরবানীর গোশত নিজে ও ধনীরা খেতে পারে না ২৯৬
গরিব নিজের মান্নতের কোরবানীর গোশত খেতে পারবে না ২৯৭
মান্নতের জন্তু কোরবানী না করলে বাচ্চাসহ সদকা করতে হবে ২৯৮
কোরবানীর মান্নতের শর্ত ৩০০
গাভিটি সুস্থ হলে দুই-তিনবার বাচ্চা দিলে কোরবানী করব ৩০০
মান্নতের কোরবানী গোশতদাতা খেতে পারবে না ৩০১
"গাভিটি সুস্থ হলে কোরবানী করব" ৩০৩
গৃহপালিত জন্তু দ্বারা কোরবানী করার নিয়্যাত করা ৩০৪
ওয়াজিব কোরবানীর নিয়্যাতে 'গরুটি সুস্থ হলে কোরবানী করব' বলা ৩০৫

Scanned by CamScanner

ওয়াজিব-নফলের সাথে মান্নতের সংমিশ্রণ ৩০৫
মান্নতের পশুর বাচ্চা ও তার থেকে উপকৃত হওয়ার হুকুম ৩০৬
গাভিটি কোরবানী করব বলার হুকুম ৩০৭
অসহায় হলেও মান্নত পুরা করতে হবে ৩০৮
নির্দিষ্ট পশু কোরবানী করার নিয়্যাত করলেই মান্নত হয় না ৩০৯
শুধু নিয়্যাতের দ্বারা কোরবানী ওয়াজিব হয় না ৩১০
কোরবানীর নিয়্যাত আর মান্নত এক নয় ৩১১
পেটের বাচ্চা রেখে গাভি কোরবানী করার মান্নত ৩১২
'হারানো ছাগলটি পেলে কোরবানী করব' বললে মান্নত হবে ৩১৩
শর্ত পূরণ না হলে মান্নত পুরা করতে হয় না ৩১৪
একই পশুতে কোরবানী ও আকীকার মান্নত ৩১৫
متفرقات الأضحية ৩১৬
পরিচ্ছেদ : কোরবানীর বিবিধ বিধান ৩১৬
জিলহজের চাঁদ দেখার পর চুল-নখ কাটা থেকে বিরত থাকা ৩১৬
কোরবানীর দিন হাঁস-মুরগি জবাই করা বৈধ ৩১৭
গরুর সাথে আসা ফ্রি খাসির হুকুম ৩১৭
কোনো অংশীদারের বাড়ি থেকে গরু চুরি হলে করণীয় ৩১৮
মেয়ের পক্ষের দেওয়া পশু দ্বারা কোরবানী করা ৩২০
খাজনা না দিলে পশুর মধ্যে ইজারাদারদের অংশীদারিত ৩২০
হাটের হাসিলের হুকুম ও কে আদায় করবে ৩২১
হাসিল আদায় করা কোরবানী সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত নয় ৩২১
বর্গা ভাগের পশু দিয়ে কোরবানী দেওয়া ৩২৩
মান্নতের গাভির গর্ভপাত করানো ৩২৪
ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে গবাদি পশুর প্রজনন ও তার কোরবানী ৩২৫
باب العقيقة ৩২৬
পরিচ্ছেদ : আকীকা ৩২৬
আকীকার সুন্নাত তরীকা ও গোশতের হুকুম ৩২৬
গরুর কিছু অংশ আকীকা আর কিছু অংশ বিক্রি করার নিয়্যাত ৩২৭
এক গরু দিয়ে আট অংশের আকীকা ৩২৭
একটি গরুর এক অংশ কোরবানী আর ছয় অংশ আকীকার ৩২৮
একটি গরু দ্বারা কয়জনের আকীকা করা যায় ৩২৯
একটি গরু দ্বারা একজনের আকীকাও দেওয়া যায় ৩২৯
আকীকার জন্য দেওয়া পশুর বাচ্চা হলে করণীয় ৩৩০
গরু দিয়ে আকীকা করা বৈধ ৩৩১
মৃত ব্যক্তির আকীকা দেওয়া ৩৩১

Scanned by CamScanner

একই জন্তু দ্বারা আকীকা ও ঈসালে সাওয়াব.....৩৩৩
আকীকার পশুর কিছু অংশ বিক্রি করা ৩৩৩
একটি গরু দিয়ে সাতজন মেয়ে বা একজন মেয়ে ও তিনজন ছেলের আকীকা ..৩৩৪
একই জন্তু দ্বারা আকীকা, মান্নত, কাফ্ফারা আদায় করা.....৩৩৪
সাত দিন পূর্ণ হওয়ার আগেই আকীকা করা.....৩৩৫
মৃত সন্তানের আকীকা করা.....৩৩৬
কোরবানী ও আকীকা একই পশু দ্বারা করা যায় ৩৩৭
আকীকার পশুর চামড়ার হুকুম ৩৩৭
আকীকার অনুষ্ঠানে উপহারসামগ্রী গ্রহণ করা ৩৩৮

كتاب الحظر والإباحة ৩৩৯

অধ্যায় : জায়েয-নাজায়েয ৩৩৯

باب الأطعمة.....৩৩৯

পরিচ্ছেদ : খাবার ৩৩৯
দস্তরখানের সংজ্ঞা ও হুকুম.....৩৩৯
দস্তরখান ও সুনাতে আদিয়া.....৩৪১
দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাওয়া কোন ধরনের সুন্নাত ৩৪৩
দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাওয়াকে বিদ'আত বলা.....৩৪৪
সরাসরি দস্তরখানে খানা রেখে খাওয়াকে সুন্নাত বলা ৩৪৬
প্লেটে খানা খেলে দস্তরখানের সুন্নাত আদায় হবে কি না ৩৪৮
দস্তরখানের রং কেমন হবে.....৩৪৯
যেসব জিনিস হেঁটে হেঁটে খাওয়া যায়.....৩৫০
খানা খাওয়ার বসার আদব ৩৫২
চারজানু হয়ে বসে খানা খাওয়া.....৩৫৪
কোন নিয়মে বসে খানা খাওয়া সুন্নাত ৩৫৭
বাম হাতে খানা খাওয়ার হুকুম.....৩৫৮
বাম হাতে পান করা.....৩৫৮
আহারকালে বাম হাত দিয়ে গ্লাস, চামচ ইত্যাদি ধরা ৩৫৯
আহারকালে চামচ কোন হাতে ধরবে ৩৬১
চেয়ার টেবিলে খানা খাওয়ার হুকুম ৩৬২
চেয়ার-টেবিলে খানা খাওয়া মাকরূহে তাহরীমি নয়.....৩৬৩
চেয়ার-টেবিলে খানা খাওয়া হারাম নয় ৩৬৩
যৌথভাবে এক পাত্রে খানা খাওয়া.....৩৬৪
একই পাত্রে একত্রে খানা খাওয়ার ফজীলত.....৩৬৬
মেহমানের অন্যের মুখে বা প্লেটে খানা তুলে দেওয়া.....৩৬৭
আহারের পর মিষ্টি মুখ করার হুকুম.....৩৬৮

Scanned by CamScanner

'খানা খাওয়ার চারটি ফরয' ৩৬৯
গরম পানিতে মুরগি ড্রেসিং করা ৩৭০
নাড়ি-ভুঁড়ি বের না করে গরম পানিতে হাঁস-মুরগি ড্রেসিং করা ৩৭০
মুরগি ড্রেসিং করে উপার্জন ৩৭১
ড্রেসিং করা ও নাড়ি-ভুঁড়ি ড্রেসিংকারীর রেখে দেওয়া ৩৭২
কাঁকড়ার ব্যবসা করা ৩৭৩
চিংড়ি ও কাঁকড়ার হুকুম এক নয় ৩৭৫
ঝিনুকের চুন খাওয়া বৈধ ৩৭৬
শংকর/সাহস খাওয়ার হুকুম ৩৭৭
শামুক-ঝিনুক হাঁস-মুরগিকে খাওয়ানো ৩৭৮
পিঁপড়াসহ তরকারি খাওয়া ৩৭৮
পটকা মাছ খাওয়ার হুকুম ৩৭৯
পটকা আর চিংড়ির হুকুম এক কি না ৩৭৯
কটকটি ও কুঁচিয়া খাওয়ার হুকুম ৩৮১
আমদানীকৃত দুগ্ধজাত ও তেলজাতীয় দ্রব্যের হুকুম ৩৮২
অ্যালকোহলমিশ্রিত খাদ্য ও হরলিক্সের হুকুম ৩৮৩
সয়াসস, ঙুংঃবৎ ও কিছু সামুদ্রিক প্রাণীর হুকুম ৩৮৪
তিমি খাওয়া বৈধ ৩৮৫
কাক খাওয়ার হুকুম ৩৮৬
দুর্গন্ধময় গোশতের হুকুম ৩৮৭
সব ধরনের খরগোশের গোশত হালাল ৩৮৯
মরা মাছ হালাল হওয়ার কারণ ৩৮৯
মাশরুম খাওয়া বৈধ ৩৯০
কমান্ডো বাহিনীর সদস্যদের হারাম জন্তু খাওয়ানো ৩৯২
মৃত মুরগির ডিম খাওয়া বৈধ ৩৯৩
গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি ও মাছের নাড়ি-ভুঁড়ির হুকুম ৩৯৪
গরু ও মাছ-মুরগির যেসব অঙ্গ খাওয়া বৈধ বা অবৈধ ৩৯৪
মাছ ও স্থলের প্রাণীর অণ্ডকোষ পিত্তথলির হুকুম ৩৯৫
রান্না খাদ্যে হারাম জিনিস পাওয়া গেলে করণীয় ৩৯৬
অমুসলিমের ঘরে খানা খাওয়া ৩৯৭

باب الأشربة ৩৯৮

পরিচ্ছেদ : পানীয় ৩৯৮
জমজমের পানি পান করার উত্তম তরীকা ৩৯৮
জমজম ও ওজুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা ৩৯৯
কোকা-কোলা পান করার হুকুম ৪০১

Scanned by CamScanner

কোমল পানীয়দ্রব্য পান করা ৪০১
স্প্রাইট, টাইগার ইত্যাদি পান করা ৪০৩
সিগারেটের ব্যবসা, কোম্পানিতে চাকরি ইত্যাদি প্রসঙ্গ ৪০৪
সিগারেট ও গাঁজা খাওয়ার হুকুম ৪০৬
সিগারেট ও হুক্কা পান করা ৪০৭
ধূমপান করা কোন ধরনের গোনাহ ৪০৭
গুল ও পানের হুকুম ৪০৯
জর্দা ও গুল খাওয়ার হুকুম ৪১০
বাছুরের চামড়া দিয়ে কৃত্রিম বাছুর বানিয়ে দুধ দোহন করা ৪১০

باب الدعوة والوليمة ৪১২

পরিচ্ছেদ : দাওয়াত ও ওলীমা ৪১২
হাদিয়া ও দাওয়াত গ্রহণের সময় হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ রাখা ৪১২
সংগত কারণে দাওয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা ৪১৩
হারাম উপার্জনকারীর হাদিয়া ও দাওয়াত গ্রহণ করা ৪১৪
ওলীমার দাওয়াতের জন্য কার্ড বানানো ৪১৪
কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহ ও ওলীমা করা ৪১৬
ওলীমা কখন খাওয়াবে, কত দিন খাওয়াবে ৪১৬
সামাজিকভাবে চাপ প্রয়োগ করে ওলীমা করানো ৪১৮

باب الطب ৪১৯

পরিচ্ছেদ : চিকিৎসা ৪১৯
চিকিৎসক না হয়েও চিকিৎসা করা ৪১৯
দাঁতের চিকিৎসা করে অর্থ উপার্জন করা ৪২০
শরীরের চামড়া কেটে বাতের চিকিৎসা ৪২০
শামুক দ্বারা চিকিৎসা করা ৪২২
ভ্যাক্সিগ্রিপ ও মেনুমুন টিকা ৪২৩
রক্ত মিশিয়ে তৈরীকৃত বড়ি সেবন করা ৪২৪
অপারেশনের মাধ্যমে জমাট আঙুল পৃথক করা বৈধ ৪২৫
১০-১৫ দিনের গর্ভ নষ্ট করা ৪২৫
গর্ভ নষ্ট হওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও মায়ের চিকিৎসা করা ৪২৬
মৃত বাচ্চা টুকরো টুকরো করে বের করা ৪২৭
বিনা কারণে পেট কেটে সন্তান বের করা ৪২৮
মৃত মায়ের পেট কেটে বাচ্চা বের করা ও পুরুষ দ্বারা সিজার করানো ৪২৮
অ্যালকোহলমিশ্রিত হোমিওর ব্যবহার ৪২৯
জরায়ুর রক্ষার্থে মদপান করা ৪৩০
ওষুধ হিসেবে ব্যাঙ খাওয়া ৪৩১

Scanned by CamScanner

সেবামূলক স্বাস্থ্য প্রকল্প ও কিছু নিয়ম-নীতি ৪৩২
স্বেচ্ছায় অন্যকে কিডনি প্রদান করা ৪৩৪
স্বেচ্ছাপ্রদত্ত কিডনি প্রতিস্থাপন করা ৪৩৪
অন্যকে মৃত্যু-পরবর্তী চক্ষু দান করা ৪৩৫
মৃত্যু-পরবর্তী কিডনি ও চক্ষুদান ৪৩৫
রক্তদান ও গ্রহণ ৪৩৬
ফ্রি রক্ত দান করা ৪৩৭
মানুষের হাড় ক্রয়-বিক্রয় ৪৩৭
পোস্টমর্টেমের হুকুম ৪৩৮
মৃতদেহে অস্ত্রোপচার করা ৪৩৯
মৃতদেহ কাটাছেঁড়া করার হুকুম ৪৪১
সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য পোস্টমোর্টেম করা ৪৪১
চোখের ছানি অপারেশন করা ৪৪৩
পরীক্ষামূলক প্রাণীর ওপর ওষুধের প্রয়োগ ৪৪৪
মুমূর্ষু রোগীর কৃত্রিম নিঃশ্বাস ৪৪৪
মুমূর্ষু রোগীকে কৃত্রিমভাবে কত দিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে হবে ৪৪৫
হিন্দু সাধকের চিকিৎসা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা ৪৪৬
পুরুষ হয়ে গাইনি চিকিৎসা শেখা ও করা ৪৪৭
পুরুষের জন্য মহিলার আলট্রাসনোগ্রাম করা ৪৪৮
নার্স ও সেবিকাদের পর্দার বিধান ৪৪৯

باب اللباس ৪৫১
পরিচ্ছেদ : পোশাক ৪৫১
পুরুষের সুন্নাত লেবাস ৪৫১
গোল ও কাটা জামা কোনটি সুন্নাত ৪৫৩
জামার পকেট ও কলার ৪৫৫
অধিক পাতলা পোশাক পরিধান করা ৪৫৭
পুরুষের সালোয়ার পরিধান করা বৈধ ৪৫৮
পায়জামা বসে পরার হুকুম ৪৫৯
পাঞ্জাবির হাতা কতটুকু লম্বা হবে ৪৬০
নামাযে টাখনুর ওপরে অন্য সময় টাখনুর নিচে পায়জামা পরা ৪৬১
ডোরাকাটা ও এমব্রয়ডারি করা জামা পরিধান করা ৪৬২
নির্দিষ্ট পোশাক পরতে বাধ্য করা ৪৬৩
গোল জামা পরতে বাধ্য করা ও কফবিশিষ্ট জামার হুকুম ৪৬৪
নামাযের সময় পাগড়ি বাঁধা ৪৬৬
পাগড়ি বেঁধে নামায পড়ার ফজীলত ৪৬৭

Scanned by CamScanner

সাদা পাগড়ি বাঁধা সুন্নাত ৪৬৮
টুপি ও পাগড়ি পরার হুকুম ৪৭০
পাগড়ির লম্বার পরিমাণ ৪৭১
পাগড়ি বাঁধার পদ্ধতি ৪৭২
ইকামত চলাকালে পাগড়ি বাঁধা ৪৭২
পাগড়ির শিমলা কোন দিকে কতটুকু ঝুলন্ত থাকবে ৪৭৩
হিন্দুদের টিকির সাথে পাগড়ির শিমলাকে তুলনা করা ৪৭৫
রুমাল দ্বারা পাগড়ি বাঁধা ৪৭৭
পাগড়ি রং ও কালো পাগড়ির হুকুম ৪৭৭
সবুজ পাগড়ি পরিধান করা ৪৭৯
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যবহৃত টুপির প্রকার ৪৮০
তালের টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়া ৪৮২
খানা খাওয়ার সময় টুপি পরিধান করা ৪৮২
পাগড়ি ছাড়া টুপি পরা বৈধ ৪৮৩
শরীয়তসম্মত টুপি ৪৮৫
কপাল ঢেকে টুপি পরা ৪৮৮
কিস্তি টুপির ব্যবহারকে হারাম বলা ৪৮৮
কালো টুপি পরার হুকুম ৪৯০
কোন ধরণের টুপি দ্বারা সুন্নত আদায় হবে ৪৯০
কাজের সময় টুপি ও সুন্নাতি পোশাকের মানদণ্ড ৪৯১
প্যান্ট-শার্ট পরার বিধান ৪৯২
প্যান্ট-শার্ট পরা কি বৈধ ৪৯৩
প্যান্ট-শার্ট ও টাই পরা ৪৯৪
টাই পরার বিধান ৪৯৪
বাধ্য হয়ে টাই পরা ও বাধ্য করা ৪৯৫
অবৈধ পোশাক বাচ্চাকে পরানো ৪৯৭
কত বছর বয়স থেকে হাঁটুর নিচে জামা পরতে হবে ৪৯৮
টাখনুর নিচে আবা-কাবা পরা ৪৯৮
টাখনুর নিচে জুব্বা জামা পরা নিষিদ্ধ ৪৯৯
মহিলাদের সুন্নাতি পোশাক ৫০১
মহিলা সাহাবীগণের পোশাক ও শাড়ির বিধান ৫০১
মেয়েদের সুন্নাতি পোশাকের ধরন ৫০৩
শাড়ি-ব্লাউজ পরলে মন্দ বলা ৫০৩
শাড়ি-ব্লাউজ পরা বৈধ ৫০৪
মেয়েদের পাঞ্জাবি-সদৃশ্য জামা পরা ৫০৫
ফুল হাতা মেক্সি পরা ৫০৫

Scanned by CamScanner

মেয়েদের নাক ও কান ছিদ্র করা ৫০৬
ঘরে-বাইরে মেয়েদের নূপুর পরা ৫০৮
লিপস্টিক ও তিলকের ব্যবহার ৫০৮
মেয়েদের পায়ে মেহেদি মাখা বৈধ ৫০৯
পায়ের তালুতে মেহেদি লাগানো বৈধ ৫১০
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাড়িতে মেহেদি দিয়েছেন তাই পায়ে দেওয়া যাবে না–অবান্তর কথা ৫১০
বাম হাত ও পায়ে মেহেদির ব্যবহার ৫১১
পুরুষের হাতে মেহেদির ব্যবহার ৫১৩
সিল্কের কাপড় পরে নামায আদায় করা ৫১৩
অষ্টধাতুর আংটি ব্যবহার করা ৫১৫
স্বর্ণের প্রলেপযুক্ত ঘড়ি ব্যবহার করা ৫১৬
স্বর্ণের বোতাম ব্যবহার করা ৫১৬
পুরুষের জন্য ডায়মন্ড ব্যবহার করা ৫১৭
চিকিৎসা হিসেবে ছয় মাশা রুপার আংটি ব্যবহার করা ৫১৮
আল্লাহর নাম অঙ্কিত আংটির ব্যবহার ৫১৮
রুপার তাসবিহ ছড়া ব্যবহার করা ৫১৯
কসমেটিক জাতীয় পণ্যের ব্যবহার বৈধ ৫২০

باب الحجاب ৫২১

পরিচ্ছেদ : পর্দা ৫২১
পর্দার গুরুত্ব ও বোরকার গুরত্ব ৫২১
পর্দানশিন নারীকে সেকেলে-আনসোশ্যাল বলা ৫২৩
পর্দার বিধান এবং হজে ও অন্য সময় মেয়েদের মুখ খোলা রাখার হুকুম ৫২৪
চেহারা ও হাত-পায়ের পর্দার বিধান ৫২৫
চেহারা না ঢাকলে পর্দা হবে কি ৫২৬
চেহারা ও হাত খোলা রাখা ৫২৮
পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডল, হাত, পা, কবজি ও টাখনু পর্যন্ত খোলা রাখা ... ৫২৯
বোরকা না পরে চাদর পরা ৫৩০
বোরকার ধরন, প্রচলিত বোরকা ও চোখ-কপাল খোলা রাখা ৫৩১
সৎ শাশুড়ির সাথে পর্দা করা জরুরি ৫৩২
সৎ শাশুড়ির সাথে দেখা-সাক্ষাৎ নিষেধ ৫৩৩
সৎ নানি শাশুড়ির সাথে পর্দা করা ফরয ৫৩৩
স্বামী-স্ত্রী যেসব আত্মীয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে ও সৎ শাশুড়িকে বিবাহ প্রসঙ্গ ৫৩৪
সৎ মা-বাবার বোনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ৫৩৫

Scanned by CamScanner

মামির সাথে অবশ্যই পর্দা করতে হবে..... ৫৩৬
একজন নারীর নিজেকে হেবার ঘটনা পর্দার বিধানের আগের না পরের? ৫৩৬
একই কামরায় মা ও যুবক ছেলের শয়ন করা..... ৫৩৭
জিনের সাথে পর্দার বিধান..... ৫৩৮
মহিলাদের শরীরের মাপ নেওয়া ও অবৈধ পোশাক তৈরি করা ৫৩৯
বৃদ্ধের সেবা-যত্নের জন্য যুবতী নারী রাখা ৫৪০
আত্মীয়তা রক্ষার্থে পর্দার বিধান লঙ্ঘন করা..... ৫৪১
দেবরের সাথে দেখা করতে বাধ্য করা..... ৫৪২
দেবর-ভাশুরের হুকুম এক ও অভিন্ন..... ৫৪৩
স্বামীর সাথে পর্দা নিয়ে মতপার্থক্য ও বনিবনা না হওয়া ৫৪৪
অসহায় মহিলাদের পর্দা ও প্রয়োজনে বাজারে যাওয়ার হুকুম..... ৫৪৫
দ্বিতলবিশিষ্ট ঘরে পরিবার নিয়ে বসবাস করা ৫৪৭
অভাবের কারণে পুরুষ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া ৫৪৮
রোগীর সেবা করার জন্য ভাবির শয়নকক্ষে আসা-যাওয়া করা ৫৫০
মহিলা রোগীদের চিকিৎসা করা..... ৫৫১
বেপর্দা নারীর সাথে পর্দানশিল নারীর পর্দা করা..... ৫৫১
বেপর্দা নারীর সাথে নর-নারীর পর্দা..... ৫৫২
মহিলাদের নফল হজ করা..... ৫৫৩
মাস্তরাতে যাওয়ার চেয়ে তা'লীম, তিলাওয়াত ও স্বামীর খিদমত করা উত্তম.. ৫৫৪
বোরকা পরে পুরুষের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করা..... ৫৫৬
স্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো..... ৫৫৯
নারীদের অন্যের বাড়িতে গিয়ে ওয়াজ শোনা ৫৬০
মহিলাদের ওয়াজ-মাহফিল ও পুরুষের অংশগ্রহণ..... ৫৬২
নারীর ওয়াজ ও যিকির মাহফিল..... ৫৬২
স্ক্রিন বসিয়ে পৃথক প্যান্ডেলে মহিলাদের ওয়াজ শোনা ৫৬৩
স্বামীর অনুমতি ছাড়া দ্বীনি বিষয়ে জানতে যাওয়া ৫৬৪
বেপর্দা মহিলাদের সাথে ব্যবসায়িক কথাবার্তা ৫৬৫
বৃদ্ধা পরনারীর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ৫৬৬
পর্দার আড়াল থেকে ফেরিওয়ালার সাথে নারীদের লেনদেন ৫৬৬
মোবাইলে পরপুরুষ/পরনারীর সাথে কথা বলা ৫৬৮
আকদের আগে কনের সাথে কথা বলা..... ৫৬৮
নাবালেগ মেয়ের রেকর্ডকৃত সংগীত পরপুরুষের শোনা ৫৭০
মহিলা নেত্রীর সমাবেশে উপস্থিত থাকা..... ৫৭০
মাহরাম ব্যতীত নারীর সফর ও অন্যের ঘরে অবস্থান করা..... ৫৭১
নারীর একাকী বিমান সফর ৫৭৩
নারীর একাকী গাড়ির সফর ৫৭৫

Scanned by CamScanner

প্রসাধনী কেনার জন্য নারীদের মার্কেটে গমন ৫৭৬
স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মহিলাদের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করা ৫৭৭
মোটরসাইকেলের পেছনে নারীর আসন গ্রহণ ৫৭৭
স্বামীর সাথে মোটরসাইকেলে ভ্রমণ ৫৭৯
মহিলা মার্কেট করার হুকুম ৫৮০
মহিলাদের চাকরি করা ৫৮২
পর্দার সাথে কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা ৫৮৩
প্রয়োজনে নারীদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজে অংশগ্রহণ ৫৮৪
আয়-রুজির জন্য নারীর বিদেশ গমন ৫৮৫
চেহারা ও হাত খোলা রেখে মহিলা রোগী দেখা ৫৮৬
ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানে মহিলা কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া ৫৮৭
পুরুষের সাথে নারীর ট্রেনিং ৫৮৮
মহিলাদের ব্যবহৃত কাপড় দ্বারা তৈরি কাঁথার ব্যবহার ৫৮৯
দাদি-নাতির এক বিছানায় শয়ন ৫৯০

باب ستر العورة ৫৯১

পরিচ্ছেদ : সতর ঢাকা ৫৯১
পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরয ৫৯১
মাহরাম পুরুষের সামনে গহনা ব্যবহারের স্থান প্রকাশ করা ৫৯২
মাহরামের সামনে যেসব অঙ্গ খোলা রাখা যায় ৫৯৩
মাহরামের সামনে অঙ্গ প্রদর্শনে তাকওয়া ৫৯৫
ঘরোয়া পরিবেশে মহিলাদের মাথা খোলা রাখা ৫৯৬
মাথা খোলা রাখলে শয়তান বাসা বাঁধে ৫৯৭
সন্তানের সামনে মানসিক রোগী মায়ের মাথা খোলা রাখা ৫৯৭
শতবর্ষী নারীর গুহ্যদ্বারে তেল মালিশ করা ৫৯৮
শারীরিক খিদমত গ্রহণ ৫৯৯
শারীরিক খিদমতের সীমারেখা ৬০০
বিবস্ত্র অবস্থায় বাতি জ্বালিয়ে স্ত্রী সহবাস ৬০১
বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা ৬০২
নিরাপদ স্থানে উলঙ্গ হয়ে গোসল ও ইস্তেঞ্জা করা ৬০৩
নিজের গুপ্তাঙ্গে দৃষ্টি দেওয়া ৬০৪
স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে তলপেট ও লজ্জাস্থানে চুমু দেওয়া ৬০৪
মহিলাদের গলার আওয়াজ সতর কি না ৬০৯
পরনারীর সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলা ৬১০
নারী-পুরুষের রেকর্ডকৃত কিরাত, গজল ইত্যাদি শোনা ৬১১
মহিলাদের বেলায় পরপুরুষের আওয়াজ সতর কি না ৬১১

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

كتاب الرهن

অধ্যায় : বন্ধক

বন্ধকদাতা বা গ্রহীতার বন্ধকি জমির চাষাবাদ করা

প্রশ্ন :

১. বন্ধকগ্রহীতা যদি বন্ধকি জমি চাষাবাদ করে তাহলে ওই জমির উৎপন্ন ফসল তার জন্য হালাল হবে কি না?

২. বন্ধকদাতা জমির মালিক যদি নিজেই ওই জমি চাষাবাদ করে এবং উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ বন্ধকগ্রহীতাকে দেয় তাহলে এ পদ্ধতি শরয়ী দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি না?

৩. বন্ধকি জমির দ্বারা কোনো অবস্থায় উপকৃত হতে পারবে কি না? যদি পারে তাহলে পদ্ধতিগুলোসহ বিস্তারিত জানিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর :

১. বন্ধকি জমি থেকে বন্ধকগ্রহীতা কোনো প্রকার উপকৃত হওয়া নাজায়েয, যদিও বন্ধকদাতা এর অনুমতি দিয়ে দেয়। কারণ বন্ধকি জমি থেকে বন্ধকগ্রহীতা কোনো প্রকার ফায়দা উপভোগ করা সুদের অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির জন্য ওই জমির উৎপন্ন ফসল হালাল হবে না।

২. বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি সাপেক্ষে বন্ধকদাতা বন্ধকি জমি থেকে চাষাবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে উপকৃত হওয়া জায়েয হলেও বন্ধকগ্রহীতার জন্য অংশ নির্ধারণ করা জায়েয নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি জায়েয নয়।

৩. বন্ধকি জমি থেকে বন্ধকগ্রহীতার জন্য উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি হলো, বন্ধকি চুক্তি বাতিল করে দীর্ঘমেয়াদি ইজারা পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে, অথবা সে বন্ধকদাতার সাথে 'বাই বিল ওয়াফা' চুক্তি করবে। 'বাই-বিল ওয়াফা'-এর বৈধ পদ্ধতি কোনো অভিজ্ঞ আলেম থেকে মৌখিকভাবে জেনে নেবে। (১৮/৫২৯/৭৭১১)

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف.

Scanned by CamScanner

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٨/ ٢٤٥ (١٥٠٧١) : عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا رهنني فرسا فركبتها قال: «ما أصبت من ظهرها فهو ربا» -

📖 فيه أيضا ٨/ ٢٤٥ (١٥٠٧٢) : عن ابن طاوس، عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل: «من ارتهن أرضا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبي صلى الله عليه وسلم» -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : (لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا، وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : (قوله وقيل لا يحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم.

📖 فيه أيضا ٥/ ٨٤ : قلت: وفي جامع الفصولين أيضا: لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس تبايعا بلا ذكر شرط الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء؛ إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة ثم رمز أنه يلتحق عنده لا عندهما، وأن الصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد. اهوبه أفتى في الخيرية -

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۵۴ :الجواب-انتفاع مرہون سے اگر مشروط یا معروف ہو جیسا کہ آجکل ربوا حرام ہے اور ربوا اذن سے حلال نہیں ہوتا۔

📖 فیہ ایضا۳/۱۰۷ : اور رہن قصداً بیع ظاہرا کو بیع الوفاء کہتے ہیں سو اصل قواعد مذہب کی رو سے یہ بھی رہن ہے اور انتفاع اس سے حرام ہے اور اگر وہ بیع ہے تو بوجہ مشروط ہونے کے بیع فاسد ہے تب بھی حرام ہے لیکن بعض متاخرین نے اجازت دی ہے، پس بلا اضطرار شدید تو اس کا ارتکاب نہ کرے اور اضطرار شدید میں بائع کو اختیار ہے کہ فتوی متاخرین پر عمل کرے اگرچہ مشتری کو کوئی اضطرار نہیں۔

Scanned by CamScanner

বন্ধকি জমিতে গাছ লাগালে মালিক কে হবে

প্রশ্ন : আজ থেকে প্রায় ১০ বছর পূর্বে ১টি জমি ১০০০০ টাকার বিনিময়ে বন্ধক রাখা হলো। পরিশেষে যার কাছে বন্ধক রাখা হলো সে ফসল ভোগ করার পাশাপাশি ওই জমিতে গাছ লাগাতে চাইলে মালিক তাকে বাধা দেয়। সে বাধা এড়িয়ে গাছ লাগায়। উভয়পক্ষ গাছের দাবিদার। প্রশ্ন হলো, গাছের মালিক কে হবে? এবং যদি উভয়পক্ষ সন্ধির মাধ্যমে সমানভাবে বন্টন করে নেয়, তাহলে শরিয়তসম্মত কি না?

উত্তর : বন্ধকি জমি হতে বন্ধকগ্রহীতা কোন প্রকারের উপকৃত হওয়া সুদ খাওয়ার নামান্তর বিধায় এ পদ্ধতি অবৈধ। বরং টাকার প্রয়োজনে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারার পন্থা গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত।

সুতরাং প্রশ্নের বিবরণে বন্ধক গ্রহীতা জমিতে যে গাছ লাগিয়ে উপকৃত হচ্ছে তা তার জন্য অবৈধ হলেও প্রকৃতপক্ষে এ গাছগুলোর মালিক সে নিজেই হবে। তবে জমিওয়ালা টাকা পরিশোধ করে জমি ফেরত নেয়ার সময় গাছ তুলে নিতে বাধ্য করার অধিকার থাকবে, ভাগাভাগি করার কোনো অধিকার নেই। (১৭/১৬৪/৬৯৭৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٢٣٨ : (ولا ينتفع المرتهن بالرهن استخداما وسكنى ولبسا وإجارة وإعارة)؛ لأن الرهن يقتضي الحبس إلى أن يستوفي دينه دون الانتفاع فلا يجوز الانتفاع إلا بتسليط منه، وإن فعل كان متعديا ولا يبطل الرهن بالتعدي-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم -

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ٦٣٢ : جواب- زمین مرہونہ سے مرتہن کو نفع اٹھانا اور آمدنی کھانا درست نہیں ہے اس کو علماء نے سود لکھا ہے۔

'খায় খালাছ' বন্ধক পদ্ধতির হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় খায়খালাছ নামের একটি বন্ধক দেওয়ার প্রচলন আছে। তার নিয়ম হলো, জমিদার কাউকে এক কাণি জমি দিয়ে ৫০০০০ টাকা পাঁচ বছরের জন্য

Scanned by CamScanner

নিল। পাঁচ বছর পর্যন্ত চাষি ওই জমি ভোগ করবে, তারপর জমি মালিকের হয়ে যাবে। কিন্তু ওই ৫০০০০ টাকা ফেরৎ দিতে হয় না। এধরনের বন্ধক জায়েয কি না?

উত্তর : লেনদেনের ক্ষেত্রে শব্দের মূল অর্থ ও উদ্দেশ্য লক্ষণীয়। শুধু শব্দ লক্ষনীয় নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত খায়খালাছ নামে প্রচলিত বন্ধকি চুক্তিটি মূলত বন্ধক নয় বরং তা শরীয়ত ও ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষার একটি সহীহ ইজারা চুক্তি হিসেবে পরিগণিত বিধায় প্রশ্নোক্ত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত । (১৭/১২৩/ ৬৯৪২)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٥٠٧/٧ : (قوله هي بيع منفعة معلومة بأجر معلوم) يعني الإجارة شرعا تمليك منفعة بعوض فخرج البيع والهبة والعارية والنكاح فإنه استباحة المنافع بعوض لا تمليكها-

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ٩١ : ١٨٣ - قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (مج)-

বন্ধকি বাড়ির ভাড়া বন্ধক গ্রহীতার জন্য অবৈধ

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে জনকল্যাণমূলক একটি ব্যবসায়িক সমিতি রয়েছে। আর্থিক সহযোগিতার লক্ষ্যে লোকেরা এ সমিতি থেকে লোন নিয়ে থাকে। লোন পরিশোধ করার সময়সীমা নির্ধারিত থাকে। আর ঋণগ্রহীতার জন্য নিয়ম হলো উক্ত ঋণ পরিশোধ করার মেয়াদ পর্যন্ত ঋণগ্রহীতা তার নিজ নামের বাড়ি এই সমিতির নিকট অ্যাগ্রিমেন্টে রেখে ঋণ নিতে পারবে। বাড়ি না থাকলে ফ্ল্যাট রাখবে।
ভাড়াগুলো পরিশোধীয় ঋণের নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত হস্তগত করতে থাকবে। এরপর অ্যাগ্রিমেন্ট-এর মেয়াদ শেষ হলে সম্মানের সাথে গ্রহীতা লোন পরিশোধ করতে হবে। হস্তগত বাড়ি ভাড়া এ লোন পরিশোধের সাথে সংযুক্ত হবে না। বরং এর মালিক সমিতি পক্ষ হয়ে যাবে। আর অ্যাগ্রিমেন্টের জন্য কিছু শর্ত প্রযোজ্য যা স্ট্যাম্প পেপারে দেওয়া রয়েছে। জানার বিষয় হলো উক্ত লেনদেনটি বৈধ কি না?

উত্তর : ঋণের বিনিময়ে বাড়ি বা ফ্ল্যাটের ভাড়া ভোগ করা সমিতির জন্য বৈধ হবে না। ওই টাকা ঋণগ্রহীতাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। (১৮/৭৬৪)

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف-

Scanned by CamScanner

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٨/ ٢٤٥ (١٥٠٧١) : عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا رهنني فرسا فركبتها قال: «ما أصبت من ظهرها فهو ربا» -

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/٤٨١ : وإن آجر المرتهن من أجنبي بأذن الراهن تخرج من الراهن، وتكون الأجرة للراهن-

ভোগের শর্তে বন্ধক ও পুনরায় দাতার কাছে ইজারা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে জমি বন্ধকের যে নিয়ম চালু রয়েছে। তা হলো, ১০০ শতক জমি ৫০০০০ হাজার টাকার বিনিময়ে ৫ বছরের জন্য বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতাকে দিয়ে থাকে এবং চুক্তিতে নির্ধারিত সময় বা যতদিন পর্যন্ত বন্ধকদাতা টাকা ফেরত না দিবে ততদিন পর্যন্ত বন্ধকগ্রহীতা উক্ত জমি ভোগ করবে। প্রশ্ন হলো :

ক) জমি বন্ধকের উক্ত পদ্ধতিটি বৈধ কি না?
খ) উক্ত জমিটিই যদি বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার কাছে ইজারা বা ভাড়া দিয়ে বিনিময় ভোগ করে তাহলে উক্ত বিনিময় ভোগ করা বন্ধকগ্রহীতার জন্য বৈধ হবে কি না?
গ) উক্ত বিনিময় ভোগ করা যদি বন্ধকগ্রহীতার জন্য বৈধ না হয় তাহলে বিগত দিনে যে বিনিময় ভোগ করেছে তার বিধান কি?

উত্তর : ক) প্রশ্নে বর্ণিত চুক্তিটি শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। এর পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদি ইজারা দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে।
খ,গ) বন্ধক গ্রহীতা বন্ধক দাতার কাছে বন্ধকের জমি ভাড়া দেয়া নাজায়েয। কেননা ইহাও সুদ হিসেবে গণ্য হবে। তাই ভাড়া দিয়ে যে বিনিময় গ্রহণ করেছে তা বন্ধকদাতাকে ফেরত দিতে হবে। (১৫/৪২৩/৬০৯২)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/١٤٦ : وكذا ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، حتى لو كان الراهن عبدا ليس له أن يستخدمه، وإن كان دابة ليس له أن يركبها، وإن كان ثوبا ليس له أن يلبسه، وإن كان دارا ليس له أن يسكنها، وإن كان مصحفا ليس له أن يقرأ فيه؛ لأن عقد الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من

Scanned by CamScanner

الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۱۴۳/۸ : سوال-اگر ایک مکان ایک شخص کے پاس رہن یا قبضہ ہو اور مرتہن وہ مکان راہن کو کرایہ پر دیدے اور بوقت بیع کرایہ مکان راہن سے زر بیع میں مجرا کرلیوے آیا ایسا بیع شرعا جائز ہے یا نہیں؟ اور ایسا کرایہ شرعا جائز ہے یا نہیں؟ اور ایسی کرایہ شرعا بیاج یا ربوا شمار ہوگا یا نہیں؟

جواب- یہ کرایہ بیاج ہے، کیونکہ مرتہن کو مرہون سے نفع حاصل کرنا درست نہیں۔

📖 فیہ ایضا ۱۴۷/۸ : جواب-یہ صورت کہ چار سو روپیہ میں زمین چالیس سال کے لئے رکھی اور زمین سے رہن پر لینے والا نفع اٹھاتا رہے ناجائز ہے، ہاں یہ دونوں اس بات پر راضی ہوں کہ چالیس سال کیلئے دس روپے فی سال کے حساب سے کرایہ پر دی تو یہ جائز ہوگا اور اگر چالیس سے پہلے زمین واپس لے تو اتنی مدت کا کرایہ واپس کردے جتنی پہلے زمین واپس لی ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱/ ۳۱۵ : سوال-ایک شخص اپنی زمین کسی کے پاس بالعوض سو روپیہ یا دو سو روپیہ رکھتا ہے اس شرط پر کہ میں زمین تمہارے قبضہ میں دیتا ہوں اور جو کچھ پیداوار ہوگی تم کھاؤ پیو اور سالانہ جو کچھ پیداوار ہوگی اس کے عوض دس روپیہ سالانہ سو روپیہ میں اور دو سو روپیہ میں بیس روپیہ سالانہ مجرا کرلینا، گویا میں نقد روپیہ نہیں دونگا گویا دس سال کو میں نے زمین تم کو دیدی اس کے بعد زمین میری ہوگی خواہ زمین میں کچھ پیداوار ہو نہ ہو میں ذمہ دار نہیں،

دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میں بیچ میں بقیہ روپیہ ادا کردوں تو زمین میرے ہو جائے گا اس قسم کا لین دین کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب-یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں کیونکہ یہ رہن کی صورتیں ہیں اور رہن میں راہن کو یا مرتہن کو انتفاع کا حق نہیں ہوتا کما ہو مصرح فی کتب الفقہ۔ جواز کی صورت یہ ہے کہ زمین اجارہ پر دی جائے اور مدت اجارہ متعین کرکے جس قدر روپیہ کی ضرورت ہے بطور اجرت پیشگی وصول کیا جاوے اور اس مدت تک وہ شخص کھیتی وغیرہ کرکے زمین سے نفع حاصل کرکے پھر واپس کردے۔

ফসল দেওয়ার শর্তে জমির বন্ধক

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে জমি বন্ধকের যে নিয়ম চালু রয়েছে তা হলো এই, কোন জমির মালিক বিশেষ কোন কারণে যখন টাকার প্রয়োজন হয় তখন সে কোন সম্পদশালী

Scanned by CamScanner

লোকের সাথে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যে, নির্দিষ্ট কিছু জমির বিনিময়ে সম্পদশালী লোক তাকে কিছু টাকা দিবে। বিনিময়ে জমিওয়ালা তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির উৎপন্ন ধানের অর্ধেক পরিমাণ দিবে। যতদিন পর্যন্ত জমিওয়ালা টাকা পরিশোধ করতে না পারবে, ততদিন এভাবে জমির উৎপন্ন ধানের অর্ধেক সে ভোগ করতে থাকবে এবং এ চুক্তিটি একটি কাগজে লিখিত ও স্বাক্ষরিত অবস্থায় লিপিবদ্ধ থাকে। জানার বিষয় হলো, উক্ত পদ্ধতিটি শরীয়ত সমর্থিত না হলে এর বিকল্প কোন পদ্ধতি আছে কি না?

উত্তর : কোনো কিছু বন্ধক রেখে তা থেকে উপকৃত হওয়া সুদ খাওয়ার নামান্তর। সুতরাং এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ শরীয়ত পরিপন্থী। তবে এর বিকল্প শরীয়তসম্মত পদ্ধতি হিসেবে নিয়মতান্ত্রিক বিনিময় নির্ধারণ করে দীর্ঘ মেয়াদি ইজারা চুক্তি করা যেতে পারে। যাতে বাৎসরিক নির্ধারিত বিনিময় এককালীন প্রদেয় টাকা থেকে কর্তন হতে থাকবে।
(১৫/৪৩৮/৬১০১)

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف.

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٨/ ٢٤٥ (١٥٠٧١) : عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا رهنني فرسا فركبتها قال: «ما أصبت من ظهرها فهو ربا».

📖 فيه أيضا ٨/ ٢٤٥ (١٥٠٧٢) : عن ابن طاوس، عن أبيه قال في كتاب معاذ بن جبل: «من ارتهن أرضا فهو يحسب ثمرها لصاحب الرهن من عام حج النبي صلى الله عليه وسلم».

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : وقال في المنح هناك، وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي، وكان من كبار علماء سمرقند إنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا، فتكون ربا وهذا أمر عظيم.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۳ /۳۳۴ : الجواب- ... ...

Scanned by CamScanner

২) ৫، ১০ মন গলা اگر صحیح حساب سے قرض میں محسوب کرلیں تو درست ہے ورنہ نہیں یعنی غلہ وصول کرتے وقت جو نرخ ہو اس نرخ سے قیمت لگا کر یہ سمجھیں کہ گویا ہم نے اپنے قرض میں سے اتنا وصول کرلیا۔

৩) ایسی زمین کا جو کچھ سالانہ کرایہ بغیر کسی دباؤ کے ہوتا ہے اگر اتنی مقدار وصول کردہ روپیہ سے کاٹ دیں تو جائز ہے۔

ধান দেওয়ার শর্তে জমির বন্ধক

প্রশ্ন : আমার কিছু জমি আমার এক আত্মীয় এ শর্তে নিয়েছে যে, জমিতে যা ধান উৎপাদন হবে তা থেকে খরচবাবদ কিছু ধান কর্তন করে আমাকে দিয়ে দিবে। ওই লোক আমার উক্ত জমি অন্যের কাছে কন্টি বা ঋণ দিয়ে টাকা নিয়ে বিদেশ চলে যায় এবং আমাকে প্রতি মৌসুমে ফসলের প্রাপ্য ধান দিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে ধানের সমমূল্য পরিমাণ টাকা আমাকে দিয়ে দেয়, এটা সুদের আওতায় পড়ে কি না।

উল্লেখ্য, আমার আত্মীয় যখন কন্টি বা ঋণের টাকা ফিরিয়ে দিবে, তখন জমি পুনরায় আমার কাছে ফিরে আসবে।

উত্তর : ফসলের বিনিময়ে জমি লাগিত করা জায়েয আছে। তবে উক্ত জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের নির্ধারিত অংশ নির্দিষ্টহারে ফসল দেয়ার শর্ত করা নাজায়েয। এক্ষেত্রে ফসল না দিয়ে তার মূল্য পরিশোধ করতে কোন আপত্তি নেই। তবে কর্জের বিনিময়ে জমি বন্ধক নিয়ে বন্ধকদাতার জন্য বন্ধকি বস্তু হতে কোনো ভাবে উপকৃত হওয়া সুদের নামান্তর বিধায় তা নাজায়েয ও অবৈধ হবে। (১১/৬৩০/৩৬০২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٤٨٢ : قال ط: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ.

📖 فتاوى محمودیہ (زکریا) ۱۳ /۳۳۴ : الجواب- ... ...

২) ৫، ১০ মন গলা اگر صحیح حساب سے قرض میں محسوب کرلیں تو درست ہے ورنہ نہیں یعنی غلہ وصول کرتے وقت جو نرخ ہو اس نرخ سے قیمت لگا کر یہ سمجھیں کہ گویا ہم نے اپنے قرض میں سے اتنا وصول کرلیا۔

Scanned by CamScanner

৩) ایسی زمین کا جو کچھ سالانہ کرایہ بغیر کسی دباؤ کے ہوتا ہے اگر اتنی مقدار وصول کردہ روپیہ سے کاٹ دیں تو جائز ہے۔

বাৎসরিক কিছু টাকা কর্তন করে বন্ধকি জমি ভোগ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় টাকা কর্জ দিয়ে জমি বন্ধক নিয়ে চাষাবাদ করার ব্যাপক প্রচলন, অথচ তা নাজায়েয। জনৈক আলেম বলেন, যদি এ শর্তে জমি বন্ধক নেওয়া হয় যে ঋণের টাকা থেকে প্রতি বছর নির্ধারিত হারে কিছু টাকা কমতে থাকবে অর্থাৎ মাফ হয়ে যাবে, তাহলে বন্ধকি জিনিস থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয আছে। উক্ত আলেমের কথা ঠিক কি না?

উত্তর : ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার জমি বন্ধক রেখে তা থেকে কোন প্রকার উপকৃত হওয়া সুদের অন্তর্ভুক্ত। নামে বার্ষিক কিছু টাকা কর্তন করলে তা শরীয়তসম্মত বৈধ পন্থার অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং বৈধ পন্থার অন্তরালে সুদ গ্রহণের একটি বিকল্প পন্থা হিসেবে গণ্য হবে। তবে প্রথম থেকে উভয়পক্ষ সমাজে প্রচলন হিসেবে ভাড়া ঠিক করে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তবে তা বৈধ হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতির পরিবর্তে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা চুক্তি করা যেতে পারে, অথবা 'বাই বিল ওয়াফা'-র পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। 'বাই বিল ওফা'-র পদ্ধতি অভিজ্ঞ মুফতী সাহেব হতে মৌখিকভাবে জেনে নেবেন। (১০/১৫১/৩০৩৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٦٦ : وقال في المنح هناك، وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي، وكان من كبار علماء سمرقند إنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا، فتكون ربا وهذا أمر عظيم.

📖 فيه أيضا ٥/ ٨٤ : قلت: وفي جامع الفصولين أيضا: لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس تبايعا بلا ذكر شرط الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء؛ إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة ثم رمز أنه يلتحق عنده لا عندهما، وأن الصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد. اهوبه أفتى في الخيرية -

Scanned by CamScanner

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ۷۲۵ : پہلا معاملہ جو بصورت ٹھیکہ ہے وہ در حقیقت رہن میں داخل ہی نہیں، ٹھیکہ مدت طویلہ کیلئے بھی دیا جاسکتا ہے، اور ایسی صورت میں ایک مشت رقم ملنے کی وجہ سے نسبۃ کم کرایہ پر ہی دینے کا رواج ہے جس میں شرعا کوئی قباحت نہیں، اور دوسرا معاملہ در حقیقت رہن کا معاملہ ہے، محض سود سے بچنے کیلئے برائے نام کچھ پیسے کرایہ کے مقرر کئے جاتے ہیں تو اب یہ ایک معاملہ رہن میں دوسرا معاملہ اجارہ کا داخل ہو گیا اس بناپر فاسد ہے۔

বন্ধকি জমি ভোগ করে নামেমাত্র কিছু টাকা কর্তন করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জমি বন্ধক নিয়ে চাষাবাদ করার একটি নিয়ম রয়েছে। জমিওয়ালা টাকা নেন এবং টাকা ভোগ করেন, আর টাকাওয়ালা জমি ভোগ করেন, জমিওয়ালা যখন টাকা ফিরিয়ে দেন তখন এলাকার প্রথা অনুযায়ী বাৎসরিক টাকার নির্দিষ্ট অংশ হিসাব করে কম দেন। এভাবে করা যাবে কি না?

উত্তর : বন্ধকি বস্তু হতে কোন ধরনের উপকৃত হওয়া সুদের নামান্তর বিধায় কর্জ টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক নিয়ে তা থেকে উপকৃত হওয়া কর্জদাতার জন্য শরয়ী দৃষ্টিকোণে জায়েয হবে না।

এক্ষেত্রে বন্ধকি পন্থা পরিহার করে নামেমাত্র ভাড়া নির্ধারণ না করে ন্যায্য ভাড়া নির্ধারণ করে জমি দীর্ঘ মেয়াদি ইজারা নিতে পারে। তবে দীর্ঘ ইজারার কারণে ইজারা মূল্য তুলনামূলক কম নির্ধারণ করা জায়েয হবে।

অথবা বাইয়ে বিল ওফার পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে, যার পদ্ধতি অভিজ্ঞ মুফতি সাহেব থেকে মৌখিক জেনে নেবেন। (১০/৮০৯)

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف -

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٨/ ٢٤٥ (١٥٠٧١) : عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا رهنني فرسا فركبتها قال: «ما أصبت من ظهرها فهو ربا» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /١٦٦ : وقال في المنح هناك، وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي، وكان من كبار علماء سمرقند إنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن،

Scanned by CamScanner

لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا، فتكون ربا وهذا أمر عظيم.

📖 فيه أيضا ٥/ ٨٤ : قال في النهر بعد ما ذكر عبارة جامع الفصولين: وبهذا ظهر خطأ بعض حنفية العصر، إذ أفتى في رجل باع لآخر قصب سكر قدرا معينا، وأشهد على نفسه بأنه يسقيه ويقوم عليه بأن البيع فاسد؛ لأنه شرط تركه على الأرض، نعم الشرط غير لازم اهـ قلت: وفي جامع الفصولين أيضا: لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس تبايعا بلا ذكر شرط الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء؛ إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة ثم رمز أنه يلتحق عنده لا عندهما، وأن الصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد. اهـ وبه أفتى في الخيرية وقال: فقد صرح علماؤنا بأنهما لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد اهـ۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۲۷ : پہلا معاملہ جو بصورت ٹھیکہ ہے وہ در حقیقت رہن میں داخل نہیں، ٹھیکہ مدت طویلہ کیلئے بھی دیا جاسکتا ہے، اور ایسی صورت میں ایک مشت رقم ملنے کی وجہ سے نسبۃ کرایہ پر دینے کا رواج ہے جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، (۲) دوسرا معاملہ در حقیقت رہن کا معاملہ ہے، محض سود سے بچنے کیلئے برائے نام کچھ پیسہ کرایہ کے مقرر کئے جاتے ہیں تو اب ایک معاملہ رہن میں دوسرا معاملہ اجارہ کا داخل ہو گیا اس بناء فاسد ہے۔

বন্ধকি জমি থেকে উপকৃত হওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশে কট লাগানোর প্রচলন রয়েছে। যেমন জমির মালিক ১০০০০ হাজার টাকার বিনিময়ে ৪০ শতাংশ জমি বন্ধক দেয়। যতদিন পর্যন্ত জমির মালিক উক্ত টাকা পরিশোধ করতে না পারে ততদিন পর্যন্ত টাকাওয়ালা জমি ভোগ করতে থাকবে। এ পদ্ধতিতে জমি বন্ধক দেওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : ইসলাম বন্ধক প্রথা প্রবর্তন করে কর্জদাতার মূল টাকা আদায়ের নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য, কর্জ দিয়ে উপকৃত হওয়ার জন্য নয়। তাই এ প্রথাকে যে কোনোভাবে

Scanned by CamScanner

উপকৃত হওয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ নেই। কারণ কর্জ দিয়ে উপকৃত লাভ সুদের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে বন্ধর রাখা শরীয়ত পরিপন্থী। এক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারার ভিত্তিতে জমি ভোগের পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। তবে নামেমাত্র স্বল্প কেরায়া নির্ধারণ করাও সুদ বহির্ভূত নয়, বরং সুদ খাওয়ার হীলামাত্র। (১২/৭১৬/৫০০৮)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٨/ ٢٤٥ (١٥٠٧١) : عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلا رهنني فرسا فركبتها قال: «ما أصبت من ظهرها فهو ربا» -

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٥/ ٧٤١ (١٠٩٣٣) : عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا" موقوف -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ١٤٦ : ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخداما وركوبا ولبسا وسكنى وغير ذلك؛ لأن حق الحبس ثابت للمرتهن على سبيل الدوام، وهذا يمنع الاسترداد والانتفاع-

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٦٧/٦ : قال - رحمه الله - (ولا ينتفع المرتهن بالرهن استخداما وسكنى ولبسا وإجارة وإعارة)؛ لأن الرهن يقتضي الحبس إلى أن يستوفي دينه دون الانتفاع فلا يجوز له الانتفاع إلا بتسليط منه، وإن فعل كان متعديا ولا يبطل الرهن بالتعدي -

📖 الدر المختار (سعيد) ٤٨٢/٦ : (لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا، وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٨٢/٦ : (قوله وقيل لا يحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم.قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة، وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى:

Scanned by CamScanner

إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس اهما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح.وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء.على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد لأن الفتوى على ما تقدم: أي من أنه يباح.أقول: ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض، إن كانت بشرط كره وإلا فلا، وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس بربا، لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط وما في الأشباه من الكراهة على المشروط، ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل. وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين.قال ط: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١٤٦/٦: (فأما) الثمن في باب البيع فبدل المبيع، وأنه مرهون فجاز أن يكون بدله مرهونا، وكذلك لو آجره من المرتهن صحت الإجارة وبطل الرهن إذا جدد المرتهن القبض للإجارة. (أما) صحة الإجارة وبطلان الرهن؛ فلما ذكرنا. (وأما) الحاجة إلى تجديد القبض؛ فلأن قبض الرهن دون قبض الإجارة، فلا ينوب عنه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٤٦٥ : وكذلك لو آجره الراهن بغير إذن المرتهن لا يجوز وللمرتهن أن يبطل الإجارة، ولو آجر كل واحد منهما بإذن صاحبه، أو آجره أحدهما بغير إذنه ثم أجاز صاحبه صحت الإجارة وبطل الرهن، فتكون الأجرة للراهن، وتكون ولاية قبضها إلى العاقد، ولا يعود رهنا إذا انقضت هذه الإجارة إلا بالاستئناف، وكذلك لو استأجره المرتهن صحت الإجارة، وبطل الرهن إذا جدد القبض للإجارة-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٨ /١٤٤ : جواب- زید مرتہن ہے اس نے بکر کی زمین رہن لی ہے تو زید کا زمین پر قبضہ رہن کا قبضہ ہے اس کو قبضہ اجارہ نہیں کہہ سکتے،

Scanned by CamScanner

اب اگر وہ بکر کو زمین کا کرایہ (۲ فی بیگہ یا کم وبیش) دے کر زمین کو کرایہ پر اپنے پاس سمجھتا ہے تو اس کا قبضہ قبضہ رہن نہیں قبضہ اجارہ ہوگا اور زمین رہن سے خارج ہو جائے گی، بہر صورت یہ صورت جائز نہیں؛ کیونکہ رہن سے نفع اٹھانے کا یہ حیلہ تراشا گیا ہے جو حقیقت سے بہت دور ہے۔

অনুমতি সাপেক্ষে বন্ধকি জমি ভোগ করা

প্রশ্ন :

ক) বন্ধকদাতা যদি বন্ধকি জমিতে চাষাবাদ করার অনুমতি দেয় বন্ধকগ্রহীতাকে বা বন্ধক গ্রহীতা যদি বন্ধকদাতা থেকে অনুমতি নিয়ে নেয় তাহলে বন্ধকগ্রহীতার জন্য সেই জমি থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয হবে কি না?

খ) প্রাপ্য স্থান তথা যে টাকার জন্য বন্ধক রাখা হয়েছে সে টাকা থেকে বছরে ১০০ টাকা কর্তন করার শর্তে বন্ধকি জমি থেকে বন্ধক গ্রহীতা উপকৃত হতে পারবে কি না? এবং এমন চুক্তি জায়েয হবে কি না? যদি নাজায়েয হয় তাহলে এর সঠিক পদ্ধতি কি হবে?

উল্লেখ্য, সাধারনভাবে এই জমিটা ভাড়া দিলে বছরে দুই হাজার টাকা ভাড়া আসে, এ মাসআলাগুলোর সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : বন্ধকদাতার অনুমতিক্রমে হলেও বন্ধকি জমি আবাদ করা বা প্রাপ্য ঋণ থেকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা কর্তন করার শর্ত বন্ধকি জমি হতে উপকৃত হওয়া বৈধ হবে না, বরং এটা সুদেরই নামান্তর। তবে দীর্ঘ মেয়াদি ইজারার তুলনামূলক নিয়মতান্ত্রিক রেয়াতি কেরায়ায় জমি ভাড়া নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বলে বিবেচিত হবে, যদি নামে মাত্র স্বল্প কেরায়া নির্ধারণ না করা হয়। (১২/৮৮৭/৫০৬৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٤٨٢ : (قوله وقيل لا يحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم. قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة، وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس اهما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح. وتعقبه الحموي بأن ما

Scanned by CamScanner

كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء.على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد لأن الفتوى على ما تقدم: أي من أنه يباح. أقول: ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض، إن كانت بشرط كره وإلا فلا، وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس بربا، لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط وما في الأشباه من الكراهة على المشروط، ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل. وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين.قال ط: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ١٤٦ : ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخداما وركوبا ولبسا وسكنى وغير ذلك؛ لأن حق الحبس ثابت للمرتهن على سبيل الدوام، وهذا يمنع الاسترداد۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱/ ۳۱۵ : سوال-ایک شخص اپنی زمین کسی کے پاس بالعوض سو روپیہ یا دو سو روپیہ رکھتا ہے اس شرط پر کہ میں زمین تمہارے قبضہ میں دیتا ہوں اور جو کچھ پیداوار ہو گی تم کھاؤ پیو اور سالانہ جو کچھ پیداوار ہو گی اس کے عوض دس روپیہ سالانہ سو روپیہ میں اور دو سو روپیہ میں بیس روپیہ سالانہ مجرا کر لینا، گویا میں نقد روپیہ نہیں دونگا گویا دس سال کو میں نے زمین تم کو دیدی اس کے بعد زمین میری ہو گی خواہ زمین میں کچھ پیداوار ہو نہ ہو میں ذمہ دار نہیں،

دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میں بیچ میں بقیہ روپیہ ادا کردوں تو زمین میرے ہو جائے گا اس قسم کا لین دین کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب-یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں کیونکہ یہ رہن کی صورتیں ہیں اور رہن میں راہن کو یا مرتہن کو انتفاع کا حق نہیں ہوتا کما ہو مصرح فی کتب الفقہ۔ جواز کی صورت یہ ہے کہ زمین اجارہ پر دی جائے اور مدت اجارہ متعین کرکے جس قدر روپیہ کی ضرورت ہے بطور اجرت پیشگی وصول کیا جاوے اور اس مدت تک وہ شخص کھیتی وغیرہ کرکے زمین سے نفع حاصل کرکے پھر واپس کردے۔

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۴۹۶ : سوال- رہن کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ایکڑ زمین پانچ ہزار روپے کے بدلے رہن رکھتے ہیں اور انتفاع کیلئے یہ حیلہ اختیار کرتے ہیں کہ سالانہ مثلاً دس روپے وضع کر لیتے ہیں، کیا یہ صورت جائز ہے؟ اگر یہ شرط لگائی جائے کہ دس سال کی مدت پوری ہونے پر بقیہ روپے اداء کر کے رہن چھڑا لیا جائے گا، اس صورت میں اگر دس سال سے پہلے رہن چھڑانا چاہے تو دس روپے کے حساب سے رقم اداء کر کے رہن چھڑا سکتا ہے یا بمطابق شرط دس سال پورے کرنے ہوں گے؟

الجواب- سالانہ دس روپے وضع کرنا اجارہ ہے اور مرہون کو اجارہ پر دینا جائز نہیں، جب بھی چاہے رہن چھڑا سکتا ہے۔

খাজনাস্বরূপ কিছু টাকা কর্তন করে বন্ধকি জমি ভোগ করা

প্রশ্ন : আমি এক অভাবী নারী। আমার স্বামী অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় তার পক্ষে চার জন ছেলে সন্তান ও আমার জীবিকা নির্বাহ করা অসম্ভব। যার দরুন আমাদের সংসারে খুবই অভাব। এ মুহূর্তে আমার নিকট পূর্ব জমাকৃত ১৫ হাজার টাকা দ্বারা এ মর্মে একটি জমি বন্ধক নিয়েছি যে, সে জমির উপার্জিত ফসল ততদিন যাবত ভক্ষণ করব, যতদিন সে আমার টাকা পরিশোধ করতে না পারবে। তবে শর্ত হলো, প্রতি বছর প্রতি শতকের খাজনাস্বরুপ মূল টাকা থেকে ৫ টাকা কেটে রাখবে। এভাবে উক্ত জমির চাষাবাদ করে ভক্ষণ করা আমাদের জন্য বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বন্ধকি বস্তু হতে কোনো প্রকার উপকৃত হওয়া বৈধ নয়, বরং তা সুদের নামান্তর। সুতরাং বর্ণনামতে বন্ধকি জমির উৎপাদিত ফসল বন্ধক গ্রহীতার জন্য ভোগ করা জায়েয হবে না। মূল টাকা থেকে কিছু টাকা খাজনা বাবদ কেটে রাখার হীলা দ্বারাও ফসল ভোগ করা জায়েয হবে না। বরং তা সুদ খাওয়ার অপকৌশল হবেমাত্র। অতএব জীবিকা নির্বাহের জন্য নিয়মতান্ত্রিক রেয়াতী মূল্যে দীর্ঘ মেয়াদি ইজারা বা বাই বিল ওফা-র পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। বাই বিল ওয়াফা-র নিয়ম কোনো বিজ্ঞ আলেমের কাছ থেকে জেনে নেবে। (১২/১০১/৩৮৫৫)

📖 رد المحتار (سعید) ٥ /١٦٦ : وقال في المنح هناك، وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي، وكان من كبار علماء سمرقند إنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا، فتكون ربا وهذا أمر عظيم.

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٦/ ٤٨٢ : قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ

📖 وفيه أيضا ٥/ ٨٤ : قلت: وفي جامع الفصولين أيضا: لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس تبايعا بلا ذكر شرط الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء؛ إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة ثم رمز أنه يلتحق عنده لا عندهما، وأن الصحيح أنه لا يشترط لالتحاقه مجلس العقد. اهـ وبه أفتى في الخيرية -

বাই বিল ওয়াফা'র পদ্ধতিতে বন্ধক গ্রহণ

প্রশ্ন : বাই বিল ওয়ফা ওয়াদা প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতিতে বন্ধকগ্রহীতা বন্ধককৃত জমি থেকে উপকৃত হতে পারবে কি না? যদি পারে তাহলে কোনো শর্ত আছে কি না?

উত্তর : বিক্রেতা টাকা ফেরত দিলে ক্রেতা জমি ফেরত দিতে হবে এ শর্তে জমি ক্রয় করে উক্ত জমি থেকে উপকৃত হওয়া মূলত নাজায়েয। কিন্তু পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরাম সুদ থেকে বাঁচার জন্য প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্রয়-বিক্রয়কে জায়েয বলে ফতওয়া দিয়েছেন। (১৫/৪৪০/৬০৮৮)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٢٧٦ : وبيع الوفاء ذكرته هنا تبعا للدرر: صورته أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين، وسماه الشافعية بالرهن المعاد، ويسمى بمصر بيع الأمانة، وبالشام بيع الإطاعة، قيل هو رهن فتضمن زوائده، وقيل بيع يفيد الانتفاع به، وفي إقالة شرح المجمع عن النهاية: وعليه الفتوى-

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/٢٧٦ : ووجه تسميته بيع الوفاء أن فيه عهدا بالوفاء من المشتري بأن يرد المبيع على البائع حين رد الثمن، وبعض الفقهاء يسميه البيع الجائز، ولعله مبني على أنه بيع صحيح لحاجة

Scanned by CamScanner

التخلص من الربا حتى يسوغ المشتري أكل ريعه، وبعضهم يسميه بيع المعاملة.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۴۴۲-۴۴۳ : مگر چونکہ بیع بالشرط کے ناجائز ہونے میں ائمہ کا اختلاف ہے چناچہ امام شافعی کے نزدیک بعض صورتوں میں بیع بالشرط جائز ہے اور ابن ابی لیلی اور ابن شبرمہ کا بھی یہی مذہب ہے بیع بالشرط جائز ہے، اس لئے فقہاء متاخرین نے ضرورت کی وجہ سے بیع بالوفاء کو جائز کر دیا ہے تاکہ اس طرح سود سے بچے رہے۔... ... ... بیع الوفاء یہ ہے کہ معاملہ کے وقت بیع شراء ہی کا نام لیا جاوے اور ایجاب وقبول کے بعد ساتھ ہی ساتھ یہ شرط کرلی جائے کہ خریدار جس وقت (یا فلاں مدت تک اگر)، زر ثمن واپس کردے تو بائع کو مبیع کا واپس کرنا لازم ہوگا اسی طرح اگر بائع مبیع کو کسی وقت (یا فلاں مدت تک) واپس کردے تو خریدار کو قیمت واپس کرنی ہوگی۔

বন্ধকি বস্তু ব্যবহার না করে ক্ষতি পূরণের উপায়

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি কারো থেকে কোন জিনিস বাকিতে ক্রয় করল। আর ক্রেতার কাছ থেকে পণ্যের সমমূল্য কোন জিনিস রেখে দিল। জানার বিষয় হলো, বিক্রেতা বন্ধকি বস্তুকে ব্যবহার করতে পারবে কি না? যদি ব্যবহার করতে না পারে তাহলে বিক্রেতার ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় কি?

উত্তর : বন্ধকগ্রহীতা জন্য বন্ধক হিসেবে রক্ষিত জিনিস থেকে ফায়দা অর্জন করা জায়েয নেই বিধায় প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে বিক্রেতার জন্য তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। আর যদি বন্ধকদাতা সময়মত টাকা পরিশোধ না করে তাহলে বন্ধকগ্রহীতা তার অনুমতি নিয়ে তা বিক্রি করে নিজের হক উসুল করে নেবে। আর যদি অনুমতি না দেয় তাহলে আইনের আশ্রয় নিয়ে তার হক উসুল করে নিতে পারবে। (১৯/৪৩৪/৮২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : (لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا، وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا

Scanned by CamScanner

لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم... ... قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ

📖 فيه أيضا ٦/ ٥٠٥ : (قوله فإن حل الأجل إلخ) تقدمت هذه المسألة قريبا (قوله وغاب الراهن) أي أو وارثه بعد موته وأبى الوكيل أن يبيعه أجبر بالاتفاق، وفيه رمز إلى أنه لو حضر الراهن لم يجبر الوكيل بل أجبر الراهن، فإن أبى باعه القاضي عندهما ولم يبع عنده قهستاني: قال الرملي: وهذا فرع الحجر على الحر، وتقدم في الحجر أن قولهما به يفتى اهـ

বন্ধকি বস্তু ব্যবহার করা অবৈধ

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি কোন জিনিস কারো কাছে বিক্রি করল। সে ক্রেতার কাছ থেকে ঋণের গ্যারন্টির জন্য কোন বস্তুকে তার কাছ থেকে বন্ধক রাখল উভয়ের সম্মতিক্রমে। প্রশ্ন হলো, বন্ধকি বস্তুকে এ সময়ের মধ্যে বন্ধকগ্রহীতা ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : সকল প্রকারের বন্ধকি জিনিস থেকেই বন্ধকগ্রহীতা উপকৃত হওয়া নাজায়েয। (১৯/৫৩০/৮২৪৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : (لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا، وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا.

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤ /٤٨٧ : ولا يكون للمرتهن، ولا للعدل ان يتصرف فى الرهن سوى الإمساك، إذا لم يكن مسلطا على البيع-

বন্ধকি বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জমি বন্ধক রাখা হয় এবং বন্ধক রাখার সময় এ চুক্তি হয় যে যতদিন পর্যন্ত বন্ধকি টাকা বন্ধকগ্রহীতাকে ফেরত না দিবে ততদিন পর্যন্ত বন্ধক

Scanned by CamScanner

গ্রহীতার সে জমি ভোগ করবে, জমিওয়ালার কোন অধিকার থাকবে না। যখন বন্ধকদাতা টাকা ফিরিয়ে দিবে তখন তার জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে বন্ধকি জমি থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ কি না?

উত্তর : টাকার বিনিময়ে বন্ধক রাখা জায়েয তবে বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকি জমি থেকে উপকৃত হওয়া সুদের অন্তর্ভুক্ত, তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। (১৯/৫৯৯/৮৩৬৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : (لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا، وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم. قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة، وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس اهما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح.وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء.على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد لأن الفتوى على ما تقدم: أي من أنه يباح.أقول: ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض، إن كانت بشرط كره وإلا فلا، وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس بربا، لأن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط وما في الأشباه من الكراهة على المشروط، ويؤيده قول الشارح الآتي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل. وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين.قال ط: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع،

Scanned by CamScanner

ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۴۹۶ : سوال- رہن کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ایکڑ زمین پانچ ہزار روپے کے بدلے رہن رکھتے ہیں اور انتفاع کیلئے یہ حیلہ اختیار کرتے ہیں کہ سالانہ مثلاً دس روپے وضع کر لیتے ہیں، کیا یہ صورت جائز ہے؟ اگر یہ شرط لگائی جائے کہ دس سال کی مدت پوری ہونے پر بقیہ روپے اداء کر کے رہن چھڑا لیا جائے گا، اس صورت میں اگر دس سال سے پہلے رہن چھڑانا چاہے تو دس روپے کے حساب سے رقم اداء کر کے رہن چھڑا سکتا ہے یا بمطابق شرط دس سال پورے کرنے ہوں گے؟

الجواب- سالانہ دس روپے وضع کرنا اجارہ ہے اور مرہون کو اجارہ پر دینا جائز نہیں، جب بھی چاہے رہن چھڑا سکتا ہے۔

বন্ধকি বস্তু থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জমি বন্ধক রাখা হয় এবং বন্ধক রাখার সময় এ চুক্তি হয় যে, যতদিন পর্যন্ত বন্ধকি টাকা বন্ধকগ্রহীতাকে ফেরত না দিবে, ততদিন পর্যন্ত বন্ধকগ্রহীতার সে জমি ভোগ করবে, জমিওয়ালার কোন অধিকার থাকবে না। যখন বন্ধকদাতা টাকা ফিরিয়ে দিবে তখন তার জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে বন্ধকি জমি থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ কি না? বন্ধকি জমি থেকে উপকৃত হওয়ার কোন বৈধ পদ্ধতি আছে কি না?

উত্তর : টাকার বিনিময়ে বন্ধক রাখা জায়েয তবে বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকি জমি থেকে উপকৃত হওয়া সুদের অন্তর্ভুক্ত, তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি নাজায়েয। বন্ধকি জমি থেকে উপকৃত হওয়ার কোন পদ্ধতি নেই। তবে দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা চুক্তির ভিত্তিতে এককালীন টাকা পরিশোধ করবে এবং বাৎসরিক নিয়মতান্ত্রিক ভাবে জমির ভাড়া কর্তনের শর্ত উপকৃত হওয়া যেতে পারে। এমতাবস্থায় উক্ত জমি বন্ধকি জমি হিসেবে থাকবে না। (১৮/২৭২/৭৫৭৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱/ ۳۱۵ : سوال-ایک شخص اپنی زمین کسی کے پاس بالعوض سو روپیہ یا دو سو روپیہ رکھتا ہے اس شرط پر کہ میں زمین تمہارے قبضہ میں دیتا ہوں اور جو کچھ پیداوار ہوگی تم کھاؤ پیو اور سالانہ جو کچھ پیداوار ہوگی اس کے عوض دس روپیہ سالانہ سو روپیہ میں اور دو سو روپیہ میں بیس روپیہ سالانہ مجرا کر لینا، گویا میں نقد روپیہ نہیں دونگا گویا دس سال کو میں نے زمین تم کو دیدی اس کے بعد زمین میری ہوگی خواہ زمین میں کچھ پیداوار ہو نہ ہو میں ذمہ دار نہیں،

دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میں بیچ میں بقیہ روپیہ ادا کردوں تو زمین میرے ہو جائے گا اس قسم کا لین دین کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب-یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں کیونکہ یہ رہن کی صورتیں ہیں اور رہن میں راہن کو یا مرتہن کو انتفاع کا حق نہیں ہوتا کما ہو مصرح فی کتب الفقہ۔ جواز کی صورت یہ ہے کہ زمین اجارہ پر دی جائے اور مدت اجارہ متعین کرکے جس قدر روپیہ کی ضرورت ہے بطور اجرت پیشگی وصول کیا جاوے اور اس مدت تک وہ شخص کھیتی وغیرہ کرکے زمین سے نفع حاصل کرکے پھر واپس کردے۔

বর্গা জমি বন্ধক রাখা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় বর্গাচাষিগণ জমিওয়ালার বিনা অনুমতিতে কখনো অনুমতিতে বর্গা জমি বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে নেয় এবং বন্ধকগ্রহীতা হতে পুনরায় বর্গাচাষের চুক্তি করে, ফলে ফসল সমান দুই ভাগ করে জমিওয়ালাকে এক ভাগ আর বন্ধক গ্রহীতাকে এক ভাগ সমান দিয়ে দেয়, আর নিজে বর্গা চাষের বিনিময় যে টাকা ভোগ করে, পরবর্তীতে টাকা হাতে আসলে বন্ধক গ্রহীতা হতে জমি ছাড়িয়ে নিয়ে জমিওয়ালার সাথে চুক্তি অনুযায়ী বর্গা চাষ করে এবং ফসল জমিওয়ালা ও নিজে বন্টন করে নেয়। জানার বিষয় হলো, এভাবে বর্গা জমি বন্ধক রাখা বৈধ কি না? আর বৈধতার কোন সুরত আছে কি না?

উত্তর : কারো থেকে জমি বর্গা নিয়ে তার অনুমতি ব্যতীত অন্যত্র জমি বন্ধক রাখা বৈধ নয়, অনুমতি সাপেক্ষে বৈধ হবে। তবে সর্বাবস্থায় বন্ধকগ্রহীতার জন্য বন্ধকি বস্তু থেকে কোন প্রকার উপকৃত হওয়া শরীয়তসম্মত নয়। (১৮/২৭২/৭৫৭৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ١٣٥ : (فأما) كونه مملوكا للراهن فليس بشرط لجواز الرهن حتى يجوز رهن مال الغير بغير إذنه بولاية شرعية، كالأب والوصي يرهن مال الصبي بدينه وبدين نفسه؛...

Scanned by CamScanner

... وكذلك يجوز رهن مال الغير بإذنه.كما لو استعار من إنسان شيئا؛ ليرهنه بدين على المستعير؛ لما ذكرنا أن الرهن: إيفاء الدين وقضاؤه، والإنسان بسبيل من أن يقضي دين نفسه بمال غيره بإذنه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ /٤٦٢ : وتصرف الراهن قبل سقوط الدين في المرهون إما تصرف يلحقه الفسخ كالبيع والكتابة والإجارة والهبة والصدقة والإقرار ونحوها، أو تصرف لا يحتمل الفسخ كالعتق والتدبير والاستيلاد أما الذي يلحقه الفسخ لا ينفذ بغير رضا المرتهن، ولا يبطل حقه في الحبس، وإذا قضى الدين وبطل حقه في الحبس نفذت التصرفات كلها.ولو أجاز المرتهن تصرف الراهن نفذ وخرج من أن يكون رهنا والدين على حاله.

📖 فيه أيضا ٥/٤٣٢ : أما كونه مملوكا للراهن فليس بشرط لجواز الرهن حتى يجوز ارتهان مال الغير بغير إذنه بولاية شرعية كالأب والوصي يرهن مال الصبي بدينه وبدين نفسه،... ... وكذلك يجوز رهن مال الغير بإذنه كما لو استعار شيئا من إنسان ليرهنه بدين على المستعير كذا في البدائع.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم... ... قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ

খাজনা আদায়ের শর্তে বন্ধকি জমি ভোগ করার অনুমতি প্রদান

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি এক বিঘা জমি বিশ হাজার টাকা নিয়ে অপরের নিকট বন্ধক দেয় এ শর্তে যে বন্ধক গ্রহীতা উক্ত জমির খাজনা নিজ পক্ষ থেকে আদায় করে জমি ভোগ করবে, বন্ধকদাতা গ্রহণকৃত টাকা ২০০০ হাজার ফেরত দেওয়া পর্যন্ত। এভাবে লেনদেনের বিধান কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তার জন্য বন্ধকের বিধান প্রবর্তিত হয়েছে। বন্ধককৃত দ্রব্য থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য নয় বিধায় বন্ধককৃত দ্রব্য থেকে উপকৃত হওয়া মূলত সুদের নামান্তর, তাই তা নাজায়েয। প্রশ্নোক্ত পদ্ধতি তথা খাজনা আদায় করার লক্ষ্যে নামেমাত্র ভাড়া দিয়ে জমি ভোগ করাও নাজায়েয। তাই উক্ত পদ্ধতি পরিহার করে রেয়াতী ভাড়ার উপর দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। (১৪/৮৪/৫৫৪৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦ /١٤٦ : وكذا ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، حتى لو كان الراهن عبدا ليس له أن يستخدمه، وإن كان دابة ليس له أن يركبها، وإن كان ثوبا ليس له أن يلبسه، وإن كان دارا ليس له أن يسكنها، وإن كان مصحفا ليس له أن يقرأ فيه؛؛ لأن عقد الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع، فإن انتفع به فهلك في حال الاستعمال يضمن كل قيمته؛ لأنه صار غاصبا.

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٦/ ٦٨ : الرهن أمانة عند المرتهن كالوديعة-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم -

📖 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ٢/ ٢٣٥ : وليس للمرتهن ولا للراهن أن يزرع الأرض ولا يؤاجرها؛ لأنه ليس لهما الانتفاع بالرهن. اهـ

📖 الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر) ٦ /١٣٤ : أن مااعتاده الناس في زماننا من رهن الدور على أن يسكنها المرتهن، ريثما يرد إليه الراهن دينه، وهو قرض، غير جائز باتفاق المذاهب، وليس العقد من قبيل بيع الوفاء، لعدم انصراف مقاصد الناس إلى البيع.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۵۲۰ : جواب-جو شخص اس شرط پر رہن رکھتے ہیں کہ اس کا نفع خود حاصل کریں اور قرض میں وضع نہ کریں وہ ربواخور کے حکم میں ہیں۔

Scanned by CamScanner

📖 عزیزالفتاوی (دار الاشاعت) ص ۶۲۹ : الجواب- مسلمانوں کو سود کے لین دین اور سودی معاملات سے مطلقا احتراز لازم ہے-... ... مرتہن جو نفع زمین مرہونہ سے لیگا اور اپنے تصرف میں لاوے گا وہ سود ہے، کیونکہ قاعدہ مقرر شریعت کا ہے کل قرض جر نفعا فهو ربًا اور عقد اجارہ سے رہن باطل ہو جاتا ہے پس اگر راہن کو یہ منظور ہے کہ صہ بیگہ مرتہن سے پیے وے تو عقد اجارہ اس سے کرے اور مرتہن قبض جدید اجارہ کیلئے کرے، رہن کے ساتھ اجارہ جمع نہیں ہو سکتا۔

বন্ধকের বিনিময়ে প্রদত্ত ঋণের যাকাত

প্রশ্ন : ১. আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে, জমিওয়ালা কিছু টাকার বিনিময়ে কারো নিকট জমি রাখে এ শর্তে যে, যখন টাকা ফিরিয়ে দিবে আমার জমি আমার নিকট আসবে, এর পূর্বে তুমি জমি ভোগ করতে থাকবে। সাথে এ শর্ত থাকে প্রতি বছর প্রতি বিঘায় ৩০০ টাকা করে পরিশোধ হতে থাকবে। এভাবে জমি রাখা এবং নেওয়া জায়েয কি না? যদি না হয় তাহলে কোন জায়েয সুরত আছে কি না?

২. যে টাকা দ্বারা জমি নিলো এ টাকার উপর যাকাত আসবে কি না?

উত্তর : ১. মূলত টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক রাখার প্রচলন টাকা ফেরত পাওয়ার গ্যারান্টির জন্য চালু হয়েছে, বন্ধকি জমি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য নয়। বন্ধকি জমি বন্ধক গ্রহীতার কাছে আমানত, তাই উক্ত জমি থেকে কোন প্রকারের উপকৃত হওয়া বন্ধক গ্রহীতার জন্য কোনোক্রমেই বৈধ নয়। তাই উক্ত পদ্ধতি পরিহার করে রেয়াতী কেরায়ার উপর দীর্ঘ মেয়াদী ইজারা পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

২. ঋণদাতা নেসাবের মালিক হলে উক্ত ঋণের টাকার যাকাত ঋণ দাতারই আদায় করতে হবে। (১৩/৬০৯/৫৪৯৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ١٤٦ : ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخداما وركوبا ولبسا وسكنى وغير ذلك؛ لأن حق الحبس ثابت للمرتهن على سبيل الدوام، وهذا يمنع الاسترداد والانتفاع، وليس له أن يبيعه غير المرتهن بغير إذنه؛ لما فيه من إبطال حقه من غير رضاه.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : (لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو

Scanned by CamScanner

راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا، وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٦/ ٢٦٨ : "والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور، للسكنى والأرضين للزراعة فيصح العقد على مدة معلومة أي مدة كانت"؛ لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما إذا كانت المنفعة لا تتفاوت. وقوله أي مدة كانت إشارة إلى أنه يجوز طالت المدة أو قصرت لكونها معلومة ولتحقق الحاجة إليها عسى، إلا أن في الأوقاف لا تجوز الإجارة الطويلة كي لا يدعي المستأجر ملكها وهي ما زاد على ثلاث سنين هو المختار.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥١١ : وأما الإجارة فالمستأجر إن كان هو الراهن فهي باطلة وكانت بمنزلة ما إذا أعار منه أو أودعه، وإن كان هو المرتهن وجدد القبض للإجارة أو أجنبيا بمباشرة أحدهما العقد بإذن الآخر بطل الرهن والأجرة للراهن وولاية القبض للعاقد ولا يعود رهنا إلا بالاستئناف.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ٦/ ٢٣٠ : الجواب- اجارہ ایک جائز معاملہ ہے مالک اپنی زمین ہر اس شخص کو اجارہ کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اجارہ پر دے سکتا ہے جس پر اعتماد ہو خواہ مرتہن ہو یا اور کوئی شخص، لیکن جہاں کہیں مالک اور آجر کے درمیان اس سے قبل رہن کا معاملہ موجود ہو تو رہن کے بعد اجارہ کی تجدید معاہدہ سے سابقہ عقد رہن ختم ہو کر باقی نہیں رہتا اور مرتہن کے انتفاع لینے میں کوئی حرج نہیں، تاہم راہن مقررہ مدت کے بعد بغیر کسی قرض کی ادائیگی کے اپنی رہن مرتہن سے واپس لے سکتا ہے اور مرتہن واپس کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٠٧ : قسم أبو حنيفة الدين على ثلاثة أقسام: قوي، وهو بدل القرض، ومال التجارة، ومتوسط، وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى، وضعيف، وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية، وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية، وبدل الكتابة والسعاية ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول، ويتراخى القضاء إلى أن يقبض أربعين درهما ففيها درهم، وكذا فيما زاد بحسابه.

Scanned by CamScanner

বন্ধকি জমি তৃতীয় পক্ষ বা মালিকের কাছে ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : ১. আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে যে কোন জমির মালিক যদি কারো কাছ থেকে ঋণ নিতে চায় তাহলে নিজের জমিটি উক্ত ব্যক্তির কাছে বন্ধক রাখে, স্থানীয় ভাষায় তাকে অ্যাগ্রিমেন্ট বলে। এরপর ঋণ পরিশোধ হওয়ার আগ পর্যন্ত ঋণদাতা জমিটি ভোগ করতে থাকে। আর বিনিময়স্বরূপ জমিটি খাজনা পরিমাণ তথা গন্ডা প্রতি বাৎসরিক ১০০ টাকা ঋণ থেকে কর্তন করে জমির মালিককে দেয়। যা জমির প্রকৃত ভাড়ার চেয়ে অনেক কম। এভাবে করা জায়েয হবে কি না?

২. ঋণদাতা কখনো উক্ত বন্ধকি জমিটি তৃতীয় কোন ব্যক্তির কাছে বা ঋণ গ্রহীতার তথা আসল মালিকের কাছেই ভাড়া দেয়, যাকে স্থানীয় পরিভাষায় পোষানী বলে। জানার বিষয় হলো, ঋণদাতার জন্য এভাবে বন্ধকি জমি ভাড়া দেয়া এবং তৃতীয় ব্যক্তির জন্য এ ধরনের জমি জেনে-শুনে ভাড়া নেয়া জায়েয হবে কি না?

৩. বিগত দিনে যারা এরূপ লেনদেনের মাধ্যমে মুনাফা ভোগ করেছে বা ঋণদাতাকে ভোগের সুযোগ দিয়েছে তাদের এখন করণীয় কি?

উত্তর : ১. টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক রাখার প্রচলন টাকা ফেরত পাওয়ার গ্যারান্টির জন্য চালু হয়েছে। বন্ধকি জমি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য নয়। বন্ধকি জমি বন্ধক গ্রহীতার কাছে আমানত। তাই উক্ত জমি থেকে কোন প্রকারের উপকৃত হওয়া বন্ধক গ্রহীতার জন্য কোনক্রমেই বৈধ নয়।

২. গ্রহীতার কাছে জমি আমানত বিধায় অন্য একজনকে ভাড়া দিয়ে উপকৃত হওয়াও তার জন্য বৈধ নয়।

৩. যদি কেউ এরুপ করে থাকে উৎপাদিত ফসল বা তার বিনিময় সব জমির মালিককে ফেরত দিতে হবে অন্যথায় সুদ বলে বিবেচিত হবে। (১৫/৬১৪/৬১৭৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : (لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا، وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٤٦٤ : ولو ارتهن الرجل دابة، وقبضها ثم آجرها من الراهن لا تصح الإجارة، ويكون للمرتهن أن يعود في الرهن، ويأخذ الدابة، وإن آجر المرتهن من أجنبي بأمر الراهن يخرج من الرهن، وتكون الأجرة للراهن-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸ /۱۴۴ : جواب- زید مرتہن ہے اس نے بکر کی زمین رہن لی ہے تو زید کا زمین پر قبضہ رہن کا قبضہ ہے اس کو قبضہ اجارہ نہیں کہہ سکتے،

Scanned by CamScanner

اب اگر وہ بکر کو زمین کا کرایہ (۲فی بیگہ یا کم وبیش) دے کر زمین کو کرایہ پر اپنے پاس سمجھتا ہے تو اس کا قبضہ قبضہ رہن نہیں قبضہ اجارہ ہوگا اور زمین رہن سے خارج ہو جائے گی، بہر صورت یہ صورت جائز نہیں؛ کیونکہ رہن سے نفع اٹھانے کا یہ حیلہ تراشا گیا ہے جو حقیقت سے بہت دور ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۴۹۶ : سوال-رہن کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ایکڑ زمین پانچ ہزار روپے کے بدلے رہن رکھتے ہیں اور انتفاع کیلئے یہ حیلہ اختیار کرتے ہیں کہ سالانہ مثلاً دس روپے وضع کر لیتے ہیں، کیا یہ صورت جائز ہے؟ اگر یہ شرط لگائی جائے کہ دس سال کی مدت پوری ہونے پر بقیہ روپے اداء کر کے رہن چھڑا لیا جائے گا، اس صورت میں اگر دس سال سے پہلے رہن چھڑانا چاہے تو دس روپے کے حساب سے رقم اداء کر کے رہن چھڑا سکتا ہے یا بمطابق شرط دس سال پورے کرنے ہوں گے؟

الجواب-سالانہ دس روپے وضع کرنا اجارہ ہے اور مرہون کو اجارہ پر دینا جائز نہیں، جب بھی چاہے رہن چھڑا سکتا ہے۔

বন্ধকি মটর সাইকেল ব্যবহার করা বা মালিককে ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি আমার থেকে ৫০০০০ হাজার টাকা নিয়ে বন্ধকস্বরূপ তার একটি মটর সাইকেল বা তিন কাঠা জমি আমার নিকট রেখে দেয় তাহলে উক্ত মটর সাইকেল বা তিন কাঠা জমি আমার জন্য ব্যবহার করা বা তা থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ হবে কি না? সাইকেল যদি তার মালিককে ভাড়া দিয়ে ফায়দা গ্রহণ করি, তা কি আমার জন্য হালাল হবে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে বন্ধকি জিনিস থেকে কোনো প্রকার ফায়দা গ্রহণ করা সুদ খাওয়ার নামান্তর। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বন্ধকি মটর সাইকেল অথবা জমি মালিক বা অন্য কারো কাছে ভাড়া দিয়ে যেকোনো প্রকার ফায়দা গ্রহণ করা নাজায়েয। (১৫/৫৬৩/৬১৪৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : (لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا، وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٤٦٤ : ولو ارتهن الرجل دابة، وقبضها ثم آجرها من الراهن لا تصح الإجارة، ويكون للمرتهن أن يعود

Scanned by CamScanner

في الرهن، ويأخذ الدابة، وإن آجر المرتهن من أجنبي بأمر الراهن يخرج من الرهن، وتكون الأجرة للراهن۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۵۲۲ : رہن کا انتفاع مرتہن کو جائز نہیں، اگرچہ اس کا خراج بھی دیتا ہے۔

বন্ধকি জমি থেকে উপকৃত হওয়ার হীলা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে জমি বন্ধকের যে নিয়ম চালু রয়েছে তা হলো এই, ১০০ শতক ৫০০০০ হাজার টাকার বিনিময়ে ৫ বছরের জন্য বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতাকে দিয়ে থাকে এবং চুক্তিতে নির্ধারিত সময় বা যতদিন পর্যন্ত বন্ধকদাতা টাকা ফেরত না দিবে ততদিন পর্যন্ত বন্ধকগ্রহীতা উক্ত জমি ভোগ করবে। ভোগের বিনিময়ে প্রতি বছর ৫০০ টাকা করে কর্তন করবে অথবা টাকা ফেরত আনার সময় কিছু টাকা কম আনবে। এমন বন্ধক রাখার প্রথা জায়েয হবে কি না?
উল্লেখ্য, উক্ত জমি ইজারা বা ভাড়া দিলে সাধরন নিয়মে প্রতি বছর ভাড়া আসবে ১০/১২ হাজার টাকা।

উত্তর : কোন কিছু বন্ধক রেখে তা থেকে উপকৃত হওয়া সুদ খাওয়ার নামান্তর। সুতরাং এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ শরীয়ত পরিপন্থী। তবে এর বিকল্প শরীয়তসম্মত পদ্ধতি হিসেবে নিয়মতান্ত্রিক বিনিময় নির্ধারণ করে দীর্ঘ মেয়াদি ইজারা চুক্তি করা যেতে পারে। যাতে বাৎসরিক নির্ধারিত বিনিময় এককালীন প্রদেয় টাকা থেকে কর্তন হতে থাকবে। (১৫/৪৫২/৬০৯৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٨٢ : وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم...ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس اهـ ما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح.وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء.

📖 فيه أيضا ٦/ ٥١١ : وأما الإجارة فالمستأجر إن كان هو الراهن فهي باطلة وكانت بمنزلة ما إذا أعار منه أو أودعه، وإن كان هو المرتهن وجدد القبض للإجارة أو أجنبيا بمباشرة أحدهما العقد بإذن الآخر بطل الرهن والأجرة للراهن وولاية القبض للعاقد ولا يعود رهنا إلا بالاستئناف.

Scanned by CamScanner

📖 عزیزالفتاوی (دار الاشاعت) ص ۶۲۹ : مسلمانوں کو سود کے لین دین اور سودی معاملات سے مطلقا احتراز لازم ہے۔ پس مرتہن جو نفع زمین مرہونہ سے لیگا اور اپنے تصرف میں لاوے گا وہ سودی ہے کیونکہ قاعدہ مقررہ شریعت کا ہے کل قرض جر نفعا فهو ربًا اور عقد اجارہ سے رہن باطل ہو جاتا ہے پس اگر راہن کو یہ منظور ہے کہ بیگہ مرتہن سے ہوئے تو عقد اجارہ اس سے کرے اور مرتہن قبض جدید اجارہ کیلئے کرے ۔رہن کے ساتھ اجارہ جمع نہیں ہو سکتا۔

খায় খালাসী বন্ধক

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জমির উপর এ শর্তে টাকা লেনদেন হয় যে, জমির মালিককে বিঘাপ্রতি বিশ হাজার বা ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া হয় এবং ওই মূল টাকা থেকে বছরে ৩০০/৪০০ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা জমিওয়ালার যখন সুযোগ হয় ফেরত দিবে এবং জমি নিয়ে নেবে। একে আমাদের এলাকায় খায়খালাশি বলে। এটি জায়েয হবে কি না? খায়খালাশির পর জমিওয়ালার নিকট জমি রেখে একথা বলে যে তুমি যা ইচ্ছা তা আবাদ কর, কিন্তু আমাদের প্রত্যেক বিঘা থেকে বিশ মণ অথবা পনের মণ ধান অথবা গম দিতে হবে, তা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে ২০/৩০ হাজার টাকা জমির মালিককে দিয়ে জমি ভোগ করার দুটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে তা শরীয়ত সম্মত নয়। তা কর্জের বিনিময়ে মুনাফা ভোগের অন্তর্ভুক্ত, যা সুদ হওয়ায় হারাম। তবে শেষে যে পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পণ্যের বিনিময়ে জমি দেওয়া তা জায়েয হবে। (১১/৩২৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١٤٦/٦ : وكذا ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، حتى لو كان الراهن عبدا ليس له أن يستخدمه، وإن كان دابة ليس له أن يركبها، وإن كان ثوبا ليس له أن يلبسه، وإن كان دارا ليس له أن يسكنها، وإن كان مصحفا ليس له أن يقرأ فيه؛ لأن عقد الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع-

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٨٢/٦ : (قوله وقيل لا يحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم-

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٤/٦ : (وكل ما صلح ثمنا) أي بدلا في البيع (صلح أجرة) لأنها ثمن المنفعة (قوله أي بدلا في البيع) فدخل فيه الأعيان فإنها تصلح بدلا في المقايضة فتصلح أجرة-

📖 وفيه أيضا ٢٩/٦ : (و) تصح إجارة (أرض للزراعة مع بيان ما يزرع فيها، أو قال على أن أزرع فيها ما أشاء) كي لا تقع المنازعة وإلا فهي فاسدة للجهالة، وتنقلب صحيحة بزرعها ويجب المسمى وللمستأجر الشرب والطريق-

বন্ধকি গাছের ফল খাওয়া অবৈধ

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি কারো কাছ থেকে তিন হাজার টাকা নেয়। আর তাকে একটি কাঁঠাল গাছ দেয় এই বলে যে, এই গাছের কাঁঠাল খেতে থাক, যে দিন টাকা দিয়ে দিব, তারপর থেকে গাছ আবার আমার হয়ে যাবে। যদি টাকা না দিতে পারি তাহলে গাছ বিক্রি করে তোমার টাকা নিয়ে নেবে। এ ধরনের লেন দেন করা জায়েয হবে কি না? না থাকলে জায়েযের কোনো সুরত থাকলে জানালে উপকৃত হবে।

উত্তর : তিন হাজার কর্জ দিয়ে ঋণ গ্রহীতার কাঁঠাল গাছের কাঁঠাল ভোগ করা সুদের শামিল বিধায় এধরনের লেনদেন অবৈধ। (১১/৯১০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٤٨٢/٦ : (لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام، ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن-

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٨٢/٦ : قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع الانتفاع، ولولاه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۱۴۰ : زمین یا باغ کا رہن رکھنا اور اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں، شرط کر کے یا بلا اجازت راہن فائدہ اٹھانے کی حرمت تو ظاہر ہے اور عین مشروط ہونے کی حالت میں اجازت راہن کی بعد فائدہ اٹھانے کی اس لئے ممانعت ہے کہ یہ اجازت حقیقی اجازت نہیں ہوتی بلکہ دباؤ یا ضرورت کی وجہ سے راہن مجبوری کو اجازت دیدیتا ہے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۵۴ : الجواب- انتفاع مرہون سے اگر مشروط یا معروف ہو جیسا کہ آجکل ہے ربوا حرام ہے اور ربوا اذن سے حلال نہیں ہوتا۔

Scanned by CamScanner

كتاب الوديعة والأمانة
অধ্যায় : আমানত ও ওদীয়ত

আমানতের টাকা হুবহু পৌঁছাতে হবে

প্রশ্ন : কেউ কারো পাওনা টাকা-পয়সা পাওনাদারের নিকট পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দিলে হুবহু সে টাকাই দেওয়া জরুরি না অন্য টাকা দিতে পারবে?

উত্তর : আমানতের যেকোনো বস্তু আমানত গ্রহীতা রদবদল করতে পারবে না। হ্যাঁ, যদি আমানতকারীর পক্ষ থেকে পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি থাকে, তখন বদলিয়ে দেওয়া যাবে। (১/৩১৮)

📖 درر الحكام ٣/٥٦٤ : المال الذى فى يد الوكيل بالغاء الدين: اذا اعطى لاخر عشرة دنانير قائلا اعطها إلى دائن الفلانى كان المبلغ المذكور فى يد ذلك الشخص أمانة.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص۵۲۹ : سوال-اگرامانت خواہ مسجد یامدرسہ یادیگر کسی کی ہو مبادلہ یعنی روپیہ کے پیسے اور پیسوں کے روپیہ کرلیوے، ضرورتادرست ہے یاخیانت میں داخل ہے؟

جواب-اس کو تصرف کرنادرست نہیں، خواہ مال مسجد ومدرسہ ہو خواہ کسی شخص کا، اگر ایسا کریگاتوضامن ہو جاوے گا۔

গচ্ছিত আমানত হকদারকে দিতে হবে, সদকা করা যাবে না

প্রশ্ন : আমার নিকট এক ভাই কিছু আমানতের টাকা রেখে মারা যান। মৃত্যুকালে ভাই, বোন এবং স্ত্রী রেখে যান। স্ত্রীর গর্ভে একটি মেয়েসন্তান ছিল, এখন ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আমি যদি এই আমানতের টাকা তাদের হাতে সরাসরি পৌঁছাতে যাই, তাহলে আমি বিভিন্ন অশুভ মন্তব্যের শিকার হতে পারি এবং বিভিন্ন ফেতনা হতে পারে। অন্যদিকে অভিভাবক এমন যে তার হাতে টাকা দিলে একাই আত্মসাৎ করবে, হকদারকে দেবে না ইত্যাদি কারণে আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে উক্ত টাকার যে অংশ নাবালেগ মেয়ে পাবে সে অংশটি সে প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পরে তার হাতে পৌঁছাব। কারণ অন্যদের হাতে

Scanned by CamScanner

দিলে নাবালেগের অংশ সংরক্ষিত থাকবে না, আর অন্যদের অংশ তাদের নামে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দেওয়া হবে। প্রশ্ন হলো, আমার এই সিদ্ধান্ত শরীয়ত মোতাবেক জায়েয কি না? যদি জায়েয না থাকে তাহলে শরীয়তের ফয়সালা কী?

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে আমানতকারীর মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণই উক্ত আমানতের হকদার। হকদারের কাছেই উক্ত আমানত পৌঁছিয়ে দেওয়া আপনার কর্তব্য। প্রকৃত হকদারের কাছে হক পৌঁছানো সম্ভব হলে তাদের কাছে না পৌঁছিয়ে তাদের পক্ষে সদকা করার বিধান শরীয়তে নেই। তবে উক্ত আমানতের টাকা তাদের হাতে পৌঁছাতে গিয়ে ফেতনার আশঙ্কা থাকলে আপনি আইনের আশ্রয় নিতে পারেন অথবা গ্রাম্য মেম্বার-চেয়ারম্যানের শরণাপন্ন হতে পারেন এবং নাবালাগের অংশ তার নামেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে জমা রাখতে পারেন। অথবা হাদিয়ার নামেও পৌঁছানো যাবে। (১৪/৫৩৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٥٤/٤ : وإذا مات رب الوديعة فالوارث خصم في طلب الوديعة، كذا في المبسوط.فإن مات ولم يكن عليه دين مستغرق يرد على الورثة، وإن كان يدفع إلى وصيه، كذا في الوجيز للكردري. المودع إذا دفع الوديعة إلى وارث المودع، وفي التركة دين يضمن للغرماء ولا يبرأ بالرد على الوارث، كذا في خزانة المفتين، والله أعلم.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٧٩/٤٣ : وأساس ذلك عندهم أن المودع إذا مات، فترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة مستغرقة بالدين، فإن كانت كذلك، فلا تسلم للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن الحاكم. وإن سلمها الوديع إلى الوارث بلا إذن الحاكم، وهلكت أو ضاعت، فعلى الوديع ضمانها.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۶ /۳۹۹ : سوال- زید کی امانت بکر کے پاس رکھی ہوئی تھی کہ اچانک زید کی وفات ہوگئی، اس کے پسماندگان میں بیوی بچے ہیں لیکن ناقابل اعتماد ہیں تو بکر یہ امانت کسی کے حوالے کرے؟

الجواب- صورت مسئولہ میں زید کے ورثاء کے مطالبے پر امانت کی واپسی ضروری ہے لیکن اگر یہ یقین یا غالب ظن ہو کہ ورثاء اس مال کو ضائع کردیں گے تو پچیس سال کی عمر تک نہ دیا جائے۔

Scanned by CamScanner

হাদিয়ার নামে হলেও আমানত হকদারকে দিতে হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অধিকাংশই ওয়ারিশগণ বণ্টন করে নিয়েছেন। মরহুমের কিছু অস্থাবর সম্পদ তাঁর একজন বিশ্বস্ত আমানতদারের নিকট গচ্ছিত ছিল, যা মরহুমের ওয়ারিশগণের জানা নেই। এমতাবস্থায় উক্ত আমানতদার ব্যক্তি ওই সম্পদের সংবাদ যদি মরহুমের ওয়ারিশগণের অবহিত করেন তাহলে তাঁর ওপর কঠিন বিপদ নামার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। উল্লেখ্য, মরহুমের জীবিত অবস্থায় উক্ত আমানতদার গচ্ছিত সম্পদের ব্যাপারে বারবার জিজ্ঞেস করলে তদুত্তরে তিনি বলেন, এই মাল আপনার নিকট গচ্ছিত থাক। এখন জিজ্ঞাসার বিষয় হলো, এমতাবস্থায় আমানতদার ব্যক্তি ওই সম্পদগুলো যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যাতে সদকা করে, তা জায়েয ও শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির অন্যের কাছে রেখে যাওয়া আমানত তার জীবিত ওয়ারিশদের প্রাপ্য হক। হকদারের হক তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। তার পক্ষ থেকে সদকা করা সহীহ হবে না বিধায় তাদের নিকট যেকোনো উপায়ে পৌঁছিয়ে দিতে হবে। তবে নিরাপদ থাকার লক্ষ্যে তাদের অবহিত করা ছাড়া প্রত্যেকের শরীয়তসম্মত অংশ হাদিয়ার নামে বা অন্য যেকোনো উপায়ে তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেবে। (৮/৩২/১৯৮০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ /١٨٢ : (ويجب رد عين المغصوب) ما لم يتغير تغيرا فاحشا مجتبى (في مكان غصبه) لتفاوت القيم باختلاف الأماكن (ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك) في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء وكذا.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۴۳- ۴۴۴ : سوال- کسی چور یا چور کے دوست کے پاس مال مسروقہ رکھا ہے، اب اللہ تعالی نے چور کے دل میں یا جس کو چور نے وہ مال مسروقہ ہبہ کر دیا ہے، یہ بات ڈالی کہ یہ مال ہمارے لئے حرام ہے، اس کو واپس کرنا چاہئے، یا اگر وہ مال خرچ ہو گیا ہے، تو اس کی قیمت مالک تک پہونچانا چاہئے، مگر چور اور چور کے دوست جس کو چور نے وہ مال مسروقہ ہبہ کیا ہے، دونوں کو اندیشہ ہے کہ اگر مال یا مال کی قیمت مالک تک پہونچائیں گے تو حال کھل جائے گا اور بے عزتی کے علاوہ قید کا خوف ہے تو کیا حیلہ کرے جس سے مالک کو مال یا قیمت پہنچ جائے اور چور اور چور کے دوست کی بے عزتی بھی نہ ہو؟

الجواب- پوشیدہ طور پر مال مالک کے قبضہ میں جس تدبیر سے چاہے پہنچا دینے سے یہ بری الذمہ ہو جاویگا مالک کو اس کی اطلاع کی حاجت نہیں کہ فلاں شخص نے یہ میرا حق دیا ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۳۸۹ : سوال - زید کسی کافر کا مقروض تھا وہ قرضخواہ ہندوستان میں جاکر کہیں لاپتہ ہوگیا، اس تک رسائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، زید اس رقم کا کیا کرے؟

الجواب - اولا خط وکتابت یا دیگر ذرائع سے قرضخواہ یا اس کے ورثہ کا پتہ لگانے کی کوشش کرے، انتہائی کوشش کے بعد جب مایوس ہو تو اس رقم کا صدقہ کردے، اس صورت میں اصل حکم تو بیت المال میں جمع کرانے کا ہے مگر چونکہ حکومت اسلامیہ نہ ہونے کی وجہ سے بیت المال مفقود ہے اس لئے فقراء پر تصدق کردے۔

অন্যের হক পৌঁছানোর পদ্ধতি

প্রশ্ন : অন্যের সম্পদ বা টাকা যদি আমার কাছে থাকে এবং ওই টাকা ফেরত দেওয়া কঠিন হয়। কারণ যার টাকা সে যদি মারা গিয়ে থাকে বা বিদেশ থাকে তাহলে এ টাকা কিভাবে ফেরত দেব বা আল্লাহর কাছে মাফ পাওয়ার পন্থা কী?

উত্তর : কারো প্রাপ্য হক কিংবা আমানত হিসেবে রক্ষিত সম্পদ বা টাকা-পয়সা আপনার কাছে থাকলে তা উক্ত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেওয়া আপনার জন্য অবশ্যই জরুরি। এ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি বিদেশে থাকলে তার ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে অথবা যেকোনো উপায়ে পৌঁছিয়ে দেবে। আর যদি মারা যায় তাহলে তার জীবিত ওয়ারিশগণের নিকট তা হস্তান্তর করতে হবে। কোনো ওয়ারিশ জীবিত না থাকলে বা জানা না থাকলে উক্ত সম্পদ ওই ব্যক্তির পক্ষ হতে গরিব-মিসকিনদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে। (১৭/৩২৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٣٩٢ : غاب المودع ولا يدري حياته ولا مماته يحفظها أبدا حتى يعلم بموته وورثته، كذا في الوجيز للكردري.
ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة، كذا في الفتاوى العتابية.

আমানতদারের অন্যের কাছে আমানত রাখা ও আদায়ের ব্যাপারে মতানৈক্য

প্রশ্ন : কিছু লোক একটি বিবাহের বাজার করার পর যায়েদের কাছে অলংকারগুলো আমানত রাখে। যায়েদ অলংকারগুলো হেফাজতের নিয়্যাতে ওমরের কাছে আমানত রাখে। বিবাহের সময় এলে যায়েদের থেকে অলংকার চাওয়া হলে সে বলে, আমি ওমরের কাছে আমানত রেখেছি। ওমর বলে, আমি যায়েদের কাছে পুনরায় ফেরত

Scanned by CamScanner

দিয়েছি; কিন্তু যায়েদ বলে, ফেরত দাওনি। এখন উভয়ে শপথ করতে চায়। প্রশ্ন হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে শপথ কার ওপর আসবে এবং অলংকারগুলোর ক্ষতিপূরণ কে দেবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় শরীয়তের দৃষ্টিতে ওমরের ওপর শপথ আসবে। সে যদি শপথ থেকে অস্বীকার করে তাহলে সেই অলংকারগুলোর ক্ষতিপূরণ বহন করবে। ওমর শপথ করলে যায়েদ থেকে ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে। (১৮/৪৪২/৭৬৫৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢١١/٦ : ومنها أن المودع مع المودع إذا اختلفا، فقال المودع: هلكت أو؛ قال: رددتها إليك وقال المالك: بل استهلكتها فالقول قول المودع؛ لأن المالك يدعي على الأمين أمرا عارضا، وهو التعدي، والمودع مستصحب لحال الأمانة، فكان متمسكا بالأصل، فكان القول قوله، لكن مع اليمين؛ لأن التهمة قائمة، فيستحلف دفعا للتهمة.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٦/ ٢٢٠ : ومن أودع رجلا وديعة فأودعها آخر فهلكت فله أن يضمن الأول وليس له أن يضمن الثاني، وهذا عند أبي حنيفة،... ... وله أنه قبض المال من يد أمين لأنه بالدفع لا يضمن ما لم يفارقه لحضور رأيه فلا تعدي منهما فإذا فارقه فقد ترك الحفظ الملتزم فيضمنه بذلك، وأما الثاني فمستمر على الحالة الأولى ولم يوجد منه صنع فلا يضمنه .

📖 الدر المختار (سعيد) ٦٦/٥ : ولو أودع غير عياله، وأجاز المالك خرج من البين، ولو وضع في حرز غيره بلا استئجار يضمن.

রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত ওষুধ ও খাবার বিক্রি করে দেওয়া

প্রশ্ন : আমি সরকারি হাসপাতালে চাকরি করি। আমার কাজ হলো, নির্দিষ্ট ওয়ার্ডে রোগীর খাবার ও ওষুধ প্রত্যেক রোগীর নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়া। যেমন–১ নং ওয়ার্ডে ২০ জন রোগী আছে তাদের প্রত্যেকের জন্য ওষুধ ও খাবার মঞ্জুর হয় এবং ওষুধ ও খাবার রোগীদের মাঝে বণ্টন হয়। অনেক রোগীর সুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে সিট কেটে দেওয়া হয়, কিন্তু রোগীর সিট কাটার ব্যাপারে ওপরের দায়িত্বশীলকে না জানানোর কারণে রোগীর নামে খাবার ও ওষুধ চলে আসে। অথচ রোগী নেই এবং ওই খাবার ও ওষুধ উক্ত ওয়ার্ডের দায়িত্বশীলরা বিক্রি করে বা নিজে খেয়ে ফেলে বা বাসায়

Scanned by CamScanner

নিয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত অবস্থায় ওই খাবার ও ওষুধ আমাদের জন্য বিক্রি করা বা ব্যবহার করা বৈধ হবে কি না? (যেহেতু খাবার ও ওষুধ রোগীর জন্য আসে) যদি বৈধ না হয় আমি কিভাবে ওই অবৈধ কাজ থেকে বাঁচতে পারি? যেহেতু যদি ওপরে এই খবর জানানো হয় যে রোগী নেই তাহলে আমার সাথে অন্য সহকর্মীদের সাথে দুশমনী হবে এবং চাকরি চলে যাওয়ার ভয় আছে।

উত্তর : উপরস্থ দায়িত্বশীলদের অগোচরে রিলিজকৃত বা সিট কেটে দেওয়া, রোগীদের নামে বন্টনকৃত ওষুধ বা খাবার নিয়ে নিজেরা খাওয়া, বিক্রি করা ও বাসায় নেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। যারা এমন কাজ করে ও যারা তাদের সহযোগিতা করে সকলেই ধোঁকাবাজ ও গোনাহগার হিসেবে বিবেচিত হবে। এ রকম কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানো, সাধ্যানুযায়ী অন্যদের বিরত রাখা, অন্তত অন্তরে ঘৃণা করা ওয়াজিব। (৯/৯০৫/২৯৮১)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٠٠ : لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته.

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ٥/ ٦٠ : الخيانة هي الأخذ مما في يده على وجه الأمانة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٣ : رجل علم أن فلانا يتعاطى من المنكر هل يحل له أن يكتب إلى أبيه بذلك قالوا إن كان يعلم أنه لو كتب إلى أبيه يمنعه الأب عن ذلك ويقدر عليه يحل له أن يكتب وإن كان يعلم أن أباه لو أراد منعه لا يقدر عليه فإنه لا يكتب وكذلك فيما بين الزوجين وبين السلطان والرعية والحشم إنما يجب الأمر بالمعروف إذا علم أنهم يستمعون.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۸/ ۱۵۱ : ج- آپ کے سوال کا جواب تو اتنا واضح ہے کہ مجھے جواب لکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، یہ تو ظاہر کہ سرکاری یا نجی اداروں نے جو طبّی سہولتیں فارہم کی ہیں، وہ بیماروں کے لئے ہیں، اب جو شخص بیمار ہی نہیں اس کا ان مراعات میں کوئی حق نہیں، اگر وہ مصنوعی طور پر بیمار بن کر علاج کے مصارف وصول کرتا ہے تو چند کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اول جھوٹ اور جعلسازی، دوم ادارہ کو دھوکہ اور فریب دینا، سوم ڈاکٹر کو رشوت دیکر ان گناہوں میں شریک کرنا، چہارم ادارے کا ناحق مال کھانا... ... کبیرہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں اور جس کمائی میں یہ چہارم، اس کے کمائی ناجائز اور بے برکت ناپاک ہونے میں کیا شک ہے؟

Scanned by CamScanner

باب العارية

পরিচ্ছেদ : আরিয়াত-ধার

ধার করা জিনিস চুরি হয়ে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক আলেম তার পাশের রুমে অবস্থানকারী অন্য এক আলেম থেকে একটি মোবাইল ফোনসেট ও চার্জার সাময়িক ব্যবহারের জন্য ধার নেয়। ওই সময় তার মূল্য ছিল ৯০০০ টাকা। মোবাইলটি নিয়ে কামরায় চার্জ করতে দিয়ে দরজা খোলা রেখে মসজিদে চলে যায়। ইতিমধ্যে মোবাইলটি চুরি হয়ে যায়। তখন তার বাজারমূল্য ছিল ৬০০০ টাকা। এমতাবস্থায় মালিক তার মোবাইল সেট ফেরত চাইলে বলেন যে যেহেতু আমি কখনো কামরায় তালা লাগাই না, তাই আমার অবহেলা ছাড়া চুরি হয়ে গেছে। তাই এর জরিমানা আমার ওপর জরুরি নয়। উল্লেখ্য, আশপাশের কোনো রুমের অবস্থানকারীরা তালাবিহীন মসজিদে গমন করে না এবং ওই ব্যক্তি চুরির পর গুরুত্ব সহকারে তালা লাগনো শুরু করেছে। এমতাবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে মোবাইলের মালিক তার মোবাইল পাওয়ার অধিকার রাখে কি না? যদি অধিকার রাখা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তি নিজ দাপটে জরিমানা না দেয় তবে তার কী হুকুম হবে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে (আরিয়াত) ধার নেওয়া বস্তু যদি ধারগ্রহীতার অবহেলার কারণে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার পূর্ণ জরিমানা মালিককে দিতে হবে। ধারগ্রহীতার কথা "আমি কখনো কামরায় তালা লাগাই না"– গ্রহণীয় হবে না বিধায় প্রশ্নোক্ত বর্ণনানুযায়ী ধারগ্রহীতার জন্য মালিককে তার মোবাইল সেট ও চার্জারের মূল্য দিতে হবে। এমতাবস্থায় যদি ধারগ্রহীতা নিজ দাপটে জরিমানা দিতে অস্বীকার করে তাহলে সে অন্যের হক বিনষ্টকারী এবং জালেম হিসেবে বিবেচিত হবে। (১২/৮৩৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٢٦٨ : إذا وضع العارية ثم قام وتركها ناسيا فضاعت ضمن.

📖 بہشتی زیور ۵/ ۴۱۷ : کسی سے کوئی کپڑا زیور یا چارپائی، برتن وغیرہ کوئی چیز کچھ دن کیلئے مانگ کی کہ ضرورت نکل جانے ہر بعد دی جاوین گی تو اس کا حکم بھی امامت کی طرح ہے، آپ اس کو اچھی طرح حفاظت رکھنا واجب ہے اگر باوجود حفاظت پر جاتی رہے تو جس کی چیز ہے اس کو تاوان لینے کا حق نہیں ہے، البتہ اگر حفاظت نہ پر اس وجہ سے دام لے لیناتب بھی تاوان لینادرست نہیں، البتہ اگر حفاظت نہ جاتی رہی اتو تاوان دینا پڑیگا اور مالک کو ہر وقت اختیار ہی جب چاہے اپنی چیز لے لیوے تم کو انکار کرنا درست نہیں ہے اگر مانگے پر نہ دی تو پھر ضائع ہو جانے پر تاوان دینا پڑیگا۔

Scanned by CamScanner

ভাড়া না দিয়ে ফার্মেসিতে ডাক্তারি করা

প্রশ্ন : অন্য মালিকের ওষুধ ফার্মেসিতে ডাক্তার প্র্যাকটিসের জন্য বিনা ভাড়ায় বসে থাকেন, এতে উভয়েরই উপকার হয়। এটি বৈধ কি না?

উত্তর : ফার্মেসি মালিকের অনুমতিক্রমে ডাক্তার ফার্মেসিতে চেম্বার বানিয়ে প্র্যাকটিসের জন্য বসা বৈধ, অনুমতিবিহীন বৈধ নয়। (১০/৪৯৫)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٧٧ : وشرعا (تمليك المنافع مجانا) أفاد بالتمليك لزوم الإيجاب والقبول ولو فعلا وحكمها كونها أمانة- وشرطها: قابلية المستعار للانتفاع وخلوها عن شرط العوض، لأنها تصير إجارة، وصرح في العمادية بجواز إعارة المشاع وإيداعه وبيعه يعني، لأن جهالة العين لا تفضي للجهالة لعدم لزومها-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٣٦٣ : أما تفسيرها شرعا فهي تمليك المنافع بغير عوض، وهذا قول أبي بكر الرازي وعامة أصحابنا وهو الصحيح، هكذا في السراج الوهاج.

وأما ركنها فهو الإيجاب من المعير، وأما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة استحسانا والإيجاب هو أن يقول أعرتك هذا الشيء أو منحتك هذا الثوب أو هذه الدار أو قال هو لك أو منحتك أو أطعمتك هذه الأرض أو هذه الأرض لك طعمة أو أخدمتك هذا العبد أو حملتك على هذه الدابة إذا لم ينو به الهبة أو داري لك سكنى أوداري لك عمري سكنى، كذا في البدائع.

ভোগ করার জন্য দেওয়া জমি ওয়ারিশদের ফিরিয়ে নেওয়া

প্রশ্ন : আমার পিতার নিজ নামে খরিদকৃত একটি জমির কিছু অংশে তার এক আত্মীয়কে বসবাস করতে দিয়েছে। অন্য একজনকে বলেছে যে সে মাদরাসা করলে তাকে কিছু অংশ ওই জমি থেকে মাদরাসার জন্য দিয়ে দেবে। এখন ওই জমির কিছু অংশ ওই বসবাসকারী আত্মীয়ের নামে লিখে দেওয়া ও মাদরাসা হলে মাদরাসার জন্য কিছু অংশ লিখে দেওয়া ওয়ারিশদের ওপর কর্তব্য কি না?

উত্তর : পিতা জমির যে অংশটুকু আত্মীয়কে দিয়েছে তা যদি সাময়িকভাবে বসবাস করার জন্য দিয়ে থাকে তাহলে পিতার মৃত্যুর পর মরহুমের অন্যান্য সম্পদের ন্যায় উক্ত

Scanned by CamScanner

জমি শরীয়তসম্মত ফরাইজ মতে ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন হয়ে যাবে। তবে সাবলেগ ওয়ারিশগণ ইচ্ছা করলে তাদের অংশটুকু ওই আত্মীয়কে দান করতে পারে। আর যদি পিতা উক্ত আত্মীয়কে ওই জমিটুকু অনুদান হিসেবে দিয়ে তার দখলে দিয়ে থাকে, তাহলে উক্ত জমি শরীয়তের বিধান মতে ওই আত্মীয়ের মালিকানাধীন হয়ে যাবে। আর মাদরাসার জমি দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যেহেতু পিতার জীবদ্দশায় মাদরাসা স্থাপিত হয়নি বিধায় উক্ত জমি দেওয়া ওয়ারিশদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয়। তবে মাদরাসা স্থাপিত হওয়ার পর পিতার ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে বালেগ ওয়ারিশগণ সর্বসম্মতিক্রমে দিতে ইচ্ছা করলে দিতে পারে। (৪/৩৭২/৭৫১)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٥/ ٨٤ : وقال إذا قال منحتك إن كان مضافا إلى ما يمكن الانتفاع به مع بقاء العين يكون إعارة وإن أضاف إلى ما لا يمكن الانتفاع مع بقاء عينه كالدراهم والطعام يكون هبة وذلك؛ لأن المنحة تذكر ويراد بها العارية. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «المنحة مردودة» وأراد به العارية؛ لأن الهبة لا تكون مردودة وإنما المردودة العارية وتذكر ويراد بها الهبة يقال منح فلان فلانا أي وهب له، وإذا كانت له اللفظة صالحة للأمرين جميعا والعمل بهما متعذر في عين واحدة؛ لأن العين الواحدة لا يتصور أن تكون في محلين عارية وهبة في وقت واحد عملنا بهما مختلفين فقلنا إذا أضيفت المنحة إلى عين يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جعل عارية، وإذا أضيفت إلى عين لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جعل هبة كما في المكيل والموزون توفيرا على المعنيين حظهما بقدر الإمكان اهـ

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۸/ ۱۷۰ : جواب- اردو میں دینے کا لفظ تملیک عین کیلئے مخصوص نہیں بلکہ تملیک عین اور تملیک منفعت دونوں کیلئے مستعمل ہے۔

📖 احکام میت ص ۱۲۳ : اگر میت نے مرض الموت سے پہلے اپنی کوئی چیز ہبہ کردی یعنی کسی کو تحفہ یا ہدیہ دیدی تھی اور اس لینے والے کا قبضہ کرادیا تھا تو وہ چیز میت کی ملک سے نکل گئی، اور لینے والا اس کا مالک ہوگیا، لہذا میت جیٔ انتقال کے بعد وہ اس کے نہ کہ میں داخل نہ ہوگی، لیکن اگر صاف زبانی یا تحریری طور پر کہا تھا کہ یہ چیز تم کو دیتا ہو میں نے یہ چیز ہبہ کردی ہے اور قبضہ نہیں کرایا تھا تو اس کہنے سے یا لکھنے کا اعتبار نہیں، یہ نہ ہبہ ہوا نہ وصیت بلکہ یہ چیز میت ہی کی ملک میں رہے گی اور میت کے انتقال کے بعد اس کے ترکہ میں داخل نہ ہوگی۔

Scanned by CamScanner

كتاب الهبة

অধ্যায় : হেবা-দান

কোনো সন্তানকে বঞ্চিত করার জন্য অন্যদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া

প্রশ্ন : কোনো পিতা যদি তার এক অবাধ্য সন্তানকে মিরাছ থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য সন্তানদের মাঝে সকল সম্পত্তি বণ্টন করে হেবা করে দেন তাহলে এই হেবা কার্যকর হবে কি না? এবং এতে পিতা গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর : পিতা জীবদ্দশায় স্বীয় সম্পদকে সন্তানদের যথাযথভাবে দান করে দিলে তা হেবা বলে গণ্য হয়। আর হেবা করার ক্ষেত্রে কোনো বিহীত কারণ ছাড়া সন্তানদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়াই শরীয়তের নির্দেশ। বিহীত ও শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া সন্তানদের মাঝে কমবেশি করলে বা কাউকে বঞ্চিত করলে তা জুলুম বলে গণ্য হবে এবং পিতা গোনাহগার হবে। পক্ষান্তরে কোনো বিহীত ও শরীয়তসম্মত কারণে কমবেশি করলে বা কাউকে বঞ্চিত করলে পিতা গোনাহগার হবে না বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে সন্তান যদি বাস্তবেই বাবার অবাধ্য হয় এবং সম্পদকে গোনাহের কাজে ব্যয় করার প্রবল ধারণা হয় তাহলে অবাধ্য ছেলেকে সম্পদ হতে বঞ্চিত করা বাপের জন্য অবৈধ বলা যাবে না এবং এর দ্বারা পিতা গোনাহগারও হবে না। তবে এ রকম ছেলেকে পুরোপুরি বঞ্চিত না করে চলার মতো কিছু সম্পদ দেওয়াটাই সমীচীন। উল্লেখ্য, পিতা জীবদ্দশায় যাদের যা হেবা করবে, তা সম্পূর্ণ পৃথক করে তাদের কবজায় দিয়ে দিলে এ হেবা কার্যকর হবে। অন্যথায় পিতা মারা যাওয়ার পর তা মিরাছ হিসেবে সব ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন হবে। (১৭/১৬৫/৬৯৭০)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٢٠٢ (٢٥٨٧) : عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فرد عطيته.

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٩٠ : يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم كذا في المحيط وفي فتاوى قاضي خان رجل أمر شريكه بأن يدفع إلى ولده مالا فامتنع الشريك عن الأداء كان للابن أن يخاصمه إن لم يكن على وجه الهبة وإن كان على وجهها لا لأنه في الأول وكيل عن الأب وفي الثاني لا وهي غير تامة لعدم الملك لعدم القبض وفي الخلاصة المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه لأن فيه إعانة على المعصية ولو كان ولده فاسقا لا يعطي له أكثر من قوته.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٦ : وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۵۶ :الجواب- (۱) اگر دوسروں کا اضرار مقصود ہو تو مکروہ تحریمی ہے قضاءً نافذ ہے دیانۃً واجب الرد.

(۲)اضرار مقصود نہ ہو اور کوئی وجہ ترجیح بھی نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے ذکور واناث میں تسویہ مستحب ہے۔

(۳)دینداری خدمت گذاری خدمات دینیہ کا شغل یا احتیاج وغیرہ کی وجوہ کی بناء پر تفاضل مستحب ہے۔

(۴)بے دین اولاد کو بقدر قوت سے زائد نہیں دینا چاہئے انکو محروم کرنا اور زائد مال امور دینیہ میں صرف کرنا مستحب ہے۔

সন্তানদের মাঝে অসম বণ্টন

প্রশ্ন : আমরা ছয় ভাই, যথাক্রমে হাজী মোঃ কামরুল হাসান, হাজী মোঃ আমিন হাসান, হাজী মোঃ নাসিম, হাজী মোঃ শামীম, মোঃ শাকিল হোসেন, আশরাফ হোসেন ও এক বোন (মৃত)। তার একজন কন্যাসন্তান রয়েছে, নানা-নানির নিকট লালিত-পালিত হচ্ছে। পিতা জনাব হাজী মোঃ জামাল উদ্দীন ও মাতা জনাবা হাজী হোসনে আরা বেগম।

Scanned by CamScanner

আমাদের পিতা জনাব হাজী মোঃ জামাল উদ্দিন জীবিত অবস্থায় সন্তানদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করেছেন এবং তা এভাবে যে সমস্ত সম্পদের ৯৬ ভাগ আমাদের পঞ্চম ভাই মোঃ শাকিল হোসেনের নামে আজ থেকে দেড় বছর পূর্বে আমাদের অজ্ঞাতসারে দলিল করে লিখে দেন এবং সর্বকনিষ্ঠ ভাই মোঃ আশরাফকে তার সাথে অংশীদার চুক্তিতে দিয়ে দেন। অতঃপর অবশিষ্ট চার ভাগ সম্পত্তি আমাদের জ্যেষ্ঠ চার ভাইকে এ শর্তে দিতে সম্মতি হন যে আমরা যেন পিতার নিকট এ কথা লিখিত দিই যে আমরা যেটুকু পেলাম তাতে আমরা সন্তুষ্ট, আমাদের আর কোনো দাবিদাওয়া নেই। বিষয়টি বুঝতে পেরে আমরা পিতার নিকট জানতে চাইলাম যে আপনি পিতা হয়ে এ ধরনের অসম বণ্টন কেন করলেন যে বণ্টনের মাঝে একজনকেই সব সম্পত্তির মালিক বানিয়ে দিলেন? আর অন্যদের একেবারেই যথসামাণ্য সম্পত্তি দিচ্ছেন, যা মূল সম্পত্তির তুলনায় একেবারেই নগণ্য। প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন যে, সমস্ত সম্পদ সে শাকিল উপার্জন করেছে বিধায় তার সম্পত্তি তাকে লিখে দিলাম, অথচ এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে সমস্ত সম্পদ অর্জন করা আমাদের সকল ভাইয়ের সম্মিলিত শ্রম, ত্যাগ ও প্রচেষ্টা ছিল। আজও তা অব্যাহত আছে। উপরন্তু শাকিলের শৈশবকাল থেকে লালন-পালন, লেখাপড়া করানো ও তাকে ব্যবসা-পদ্ধতি শেখানো আমাদের বড়দের অবদানকে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে যেহেতু সকল ভাইয়ের সম্মিলিত শ্রম ও প্রচেষ্টায় সমস্ত সম্পদ অর্জন হয়, তাই সকলের সম্মতিক্রমে সমস্ত সম্পদ পিতার নামেই ক্রয় করা হয়

এখন আমাদের জানার বিষয় হলো :

[ক] জীবিত অবস্থায় সন্তানদের মাঝে পিতার এহেন অসম বণ্টন শরীয়তসম্মত কি না?

[খ] অবশিষ্ট চার ভাগ সম্পত্তি পিতার নির্দেশনা অনুযায়ী 'না দাবি' লিখিত দিয়ে নেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

[গ] আমাদের পিতার এই বণ্টন যদি শরীয়তসম্মত না হয়, তাহলে পরকালে তার কী পরিণতি হতে পারে?

উত্তর : [ক, গ] কোরআন-হাদীসের আলোকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে পিতা তার সন্তানদের প্রতি সমান দৃষ্টিতে দেখবে, চাই সেটা সম্পদের দিক দিয়ে হোক, অথবা অন্য কোনো দিক দিয়ে হোক। প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে জনাব হাজী জামালুদ্দীন সাহেবের জীবদ্দশায় তাঁর সন্তানদের ওপর এ ধরনের অসম বণ্টন যদি বিহীত কোনো কারণ ছাড়াই দুজনকে মূল সম্পত্তি থেকে ৯৬ ভাগ দিয়ে আর বাকিদের তাদের প্রাপ্য অংশ থেকে বঞ্চিত করার নিয়্যাতে শুধুমাত্র চার ভাগ দিয়ে থাকে তাহলে কার্যকর হলেও শরীয়তসম্মত না হওয়ায় তিনি অবশ্যই গোনাহগার হবেন। পক্ষান্তরে বিহীত কোনো কারণে এমনি অসম বণ্টন করে থাকলে তিনি গোনাহগার না হলেও এমন করা অনুচিত হয়েছে।

Scanned by CamScanner

[খ] প্রশ্নে উল্লিখিত চার ভাগ সম্পত্তি পিতার নির্দেশ অনুযায়ী 'না দাবি' লিখিত দিয়ে নেওয়া শরীয়তসম্মত হবে। (১৭/৯৭৩)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٢٠٢ (٢٥٨٧) : عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فرد عطيته.

📖 اختلاف العلماء للطحاوى (دار البشائر الإسلامية) ٤/ ١٤٢ : ذكر المعلى بن منصور عن أبي يوسف لا بأس بأن يؤثر الرجل بعض ولده على بعض إذا لم يرد الإضرار وينبغي أن يسوي بينهم إذا كان يريد العدل فإن كانوا ذكورا وإناثا سوى بينهم في العطية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت هذا قال معلى وقال محمد ويعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥ /٦٩٦ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم.

জীবদ্দশায় সম্পদ বণ্টনের নীতিমালা

প্রশ্ন : পিতা নিজ জীবদ্দশায় স্বীয় সম্পদ ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীর মধ্যে বণ্টন করার ইচ্ছা করলে শরীয়ত কর্তৃক বণ্টনের ন্যায় বণ্টন করতে হবে? না অন্য কোনো পদ্ধতিতে বণ্টন করতে পারবে?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি জীবদ্দশায় নিজ সম্পদ ছেলেমেয়ের মাঝে বণ্টন করতে ইচ্ছা করলে তাকে দান বা হেবা বলে। বিহীত কোনো কারণে সন্তান-সন্ততির মধ্যে কমবেশি দিতে পারে, ইচ্ছা করলে সবাইকে সমানও দিতে পারে অথবা শরীয়ত অনুযায়ী বণ্টনও করতে পারে। তবে সবাইকে সমান দেওয়াই উত্তম। (১৯/২৫৫)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٩٠ : يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم كذا في المحيط وفي فتاوى قاضي خان رجل أمر شريكه بأن يدفع إلى ولده مالا فامتنع الشريك عن الأداء كان للابن أن يخاصمه إن لم يكن على وجه الهبة وإن كان على وجهها لا لأنه في الأول وكيل عن الأب وفي الثاني لا وهي غير تامة لعدم الملك لعدم القبض وفي الخلاصة المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه لأن فيه إعانة على المعصية ولو كان ولده فاسقا لا يعطي له أكثر من قوته.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٦ : وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم.

বিহীত কারণে দান করার ক্ষেত্রে বেশকম করা

প্রশ্ন : আমরা চার ভাই। বড় দুই ভাই ভিন্ন জীবন যাপন করে। আমরা ছোট দুই ভাই বাবার সাথে থাকি। আমি মাদরাসায় পড়ি। আমার আব্বা আমাদের ছোট দুই ভাইয়ের দুটি ঘর করে দিতে চায়। কিন্তু বড় দুই ভাই এতে অসম্মতি প্রকাশ করে। জানার বিষয় হলো, বাবা আমাদের জন্য ঘর করে দিতে পারবে কি?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে নিজের সম্পদ জীবদ্দশায় যাকে যে পরিমাণ ইচ্ছা দান করার অধিকার থাকলেও সন্তানদের মাঝে সমানহারে বণ্টন করা উত্তম। তবে বিহীত কোনো কারণে কাউকে বেশি দেওয়ারও অধিকার আছে যদি অন্য সন্তানদের ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্য না থাকে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত মাসআলায় বড় দুই ছেলেকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে না হলে এবং ছোটদের অধিক প্রয়োজন থাকলে তাদেরকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া শরীয়ত পরিপন্থী নয়। (১৯/৭৪৫)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد

Scanned by CamScanner

به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٣٧ : ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية. ولو كان الولد مشتغلا بالعلم لا بالكسب فلا بأس بأن يفضله على غيره، كذا في الملتقط.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴ / ۵۵ : الجواب- باپ کو اپنی زندگی میں اختیار ہے کہ اپنی جائداد جس بیٹے کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے، البتہ بلاوجہ کسی کو محروم کرنا یا کم دینا برا ہے اور اگر وجہ معقول سے ایسا کیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔

কোনো সন্তানকে বঞ্চিত করে অন্যদের পুরো সম্পদ দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের পরিবারে আমরা পাঁচ ভাই ও চার বোন এবং মাতা-পিতা আছে। আমার বাবার মোট আট কাঠা জমি আছে। উক্ত জমি থেকে তিনি আমাদের পাঁচ ভাইকে পাঁচ কাঠা জমি দান শর্ত লিখে দিয়েছেন এবং বাকি তিন কাঠা আমার মাকে ও বড় বোনকে দেড় কাঠা করে দান শর্ত হিসেবে লিখে দিয়েছেন। আর বাকি তিন বোনকে কোনো জায়গাজমি দেওয়া হয়নি। বড় বোনকে জমি দেওয়ার কারণ ছিল তিনি মানসিক রোগী, তাঁর স্বামী ও ছেলেমেয়ে কিছুই নেই, ইহাই তাঁর সম্বল। প্রশ্ন হলো, আমার পিতার এ বণ্টন কি শরীয়তসম্মত? এখন যদি উপরোক্ত নিয়মে বণ্টন শরীয়তসম্মত না হয়, তাহলে এখন তাঁর করণীয় কী?

উত্তর : শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী মানুষ জীবদ্দশায় সম্পদ যাকে যতটুকু ইচ্ছা দান করতে পারে। তবে সন্তান-সন্ততির মধ্যে জীবদ্দশায় সম্পদ বণ্টন করতে চাইলে সবাইকে সমান হারে বণ্টন করাই শরীয়তের নির্দেশ। বিশেষ কোনো কারণ ছাড়াই ছেলেমেয়েদের মধ্যে তারতম্য করা গোনাহ। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির জন্য ছেলেদের সম্পদ দিয়ে মেয়েদেরকে বঞ্চিত করাটা সমীচীন হয়নি। তদ্রূপ তিনি মেয়েদের বাদ

Scanned by CamScanner

দিয়ে শুধুমাত্র স্ত্রী ও এক মেয়েকে দেওয়াটা শরীয়তসম্মত হয়নি। বরং আপনার পিতার জন্য খোদাপ্রদত্ত বণ্টননীতির ওপর ছেড়ে দেওয়াটাই উত্তম ছিল। (১৯/৬৬৩)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٩٠ : يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم كذا في المحيط وفي فتاوى قاضي خان رجل أمر شريكه بأن يدفع إلى ولده مالا فامتنع الشريك عن الأداء كان للابن أن يخاصمه إن لم يكن على وجه الهبة وإن كان على وجهها لا لأنه في الأول وكيل عن الأب وفي الثاني لا وهي غير تامة لعدم الملك لعدم القبض وفي الخلاصة المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه لأن فيه إعانة على المعصية ولو كان ولده فاسقا لا يعطي له أكثر من قوته.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۵۶ :الجواب- (۱) اگر دوسروں کا اضرار مقصود ہو تو مکروہ تحریمی ہے، قضاءً نافذ ہے دیانۃً واجب الرد۔

(۲) اضرار مقصود نہ ہو اور کوئی وجہ ترجیح بھی نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، ذکور واناث میں تسویہ مستحب ہے۔

(۳) دینداری خدمت گزاری خدمات دینیہ کا شغل یا احتیاج وغیرہ وجوہ کی بناء پر تفاضل مستحب ہے۔

(۴) بے دین اولاد کو بقدر قوت سے زائد نہیں دینا چاہئے، ان کو محروم کرنا اور زائد مال امور دینیہ میں صرف کرنا مستحب ہے۔

জীবদ্দশায় হেবা করার পদ্ধতি

প্রশ্ন : আহমাদ তাঁর জীবদ্দশায় স্ত্রী, তিন কন্যা, তিনজন সৎভাই ও একজন সৎবোনের মাঝে হেবা বা দান করতে চাইলে শরীয়তের আলোকে কিভাবে দান করবেন?

উত্তর : কেউ জীবদ্দশায় কোনো সম্পত্তি ইত্যাদি সন্তানদের দিলে শরীয়তের পরিভাষায় হেবা/দান বলে গণ্য হবে। হেবা বা দান করার ক্ষেত্রে কোনো ওয়ারিশের ক্ষতির উদ্দেশ্য না থাকলে বিহীত কারণে পরিমাণে কমবেশি করার অনুমতি আছে। উল্লেখ্য,

Scanned by CamScanner

হেবা করার পর তা হেবা গ্রহীতার ভোগদখলে দিয়ে দিলে হেবা পরিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে, অন্যথায় নয়। (১৯/৮৪২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٣٧ : ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية. ولو كان الولد مشتغلا بالعلم لا بالكسب فلا بأس بأن يفضله على غيره، كذا في الملتقط.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۱۷۰ : جواب- بہتر یہ ہے کہ زید اپنے جائداد کے آٹھ حصے کر کے ہر ایک لڑکے اور لڑکی کو ایک ایک حصہ تقسیم کر کے ہر ایک کو قبضہ بھی دیدے۔

যৌক্তিক কারণে কোনো সন্তানকে সম্পত্তি বেশি লিখে দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তির একাধিক সন্তান থাকে, এমতাবস্থায় কোনো এক ছেলে যদি পিতা-মাতা, ভাই-বোনের খরচ বহন করে অপর ছেলেরা খরচাদি বহন না করে তবে কি পিতা-মাতা উক্ত খরচ বহনকারী ছেলের প্রতি খুশি হয়ে কিছু জমি তার নামে লিখে দিতে পারবে?

উত্তর : একাধিক সন্তানের কোনো একজন যদি পিতা-মাতা, ভাই-বোনদের খরচ বহন করে এবং তাদের প্রয়োজনীয় খিদমাত আঞ্জাম দেয় তাহলে তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে অন্য ওয়ারিশদের বঞ্চিত না করার নিয়্যাতে উক্ত সন্তানকে সম্পত্তি থেকে পরিমাণে কিছু বেশি দিলে শরয়ী দৃষ্টিকোণে তা জায়েয হবে। (১৬/৩১৭)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٩٠ : يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم.

📖 الفتاوى الهندية (سعيد) ٤/ ٣٩١ : ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۵۶ : الجواب- ... ... (۳) دینداری خدمت گزاری خدمات دینیہ کا شغل یا احتیاج وغیرہ وجوہ کی بناء پر تفاضل مستحب ہے۔

ভাতিজাদের বঞ্চিত করার জন্য মেয়েদের নামে সম্পদ লিখে দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একজন হাজী সাহেব তাঁর কোনো ছেলে নেই, মাত্র দুটি মেয়ে আছে। মেয়েদের বিবাহও হয়েছে। হাজী সাহেবের ৫০ বিঘা জমি আছে। তিনি চাচ্ছেন, তাঁর জীবিত অবস্থায় জমিগুলো মেয়েদের হেবা করতে। কারণ তিনি মনে করেন, আমি মারা গেলে আমার ভাই-ভাতিজা এ জমির ওয়ারিশ হবে। তাই তিনি একজন মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নিজের সম্পদ জীবিত অবস্থায় যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। সুতরাং আপনার মেয়েদের নামে হেবা করতে পারবেন। তারপর হাজী সাহেব কিছু জমি রেখে অবশিষ্ট জমি মেয়েদের নামে হেবা করেছেন। এখন প্রশ্ন হলো, মৌলভী সাহেবের কথা সঠিক কি না? আর এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা বৈধ কি না? এবং ওয়ারিশদের বঞ্চিত বলে গণ্য হবে কি না?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় নিজের সম্পদ যেমন ইচ্ছা বণ্টন করতে পারে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মৌলভী সাহেবের কথা ঠিক আছে। তবে শরয়ী কারণ ছাড়া অন্য ওয়ারিশদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একজন বা দুজনকে সমস্ত সম্পদ দিয়ে দেওয়া এবং অন্যদের বঞ্চিত করা যদিও অবৈধ না; কিন্তু বিহীত কারণ ছাড়া অন্যদের বঞ্চিত করায় সে গোনাহগার হবে। আর যদি অন্যদের ক্ষতি পৌঁছানো উদ্দেশ্য না হয় তাহলে সে গোনাহগারও হবে না। (১৩/১২০/৫১৭৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/٦٩٦ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد

Scanned by CamScanner

به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٩٠ : يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم كذا في المحيط.

মেয়েদের নামে সম্পদ লিখে দেওয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির শুধু মেয়েসন্তান আছে, ছেলে নেই। ইসলামিক বিধান মতে তার মৃত্যুর পর ওই ব্যক্তির ভাই-ভাতিজারা ওই সম্পত্তির একটি বড় অংশ পাবে। এই ভয়ে যদি ভদ্রলোক সমস্ত সম্পত্তি মেয়েদের নামে দলিল করে দেয়। তবে শরীয়ত মোতাবেক কাজটি জায়েয কি না?

উত্তর : মানুষের মৃত্যুর পর সম্পদ বণ্টনের ইসলামী বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। শরয়ী কোনো কারণ ছাড়া সেই বণ্টন প্রত্যাখ্যানের কোনো উপায় তালাশ করা উচিত নয়। তাই প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির জন্য ভাই ও ভাতিজাদের মাহরুম করার লক্ষ্যে মেয়েদের নামে দলিল করে দেওয়া শরীয়তের আলোকে অন্যায়। যদিও সুস্থ অবস্থায় সে মেয়েদের দলিল করে তাদের দখলে দিয়ে দিলে তারা মালিক হয়ে যাবে। (৪/২৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٦ : وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم.

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ٣ /٤٠٠ : قوله كل المال للولد أى قصد حرمان بقية الورثة كما يتفق ذلك فيمن ترك بنتا وخاف مشاركة الغاصب.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۷۰ : ایسے نافرمان فاسق لڑکوں کو کچھ نہ دے... ...کہ ان کو میراث سے محروم کردیں لیکن اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ اپنی زندگی اور تندرستی کے زمانہ میں خود اپنے مال کو عورت وغیرہ میں حسب منشأ تقسیم کردے اور ان کو مالک بنا کر قبضہ دیدے کیونکہ اگر اپنے سامنے نہ کیا بلکہ وصیت کی یا عاق نامہ لکھکر دیا تو شرعا اس کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا۔

Scanned by CamScanner

স্ত্রী ও কন্যার নামে সম্পত্তি লিখে দেওয়া

প্রশ্ন : আমার মাত্র একটি কন্যা আছে। এখন আমি আমার পূর্ণ সম্পত্তি আমার স্ত্রী এবং কন্যাকে রেজিস্ট্রি করে দিতে চাই। এভাবে রেজিস্ট্রি করে দেওয়ার দ্বারা তারা পূর্ণ সম্পত্তির মালিক হবে কি না? আর এ কাজ কি আমার জন্য শরীয়তসম্মত হবে?

উত্তর : যে ব্যক্তির শুধুমাত্র এক মেয়ে ও এক স্ত্রী সে তার জীবদ্দশায় তার সমস্ত সম্পদ মেয়ে এবং স্ত্রীর নামে রেজিস্ট্রি করে দিলে তারা মালিক বলে গণ্য হবে। তবে অন্য ওয়ারিশ থাকলে বিহীত কারণ ছাড়া তাদের বঞ্চিত করা গোনাহ। (১৫/৪১০)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/٢٩٠ : رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع .

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۷۰ : الجواب- وہ عورت اختیار رکھتی ہے کہ اپنی زندگی میں بحالت صحت کل جائداد اپنی دختروں کو ہبہ کردے اور پسر کو کچھ نہ دے پسر کو کچھ دعوی نہیں پہنچتا، باقی گناہ ہونا نہ ہونا دوسری بات ہے اگر کسی وجہ شرعی مثل نافرمانی وایذاءرسانی وفسق وظلم وغیرہ پسر کو بے حق کیا ہے گناہ بھی نہ ہوگا اگر بے وجہ کیا تو گناہ ہوگا مگر حاکم دونوں صورتوں میں اس تصرف کو جائز ونافذ رکھے گا۔

একমাত্র কন্যার নামে সম্পদ লিখে দেওয়া

প্রশ্ন : আমি ঢাকার গুলশান এলাকার অধিবাসী এবং সেখানে নিজস্ব ফ্ল্যাটে আমার বসবাস। আমার একটিমাত্র কন্যাসন্তান থাকায় ইচ্ছা হলো আমার জীবদ্দশায় ফ্ল্যাটটি এককভাবে তার নামে লিখে দেওয়ার। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর বিধান কী?

উত্তর : আপনার সম্পদ যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারেন। তবে কোনো ওয়ারিশকে অকারণে মাহরুম করার ইচ্ছায় এরূপ করা গোনাহ। তাই অন্যের ক্ষতি করার ইচ্ছা না থাকলে আপনার মেয়েকে এককভাবে দেওয়াতে আপত্তি নেই। (১৯/৩৯৩)

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٩٠ : يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم كذا في المحيط وفي فتاوى قاضي خان رجل أمر شريكه بأن يدفع إلى ولده مالا فامتنع الشريك عن الأداء كان للابن أن يخاصمه إن لم يكن على وجه الهبة وإن كان على وجهها لا لأنه في الأول وكيل

Scanned by CamScanner

عن الأب وفي الثاني لا وهي غير تامة لعدم الملك لعدم القبض وفي الخلاصة المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه لأن فيه إعانة على المعصية ولو كان ولده فاسقا لا يعطي له أكثر من قوته.

এক সন্তানকে সম্পদ দিয়ে অন্যদের বঞ্চিত করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির ৫ জন ছেলেমেয়ে আছে। এখন সে ইচ্ছা করছে যে তার সমস্ত সম্পদ শুধু তার একজন প্রিয় সন্তানকে দিয়ে বাকি সব ছেলেমেয়েকে বঞ্চিত করবে। এ কাজটি শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত কোনো ওয়ারিশকে মিরাছ থেকে বঞ্চিত করা মারাত্মক গোনাহ বিধায় প্রশ্নোক্ত কাজটি সম্পূর্ণ গর্হিত। তার উচিত, এ ব্যাপারে বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের নিকট সশরীরে হাজির হয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া। (১৮/৭১৪)

📖 خلاصة الفتاوى (أشرفيه) ٤ /٤٠٠ : ولو وهب جميع ماله لابنه جاز فى القضاء وآثم نص عن محمد رحمه الله هكذا فى العيون- ولو أعطى بعض ولده شيئا دون البعض لزيادة رشده لا بأس به وإن كان سواء لا ينبغى أن يفضل .

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٩٠ : يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم كذا في المحيط وفي فتاوى قاضي خان رجل أمر شريكه بأن يدفع إلى ولده مالا فامتنع الشريك عن الأداء كان للابن أن يخاصمه إن لم يكن على وجه الهبة وإن كان على وجهها لا لأنه في الأول وكيل عن الأب وفي الثاني لا وهي غير تامة لعدم الملك لعدم القبض وفي الخلاصة المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه لأن فيه إعانة على المعصية ولو كان ولده فاسقا لا يعطي له أكثر من قوته.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى.

হেবা স্বত্ব বুঝিয়ে না দিলে মালিক যেকোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে

প্রশ্ন : এম এ ইলিয়াছ খান নিজ অর্থ দ্বারা ৮ কাঠা জমি ক্রয় করে নিজের নামে রেজিস্ট্রি না করে দান হিসেবে তার মাতার নামে ৪ কাঠা এবং তার স্ত্রী নামে ৪ কাঠা মোট ৮ কাঠা জমি সীমানা নির্ধারণ ব্যতিরেকে তথা সম্পত্তির কে কোন দিকে নেবে, তা চিহ্নিত না করে এবং স্বত্ব বুঝিয়ে না দিয়ে এজমালিভাবে রেজিস্ট্রি করে দেন। কয়েক বছর পর মায়ের নামে রেজিস্ট্রিকৃত উক্ত ৪ কাঠা জমি মসজিদ-মাদরাসার নামে দিতে চান এবং ইলিয়াছ খান তাঁর স্ত্রীর সম্মতি না নিয়ে এককভাবে ৪ কাঠা সম্পত্তি নিজে সীমানা নির্ধারণ করে মেইন রাস্তার পার্শ্ববর্তী ৪ কাঠা জমি ২০০৩ ইং সালে মসজিদ-মাদরাসার নামে ওয়াক্ফ করে রেজিস্ট্রি করে দেন এবং সেখানে মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অদ্যাবধি উক্ত মসজিদ-মাদরাসা চালু আছে। উক্ত বিবরণ অনুসারে জানার বিষয় হলো,

(ক) স্বামীর (ইলিয়াস খান) জন্য স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত সীমানা নির্ধারণপূর্বক সামনের (মেইন রাস্তার পার্শ্ববর্তী ৪ কাঠা জমি) মসজিদ-মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফ করা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক সহীহ হয়েছে কি না?

(খ) যদি সহীহ হয়ে থাকে তাহলে মসজিদ-মাদরাসার জন্য ওয়াক্ফকৃত জমিনের কোনো অংশ স্ত্রীর জন্য ভোগ করা জায়েয হবে কি না?

(গ) এখন মসজিদ-মাদরাসা কর্তৃপক্ষ এবং দ্বিতীয় পক্ষ (স্ত্রীর) মধ্যে নতুন করে সমঝোতার ভিত্তিতে নিজেদের অংশের চৌহদ্দি তথা নিজ নিজ সাইড পূর্ণ নির্ধারণ করার সুযোগ আছে কি না? হযরত সমীপে প্রার্থনা এই যে, উল্লিখিত মাসআলাটির শরীয়তসম্মত সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : স্বত্ব বুঝিয়ে না দেওয়ার কারণে প্রশ্নোক্ত হেবা (দান) পরিপূর্ণ হয়নি বিধায় ইলিয়াস খান কর্তৃক ক্রয়কৃত জমি তার মালিকানায় রয়ে গেছে। তার মালিক তার জমির যেকোনো অংশ ওয়াক্ফ করার অধিকার রাখে। তাই দাতা ইলিয়াস খান কর্তৃক মসজিদ-মাদরাসার জন্য সীমানা নির্ধারণ করে সামনের জমি ওয়াক্ফ করা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক সহীহ হয়েছে। (১৯/৭৪২/৮৪৩১)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ /۲۵۳ : الجواب- ہبہ بلا قبض تام نہیں ہوتا، چونکہ بیٹے نے صرف ایک ہی مکان پر قبض کیا تھا اس لئے دوسرا مکان جس میں اس کی ہمشیرہ رہتی تھی اس کا ہبہ صحیح نہیں ہوا، لہذا بیٹی کے حق میں باپ کا یہ ہبہ صحیح ونافذ ہے، البتہ اگر دونوں مکانوں پر بیٹا قابض ہو گیا تھا تو ہبہ تام ہو چکا، لہذا بیٹی کے حق میں دوسرے مکان کا ہبہ صحیح نہ ہوگا۔

(খ) মসজিদ-মাদরাসার জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমির কোনো অংশ দাতা ইলিয়াস খানের স্ত্রীর জন্য ভোগ করা জায়েয নেই।

📖 الدر المختار (سعید) ٤ / ٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن).

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٤٢٠ : ولا تجوز إعارة الوقف والإسكان فيه، كذا في محيط السرخسي.

(গ) দাতা ইলিয়াস খানের পক্ষ থেকে মসজিদ-মাদরাসার জন্য যে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল তা-ই বহাল থাকবে, এর কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধনের সুযোগ নেই।

📖 الدر المختار (سعید) ٤ / ٤٣٣ : قولهم شرط الواقف كنص الشارع أي في المفهوم والدلالة، ووجوب العمل به.

📖 رد المحتار (سعید) ٤ / ٤٤٥ : على أنهم صرحوا بأن مراعاة غرض الواقفين واجبة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۳۳۳ : متولی کو واقف کے شرائط کی پابندی لازم ہوتی ہے جب تک وہ شرائط موافق شرع ہوں اور وقف کیلئے نافع ہوں مضر نہ ہوں جو متولی شرائط وقف کے خلاف کرے وہ تولیت سے علیحدگی کا مستحق ہوتا ہے۔

পিতার মৃত্যুর আগে সন্তানরা তার সম্পদ বণ্টন করতে পারবে না

প্রশ্ন : আমরা দুই ভাই, তিন বোন, বাবা-মাসহ স্থায়ীভাবে আমেরিকায় বসবাস করি। আমি বড় ছেলে। আমার বাবা গত আট বছর পূর্বে স্ট্রোক করার মাধ্যমে শারীরিকভাবে প্যারালাইজড ও মানসিকভাবে অসুস্থ, অর্থাৎ স্মরণশক্তিতে ব্যাঘাত ঘটেছে। তিনি সুস্থ অবস্থায় ব্যাংকে নগদ অর্থ রেখে যান। আমি সেই অর্থের সাথে নিজের কিছু অর্থ মিলিয়ে ব্যবসা শুরু করি। সেই ব্যবসার সাথে আমার সম্পূর্ণ শ্রম বিনিয়োগ করি। আমার বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় আমরা তাঁর রেখে যাওয়া অর্থ আমাদের ভাই-

Scanned by CamScanner

বোনদের মাঝে বণ্টন করতে পারব কি না? যদি পারি তাহলে লাভ-লোকসানসহ, নাকি শুধু তাঁর রেখে যাওয়া অর্থ?

উত্তর : আপনার বাবার জীবদ্দশায় তাঁর সম্পত্তি আপনাদের নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিতে পারবেন না। তবে যদি তিনি আপনাদের দান করে যান, তাহলে যে হারে দান করবেন, সে অনুপাতে বণ্টন করতে হবে। (১৭/১৮/৬৯১৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١٢٤/٦ : فيشبه القبول في باب البيع ولا يجوز القبول من غير إذن البائع ورضاه فلا يجوز القبض من غير إذن الواهب أيضا والإذن نوعان: صريح ودلالة.

أما الصريح فنحو أن يقول اقبض أو أذنت لك بالقبض أو رضيت وما يجرى هذا المجرى فيجوز قبضه سواء قبضه بحضرة الواهب أو بغير حضرته استحسانا والقياس أن لا يجوز قبضه بعد الافتراق عن المجلس وهو قول زفر - رحمه الله - لأن القبض عنده ركن بمنزلة القبول على أحد قوليه فلا يصح بعد الافتراق عن المجلس كما لا يصح القبول عنده بعد الافتراق وإن كان بإذن الواهب كالقبول في باب البيع.

(وجه) الاستحسان ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمل إليه ست بدنات فجعلن يزدلفن إليه فقام - عليه الصلاة والسلام - فنحرهن بيده الشريفة وقال من شاء فليقطع وانصرف فقد أذن لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقبض بعد الافتراق حيث أذن لهم بالقطع فدل على جواز القبض واعتباره بعد الافتراق ولأن الإذن بقبض الواهب صريحا بمنزلة إذن البائع بقبض المبيع وذلك يعمل بعد الافتراق كذا هذا.

(وأما) الدلالة فهي أن يقبض الموهوب له العين في المجلس ولا ينهاه الواهب فيجوز قبضه استحسانا -

ওয়াক্‌ফ করে সম্পত্তি সন্তানদের নামে হেবা করা

প্রশ্ন : আমি রবিউল ইসলাম, পিতা নুরুল ইসলাম, ফকিরাপুল, ঢাকা। আমার পিতা ৫ পুত্র, চার কন্যা, মোট ৯ সন্তান রেখে ২০০১ সালে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পর আমি জানতে পারলাম যে তিনি আমাকেসহ আরো তিন পুত্র মোট চার

Scanned by CamScanner

পুত্রকে ১৫/০৫/১৯৯৭ সালে তাঁর সম্পত্তির অধিকাংশ হেবা বিল এওয়াজের মাধ্যমে দলিল করে দিয়েছেন। এতে ১ পুত্র ও ৪ কন্যাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হেবা করার তারিখে গ্রামের বাড়িতে রফিকুল ইসলাম নামে আমার এক ভাই পিতার কাছে ছিল। হেবা বিল এওয়াজের মাধ্যমে সে বেশি লাভবান হয়। হেবা বিল এওয়াজের যাবতীয় দলিলপত্র লেখালেখি, সাক্ষীর ব্যবস্থা করা এবং রেজিস্ট্রার সাহেবকে আনা-নেওয়াসহ হেবার আনুষঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য একমাত্র সেই-ই পিতাকে সাহায্য করেছে। ৯ সন্তানের মধ্যে সেই-ই উপস্থিত ছিল এবং একমাত্র সেই-ই এ ঘটনা জানত। এই হেবা বিল এওয়াজ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা নিম্নে বর্ণনা করছি :

(১) সর্বমোট ৩০ পৃষ্ঠার দলিলে দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, "১ খানা পাক কালাম কোরআন শরীফ, যা সুন্দর ও স্বচ্ছ এবং একটি সুন্দর মনোরম জায়নামায ১ ছড়া তাসবীহসহ অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস, হাদিয়াস্বরূপ আমাকে তোমরা প্রদান করেছ, যার বিনিময় তোমাদেরকে সম্পত্তিগুলো হেবা বিল এওয়াজ করছি।"

দলিলের এ দাবি সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা। কারণ আমি বা আমার অন্য ২ ভাই যাদের আমেরিকায় বসবাস তারা কেউই ওই বস্তুগুলো হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করেনি/প্রদান করা হয়নি এবং তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মাধ্যমেও পিতার কাছে ওই বস্তুগুলো প্রেরণ করিনি। আর এর মাধ্যমে হেবা বিল এওয়াজের আবেদনও করা হয়নি।

(২) দলিলে তৃতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে যে আমি (নুরুল ইসলাম) হেবামূলে দান করার কথা প্রকাশ করলে তোমরা সম্মতি প্রকাশ করেছ।

এ প্রেক্ষাপটে আমি বলতে চাই, দলিলের এই দাবিও সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ তিনি এ ধরনের কথা আমাদের কোনো দিন বলেননি।

(৩) দলিলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পৃষ্ঠায় বর্ণনা হয়েছে, হেবা বিল এওয়াজ করে আমি আমার দখল ছেড়ে দিয়ে তোমাদের দখল বুঝিয়ে দিলাম এবং তোমরাও দখল বুঝে পেয়েছ।

দলিলের এই দাবিও সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ আমাকে তিনি হেবা করার বিষয়ে কোনো কিছু বলেননি, এমনকি হেবা করার বছর পরও তিনি জীবিত ছিলেন। আমাকে কখনো দখলও দেননি বা আমিও কোনো দিন জমির দখল গ্রহণ করিনি। অসুস্থতার করণে বাগেরহাট হতে আমি আমার মাতা-পিতাকে আমার ঢাকার নিজ বাসায় আনিয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসা ও সেবা-যত্ন করেছি। তাঁদের ইন্তেকাল ঢাকায় আমার নিকটেই হয়েছে। ইন্তেকালের পূর্বে আমার কাছে কখনো হেবার কথা প্রকাশ করেননি।

(৪) সর্বমোট ৩৮ দাগে ৮ একর ৬৬ শতাংশ চার পুত্রের নামে একত্রে হেবা করেছেন, নির্দিষ্টভাবে কোন পুত্রকে কোনো দাগের জমি হেবা করলেন তা বর্ণনা করেননি। শুধুমাত্র এজমালিভাবে একত্রে উল্লেখ করেছেন।

(৫) ওই দলিলের ব্যবহৃত ২০০০ টাকা মূল্যের ৪টি স্ট্যাম্প মোট ৮০০০ টাকা স্ট্যাম্প। সরকারি ট্রেজারি খুলনা হতে ১২/০৫/১৯৯৭ তারিখে আমার নামে, অর্থাৎ খরিদদার রবিউল ইসলাম, সাকিল আরুয়াডংগা দেখানো হয়েছে। কিন্তু আমি ওই

Scanned by CamScanner

স্ট্যাম্প ক্রয় করিনি, এমনকি আমার নামে কোনো ব্যক্তিকে ক্রয় করতে আদেশ করিনি।

(৬) এই হেবা বিল এওয়াজের দলিল সম্পন্ন করার জন্য ১৫/০৫/১৯৯৭ সালে সাবরেজিস্ট্রার জাহাঙ্গীর আলম আমার পিতার বাসস্থানে উপস্থিত হয়ে সম্পন্ন করেছে। কারণ আমার পিতা ওই সময় এতই অসুস্থ ছিলেন যে তাঁর জন্য ২ কিলোমিটার দূরে রেজিস্ট্রি অফিসে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এই অসুস্থতাই তাঁর মৃত রোগ ছিল।

(৭) সে সময় পিতার কাছে নিকটতম আত্মীয়স্বজন থাকা সত্ত্বেও অপরিচিত অনাত্মীয় অন্য গ্রামের জনৈক আঃ জলিলকে সাক্ষী রাখা হয়েছে।

(৮) ১৯৯৫ সালে, অর্থাৎ হেবা বিল এওয়াজের দলিলের ২ বছর পূর্বে আমার পিতা সুস্থাবস্থায় সকল সন্তানের সম্মুখে ১টি ১০০ টাকার স্ট্যাম্পে তাঁর সকল বিষয়-সম্পত্তি তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামপুর মাদরাসায় ওয়াক্‌ফ করেছেন হেবা বিল ওয়াজের দলিলে কোথাও ওই ওসিয়ত বাতিলের কোনো কথা উল্লেখ নেই।

অবএব মাননীয় মুফতী সাহেবের নিকট আমি জানতে চাই :

(ক) আমার পিতা ৯ সন্তানের মধ্যে ৫ সন্তানকে বঞ্চিত করে মাত্র চার সন্তানকে অধিকাংশ জমি সত্যিকারার্থে যদি হেবা করে থাকেন তাহলে এই হেবা বিল এওয়াজ শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

(খ) আমি ও আমার বাকি ৩ ভাই যাদের নামে হেবা বিল এওয়াজ করেছেন, আমরা ওই সমস্ত হেবাকৃত জমি দখল করে ভোগ করতে পারব কি না?

উত্তর : ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য ওয়াক্‌ফ শব্দ জরুরি নয়, বরং দান শব্দ দ্বারা ওয়াক্‌ফ সহীহ-শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। তাই আপনার পিতা যেহেতু সমস্ত সম্পত্তি তাঁর প্রতিষ্ঠিত দারুল উলূম ইসলামপুর মাদরাসায় উন্নতি প্রকল্পে দানপত্রের মাধ্যমে প্রদান করেছেন বিধায় তা ওয়াক্‌ফ হিসেবে গণ্য হবে। পরবর্তীতে তিনি ওই সমস্ত সম্পত্তি কাউকে হেবা করার অধিকার রাখেন না। পূর্ববর্তী দান ওয়াক্‌ফ হিসেবেই বহাল থাকবে। (১৬/৯৩/৬৩৯০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٤٦٠ : ولو قال: وهبت داري للمسجد أو أعطيتها له، صح ويكون تمليكا فيشترط التسليم، كما لو قال: وقفت هذه المائة للمسجد يصح بطريق التمليك إذا سلمه للقيم.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٣٨ : ثم إن أبا يوسف يقول يصير وقفا بمجرد القول لأنه بمنزلة الإعتاق عنده، وعليه الفتوى.

📖 فيه أيضا ٤ /٣٤٩ : قوله: وجعله أبو يوسف كالإعتاق) فلذلك لم يشترط القبض والإفراز. اهـ ح: أي فيلزم عنده بمجرد القول كالإعتاق بجامع إسقاط الملك.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار ٤ /٣٥١ : (فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) .

📖 الهداية ٢/ ٦٤٠ : وإذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه .

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۸۶ :الجواب- گو مسماۃ نے لفظ وقف نہیں کہا مگر یہ کہنا کہ مسجد میں دیتی ہوں یا دے چکی ہوں مثبت وقف ہے... ... اور لکھوانا شرعا اثبات وقف کیلئے شرط نہیں لہذا وہ وقف صحیح اور تام ہو گیا۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۴/ ۲۸۴ : الجواب- وقف تام ہو جانے کے بعد اس کو منسوخ کرنے کا حق نہیں نہ اس میں کسی قسم کا مالکانہ تصرف کا حق رہا یعنی واقف نہ اس کو بیچ سکتا ہے اور نہ اس کو ہبہ کر سکتا ہے نہ وصیت کر سکتا ہے نہ رہن رکھ سکتا ہے۔

স্ত্রীর নামে জমি কিনে ঘর করে দিলে মালিকানা সাব্যস্ত হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর নামে ১২ শতাংশ জমি ক্রয় করে এবং স্ত্রীর নামে রেজিঃ করে দেয় এবং জমির ওপর তাকে একটি বাড়ি করে দেয়। উক্ত স্ত্রীর কোনো সন্তান নেই, তবে তার স্বামী জীবিত। প্রশ্ন হলো, স্বামী এভাবে স্ত্রীর নামে জমি রেজিঃ করে দেওয়ার দ্বারা কি স্ত্রী উক্ত জমির মালিক হয়ে যাবে, না আরো কোনো শর্ত আছে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে জমি ক্রয় করার সময় স্ত্রীকে মালিক বানানোর উদ্দেশ্যে স্ত্রীর নামে ক্রয় করে উক্ত জমির দখলদারিত্ব দিয়ে দিলে স্ত্রী মালিক হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, সরকারি আইন অনুযায়ী স্ত্রীর নামে রেজিস্ট্রি করে স্ত্রীর নামে নামজারি ইত্যাদি করানো হলে আশঙ্কামুক্ত থাকা যায়। (১৮/১৯৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٢٤ : وإن وهب له الدار والمتاع جميعا وخلى بينه وبينهما صح فيهما جميعا، هكذا في الجوهرة النيرة.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٢/ ١٣٣ : الأصل أن المناولة والأخذ إقباض وقبض، كذلك تكون التخلية قبضا إذا خلى الواهب بين الموهوب له والشيء الموهوب.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل -

📖 رد المحتار(سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت -

Scanned by CamScanner

সন্তানদের না দিয়ে স্ত্রীর নামে সম্পত্তি লিখে দেওয়া

প্রশ্ন : আমি আমার সকল সম্পত্তি আমার স্ত্রীর নামে লিখে দিতে চাচ্ছি, যাতে আমার মৃত্যুর পর আমার ছেলেমেয়ে কেউ ভোগ করতে না পারে। অর্থাৎ উক্ত সম্পত্তির পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা থাকবে আমার স্ত্রীর কাছে। সে যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে পারবে। এটি করা কি আমার জন্য শরীয়ত মোতাবেক হবে?

উত্তর : জীবিত অবস্থায় অন্য ওয়ারিশদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে কোনো নির্দিষ্ট ওয়ারিশের নামে সকল সম্পত্তি লিখে দেওয়া শরীয়ত পরিপন্থী ও গোনাহের কাজ। সুতরাং আপনার জন্য সকল সম্পত্তি স্ত্রীর নামে লিখে দেওয়া বৈধ হবে না। (১৮/৩৪৬)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٩٠٢ (٢٧٠٣) : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فر من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة».

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٣٩١ : رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع، كذا في فتاوى قاضي خان.

হেবাকৃত সম্পদ ফেরত নিয়ে অন্যকে দেওয়া

প্রশ্ন : আমি মাসুমা আক্তার, পিতা হাজী মোঃ রহমত আলী। আমরা শুধুমাত্র দুই বোন। বর্তমানে আমার দাদা হাজী আনোয়ার আলীর দুই ছেলে হাজী মোঃ রহমত আলী ও হাজী মোঃ হাবীবুর রাহমান। হাবীবুর রহমানের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। আমার দাদা তার দুই ছেলেকে তাঁর সম্পত্তি অলিখিতভাবে সমানভাবে ভাগ করে দেন। আমার কোনো ভাই না থাকায় আমার দাদা আমাদের সম্পত্তির অংশ হতে ভাইয়ের অংশ আমার চাচাকে লিখে দিতে চান–এ প্রসঙ্গে মাসাআলা কী?

উত্তর : পিতা জীবিত অবস্থায় নিজ সন্তানদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করে দিলে তা হেবা/দান হিসেবে গণ্য হয়। আর দান বা হেবা করার পর তা তাদের ভোগ দখলে দিয়ে দিলে উক্ত দান বা হেবা পূর্ণ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় দানকৃত সম্পদ ফেরত নেওয়ার অনুমতি শরীয়তে বাকি থাকে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে পিতা যদি সম্পদগুলো দুই সন্তানের ভোগদখলে ভিন্নভাবে দিয়ে থাকে, তবে দানকৃত সম্পদ ফেরত নেওয়া এবং অন্যজনকে দান করার অধিকার থাকে না। (১৮/৬৩২)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٣٨٥ : ليس له حق الرجوع بعد التسليم في ذي الرحم المحرم وفيما سوى ذلك له حق الرجوع إلا أن بعد التسليم لا ينفرد الواهب بالرجوع بل يحتاج فيه إلى القضاء أو الرضا أو قبل التسليم ينفرد الواهب.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٨/ ١٣١ : الأول: صلة الرحم المحرم فلا رجوع في الهبة لذي رحم محرم من الواهب وهذا عندنا وقال الشافعي - رحمه الله - يرجع الوالد فيما يهب لولده احتج بما روينا عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب ولده» وهذا نص في الباب.(ولنا) ما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها» أي لم يعوض، وصلة الرحم عوض معنى؛ لأن التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنيا فيكون وسيلة إلى استيفاء النصرة وسبب الثواب في الدار الآخرة فكان أقوى من المال، وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «اتقوا الله وصلوا الأرحام فإنه أبقى لكم في الدنيا وخير لكم في الدار الآخرة» فدخل تحت النص وروي عن سيدنا عمر - رضي الله عنه - أنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت -

এক স্ত্রীর পক্ষের সন্তানদের বঞ্চিত করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার দুই স্ত্রীর গর্ভের যথাক্রমে দুই ছেলে, তিন মেয়ে এবং তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা যায়। তার জমি অল্প। মৃত্যুকালে তার পূর্ববর্তী স্ত্রীর সন্তান-সন্ততি আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিল এবং সবাই বিবাহিত ছিল। আর দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তান-সন্ততি অসচ্ছল ছিল এবং অবিবাহিত ছিল, দুজন নাবালেগ ছিল। এহেন পরিস্থিতিতে সেই ব্যক্তি পূর্ববর্তীদের সচ্ছলতা এবং পরবর্তীদের দুরবস্থার প্রতি খেয়াল করে সমুদয় সম্পত্তি পরবর্তীদের নামে লিখে দিয়ে মারা যায়। এতে পূর্ববর্তীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তার জানাযায় শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকে। বর্তমান তারা এতে লজ্জাবোধ করে এবং

Scanned by CamScanner

বলে যে আমরা দাবি ছেড়ে দিয়েছি। প্রশ্ন হলো, তাদের দাবি ছেড়ে দেওয়ার পর কি ওই ব্যক্তি মুক্তি পাবে? বর্তমান পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় দলের করণীয় কী?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি নিজ জীবদ্দশায় সন্তানদের মাঝে ধন-সম্পদ বণ্টন করলে তা হেবা বা দান হিসেবে গণ্য হয়। এমতাবস্থায় সব সন্তানের মাঝে বরাবর বণ্টন করতে হয়। বিহীত কারণ ছাড়া কমবেশি অথবা কিছু সন্তানকে একেবারে বঞ্চিত করা জায়েয নেই। বিহীত কারণে অথবা যাদের বঞ্চিত করবে বা কম দেবে, তাদের ক্ষতি করা উদ্দেশ্য না হলে জায়েয আছে।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি যেহেতু প্রথম স্ত্রীর সন্তানদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং সচ্ছলতা দেখেই তাদের বঞ্চিত করেছে। তাই আশা করা যায় সে গোনাহগার হবে না। সর্বাবস্থায় প্রথম স্ত্রীর ছেলেদের নিজ পিতার জানাযায় অংশগ্রহণ না করা উচিত হয়নি। এখন তাদের করণীয় হলো, আল্লাহ পাকের নিকট তাওবাকরত পিতা-মাতার জন্য সর্বাবস্থায় দু'আ করা এবং সবাই মিলেমিশে শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপন করা। (১৮/৭৩২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٣٩٩ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم.

📖 خلاصة الفتاوى ٤ /٤٠٠ : ولو وهب جميع ماله لابنه جاز فى القضاء وآثم نص عن محمد رحمه الله هكذا فى العيون، ولو أعطى بعض ولده شيئا دون البعض لزيادة رشده لا بأس به، وإن كا سواء لا ينبغى أن يفضل.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴ / ۵۵ : الجواب- باپ کو اپنی زندگی میں اختیار ہے کہ اپنی جائداد جس بیٹے کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے، البتہ بلاوجہ کسی کو محروم کرنا یا کم دینا برا ہے اور اگر وجہ معقول سے ایسا کیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔

হেবাকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেওয়া

প্রশ্ন : আমি হাজী মোঃ ইলিয়াস সাহেব হাজী মোঃ ওয়াহাব সিকদারকে (যিনি গ্রাম সর্ম্পকে ভাই) ১০ শতাংশ জমি বাড়ি করার জন্য হেবা করি। তিনি বাড়ি না করে উক্ত ১০ শতাংশ জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ করেন। এরপর ৫ শতাংশ জায়গা মাটি দিয়া ভরাট করে মসজিদের বাউন্ডারির ভেতর ঢুকিয়ে নেন এবং কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সীমানা কায়েম করেন। বাকি ৫ শতক ডোবা জায়গা খালি পড়ে ছিল, পরবর্তীতে আমি হেবাকারী উক্ত ৫ শতাংশ জায়গা আমার জায়গার সাথে ভরাট করে মিলিয়ে নিই।

Scanned by CamScanner

এখন আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত ১০ শতাংশ হেবাকৃত জমির ৫ শতাংশ আমি পুনরায় আমার নিজের কাজের জন্য নিতে পারব কি না?

বিঃদ্রঃ. হেবা গ্রহণকারী হাজী মোঃ ওয়াহাব সিকদার সাহেব তাঁর বক্তব্য হলো শরীয়ত মতে আপনি যদি ফিরিয়ে নিতে পারেন তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই। আমি আপনাকে ফেরত দিয়ে দেব।

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, হেবাকৃত সম্পদ হেবাগ্রহীতার মালিকানাধীন হওয়ার পর গ্রহীতা সেখানে কোনো তাসারুফ করলে ওই সম্পদে হেবা দানকারীর কোনো হস্তক্ষেপ চলে না। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে উক্ত ১০ শতাংশ জমি হেবা করার পর মসজিদে ওয়াক্‌ফ করার কারণে হাজী মোঃ ওয়াহাব সিকদারের মালিকানা হতে বের হয়ে মসজিদই তার মালিক সাব্যস্ত হয়ে গেছে। অতএব উক্ত জমির কোনো অংশে হাজী মোঃ ইলিয়াস হুসেনের কোনো হস্তক্ষেপ চলবে না। (১৮/৮৯৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٣٨٦ : أما العوارض المانعة من الرجوع فأنواع (منها) هلاك الموهوب؛ لأنه لا سبيل إلى الرجوع في قيمته لعدم انعقاد العقد عليها (ومنها) خروج الموهوب عن ملك الموهوب له بأي سبب كان من البيع والهبة ونحوهما-

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت -

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٦/ ٣٨١ : سوال- کیا واہب موہوب لہ سے ہبہ کی ہوئی چیز کی واپس کا مطالبہ کر سکتا ہے یا کہ نہیں؟

الجواب- واہب اور موہوب لہ کی رضامندی سے یا حاکم واپسی کا حکم کرے اور دوسرے موانع بھی موجود نہ ہوں تو رجوع جائز ہے، لیکن کراہت سے خالی نہیں، ورنہ بصورت دیگر رجوع کرنا حرام ہے۔

জীবিত অবস্থায় সম্পদ বণ্টনের নীতিমালা

প্রশ্ন : অভিভাবক [পিতা] জীবিত থাকাবস্থায় বণ্টন করতে চাইলে সম্পত্তি কিভাবে বণ্ট করতে হবে? ওয়ারিশগণ হলেন স্ত্রী, চার ছেলে ও দুই মেয়ে।

Scanned by CamScanner

উত্তর : কারো জীবদ্দশায় সন্তানদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করতে চাইলে তার অনুমতি আছে, তবে তা মিরাছের নিয়মে বণ্টন হবে না, বরং হেবা বা দান হিসেবে বণ্টন হবে। এ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের প্রত্যেককে সমানভাবে দিতে হবে। শরয়ী কোনো কারণ ছাড়া কমবেশি করলে গোনাহগার সাব্যস্ত হবে। তবে স্ত্রীর অংশ মিরাছের অংশের সমান দিলে কোনো বাধা নেই। (১৭/৫৫৪)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٦ (١٦٢٣) : عن النعمان بن بشير، أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فارجعه.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٩٠ : يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم.

বাবার সম্পদে সন্তানদের হক ও এক সন্তানের জন্য খরচ প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : [১] বাবা জীবিত থাকাকালীন তার সম্পত্তিতে কি অন্য সন্তানদের কোনো হোক নেই?

[২] পিতা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার জমিজমা নির্দিষ্ট সন্তানের জন্য কি ইচ্ছামতো খরচ করতে পারবে?

[৩] বর্তমানে আমাদের বাসার পরিস্থিতিতে আব্বার করণীয় কী? অন্য সন্তানদেরই বা করণীয় কী?

উত্তর : পিতার জীবদ্দশায় তার সম্পত্তিতে ছেলেমেয়ে কারো কোনো অধিকার থাকে না। ছেলে বালেগ হওয়ার পর তার খোরপোশ বহন করাও পিতার কর্তব্য নয়। তবে মেয়ের বিবাহ হওয়ার আগ পর্যন্ত তার যাবতীয় ব্যয় বহন করা পিতার কর্তব্য। সুতরাং আপনার বাবা তার নিজস্ব সম্পদ যেভাবে ইচ্ছা সে ভোগ ব্যয় করতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই। উল্লেখ্য, যদি পিতা জীবদ্দশায় তার সম্পত্তি সন্তানদের প্রদান করতে চায় তাহলে ছেলেমেয়ে সকলকে সমান সমান দেওয়াই শরীয়তের বিধান। অনিবার্য কারণ ছাড়া কাউকে বেশি দেওয়া বা বঞ্চিত করা মারাত্মক গোনাহ ও অন্যায়।

Scanned by CamScanner

তবে কোনো সন্তানকে বঞ্চিত করা বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না থাকলে এবং অন্য সন্তানদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তার অভাব-দারিদ্র্য দূরীকরণের মানসে দেওয়া শরীয়তবিরোধী হবে না। (১৭/৬৫৮)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٢٠٢ (٢٥٨٧) : عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فرد عطيته.

📖 البحر الرئق (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٩٠ : يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله لواحد جاز قضاء وهو آثم.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥ /٦٩٦ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى.

অবাধ্য সন্তানকে বঞ্চিত করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের একজন বিধবা মহিলার দুজন ছেলে আছে। তাদের মধ্যে একজন তার মাতার ভরণপোষণ দেয়, অপরজন দেয় না, বরং সে মাতার সাথে সর্বদা দুর্ব্যবহার করে, গালাগাল করে। তার অল্প কিছু জমি আছে। এখন সে চাচ্ছে তার অবাধ্য সন্তানকে জমি না দিয়ে বাধ্য সন্তানের নামে জমি রেজিস্ট্রি করে দিতে। প্রশ্ন হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে এমনটি করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের সম্পত্তিতে ছেলেমেয়ে কারো কোনো হক বা অধিকার নেই। সুতরাং তাদের নিজস্ব সম্পদ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ভোগ-ব্যয় করতে পারে, তাতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই। তবে পিতা-মাতার জীবদ্দশায় যদি তাদের সম্পদ সন্তানদের প্রদান করতে চায় তাহলে সন্তানদের মাঝে সমান সমান করে

Scanned by CamScanner

দেওয়াই শরীয়তের বিধান। বিহীত কারণ ছাড়া কাউকে বেশি দেওয়া বা বঞ্চিত করা গোনাহ ও অন্যায়। বিহীত কারণে কমবেশি করা যায়। বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত মহিলার উক্ত জমি ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ যেমন–বাড়িভিটা, অস্থাবর কোনো সম্পদ থাকলে বাধ্য ছেলের জন্য উক্ত জমি রেজিস্ট্রি করে দেওয়া বৈধ হবে। অন্য কোনো সম্পদ না থাকলে উত্তম হলো অবাধ্য ছেলেকে একেবারে বঞ্চিত না করে কিছু তার জন্য রেখে দেওয়া। (১৭/৭৪৭)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٢٠٢ (٢٥٨٧) : عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فرد عطيته.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٩٠ : يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥ /٦٩٦ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى.

শর্ত লঙ্ঘন করার কারণে হেবা ফিরিয়ে নেওয়া

প্রশ্ন : আমার অব্বাজান একটি ছেলেকে শৈশবে পালক নিয়ে আসে। অতঃপর তাকে লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা–সব কিছু দেওয়া হয়। তারপর এ ব্যাপারে শর্ত হয়, সে পিতা-মাতার খিদমত করবে ও সংসারের খেয়াল রাখবে, তার বিনিময়ে তাকে কিছু সম্পত্তি দান করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, সে কোনো ওয়াদা ঠিক রাখেনি, যার কারণে আমার আব্বা জীবিত থাকতেই তাকে দেওয়া উক্ত দান বাতিল করে যায়। প্রশ্ন হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে তা বৈধ হবে কি না? এবং তার থেকে সম্পত্তি নেওয়ার কারণে আমার আব্বা গোনাহগার হবে কি না? এখন আমাদের করণীয় কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোনো ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে সম্পদ হেবা করলে সম্পদটি বিনা কারণে ফিরিয়ে নেওয়া অন্যায়। তবে কোনো শর্ত সাপেক্ষে প্রদান করে থাকলে শর্ত লঙ্ঘন হওয়ার কারণে সে সম্পদ ফিরিয়ে নেওয়া শরীয়তসম্মত, বরং সে দান অকার্য বলে পরিগণিত। তাই আপনার পিতা যে শর্তে দান করেছিল তা বিদ্যমান না থাকায় ফিরিয়ে নেওয়ায় শরীয়তবিরোধী কোনো কাজ হয়নি, তাতে কোনো গোনাহ হওয়ারও কারণ নেই। (১৬/২৪১)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٣/ ٢٨٢ : إذا تركت المرأة مهرها على الزوج على أن يحج بها وقبل الزوج ذلك ولم يحج بها كان المهر عليه على حاله والفتوى على هذا القول.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٣٨٥ : ليس له حق الرجوع بعد التسليم في ذي الرحم المحرم، وفيما سوى ذلك له حق الرجوع.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ۶/ ۳۸۱ : الجواب- حنفیہ کے نزدیک اگرچہ ہبہ میں رجوع کرنا جائز ہے مگر کراہت سے خالی نہیں، لیکن جب ہبہ کو کسی شرط کے ساتھ معلق کردیا گیا تو عدم شرط کی صورت میں رجوع کرنا بلا کراہت جائز ہے۔

হেবাকৃত জমির বিক্রয় ও ফসল ভোগ করা

প্রশ্ন : ১. আমার দাদার কোনো পুত্রসন্তান নেই। দাদা আমার আব্বাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে লালন-পালন করেছেন। দাদারা দুই ভাই। আল্লাহর মেহেরবানিতে দাদার সংসারে আব্বা বড় হয়েছেন। আব্বার বিবাহের সময় আমার নানা ভবিষ্যতের চিন্তা করে দাদা এবং দাদার ভাইদের কাছে আব্বার নামে কিছু জমি দানের আবেদন করলে ওই সময় দাদা এবং দাদার ভাইয়েরা অনেক বুঝে ও চিন্তা করে আব্বাকে কিছু জমি দান করেছেন। পরবর্তীতে দাদা কিছু জমি ফেরত নিয়ে গেছেন, আর কিছু আব্বার নামে আছে। এখন এ জমি থেকে উৎপন্ন ফসল আমরা ভোগ করছি। আব্বার নামে যে জমি আছে তার উৎপন্ন ফসল ও জমি বিক্রয় করা কি আব্বার জন্য জায়েয হবে?

২. দাদা মৃত্যুর পূর্বে অনেক দিন অসুস্থ ছিলেন। আমি দাদার পোষ্যপুত্রের ছেলে। দাদা মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের সংসারেই ছিলেন। দাদা মৃত্যুর পূর্বে অনেক জমি বিক্রয় করেছেন আর কিছু জমি দাদার বাকি ছিল। ওই সময় দাদার কাছে আবেদন করলাম যে, দাদা আপনার তো এখন জমি বিক্রয় করার প্রয়োজন নেই। কেননা আপনি আল্লাহর মেহেরবানিতে আমাদের সাথে আছেন, বিশেষ করে বড় ফুফুর ছেলেমেয়েরা খুব অসুবিধায় আছে। এদের জন্য কিছু জমির ব্যবস্থা করতে পারেন। তখন আমার

Scanned by CamScanner

পরামর্শ অনুযায়ী দাদার ভাইদের এবং ফুফুদের খবর পৌঁছানো হলো। বড় ফুফু মারা যাওয়ার কারণে ফুফাতো ভাই-বোনেরা এসেছে। ছোট ফুফু হাজির থাকতে পারেননি। পরবর্তীতে ছোট ফুফু এই মজলিসের ফয়সালার কথা শুনেছেন। ওই সময় ছোট ফুফু ব্যতীত দাদার ওয়ারিশগণের সবাই ছিলেন। তখন ভাইদের কাছে পরামর্শ চাইলেন জমি কিভাবে বণ্টন করবে? দাদার যে জমি ছিল তা থেকে বাড়ি করার জন্য আমি কিছু জমির আবেদন করলাম, বিশেষ করে বাড়ির নিকটে যে জমি। দাদার ইচ্ছা মাঠে অর্থাৎ বিলে যে জমি আছে সেখান থেকে ব্যবস্থা করবে। এখন দাদাকে বোঝানো হলো, দাদা আমাদের বাড়ির জমি প্রয়োজন। কেননা বাড়ি করার মতো জমি আমরা কোথায় পাব, আব্বাকে আপনি ছোট ছেলে হিসেবে আপনার কাছে রেখেছেন, আমাদের দাদা তো আপনি। দাদা হিসেবে আপনার কাছে বাড়ির নিকট জমির আবেদন করছি। ওই মজলিসেই দাদাকে অনেক বোঝানোর পর দাদা রাজি হয়ে বাড়ির নিকটে জমি আমাদেরকে এবং বিলের জমি ফুফুদের জন্য ব্যবস্থা করলেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে ছোট ফুফু ব্যতীত দাদার সকল ওয়ারিশ ছিলেন ওই মজলিসে। পরের দিন দাদা ভূমি অফিসে গিয়ে আমাদেরকে এই জমি কাগজে-কলমে লেখার মাধ্যমে ব্যবস্থা করেছেন। জমি আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে এখনো আছে। এখন এই জমির উৎপন্ন ফসল ও জমি বিক্রয় করা কি আব্বার জন্য জায়েয আছে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো নির্দিষ্ট বস্তু হেবা করা হলে এবং তা দখলের মাধ্যমে মালিকানা প্রতিষ্ঠা হলে হেবা সম্পূর্ণ হয়ে যায়। প্রশ্নোক্ত উভয় মাসআলায় উপরোক্ত শর্তদ্বয় পাওয়া যাওয়ার কারণে যেহেতু দানকৃত সম্পত্তির ওপর আপনার আব্বাকে দেওয়া জমিতে আপনার আব্বার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আপনাকে দানকৃত জমিতে আপনার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাই আপনাদের জন্য উক্ত জমিসমূহ থেকে উৎপন্ন ফসল ভোগ করা ও জমি বিক্রয় করা জায়েয হবে। (১৬/২৯১)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٢ : (لا) تتم بالقبض (فيما يقسم ولو) وهبه (لشريكه) أو لأجنبي لعدم تصور القبض الكامل كما في عامة الكتب فكان هو المذهب وفي الصيرفية عن العتابي وقيل: يجوز لشريكه، وهو المختار (فإن قسمه وسلمه صح) لزوال المانع (ولو سلمه شائعا لا يملكه فلا ينفذ تصرفه فيه) فيضمنه وينفذ تصرف الواهب درر.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٣٧٧ : ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوي فيه الأجنبي والولد إذا كان بالغا، هكذا في المحيط. والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة وثبوت حكمها القبض بإذن المالك، والإذن تارة يثبت نصا وصريحا وتارة يثبت دلالة فالصريح أن يقول: اقبضه إذا كان الموهوب حاضرا في المجلس ويقول اذهب واقبضه إذا كان غائبا عن المجلس ثم إذا كان الموهوب حاضرا، وقال له الواهب: اقبضه فقبضه في المجلس أو بعد الافتراق عن المجلس صح قبضه وملكه قياسا واستحسانا، ولو نهاه عن القبض بعد الهبة لا يصح قبضه لا في المجلس ولا بعد الافتراق عن المجلس، وإن لم يأذن له بالقبض صريحا ولم ينهه عنه إن قبضه في المجلس صح قبضه استحسانا لا قياسا-

📖 عزیزالفتاوی (دارالاشاعت) ص ۶۴۳ : جو جائداد شوہر رحمت بی بی کو اپنی زندگی میں دیدی تھی اور بقاعدۂ شرعیہ رحمت بی بی اس کی مالک ہوگئی تھی اس میں سے اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے دیوے اور جس کو چاہے نہ دیوے۔

পিতার ঋণ পরিশোধ করে জমি লিখে নেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার এক ব্যক্তি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে ঋণগ্রস্ত হয়ে যায়, যার পরিমাণ ৯২০০০ টাকা। উক্ত ব্যক্তির তিন ছেলে ও চার মেয়ে। দুই ছেলে কসাই উপার্জনে সক্ষম। এক ছেলে নাবালেগ। পিতা ছেলেদের বলে, আমার উক্ত ঋণ তোমরা দুই ভাই পরিশোধ করে দাও। বড় ছেলে অস্বীকৃতি জানায়। মেজ ছেলে প্রস্তাব দেয়, কিছু জমি বিক্রি করে পরিশোধ করুন। বড় ছেলে পৃথক বসবাস করে। সে মা-বাবা, ভাই-বোনদের খোঁজখবর নেয় না। আর মেজ ছেলে খোঁজখবর নেয়, সাধ্যমতো সকলের খরচ বহন করে। এমতাবস্থায় মেজ ছেলের নিকট ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না থাকায় সে পিতাকে বলল, যদি আল্লাহর রহমতে কোনো স্থান থেকে টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি তবে কি আমাকে কিছু জমি লিখে দেবেন? পিতা এতে রাজি হলো। ঘটনাক্রমে এক ব্যক্তি মেজ ছেলেকে ৯৩০০০ টাকা দিয়ে বলল, আমি আপনাকে এই টাকার মালিক বানিয়ে দিলাম আপনি এটা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করুন। ঋণ পরিশোধ করায় পিতা শর্তানুযায়ী কিছু জমি হেবাসূত্রে ছেলের নামে লিখে দিল। পরবর্তীতে মেজ ছেলে জানতে পারল, প্রদত্ত টাকা যাকাতের ছিল। এখন প্রশ্ন হলো, এ টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করায় পিতার প্রদত্ত জমি গ্রহণ করা ছেলের জন্য বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ থেকে বোঝা যায়, মেজ ছেলে পিতার ঋণ পরিশোধে আগ্রহী অথচ অভাবগ্রস্ত এবং যাকাত গ্রহণের উপযোগী। কাজেই তাকে যাকাতের ৯৩০০০ টাকা প্রদান করায় শরয়ী দৃষ্টিকোণে সে উক্ত টাকার মালিক বলে সাব্যস্ত হয়েছে এবং জমি প্রদানের শর্তে ঋণ পরিশোধ করার পর পিতার প্রদত্ত জমি হেবা বিল এওয়াজ বলে গণ্য হয়েছে, যা বিক্রয়ের নামান্তর। পিতার বিক্রীত সম্পত্তিতে যেমন ওয়ারিশদের কোনো অধিকার থাকে না, তেমনি এতে অন্য ওয়ারিশগণ কোনো ধরনের দাবির অধিকার রাখে না। (১৬/৩১৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ٢/ ٣٥٣ : (وكره إعطاء فقير نصابا) أو أكثر (إلا إذا كان) المدفوع إليه (مديونا أو) كان (صاحب عيال) بحيث (لو فرقه عليهم لا يخص كلا) أو لا يفضل بعد دينه (نصاب) فلا يكره فتح.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٥٠٣ : قال: المصنف في المنح: ولما كان هذا يشمل مبادلة رجلين بمالهما بطريق التبرع أو الهبة بشرط العوض فإنه ليس ببيع ابتداء وإن كان في حكمه بقاء.

পিতার বণ্টনের সংশোধন করা

প্রশ্ন : আমার পিতা মৃত্যুকালে আমাদের মা, পাঁচ ভাই ও চার বোন রেখে যান। কিন্তু পিতার সম্পত্তি তাঁর জীবদ্দশায় ৫ ভাইয়ের মধ্যে রেজিস্ট্রি ছাড়া কমবেশি করে বণ্টন করে দখলে দিয়ে যান। ফলে তাঁর জীবদ্দশায় ভাইদের মাঝে এ বণ্টন নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। পিতার এ কমবেশি বণ্টনের সংশোধনের কোনো উপায় আছে?

উত্তর : জীবদ্দশায় আপন সন্তানাদির মাঝে হেবা করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হলো, সবার মাঝে সমভাবে হেবা করা, শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া কমবেশি না করা। তা সত্ত্বেও কেউ কমবেশি করলে ওই হেবা সহীহ বলে গণ্য হলেও বিহীত কারণ ছাড়া কমবেশি করার দ্বারা পিতা গোনাহগার হবে। অতএব প্রশ্নের বর্ণনা মতে, পিতার ছেলেমেয়েদের মাঝে দেওয়া সম্পদ রেজিস্ট্রি না হলেও আপন আপন মালিকানাধীন হবে। (১৩/১০২২/৫৫৩৬)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٢٠٢ (٢٥٨٧) : عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد

Scanned by CamScanner

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فرد عطيته.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٩٠ : يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله لواحد جاز قضاء وهو آثم كذا في المحيط وفي فتاوى قاضي خان رجل أمر شريكه بأن يدفع إلى ولده مالا فامتنع الشريك عن الأداء كان للابن أن يخاصمه إن لم يكن على وجه الهبة وإن كان على وجهها لا لأنه في الأول وكيل عن الأب وفي الثاني لا وهي غير تامة لعدم الملك لعدم القبض وفي الخلاصة المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه لأن فيه إعانة على المعصية ولو كان ولده فاسقا لا يعطي له أكثر من قوته.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٦ : وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۵۶ : اگر دوسروں کا اضرار مقصود ہو تو مکروہ تحریمی ہے، قضاءً نافذ ہے دیانۃً واجب الرد—اضرار مقصود نہ ہو اور کوئی وجہ ترجیح بھی نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، ذکور و اناث میں تسویہ مستحب ہے—دینداری، خدمت گزاری، خدمات دینیہ کا شغل یا احتیاج وغیرہ وجوہ کی بناء پر تفاضل مستحب ہے۔

মেয়েদের ঠকিয়ে সম্পদের বণ্টন

প্রশ্ন : আমরা তিন ভাই ও তিন বোন। আমি পিতার সর্বকনিষ্ঠ কন্যা। আমার পিতা জীবিত আছেন। পিতা তিন ছেলের নামে একটি জায়গা কিনে বাড়ি বানিয়ে তাদের মালিক বানিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিন ছেলের নামে জায়গা কিনে ফ্যাক্টরি বানিয়ে তাদের মালিক বানিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। একটি ফ্যাক্টরিতে ছেলেদের সাথে তিনিও

Scanned by CamScanner

মালিক হিসেবে ব্যবসা করতে থাকেন। ব্যবসায় লোকসানের কারণে বিভিন্ন জায়গাজমি বিক্রি করতে থাকাকালে আমার পিতা আমাদের স্বার্থ রক্ষার্থে আমাদের তিন বোনের নামে কিছু জায়গা ও কিছু নগদ অর্থ দান করেন। পিতা বার্ধক্যজনিত কারণে ব্যবসা হতে অবসর গ্রহণকালে তিনি আমাদের আরো কিছু নগদ অর্থ দান করেন এবং তাঁর ব্যবসার অংশ ছেলেদের মালিক বানিয়ে বুঝিয়ে দেন। বর্তমানে আমার ভাইয়েরা তাঁদের নিজস্ব পরিশ্রমে আল্লাহর ইচ্ছায় আমার পিতার পূর্বের ফ্যাক্টরিতে উন্নতি করেছেন। আমরা তিন বোনই ভাইদের তুলনায় আর্থিকভাবে অনেক খারাপ অবস্থায় আছি। আমি পিতার এ বণ্টন কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। যেহেতু আমার পিতা আমাদের শরীয়তসম্মতভাবে আমাদের প্রাপ্য ৯ ভাগের তিন অংশ দেননি, তাই আমি আমার পিতাকে বলেছি যে আমি তাঁকে মাফ করিনি। এমতাবস্থায় আমি জানতে চাই :

১) পিতার এ কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্যায় হয়েছে কি না?

২) আমাদের তিন বোনকে ঠকানোর কারণে পিতাকে মাফ না করার অধিকার আছে কি না?

উত্তর : নিজের মালিকানাধীন সম্পদ জীবদ্দশায় ইচ্ছামতো দান করতে পারে, সন্তানদের মাঝেও বেশকম করে পিতা বণ্টন করতে পারে। তবে অকারণে কোনো ওয়ারিশের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে বেশকম করে বণ্টন করলে বণ্টন সহীহ হলেও গোনাহ হবে।

সুতরাং প্রশ্নোক্ত বণ্টনের কারণে আপনার পিতা অন্যায় কাজ করেছে বলে ফাতওয়া দেওয়ার সুযোগ নেই এবং এর ওপর আপনাদের মাফ করা না করার কোনো মানে হয় না। (১৩/৩৯২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦٩٦/٥ : وفي الخانية: لا بأس بتفضيل بعض الاولاد في المحبة لانها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الاضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني، وعليه الفتوى.ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز.

📖 الفتاوى السراجية (سعيد) ص ٩٦ : وينبغى أن يعدل بين أولاده فى العطايا والعدل عند أبى يوسف أن يعطيهن على السواء، وعند محمد يعطى على سبيل التوريث للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان بعض أولاده أفضل بالعلم دون الكسب لا بأس بأن يفضله على غيره، وعلى جواب المتأخرين لابأس بأن يعطى من أولاده من كان عالما متدينا ولا يعطى من كان منهم فاسقا فاجرا، مذكور فى شرح الطحاوى.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴ / ۵۵ : الجواب- باپ کو اپنی زندگی میں اختیار ہے کہ اپنی جائداد جس بیٹے کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے، البتہ بلاوجہ کسی کو محروم کرنا یا کم دینا برا ہے اور اگر وجہ معقول سے ایسا کیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔

মুমূর্ষু রোগী কাউকে কিছু দিলে হেবা হয় না

প্রশ্ন : আমার বড় দুজন সৎ ভাইসহ আমরা ৫ ভাই, ৫ বোন। আমার পিতা মারা যায় আজ থেকে ১২ বছর পূর্বে। এর পূর্ব থেকেই সৎভাইয়েরা আমাদের এবং আমাদের পিতার সাথে হিংসাত্মক এবং শত্রুতামূলক আচরণ করত। পিতার ইন্তেকালের সময় ২-৩ জন নাবালেগ ছিল। আমার আপন ভাই-বোনদের মধ্যে আমিই ছিলাম বড়। পিতার ইন্তেকালের ১০-১৫ দিন পূর্বে মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় আমাকে ডেকে একটি চাবি হাতে দিয়ে বলল যে, অমুক জায়গায় অমুক বাক্সে কিছু টাকা আছে তুমি টাকাগুলো অমুক হুজুরের কাছে রাখিও। আমার পিতা মারা যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর আম্মার পরামর্শে হুজুরকে নিবেদন জানালাম, টাকাগুলো ব্যবসায় লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। হুজুরও তাই করলেন। ফলে এখন মুনাফাসহ তার আসল টাকা যথেষ্ট পরিমাণ হয়ে গেছে। জানার বিষয় হলো, ওই টাকার প্রাপ্য কে? এবং যাকাতের ক্ষেত্রে তার ওপর বিধান কী?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের আলোকে মৃত্যুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় কাউকে কোনো কিছু দান বা হেবা করা হলে তা গ্রহণীয় নয় বিধায় আপনার আব্বার দেওয়া টাকা দান হিসেবে সাব্যস্ত হবে না। বরং তা আপনার আব্বার মৃত্যুর পর জীবিত ওয়ারিশদের মধ্যে লভ্যাংশসহ শরীয়তের দেওয়া নীতিমালা মতে বণ্টন করে দিতে হবে। বণ্টন শেষে প্রত্যেকের অংশ নিসাব পরিমাণ হলে বালেগের যাকাত দিতে হবে, নাবালেগের নয়। (১১/৪৭২)

📖 مجلة الأحكام العدلية (کارخانه تجارتِ کتب) ۱/ ۱۶۸ : (المادة ۸۷۹)

إذا وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون لا تصح تلك الهبة أما لو وهب وسلم لغير الورثة فإن كان ثلث ماله مساعدا لتمام الموهوب تصح وإن لم يكن مساعدا ولم تجز الورثة الهبة تصح في المقدار المساعد ويكون الموهوب له مجبورا برد الباقي.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ٦ /٣٨٤ : الجواب-یہ تقسیم میراث نہیں ہے، بلکہ یہ ہبہ ہے اور مرض الموت میں کیا گیا ہبہ کالعدم ہے جب تک کہ سب ورثاء اس پر راضی نہ ہوں اور یہاں تو ایک دوسرا مانع بھی موجود ہے کہ ایک لڑکا ان میں سے نابالغ ہے اور نابالغ رضاء کا اہل نہیں ہے اس لئے یہ تقسیم اور ہبہ درست نہیں ہے، لہذا تمام وارثوں پر ترکہ از سر نو قاعدۂ میراث سے تقسیم کیا جائے گا۔

পাগল ছেলেকে না দিয়ে তার সন্তানদের নামে সম্পত্তি লিখে দেওয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির দুই ছেলে, এক ছেলে আধা পাগল। ওই পাগল মানুষের ফুঁসলানিতে বৃদ্ধ বাবার ঘরের অনেক জিনিস দুষ্ট লোককে দিয়ে দেয়। পাগল ছেলেটার শুধু চার মেয়ে ও এক স্ত্রী আছে। পাগল ছেলের ব্যাপারে পিতার প্রবল ধারণা যে তার মৃত্যুর পর সে সম্পত্তির মালিক হলে দুষ্ট লোকে তাকে ফুঁসলিয়ে দিয়ে সম্পত্তি বিনা পয়সায় নিয়ে যাবে। এই ভয়ে পিতা পাগল ছেলেটা যতটুকু সম্পত্তি পাবে তা তার ছোট চার মেয়ের নামে কবলা করে দেয়। পাগলের স্ত্রীর নামেও কিছু দেয়। এই দেওয়া ঠিক হয়েছে কি না?

উত্তর : মালিক নিজ সম্পত্তি জীবদ্দশায় যাকে ইচ্ছা দিয়ে দিতে পারেন। তবে নির্দিষ্ট কাউকে শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে জীবদ্দশায় সম্পত্তি বণ্টন করা কার্যকর হলেও তা জুলুম হবে। তবে প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যেহেতু কাউকে বঞ্চিত করা নয়, বরং পাগল ওয়ারিশের সম্পদের হেফাজত করা বিধায় পাগলের প্রাপ্য অংশ তার মেয়েদের ও স্ত্রীর নামে কবলা করাতে কোনো গোনাহ হবে না। (৭/২৪১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٩٣/٤ : الموهوب له إن كان من أهل القبض فحق القبض إليه، وإن كان الموهوب له صغيرا أو مجنونا فحق القبض إلى وليه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦٩٦/٥ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٤/ ٤٤١ : الجواب-زید کو پورا اختیار ہے کہ اپنی جائداد پوتوں کو دیدے یا کسی اور کو دے لیکن اتنا خیال رہے کہ مستحق کو محروم کرنے کا قصد نہ ہو کہ یہ ظلم اور معصیت ہے۔

Scanned by CamScanner

পালক সন্তানকে সিংহ ভাগ সম্পত্তি দিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : জনৈক নিঃসন্তান ব্যক্তি একটি মেয়েকে পালক পালে এবং প্রাপ্তবয়স্কা হলে ওই মেয়েকে বিবাহ দেয় এবং তার সম্পত্তির অধিকাংশ ওই মেয়েকে এবং তার স্বামীকে দান করে দেয়। এদিকে ওই ব্যক্তির স্ত্রী ও ভাই-বোন আছে। জানার বিষয় হলো, ওই ব্যক্তির পালক মেয়েকে কী পরিমাণ সম্পত্তি দেওয়া জায়েয?

উত্তর : জীবদ্দশায় নিজ মালিকানাধীন সম্পদ যাকে ইচ্ছা দান করতে পারে। তবে শরীয়ত সমর্থিত কোনো কারণ ছাড়া ওয়ারিশদের বঞ্চিত করার মানসে দান করা হলে যদিও এ দান কার্যকর হয়, কিন্তু খারাপ নিয়্যাতের কারণে গোনাহগার হবে। প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি পালক মেয়ে ও তার স্বামীকে যতটুকু সম্পদ দান করে তাদের মালিকানায় দিয়ে দেবে হস্তগত হওয়ার পর মহিলা ও তার স্বামী উক্ত সম্পদের বৈধ মালিক বলে বিবেচিত হবে। (৭/৬৮৯)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤/٤٠٠ : ولو وهب جميع ماله لابنه جاز فى القضاء وهو إثم نص عن محمد رح هكذا فى العيون، ولو أعطى بعض ولده شئيا دون دون البعض لزيادة رشده لابأس به، وإن كان سواء لا ينبغى أن يفضل ولو كان ولده فاسقا، فأراده أن يصرط ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه؛ لأن فيه إعانة على المعصية ولو كان ولده فاسقا لايعطى له أكثر من قوته -

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/٢٩٠ : رجل وهب فى صحته كل المال للولد جاز فى القضاء و يكون آثما فيما صنع-

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۱۵۰ : بعض لوگ تمام عمر اطاعت خداوندی میں مشغول رہتے ہیں، لیکن موت کے وقت میراث میں وارثوں کو ضرر پہنچاتے ہیں (یعنی بلاوجہ شرعی کسی حصے سے محروم کردیتے ہیں) یا حصہ کم کردیتے ہیں ایسے شخصوں کو اللہ تعالی سیدھا دوزخ میں پہونچادیتا ہے، دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے گا اللہ تعالی اسکو جنت سے محروم فرمادیں گے۔

রোগাক্রান্ত অবস্থায় দানের বিধান

প্রশ্ন : আমাদের পিতা আব্দুল করীম সাহেব মৃত্যুর প্রায় ১৩ মাস পূর্বে তাঁর ছেলেমেয়েদের একত্রে ডেকে বলেন, আমার টাকা-পয়সা লোকের কাছে আটকে আছে,

Scanned by CamScanner

আদায় করতে পারছি না। আমার নাবালেগ ছেলেদের জন্য বেশি থাকছে না। মেয়েরা! আমি তোমাদের প্রত্যেককে ছয় বিঘা জমি অথবা আড়াই লাখ করে টাকা দিচ্ছি, এ নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট হও। তখন ছয় বোনের এক বোন অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেন এবং বাকিরা চুপ থাকেন। তিনি বলেন–আব্বা, শরীয়ত মতে বণ্টন করুন। প্রতিউত্তরে আব্বা বলেন, অমুক ধনী ব্যক্তি মেয়েদের এই দিয়েছে। আমি আড়াই লাখ অথবা ছয় বিঘা জমি দিচ্ছি, তোমরা এতে সন্তুষ্ট হও। আল্লাহ তোমাদের ভালো রাখবেন। এই আলোচনার পর প্রত্যেক বোন ছয় বিঘা করে জমি নিয়ে নেন। বাকি জায়গা, জমি, ঘরবাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য–সবই আব্বা ওই একই সময়ে তাঁর চার ছেলেদের মধ্যে রেজিস্ট্রিমূলে বণ্টন করে দেন। বোনদের সম্পত্তি কম হয়েছে, অর্থাৎ প্রত্যেক বোনের পাওয়া প্রত্যেক ভাইয়ের পাওয়ার অর্ধেকেরও অনেক কম। আমাদের পিতা মৃত্যুর ১৩ মাস পূর্বে যখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করেন তারও আনুমানিক ১০ মাস পূর্ব থেকে হার্টের অসুখ, কিডনির অসুখ এবং ডায়াবেটিস রোগের রোগী ছিলেন। তিনি তখন মস্তিষ্কের লাইনে বা কথাবার্তা বলার ব্যাপারে সুস্থ ছিলেন। তবে তিনি দুর্বলতার কারণে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারতেন না, ধরে বসানো হতো, দাঁড় করানো হতো। এভাবে আরো দুর্বল হতে হতে একসময় তিনি মারা যান।

এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, আব্বার এই বণ্টনকৃত সম্পদ ভোগ করা ছেলেদের জন্য বৈধ হবে কি না? শরীয়তের দৃষ্টিতে আব্বার জন্য বণ্টন কাজটি কেমন ধর্তব্য হবে?

উত্তর : যেকোনো ব্যক্তির মৃত্যু যে রোগের কারণে হয়েছে তা ওই রোগের অবস্থায় ওয়ারিশদের দেওয়া সম্পত্তি শরীয়তসম্মত হয় না। তাই ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর সম্পত্তি শরীয়ত মোতাবেক বণ্টন হবে। আর যদি রোগের অবস্থায় বণ্টন হয়; কিন্তু মৃত্যুর কারণ ওই রোগ না হয় সে ক্ষেত্রে বণ্টন সঠিক বলা যাবে। যদি বণ্টনকৃত জায়গা দান গ্রহণকারীরা নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা না হয় দানকারী মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের মধ্যে শরীয়ত মোতাবেক বণ্টন হবে। প্রশ্নে বর্ণিত যে রোগের অবস্থায় হয়েছিল মৃত্যুর কারণ এ রোগ হলে বণ্টন বাতিল হবে, নচেৎ বণ্টন ঠিক বলা হবে। তবে কোনো কোনো কিতাবে এটাও লেখা আছে যে, কোনো রোগী যদি রোগ অবস্থায় বণ্টন করে আর এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে মারা যায় তখন ওই বণ্টন বাতিল হবে না। তাই ওয়ারিশরা যদি রেজিস্ট্রি বণ্টন মেনে নেয় তাহলে কোনো অসুবিধা থাকে না। আর যদি না মেনে থাকে তখনও উক্ত বণ্টন সঠিক বলা যেতে পারে। তবে উত্তম হয় ওয়ারিশদের মধ্যে শরীয়তসম্মত বণ্টন করে দেওয়া। (৮/২৯০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/٣٨٤ : (من غالب حالة الهلاك بمرض أو غيره بأن أضناه مرض عجز به عن إقامة مصالحه خارج البيت)

Scanned by CamScanner

هو الأصح كعجز الفقيه عن الإتيان إلى المسجد وعجز السوقي عن الإتيان إلى دكانه..

📖 رد المحتار (سعيد) ٣٨٤/٣ : وقد يوفق بين القولين، بأنه إن علم أن به مرضا مهلكا غالبا وهو يزداد إلى الموت فهو المعتبر، وإن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح هذا ما ظهر لي.

فإن قلت: إن مرض الموت هو الذي يتصل به الموت فما فائدة تعريفه بما ذكر.

قلت: فائدته أنه قد يطول سنة فأكثر كما يأتي فلا يسمى مرض الموت وإن اتصل به الموت. وأيضا فقد يموت المريض بسبب آخر كالقتل فلا بد من حد فاصل تبتنى عليه الأحكام.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤٢٩/٨ : قال - رحمه الله - (وهبته وصية) يعني حكمها حكم الوصية أي إذا وهب المريض في مرضه يكون حكمه حكم الوصية أطلق في الهبة فشمل ما إذا عادت للمريض أو لم تعد، وللأجنبي، وللوارث.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤٠٣/٨ : وكونه أجنبيا حتى أن الوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، وأن لا يكون قاتلا، وكون الموصى به شيئا قابلا للتمليك من الغير بعقد من العقود حال حياة الموصي سواء كان موجودا في الحال أو معدوما، وأن يكون أيضا الموصى به بقدر الثلث حتى أنها لا تصح فيما زاد على الثلث كذا في النهاية، وفي العناية أيضا بطريق الإجمال، وفي الأصل، ومن شروطها كون الموصي أهلا للتبرع فلا تصح من صبي ولا عبد.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٧٤/٨ : ومنها أن يكون الموهوب مقبوضا حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وأن يكون الموهوب مقسوما إذا كان مما يحتمل القسمة.

বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা শুধুমাত্র এক সন্তানকে দেওয়া

প্রশ্ন : জীবিত অবস্থায় পিতা-মাতা নিজ মালিকানা সম্পত্তি অথবা টাকা-পয়সা বা স্বর্ণ-রুপা বা গাছপালা বা অন্য কোনো সম্পদ কোনো এক সন্তানকে দেওয়া এবং অন্য

Scanned by CamScanner

সন্তানকে না দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না? অথবা কোনো সন্তানকে বেশি দেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : পিতা-মাতা জীবদ্দশায় সন্তানদের কিছু দিলে তা হেবা তথা দান হিসেবে গণ্য হবে। সন্তানদের দানের ব্যাপারে কমবেশি করার অনুমতি থাকলেও শরীয়তসম্মত কোনো কারণ ছাড়া ছেলেমেয়ে সবাইকে সমান দেওয়াই উত্তম। বিহীত কোনো কারণ ছাড়া কমবেশি দিলে বা কাউকে বঞ্চিত করলে বা কোনো সন্তানকে কষ্ট দেওয়ার নিয়্যাতে কম দিলে বা বঞ্চিত করলে বাপ গোনাহগার হবে। শরীয়তসম্মত কারণ যথা–কোনো সন্তান গরিব, অক্ষম বা দ্বীনি শিক্ষায় ব্যস্ত ইত্যাদির কারণে সন্তানদের বেশি দেওয়া এবং সন্তান বাবার অবাধ্য বা অবৈধ কাজে লিপ্ত ইত্যাদি কারণে তাদের কম দেওয়ার অধিকার বাবার আছে। এ ক্ষেত্রে বাবা গোনাহগার হবে না। উপরোক্ত শরয়ী নীতিমালাগুলোর আলোকে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিগুলোর শরয়ী আহকাম নির্ণয় করা সহজ। (৮/৫৭৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/٤٤٤ : ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى، وقال محمد: ويعطي للذكر ضعف الأنثى، وفي التتارخانية معزيا إلى تتمة الفتاوى قال: ذكر في الاستحسان في كتاب الوقف، وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل في ذلك التسوية بينهم في قول أبي يوسف وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من الحديث، وتبعه أعيان المجتهدين، وأوجبوا التسوية بينهم وقالوا يكون آثما في التخصيص وفي التفضيل، وليس عند المحققين من أهل المذهب فريضة شرعية في باب الوقف إلا هذه بموجب الحديث المذكور، والظاهر من حال المسلم اجتناب المكروه، فلا تنصرف الفريضة الشرعية في باب الوقف إلا إلى التسوية والعرف لا يعارض النص هذا خلاصة ما في هذه الرسالة، وذكر فيها أنه أفتى بذلك شيخ الإسلام محمد الحجازي الشافعي والشيخ سالم السنهوري المالكي والقاضي تاج الدين الحنفي وغيرهم اهـ

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۴۴۶ : حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں اولاد میں مساوات کی ترغیب دی ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دینے سے منع فرمایا ہے،

Scanned by CamScanner

بایں ہمہ یہ حکم وجوبی نہیں اگر کسی کو اس کی ضروریات اور حاجت یا دینی مشغلہ یا دیگر فضائل کیوجہ سے زیادہ دیدے اور مقصود دوسرے کو نقصان پہونچانا نہ ہوتب بھی منع نہیں بلکہ جائز ہے۔

রেজিস্ট্রি করে ভোগদখলে না দেওয়া ও খরচে তারতম্যের বিধান

প্রশ্ন : ১. আমার আব্বা মৃত্যুর পূর্বে কিছু জায়গাজমি কিছু ভাইদের নামে রেজিস্ট্রি করেছেন। আবার কারো নামে দানপত্রও করেছেন। আবার কোনো ভাইয়ের নামে অল্প, কারো নামে বেশি। কিন্তু মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত কারো দখলে কোনো জায়গা দেননি। এমতাবস্থায় তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। এখন আমরা ভাইগণ দানপত্র রেজিস্ট্রি হিসেবে সম্পদের মালিক হব, না সবাই পৈতৃক সম্পদ হিসেবে সমান ভাগে বণ্টন হবে?

২. এক ভাই বাপের মৃত্যুশয্যায় কিছু টাকা দিয়ে তার নামে এক কানি জমি দানপত্র লিখে নেয়। কিন্তু আব্বা মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত তাকে ভোগদখল দেননি। এমতাবস্থায় ওই ভাই কি উক্ত সম্পদের মালিক হবে?

৩. এক ভাই লেখাপড়ায় ছিল তার নামে যে দানপত্র ছিল সে কি তার মালিক হবে? নাকি বাপের মৃত্যুর পর তা পৈতৃক সম্পদের আওতাভুক্ত হয়ে সমানভাগে ভাগ হবে।

৪. আব্বা কোনো ছেলের বিবাহে ২০ হাজার আবার কোনো ছেলের বিবাহে ৫০ হাজার যুগোপযোগী খরচ করেছেন। এক ভাইয়ের বিবাহে খরচের প্রয়োজন হয়নি বিধায় খরচ করেননি। এখন সবাই পৃথক সংসারে বাস করছে। যে ভাইয়ের বিবাহে খরচ করেননি তার দাবি, আমার বিবাহে খরচ করা হয়নি বিধায় আমার প্রাপ্য হিসেবে বেশি জমির ভাগ দিতে হবে। উক্ত দাবি শরীয়তে গ্রহণীয় কি না?

উত্তর : ১, ৩. হেবা বা দানপত্র পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য শরীয়তের দৃষ্টিতে দাতা সে সম্পদ পৃথক করে গ্রহীতাদের দখলে দিয়ে দেওয়া ও গ্রহীতাদের তা বুঝে নেওয়া পূর্বশর্ত। এর পূর্বেই দাতা ইন্তেকাল করলে দানপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সকল সম্পদ তাদের পৈতৃক সম্পদ হিসেবে বণ্টন হবে।

২. যে অসুস্থতায় মৃত্যু ঘটেছে সে অসুস্থতায় স্বীয় কোনো ওয়ারিশের নিকট জমি বিক্রি করে থাকলে অন্য ওয়ারিশদের অনুমতি সাপেক্ষে তা বৈধ হবে এবং ক্রেতা তার মালিক হয়ে যাবে। অন্যথায় তা ত্যাজ্য সম্পত্তি হিসেবে সকল ওয়ারিশের মাঝে শরয়ী বিধান অনুযায়ী বণ্টন হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যে ভাই টাকার বিনিময়ে সম্পদ

Scanned by CamScanner

দানপত্র হিসেবে বাবা থেকে নেওয়ার দাবি করছে অন্য ওয়ারিশদের অনুমতি থাকলে সে মালিক হবে, অন্যথায় নয়।

৪. শরীয়তে পিতা-মাতার জন্য ছেলেমেয়ের বিবাহ উপলক্ষে স্থান-কাল পাত্রবিশেষ কমবেশি খরচ করার অধিকার রয়েছে। তবে বিহীত কোনো কারণ ছাড়া কম খরচ করলে পরকালে তার জবাবদিহিতা করতে হবে। কিন্তু এর ফলে যার জন্য বেশি কম খরচ করা হয়েছে বা খরচ করা হয়নি, তার জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তিতে বেশি দাবি করার অধিকার শরীয়তে নেই। যেহেতু প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় উক্ত ভাইয়ের দাবি সঠিক নয়, সেহেতু ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে সকল ভাই সমানভাবে ভাগ পাওয়াটাই শরীয়তের বিধান। (৮/৮৫১)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/٦٨٨ : و) شرائط صحتها (في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول) كما سيتضح. (وركنها) هو (الإيجاب والقبول) كما سيجيء.

📖 فيه أيضا ٥/ ٦٩٠ : (و) تصح (بقبول) أي في حق الموهوب له أما في حق الواهب فتصح بالإيجاب وحده؛ لأنه متبرع حتى لو حلف أن يهب عبده لفلان فوهب ولم يقبل بر وبعكسه حنث بخلاف البيع -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٤٠٠ : (الباب العاشر في هبة المريض). قال في الأصل: ولا تجوز هبة المريض ولا صدقته إلا مقبوضة فإذا قبضت جازت من الثلث وإذا مات الواهب قبل التسليم بطلت، يجب أن يعلم بأن هبة المريض هبة عقدا وليست بوصية واعتبارها من الثلث ما كانت؛ لأنها وصية معنى؛ لأن حق الورثة يتعلق بمال المريض وقد تبرع بالهبة فيلزم تبرعه بقدر ما جعل الشرع له وهو الثلث، وإذا كان هذا التصرف هبة عقدا شرط له سائر شرائط الهبة ومن جملة شرائطها قبض الموهوب له قبل موت الواهب، كذا في المحيط.

📖 فيه أيضا ٣/ ١٥٤ : ومن الموقوف إذا باع المريض في مرض الموت من وارثه عينا من أعيان ماله إن صح جاز بيعه وإن مات من ذلك المرض ولم تجز الورثة بطل البيع.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦/٦٩ : الحادي والعشرون: بيع المريض عينا من أعيان ماله لبعض ورثته موقوف على إجازة الباقي، ولو كان بمثل القيمة عنده.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١٥٤/٣ : ومن الموقوف إذا باع المريض في مرض الموت من وارثه عينا من أعيان ماله إن صح جاز بيعه وإن مات من ذلك المرض ولم تجز الورثة بطل البيع.

শিশুপুত্রের নামে জমি কিনলে সে মালিক হয়ে যায়

প্রশ্ন : আমি পোরশা নিবাসী। শিশুকালে পিতা কর্তৃক একটি বাড়ির জায়গা ক্রয়সূত্রে পাই। উল্লেখ্য, বিক্রেতা আবুল কাশেম শাহের নিকট হতে ক্রয় করার সময় তিনি আমার পিতার আদেশে ও উপস্থিতিতে আমার নামে দলিল করেন। তিনি ঘরোয়া দলিলে আমার নামে লিখে দেন এবং আরএস খতিয়ানে তিনি নিজে আমার নামে রেকর্ড করে দেন। অতঃপর প্রায় ২৫-৩০ বছর পর আমার মেজ ভাই আলাউদ্দীন শাহের নামে ঘরোয়া দলিলে লিখে দেন। মেজ ভাইকে দেওয়ার প্রাক্কালে তিনি আব্বাকে বলেন যে এই জমি তো ছোট ভাইয়ের নামে দেওয়া হয়েছে এবং তার নামে রেকর্ডও করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এ জমি আমি কিভাবে নিতে পারি? তখন আমার পিতা তাকে আরেকটি জায়গা দিয়ে দেন। এখন জানার বিষয় হলো, আমার ভাই আমার উক্ত জায়গার হকদার কি না?

উত্তর : পিতা কোনো পুত্রের জন্য শিশুকালে বাড়ির জায়গা ক্রয় করলে পুত্র মালিক হয়ে যায়। পিতার জন্য ওই জায়গা অন্য পুত্রকে দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত জায়গার মালিক ছোট ভাই আমানতুল্লাহ শাহ হবে। পিতা ওই জায়গাটি আলাউদ্দিন শাহের নামে ঘরোয়া দলিলে লিখে দিলেও ওই জায়গার মালিক হবে না। (১৪/৩৩২/৫৬২৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٧٢٦/٦ : ولو اشترى لطفله ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع به عليه يرجع لو له مال وإلا لا لوجوبهما عليه حينئذ، وبمثله لو اشترى له دارا أو عبدا يرجع سواء كان له مال أو لا، وإن لم يشهد لا يرجع كذا عن أبي يوسف وهو حسن يجب حفظه. انتهى.

📖 فتاوی خلیلیہ ص ۲۶۹ : بکر نے اپنے دو پسران نابالغ کو جو مکان زمین اس کے نام سے خریدی ہے ہبہ نہیں کی بلکہ پولابت خود ان کی طرف سے ان کا ولی ہو کر خریدی ہے اس شراکا قطعی یہ حکمی ہے کہ وہ مکان نابالغاں کی ملک میں بزریہ اس

Scanned by CamScanner

بیع کے داخل ہو گیا اور اس کے ذمہ اس کی قیمت واجب ہو گئی اب اگر تسلیم کر کیا جائے کہ بکر نے وہ قیمت جو بذمہ نابالغاں تھی اپنے مال سے ادا کی ہے تو اس رقم کا ادا کرنا اس کی طرف سے تبرع ہوا ہے گھر ہبہ ہوا ہے تو محض اس کی رقم کا ہبہ بکر کی طرف سے نابالغاں کو ہوا ہے۔

হেবা পূর্ণ হওয়ার জন্য ভোগদখল শর্ত রেজিস্ট্রি নয়

প্রশ্ন : আমার মা-বাবা দুজনই মারা গেছেন। আমার বাবা জীবিত থাকাকালীন সময়ে আমার মায়ের নামে একটি জমি ক্রয় করে মালিক বানিয়ে যান। আমরা চার ভাই ও চার বোন। বাবা মারা যাওয়ার ১৭-১৮ বছরের মধ্যে আমার দুই ভাই ও তিন বোন পারিবারিক নানা কারণে মার মনে খুবই ব্যথা দিয়েছে। যার কারণে মা চায়নি বাবার দেওয়া জমির ভবিষ্যৎ মালিক তার এই সন্তানরা হোক। এ কারণে ওই সময় মা আমাদের দুই ভাইকে বলে যে আমার জমিটা তোমাদের দুই ভাইয়ের নামে লিখে নাও। আমার ভাই সরকারি বড় চাকরি করতেন, আর আমি ছিলাম বেকার। আমার ভাই মাকে ওই সময় বলেন, আমার জমির প্রয়োজন নেই, তুমি ওকেই জমিটা দিয়ে দাও। এরপর মা তার জমিটা আমার নামে রেজিস্ট্রি করে দিতে চেয়েছিল। আমি আজ, কাল করতে করতে এভাবে সময় নষ্ট হতে লাগল। আমার অবহেলার কারণে জমিটি আর আমি রেজিস্ট্রি করে নিতে পারিনি। মা অসুস্থ হয়ে হঠাৎ মারা যায়। মা মারা যাওয়ার ৭-৮ বছর পর পারিবারিক কারণে আমরা ৬-৭ ভাই-বোন বাড়িতে একত্রিত হই। সে সময় আমার বড় ভাই সবার সামনে বলেন, মা যখন জমিটা ওকে দিয়ে গেছে। মার কথা তারা মেনে নিয়েছে। ওই সময় আমার ছোট বোন উপস্থিত ছিল না। মা মারা গিয়েছে আজ ১৭-১৮ বছর। মার জমিটা আজও আমি ভোগদখল করে খাচ্ছি। কয়েক মাস আগে মার জমিটা আমি বিক্রি করতে চাইলাম। বর্তমানে ছোট ভাই মার কথা একবার মানে, একবার মানে না। বোনদের মধ্যে একজন মার কথা মানলেও আমার নামে না-দাবি দিয়ে দেবে কি না, বলতে পারি না। কয়েক মাস আগে ছোট ভাই আমাকে বলে, সব ভাই-বোন মার কথা মেনে নিয়েছে। আমিও আপনার মনে ব্যথা দিতে চাই না। আমিও মার কথা মেনে নিলাম। তবে একটি শর্তে। শর্তটা হচ্ছে, জমিটা তার কাছে বিক্রি করতে হবে। আইন মালিক, যদি মৌখিক জমি দিয়ে যায় কিন্তু রেজিস্ট্রি করে দিয়ে যেতে না পারলে দুনিয়ার আইনে মালিক হওয়া যায় না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে :

১. জমির মালিক যদি মৌখিক জমি দিয়ে যায় দুনিয়ার আইনে মালিক না হলেও ইসলামী শরীয়াহ আইনের আলোকে জমির মালিক হয় কি না?

২. আর আমার মৃত মায়ের কথা অমান্য করে যদি আমার কোনো ভাই-বোন আমাকে এ জমি হতে বঞ্চিত করে তাহলে পরকালে আল্লাহর দরবারে দায়ী হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যেহেতু মানুষের মৃত্যুর পর তার সম্পদ কোরআন-হাদীস কর্তৃক বণ্টিত, তাই নিজে বণ্টন না করাই সমীচীন। তা সত্ত্বেও যদি কেউ করতে চায় তাহলে ইসলামী শরীয়তের বিধানানুযায়ী মাতা-পিতার জন্য জীবদ্দশায় সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে সন্তান-সন্ততির মধ্যে সামঞ্জস্য রাখাই উচিত। বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া কাউকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা অন্যায় ও গোনাহ। তবে কাউকে বঞ্চিত করার নিয়্যাত ছাড়া বিশেষ কারণবশত কোনো ছেলেকে অগ্রাধিকার দেওয়াতে গোনাহগার হবে না। জীবদ্দশায় কোনো ছেলেকে সম্পদ দানকালে ওই সম্পদের ভোগদখল দেওয়া দান সহীহ্-শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত বিধায় প্রশ্নকারীর মা যদি জীবদ্দশায় এ জমির ভোগদখল আপনাকে দিয়ে থাকে তাহলে সরকারি কাগজে রেজিস্ট্রি না হলেও শরয়ী দৃষ্টিকোণে আপনি উক্ত সম্পদের মালিক বলে বিবেচিত হবেন। এতে অন্য ভাই-বোনদের দাবি গ্রহণীয় হবে না। পক্ষান্তরে মা ইন্তেকালের পূর্বে যদি ভোগদখল না দিয়ে থাকে, বরং শুধু মৌখিক বলে থাকে তাহলে আপনি উক্ত জমির মালিক হবেন না। বরং উক্ত জমি মিরাছ হিসেবে সব ভাই-বোনের মধ্যে শরীয়তের দেওয়া নীতিমালা অনুযায়ী কোনো ভাইয়ের অর্ধেক হিসেবে বণ্টন করে দিতে হবে। দান যদি সহীহ হয় এবং আপনি উক্ত জমির মালিক হয়ে থাকেন তাহলে ভাই-বোনদের মাঝে যারা সরকারি আইনের আওতায় মায়ের কৃত দানকে মানবে না, তারা গোনাহগার হবে। আর যদি দান সহীহ না হওয়া অবস্থায় আপনি ভাই-বোনদের হক না দিয়ে একা ভোগ করতে চান তাহলে আপনি গোনাহগার হবেন। (১৩/২১১/৫২৩০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/٧٠٩ : دفع لابنه مالا ليتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب إن أعطاه هبة فالكل له، وإلا فميراث.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت -

মেয়েদেরকে কিছু দেওয়ার শর্তে ছেলেদেরকে কোনো কিছু হেবা করা

প্রশ্ন : আমার পিতা তার ছয় পুত্রের নামে একটি দোকান খরিদ করে দিয়েছে এবং এখন তার বক্তব্য ছিল যে ওই কারণে অনুরূপ মূল্যমানের সম্পদ তার মৃত্যুর পর যেন আমরা অন্য সম্পত্তি থেকে আমার পিতা-মাতা ও বোনদের হিস্যা করে দিই। এখন পিতার মৃত্যুর পর ওই দোকানের পরিবর্তে কোনো সম্পত্তি বা টাকা বা দোকানেরই অংশ তাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য কি? বা ফরয কি? বণ্টন করে দিতে হলে তা ফারাইজ মতো দেব কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ছয় পুত্রের নামে খরিদ করা দোকান যদি পিতার জীবদ্দশায় তাদের দখলে দিয়ে থাকে তাহলে তারা ওই দোকানের মালিক হয়ে যাবে এবং পিতার ওসিয়ত ওয়ারিশদের জন্য যেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় তা পূরণ করা জরুরি নয়। তবে বালেগ ওয়ারিশরা সর্বসম্মতিক্রমে তাদের অংশ থেকে মাতা ও বোনদের কিছু দিতে চায় তাহলে শরীয়তে অবশ্যই তার অনুমতি আছে, বরং দেওয়াটাই উত্তম।
আর যদি পিতার জীবদ্দশায় ওই দোকান ছেলেদের দখলে না দিয়ে থাকে তাহলে পিতার মৃত্যুর পর তা অন্যান্য সম্পদের সাথে শামিল হয়ে ওয়ারিশদের মাঝে ফারাইজ অনুযায়ী বণ্টন হবে। (৪/৩৬৬)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٨/ ٢٦١ : قال: "ولا تجوز لوارثه" لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث" ولأنه يتأذى البعض بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم ولأنه حيف بالحديث الذي رويناه، ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، وحكمه يثبت بعد الموت. "والهبة من المريض للوارث في هذا نظير الوصية" لأنها وصية حكما حتى تنفذ من الثلث، وإقرار المريض للوارث على عكسه لأنه تصرف في الحال فيعتبر ذلك وقت الإقرار.
قال: "إلا أن تجيزها الورثة" ويروى هذا الاستثناء فيما رويناه، ولأن الامتناع لحقهم فتجوز بإجازتهم؛ ولو أجاز بعض ورد بعض تجوز على المجيز بقدر حصته لولايته عليه وبطل في حق الراد..

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت -

সেবাযত্নে খুশি হয়ে কোনো স্ত্রীকে সম্পদ লিখে দেওয়া

প্রশ্ন : আমার দুই মা। আমাদের পক্ষে আমরা দুই ভাই ও তিন বোন। আর অপর পক্ষে তারা চার ভাই ও এক বোন। আমার আব্বা অসুস্থ। আমার অপর পক্ষের ভাইয়েরা আব্বার কোনো খরচ দেয় না। আমার ভাই যাবতীয় খরচ বহন করে। আমার আব্বা তিনবার স্ট্রোক করেছেন। আমার মা প্রত্যেকবার হাসপাতাল থেকে নিয়ে অদ্যাবধি তাঁর সেবা করছেন। আমার আব্বা প্রায় ১২ বিঘা জমির মালিক। সেখান থেকে

Scanned by CamScanner

আমাদের দুই ভাইয়ের বাড়ি বানানোর জন্য ৪০ শতক জমি আমার মায়ের নামে লিখে দেন। প্রশ্ন হলো, খুশি হয়ে আমার মায়ের নামে ৪০ শতক জমি লিখে দেওয়া আমার আব্বার জন্য বৈধ হবে কি না? এবং পরকালে আমার আব্বার ওপর কোরনা ধরনের আযাব হবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় সুস্থ শরীরে কোনো ওয়ারিশের সেবাযত্ন বা স্বভাব-চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তার নামে কিছু দান করে বা লিখে তার ভোগদখলে দিয়ে দেয় তাহলে শরীয়তে তার অনুমতি আছে। তবে উল্লেখযোগ্য কোনো কারণ ছাড়া অপরকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে একজনের নামে দান করা গোনাহ। সুতরাং আপনার পিতা যদি বাস্তবেই আপনার মায়ের সেবাযত্নে মুগ্ধ হয়ে সুস্থ শরীরে ৪০ শতক জমি দিয়ে তাঁর ভোগদখলে দিয়ে দেন তাহলে তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে এবং পরকালে এর জন্য পাকড়াও হবেন না। (১৬/৪০৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦٩٦/٤ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٩١/٤ : وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى هكذا في فتاوى قاضي خان وهو المختار، كذا في الظهيرية.

📖 فيه أيضا ٣٨٨/٤ : ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوي فيه الأجنبي والولد إذا كان بالغا.

হেবা ফেরত নেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : ছেলেসন্তান বা অন্য কাউকে জায়গাজমি বা টাকা-পয়সা হেবা করার পর তা পুনরায় ফেরত নেওয়ার কোনো বিধান আছে কি না? যদি জোরপূর্বক বা ফুঁসলিয়ে ফেরত নিয়ে নেয়, তাহলে ওই সম্পদ হেবাকারীর জন্য হালাল হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বস্তু হেবা করার পর তা পুনরায় ফিরিয়ে নেওয়া মাকরূহ বা গোনাহ। স্বামী-স্ত্রী একে-অপরকে হেবা করলে অথবা স্বীয় সন্তানাদি তথা রক্তসম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়কে হেবা করলে এবং তা হস্তান্তরিত হয়ে গেলে এ ক্ষেত্রে হেবা গ্রহণকারীর অসম্মতিতে জোরপূর্বক তা ফিরিয়ে নেওয়া জায়েয নেই। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যদি হেবাকৃত বস্তু হস্তান্তরিত হয়ে গিয়ে থাকে, তবে হেবাকারীর জন্য তা ফিরিয়ে নিয়ে ভোগ করা হালাল হবে না। (১৬/৮৫০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ / ٦٩٨ : (صح الرجوع فيها بعد القبض) أما قبله فلم تتم الهبة (مع انتفاع مانعه) الآتي (وإن كره) الرجوع (تحريما) وقيل: تنزيها نهاية (ولو مع إسقاط حقه من الرجوع) فلا يسقط بإسقاطه خانية.

📖 فيه أيضا ٥ /٧٠٤ : (والزاي الزوجية وقت الهبة فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع ولو وهب لامرأته لا) كعكسه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /٧٠٤ : (قوله كعكسه) أي لو وهبت لرجل ثم نكحها رجعت ولو لزوجها.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥ /٧٠٤ : فلو وهب لذي رحم محرم منه) نسبا (ولو ذميا أو مستأمنا لا يرجع) شمني (ولو وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعا) ولو ابن عمه (ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخاه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه رجع ولو كانا) أي العبد ومولاه (ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على الأصح) لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع بحر.

অন্যায়ভাবে হেবাকৃত বস্তু ভোগদখল করা

প্রশ্ন : আমরা ১০ ভাই ও তিন বোন। আমার আব্বা বিভিন্ন সময় আমাদের মা ও বাবাজানের নিজ নামে রেজিস্ট্রিকৃত সম্পত্তি ক্রয় করতেন। বাবাজানের মৃত্যুর আনুমানিক কয়েক বছর পূর্বে আমাদের পুরাতন বাড়ির পাশাপাশি নতুন দুটি বাড়ির ব্যবস্থা করেন এবং এই দুটি বাড়ি আমাদের মেজ ও ছোট দুই বোনকে দিয়েছেন। যার বর্ণনা বাবাজানের বণ্টননামায় উল্লিখিত আছে। কিন্তু তখনো আমাদের বড় বোনের নামে সেখানে বাড়ি করা হয়নি। তাকে জমি দিতে তিনি আমাদের ভাইদের প্রতি আদেশ করেন, যা বণ্টননামায় লেখা আছে। অতএব ভাইয়েরা তাদের নামে রেজিস্ট্রি করা সম্পত্তি হতে কর্তন করে বড় বোনকেও জমির দলিল দিয়েছে। অর্থাৎ তিন বোন

Scanned by CamScanner

বণ্টননামা অনুপাতে তিনটি বাড়ি পেয়ে যায়। এর কিছুদিন পর অর্থাৎ মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিন বছর পূর্বে তিনি আমাদের বসতবাড়ির ব্যাপারে আমাদের সকল ভাই-বোনকে নিয়ে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে তিনি আমাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

বণ্টননামায় লেখা আছে, বাড়ির সম্পত্তি ১০ ছেলে সমানভাবে ভোগ করবে। ওই বৈঠকে তিনি দোকানের আলোচনাও করেছিলেন। অন্যদিকে বাবার নামে বিভিন্ন জায়গায় বাজার-ভিটা আছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনি আমাদের বোনদের ভিটা না দিয়ে তারই এওয়াজ বা পরিবর্তে একই শহর একত্রে মিলিত জায়গা থেকে সুন্দর বানানো ঘরসহ তিনটি ভিটাজমি তিন বোনকে বণ্টন করে যান এবং কোন ঘর কোন বোন নেবেন তাও তিনি বণ্টননামায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দিয়ে যান, যার বর্ণনা বণ্টননামায় আছে।

বাবা আমাদের ১০ ভাইকে লক্ষ করে বলেন, তোমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে সমানভাবে ভাগ করে নেবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আমাদের এক ভাইকে এর জিম্মাদার বানিয়ে নিই। তিনিই সমস্ত ভিটাবাড়ি, দোকানপাটের সমাধান করেন। আর ভোগদখলের মাধ্যমে গ্রহীতাগণ এখন ওই মালের মালিক হয়ে আছেন।

অতএব আমার প্রশ্ন হলো, গ্রহীতাগণ ওই মালের মালিক হওয়ার পর কোনো লোভী ব্যক্তি লোভের বশীভূত হয়ে উল্লিখিত মাল থেকে দাবি করে নিজ রক্তের আত্মীয়গণের ওপর জোর করে সরকারি আদালতে মামলা করা ঠিক আছে, নাকি তার জন্য এটা জুলুম হবে?

উত্তর : শরীয়তের বিধান অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তিকে কোনো বস্তু হেবা করলে তা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য হেবাকৃত বস্তুতে প্রত্যেক গ্রহীতার অংশ পৃথক করে দেওয়া জরুরি। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত বিস্তারিত বিবরণ সঠিক হয়ে থাকলে উল্লিখিত উক্তিগুলো দলিলসহ সঠিক ও শরীয়তসম্মত, অর্থাৎ বণ্টননামা মোতাবেক প্রত্যেকের অংশ নির্ধারণকরত বুঝে নেওয়ার কারণে কিছু বেশকম হওয়া সত্ত্বেও উক্ত হেবা সহীহ ও পরিপূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং কোনো ওয়ারিশ তার অংশ গ্রহণ করার পর অন্যের অংশ থেকে দাবি করে আদায় করা জুলুম বলে বিবেচিত হবে। (১৫/৬১৮)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/٦٨٨ : و) شرائط صحتها (في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول) كما سيتضح.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٧٩ : وفي السعدية أقول: سبق في كتاب الهبة أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة» والقبض ليس بشرط الجواز في الهبة، فليكن هنا كذلك فليتأمل اهـ

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٥ /٦٩٢ : (قوله: فإن قسمه) أي الواهب بنفسه، أو نائبه، أو أمر الموهوب له بأن يقسم مع شريكه كل ذلك تتم به الهبة كما هو ظاهر لمن عنده أدنى فقه تأمل، رملي والتخلية: في الهبة الصحيحة قبض لا في الفاسدة جامع الفصولين.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٣٧٨ : لو وهب مشاعا فيما يقسم ثم أفرزه وسلمه صح، هكذا في السراج الوهاج. ولو وهب النصف وسلم الجميع لم يجز، ولو وهب الجميع وسلم متفرقا جاز، كذا في التتارخانية. قال: ولو وهب نصف داره لرجل وسلمها إليه ثم وهب نصفها الآخر لرجل آخر لم يجز شيء من ذلك.

📖 عزیزالفتاوی(دارالاشاعت) ص۶۵۱ : الجواب-ہبہ مشاع کا شرعاً باطل اور ناجائز ہے پس اگر شوہر نے بدون تحدید اور وبدون تقسیم حصص نصف نصف ہبہ کیا ہے تو باطل ہے اور اگر تحدید و تقسیم کرکے ہبہ کیا ہے تو صحیح ہے، پھر جبکہ تحدید کرکے اور تقسیم کرکے ھبہ کیا ہے تو مساحت کرکے کسی فریق کا دوسرے فریق کے حصہ میں سے کچھ لینا اور دعوی کرنا ناجائز و باطل ہے۔

স্বেচ্ছায় হেবা করে পুনরায় দাবি

প্রশ্ন : আমাদের সম্পত্তি বণ্টনের সময় বোন তার অংশ স্বেচ্ছায় ও নিঃশর্তভাবে ভাইদের মৌখিকভাবে দিয়ে শরীয়াহ মোতাবেক ৫ ভাইদের মধ্যে বণ্টনের পর ভাইদের দীর্ঘ ৩৩-৩৪ বছর যাবৎ সম্পত্তি ভোগদখল করে আসছে। দীর্ঘ ৩৩-৩৪ বছর পর উক্ত বোন কি তার অংশ কোনো এক ভাই বা সকল ভাইয়ের নিকট হতে ফেরত চাইতে পারে কি না?

উত্তর : হেবা তথা দানপত্র মৌখিকভাবে হোক বা লিখিতভাবে, শরীয়তসম্মত পন্থায় সংঘটিত হওয়ার পর যদি গ্রহীতার ভোগদখল দিয়ে দেওয়া হয় তা পুনরায় ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকে না। বিশেষভাবে নিকটবর্তী আত্মীয় থেকে হেবাকৃত সম্পত্তি ফেরত নেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই প্রশ্নোক্ত অবস্থায় বোন ভাইদেরকে হেবাকৃত সম্পত্তি ৩৩-৩৪ বছর যাবৎ তাদের ভোগদখলে দেওয়ার পর তাদের সম্পত্তি পুনরায় ফেরত নেওয়ার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই। (১৫/৬৮০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥ /٧٠٤ : فلو وهب لذي رحم محرم منه) نسبا (ولو ذميا أو مستأمنا لا يرجع) شمني (ولو وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعا) ولو ابن عمه (ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء

Scanned by CamScanner

والربائب وأخاه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه رجع ولو كانا) أي العبد ومولاه (ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على الأصح) لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع بحر.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۵۸ : زید نے جن رشتہ داروں کو اپنے مکانات ہبہ کئے ہیں اگر وہ ذی رحم محرم ہیں (... ...) تو اس صورت میں خود محرمیت رجوع فی الہبہ سے مانع ہے بعد تسلیم کے۔

কারো নামে জমি খরিদ করলেই মালিক হয় না

প্রশ্ন : মরহুম আলী রেজা পাটওয়ারী সাহেব জীবিত অবস্থায় সরকারি আইনে নিজের নামে জমি না রাখতে পেরে নিজ স্ত্রী ফাতেমা বেগমের নামে কিছু জমি খরিদ করেন, কিন্তু জমির আয় নিজেই ভোগ করেন। প্রশ্ন হলো, উক্ত জমির মালিক স্ত্রী ফাতেমা বেগম হবেন, না মরহুম আলী রেজা পাটোয়ারী সাহেব?

উল্লেখ্য, জনাব মরহুম আলী রাজা পাটওয়ারী সাহেবের ছয় ছেলে ও চার মেয়ে। ফাতেমা বেগম স্বামী থেকে প্রাপ্ত অংশ ও নিজের নামের ওই খরিদকৃত জমি দুই ছেলে ও দুই মেয়েকে দলিল করে দিয়ে দেন। ফাতেমা বেগমের উক্ত সম্পত্তিতে দলিল করে দেওয়ার জন্য আখিরাতে কোনো অসুবিধা হবে কি? কারণ তাঁর ওই ছেলেরা বিভিন্ন কৌশলে এহেন কাজ করেছে। ওই ছেলেমেয়েদের জন্য উক্ত জমি ভোগ করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বস্তু শুধু কারো নামে খরিদ করে সরকারি কাগজপত্রে লিপিবদ্ধ করার দ্বারা সে মালিক হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত মালিক বানিয়ে দিয়ে তার ভোগ দখলে না দেওয়া হয়, বরং ক্রেতাই উক্ত বস্তুর প্রকৃত মালিক হয়ে থাকে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্বামীর ক্রয়কৃত জমি স্ত্রী মালিক হবে না বরং স্বামীই প্রকৃত মালিক বলে বিবেচিত হবে।

পিতা-মাতা জীবদ্দশায় সন্তানদের নিজের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ দিতে চাইলে ছেলেমেয়ে সবাইকে সমানভাবে দেওয়া মুস্তাহাব। সংগত কারণ ছাড়া কমবেশি করা মাকরূহ। সংগত কারণ হলো যেমন আর্থিক দুর্বলতা বা দ্বীনদারি, পরহেজগারী বা মাতা-পিতার সেবা-যত্ন ইত্যাদি। এ কারণে কোনো সন্তানকে প্রাধান্য দেওয়াও জায়েয। উপরন্তু কোনো সন্তান পাপাচারী হলে তাকে বঞ্চিত করতেও আপত্তি নেই। অবশ্য অকারণে কোনো সন্তানের ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত হানার নিয়্যাতে এরূপ দান করলে বড় গোনাহ হবে।

সুতরাং ফাতেমা বেগমের স্বামী কর্তৃক খরিদকৃত জমি বাস্তবে স্বামী তার ভোগদখলে না দিয়ে থাকলে ওই জমি শরয়ী দৃষ্টিকোণে স্বামীর সম্পদ বলে গণ্য হবে, ফাতেমা

Scanned by CamScanner

বেগমের দান গ্রহণযোগ্য হবে না এবং তাদের ভোগ করাও সহীহ হবে না। আর তার নিজস্ব সম্পদের দান সহীহ, তবে এ দানে তার নিয়্যাতে ভেজাল থাকলে গোনাহগার হবে। (৯/৫৭২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت -

📖 فيه أيضا ٤/٤٤٤ : ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى، وقال محمد: ويعطي للذكر ضعف الأنثى، وفي التتارخانية معزيا إلى تتمة الفتاوى قال: ذكر في الاستحسان في كتاب الوقف، وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في العطايا والعدل في ذلك التسوية بينهم في قول أبي يوسف وقد أخذ أبو يوسف حكم وجوب التسوية من الحديث، وتبعه أعيان المجتهدين، وأوجبوا التسوية بينهم وقالوا يكون آثما في التخصيص وفي التفضيل، وليس عند المحققين من أهل المذهب فريضة شرعية في باب الوقف إلا هذه بموجب الحديث المذكور، والظاهر من حال المسلم اجتناب المكروه، فلا تنصرف الفريضة الشرعية في باب الوقف إلا إلى التسوية والعرف لا يعارض النص هذا خلاصة ما في هذه الرسالة، وذكر فيها أنه أفتى بذلك شيخ الإسلام محمد الحجازي الشافعي والشيخ سالم السنهوري المالكي والقاضي تاج الدين الحنفي وغيرهم اهـ

📖 امداد المفتین (دارالاشاعت) ص ۷۳۸ : سوال- زید نے کسی وجہ سے اپنے روپے سے اپنی بیوی کے نام اپنی سکونت کے لئے ایک مکان خام دوسو روپیہ میں خرید کر اس کو اپنے روپے سے پختہ تعمیر کرایا، عرصہ تین سال چار ماہ کا ہوکہ بیوی کا انتقال ہوگیا، اس مکان میں اس کے لڑکے لڑکیاں وشوہر رہتے ہیں، ایسی صورت میں وہ مکان ملک زید رہے گا یا بیوی کا ترکہ متصور ہوکر وارثان کو تقسیم ہوگا؟

الجواب- اگر فی الواقع زید یہ مکان اپنی زوجہ کی ملک نہ کیا تھا بلکہ کسی مصلحت سے کاغذات سرکاری میں اس کا نام لکھوادیا تھا تو یہ مکان زوجہ کی ملک نہیں ہوا اور بعد اس

Scanned by CamScanner

কী وفات کے اس کے وارثوں کا اس میں حق نہ ہوگا، بلکہ بدستور زید کی ملک میں رہے گا، کاغذات سرکاری میں کسی کا نام درج ہوجانے سے شرعا اس کی ملک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ مالک اپنی رضاء سے اس کو مالک نہ بنائے اور قبضہ نہ کرائے۔

হেবাকৃত জায়গায় ওয়ারিশদের দাবি

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির এক স্ত্রী, পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে। তার সম্পত্তি হিসেবে একটিমাত্র ঘরভিটা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। উক্ত ব্যক্তি ওই ভিটার অর্ধেক তার এক ছেলেকে সাক্ষীগণের সামনে সকল ওয়ারিশনের সম্মতিক্রমে হেবা করে দেয়। হেবাকৃত জায়গা সম্পূর্ণ গর্ত ছিল, তাই সকলের অনুরোধে গ্রহীতা ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করে ভরাট করে ঘর নির্মাণ করে। ঘর নির্মাণের দুই বছর পর পিতার মৃত্যু হয়। এর দুই বছর পর এক ভাইয়ের সাথে বিবাদ হওয়ার কারণে অন্য ভাইদের সাথে পরামর্শ বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে দুই ভাই এক ও বোন মাতা-পিতার হেবাকৃত জায়গা আমরা দাবি করব না বলে স্ট্যাম্পে টিপসই ও দস্তখত করে দেয়। এর কিছুদিন পর আবার বিবাদ হলে ভাইগণ হেবাকৃত জায়গা হতে জায়গা পাওয়ার দাবি করে, বোন ও মাতা এখনো দাবি করছে না।
এমতাবস্থায় হেবাকৃত জায়গাসহ ভিটার বণ্টন শরীয়ত মোতাবেক কিভাবে হবে?

উত্তর : বাবা জীবদ্দশায় নিজ মালিকানাধীন সম্পদ হেবা করার অধিকার রাখে। তবে হেবাকৃত সম্পদ গ্রহণকারীর মালিকানায় হস্তান্তর করে কবজা দিয়ে দেওয়া হেবা সহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত। হেবা শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ হওয়ার পর তার ওপর মিরাছের হুকুম বর্তায় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনা সত্য হলে বাপের হেবাকৃত জায়গায় অন্য ওয়ারিশদের দাবি অগ্রহণীয় বলে বিবেচিত। অবশিষ্ট ভিটা প্রশ্নে বর্ণিত ওয়ারিশদের সত্যতা প্রমাণে শরীয়ত কর্তৃক স্ত্রী ২ আনা অবশিষ্ট অংশ ছেলেমেয়েরা সমানভাবে ভাগ করে নেবে। প্রতি ছেলে প্রতি মেয়ের দ্বিগুণ হারে বণ্টনে পাবে। (৯/৬০৯)

📖 سورة النساء الآية ١١، ١٢ : ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ

Scanned by CamScanner

أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ /٣٩٢ : رجل دفع إلى ابنه في صحته مالا يتصرف فيه ففعل وكثر ذلك فمات الأب إن أعطاه هبة فالكل له، وإن دفع إليه لأن يعمل فيه للأب فهو ميراث، كذا في جواهر الفتاوى.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٦ : وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم.

কারো নামে জমির দলিল করলেই সেই জমির মালিক হয় না

প্রশ্ন : ১) আব্বাজান হাজী আঃ মুকীত (রহ.) যশোর নতুন শহরে দুটি জমি ১৯৭৬ ইং সালে খরিদ করেন। ওই সময় এবং এখনো নিয়ম আছে, এক নামে দুটি জমি কেনা যায় না, এ জন্য আব্বা (রহ.) একটা নিজের নামে এবং দ্বিতীয়টা আমার নামে (আঃ মুজিব) খরিদ করেন। তিনি তাঁর জীবিত অবস্থায় কাউকেও বলেননি যে দ্বিতীয় জায়গাটা আমার নিজের বা আঃ মুজিবের। যখন দলিলপত্র করা হয়, তখন আমার স্বাক্ষর নেওয়া হয় এবং আমার নামেই কাগজপত্র করা হয়। তাঁর ইন্তেকালের পর আমার নামের জমিখানা গত ডিসেম্বর ২০০২ ইং মাসে আমি বিক্রি করি। (জমি দুটি খরিদ করার পর উভয় দলিলপত্র আমার কাছে থাকত।) কিন্তু আমার ভাই ও বোনেরা তা মানছে না। তারা বলছে, দুটি জমি এক নামে যখন কেনা যায়নি তখন দুটি জমির মালিক আব্বাজান। অতএব তুমি একা তোমার নামের জমি নিতে পারো না। কাগজ-কলমে দলিল যখন আমার নামে আমি যেন কাল কিয়ামতের মাঝে আল্লাহ পাকের দরবারে ধরা না পড়ি, অথবা দুনিয়াতে এর জন্য আমার ওপর কোনো মুসিবত না আসে সে জন্য আল্লাহর বিধান ও শরীয়তের সহীহ মাসআলা অনুযায়ী এখানে সমাধান কী হবে? যদি শরীয়তের মাসআলা অনুযায়ী জমি আমার হয়, তার পরও ভাই-বোনেরা না মানে এবং দাবি করে তখন আমি ওদের সাথে কী আচরণ করব?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কারো নামে শুধু সম্পদ ক্রয় করে সরকারিভাবে রেজিস্ট্রি করার দ্বারা উক্ত ব্যক্তি ওই সম্পদের মালিক হয় না। বরং এ সম্পদের মালিক হওয়ার জন্য দানকারীর জীবদ্দশায় সম্পদ সম্পূর্ণভাবে রেজিস্ট্রিকৃত ব্যক্তির ভোগদখলে দিয়ে

Scanned by CamScanner

দেওয়া অত্যাবশ্যক। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সম্পদ পিতার জীবদ্দশায় যেহেতু আপনার ভোগদখলে দেয়নি তাই শরীয়তের বিধান মতে উক্ত সম্পদ আপনার পিতার জীবদ্দশায় ও তাঁর মালিকানাধীন ছিল বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং এতে সকল ওয়ারিশ অংশীদার হবে। (৯/৬৪৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ /٣٧٤ : ومنها أن يكون الموهوب مقبوضًا حتى لايثبت الملك الموهوب له قبل القبض .

📖 امداد المفتین (دارالاشاعت) ص ۷۳۸ : سوال- زید نے کسی وجہ سے اپنے روپے سے اپنی بیوی کے نام اپنی سکونت کے لئے ایک مکان خام دوسو روپیہ میں خرید کر اس کو اپنے روپے سے پختہ تعمیر کرایا، عرصہ تین سال چار ماہ کا ہو کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اس مکان میں اس کے لڑکے لڑکیاں و شوہر رہتے ہیں، ایسی صورت میں وہ مکان ملک زید رہے گا یا بیوی کا ترکہ متصور ہو کر وارثان کو تقسیم ہو گا؟

الجواب- اگر فی الواقع زید یہ مکان اپنی زوجہ کی ملک نہ کیا تھا بلکہ کسی مصلحت سے کاغذات سرکاری میں اس کا نام لکھوادیا تھا تو یہ مکان زوجہ کی ملک نہیں ہوا اور بعد اس کی وفات کے اس کے وارثوں کا اس میں حق نہ ہو گا، بلکہ بدستور زید کی ملک میں رہے گا، کاغذات سرکاری میں کسی کا نام درج ہو جانے سے شرعا اس کی ملک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ مالک اپنی رضاء سے اس کو مالک نہ بنائے اور قبضہ نہ کرائے۔

কারো নামে জমি খরিদ করলেই মালিক হয় না

প্রশ্ন : আমার চার কানি ১৭ গণ্ড জমি ছিল। সরকার বাকি খাজনার জন্য নিলাম করে। তখন আমি আমার একমাত্র ছেলের নামে ওই জমি আমার নিজের টাকা, অর্থাৎ প্রথম ছেলের নামে সরকার থেকে নিলাম খরিদ করলাম এখন এ জমিগুলো ইসলামী দৃষ্টিতে আমার অবর্তমানে আমার ছেলেমেয়ে সকলে মিরাছ পাবে কি না?

উত্তর : ছেলে বা অন্য কারো নামে নিলাম খরিদ করার দ্বারা মালিক হয় না, মালিক হওয়ার জন্য ওই জমির মালিকানা হস্তান্তর করতে হবে। তাই প্রশ্নের বিবরণ মতে উক্ত জমির মালিক ক্রেতা নিজেই থাকবে। সে ওই জমি জীবিত অবস্থায় নিজে ব্যবহার করবে। পরে ওই জমি তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন হবে। (২/৫৫)

Scanned by CamScanner

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۳۸ : سوال-زید نے کسی وجہ سے اپنے روپے سے اپنی بیوی کے نام اپنی سکونت کے لئے ایک مکان خام دوسو روپیہ میں خرید کر اس کو اپنے روپے سے پختہ تعمیر کرایا، عرصہ تین سال چار ماہ کا ہو کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اس مکان میں اس کے لڑکے لڑکیاں و شوہر رہتے ہیں، ایسی صورت میں وہ مکان ملک زید رہے گا یا بیوی کا ترکہ متصور ہو کر وارثان کو تقسیم ہو گا؟

الجواب-اگر فی الواقع زید یہ مکان اپنی زوجہ کی ملک نہ کیا تھا بلکہ کسی مصلحت سے کاغذات سرکاری میں اس کا نام لکھوا دیا تھا تو یہ مکان زوجہ کی ملک نہیں ہوا اور بعد اس کی وفات کے اس کے وارثوں کا اس میں حق نہ ہو گا، بلکہ بدستور زید کی ملک میں رہے گا، کاغذات سرکاری میں کسی کا نام درج ہو جانے سے شرعا اس کی ملک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ مالک اپنی رضاء سے اس کو مالک نہ بنائے اور قبضہ نہ کرائے۔

কোনো সন্তানকে তুলনামূলক সম্পদ বেশি দেওয়া

প্রশ্ন : হালিমা খাতুনের তিনজন কন্যাসন্তান রয়েছে। তার জীবদ্দশায় সম্পদ তিন কন্যার মধ্যে বণ্টন করে দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু স্বেচ্ছায় বা কারো প্ররোচনায় কোনো কারণ ছাড়া এক কন্যাকে কিছু অংশ বেশি দিতে উদ্যত হয়েছে। এমতাবস্থায় তিন কন্যার মধ্যে সমানভাবে বণ্টন না করে কোনো একজনকে অপর দুজনের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বেশি দিলে আল্লাহ পাকের দরবারে হালিমা খাতুন গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর : মৃত্যুর আগে নিজেই সম্পদের মালিক হওয়ার কারণে জীবদ্দশায় সন্তানদের মাঝে সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়া মিরাছের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে এটা দান। তাই সন্তানদের মাঝে সম্পত্তি সমানভাবে বণ্টন করাই শরীয়তের নির্দেশ। সুতরাং সন্তানদের কারো মধ্যে প্রাধান্যতার কোনো কারণ না থাকা সত্ত্বেও অন্য সন্তানকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে সমানভাবে বণ্টন না করলে গোনাহগার হবে। (৫/২৬৩/৯১৮)

📖 اختلاف العلماء للطحاوی (دار البشائر الإسلامية) ٤/ ١٤٢ : ذكر المعلى بن منصور عن أبي يوسف لا بأس بأن يؤثر الرجل بعض ولده على بعض إذا لم يرد الإضرار وينبغي أن يسوي بينهم إذا كان يريد العدل فإن كانوا ذكورا وإناثا سوى بينهم في العطية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت مثل ما أعطيت هذا قال معلى وقال محمد ويعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٥ /٦٩٦ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۲۵۶ : الجواب- ... ... (۳) دینداری خدمت گزاری خدمات دینیہ کا شغل یا احتیاج وغیرہ وجوہ کی بناء پر تفاضل مستحب ہے۔

সন্তানের নামে নেওয়া জমির বন্ধক ও ঋণের পরিশোধ

প্রশ্ন : আমার বাবা জীবিত থাকা অবস্থায় আমার এক সৎভাইয়ের নামে একটি জমি ক্রয় করে। পরে আব্বা সাংসারিক খরচের জন্য এ জমিটা টাকার বিনিময়ে বন্ধক দেয়। পরে বাবা মারা যায়। এ অবস্থায় আমার সৎভাই পৃথক হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো, সৎভাইয়ের জমি বাবদ যে টাকা করজ আছে তা আমাদের সব ওয়ারিশের বহন করতে হবে কি না? ওয়ারিশগণের মধ্যে নাবালেগও আছে।

উত্তর : কারো নামে জমি ক্রয় করে তার দখলে দেওয়ার পর সে ওই জমির মালিক হবে। বিনা দখলে শুধুমাত্র তার নামে খরিদ করার দরুন সে ওই জমির মালিক বলে সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং আপনার আব্বা জীবিত থাকাবস্থায় যদি ওই জমি আপনার সৎভাইয়ের দখলে দিয়ে থাকে তাহলে সে মালিক হয়ে গেছে। তবে যেহেতু আপনার আব্বাই সংসারের প্রয়োজনে কর্জ নিয়েছেন তাই আপনার আব্বার মৃত্যুর পর অবশিষ্ট সম্পত্তি বণ্টন হওয়ার পূর্বে ওই সম্পত্তি থেকেই কর্জ শোধ করে দিতে হবে। আর যদি আপনার আব্বা জীবিত অবস্থায় ওই জমি আপনার সৎভাইয়ের দখলে না দিয়ে থাকে তাহলে ওই জমি সকল ওয়ারিশের মাঝে মিরাছ হিসেবে বণ্টিত হবে এবং ঋণের টাকা সম্পত্তি বণ্টন করার পূর্বেই ওই সম্পত্তি হতে আদায় করে দেবে। (৫/৩৪৬/৯৫৭)

📖 سورة النساء الآية ١١، ١٢ : ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

Scanned by CamScanner

📖 خلاصة الفتاوى ٤/٣٩٠ : وفى الأصل ومن شرائط الهبة الاقران حتى لا يجوز هبة المشاع فيما يحتمل القسمة كالبيت والدار والأرض ونحوها.

📖 البناية (دار الفكر) ٩/١٩٨ : (وتصح) ش: أي الهبة م: (بالإيجاب) ش: كقوله وهبت ونحوه، هذا بمجرده في حق الواهب م: (والقبول) ش: كقوله قبلت م: (والقبض) ش: بالجر، أي وبالقبض فلا يتم في حق الموهوب له إلا بالقبول والقبض كما يأتي؛ لأنه عقد تبرع فيتم بالتبرع، ولكن لا يملكه الموهوب له إلا بالقبول والقبض.

প্রতিশ্রুতি পূরণের আগে দাতা মারা গেলে কেউ হকদার হয় না

প্রশ্ন : কবির নামক এক ছেলে তার দাদির নিকট তার ব্যবহৃত একটি কম্বল চেয়েছিল, দাদি তাকে ওই কম্বলটি দেবে বলে ওয়াদাও করেছে। কিন্তু হঠাৎ কবিরের দাদি মারা যায়। এখন কবির কি তার দাদির ত্যাজ্য সম্পদ থেকে মিরাছ বণ্টন হওয়ার পূর্বে ওই কম্বলটি নিতে পারবে?

উত্তর : হেবা সহীহ হওয়ার জন্য হেবাকৃত বস্তু হেবাগ্রহীতার হস্তগত হওয়া জরুরি। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত কবির যেহেতু দাদির মৃত্যুর পূর্বে কম্বলটি হস্তগত করেনি, তাই মৃত্যুর পর এ কম্বল বণ্টনযোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে। হ্যাঁ, সাবালক ওয়ারিশদের সম্মতিতে তা নিতে পারবে, অন্যথায় নয়। (১১/৫২৯/৩৫২৫)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت -

Scanned by CamScanner

باب الضمانات والغرامات
পরিচ্ছেদ : দায়বদ্ধতা ও জরিমানা

রসিদ না থাকার অজুহাতে দর্জির কাপড় না দেওয়া

প্রশ্ন : আমি এক টেইলার্সে চারটি পাঞ্জাবি বানাতে দিলাম। দর্জি কাপড় গ্রহণ করার পর আমাকে একটি রসিদ দিল, যেখানে অর্ডার তারিখ ও ডেলিভারি তারিখ লেখা ছিল। দর্জি বলল, কাপড়ের জন্য আসার সময় রসিদ যেন নিয়ে আসেন। এখন নির্দিষ্ট তারিখের আগে আমার রসিদ হারিয়ে গেছে। ডেলিভারির তারিখ এলে রসিদ ছাড়া দর্জির কাছে যাওয়ায় সে বলল, রসিদ ছাড়া কাপড় দেওয়া যাবে না, অথবা তুমি আমাকে কোনো কাপড় দাওনি। এখন আমার কোনো সাক্ষী নেই। এমতাবস্থায় শরয়ী সমাধান কী জানতে চাই।

উত্তর : শুধুমাত্র রসিদ হারানোর অজুহাতে কাপড় দিতে অস্বীকার করা টেইলার্স কর্তৃপক্ষের জন্য বৈধ হবে না। রসিদের যে অংশ দর্জির কাছে থাকে তার ভিত্তিতে কাপড় নেওয়া প্রমাণিত হলে কাপড় বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। (১৮/৯৭৯/৭৯৬৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٦٥ : لا يضمن عنده ما هلك بغير صنعه قبل العمل أو بعده؛ لأنه أمانة في يده وهو القياس. وقالا يضمن إلا من حرق غالب أو لصوص مكابرين وهو استحسان اهـ قال في الخيرية: فهذه أربعة أقوال كلها مصححة مفتى بها، وما أحسن التفصيل الأخير والأول قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. وقال بعضهم: قول أبي حنيفة قول عطاء وطاوس وهما من كبار التابعين، وقولهما قول عمر وعلي وبه يفتى احتشاما لعمر وعلي صيانة لأموال الناس، والله أعلم اهـ

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۵۱۴ : تضمین اجیر مشترک کی چار صورتیں ہیں:

(۴) ہلاک بفعل الاجیر نہ ہو البتہ اس سے احتراز ممکن ہو یہ صورت مختلف فیہا ہے اس میں چار اقوال ہیں (۱) امام اعظمؒ کے نزدیک ضمان واجب نہیں (۲) صاحبین کے نزدیک ضمان واجب ہے (۳) متاخرین کے نزدیک نصف قیمت واجب ہے... ...تو اتفاقا ضمان واجب نہیں ورنہ صاحبین کے قول کے مطابق ضمان واجب ہوگا اور متاخرین کی بیان کردہ تفصیل کے مطابق نصف قیمت اور پورے ضمان کا فتوی بھی دیا جاسکتا ہے۔

Scanned by CamScanner

দর্জি কাপড় হারিয়ে না দেওয়া

প্রশ্ন : টেইলার্সে কাপড় দেওয়ার পর রসিদ সংগ্রহ করে বাড়ি চলে আসি। দীর্ঘ এক মাস পর রসিদ নিয়ে যখন দর্জির কাছে গেলাম, তখন দর্জি আমাকে বলল–ভাই, এই কাপড় পাওয়া যাচ্ছে না। দর্জি কাপড়ের দামও দিতে রাজি হচ্ছে না। আর রসিদে লেখাও আছে, "বিঃদ্রঃ. এক মাস পর কাপড় হারিয়ে গেলে টেইলার্স কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়"। এমতাবস্থায় টেইলার্স কর্তৃপক্ষ থেকে কাপড়ের দাম নিতে পারব কি না?

উত্তর : শুধুমাত্র রসিদে লিখিত 'বিঃদ্রঃ. এক মাস পর কাপড় হারিয়ে গেলে টেইলার্স কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়' লেখার কারণে দায়িত্ব এড়ানোর সুযোগ নেই। বরং তার কাপড় ফেরত দিতে হবে বা জরিমানা দিতে হবে। (১৮/৯৭৯/৭৯৬৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٦٥ : لا يضمن عنده ما هلك بغير صنعه قبل العمل أو بعده؛ لأنه أمانة في يده وهو القياس. وقالا يضمن إلا من حرق غالب أو لصوص مكابرين وهو استحسان اهـ قال في الخيرية: فهذه أربعة أقوال كلها مصححة مفتى بها، وما أحسن التفصيل الأخير والأول قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. وقال بعضهم: قول أبي حنيفة قول عطاء وطاوس وهما من كبار التابعين، وقولهما قول عمر وعلي وبه يفتى احتشاما لعمر وعلي صيانة لأموال الناس، والله أعلم اهـ

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٣/ ٢٤ : ولو أودعها بشرط عدم ضمان الوديع إذا تعدى عليها أو فرط في حفظها، فقد قال الحنفية والشافعية لا يصح هذا الشرط، لأنهإبراء عما لم يجب، وهذا في صحيح الوديعة وفاسدها.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ١٨٣ : امامت کی واپسی کیلئے شرط : عمرو کا مطالبہ کہ پرتا بگڑھ ہی میں مسجد بناؤ یا اسی جگہ کسی دوسرے کام میں روپیہ خرچ کرو تو امانت کا روپیہ واپس ملیگا ورنہ نہیں ناجائز اور ظلم ہے اصل مالک کو اختیار ہے کہ اپنا روپیہ جس جائز کام میں چاہے خرچ کرے۔

Scanned by CamScanner

খননকাজে অন্যের ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে

প্রশ্ন : সিদ্দিকুর রহমানের বাড়ির পাশে আব্দুল কাদেরের একটা জমি রয়েছে। এখন আব্দুল কাদের তার জমিতে পুকুর খনন করেছে, যার দরুন সিদ্দিকুর রহমানের বাড়িঘর ও গাছপালা ভেঙে পড়ছে। জানার বিষয় হলো, আব্দুল কাদের তার জমিতে পুকুর খনন করাটা কতটুকু শরীয়তসম্মত হবে? আর এ মুহূর্তে সিদ্দিকুর রহমানের করণীয় কী?

উত্তর : প্রতিবেশীর জমির পাশে পুকুর খননের ক্ষেত্রে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি, যাতে পাশের জমি ভাঙনের কবলে না পড়ে। এ ধরনের দূরত্ব বজায় রাখা সত্ত্বেও যদি প্রতিবেশীর জমি ভেঙে পড়ে তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে সাধ্যমতো ভাঙন রোধের ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। আর যদি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা না হয় তাহলে পুকুরের মালিক উক্ত ভাঙনের ক্ষতিপূরণ বহন করতে বাধ্য থাকবে।

উল্লেখ্য, জমির অবস্থান ও ধরন অনুযায়ী দূরত্বের পরিমাণ ঠিক করে নিতে হবে। (১৭/৩৩৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٨٨ : ثم نقل عن فتاوى أبي الليث: أحرق شوكا أو تبنا في أرضه فذهبت الريح بشرارات إلى أرض جاره وأحرقت زرعه، إن كان ببعد من أرض الجار على وجه لا يصل إليه الشرر عادة لم يضمن؛ لأنه حصل بفعل النار وإنه هدر، ولو بقرب من أرضه على وجه يصل إليه الشرر غالبا ضمن إذ له الإيقاد في ملك نفسه بشرط السلامة اهومثله في غاية البيان قال: هذا كما إذا سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض جاره.

📖 شرح المجلة للأتاسى (رشيديه) ٤ /١٤٠ : لايمنع أحد من التصرف فى ملكه أبدا إلا إذا كان ضرره لغيره فاحشا-... ... الحاصل أن القياس فى جنس هذه المسائل أن يفعل المالك ما بدا له مطلقا، لأنه متصرف فى خالص ملكه، لكن ترك القياس فى موضع يتعدى ضرره إلى غيره ضررا فاحشا وهو المراد بالبين واختاروا الفتوى عليه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۴۵۷ : اپنی مملوکہ زمین میں کنواں کھودنا بہر صورت جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

মুরগি চাকায় পিষ্ট হলে ক্ষতিপূরণ

প্রশ্ন : আবু বকর একদিন সাইকেল চালিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি মুরগি দৌড়ে এসে সাইকেলের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যায়। তখন উপস্থিত লোকজন তার কাছ থেকে ১০০ টাকা জরিমানা আদায় করে মালিককে দেয়। এই টাকাটা মালিকের নেওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা হলো, মুরগিটি নিজে দৌড়ে এসে সাইকেলের নিচে পিষ্ট হয়েছে। আবু বকর প্রাণীটিকে দেখার পর সাধ্যমতো বাঁচানোর চেষ্টা করে থাকলে সে নির্দোষ। এ ক্ষেত্রে ১০০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা এবং মুরগির মালিক সে টাকা নেওয়া বৈধ হবে না। অন্যথায় মুরগির ক্ষতিপূরণ নেওয়া বৈধ হবে। (১৬/৫০৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ /٦٠٣ : الأصل أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه. (ضمن الراكب في طريق العامة ما وطئت دابته وما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت) بفمها (أو خبطت) بيدها أو صدمت.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ١٠ /٤٥١ : الجواب- اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اسکوٹر سوار بالکل بے قصور تھا، ٹرک ڈرائیور ہی قصوروار تھا تو عدالت اگر مجرم سے کچھ رقم دلوائے تو بقدر نقصان رقم لینا جائز ہے، مر جانے کی صورت میں شرعاً مجرم کے عاقلہ پر دیت لازم ہوتی ہے جو لوگ اس کے ہم پیشہ ہوں وہ اس کے عاقلہ ہیں اور اگر اسکوٹر سوار کا قصور ہو تو اس کی ذمہ داری ٹرک ڈرائیور پر ڈالنا صحیح نہیں۔

রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণের বিধান

প্রশ্ন : আমার আব্বা ডাক্তারের কাছে দাঁতের চিকিৎসার জন্য যান। চিকিৎসার পূর্বে আব্বা ডাক্তার সাহেবকে বলেন–ডাক্তার সাহেব, আপনি নিজ হাতে আমার দাঁতের কাজ করবেন। আপনার সহকর্মী অমুককে দিয়ে আমার দাঁতের কাজ করাবেন না। ইতিপূর্বে তাকে দিয়ে আমার দাতের কাজ করিয়েছেন, কিন্তু আমার দাঁত ভালো হয়নি। ডাক্তারের উক্ত সহকর্মী পাস করা দাঁতের ডাক্তার নয়। সে ডাক্তার সাহেবের কাছে ব্যক্তিগতভাবে দাঁতের কাজ শিখেছে। ডাক্তার সাহেব আব্বার দাঁত পরীক্ষা করে বললেন, ৬০% নেই। অর্থাৎ দাঁতটি প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। এর পরও রুটক্যানেল করে দিই। সে মতে তিনি নিজে আব্বার দাঁতের কাজ শুরু করেন। কাজের একপর্যায়ে তিনি তাঁর ওই সহকর্মীকে আব্বার দাঁতের কাজ করতে দেন। সে আব্বার দাঁতের কাজ শুরু করার পর রুটক্যানেল করার সুঁই তাঁর হাত থেকে আব্বার মুখের ভেতর পড়ে যায়, অতঃপর তা

Scanned by CamScanner

গলার ভেতর চলে যায়। উল্লেখ্য, সুঁইটি প্রথমে আব্বার জিহ্বায় পড়ে। যদি তৎক্ষণাৎ রোগীকে বলা হতো এবং শোয়া থেকে উঠে মুখ উপুড় করে ফেলে দিতে বলা হতো, তাহলে তা গলার ভেতরে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু তা না করে রোগীকে কিছু না বলে উক্ত সহকর্মী পাশের রুমে যায় একটা কিছু আনতে। এর মধ্যে চিত থাকা অবস্থায় রোগীর কাশ ও ঢেকুর ওঠে এবং সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণবহির্ভূতভাবে সুঁইটি গলা দিয়ে শ্বাসনালিতে চলে যায়। এরপর দ্রুত আব্বাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখান থেকে মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষা করার পর ডাক্তারবৃন্দ দেখেন যে সুঁইটি শ্বাসনালিতে অর্থাৎ ফুসফুসে চলে গেছে। সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তাররা সুঁইটি বের করতে গেলে আব্বার আরেকটি দাঁত পড়ে যায়। তারপর ডাক্তার সাহেবগণ আব্বার ফুসফুস কেটে আল্লাহর রহমতে সুঁইটি বের করেন।

এখন আমাদের প্রশ্ন হলো, আমাদের অতিরিক্ত খরচ শরীয়তের দৃষ্টিতে কার ওপর বর্তাবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনার বিবরণ সত্য প্রমাণিত হলে এ ঘটনার জন্য ডেন্টাল ডাক্তার সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন। তাই তাঁর অবহেলা ও রোগীর শর্ত মোতাবেক চিকিৎসা না করার দরুন যে পরিমাণ অর্থের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা উক্ত ডাক্তারকেই বহন করা জরুরি হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের শরণাপন্ন হয়ে আপনি তা আদায় করে নিতে পারেন। (১১/৫৬৯/৩৬৪৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ١٨ : (وإذا شرط عمله بنفسه) بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك (لا يستعمل غيره إلا الظئر فلها استعمال غيرها) بشرط وغيره خلاصة (وإن أطلق كان له) أي للأجير أن يستأجر غيره، أفاد بالاستئجار أنه لو دفع لأجنبي ضمن الأول .

📖 فيه أيضا ٦/ ٥٦٧ : قطع الحجام لحما من عينه وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية أشباه.

📖 الفقه على المذاهب الأربعة (دار الكتب العلمية) ٣/ ١٣١ : وكذا إذا مات من عمل الطبيب بشرط أن لا يتجاوز المرضع المعتاد وأن يكون قد احتاط لعمله كل الاحتياط المعروف عادة فإن ترك شيئاً من ذلك فأتلف عضواً للمريض أو أماته بسبب ذلك فإن على الاحتياط المقصر الضمان فيلزمه أن يدفع دية العضو الذي أفسده كاملة إذا برئ المريض.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۵۱۸ : اس کے لئے علاج کرنا جائز نہیں اور بہر صورت پورا ضمان واجب ہوگا، خواہ اصول طبیہ کے مطابق علاج کرے یا ان کے خلاف مریض یا اس کے ولی کی اجازت سے علاج کرے یا بلا اجازت۔

📖 جدید فقہی مباحث (ادارۃ القرآن) ۱۰ /۵۲۶ : ایسے ناواقف اور نااہل لوگوں کو علاج سے روکنا تو درست ہے ہی، اگر یہ ایسی نااہلیت کے ساتھ علاج کریں اور مریض کو نقصان پہنچ جائے، تو ان پر ضمان بھی واجب ہوگا اس سلسلہ میں خود آپ کی صراحت موجود ہے ارشاد ہے أيما طبيب تطبب على قوم لايعرف له تطبب قبل ذلك فاعنت فهو ضامن.

ترجمہ: جس طبیب نے لوگوں کو علاج کیا حالانکہ پہلے سے وہ اس فن میں معروف نہیں تھا چنانچہ وہ باعث مشقت ہو جائے تو وہ ضامن ہے۔

গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার হলে ক্ষতিপূরণের বিধান

প্রশ্ন : মুজিবুর রহমান তার দুই বন্ধু ইউসুফ ও মিনহাজকে বলল, তোমাদের গাড়িটি নিয়ে চলো আমরা কুমিল্লা হতে বেড়িয়ে আসি। তারা বলল, ড্রাইভার নেই। মুজিবুর রহমান ড্রাইভারের ব্যবস্থা করে জানাল। ইউসুফ নিজেই ড্রাইভিং করে গাড়িটি নিয়ে মুজিবুরের বাড়ি আসার পর অন্য সাথীরাও ভাড়া করা ড্রাইভারকে নিয়ে কুমিল্লা রওনা হয়। গাড়ির মালিক নিজেই ড্রাইভিং করছিল। এমতাবস্থায় কিছু দূর যাওয়ার পর গাড়িটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়। উল্লেখ্য, অপর মালিক মিনহাজ সাথে ছিল না।
এমতাবস্থায় অ্যাক্সিডেন্টে গাড়ির যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ইহার জন্য দায়ী কে? এবং যাত্রীদের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার জন্য দায়ী কে?
উল্লেখ্য, মুজিবুর রহমান ইতিপূর্বে ওই বন্ধু হতে গাড়ি নিয়ে শুধু তেল খরচের ওপরে নিয়ে যেত এবং উপরোক্ত ঘটনার দিনও তেল খরচের ওপর গাড়ি নেওয়া ঠিক হয়।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মুজিবুর রহমান সাহেব ইউসুফ ও মিনহাজকে কুমিল্লা বেড়াতে যাওয়ার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে মাত্র। তাই পরবর্তী ঘটনার দায়দায়িত্ব তার বহন করার প্রশ্নই আসে না। মালিকদেরকেই ক্ষয়ক্ষতির দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু ইউসুফ সাহেব এর ক্ষয়ক্ষতির ভার বহন করবে না, কারণ শরীকি বস্তু যদি একে-অপরের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার করা অবস্থায় তার অবহেলা ছাড়া ঘটনাচক্রে ক্ষতি সাধিত হয় তাহলে সকল শরীক তার ক্ষয়ক্ষতি বহন করতে হবে। আর গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে নিহত বা আহত ব্যক্তির শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ হচ্ছে, গাড়িচালকের পক্ষ থেকে দিয়ত বা রক্তপণ প্রদান, যা কেবল মুসলিম শাসক ও কাজির মাধ্যমেই চালকের 'আকেলা' থেকে

Scanned by CamScanner

উসুল করা হবে। কিন্তু বর্তমানে শরীয়ত মোতাবেক এ ধরনের রক্তপণ আদায়ের ব্যবস্থা চালু নেই বিধায় দেশের আইন অনুযায়ী বা পরস্পর সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করে নেওয়ার অবকাশ আছে। তবে আহত ব্যক্তিগণ ও নিহতদের ওয়ারিশগণ এ ক্ষেত্রে চালককে মাফ করে দেওয়াই শ্রেয়। বিশেষ করে যদি তার কোনো অবহেলা কিংবা ত্রুটি না থাকে। (১১/৭৫২/৩৬৪২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٥٠٣ : ولا يضمن الملاح ما غرق من موج أو ريح أو صدم جبل فإن غرقت من مده أو معالجته ضمن، وإن انكسرت فغرقت فإن كان من عمل الملاح ضمن وإلا فلا، وإن كان رب المتاع في السفينة أو وكيله لا يضمن الملاح إلا بالتعدي لأن المتاع في يده ولو كانتا سفينتين وهو في إحداهما ومتاعه في الأخرى لم يضمن الملاح شيئا إلا بالتعدي كما في الدابتين

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٢٠٠ : وفي القنية: أخذ أحد الشريكين حمار صاحبه الخاص، وطحن به فمات لم يضمن للإذن دلالة قال عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن دلالة، وإن لم يوجد صريحا كما لو فعل بحمار ولده أو بالعكس، أو أحد الزوجين أو أرسل جارية زوجته في حاجته فأبقت اه

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ١/ ٨٧ : (سئل) في فرس مشتركة بين زيد وعمرو وهي بيد زيد انتفع بها مدة ثم طلبها عمرو منه مرارا لتكون في مدته ونوبته فامتنع من ذلك حتى ضلت عنده فهل يضمن نصيب شريكه منها؟

(الجواب) : نعم إذ الشريك حكمه في حصة شريكه حكم المودع والمودع بالمنع ضامن لما هلك عنده بعد المنع كما أفتى بذلك الخير الرملي.

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٢/ ٥٢٣ : ثم لم يذكر الفقهاء حكم السيارة لعدم وجودها فى عصرهم، والظاهر أن سائق السيارة ضامن لما أتلفته فى الطريق سواء أتلفته من القدام أومن الخلف، ووجه الفرق بينها وبين الدابة على قول الحنفية أن الدابة متحركة بإرادتها فلا تنسب نفحتها إلى راكبها بخلاف السيارة فإنها لا تتحرك بإرادتها فتنسب جميع حركاتها إلى سائقها فيضمن جميع ذلك -

Scanned by CamScanner

📖 شرکت ومضاربت عصر حاضر میں (ادارۃ المعارف) ص ۱۵۴ : اس مسئلہ کے تحت یہ مثال بھی ذکر کی جاسکتی ہے کہ اگر دو افراد نے ملکر ایک گاڑی خریدی اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اسے اپنی اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرتے رہیں گے، پھر ان میں سے کسی ایک شریک نے اس گاڑی سے ایسا کام لے لیا جو اس کی پاور اور طاقت سے باہر تھا تو صحیح نہ ہوگا۔ لہذا اس صورت میں اگر اس میں کوئی عیب یا نقص پیدا ہو تو وہ ضامن ہوگا۔

ধার করা গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লে ক্ষতিপূরণ কে দেবে

প্রশ্ন : আমার কোনো এক বন্ধুকে বললাম–চলো ভাই, তোমার গাড়িতে করে গাজীপুর থেকে ঘুরে আসি। ঘটনাচক্রে পথিমধ্যে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমতাবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত গাড়ির ক্ষতিপূরণ কে বহন করবে? মালিক, না অপর বন্ধু?

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বেও তার গাড়ি করে যাওয়া হতো। নিজস্ব কাজে গেলেও শুধুমাত্র তেলের পয়সা নিত।

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণে ধার নেওয়া বস্তু আমানতস্বরূপ। ধারগ্রহীতার পক্ষ থেকে কোনো রকম অবহেলা ছাড়া ধারকৃত বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ মালিকপক্ষই বহন করা শরীয়তের হুকুম। সুতরাং ধার নেওয়া গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অবস্থায় তার ক্ষতিপূরণ মালিকপক্ষ তথা আপনার বন্ধুরই বহন করতে হবে, আপনার নয়। তবে আপনি সামর্থ্যবান হলে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া উচিত। (১১/৮৪৩/৩৬৪১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٣٦٣ : أما تفسيرها شرعا فهي تمليك المنافع بغير عوض، وهذا قول أبي بكر الرازي وعامة أصحابنا وهو الصحيح، هكذا في السراج الوهاج... ... ... والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمنها، ولو شرط الضمان في العارية.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۳۳۳ : الجواب- ... اور قبل موت حالت بقاء اعارہ میں جو تعدی اور غفلت سے ضائع ہوا اسکا ضمان لازم ہے ورنہ نہیں ولا تضمن بالهلاك من غير تعد در مختار مع الشامی ۳/ ۵۰۳.

Scanned by CamScanner

كتاب الغصب

অধ্যায় : আত্মসাৎ

অমুসলিমের হক আত্মসাৎ করলে দায়মুক্তির উপায়

প্রশ্ন : বিধর্মীদের হক খেয়েছি, আত্মসাৎ করেছি। এখন তাদের দেখা পাওয়া যাবে না। এমনকি বেঁচে আছে কি না এবং তাদের ঠিকানাও জানি না। এখন তাদের হক নষ্ট করা বা পাপ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার মাসআলা কী?

উত্তর : সম্ভাব্য সকল চেষ্টার পরও তাদের কিংবা তাদের ওয়ারিশদের সন্ধান না পাওয়া গেলে দায়মুক্তির নিয়্যাতে পাওনা সম্পদ গরিব-মিসকিনদের সদকা করে দেবে। (১৯/৯৪২/৮৫৫০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ /٢٨٣ : (عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله) هذا مذهب أصحابنا لا تعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان (و) متى فعل ذلك (سقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون (في المعقبي) مجتبى. وفي العمدة: وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقره ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق بمثله.

📖 فيه أيضا ٤ / ٢٨٠-٢٧٩ : (فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه، إلا إذا عرف أنها لذمي فإنها توضع في بيت المال) تتارخانية. وفي القنية: لو رجى وجود المالك وجب الإيصاء. (فإن جاء مالكها) بعد التصدق (خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها) وله ثوابها (أو تضمينه) والظاهر أنه ليس للوصي والأب إجازتها نهر.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۳۸۹ : سوال - زید کسی کافر کا مقروض تھا وہ قرضخواہ ہندوستان میں جاکر کہیں لاپتہ ہوگیا، اس تک رسائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، زید اس رقم کا کیا کرے؟

Scanned by CamScanner

الجواب-اولا خط وکتابت یا دیگر ذرائع سے قرضخواہ یا اس کے ورثہ کا پتہ لگانے کی کوشش کرے، انتہائی کوشش کے بعد جب مایوس ہو تو اس رقم کا صدقہ کردے، اس صورت میں اصل حکم تو بیت المال میں جمع کرانے کا ہے مگر چونکہ حکومت اسلامیہ نہ ہونے کی وجہ سے بیت المال مفقود ہے اس لئے فقراء پر تصدق کردے۔

ধোঁকা দিয়ে বিক্রেতা থেকে বেশি জমি লিখে নেওয়া

প্রশ্ন : আমরা চার ভাই পৃথক পৃথক থাকি। আমার মা আমার পরিবারের সাথে থাকেন। তাঁর কিছু জমি আছে। সেখান থেকে কিছু জমি বিক্রি করতে চাইলে আমি তা ক্রয় করি। জমি দলিল করার সময় মার নিকট দলিল অফিসের কথা গোপন রেখে তাঁকে দলিল অফিসে নিয়ে যাই এবং ক্রয়কৃত জমিসহ মায়ের অতিরিক্ত জমি ও ভাইয়ের জমিসহ দলিল করে নিই। এ কথা মা যখন জানতে পারলেন তখন আমার পরিবার ছেড়ে অন্য ভাইয়ের পরিবারে চলে গেলেন। উক্ত ঘটনার কারণে তিনি আফসোস করতে করতে শেষ পর্যন্ত ১০ দিন পর এ দুনিয়া থেকে চলে গেলেন। এখন জানার বিষয় হলো, উক্ত জমির ক্ষেত্রে কোরআন-হাদীসের সঠিক সমাধান কী?

উত্তর : অন্যের জমি আত্মসাৎ করা বড় গোনাহ। আখিরাতে জমি আত্মসাৎকারী কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে। তাই অনতিবিলম্বে তাওবা করে ক্রয়কৃত অংশ ব্যতীত বাকি আত্মসাৎকৃত জমি হকদারের দখলে দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। (১৯/৯৪০/৮৫৫৬)

📖 سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٤٥ (١٦١١) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه، إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ١٤٨ : وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان: أحدهما: يرجع إلى الآخرة، والثاني: يرجع إلى الدنيا.أما الذي يرجع إلى الآخرة فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة إذا فعله عن علم؛ لأنه معصية، وارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المؤاخذة، وقد روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين

Scanned by CamScanner

يوم القيامة» ... ... (وأما) الذي يرجع إلى الدنيا، فأنواع: بعضها يرجع إلى حال قيام المغصوب، وبعضها يرجع إلى حال هلاكه، وبعضها يرجع إلى حال نقصانه، وبعضها يرجع إلى حال زيادته. (أما) الذي يرجع إلى حال قيامه فهو وجوب رد المغصوب على الغاصب.

অন্যের হক প্রমাণিত এমন জমিতে অবস্থিত ফ্ল্যাট ক্রয় বা ভাড়া নেওয়া

প্রশ্ন : ডেভেলপার কোম্পানির জমিতে যদি খাসজমি বা অন্য কারো মালিকানা প্রমাণিত হয় এবং কোম্পানি যদি দাবিদারদের অংশ বাজার দর অনুযায়ী আদায় করে দেয় তবে সে অ্যাপার্টমেন্টে ফ্ল্যাট কেনা বা ভাড়া নেওয়া বৈধ কি না?

উত্তর : হকদারের হক আদায় করার আগ পর্যন্ত সেখানে কোনো ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে না। (১৮/৫৮০/৭৭২৫)

📖 سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ١٧٧ (٢٤٥٤) : عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٤٥ (١٦١١) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه، إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» -

সরকারি জমি দখল করে দোকান করা

প্রশ্ন : আমাদের নাখালপাড়ায় রেললাইনের পাশে আমাদের বাসার সাথে একটি বাসা আছে। ২ ফুট আমাদের নিজস্ব জায়গার সাথে ৫-৬ ফুট রেললাইনের জায়গা এবং এর সাথে স্থানীয় একটি রাস্তা গিয়েছে আমার বাসা এবং রাস্তার মাঝামাঝি ৫-৬ ফুট রাস্তা রেললাইনের কোনো কাজে লাগে না। এ জায়গায় আমি যদি একটি দোকান বা বারান্দা

Scanned by CamScanner

না করে দিই, তাহলে ভবিষ্যতে রেলওয়ের জায়গা বলে অন্য কেউ দোকান বা অন্য কিছু করলে আমাদের চলাফেরা করা কষ্টকর হবে। এমতাবস্থায় উক্ত জায়গায় দোকান বা বারান্দা করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, অন্যের মালিকানাধীন জায়গা বা সম্পত্তিতে তার অনুমতি ছাড়া ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা অবৈধ। সরকারি জায়গাও তার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার অনুমতিবিহীন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে রেলওয়ের সরকারি জায়গায় সরকারের অনুমতি ছাড়া দোকানপাট নির্মাণ করা জায়েয হবে না। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে অবহিত করে উক্ত জায়গার ভাড়া দিয়ে আপন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। (৭/২৮৭/১৬২৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١٩٣/٦ : (أما) الأراضي المملوكة العامرة: فليس لأحد أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبها؛ لأن عصمة الملك تمنع من ذلك، وكذلك الأرض الخراب الذي انقطع ماؤها ومضى على ذلك سنون لأن الملك فيها قائم -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۴۶۰ : سوال- ہمارے گھروں کے آگے پیچھے کافی زمین خالی ہوتی ہے جس کے گھر کے آگے پیچھے ہوتی ہے وہی اس میں تعمیر وغیرہ کرتا ہے عرف بھی یہی ہے کہ اس میں اسی کا حق ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس زمین میں سب قریبی والوں کا حق ہے یا اسی شخص کا جس کے گھر کے ارد گرد وہ زمین ہے؟ آپ نے فتوی دیا ہے کہ حکومت کی اجازت سے تعمیر کی جاسکی ہے گزارش یہ ہے کہ یہ حکم تو ارض موات کا ہے اور ارض موات غالباً وہ ہوتی ہے جو شہر سے باہر ہو جبکہ یہ زمین تو وسط قریہ میں مکانوں کے ارد گرد ہے یا قریہ کے قریب قریب اطراف میں ہے تو یہ زمین ارض موات کے حکم میں کیسے ہو گی؟

الجواب- یہ زمین اگرچہ موات نہیں مگر اس میں تصرف خلاف قانون ہونے کی وجہ سے حکومت کی اجازت پر موقوف ہے۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۸/ ۱۸۸ : الجواب- عام زمینیں جو آجکل میونسپلٹی یا نزول کی زمینیں کہلاتی ہیں یا شارع عام جس کے ساتھ عوام کا استفادہ متعلق ہوتا ہے بغیر اجازت کے اپنے تصرف خاص میں لے آنا اور عوام کو تکلیف اور مضرت پہنچانا جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

জাল দলিল করে অন্যের জমি ভোগ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি জমির জাল দলিল করে অন্য আরেক ব্যক্তি ফসল ভোগ করছে, অথচ প্রকৃত যিনি জমির মালিক তাঁর এ ব্যাপারে কোনো খবর নেই। জানার বিষয় হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে বেনামা এ ধরনের জমি ভোগ করার হুকুম কী? বর্তমানে নাজাতের উপায় কী?

উত্তর : ইচ্ছাকৃতভাবে জাল দলিল করে অন্যের জমি ভোগ করা মহা অন্যায় ও বড় গোনাহ। এর জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চেয়ে মূল মালিকের নিকট জমি ফিরিয়ে দেওয়া জরুরি এবং এ পর্যন্ত যা ভোগ করেছে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে অপারগতায় মালিকের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। (১৮/৬৯৩)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ١٧٧ (٢٤٥٤) : عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» .

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /١٨٢ : (قوله ويجب رد عين المغصوب) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «على اليد ما أخذت حتى ترد» ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعبا ولا جادا، وإن أخذه فليرده عليه» زيلعي، وظاهره أن رد العين هو الواجب الأصلي، وهو الصحيح كما سيذكره الشارح.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧ /١٤٩ : ولو غصب أرضا فبنى عليها أو غرس فيها لا ينقطع ملك المالك، ويقال للغاصب أقلع البناء والغرس وردها فارغة؛ لأن الأرض بحالها لم تتغير ولم تصر شيئا آخر، ألا ترى أنها لم تتركب بشيء.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۶۳۱ : اگر اس نے دوسرے کی زمین غصب کی ہو تب تو وہ اس میں سے مالدار نہیں ہو سکتا، لیکن زمین مغصوبہ میں غاصب جو کچھ کاشت وغیرہ کریگا وہ کھیتی اور اس کا منافع غاصب کی ملک ہے گو ملک خبیث ہے اگر کھیتی اور پیداوار کی آمدنی مقدار زکوۃ اور مقدار حج کو پہنچ جائے گی تو اس کے ذمہ زکوۃ وحج سب فرض ہے اور زمین مغصوبہ کی ملک ہے اور غاصب کے ذمہ اس زمین کے استعمال کرنے کی اجرت واجب ہے یعنی عرفا جس قدر لگان کاشتکاروں سے زمیندار لیا کرتے ہیں وہ اس کو دینا واجب ہے نیز اس سے معافی چاہنا بھی واجب ہے، کیونکہ اس نے بدون اجازت کے اس کی زمین کو استعمال کیا۔

Scanned by CamScanner

বৈধ-অবৈধ টাকায় কেনা জমির ব্যাপারে করণীয়

প্রশ্ন : আমার কিছু ভূসম্পত্তি আছে, যা বৈধ-অবৈধ টাকার সংমিশ্রণে খরিদ করা হয়েছে। বৈধ টাকা মানে চাকরির টাকা। আর অবৈধ টাকা মানে সুদ-ঘুষ ইত্যাদি। উক্ত সম্পত্তি আমি ভোগদখল করি না এবং ভবিষ্যতেও ভোগ করতে চাই না। বর্তমানে উক্ত সম্পত্তি আমার ছোট ভাই ভোগদখল করে। আমার জীবদ্দশায় উক্ত সম্পত্তির একটি সুরাহা করে যেতে চাই। যাতে আমার ওয়ারিশগণ মালিকানা দাবি করতে না পারে। সুদ-ঘুষ যাদের থেকে নেওয়া হয়েছে তাদের ফেরত দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং বৈধ ও অবৈধ টাকা পৃথক্করণের কোনো অবকাশ নেই। এখন আমি কী করতে পারি?

উত্তর : আপনি যে পরিমাণ টাকা অবৈধভাবে মানুষ থেকে নিয়েছেন তা ওই লোক বা তাদের অবর্তমানে তাদের ওয়ারিশদের ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। তা অসম্ভব হলে মূল মালিকের পক্ষ থেকে ফকির-মিসকিনদের প্রদান করে দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন। এ পদ্ধতি অবলম্বনের পর আপনার খরিদকৃত সম্পত্তি আপনার এবং আপনার ওয়ারিশদের জন্য ভোগ করা বৈধ হবে। (১৮/৮৫২/৭৮৭৫)

📖 شرح النووى على صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٧/ ٥٧ : أن لها ثلاثة أركان الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية والعزم على أن لايعود إليها أبدا فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق وأصلها الندم وهو ركنها الأعظم.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٣٦٢ : وفي القنية الرشوة يجب ردها ولا تملك وفيها دفع للقاضي أو لغيره سحتا لإصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه اهـ.

📖 فيه أيضا ٥ /٩٩ : وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ /٢٨٣ : (عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله) هذا مذهب أصحابنا لا تعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان (و) متى فعل ذلك (سقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون (في المعقبي) مجتبى.

Scanned by CamScanner

وفي العمدة: وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقره ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق بمثله.

📖 فيه أيضا ٤ / ٢٨٠-٢٧٩ : (فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه، إلا إذا عرف أنها لذمي فإنها توضع في بيت المال) تتارخانية. وفي القنية: لو رجى وجود المالك وجب الإيصاء. (فإن جاء مالكها) بعد التصدق (خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها) وله ثوابها (أو تضمينه) والظاهر أنه ليس للوصي والأب إجازتها نهر.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵ /۸۸ :الجواب- جومال روپیہ حرام طریقہ سے کمایا گیا ہواس کو مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں وہ روپیہ اصل مالک کو واپس کرنا چاہئے، وہ نہ ہو تو اس کے ورثہ کو دیدیں وہ بھی نہ ہو یا ان کا علم نہ ہو تو اصل مالک کی طرف سے غرباء کو صدقہ کر دیا جائے۔

হকদারের ওয়ারিশদের সাথে দফারফা করা

প্রশ্ন : কিছু লোক আমার নিকট ন্যায়সংগতভাবে টাকা এবং সম্পত্তির দাবিদার। ওলী ওয়ারিশদের সাথে ফয়সালা করলে শরীয়তসম্মত হবে কি না? আর যেসব ব্যক্তি বা তাদের ওলী-ওয়ারিশদের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, তাদের দাবি কিভাবে মেটাব?

উত্তর : হ্যাঁ, ওলী-ওয়ারিশদের সাথে ফয়সালা করলে হবে। ওয়ারিশদের অবর্তমানে মূল মালিকের পক্ষ থেকে ফকির-মিসকিনদের প্রদান করে দায়মুক্ত হতে পারবেন। (১৮/৮৫২/৭৮৭৫)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ /٢٨٣ : (عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله) هذا مذهب أصحابنا لا تعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان (و) متى فعل ذلك (سقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون (في المعقبي) مجتبى. وفي العمدة: وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقره ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق بمثله.

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٤ / ٢٨٠-٢٧٩ : (فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه، إلا إذا عرف أنها لذمي فإنها توضع في بيت المال) تتارخانية. وفي القنية: لو رجى وجود المالك وجب الإيصاء. (فإن جاء مالكها) بعد التصدق (خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها) وله ثوابها (أو تضمينه) والظاهر أنه ليس للوصي والأب إجازتها نهر.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٣٨٩ : سوال - زید کسی کافر کا مقروض تھا وہ قرضخواہ ہندوستان میں جاکر کہیں لاپتہ ہو گیا، اس تک رسائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، زید اس رقم کا کیا کرے؟

الجواب - اولا خط و کتابت یا دیگر ذرائع سے قرضخواہ یا اس کے ورثہ کا پتہ لگانے کی کوشش کرے، انتہائی کوشش کے بعد جب مایوس ہو تو اس رقم کا صدقہ کردے، اس صورت میں اصل حکم تو بیت المال میں جمع کرانے کا ہے مگر چونکہ حکومت اسلامیہ نہ ہونے کی وجہ سے بیت المال مفقود ہے اس لئے فقراء پر تصدق کردے۔

জবরদখলকারীকে উচ্ছেদ ও ক্ষতিপূরণ প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : আমার নানার একটি জমি কিছু মানুষ অন্যায়ভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ দখল করে রেখেছে। দখলকারী দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের জমিটি দখল করে রাখার কারণে কি সে জমিটির মলিক হয়ে গেছে? এখন যদি আমরা তাকে জমি থেকে বেদখল করি তার জন্য কি আমার নানাজানের কবরে আজাব হতে পারে? সে যে দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের জমিটি ভোগ করে আসছে এবং জমিটির মধ্যে বিরাট বড় গর্ত করে ফেলেছে এর ক্ষতিপূরণ আমরা প্রাপ্য কি না? এখন ফয়সালাকারী দখলকারী থেকে আমাদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে না দিয়ে যদি উল্টো আমাদের থেকে টাকা নিয়ে দখলকারীকে দেওয়া এবং দখলকারীর জন্য এই টাকাটা নেওয়া কি জায়েয হবে? আর যদি তিনি আমাদের থেকে কোনো টাকা-পয়সা নেওয়া বাদেই জমিটির ফয়সালা করে দেন, তার জন্য কি তিনি আল্লাহর কাছে ঠেকা থাকবেন?

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে অন্যের মালিকানা জমি অন্যায়ভাবে দখল করে ভোগ করা মারাত্মক অন্যায়, জুলুম ও কবীরা গোনাহ। কোরআন-হাদীসে এ ব্যাপারে ভয়ংকর শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। তাই প্রশ্নের বর্ণনার সত্যতা প্রমাণে আপনাদের জমি অন্যায়ভাবে দখল করে ভোগ করার কারণে তারা কখনো এর মালিক হবে না। এ কারণে জমির ইজারা ধরে তার ভাড়া ও গর্ত করে জমির ক্ষতি করার কারণে প্রকৃত

Scanned by CamScanner

মালিককে এর ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেওয়া একান্ত জরুরি হবে। তবে এতে আপনার নানার কবরে কোনো প্রকার আজাব হবে না। বিচারকগণ জানা সত্ত্বেও অন্যায়ভাবে বিচার করলে আল্লাহর দরবারে দায়ী থাকবে এবং অন্যায়ভাবে দখলকারীদের জন্য উক্ত টাকা নেওয়া হালাল হবে না। বরং বিচারকদের সুষ্ঠু ও অধিক বিচারের প্রতিদান আল্লাহর কাছে রয়েছে। (১০/১৯৫/৩০৭)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ١٧٧ (٢٤٥٤) : عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ١٨٢ : (قوله ويجب رد عين المغصوب) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «على اليد ما أخذت حتى ترد» ولقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يحل لأحدكم أن يأخذ مال أخيه لاعبا ولا جادا، وإن أخذه فليرده عليه» زيلعي، وظاهره أن رد العين هو الواجب الأصلي، وهو الصحيح .

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۶۳۱ : اگر اس نے دوسرے کی زمین غصب کی ہو تب تو وہ اس میں سے مالدار نہیں ہو سکتا، لیکن زمین مغصوبہ میں غاصب جو کچھ کاشت وغیرہ کریگا وہ کھیتی اور اس کا منافع غاصب کی ملک ہے گو ملک خبیث ہے اگر کھیتی اور پیداوار کی آمدنی مقدار زکوۃ اور مقدار حج کو پہنچ جائے گی تو اس کے ذمہ زکوۃ وحج سب فرض ہے اور زمین مغصوبہ کی ملک ہے اور غاصب کے ذمہ اس زمین کے استعمال کرنے کی اجرت واجب ہے یعنی عرفا جس قدر لگان کاشتکاروں سے زمیندار لیا کرتے ہیں وہ اس کو دینا واجب ہے نیز اس سے معافی چاہنا بھی واجب ہے، کیونکہ اس نے بدون اجازت کے اس کی زمین کو استعمال کیا۔

অন্যের জমি জবরদখল করে ভোগ করা

প্রশ্ন : অপরের জমি জবরদখল করে ভোগদখল করলে তা জানা সত্ত্বেও প্রকৃত মালিককে ফেরত বা ছেড়ে না দিলে তার কী বিধান রয়েছে?

উত্তর : অন্যায়ভাবে কারো জায়গাজমি, মালসম্পদ ভোগ করা হারাম। কোরআন-হাদীসে এর কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। অন্যায়ভাবে গৃহীত সম্পদ প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছে দেওয়া জরুরি। ফিরিয়ে না দিয়ে দায়মুক্ত হওয়া যায় না। আলেম, মূর্খ–সকলের বেলায় একই কথা। (৫/৪৩৫/১০১৬)

Scanned by CamScanner

📖 سورة البقرة الآية ١٨٨ : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ١٧٧ (٢٤٥٤) : عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين» .

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ١٤٨ : وأما حكم الغصب فله في الأصل حكمان: أحدهما: يرجع إلى الآخرة، والثاني: يرجع إلى الدنيا. أما الذي يرجع إلى الآخرة فهو الإثم واستحقاق المؤاخذة إذا فعله عن علم؛ لأنه معصية، وارتكاب المعصية على سبيل التعمد سبب لاستحقاق المؤاخذة، وقد روي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «من غصب شبرا من أرض طوقه الله تعالى من سبع أرضين يوم القيامة» وإن فعله لا عن علم، بأن ظن أنه ملكه فلا مؤاخذة عليه؛ لأن الخطأ مرفوع المؤاخذة شرعا ببركة دعاء النبي - عليه الصلاة والسلام - بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . ... (وأما) الذي يرجع إلى الدنيا، فأنواع: بعضها يرجع إلى حال قيام المغصوب، وبعضها يرجع إلى حال هلاكه، وبعضها يرجع إلى حال نقصانه، وبعضها يرجع إلى حال زيادته. (أما) الذي يرجع إلى حال قيامه فهو وجوب رد المغصوب على الغاصب.

হকদারের হক আদায়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তির অজান্তে তার কিছু টাকা বা অল্প কিছু মাল নিয়েছিলাম। উক্ত ব্যক্তি জীবিত আছে। যদি ইচ্ছা করি তাহলে সরাসরি তার কাছে তার পাওনা পৌঁছে দিতে পারব, কিন্তু লজ্জিত হতে হবে। এমতাবস্থায় আমি যদি তার টাকা বা মালের মূল্য তার মোবাইল ফোনে পাঠিয়ে দিই অথবা তার নামে সদকা করে দিই তাহলে তা আদায় হবে কি না? এ পন্থা অবলম্বন করার দ্বারা আখিরাতে মুক্তি পাব কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : হকদারের টাকা তার অজান্তে তার মোবাইল ফোনে পাঠিয়ে দিলে তা আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, হকদার ব্যক্তি জীবিত ও পরিচিত থাকাবস্থায় তার পাওনা তার নামে সদকা করে দিলে তা আদায় হবে না। (১৬/৮২৭/৬৮২০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ١٨٢ : (ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك) في البزازية غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علمه برئ وكذا لو سلمه إليه بجهة أخرى كهبة أو إيداع أو شراء.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٣١/ ٢٣٦ : ويبرأ الغاصب من الضمان بالرد، سواء علم المالك بحدوث الرد أم لم يعلم؛ لأن إثبات اليد على الشيء أمر حسي، لا يختلف بالعلم أو الجهل بحدوثه.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۴۴ : پوشیدہ طور پر وہ مال مالک کے قبضہ میں جس تدبیر سے چاہے پہنچادینے سے یہ بری ءالذمہ ہو جاویگا، مالک کو اس کی اطلاع کی حاجت نہیں کہ فلاں شخص نے یہ میرا حق دیا ہے۔

আত্মসাৎকৃত টাকা কার কাছে পরিশোধ করবে?

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি চাকরিরত অবস্থায় মিলমালিকের অর্থ আত্মসাৎ করে। তখন তার এই বুঝ ছিল না যে মানুষের হক ধ্বংস করলে কী ক্ষতি হবে। বর্তমানে তার মধ্যে খোদার ভয় এসেছে। সে ওই মিলমালিকের আত্মসাৎকৃত টাকা পরিশোধ করতে চায়। মিলমালিক বর্তমান জীবিত নেই এবং তার ওয়ারিশ ও আওলাদ বাংলাদেশে নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত মিলমালিকের আত্মার মাগফিরাতের জন্য আত্মসাৎকৃত টাকা দিয়ে মসজিদ অথবা কোনো ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করা হবে কি না? শরীয়তের দলিল দ্বারা কী হুকুম হবে?

উত্তর : অবৈধভাবে আত্মসাৎ কৃত টাকা তার আসল মালিক বা তার অবর্তমানে তার ওয়ারিশগণকে পৌঁছে দিতে হবে। ওই টাকা মসজিদ-মাদরাসায় খরচ করা যাবে না। যদি মালিকের উত্তরাধিকারী কাউকে পাওয়া না যায় অথবা তাদের হাতে টাকা পৌঁছানো সম্ভব না হয়, তাহলে ওই পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য মালিকের পক্ষ থেকে গরিব-এতিমদের সদকা করে দেবে। (৩/১২৯/৫০১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٩٩ : والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به

Scanned by CamScanner

بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه۔

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤ /٢٨٣ : (عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس) من عليه ذلك (من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله) هذا مذهب أصحابنا لا تعلم بينهم خلافا كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان (و) متى فعل ذلك (سقط عنه المطالبة) من أصحاب الديون (في المعقبي) مجتبى. وفي العمدة: وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها لفقره ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق بمثله.

📖 فيه أيضا ٤ / ٢٨٠-٢٧٩ : (فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه، إلا إذا عرف أنها لذمي فإنها توضع في بيت المال) تتارخانية. وفي القنية: لو رجى وجود المالك وجب الإيصاء. (فإن جاء مالكها) بعد التصدق (خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها) وله ثوابها (أو تضمينه) والظاهر أنه ليس للوصي والأب إجازتها نهر.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۳۸۹ : سوال- زید کسی کافر کا مقروض تھا وہ قرضخواہ ہندوستان میں جاکر کہیں لاپتہ ہو گیا، اس تک رسائی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، زید اس رقم کا کیا کرے؟

الجواب- اولا خط وکتابت یا دیگر ذرائع سے قرضخواہ یا اس کے ورثہ کا پتہ لگانے کی کوشش کرے، انتہائی کوشش کے بعد جب مایوس ہو تو اس رقم کا صدقہ کردے، اس صورت میں اصل حکم تو بیت المال میں جمع کرانے کا ہے مگر چونکہ حکومت اسلامیہ نہ ہونے کی وجہ سے بیت المال مفقود ہے اس لئے فقراء پر تصدق کردے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵ /۸۸ :الجواب- جو مال روپیہ حرام طریقہ سے کمایا گیا ہو اس کو مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں وہ روپیہ اصل مالک کو واپس کرنا چاہئے، وہ نہ ہو تو اس کے ورثہ کو دیدیں وہ بھی نہ ہو یا ان کا علم نہ ہو تو اصل مالک کی طرف سے غرباء کو صدقہ کردیا جائے۔

Scanned by CamScanner

অন্যের হক না দেওয়ার শাস্তি

প্রশ্ন : পরের হক। যেমন–ওয়ারিশী সম্পত্তি চাওয়ার পরও না দেওয়া, মালিকানা গাড়ির ভাড়া, সরকারি গাড়ির ভাড়া, দোকানদারের পাওনা না দিলে পরকালে কী শাস্তি হবে?

উত্তর : অন্যের সর্বপ্রকার প্রাপ্য হক পরিশোধ করা ওয়াজিব। পারতপক্ষে অন্যের হক আদায় না করা গোনাহে কবীরা। পরকালে তাকে সীমাহীন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে মর্মে কোরআন-হাদীসে বহু জায়গায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে। (১/১৮৮)

📖 سورة البقرة الآية ١٨٨ : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

📖 سنن الترمذى (دار لحديث) ٤/ ٣٣٦ (٢٤١٨) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون من المفلس» ؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وصيامه وزكاته، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار» -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٦/ ١١٧ (٢٥٨٢) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء، من الشاة القرناء»-

জালেম থেকে চাঁদা নেওয়া ও তার জন্য দু'আ করা

প্রশ্ন : যারা মানুষের ওপর অত্যাচার, অবিচার, জুলুম করে এবং মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে তাদের নিকট গিয়ে ইসলামের কাজে চাঁদা নেওয়া জায়েয আছে কি না? যদি ওই সমস্ত ব্যক্তি ইসলামের কাজে চাঁদা দেয়, তারা কোনো সাওয়াব পাবে কি না?

Scanned by CamScanner

ওই সমস্ত ব্যক্তির বাসায় কোরআন পড়ে, মিলাদ পড়ে হাদিয়া নিয়ে গোনাহ মাফ এবং নাজাতের জন্য দু'আ করা যাবে কি না?

উত্তর : জুলুম-অত্যাচার করা ও মানুষের মাল আত্মসাৎ করা হারাম। অন্যায়ভাবে গৃহীত মাল প্রকৃত মালিকের নিকট না পৌঁছলে নিস্তার পাওয়ার কোনো উপায় নেই। যে ব্যক্তির মাল হালাল-হারামে মিশ্রিত তার পক্ষ থেকে চাঁদা নেওয়া ও তার নিকট দাওয়াত খাওয়া অনুচিত। পক্ষান্তরে অধিকাংশ মাল হারাম হলে বা নির্দিষ্ট হারাম মাল হতে চাঁদা দিলে বা দাওয়াতের ব্যবস্থা করলে তা নেওয়া এবং দাওয়াত খাওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ।

তার জন্য হেদায়েতপ্রাপ্তি ও গোনাহ মাফের জন্য দু'আ করা যায়। এরূপ ব্যক্তির সৎ নিয়্যাত ও হালাল মাল থেকে চাঁদা দিলে সাওয়াব পাবে। অবশ্য জুলুমের বোঝা তার ঘাড়ে ভিন্নভাবে থাকবে। (৪/২২৪/৬৬৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٩٢ : وفي حاشية الحموي عن الذخيرة: سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء السلطان وجمع المال من أخذ الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال: أحب إلي أن لا يأكل منه ويسعه حكما أن يأكله إن كان ذلك الطعام لم يكن في يد المطعم غصبا أو رشوة اهأي إن لم يكن عين الغصب أو الرشوة؛ لأنه لم يملكه فهو نفس الحرام فلا يحل له ولا لغير.

📖 فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١/ ٣٨٦ : فلم يزل النبى ﷺ والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصى بالهداية والتوبة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۱۳۶ : اگر حلال کمائی میں کچھ حرام کمائی ملائی گئی ہے تو اس سے بنایا ہوا مکان استعمال کرنا درست ہے اور ویسی کمائی دین کے کاموں میں خرچ کرنا بھی درست ہے لیکن حرام کمائی کا گناہ مستقل ہے۔

অপচয়ের ক্ষতিপূরণ

প্রশ্ন : ৩০ বছর সরকারি চাকরি করেছি। কিন্তু শেষ ১৫ বছর তাবলীগে চিল্লা দিতে দ্বীনের কিছু বুঝ আসায় মনে হয় প্রথম ১৫ বছর নিয়মিত বা সরকারি সম্পত্তির হয়তে

Scanned by CamScanner

সঠিক ব্যবহার করতে পারিনি, তবে কোনো তহবিল তসরুফ করিনি। বিভিন্ন সময় হয়তো হিসাব করলে ১২ হাজার টাকার মতো অর্থ অপচয় হতে পারে। চাকরি শেষে আমার জিপি ফান্ডে ১৬০০০ টাকা গচ্ছিত ছিল। ওই টাকাটা চাকরিকালীন অসাবধানতাবশত যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করি, তা জিপি ফান্ডের টাকা উত্তোলন না করে সরকারের তহবিলে ছেড়ে দিয়েছি। এতে ক্ষতিপূরণ হবে কি না? না হলে কী করা দরকার?

উত্তর : মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোনো মাল ভোগ বা ভক্ষণ করা হলে হুবহু সে মাল অথবা বিনিময়ই প্রকৃত মালিককে ফেরত দিতে হয়। তাই ১৬ হাজার টাকা সরকারি ফান্ডে ছেড়ে দেওয়ার পর আপনার যদি এ ধারণা হয় যে সরকারি কোনো অর্থ আপনার দায়িত্বে অবশিষ্ট নেই, তাহলে ক্ষতিপূরণ হয়েছে বলে আশা করা যায়। (৯/৪৭৭)

📖 تفسير القرطبي (دار الكتب المصرية) ١٨/ ٢٠٠ : فإن كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه- عينا كان أو غيره- إن كان قادرا عليه، فإن لم يكن قادرا فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٤٩ : والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله -

আইন লঙ্ঘন করে অন্যের মিটার থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা

প্রশ্ন : বিদ্যুতের মিটার থেকে তার টেনে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এবং বিলও মিটারে উঠে যায়, কিন্তু এটা সরকারিভাবে অনুমতি নেই। এমতাবস্থায় উক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : সরকারি আইন অনুযায়ী অনুমতি না থাকায় প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করা বৈধ হবে না। (১৯/৭৬১)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤٠٠ : هلا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته -

📖 بحوث فى قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ١٦٩ : ولا ينبغي مخالفة هذا السعر، إما لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجب، وإما لأن كل من يسكن دولة فإنه يلتزم قولا أو عملا بأنه يتبع قوانينها، وحينئذ يجب عليه اتباع أحكامها، مادامت تلك القوانين لا تجبر على معصية دينية.

احسن الفتاوی ۸/ ۲۱۸

Scanned by CamScanner

باب اللقطة

পরিচ্ছেদ : কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস

কুড়িয়ে পাওয়া গরুর বিধান

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি এলাকার কোনো স্থান থেকে একটি গরু পেয়েছিলেন। তিনি বহুদিন ধরে তাঁর এলাকায়, অর্থাৎ যে স্থানে গরু পেয়েছেন সে স্থানসহ আশপাশের এলাকায় খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন যে আমি একটি গরু পেয়েছি কোনো মালিক থাকলে নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু গরুটি নেওয়ার জন্য কোনো লোকই এল না। এখন লোকটি গরুটিকে বহুদিন যাবৎ পালন করার পর বাচ্চাও দিয়েছে। আর ওই ব্যক্তি দুধও খাচ্ছেন। কিছুদিন পর লোকটি গরুটিকে বিক্রি করে মসজিদের মাইক অথবা অন্য কোনো লোককে সদকা হিসেবে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। জানার বিষয় হলো, গরুটির হুকুম কী হবে? উক্ত কাজটি করানো জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মালিকবিহীন কোনো বস্তু পাওয়া গেলে তা যথাযথ মালিকের কাছে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে এলান করা জরুরি। এলানের পর মর্মে নিশ্চিত হলে যে মালিক আর ওই হারানো বস্তুর সন্ধান করবে না, তখন ওই বস্তুকে আসল মালিকের পক্ষ থেকে কোনো গরিব-মিসকিনদের সদকা করে দেবে। নিজে গরিব হওয়া অবস্থায় উক্ত জিনিসগুলো নিজেও ভোগ করতে পারবে। পরবর্তীতে যদি মালিক এসে তার জিনিসের দাবি করে তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (৪/৬১/৫৯৮)

📖 فيض الباری (دار الكتب العلمية) ٣/ ٥٩٣ : قوله: (عرفها حولا) وفي تحديد مدة التعريف خلاف في «الجامع الصغير»، و «المبسوط» فلعل التوقيت في الأول بحول، ولا تحديد في «المبسوط» فيعرفها بقدر ما يرى، وهو المختار عندي. وكذلك إن كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم، ففيه أيضا خلاف بين الكتابين، وأما ما في الحديث فمحمول على الاحتياط، وليس حكما لازما.

📖 قوله: (وإلا فاستمتع بها) والاستمتاع عند الشافعية تملكا، وعندنا يشترط له إذن الإمام، وتفصيل مذهبنا أن الملتقط إن كان فقيرا يستمتع بها بعد التعريف، وإلا فيتصدق بها، وله الاستمتاع به أيضا إذا أذن له الإمام، كما في «الهداية»، وسيجيء تحقيقه، واتفق الكل على التضمين إن طالبه المالك بعد رجوعه.

Scanned by CamScanner

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ١٣/ ٢٦ : واللقطة وإن كانت واجبة التصدق فليست من الصدقات الواجبة بل مصارفها مصارف الصدقة النافلة، حيث جاز أن يتصدق بها على فقير ذمي، كما في رد المحتار من شرح السير.

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٢٧٨ : (وعرف) أي نادى عليها حيث وجدها وفي الجامع (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها .

📖 فيه أيضا ٤/ ٢٧٩ : (فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٢٧٨ : لم يجعل للتعريف مدة اتباعا للسرخسي فإنه بنى الحكم على غالب الرأي، فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه، وصححه في الهداية، وفي المضمرات والجوهرة وعليه الفتوى .

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲/ ۴۵۵ : جبکہ باوجود تلاش اور تحقیق کے مالک کا پتہ نہ چلے تو حکم ہے یہ کہ اٹھانے والا اس چیز کو کسی محتاج کو دیدیوے یا اگر خود محتاج ہے تو خود اپنے کام میں لاوے، پھر اگر مالک ملجاوے اور وہ صدقہ کی اجازت دے تو خیر ورنہ اس شخص کو اسکی ضمان اپنے پاس اسے دینی ہوگی اور مسجد میں اس کو صرف نہ کریں۔

কুড়িয়ে পাওয়া ছাগলের হুকুম

প্রশ্ন : কোনো এক ব্যক্তির কাছে একটি ছাগল এসেছে। সে বহুদিন যাবৎ প্রচার করেছে। কিন্তু সঠিক কোনো মালিক পাওয়া যায়নি। ওই ছাগল তার জন্য হালাল হবে কি না?

উত্তর : কারো হারানো মালামাল অন্য লোকের হস্তগত হলে এ মালকে শরীয়তের ভাষায় লুক্তা বলে। যে পেয়েছে তাকে মুলতাকিত বা লাকেত বলে। লুক্তার হুকুম হলো লুক্তা যদি ১০ দিরহাম মূল্যের সমপরিমাণ হয় তাহলে এক বছর পর্যন্ত প্রচার করা মুলতাকিতের প্রাপকের ওপর জরুরি। যদি সঠিক প্রমাণসহ মালিক উপস্থিত হয় তাকে দিয়ে দেবে। যদি মালিক পাওয়া না যায় তখন সেই মাল মালিকের পক্ষ থেকে সদকা করে দেবে। তবে সদকা করার পর যদি মালিক বের হয় এবং সদকাকে মেনে না নেয় তাহলে সদকাকারীর জন্য মালিককে সে পরিমাণ টাকা দিয়ে দিতে হবে। এমতাবস্থায় সদকাকারী ওই সাওয়াবের মালিক হবে। (১/২৬৬)

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٧٤٠ (١٧٠٩) : عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء»

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ١٠/ ١٣٩ (١٨٦٣٠) : عن عمر بن الخطاب، قال في اللقطة: «يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعدما يتصدق بها خيره، فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار المال، كان له ماله» -

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٣٤٦ : " وإن كان الملتقط فقيرا فلا بأس بأن ينتفع بها " لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره " وكذا إذا كان الفقير أباه أو ابنه أو زوجته وإن كان هو غنيا " لما ذكرنا والله أعلم.

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/٢٧٨- ٢٧٩ : (وعرف) أي نادى عليها حيث وجدها وفي الجامع (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة) والثمار (كانت أمانة) لم تضمن بلا تعد فلو لم يشهد مع التمكن منه أو لم يعرفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للرد وقبل الثاني قوله بيمينه وبه نأخذ حاوي، وأقره المصنف وغيره (ولو من الحرم أو قليلة أو كثيرة) فلا فرق بين مكان ومكان ولقطة ولقطة (فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٢٧٩ : (قوله: لو فقيرا) قيد به؛ لأن الغني لا يحل له الانتفاع بها إلا بطريق القرض، لكن بإذن الإمام نهر (قوله: على فقير) أي ولو ذميا لا حربيا كما في شرح السير. قال في النهر: قالوا ولا يجوز على غني ولا على طفله الفقير وعبده، ولو فعل ينبغي أن لا يتردد في ضمانه .

Scanned by CamScanner

কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস মসজিদে ব্যয় করা

প্রশ্ন : অনেকে রাস্তাঘাটে টাকা-পয়সা পেয়ে থাকে, তা মসজিদের কাজে খরচ করা যাবে কি না?

উত্তর : রাস্তাঘাটে পাওয়া জিনিস বা টাকা-পয়সা যথাযথ অনুসন্ধানের পর মালিক পাওয়া না গেলে উক্ত জিনিস বা টাকা যাকাত খাওয়ার উপযোগী কোনো গরিবকে মালিকের পক্ষ থেকে সদকা করে দেবে, মসজিদের কাজে খরচ করা যাবে না। (৬/৭৩০/১৪০২)

📖 إعلاء السنن (إداره القرآن) ١٣/ ٢٢ : قلت : وفى قوله صلى الله عليه وسلم "وإلا هى مال الله" دليل على أن الغنى لا ينتفع به، وإنما يستحقه من يستحق مال الله، وهم الفقراء.

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٧٤٠ (١٧٠٩) : عن عياض بن حمار، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء»

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ١٠/ ١٣٩ (١٨٦٣٠) : عن عمر بن الخطاب، قال في اللقطة: «يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعدما يتصدق بها خيره، فإن اختار الأجر كان له، وإن اختار المال، كان له ماله» .

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/٢٧٨- ٢٧٩ : (وعرف) أي نادى عليها حيث وجدها وفي الجامع (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة) والثمار (كانت أمانة) لم تضمن بلا تعد فلو لم يشهد مع التمكن منه أو لم يعرفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للرد وقبل الثاني قوله بيمينه وبه نأخذ حاوي، وأقره المصنف وغيره (ولو من الحرم أو قليلة أو كثيرة) فلا فرق بين مكان ومكان ولقطة ولقطة (فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٢٧٩ : (قوله: لو فقيرا) قيد به؛ لأن الغني لا يحل له الانتفاع بها إلا بطريق القرض، لكن بإذن الإمام نهر (قوله: على فقير) أي ولو ذميا لا حربيا كما في شرح السير. قال في

Scanned by CamScanner

النهر: قالوا ولا يجوز على غني ولا على طفله الفقير وعبده، ولو فعل ينبغي أن لا يتردد في ضمانه .

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ۱۲ / ۴۵۰ :الجواب- وہ لقطہ ہے، اس کا اعلان کرنا چاہئے، مسجد کے صرف میں نہ لایا جاوے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰/ ۱۵۴ :الجواب- اگر اس قدر اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب مالک کے ملنے کی توقع نہیں رہی تو اس کو ایسے غریب کو دیدیں جو مستحق زکوۃ ہو۔

কেউ কিছু রেখে গায়েব হয়ে গেলে করণীয়?

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে বিদেশি টাকা ভাঙানোর জন্য দিয়ে চলে গেছে। ১০ বছর পর্যন্ত তাকে আর পাওয়া গেল না। এখন এই টাকাটা কী করা যায়? মাদরাসা-মসজিদে খরচ করতে পারব কি না?

উত্তর : যথাযথ চেষ্টার পরও যদি এ ধরনের টাকা-পয়সার প্রকৃত মালিক বা তার ওয়ারিশদের পাওয়া না যায়, তাহলে মালিকের পক্ষ থেকে কোনো গরিবকে সদকা করে দায়িত্বমুক্ত হতে হবে। নিজে গরিব হলেও খেতে পারবে। অনুরূপভাবে মাদরাসার গরিব ছাত্রদের জন্যও দেওয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু মসজিদে দেওয়া বৈধ হবে না। উল্লেখ্য, যদি পরবর্তীতে মালিক ফেরত আসে এবং এ দানের ওপর রাজি থাকে তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই। অন্যথায় সদকাকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (১৪/১১৯)

📖 الدر المختار (سعيد) ٤ /٨٠-٢٧٩ : (فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه، إلا إذا عرف أنها لذمي...(فإن جاء مالكها) بعد التصدق (خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها) وله ثوابها (أو تضمينه) والظاهر أنه ليس للوصي والأب إجازتها نهر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٢٨٣ : (قوله: كمن في يده عروض لا يعلم مستحقيها) يشمل ما إذا كانت لقطة علم حكمها، وإن كانت غيرها فالظاهر وجوب التصدق بأعيانها أيضا (قوله: سقط عنه المطالبة إلخ) كأنه والله تعالى أعلم؛ لأنه بمنزلة المال الضائع والفقراء مصرفه عند جهل أربابه، وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم ط (قوله: يجب عليه أن يتصدق بمثله) المختار أنه لا يلزمه

Scanned by CamScanner

ذلك في القهستاني عن الظهيرية، وكذا في البحر والنهر عن الولوالجية.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/۳۹۲ : الجواب- جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے ان کے ورثہ کو تلاش کیا جائے اگر ورثہ نہ ملیں تو یہ رقوم مستحق طلبہ کو دیدینے سے سبکدوش ہو جائیں گے جو بہاری ہجرت کر گئے اگر کوشش کے باوجود ان تک یا ان کے ورثاء تک رسائی نہ ہو سکے تو رقوم بھی مدرسہ کے مستحق طلبہ کو دیدی اگر کوئی اتفاق سے آجائے اور پھر وہ صدقہ پر رضامند نہ ہو تو اس کو دوبارہ رقم دینا ہوگی۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۶/ ۴۰۳ : الجواب- امین کو اگر امانت رکھنے والے کا اتہ پتہ معلوم نہ ہو، پھر بھی اسے چاہئے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے امانت پہنچانے کی کوش کرے ورنہ اس کی موت کی صورت میں اس کے ورثاء کے حوالے کردے اور اگر کوشش کے باوجود اس کا یا اس کے ورثاء کا علم نہ ہو سکے تو خود اس مال کو امانت رکھنے والے کی طرف سے صدقہ کردے یا صدقہ کی وصیت کر جائے، البتہ اگر امین فقیر ہو تو خود بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر صدقہ کرنے کے بعد مال کا مالک واپس آجائے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو امین سے اپنے مال کا مطالبہ کرے یا صدقہ رہنے دے۔

ভুলে মোবাইলে টাকা চলে এলে করণীয়

প্রশ্ন : ভুলক্রমে মোবাইলে টাকা চলে এলে এবং প্রেরকের সন্ধান না পেলে কী করণীয়? যদি সন্ধান পায় তাহলে টাকা ফেরত দেওয়া জরুরি হবে কি না?

উত্তর : ভুলক্রমে কারো মোবাইলে টাকা চলে এলে মালিকের সন্ধান নিয়ে মালিকের নিকট পৌঁছানো আবশ্যক। মালিকের সন্ধান পাওয়া না গেলে তার পক্ষ থেকে সদকা করে দেবে। (১৯/৮০৬/৮৪৫৪)

📖 بدئع الصنائع (سعید) ٦ /٢٠١ : ولو أخذ اللقطة ثم ردها إلى مكانها الذي أخذها منه لا ضمان عليه في ظاهر الرواية وكذا نص عليه محمد في الموطأ... ... (ولنا) أنه أخذها محتسبا متبرعا ليحفظها على صاحبها فإذا ردها إلى مكانها فقد فسخ التبرع من الأصل فصار كأنه لم يأخذها أصلا وبه تبين أنه لم يلزم الحفظ وإنما تبرع به وقد رده بالرد إلى مكانها فارتد وجعل كأن لم يكن.

Scanned by CamScanner

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٦ /٤٨٥٩ : وبناء على رأي أبي حنيفة ومحمد: لو أخذ الشخص اللقطة ثم ردها إلى مكانها الذي أخذها منه، لا ضمان عليه في ظاهر الرواية؛ لأنه أخذها محتسباً متبرعاً ليحفظها على صاحبها، فإذا ردها إلى مكانها فقد فسخ التبرع. فصار كأنه لم يأخذها أصلاً. هذا إذا كان المالك قد صدق الملتقط أنه أخذها ليحفظها، أو كان الملتقط قد أشهد على ذلك ثم ضاعت. فإن كان لم يشهد يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة ومحمد.

📖 مسائل موبائل : الجواب- جو پیسے غلطی دوسرے کے مبائل میں چلے جائیں تو ریچارج کرانے والا کو اس کی واپسی کے مطالبہ کا حق حاصل ہے اور جس کی موبائل میں غلطی سے پیسے آگئے ہیں اس پر لازم ہے کہ یا تو وہ اتنے زائد پیسے جو اس کی طرف آگئے ہیں اسے واپس کرے یا کم از کم کمپنی کے ذریعہ رقم اپنے موبائل سے نکلوادے۔

ভুলে অন্যের টাকা মোবাইলে চলে এলে করণীয়

প্রশ্ন : কারো মোবাইলে ভুলক্রমে অন্যের টাকা এসে গেলে উক্ত টাকা ব্যবহার করা বৈধ হবে কি না? বৈধ না হলে উক্ত টাকা প্রাপকের কাছে পাঠানোর পদ্ধতি কী?

উত্তর : ভুলবশত অ্যাকাউন্টে টাকা এসে গেলে তা নিজে ব্যবহার করতে পারবে না। বরং মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। যদি একান্তই মালিক না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে সমপরিমাণ টাকা তার মালিকের পক্ষ থেকে সদকা করে দিতে হবে। তবে পরবর্তীতে মালিক পাওয়া গেলে এবং সে তা দাবি করলে তার পাওনা তাকেই দিয়ে দিতে হবে। (১৫/৮৯৯/৬৩১৬)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٥/ ٤٣٤ : ونوع آخر : يعلم أن صاحبه يطلبه كالذهب والفضة، وسائر العروض وأشباهها، وفي هذا الوجه له أن يأخذها ويحفظها، ويعرضها حتى يوصلها إلى صاحبه.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤/ ٤٣٥ : فإن لم يظهر المالك يتصدق فإذا حضر المالك يخير بين أن يكون الثواب له وبين أن يضمنه القيمة.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۲/ ۱۸۸ : الجواب- اگرچہ پائی ہوئی چیز ایک پیسہ ہی ہو اس کے مالک کو تلاش کیا جائے اور اگر مالک مل جائے تو اسکو دے دی جائے، ہاں کم قیمت چیز کے مالک کی تلاش زیادہ دنوں تک ضروری نہیں ہے اگر مالک نہ ملے تو پانے والا اگر غریب ہو تو خود خرچ کر سکتا ہے غنی ہو تو کسی فقیر کو دے دے۔

ব্যাংক অ্যাকাউন্টে গায়েবী টাকা জমা হলে করণীয়

প্রশ্ন : আমি ব্যাংকে একটি অ্যাকাউন্ট খুলেছি। সেখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা রেখেছি এবং আল্লাহর দরবারে দু'আ করছি–আল্লাহ! গায়েব থেকে আমার অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাও। পরে ঘটনা হলো যে আমি একদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ যে টাকা ছিল তার থেকেও বেশি টাকার একটি চেক কেটে দিলাম এবং ব্যাংক এ চেক গ্রহণ করে আমাকে টাকাও দিল। এখন প্রশ্ন হলো, অতিরিক্ত টাকা আমার জন্য নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ঘটনার ব্যাপারে আপনি ব্যাংকে যোগাযোগ করে অতিরিক্ত টাকার সন্ধান নিন যে এটা ব্যাংকের ভুল ছিল কি না? আপনার অ্যাকাউন্টে কেউ হয়তো ভুলে জমা দিয়েছে। ব্যাংকের ভুল প্রমাণিত হলে অতিসত্বর ওই অতিরিক্ত টাকাগুলো ব্যাংকে ফেরত দিতে হবে। আর যদি কেউ আপনার জন্য অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে থাকে তাহলে আপনি উক্ত টাকা হেবা বা দান হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। (৯/২৩৫/২৫৫৭)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ۳/ ۱۵۳۱ (۳۵۳٤) : عن يوسف بن ماهك المكي، قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟، قال: لا، حدثني أبي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك»

📖 درر الحكام ۲ /٤٠٥ : الإرسال والقبض فى الهبة والصدقة يقوم مقام الإيجاب والقبول لفظا.

📖 فيه أيضا ۲ /۳۹۳ : الهبة هى المال الذى يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما له .

📖 جدید فقہی مسائل ۱ /۲۵۵ : بنک میں روپیہ جمع کرنے سے ایک سودی ادارہ کا تعارف ہوتا ہے اور اسے تقویت حاصل ہوتی ہے گناہ کے کاموں میں بلا ضرورت ارتکاب ہی گناہ

Scanned by CamScanner

اور مذموم نہیں، بلکہ اس میں تعاون اور تقویت کا باعث بننا بھی گناہ بھی بات ہے
اس لئے بلاضرورت بینک میں روپیہ جمع رکھنا مکروہ ہے۔

বেওয়ারিশ লাশের সাথে পাওয়া মালের হুকুম

প্রশ্ন : একজন বোবা লোক রেলস্টেশনে নামতে গিয়ে মারাত্মক আহত হলে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার নিকট কিছু টাকা পাওয়া যায়। তার ঠিকানা আমাদের জানা নেই। এমতাবস্থায় সে মারা গেলে টাকাগুলোর ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব কী?

উত্তর : উক্ত বোবা লোকটি মারা গেলে তার কাফন-দাফন সম্পাদন করার পর সাধ্যানুযায়ী প্রচারের মাধ্যমে ওয়ারিশদের সন্ধান করবে। যদি ওয়ারিশদের সন্ধান পাওয়া না যায়, তাহলে অবশিষ্ট টাকাগুলো কোনো গরিবকে বোবা লোকটির পক্ষ থেকে সদকার নিয়্যাতে দান করে দেবে। তবে সদকা করার পর যদি ওয়ারিশ বের হয় এবং সদকাকে মেনে না নেয় তাহলে সদকাকারীর জন্য ওয়ারিশকে সে পরিমাণ টাকা দিয়ে দিতে হবে। এমতাবস্থায় সদকাকারী ওই দানের সাওয়াবের ভাগী হবে। (৮/৫৩০/২২২১)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٥/ ٤٣٨ : في وديعة «فتاوى أهل سمرقند» : غريب مات في دار رجل، وليس له وارث معروف، وخلف من المال ما يساوى في دراهم، وصاحب الدار فقير، فأراد أن يتصدق بها على نفسه، فله ذلك؛ لأنه في معنى اللقطة.

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/ ٢٧٧ : رجل باع أثوابًا ومات قبل استيفاء الديون ولم يدع وارثا ظاهرا فأخذ السلطان ديونه من الغرماء ثم ظهر له وارث كان على الغرماء أداء الديون إلى الوارث ثانيا؛ لأنه لما ظهر الوارث ظهر أنه لم يكن للسلطان حق الأخذ.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲/ ۴۵۶ : الجواب- حکم یہ ہے کہ ایسا مال فقراء پر صدقہ کر دیا جاوے مسجد میں صرف نہ کیا جاوے،... ... ثواب اس کا میت کو پہونچے گا۔

বেমালুম ব্যক্তির রেখে যাওয়া রুমালের হুকুম

প্রশ্ন : আমার একটি সাদা রুমাল আছে। কয়েক দিন আগে আমার রুমালের সাথে কে যেন আরেকটি সাদা রুমাল রেখে গেছে। আমি এখন রুমালটি কী করব?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নোক্ত রুমাল প্রকৃত মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। প্রকৃত মালিক না আসার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলে উক্ত জিনিসগুলো প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে কোনো গরিব-মিসকিনদের সদকা করে দেবে। নিজে গরিব হওয়া অবস্থায় উক্ত জিনিসগুলো নিজেও ভোগ করতে পারবে। পরবর্তীতে যদি মালিক এসে যায় এবং তার জিনিসের দাবি করে তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (৫/২২০/৮৮২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/٢٧٨- ٢٧٩ : (وعرف) أي نادى عليها حيث وجدها وفي الجامع (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة) والثمار (كانت أمانة) لم تضمن بلا تعد فلو لم يشهد مع التمكن منه أو لم يعرفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للرد وقبل الثاني قوله بيمينه وبه نأخذ حاوي، وأقره المصنف وغيره (ولو من الحرم أو قليلة أو كثيرة) فلا فرق بين مكان ومكان ولقطة ولقطة (فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٢٧٩ : (قوله: لو فقيرا) قيد به؛ لأن الغني لا يحل له الانتفاع بها إلا بطريق القرض، لكن بإذن الإمام نهر (قوله: على فقير) أي ولو ذميا لا حربيا كما في شرح السير. قال في النهر: قالوا ولا يجوز على غني ولا على طفله الفقير وعبده، ولو فعل ينبغي أن لا يتردد في ضمانه .

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٣٣٩ : قال: " فإن جاء صاحبها " يعني بعد ما تصدق بها " فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة " وله ثوابها لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه فتيوقف على إجازته والملك يثبت للفقير قبل الإجازة فلا يتوقف على قيام المحل بخلاف بيع الفضولي لثبوته بعد الإجازة فيه " وإن شاء ضمن الملتقط " لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه .

ভুলে নিয়ে আসা অন্যের কলমের বিধান

প্রশ্ন : বর্তমানে আমরা সচরাচর তিন টাকা বা সাড়ে তিন টাকার যে বলপেন ব্যবহার করে থাকি কেউ হয়তো আমাকে লিখতে দিল; কিন্তু আমি ভুলে তা পকেটে রেখে দিই এবং যে দিয়েছে তাকেও ভুলে গেলাম। আবার এর বিপরীতও হয়। এভাবে যে কত

Scanned by CamScanner

কলম আমার কাছে এসেছে আর আমার কলম গেছে তার হিসাব নেই। এখন জানার বিষয় হলো, যে বলপেন আমার থেকে গেছে তার হিসাব আমি ছেড়ে দিলাম, কিন্তু যা আমার নিকট এসেছে তার কী হুকুম?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত কলমগুলো প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। প্রকৃত মালিক না আসার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলে উক্ত জিনিসগুলো প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে কোনো গরিব-মিসকিনদের সদকা করে দেবে। নিজে গরিব হওয়া অবস্থায় উক্ত জিনিসগুলো নিজেও ভোগ করতে পারবে। পরবর্তীতে যদি মালিক এসে যায় এবং তার জিনিসের দাবি করে তাহলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (৫/২২০/৮৮২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/٢٧٨- ٢٧٩ : (وعرف) أي نادى عليها حيث وجدها وفي الجامع (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة) والثمار (كانت أمانة) لم تضمن بلا تعد فلو لم يشهد مع التمكن منه أو لم يعرفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للرد وقبل الثاني قوله بيمينه وبه نأخذ حاوي، وأقره المصنف وغيره (ولو من الحرم أو قليلة أو كثيرة) فلا فرق بين مكان ومكان ولقطة ولقطة (فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٢٧٩ : (قوله: لو فقيرا) قيد به؛ لأن الغني لا يحل له الانتفاع بها إلا بطريق القرض، لكن بإذن الإمام نهر (قوله: على فقير) أي ولو ذميا لا حربيا كما في شرح السير. قال في النهر: قالوا ولا يجوز على غني ولا على طفله الفقير وعبده، ولو فعل ينبغي أن لا يتردد في ضمانه .

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٣٣٩ : قال: " فإن جاء صاحبها " يعني بعد ما تصدق بها " فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة " وله ثواها لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه فتيوقف على إجازته والملك يثبت للفقير قبل الإجازة فلا يتوقف على قيام المحل بخلاف بيع الفضولي لثبوته بعد الإجازة فيه " وإن شاء ضمن الملتقط " لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه .

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٦/ ٣٩١ : الجواب- زید پر اس کا اعلان واجب ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ اب اس کا کوئی مالک نہ آئے گا تو صدقہ کر دے، زید مسکین ہے تو خود بھی رکھ سکتا ہے۔

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মালামাল ভোগ করা

প্রশ্ন : এক মহিলা স্বামীসহ কোনো বাড়িতে ভাড়া থাকে। রাতে স্বামী ওই মহিলাকে গলা টিপে বা যেকোনো নিয়মে মেরে পালিয়ে যায়। পরদিন ১২টার দিকে বাড়িওয়ালা দরজা বন্ধ দেখে দরজা ভেঙে ভেতরে গিয়ে ওই মহিলাকে মৃত পায়। অতঃপর থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে নিয়ে যায়। কিন্তু স্বামী বা স্ত্রীর কোনো ঠিকানা না থাকায় কোনো মামলা হয়নি। কিছুদিন অপেক্ষা করে বাড়িওয়ালা ওই মহিলার যাবতীয় আসবাব কোনো মাদরাসার হুজুরের কাছে পৌঁছে দেন এবং বলেন যে আপনি যা ভালো হয় করেন। মাদরাসার হুজুর প্রায় দুই বছর অপেক্ষা করে কিছু আসবাব গরিবদের বিলিয়ে দেন এবং কিছু নিজেও গরিব হিসেবে ব্যবহার করেন। প্রশ্ন হলো, উক্ত হুজুরের উক্ত মালপত্র ভোগ করা ঠিক হলো কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত উভয় অবস্থায় নিরুদ্দেশ লোকের আসবাব উক্ত মাওলানা সাহেব গরিব হওয়ার শর্তে ভোগ করা সহীহ হয়েছে। অবশ্য প্রকৃত মালিক কোনো সময় হাজির হলে ওই আসবাবের ক্ষতিপূরণ দেওয়া জরুরি হবে। (৭/৭১৯/১৮২৮)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/ ٣٥٦ : فإن تصدق ثم جاء صاحبها كان بالخيار إن شاء أجاز الصدقة ويكون الثواب له، وإن لم يجز الصدقة فإن كانت اللقطة قائمة في يد الفقير يأخذ ها من الفقير وإن لم تكن قائمة كان له الخيار إن شاء ضمن الفقير وإن شاء ضمن الملتقط وأيهما ضمن لا يرجع على صاحبها بشيء.

📖 فتح القدير (دار الفكر) ٦/ ١٢٣ – ١٢٤ : فإن جاء صاحبها (بعد التصدق فهو) بأحد خيارات ثلاث (إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها لأن التصدق وإن حصل بإذن الشرع لم يحصل بإذنه) أي بإذن المالك وحصول الثواب للإنسان يكون بفعل مختار له ولم يوجد ذلك قبل لحوق الإذن والرضا فبالإجازة والرضا يصير كأنه فعل بنفسه لرضاه بذلك... ...(وإن شاء ضمن الملتقط لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه) فإن قلت: لكنه بإذن الشرع وإباحة منه.

Scanned by CamScanner

قلنا: الثابت من الشارع إذنه في التصدق لا إيجابه (هذا) القدر (لا ينافي) وجوب الضمان (حقا للعبد كما في) إذنه (في تناول مال الغير عند المخمصة) والمرور في الطريق مع ثبوت الضمان، فإذا جاز أن يثبت إذنه مقيدا به كما ذكرنا وجب أن يثبت كذلك لأن الأصل ثبوت ضمان مال العبد على المتصرف فيه بغير إذنه (وإن شاء ضمن المسكين) إذا كان المدفوع إليه (هلك في يده لأنه قبض ماله بغير إذنه).

গাড়ি থেকে ভুলে অন্যের জিনিস নিয়ে চলে এলে করণীয়

প্রশ্ন : কয়েক দিন পূর্বে বাড়ি থেকে ফেরার সময় বস্তা বদল হয়ে গেছে। আমাদের বস্তায় কিছু আতপ চাল, শসা, পেঁপে, শাকসবজি ও তরকারি ছিল। তাদের বস্তায় সিদ্ধ চাল ও মুড়ি ছিল, যা আমাদের এখানে চলে এসেছে। অতঃপর আমরা বাস কাউন্টারে যোগাযোগ করে প্রকৃত মালিকের সন্ধান করেছি। কিন্তু ৮-১০ দিন হয়ে গেছে, মালিক পাওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় আমাদের কাছে আসা বস্তার হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মালসমূহ প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য সাধ্যানুযায়ী তার সন্ধান নেওয়া জরুরি। সাধ্যমতো চেষ্টা করার পরও মালিকের সন্ধান পাওয়া না গেলে উক্ত মালগুলো মালিকের পক্ষ থেকে যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত গরিবদের সদকা করে দেবে। আর ওই ব্যক্তি নিজেই গরিব হলে উক্ত মালগুলো নিজেই খেতে পারবে। তবে মালিক ফিরে এসে তার মালের দাবি করলে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। (১২/৯৫৬/৫০৮৭)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ١٥٢ : ولم يجعل للتعريف مدة اتباعا لشمس الأئمة السرخسي فإنه بنى الحكم على غالب الرأي فيعرف القليل والكثير إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك وصححه في الهداية وقال في البزازية والجوهرة وعليه الفتوى.

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/٢٧٨- ٢٧٩ : (وعرف) أي نادى عليها حيث وجدها وفي الجامع (إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن بقيت كالأطعمة) والثمار (كانت أمانة) لم تضمن بلا تعد فلو لم يشهد مع التمكن منه أو لم يعرفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للرد وقبل الثاني قوله بيمينه وبه نأخذ حاوي،

Scanned by CamScanner

وأقره المصنف وغيره (ولو من الحرم أو قليلة أو كثيرة) فلا فرق بين مكان ومكان ولقطة ولقطة (فينتفع) الرافع (بها لو فقيرا وإلا تصدق بها على فقير ولو على أصله وفرعه وعرسه -

পাখি থেকে ছিনিয়ে নেওয়া মাছের হুকুম

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তির পুকুর থেকে একটি পাখি মাছ নিয়ে যাওয়ার পর অপর ব্যক্তি সে পাখি থেকে মাছটি নিয়ে নিল। এখন তার জন্য মাছটি খাওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কারো পুকুরের মাছ পাখির মুখ থেকে উদ্ধার করা গেলে ওই মাছ মালিকের নিকট পৌঁছে দেওয়া উদ্ধারকারীর ওপর জরুরি হয়ে যায়। মূল মালিকের সন্ধান না পাওয়া গেলে কোনো গরিবকে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হতে হয়। এরূপ অবস্থায় নিজে গরিব হলে নিজে খাওয়াও বৈধ। (৭/৬৮৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢٩١/٢ : إن كان الملتقط محتاجا فله أن يصرف اللقطة إلى نفسه بعد التعريف، كذا في المحيط، وإن كان الملتقط غنيا لا يصرفها إلى نفسه بل يتصدق على أجنبي أو أبويه أو ولده أو زوجته إذا كانوا فقراء، كذا في الكافي.

অন্যের গাছের তাল কুড়িয়ে নেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি রাস্তার পাশে সরকারি জায়গায় অথবা বাড়ির আঙিনায় নিজ জায়গায় তালগাছ রোপণ করল। যখন ওই তালগাছ থেকে তাল পড়ে, তখন দেশের প্রচলন হিসেবে মানুষ তালগুলো নিয়ে যায়। যাতে করে অনেক সময় গাছ রোপণকারীর মনে ব্যথা আছে। তাই দেখা যায় কখনো নিষেধ করে। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের তাল অথবা ফল ব্যবহার করার বৈধতা শরীয়তে কতটুকু?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে সরকারি বা মালিকানা জমিতে যে ব্যক্তি গাছ রোপণ করে সেই গাছ ও ফলের মালিক হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং বর্ণিত প্রশ্নে গাছের তাল মালিকের অনুমতি ব্যতীত অন্যের জন্য নেওয়া বা ভক্ষণ করা বৈধ হবে না। কেউ নিয়ে থাকলে যথাযথভাবে মালিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া ওয়াজিব। (৯/৩৬৪/২৬৩৭)

Scanned by CamScanner

السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦/ ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " -

سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢١٣٠ (٥٠٠٣) : عن عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا، ولا جادا» وقال سليمان: «لعبا ولا جدا» ومن أخذ عصا أخيه فليردها.

فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۳۳۰ : الجواب-اس گرانے کی وجہ سے وہ پھل زید کی ملک سے نہیں نکلا بغیر مالک کی اجازت کے اس کا لینا اور کھانا درست نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

كتاب الشفعة

অধ্যায় : অগ্রক্রয়াধিকার

পাশের জমিতে শুফআর দাবি

প্রশ্ন : একজন লোকের একটি জমি, যার তিন দিকে অন্য একজন লোকের জমি বেষ্টন করে আছে। আর একদিকে শুধু দ্বিতীয় একজন লোকের জমি আছে। মাঝখানে জমির মালিক স্বীয় জমিটি বিক্রি করার ইচ্ছা করছে। এমতাবস্থায় তিন দিকের জমিওয়ালা ও একদিকের জমিওয়ালা উভয়েরই ক্রয় করার ইচ্ছা আছে। জমিটি ক্রয়ের দিক দিয়ে কাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে? বিক্রেতা গোপনে একদিকের জমিওয়ালার নিকট যদি বিক্রি করে দেয়, তাহলে এর হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মাঝখানের জমিওয়ালা স্বীয় জমি বিক্রি করলে উক্ত জমি ক্রয়ের উভয়ের প্রতিবেশী (তিন পাশে বেষ্টনকারী ও একপাশে বেষ্টনকারী) সমান অধিকার থাকবে।

এমতাবস্থায় জমিওয়ালা একজনকে সম্পূর্ণ বিক্রি করে দিলে অন্যজন শুফআ দাবি করতে পারবে। এ ভিত্তিতে তারও অর্ধেক পাওয়ার অধিকার থাকবে। (৪/৪৩৬/৭৮৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٢٢١ : (قوله ثم لجار ملاصق) ولو متعددا، والملاصق من جانب واحد ولو بشبر كالملاصق من ثلاثة جوانب فهما سواء أتقاني.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ١٧٨ : ولو أن رجلا اشترى دارا وهو شفيعها ثم جاءه شفيع مثله قضى القاضي بنصفها وإن جاء له شفيع آخر أولى منه فإن القاضي يقضي له بجميع الدار وإن جاء شفيع دونه فلا شفعة له هكذا في شرح الطحاوي.

Scanned by CamScanner

كتاب القضاء والشهادات
অধ্যায় : বিচার ও সাক্ষী

বিচারে অভিযুক্তের বক্তব্য ও সাক্ষীর সাক্ষ্য শোনা জরুরি

প্রশ্ন : গত ২৭-১১-৯৯ ইং রামু জামিয়াতুল উলূম মাদরাসায় এক বিচারের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে বাদী-বিবাদীর বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হয়। উক্ত বর্ণনার আলোকে নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহের উত্তরদানে বাধিত করার দরখাস্ত রইল :

১. সমস্ত অভিযোগকারীর অভিযোগ না শুনে অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে নির্দোষের ফয়সালা দেওয়া ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে জায়েয কি না?
২. বিচারক বিচারের সময় সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানকালে তাকে ধমকানো শরীয়ত মতে জায়েয আছে কি না?
৩. বিচারের সময় বিচারকার্যের বিঘ্নকারী লোকদের সরিয়ে দেওয়া বিচারকের দায়িত্ব ছিল কি না?
৪. উল্লিখিত বর্ণনা মতে অভিযুক্ত ইমাম এবং মুহতামিমের ওপর শরীয়তের কী কী বিধিনিষেধ আছে? তাকে মুহতামিমের পদ হতেও বহিষ্কার করা জরুরি কি না?

উত্তর : ১. অভিযোগকারীদের অভিযোগ না শুনে অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে দোষের বা নির্দোষের ফয়সালা দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। (৭/৫০০/১৭১৬)

📖 جامع الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٣٩٩ (١٣٣١) : عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي»، قال علي: «فما زلت قاضيا بعد».

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٩ : ومنها: أن يكون القاضي فهما عند الخصومة، فيجعل فهمه وسمعه وقلبه إلى كلام الخصمين؛ لقول سيدنا عمر - رضي الله عنه - في كتاب السياسة: فافهم إذا أولي إليك؛ ولأن من الجائز أن يكون الحق مع أحد الخصمين، فإذا لم يفهم القاضي كلامهما؛ يضيع الحق، وذلك قوله - رضي الله عنه -: فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له.

Scanned by CamScanner

২. শরীয়ত মোতাবেক সাক্ষ্যদাতার মধ্যে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত পাওয়া গেলে সাক্ষী দানকারীকে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ধমকানো জায়েয নেই।

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١٠/٧ : ومنها: أن لا يعبث بالشهود؛ لأن ذلك يشوش عليهم عقولهم فلا يمكنهم أداء الشهادة على وجهها.

📖 فيه أيضا ٧/ ٩ : ومنها: أن لا يكون ضجرا عند القضاء؛ إذا اجتمع عليه الأمور فضاق صدره؛ لقوله - رضي الله عنه -: إياك والضجر.

৩. বিচারের সময় বিচারকার্যে বিঘ্নকারী লোকদের সুন্দর ভাষা ও ভালো আচরণের দ্বারা সরিয়ে দেওয়া বিচারকের দায়িত্ব।

📖 العناية (دار الفكر) ٧/ ٢٧٥ : (ولا يمازحهم ولا واحدا منهم؛ لأنه يذهب بمهابة القضاء) وينبغي أن يقيم بين يديه رجلا يمنع الناس عن التقدم بين يديه في غير وقته ويمنعهم عن إساءة الأدب، ويقال له صاحب المجلس والشرط والعريف والجلواز من الجلوزة وهي المنع، ويكون معه سوط يجلس الخصمين بمقدار ذراعين من القاضي ويمنع من رفع الصوت في المجلس.

৪. অভিযুক্ত ইমাম ও মুহতামিমের ওপর আরোপিত অভিযোগ শরীয়তের নীতিমালার আলোকে যথাযথ প্রমাণিত হলে এদের তাওবা করা উচিত। তাওবা করে নেওয়ার পর অন্য কোনো ফেতনা-ফ্যাসাদের আশঙ্কা না থাকলে তাদের ইমাম ও মুহতামিম পদে বহাল রাখা যাবে। অন্যথায় কোনো সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া উচিত। তবে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া অবস্থায় নিছক অভিযোগের ভিত্তিতে বহিষ্কার করা যাবে না।

📖 الدر المختار (سعيد) ٣٨٠/٤ : (وينزع) وجوبا بزازية (لو) الواقف درر فغيره بالأولى (غير مأمون) أو عاجزا أو ظهر به فسق كشرب خمر ونحوه فتح.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣٨٠/٤ : (قوله: وينزع وجوبا) مقتضاه إثم القاضي بتركه والإثم بتولية الخائن ولا شك فيه بحر. لكن ذكر في البحر أيضا عن الخصاف أن له عزله أو إدخال غيره معه، وقد يجاب بأن المقصود رفع ضرره عن الوقف، فإذا ارتفع بضم آخر إليه حصل المقصود قال في البحر: قدمنا أنه لا يعزله القاضي بمجرد الطعن في أمانته بل بخيانة ظاهرة ببينة، وأنه إذا أخرجه وتاب وأناب أعاده.

Scanned by CamScanner

বিচারকদের প্রথম ফয়সালার বিরোধী দ্বিতীয় ফয়সালা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় দুই আপন ভাই প্রায় ২০ বছর যাবৎ এক বাড়িতে বসবাস করছে। তবে প্রত্যেকের ঘর ভিন্ন ভিন্ন। এরপর তারা বাড়ি ভাগ করার উদ্যোগ নেয়। গ্রামের কিছু মাতবর ও যারা জমি মাপে তাদের মাধ্যমে বাড়ি ভাগ করা হয়। ভাগ করার পর দেখা যায়, এক ভাইয়ের অংশে অপর ভাইয়ের ঘরের কিছু অংশ পড়ে গেছে। গ্রামের মাতবররা ঘরের মালিককে বলল, তুমি এক মাসের মধ্যে তোমার ঘর তার জায়গা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও এবং এতে যত টাকা খরচ হবে তা তোমাকেই বহন করতে হবে। মাতবরের এই সিদ্ধান্তকে সে মেনে নিয়েছে। কিন্তু নির্ধারিত এক মাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সে ঘর সরিয়ে নেয়নি। তাকে ঘর সরিয়ে নিতে বলা হলে সে বলল, আমি ঘর সরিয়ে নেব, তবে এতে যা খরচ হবে তা আমাকে দিতে হবে এবং সে নিজ গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের কিছু মাতবরকে নিয়ে সালিস বসায়। মাতবররা জমির মালিককে বলল, তুমি তাকে তিন হাজার টাকা দিয়ে দাও। ওই ভাই বলল, তা কেন দেব? বিচারকরা বলল–দেখো, আমরা তো তাকে অনেকবার বলছি, কিন্তু সে তো টাকা ছাড়া ভাঙছে না। ধরে নাও, আমরা তোমার ওপর জুলুম করছি তুমি তাকে তিন হাজার টাকা দিয়ে দাও। এভাবে বিচারকগণের অনেকবার বলাতে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে তাকে তিন হাজার টাকা দিতে হয়। কারণ যদি টাকা না দেওয়া হয় তাহলে সে ঘর সরিয়ে নেবে না। প্রশ্ন হলো :

(১) বিচারকগণ একবার ফয়সালা করার পর দ্বিতীয়বার তার বিপরীত ফয়সালা করা ঠিক হয়েছে কি না?

(২) ঘরের মালিকের জন্য উক্ত টাকা গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না?

(৩) যে টাকা দিয়েছে সে যেকোনো মাধ্যমে তা গ্রহীতা থেকে আদায় করতে পারবে কি না?

(৪) কিছু মুফতিয়ানে কেরাম বলেছেন, যদিও ঘরের মালিকের জন্য উক্ত টাকা গ্রহণ করা বৈধ হয়নি, তথপি সে যেহেতু বিচারকদের ফয়সালার মাধ্যেমে গ্রহণ করেছে, তাই তার থেকে যেকোনো মাধ্যমে আদায় করা বৈধ হবে না। এ কথা কতটুকু সত্য?

উত্তর : ভাগাভাগির পর অন্যের জমিতে ঘর পড়ার কারণে তা সরিয়ে নেওয়া তারই নিজের দ্বায়িত্ব ছিল এবং মাতবরদের প্রথম ফয়সালা শরয়ী নীতিমালার মোতাবেক হওয়ায় তা আমলযোগ্য বলে বিবেচিত। সুতরাং মাতবরদের দ্বিতীয় ফয়সালা শরয়ী নীতিমালার বিপরীত হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় জমিওয়ালাকে উক্ত টাকা ফিরিয়ে দেওয়া তার জন্য জরুরি এবং স্বেচ্ছায় না দিলে যেকোনো পন্থায় তা উসুল করে নেওয়া জমিওয়ালার জন্য অন্যায় হবে না। (১০/৩৯১/৪০১৪)

📖 الفتاوى الخيرية ١/ ١٦١ : سئل فى طاحونة مشتركة بنى أحد الشريكين على جانب من سطحها علية لنفسه بإذن شريكه ثم

Scanned by CamScanner

أقتسماها بالتراضى فوقعت العلية على ما أصاب الآخر بالقسمة هل له رفعها عنه حيث لم يشترطا فى عقد القسمة للبانى حق القرار عليه أم لا ؟

أجاب- له رفعها إذ البانى مستعير لحصة شريكه للبناء، وقد علم أن للمعير أن يرجع عن العارية متى شاء وقد وقع السطح الذى بنى عليه فى قسم الآخر ولم يشترطا فى القسمة له حق القرار عليه -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤٠١/٣ : وإذا حكما رجلا بينهما فقضى لأحدهما على صاحبه باجتهاده ثم رجع عن قضائه وقضى للآخر فإن القضاء الأول ماض والقضاء الثاني باطل.

📖 فيه أيضا ١٣٥/٥ : رجل له على آخر دين فأخذ من ماله مثل حقه قال الصدر الشهيد المختار أنه لا يصير غاصبا؛ لأنه أخذ بإذن الشرع -

সাক্ষী না থাকা অবস্থায় ফাসেকের কসম গ্রহণযোগ্য

প্রশ্ন : ১. কর্জগ্রহীতা যদি কর্জ পরিশোধ করেছে মর্মে দাবি করে এবং কর্জদাতা অস্বীকার করে, তবে সাক্ষী না থাকা অবস্থায় কর্জদাতার ওপর শপথ আসবে কি না?
২. ফাসেক ব্যক্তি, যার নিকট শপথের কোনো গুরুত্ব নেই। সে কথায় কথায় মিথ্যা শপথ করতে অভ্যস্ত, যদি তার বিপক্ষে সাক্ষী না থাকায় তার ওপর শপথ আসে তবে কি শপথের মাধ্যমে ফয়সালা হবে, না বিকল্প কোনো পন্থা অবলম্বন করা যাবে?

উত্তর : ১. ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ পরিশোধের দাবি করে এবং ঋণদাতা অস্বীকার করে তবে ঋণগ্রহীতার পক্ষে শরয়ী সাক্ষী না থাকা অবস্থায় সে শরয়ী কাজি বা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ঋণদাতা থেকে শপথ নিতে পারবে। যদি ঋণদাতা শপথ না করে তখন ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। আর যদি শপথ করে তখন ঋণ গ্রহীতার ওপর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব বহাল থাকবে। (৮/৯৬০/২৪১৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥٥٥/٥ : (ادعى المديون الإيصال فأنكر المدعي) ذلك (ولا بينة له) على مدعاه (فطلب يمينه فقال المدعي اجعل حقي في الختم ثم استحلفني له ذلك) قنية.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/٥٥٥ : (قوله فأنكر المدعي) أي مدعي الدين. (قوله ولا بينة له) أي لمدعي الإيصال. (قوله فطلب يمينه) أي يمين الدائن (قوله فقال المدعي) أي مدعي الدين. (قوله اجعل حقي في الختم) أي الصك، ومعناه اكتب لي الصك بالبينة ثم استحلفني مدني.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۴۶ : الجواب- اگر مدعا علیہ سچا ہے تو اس کو قسم کھانی جائز ہے لیکن اس کے ذمہ ضروری اور واجب اس وقت تک نہیں جب تک کہ کسی حاکم مسلم کی طرف سے مرافعہ نہ ہو، مدعی از خود اس کو قسم کھانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔

২. শরীয়তের বিধান মতে শরয়ী কাজি বা পঞ্চায়েতের সামনে ব্যাপারটি বিচারাধীন হলে বাদী সাক্ষী পেশ করবে, সাক্ষী পেশ করতে না পারলে বিবাদী কসম করবে, বিবাদী কসমের পর সিদ্ধান্ত তার পক্ষে দেওয়া হবে। বিবাদী ফাসেক হোক বা আস্থাভাজন হোক–সর্বক্ষেত্রে বিবাদীর ওপর কসম আসবে। তবে সে মিথ্যাবাদী হলে আল্লাহর কাছে অভিশপ্ত হবে।

📖 صحيح مسلم (٢٢٣) : عن علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «ألك بينة؟» قال: لا، قال: «فلك يمينه»، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، فقال: «ليس لك منه إلا ذلك»، فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: «أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض»

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٤٠٣ (١٣٤١) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٦/ ٥٩٩ : الأصل العام في توزيع طرق إثبات الحق بين الخصمين المتنازعين أمام القضاء: أن يطالب المدعي بالبينة أو الشهادة، ويطالب المدعى عليه باليمين

Scanned by CamScanner

عند العجز عن البينة في رأي الجمهور غير الشافعية كما تقدم، فالبينة حجة المدعي، واليمين حجة المدعى عليه، واليمين تُشرع في حق كل مدعى عليه، سواء أكان مسلماً أم كافراً، عدلاً أم فاسقاً، امرأة أم رجلاً، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه».

একজন সাক্ষী থাকাবস্থায় বিবাদী থেকে কসম নেওয়া

প্রশ্ন : আমি আবু নাছের ও কারী নজরুল ইসলাম সাহেব শুলকবহর মাদরাসার জন্য অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও বিগত রমাজানে কাজ করেছি। আমি সে জায়গায় আগেও কাজ করেছি। তাই টাকা-পয়সার হিসাব আমার কাছে ছিল। আমরা চাই, মাদরাসায় আমাদের নামে বেশি টাকা জমা হোক, তাই আমরা খুবই মেহনত ও আনন্দের সহিত কাজ করেছি। আমি হলাম সহকারী বোর্ডিংপ্রধান, তাই আমি এবং বোর্ডিংপ্রধান এক রুমে আছি। আর সে রুমে হিসাবরক্ষক রমাজানে খানা খেতেন। একদিন হিসাবরক্ষক আমার রুমে এলেন। নিয়্যাত ছিল যে খানাও খাবে এবং বোর্ডিংপ্রধানের সাথে রসিদ বই মূলে যে হিসাব ছিল, তাও ঠিক করে নেবে। তিনি আসছিলেন খুবই পেরেশান এবং চিন্তিত অবস্থায়। কেননা তাঁর বাড়ি থেকে ফোন আসে যে তাঁর ছোট ছেলের হাত ভেঙে গেছে, তাই তিনি আগামীকাল বাড়িতে যাবেন। তখন অনেক রাত। যাহোক, তিনি বোর্ডিংপ্রধানের সাথে হিসাব করেন। পাশে ছিলাম আমি ও মাদরাসার ক্যাশিয়ার (ইউনুছ) এবং তৃতীয় আরেক ব্যক্তি। হিসাব করতে করতে হিসাবরক্ষক বলেন, তুমি এখনো টাকা-পয়সা জমা দাওনি কেন? আমি বলি, এত দিন কোনো টাকা-পয়সা সংগ্রহ হয়নি, যা যা আদায় হয়েছে এখন কি দেব? হিসাবরক্ষক বলেন, এখন সময় নেই; কিন্তু টাকাগুলো ক্যাশিয়ার সাহেবকে দিয়ে দাও, বইয়ের হিসাব পরে দিও।

তারপর আমি বলি, টাকা এখন দিয়ে রসিদ বইয়ের হিসাব পরে দিলে হবে কি? হিসাবরক্ষক বলেন, হবে। তখন আমি তাড়াতাড়ি ট্রাংক খুলে টাকা বের করে গুনে দিলাম এবং ক্যাশিয়ার আমার থেকে গুনে নিল। তাকে টাকা দিলাম ১০,০০০ টাকা, ভাংতি দিলাম না, যেহেতু স্মরণ থাকবে না, ভাংতি বইয়ের সাথে দেব। যাহোক, টাকাগুলো খুশির সাথে দিলাম, ঝামেলা থেকে রক্ষা পেলাম। কারণ মাদরাসার টাকা। আল্লাহ না করুন কিছু হলে মুসিবতে পড়ব, গরিবের ছেলে, জরিমানা দিতে পারব না। আর টাকা দেওয়ার সময় লেখা করে নিলাম না। যেহেতু,

১. হিসাবরক্ষক নিজেই অনুমতি দিলেন।

২. কয়েক দিন পরে বইয়ের হিসাব দিয়ে দেব, অল্প দিনে কি ভুলে যাবে?

Scanned by CamScanner

৩. আমি এবং বোর্ডিংপ্রধান ছেলেদের খোরাকি উসুল করে থাকি। তা থেকে মাদরাসার কাজে অনেকবার টাকা নিয়েছে। পরে ক্যাশিয়ার এবং কেরানি ঠিক করে নিত যে তারা আমাদের থেকে টাকা বুঝে পেয়েছে। আমরা পরে রসিদ বইয়ের হিসাব দিতে গেলে অসুবিধা হতো না।

৪. এত মানুষের সামনে সে কি অস্বীকার করবে?

যাহোক, কয়েক দিনের ভেতরে বইয়ের হিসাব দিতে পারলাম না, সময় পাইলাম না। যেহেতু রমাজান মাস দিনে চাঁদা করতাম সন্ধ্যায় বোর্ডিং বাজার করতাম, তারাবীর ওয়াক্ত হয়ে যেত, বাজারগুলো রেকর্ডিং করতাম। যাহোক বিভিন্ন কারণে হিসাব দিতে পারলাম না। রমাজানের পরে যখন আরো বইয়ের হিসাব দিতে যাই, কেরানি আমার থেকে টাকা চাইলে আমি বলি, কিছু টাকা এই নিন, আর বাকি ১০ হাজার আপনার অনুমতিতে আপনার সামনে ক্যাশিয়ারকে দিয়েছি না? তখন কেরানি বলেন, আমি জানি না, আমার স্মরণ নেই। তার থেকে আমাকে টাকা এনে দাও। আমি আর কী করব? ক্যাশিয়ারের কাছে গেলাম, তাঁকে বলি আপনাকে রমাজানে যে ১০,০০০ টাকা দিয়েছি তা কেরানি দিতে বলেছেন। ক্যাশিয়ার বলল, আপনি আমাকে তো কোনো টাকা দেননি। তখন আমার অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেল, অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তাঁকে বললাম, বোর্ডিং হুজুর জানেন, তারপর তাঁকে নিয়ে বোর্ডিংপ্রধানের কাছে এলাম, তিনিও তা অস্বীকার করলেন। তারপর আমি বলি–হুজুর, আপনারা খেয়াল করেন, আমি আপনাদের সামনেই টাকা দিয়েছি, কুল্লামা তালাকের কসম খেয়ে আমি বলতে পারব এবং কে কে ছিলেন, কে কোন জায়গায় বসেছেন, তাও আমার স্মরণ আছে। হ্যাঁ, বোর্ডিংপ্রধানের দু-এক দিন পরে স্মরণ এসেছে এবং বলেছেন নাছির ও ইউনুছকে টাকা গণনা করতে দেখেছি, ইউনুছ টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে বলেছে–বাবাজি, দু'আ করিও টাকা যেন হেফাজত করতে পারি। শেষ প্রান্তে এ বিচার মজলিসে এলমির কাছে দেওয়া হলো। বিচারকরা আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে আমি বিস্তারিত বলে দিলাম। তারপর বিচারকরা আমাকে বলেন, কোনো সাক্ষী দিতে পারলে নিয়ে আসো। আমি চিন্তা করলাম, এখানে মনে হয় দুজন সাক্ষী লাগবে। আমার কাছে আছে একজন (তা হলো বোর্ডিং হুজুর), আমি বলিনি। তাঁরা পুনরায় বলেন, তুমি কোনো শপথ নিতে পারবা? আমি বলি, কুল্লামা তালাকের কসম নিতেও পারব। বিচারকরা আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করছিলেন সাক্ষী আছে কি না? সেখানে এটা বলেছিলাম যে বোর্ডিং হুজুর জানেন। তখন তাঁরা আমার অজান্তে বোর্ডিং হুজুরকে ডেকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি সেভাবে বলে দেন, যেভাবে লিখিত কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে এই পাতায় পিন মারা হয়েছে। পরিশেষে বিচারকরা বিচার করেছেন এভাবে যে বাদী-বিবাদীকে ডেকে বিবাদীকে শপথ করান। কিন্তু যেই শপথ বিবাদীকে দেওয়ার জন্য বাদী থেকে নিলেন, অর্থাৎ কুল্লামা তালাক নিলেন না। শপথবাক্যে বাধ্য করলেন। এভাবে যে বিবাদীকে পশ্চিম দিক দাঁড় করালেন এবং কোরআন হাতে দিলেন, শপথ করতে করতে

Scanned by CamScanner

বললেন। আমি পশ্চিম দিক হয়ে কোরআন হাতে নিয়েتالله .بالله. الله আমি আবু নাছের থেকে কোনো টাকা নেইনি এবং সে সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।

এখন মাননীয় মুফতী সাহেব হুজুরের কাছে সবিনয় প্রশ্ন হলো, বিচারকরা একজন সাক্ষী পাওয়ার পরও এ রকম বিচার করলেন এবং আমার থেকে বিবাদীকে দেওয়ার জন্য যে শপথ নিলেন, তাও দিলেন না। তাই তাঁদের বিচার শরীয়তসম্মত হলো কি না, তা জানাবেন এবং তাঁদের পদ্ধতি অনুযায়ী বিচার শরীয়তমত হয়েছে কি?

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত লেনদেন পাওনার দাবি ইত্যাদি বিষয়ের মীমাংসার জন্য সাক্ষী হিসেবে দুজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা নির্ধারণ করেছে। বাদী সাক্ষী পেশ করতে অক্ষম হলে বিবাদীকে আল্লাহর নামের কসম দেওয়ার কথা হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তবে কসমের ব্যাপারে বাদী-বিবাদীর কথা মানা বিচারকের জন্য জরুরি নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যেহেতু বাদীর নিকট পূর্ণ সাক্ষী বিদ্যমান নেই, আর এক সাক্ষীতে দাবি প্রমাণিত হয় না এবং যে পদ্ধতিতে কসম দেওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে সে শর্ত মানা বিচারকের জন্য জরুরি নয়, বরং নিষেধ। তাই বিচারকের বিচার শরীয়তসম্মত হয়েছে। কিন্তু বিবাদী যদি মিথ্যা কসম করে থাকে তাহলে তার শাস্তি পরকালে ভোগ করবে। (৮/৭৮৩/২৩৫২)

📖 البناية (دار الفكر) ٩/ ١٠٦ : وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، سواء كان الحق مالا أو غير مال مثل النكاح، والطلاق، والوكالة والوصية ونحو ذلك.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧/ ٢١٣ : والتحليف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلظة لم يجوزه أكثر مشايخنا. اهـ. وفي الخانية، وإن أراد المدعي تحليفه بالطلاق والعتاق في ظاهر الرواية لا يجيبه القاضي إلى ذلك؛ لأن التحليف بالطلاق والعتاق حرام.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٦/ ٥٢٦ : إذا أقام المدعي شاهداً، وعجز عن تقديم شاهد آخر وحلف مع شاهده، هل يقضى به بشاهده ويمينه؟

قال الحنفية : لا يقضى بالشاهد الواحد مع اليمين في شيء، لقوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} وقوله سبحانه: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} طلب القرآن الكريم إشهاد رجلين أو رجل وامرأتين، فقبول الشاهد الواحد ويمين المدعي زيادة على

Scanned by CamScanner

النص، والزيادة على النص نسخ، والنسخ في القرآن الكريم لا يجوز إلا بمتواتر أو مشهور، وليس هناك واحد منهما.

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٢/ ٥٣٨ : وأما مبدأ استقلال القضاء بمعنى أن يكون القاضى مستقلا فى حكمه ولا يتأثر فى ذلك بالأمراء والحكام فإن ذلك واجب على كل حال.

আল্লাহর আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি

প্রশ্ন : কেউ যদি আল্লাহর আইন ভঙ্গ করে (বিরোধিতা নয়) থাকে, তাহলে শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী দুনিয়ায় তার কী কী শাস্তি হতে পারে?

উত্তর : আল্লাহপ্রদত্ত কিছু বিধান এমন রয়েছে, যাতে সীমালঙ্ঘন করলে কিংবা ভঙ্গ করলে শরীয়তের প্রমাণ সাপেক্ষে দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করতে হয়। যেমন–চুরি করলে হাত কেটে দেওয়ার শাস্তির কথা রয়েছে, ব্যভিচারে লিপ্ত হলে কিংবা মাদকদ্রব্য পান করলে অথবা কারো ওপর মিথ্যারোপ করলে দোররা মারার বিধান রয়েছে। তবে উক্ত শাস্তিগুলো প্রয়োগের ভার ইসলামী হুকুমতের ইমামুল মুসলিমীনের দায়িত্বেই শরীয়ত অর্পণ করেছে। তাই প্রকৃত ইসলামী শাসন চালু না হওয়া পর্যন্ত তা প্রয়োগ করা যাবে না। (১৬/৮৫৫)

📖 الأموال لابن زنجويه (مركز الملك فيصل) ٣/ ١١٥٢ (٢١٤٣) : عن مسلم بن يسار، عن أبي عبد الله رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مسلم: كان ابن عمر يأمرنا أن نأخذ عنه، قال: هو عالم فخذوا عنه، فسمعته يقول: " الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان ثم قال: أرأيتم لو أخذتم لصوصا، أكان لكم أن تقطعوا بعضهم وتدعوا بعضهم؟ قال: قلنا: لا، قال: أفرأيتم لو رفعتموهم إليهم، فقطعوا بعضهم وتركوا بعضهم، أكان عليكم منهم شيء؟ قال: قلنا: لا، أما نحن فقد قضينا ما علينا، قال: فهكذا تجري الأمور".

📖 فتح الباري (دار المعرفة) ١٢/ ١٦٣ : واحتج الطحاوي بما أورده من طريق مسلم بن يسار قال كان أبو عبد الله رجل من الصحابة

Scanned by CamScanner

يقول الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان قال الطحاوي لا نعلم له مخالفا من الصحابة -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٥٧ : [فصل في شرائط جواز إقامة الحدود] (فصل) : وأما شرائط جواز إقامتها فمنها ما يعم الحدود كلها، ومنها ما يخص البعض دون البعض، أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة: وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام.

পিতার সম্পাদিত চুক্তি ওয়ারিশদের লঙ্ঘন করা

প্রশ্ন : দুই ব্যক্তির (যারা পরস্পর আত্মীয়ও বটে) মধ্যকার জায়গাজমি ও টাকা-পয়সাসংক্রান্ত একটি সালিসি বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সালিসান ও সাক্ষীগণের দ্বারা যথারীতি স্বাক্ষরিত কয়েকটি শর্তযুক্ত এক চুক্তি ও অঙ্গীকারনামায় উক্ত উভয় ব্যক্তি স্বাক্ষর করে ১১/০৭/২০০০ ইং তারিখে চুক্তি ও অঙ্গীকারবদ্ধ হন। কিন্তু উক্ত সালিস বৈঠকে রেজিস্ট্রি করা হয়নি। যাহোক, বিগত ২৫/০৭/২০০০ ইং তারিখে সরকারি রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রি করে এক এওয়াজ-বদল দলিল সম্পাদনপূর্বক কিছু সম্পত্তি উভয় ব্যক্তি আদান-প্রদান করে উক্ত চুক্তি ও অঙ্গীকারনামার তিনটি শর্ত পূরণ করে নিয়েছেন।

প্রশ্ন হলো, উক্ত দুই ব্যক্তির একজনের মৃত্যুর পরে তার ওয়ারিশরা উক্ত চুক্তি ও অঙ্গীকারনামাটি রেজিস্ট্রি করা হয়নি অথবা ভয়ভীতি দেখিয়ে জোরপূর্বক তাদের পিতার নিকট হতে চুক্তি ও অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর নেওয়া হয়েছে অথবা মান-ইজ্জত হারানোর ভয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের পিতা উক্ত চুক্তি ও অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করেছেন অথবা অন্য যেকোনো অজুহাত দেখিয়ে উক্ত চুক্তি ও অঙ্গীকারনামার সমস্ত শর্তাবলি বা কোনো শর্ত অমান্য ও লঙ্ঘন করলে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে তা নাজায়েয ও হারাম হবে কি না?

উত্তর : দুজন ব্যক্তি পরস্পর সালিস বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তাদের মাঝে সৃষ্ট সংকট নিরসনকল্পে চুক্তি ও অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করে যদি ঐকমত্য পোষণ করে এবং সে চুক্তিনামার শর্তগুলো শরীয়তবিরোধী না হয়। অতঃপর সে চুক্তিনামা মোতাবেক উভয় পক্ষ টাকা-পয়সা ও জায়গাজমি লেনদেন করে থাকে তাহলে পরবর্তীতে কোনো এক পক্ষের মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশদের মধ্যে হতে কারো পক্ষে যেকোনো অজুহাত

Scanned by CamScanner

দেখিয়ে সে চুক্তিকে অমান্য করা শরীয়তসম্মত নয়। বরং উক্ত চুক্তি লঙ্ঘনকারী অবশ্যই আল্লাহর আইনে অপরাধী ও গোনাহগার হবে। (১৩/৪৪১/৫৩২৭)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٥/ ٣٧٠ : ولكل واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما" لأنه مقلد من جهتهما فلا يحكم إلا برضاهما جميعا "وإذا حكم لزمهما" لصدور حكمه عن ولاية عليهما۔

📖 فيه أيضا ١٨٣/٣ : ولو كان مات الخصم ينفذ الكتاب على وارثه لقيامه مقامه.

📖 الدر المختار (سعيد) ٤٣٨/٥ : (لا) يبطل (بموت الخصم) أيا كان لقيام وارثه أو وصيه مقامه.

📖 المغني لابن قدامة (مكتبة القاهرة) ١٠/ ٩٤ : وإذا تحاكم رجلان إلى رجل حكماه بينهما ورضياه، وكان ممن يصلح للقضاء، فحكم بينهما، جاز ذلك، ونفذ حكمه عليهما. وبهذا قال أبو حنيفة.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴ /۷۰ : جبکہ فریقین رضامندی کے ساتھ کسی کو حکم تجویز کرلیں اور وہ حکم اپنا فیصلہ سنادے تو پھر کسی فریق کو رجوع کرنا تحکیم سے درست نہیں ہے اور اس فیصلہ سے رجوع کرنا ایسا ہی ہے جیسا کے قاضی کی فیصلے سے اور وہ یقیناً گنہگار ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵/ ۳۶۱ : جب فریقین نے خوشی سے ثالث کو فیصلے کا اختیار دیا تو ثالث کا فیصلہ اگر شرعی اصول کے منافی نہ ہو تو اسے انکار کرنا جائز نہیں بلکہ اس فیصلے کا ماننا فریقین پر لازم ہے اس لیے کہ ایسے فیصلے سے انکار ایک غیر شرعی امر ہے اور کسی غیر شرعی امر کے ارتکاب پر جرمانہ وصول کرنا جائز ہے اگرچہ اصل مذہب عدم جواز کا ہے لکن معاشرہ میں برائیوں کے انسداد کے لیے چونکہ شرعی طریقہ سے تعزیرات کا نظام مفقود ہے اور برائیوں کا انسداد ضروری ہے اس لئے گر کوئی ایسی طاقت اور قوت موجود نہ ہو جس سے جرائم کا انسداد ہو سکے اور تعزیر بالمال سے اس کا انسداد ہو سکتا ہو تو ایسی صورت میں معاشرہ کی اصلاح کی خاطر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر فتوی دینا زیادہ مناسب ہے۔

Scanned by CamScanner

বেদখল জমি পাইয়ে দেওয়ার জন্য তৃতীয় পক্ষকে টাকা দেওয়া

প্রশ্ন : আমার কিছু জমি অন্য ব্যক্তি জবরদখল করে আছে। জমিটি গ্রামের সালিস-মাতবরের মাধ্যমে সমাধা করে আনতে তৃতীয় পক্ষ আমার নিকট তাদের কষ্ট-পরিশ্রমের বিনিময়ে ১০ হাজার টাকা দাবি করছে। উক্ত জমিটি কোর্টে কেস করে আনতে গেলে আরো অধিক টাকা ও সময় নষ্ট করতে হবে। এমতাবস্থায় তৃতীয় পক্ষকে জমিটি আমার হস্তগত করে দেওয়ার পরিবর্তে ১০ হাজার টাকা দেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী তৃতীয় পক্ষের সালিস-মীমাংসা বাস্তবায়ন হলে চুক্তি মোতাবেক তাদের টাকা দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে। (১২/৭৬৬/৫০৪১)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سیداحمد) ۵/ ۴۵۱ : الجواب- مذکورہ قاضی شرعی قاضی نہیں کیونکہ قاضی تو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتا ہے جب فریقین فیصلے کے لے کسی کو مقرر کریں تو وہ محکم ہوتا ہے اور تحکیم میں چونکہ فیصلے سے قبل فریقین کو رجوع کا حق حاصل ہے اس لئے ان میں سے اگر ایک فریق یا دونوں رجوع کر لیں تو یہ تحکیم فسخ ہو جا ئے گی جب تحکیم فسخ ہو جائے تو محکم اجرت کا مستحق نہیں رہتا، ان کے مابین اجارہ تحکیم پر ہوتا ہے جب فریقین رجوع کر لیں تو اجارہ بھی فسخ ہو جاتا ہے کیونکہ اجارہ محض عقد سے لازم نہیں آتا۔

ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য বাঁশের চারা নষ্ট করা

প্রশ্ন : আমার পাশে এক শরীকের বাঁশঝাড় আছে। আমার জমিতে মেহগনি ও কাঁঠালগাছ লাগিয়েছি। তার বাঁশের কারণে আমার গাছের চারা ও ঘরের টিনের ক্ষতি হয়। গ্রামের মাতবররা ফয়সালা দেন, যে পরিমাণ বাঁশ ঘর এবং গাছের ওপর আছে তা কেটে ফেলতে। যদি তা-ই করি, তাহলে কলহ বাড়ে। এখন আমি কী করতে পারি? আমার বুঝ মতে আমি যদি বাঁশের চারা ছোট সময় থেকে নষ্ট করে ফেলি তা করতে পারব কি না? শুনেছি, তার বাঁশের দ্বারা আমার যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তার চার আনা পরিমাণ ক্ষতির জন্য ৭০০ রাক'আত কবুল নামাযের সাওয়াব তার আমলনামা থেকে আমার আমলনামায় দিয়ে দেবে। যদি এ কথা সঠিক হয় এবং আমি আখিরাতের নেকীর আশায় ক্ষতি মেনে নিই, এটা আমার জন্য ঠিক হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের পক্ষ থেকে নিজে ক্ষতি থেকে বাঁচার চেষ্টা করার অনুমতি আছে, তবে অন্যের ক্ষতি করে নয়। শরয়ী নীতির ভিত্তিতে আপনি প্রতিবেশীর বাঁশ আপনার

Scanned by CamScanner

সীমানায় না থাকার সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ মালিককে আগা কেটে আপনার সীমানা খালি করার নির্দেশ দেওয়া ইত্যাদি। এতদসত্ত্বেও সে আপনার ক্ষতির তোয়াক্কা না করলে সে জালিম সাব্যস্ত হবে। এর জন্য আপনি আখিরাতে বিনিময় পাবেন। কিন্তু আপনার জন্য তার গাছের চারা নষ্ট করা কখনো জায়েয হবে না। (১০/৪৮৩/৩১৫৪)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٦/ ١١٦ (٢٥٨١) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار»-

📖 مجلة الأحكام العدلية (كارخانه تجارتِ كتب) ص ٢٣١ : المادة (١١٩٦) إذا امتدت أغصان شجر بستان أحد إلى دار جاره أو بستانه فللجار أن يكلفه تفريغ هوائه بربط الأغصان وجرها إلى الوراء أو قطعها. ولكن لا تقطع الشجرة بداعي أن ظلها مضر بمزروعات بستان الجار.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۵/ ۳۷۴ : مذکورہ صورۃ میں اگر درخت کی شاخوں سے پڑوسی کے کھیت کو نقصان پہنچتا ہو تو درخت کے مالک سے مطالبہ کیا جائیگا کہ اگر شاخ کو اوپر باندھنے سے پڑوسی کے نقصان وازالہ ممکن ہو... ...تو پھر مالک کو شاخیں کاٹنے پر مجبور کیا جائے گا البتہ درخت کو جڑے کاٹنے کا مطالبہ صحیح نہیں ہے۔

মৃত ব্যক্তির অভিভাবকের জন্য মৃত্যু না হত্যা, তা নির্ণয় করার জন্য আদালতের আশ্রয় নেওয়া

প্রশ্ন : একজন মহিলা মারা যায়। তার স্বামী বলে, আত্মহত্যা করেছে; কিন্তু লোকজন বলে, হত্যা করা হয়েছে। তবে শরীরে আঘাতের চিহ্ন নেই। এ অবস্থায় শরীয়তের পদ্ধতিতে দাফন করা হয়। আজ প্রায় কয়েক মাস অতিবাহিত হয়। যত দিন যায়, এ কথা প্রবল হয়ে ওঠে যে শ্বশুরবাড়ির লোকজন দ্বারা এ ঘটনা ঘটেছে। মৃত্যু ও দাফনের পর মহিলার অভিভাবক আদালতের আশ্রয় নিতে পারবে কি না? যদি আশ্রয় নিতে

Scanned by CamScanner

পারে তাহলে মৃত মহিলাকে কবর হতে উত্তোলন করা যাবে কি না? যদি করা না যায় আইনগত কারণে বিচার পেতে পারে কি না? এমতাবস্থায় শরীয়তের নির্দেশনা জানতে চাই।

উত্তর : বর্তমানে দেশের প্রচলিত আইনে অস্বাভাবিকভাবে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের নামে প্রশাসন কর্তৃক যে প্রহসন চালানো হয় এবং এ উদ্দেশ্যে দাফনকৃত লাশ কবর থেকে উত্তোলন করার যে নিয়ম প্রচলিত আছে, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ। কোরআন-হাদীসে এর অবৈধতার পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে। মানবদেহ মরণোত্তর ও মৃত্যুর পূর্বে সর্বাবস্থায় সম্মানযোগ্য। অহেতুক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটা-ছেঁড়া করার অধিকার কারো নেই। পক্ষান্তরে এসব তথ্যের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফয়সালা দেওয়া অসম্ভব। এসব বিষয়ে শরয়ী সমাধানই একমাত্র ত্রুটিমুক্ত ও অনুসরণযোগ্য। এতদসত্ত্বেও মৃতের অভিভাবক হত্যার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চিত হলে ন্যায়বিচারের জন্য বিচার বিভাগের শরণাপন্ন হতে পারে, গোনাহ হবে না। তবে নিজের স্বজনের মৃতদেহের যে দুরবস্থা ও লাঞ্ছনা তদন্তের নামে হবে, তাও ভেবে দেখা দরকার। (৪/১৩৯)

📖 شرح السير الكبير ١/ ١٢٨ : والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته. فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت. قال - صلى الله عليه وسلم -: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي».

📖 مجلة الأحكام العدلية (كارخانه تجارت كتب) ص ٢٧ (المادة ٩٠) : إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر.

Scanned by CamScanner

كتاب الصيد والذبائح
অধ্যায় : শিকার ও জবাই

باب الصيد
পরিচ্ছেদ : শিকার

মাছের পোনা ধরার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশে দেখা যায়, নদী থেকে ছোট ছোট চিংড়ি মাছের পোনা ধরে বিক্রি করে, অথচ পোনা ধরার কারণে অন্য মাছের পোনাও নষ্ট হয়। আর এগুলো যদি বড় হতো তাহলে দেশ ও জাতির উন্নয়ন হতো। এমতাবস্থায় মাছের পোনা ধরা এবং বিক্রি করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : নদীর মাছ দেশ ও জাতির জন্য আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদ। এ সম্পদ হতে যে কেউ উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে। তবে এমনভাবে উপকৃত হওয়া, যার দ্বারা ক্ষুদ্রতম জনগোষ্ঠী সাময়িক লাভবান হলেও অধিকাংশের বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তা জায়েয হতে পারে না। সুতরাং চিংড়ি মাছের পোনা ধরতে গিয়ে অন্যান্য মাছের কোটি কোটি পোনা নষ্ট করে সমুদ্র ও নদীকে মৎস্যশূন্য করে দেশ ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি করা জায়েয হবে না। (১১/৫৭৩)

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٧٤ : تنبيه: يتحمل الضرر الخاص؛ لأجل دفع ضرر العام. وهذا مقيد لقولهم: الضرر لا يزال بمثله.

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ٨٨ : ١٦٥ - قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (شن).

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٢٦٤ : (افترض عليه إجابته) لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٢٦٤ : (قوله: افترض عليه إجابته) والأصل فيه قوله تعالى {وأولي الأمر منكم} [النساء:٥٩] وقال - صلى الله عليه وسلم - «اسمعوا وأطيعوا ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع» وروي «مجدع» وعن ابن عمر أنه - عليه الصلاة والسلام

Scanned by CamScanner

- قال «عليكم بالسمع والطاعة لكل من يؤمر عليكم ما لم يأمركم بمنكر» ففي المنكر لا سمع ولا طاعة.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۹۵ : حکومت کے قانون کے خلاف ورزی ملک کا نقصان اور عزت کا خطرہ ہے اس لئے ناجائز ہے ایسے مال کی خرید وفروخت اور اس میں تعاون کرنا بھی ناجائز ہے، مگر اس کے منافع حرام نہیں، لہذا اس کے ہاں کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔

পিঞ্জিরাবদ্ধ করে পাখি পোষা

প্রশ্ন : পিঞ্জিরায় আবদ্ধ রেখে পাখি পোষা জায়েয আছে কি না? শরীয়তের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : আহারের সঠিক ব্যবস্থা করা এবং কোনো কষ্ট না দেওয়ার শর্তে পিঞ্জিরায় আবদ্ধ রেখে পাখি পোষা জায়েয হবে। (১৪/৭৯৪/৫৮১৮)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۴۵۴ : ج: جائز ہے، بشرطیکہ بند رکھنے کے علاوہ اس کو کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے اور اس کی خوراک کا خیال رکھے۔

বিড়াল পোষার হুকুম

প্রশ্ন : বিড়াল পোষার বিষয়ে ইসলামের আদেশ বা নিষেধ, এমন কোনো বর্ণনা আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতের বিড়াল পোষা জায়েয আছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) এর আমল এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমর্থন এর স্পষ্ট দলিল (১৮/৬৭০/৭৭৯০)

📖 سنن الترمذی (دار الحدیث) ۵/ ۵۰۰ (۳۸۴۰) : عن عبد الله بن رافع، قال: قلت لأبي هريرة، لم كنيت أبا هريرة؟ قال أما تفرق مني؟ قلت: بلى والله إني لأهابك. قال: «كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة»: «هذا حديث حسن غريب».

Scanned by CamScanner

📖 حیات الحیوان ۳ /۴۷۲ : ابن المنذر نے فرمایا ہے کہ تمام علماء بلی کہ پالنے کی اجازت دیتے ہیں۔

অ্যাকুয়ারিয়ামে মাছ আবদ্ধ রাখার হুকুম

প্রশ্ন : অ্যাকুয়ারিয়ামের ভেতর মাছ আটকে রাখলে তার স্বাধীনতা হরণ হবে কি না? এবং এভাবে আটকে রাখা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : জল, স্থল ও আকাশে বিচরণকারী প্রাণীকে স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়াই উত্তম। একান্ত প্রয়োজনে নির্দিষ্ট এঙ্গেলে তার খাওয়াদাওয়া সরবরাহ ও চাহিদা পূরণের শর্তে আবদ্ধ করা যেতে পারে। প্রশ্নোক্ত অ্যাকুয়ারিয়ামে প্রাণী আবদ্ধ করে ঘরে ও অফিসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন ও অনর্থক। এটি অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত বিধায় এসব প্রথা প্রশংসনীয় নয়, বরং বর্জনীয়। (১৫/২০৯/৬০৩০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٠١ : (قوله وأما للاستئناس فمباح) قال في المجتبى رامزا: لا بأس بحبس الطيور والدجاج في بيته، ولكن يعلفها وهو خير من إرسالها في السكك اهوفي القنية رامزا: حبس بلبلا في القفص وعلفها لا يجوز اهـ

أقول: لكن في فتاوى العلامة قارئ الهداية: سئل هل يجوز حبس الطيور المفردة وهل يجوز عتقها، وهل في ذلك ثواب، وهل يجوز قتل الوطاويط لتلويثها حصر المسجد بخرئها الفاحش؟ فأجاب: يجوز حبسها للاستئناس بها، وأما إعتاقها فليس فيه ثواب، وقتل المؤذي منها ومن الدواب جائز اهـ قلت: ولعل الكراهة في الحبس في القفص، لأنه سجن وتعذيب دون غيره كما يؤخذ من مجموع ما ذكرنا وبه يحصل التوفيق.

📖 مجموعۃ الفتاوی (سعید) ۲/ ۲۰۱ : سوال-شوق کے طریقے سے اگر کوئی جانور چرندیا پرند پالا گیا ہو تو اس میں کوئی گناہ ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے اور شکار کے بارے میں کیا حکم ہے ؟

جواب-شوق کے طریقے سے جانور پالنا درست ہے بشرطیکہ ان کو تکلیف نہ دے، مجتبی شرح مختصر قدوری میں ہے لا باس بحبس الطیور والدجاج فی بیتہ و لکن یعلفھا، چڑیوں اور مرغیوں کو گھر میں پالنا جائز ہے لیکن ان کو خوراک دیتے رہنا چاہئے۔

📖 نظام الفتاوی ۱/ ۳۹۷

Scanned by CamScanner

উপার্জনের জন্য চিড়িয়াখানা বানানো

প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বে পশুপাখি প্রদর্শনীর নামে চিড়িয়াখানা বানিয়ে টিকিট বিক্রি করা হয়। শরীয়তে এমন ক্রয়-বিক্রয় বৈধ কি না?

উত্তর : পশুপাখি প্রদর্শনীর বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয। তাই পশুপাখিকে কেন্দ্র করে চিড়িয়াখানার টিকিটের বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে না। তবে চিড়িয়াখানার ভেতর মনোরম পরিবেশে কিছু সময় স্বস্তি বা আরাম অর্জনের জন্য টিকিটের মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ। সুতরাং চিড়িয়াখানার ভেতর পশুপাখি ছাড়া যদি মনোরম পরিবেশের ব্যবস্থা থাকে তাহলে প্রশ্নে বর্ণিতাবস্থায় টিকিটের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে, অন্যথায় বৈধ হবে না। (১৯/২১২/৮০৭৯)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ /٣٤ : (و) تصح (إجارة الدابة للركوب والحمل والثوب للبس لا) تصح إجارة الدابة (ليجنبها) أي ليجعلها جنيبة بين يديه (ولا يركبها ولا) تصح إجارتها أيضا (ل) أجل أن (يربطها على باب داره ليراها الناس) فيقولوا له فرس (أو) لأجل أن (يزين بيته) أو حانوته (بالثوب) لما قدمنا أن هذه منفعة غير مقصودة من العين، وإن فسدت فلا أجر.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ١٠ : واعلم أن الأرض لا ينحصر استئجارها للزراعة للبناء والغرس كما يوهمه المتون فقد صرح في الهداية بأن الأرض تستأجر للزراعة وغيرها وقال في غاية البيان أراد بغير الزراعة البناء والغرس وطبخ الآجر والخزف ونحو ذلك من سائر الانتفاعات بالأرض اهـ فإذا عرفت ذلك ظهر لك صحة الإجارات الواقعة في زماننا من أنه تستأجر الأرض مقيلا ومراحا قاصدين بذلك إلزام الأجرة بالتمكن منها مطلقا سواء شملها الماء وأمكن زراعتها أو لا ولا شك في صحته لأنه لم يستأجرها للزراعة بخصوصها حتى يكون عدم ريها فسخا.

শিয়ালের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে কুকুর পালা

প্রশ্ন : গ্রামাঞ্চলে হাঁস-মুরগির ওপরে শিয়ালের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে অনেকে কুকুর পালে। কুকুর ক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয় না এবং ঘরের মধ্যে রেখেও

Scanned by CamScanner

পালিত হয় না, বরং বাড়ির পরিবেশের ভেতর বড় হয়, রাত্রিকালে বাইরে অবস্থান করে। এ ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান জানতে আগ্রহী।

উত্তর : প্রাণীর মধ্যে কুকুর খুবই অপরিচ্ছন্ন জন্তু। কুকুর অবস্থান করে এমন জায়গায় রহমতের ফেরেস্তা প্রবেশ করে না। কোনো মুসলমান কুকুরকে ভালোবাসতে ও কুকুরের সহাবস্থান করতে পারে না। এতদসত্ত্বেও প্রয়োজন মেটানোর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকলে নিরুপায় অবস্থায় বাড়িঘর-ক্ষেত, ফসল ও অন্যান্য প্রাণিসম্পদের হেফাজতের জন্য কুকুর রাখা ও পালনের বৈধতা আছে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় কুকুর পালা ও রাখার অনুমতি আছে। তবে যথাসম্ভব ঘরের বাইরে রেখে প্রয়োজন পূরণ করা আবশ্যক। (৭/৮০৬)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٣٨٨ (٣٢٢٥) : عن عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: سمعت أبا طلحة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة تماثيل».

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٠/ ٢٠٩ (١٥٧٤) : يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ كلبا، إلا كلب زرع، أو غنم، أو صيد، ينقص من أجره كل يوم قيراط».

📖 اسلامی فقہ ۲/ ۳۸۷ : شوق و تفریح کیلئے کتا پالنا حرام ہے، البتہ اگر کھیتی مکان یا جانور کی حفاظت یا شکار کیلئے پالا جائے تو جائز ہے نبی ﷺ نے اس کے اجازت دی ہے مگر حتی المکان گھر کے اندر نہ جانے دینا چاہئے الا یہ کہ چوری کا خوف ہو تو کوئی حرج نہیں۔

অন্যের পুকুর থেকে ছুটে আসা মাছের হুকুম

প্রশ্ন : আমার একটা পুকুর আছে। বর্ষার সময় বৃষ্টির পানিতে পুকুরের পাড় ডুবে যায়। ওই পুকুরের সাথে আরো তিন-চারটা পুকুর আছে। আমার পুকুরে কোনো মাছ ছাড়া হয়নি। বৃষ্টির পানিতে পুকুরপাড় ডুবে অন্য পুকুরের মাছ আমার পুকুরে চলে এসেছে। এখন প্রশ্ন হলো, ওই মাছ আমার পুকুর থেকে ধরে খেতে পারব কি না? উল্লেখ্য, এগুলো চাষের মাছ নয় বরং কুদরতীভাবে হয়ে থাকে।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত আপনার পুকুরটা যদি মাছ চাষাবাদের জন্য খননকৃত হয়ে থাকে অথবা মাছ ভেতরে প্রবেশের পর যদি সংরক্ষণ করে থাকেন, তাহলে সেখান থেকে আপনার মাছ ধরে খাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তে বাধা নেই। (১৫/৩৩/৫৯৩৭)

Scanned by CamScanner

رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦١ : والحاصل كما في الفتح أنه دخل السمك في حظيرة: فإما أن يعدها لذلك أو لا ففي الأول يملكه، وليس لأحد أخذه ثم إن أمكن أخذه بلا حيلة جاز بيعه؛ لأنه مملوك مقدور التسليم وإلا لم يجز لعدم القدرة على التسليم. وفي الثاني لا يملكه فلا يجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيرة إذا دخل فحينئذ يملكه.

الفتاوى الهندية (زكريا) ٣ /١١٣ : بيع السمك في البحر أو البئر لا يجوز فإن كانت له حظيرة فدخلها السمك فإما أن يكون أعدها لذلك أو لا فإن كان أعدها لذلك فما دخلها ملكه وليس لأحد أن يأخذه ثم إن كان يؤخذ بغير حيلة اصطياد جاز بيعه وإن لم يكن يؤخذ إلا بحيلة لا يجوز بيعه فإن لم يكن أعدها لذلك لا يملك ما يدخل فيها فلا يجوز بيعه إلا أن يسد الحظيرة وإذا دخل فحينئذ يملكه ثم ينظر إن كان يؤخذ بلا حيلة جاز بيعه وإلا لا يجوز ولو لم يعدها لذلك ولكن أخذه ثم أرسله في الحظيرة ملكه فإن كان يؤخذ بلا حيلة جاز بيعه أو بحيلة لم يجز كذا في فتح القدير.

امداد الاحکام (مکتبۂ دارالعلوم کراچی) ۴ /۲۱۵ : الجواب-اگر تالاب مچھلی ہی کے جمع کرنے اور پرورش کرنے کے لئے بنایا گیا ہے تو اس میں جس قدر مچھلیاں ہوں خواہ خرید کر چھوڑی ہوں یا خود آگئی ہوں سب مالک تالاب کی مملوک ہیں، دوسروں کو ان کا شکار جائز نہیں ہے، اس لئے دوسروں کے روکنے کا بھی حق ہے اور اگر اس غرض کے لئے نہیں بنایا گیا تو جو مچھلیاں خرید کر یا پکڑ کر اس میں چھوڑی جائیں وہ اور ان کی نسل مملوک ہیں خواہ مدخل کو بند کرے یا نہ کرے اور جو از خود داخل ہو وہ مملوک نہیں ہیں مگر جبکہ داخل ہونے کے بعد مدخل کو بند کر دیا جائے تو وہ بھی مملوک ہو جائیں گی اور شکار سے روکنے کا حق مملوک میں ہے نہ کہ غیر مملوک میں۔

পুকুরপাড় থেকে ওপরে উঠে আসা কৈ মাছ ধরা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির একটি পুকুর আছে। তার পাশে আর কোনো পুকুর নেই। নববৃষ্টির পানিতে তার পুকুরের সীমানার বাইরে কিছু কৈ মাছ পাওয়া গেল। প্রশ্ন হলো,

Scanned by CamScanner

পুকুরওয়ালা উক্ত মাছগুলোর দাবি করতে পারবে কি না? অপরের জন্য তা ধরা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যে মাছ পুকুরে কেউ চাষ করে উৎপন্ন করে তা পুকুরের বাইরে পাওয়া গেলেও মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। পক্ষান্তরে যে মাছ স্বাভাবিক উৎপন্ন হয় যেমন-কৈ ইত্যাদি তা পুকুরের ভেতর থাকলে মালিকের অধিকারে থাকবে বাইরে পাওয়া গেলে তা মালিক দাবি করতে পারে না, যে পায় সে-ই এর মালিক বিবেচিত হয়। (৯/৩৬৪/২৬৩৭)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۹ : تیسری صورت یہ کہ ان دونوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں ہوئی بلکہ قدرتی طور پر مچھلیاں پیدا ہو گئیں یا آ گئیں نہ ان کے جمع کرنیکا کوئی اہتمام کیا گیا اور نہ ان کے منع یعنی روک دینے کا کوئی انتظام کیا اس کا حکم یہ ہے کہ وہ قبل پکڑنے کسی کی ملک نہ ہو گی۔

📖 حلال و حرام ص ۳۶۰ : چوتھی صورت جس میں آدمی مچھلی کا مالک نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا تالاب ہو اس میں از خود مچھلیاں آجائیں اس کی سعی و کوشش کو اس میں کوئی دخل نہ ہو یہاں محض یہ بات کہ تالاب اس کی زمین میں واقع ہے کو اس بات کیلئے کافی نہیں سمجھا گیا ہے کہ اس زمین کا مالک ان بچوں اور انڈوں کا بھی مالک ہو بلکہ جو بھی اس بچہ یا انڈا کو اٹھالے وہی اس کا مالک ہے، إذا فرخ طير فی أرض رجل فهو لمن أخذه وكذا إذا باض فيها۔

Scanned by CamScanner

باب الذبائح
পরিচ্ছেদ : জবাই

জবাইয়ে অংশগ্রহণকারী কসাই, ও বিসমিল্লাহ বলতে হবে

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গরু বা ছাগল জবাই করার একটি পদ্ধতি চালু আছে। তা হলো এই যে কোনো আলেম বা মহল্লার ইমাম দ্বারা গরু জবাই করানো হয়। আলেম সাহেব যখন গরু জবাই করেন তখন বিসমিল্লাহ বলেই জবাই করেন। কিন্তু জবাই অর্ধেক হতেই বা রগ এখনো সম্পূর্ণ কাটেনি, এমতাবস্থায় কসাই বাকি অংশটুকু কেটে দেয়। এমতাবস্থায় কসাইয়ের জন্য বিসমিল্লাহ বলা জরুরি কি না?

উত্তর : জন্তু জবাইকারী সবার জন্য বিসমিল্লাহ পড়া জরুরি বিধায় প্রশ্নোক্ত অবস্থায় কসাইয়ের জন্যও বিসমিল্লাহ পড়া জরুরি। অন্যথায় জন্তু হালাল হবে না। (১৯/৬৮৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ١٦٩ : وفي خزانة الفقه رجلان ذبحا صيدا وسمى أحدهما وترك الآخر التسمية لم يحرم أكله، وفي الذخيرة واليناسيع ولو ذبح شاة فسمى، ثم ذبح أخرى فظن أن التسمية الأولى تجزيه عنها لم تؤكل.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٠٤ : رجل أراد أن يضحي فوضع صاحب الشاة يده على السكين مع يد القصاب حتى تعاونا على الذبح قال الشيخ الإمام: يجب على كل واحد منهما التسمية حتى لو ترك أحدهما التسمية لا يجوز، كذا في الظهيرية والله أعلم.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧ / ٢٤٤ : الجواب-حامداومصلیا، جس جانور کو دو شخص مل کر ذبح کریں یا کچھ حصہ ایک نے ذبح کیا پھر باقی حصہ دوسرے نے ذبح کردیا اور دونوں نے بسم اللہ پڑھی ہے تو ذبح درست ہوگیا۔

জবাইয়ে অংশগ্রহণকারী সকলকেই বিসমিল্লাহ পড়তে হবে

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি কোরবানীর পশু জবাই করার সময় তার সাথে অন্য কেউ ছুরি ধরে তবে কি উভয়ের বিসমিল্লাহ পড়তে হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ছুরি যারা ধরবে সকলকেই বিসমিল্লাহ বলতে হয়। অন্যথায় জবাই শুদ্ধ হবে না। (১১/৫৪৩/৩৪৪৪)

📖 فتاوى قاضيخان بهامش الهندية (زكريا) ٣٥٥/٣ : رجل أراد أن يضحى فوضع صاحب الشاة مع يد القصاب فى الذبح وأعانه على الذبح حتى صار ذابحا مع القصاب، قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى يجب على كل واحد منهما التسمية حتى لو ترك أحدهما التسمية لا تحل الذبيحة -

একাকী কোনো প্রাণী জবাই করা

প্রশ্ন : অনেক সময় দেখা যায়, মুরগি বিক্রেতা মুরগির গলা ভাঁজ করে একাই জবাই করে। অনেকে ছাগলকে পায়ের নিচে চেপে ধরে একাই জবাই করে। পশু জবাই করার উল্লিখিত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত কি না? এবং এ অবস্থায় এগুলোর গোশত হালাল হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে পশুপাখি জবাই করা এবং খাওয়া জায়েয, তবে অযথা পশু পাখিকে কষ্ট দেওয়া মাকরূহ। (১৭/৮২৯/৭৩৪১)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٣/ ١٠٧ (١٩٦٦) : عن أنس، قال: «ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما».

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٢٩٥ : (و) حل الذبح (بكل ما أفرى الأوداج) أراد بالأوداج كل الأربعة تغليبا (وأنهر الدم) أي أساله.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۸/ ۲۸۰ : الجواب- قربانی کے جانور کو ایسی طرح ذبح کرنا چاہئے کہ اسے غیر ضروری تکلیف اور ایذاء نہ ہو حدیث میں ہے ولیحد أحدکم شفرته ولیرح ذبیحته کوئی ایسی حرکت جو جانور کو غیر ضروری ایذاء پہچائے مکروہ ہے جگہ بھی پاک ہونی چاہئے ناپاک اور پلید جگہ پر ذبح کرنا بہتر نہیں۔

Scanned by CamScanner

জবাই শুদ্ধ হওয়ার জন্য কয়টি রগ কাটতে হবে

প্রশ্ন : বেহেশতী জেওর কিতাবে আছে, জবাই করার সময় পশু বা হাস-মুরগি ইত্যাদির চারটি রগ কাটতে হবে, তিনটি কাটলেও জায়েয। এর কম হলে তা হত্যার মধ্যে শামিল হবে। মাসআলাটি সহীহ কি না? সহীহ হলে মূল কিতাবের উদ্ধৃতি লিখে দিলে উপকৃত হব।

উত্তর : ফিকাহবিদদের ঐকমত্যে জবাই করার সময় পশুর চারটি রগই কাটতে হবে। হ্যাঁ, যদি চার রগের মধ্য হতে যেকোনো তিনটি রগ কাটা হয় তাহলেও সে পশু হালাল এবং তা খাওয়াও বৈধ বলে বিবেচিত হবে। এর কম কাটলে তা খাওয়া বৈধ হবে না বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত বেহেস্তি জেওরের মাসআলা সঠিক। আর জবাইসংক্রান্ত বিষয়ে হাঁস, মুরগি, পাখি ইত্যাদির মধ্যে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। (১২/২৩৮/৩৮৮৮)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/ ٣٤٢ : الأصل فى اعتبار الذكاة قوله تعالى إلا ماذكيتم، ومحل الذكاة فى المقدور ذبحه أهليا كان أو وحشيا الحلق كله لقوله عليه السلام الذكاة ما بين اللبة والجبين، الذكاة الكاملة قطع الأوداج الأربعة وهى الحلقوم والمريئ والعرقان اللذان بينهما الحلقوم والمريئ؛ لأن المقصد تسييل الدم والرطوبات النجسة وذاك يحصل بما قلنا فان قطع ثلثة منها حل فى قول أبى حنيفةؒ أى ثلاث كان.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٢٩٤ : (و) ذكاة (الاختيار) (ذبح بين الحلق واللبة) بالفتح: المنحر من الصدر (وعروقه الحلقوم) كله وسطه أو أعلاه أو أسفله: وهو مجرى النفس على الصحيح (والمريء) هو مجرى الطعام والشراب (والودجان) مجرى الدم (وحل) المذبوح (بقطع أي ثلاث منها) إذ للأكثر حكم الكل.

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۳/ ۵۳۷ : عروق ذبح ایک حلقوم ہے یعنی سانس آنے جانے کی راہ جس کو نرخرا کہتے ہیں، دوسری مری یعنی طعام وشراب کی راہ، تیسرے چوتھے ودجین یعنی دونوں شہ رگ جو حلقوم اور مری کے چپ وراست ہیں... ...اگر کل عروق قطع نہ ہو تو تین کا کٹ جانا کافی ہے۔

Scanned by CamScanner

জবাই শুদ্ধ হওয়ার জন্য ওজু শর্ত নয়

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব সুন্নাতের ওয়াজ করতে গিয়ে বললেন, গরু-ছাগল বা অন্য কোনো জন্তু জবাই করার পূর্বে প্রথমে ওজু করে নিতে হবে এবং বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলতে হবে, নইলে জবাইকৃত পশু হারাম হয়ে যাবে। তা কি সঠিক?

উত্তর : যেকোনো হালাল পশুকে জবাই সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুমিন ব্যক্তি শুধু বিসমিল্লাহ বলে জবাই করলেই সে পশু হালাল হয়ে যায়। তবে জবাই করার সুন্নাত তরীকা হলো জানোয়ারকে কিবলামুখী করে শুইয়ে জবাইকারী কিবলামুখী দাঁড়িয়ে ধারালো ছুরি দ্বারা জবাই করা। তবে ওজুসহ জবাই করার কথা কোনো কিতাবে পাওয়া যায়নি। তাই ইমাম সাহেবের বিসমিল্লাহ পড়ার কথা সঠিক হলেও ওজু করার শর্ত দেওয়া ভিত্তিহীন। (৭/৮৫৮/১৮৭৪)

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ٢/ ١٨١ : ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي على المذبوح، وفي الصيد تشترط عند الإرسال، والرمي وهي على الآلة حتى لو أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز، ولو رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره حل وكذا في الإرسال، ولو أضجع شاة وسمى وكلمه إنسان أو استسقى ماء فشرب أو شحذ السكين قليلا ثم ذبح على تلك التسمية الأولى أجزأه وأما إذا طال الحديث أو أخذ في عمل آخر واشتغل به ثم ذبح بتلك التسمية الأولى لم تؤكل وأما استقبال القبلة بالذبيحة فليس بواجب بالاتفاق وإنما هو سنة وصورة التسمية: بسم الله والله أكبر.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٤/ ٣٠٥ : يستحب في التذكية ما يأتي وهي سنن الذبح: ...

٣ - توجه الذابح والذبيحة نحو القبلة؛ لأن القبلة جهة معظمة وهي أشرف الجهات، والتذكية عبادة، وكان الصحابة إذا ذبحوا استقبلوا القبلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى، وجه أضحيته إلى القبلة، وقال: {وجهت وجهي..}. فإن لم يستقبل ساهيا أو لعذر، أكلت.

Scanned by CamScanner

٤ - إضجاع الذبيحة على شقها الأيسر برفق، ورأسها مرفوع. ويأخذ الذابح جلد حلقها من اللحي الأسفل، فيمده، حتى تتبين البشرة، ثم يمر السكين على الحلق تحت الجوزة، حتى يقف في عظم الرقبة. فإن كان أعسر، جاز أن يجعلها على شقها الأيمن. ويكره ذبح الأعسر ويستحب أن يستنيب غيره.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۴۰۴ : ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رولٹاکر تیز چھری ہاتھ میں لیکر قبلہ رخ ہوکر "بسم اللہ اللہ اکبر،، کہکر گلے پر چلائی جائے۔ یہاں تک کہ گلے کی چار رگیں کٹ جائیں۔ ایک نرخرہ جس سے جانور سانس لیتا ہے۔ دوسری وہ رگ جس سے دانہ، پانی جاتا ہے اور دو شہ رگیں جو نرخرہ کے دائیں بائیں ہوتی ہیں، اگر ان چاروں میں سے تین کٹ جائیں تو بھی ذبح درست ہے اور اس کا کھانا حلال ہے۔

পাগলা গরুকে গুলি করার পর জবাই করতে না পারলে কোরবানী হবে না

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি কোরবানীর জন্য একটি বড় ষাঁড় কিনল। কিন্তু এ গরুর মাতলামির কারণে মালিক কোরবানীর জন্য জবাই করতে না পারায় সে ওটাকে গুলি করেছে। এমতাবস্থায় ওই গরু দৌড়ে গিয়ে একটি উঁচু জায়গা থেকে নিচে পড়ার পর মরে যায়। জানার বিষয় হলো, এই গরু কোরবানীর জন্য যথেষ্ট হবে কি না ? নাকি অন্য গরু ক্রয় করে পুনরায় কোরবানী দিতে হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত গরু জবাই করতে না পারার কারণে মৃত বলে গণ্য হবে। তাই ওই গরুর গোশত খাওয়া হারাম। ধনী ব্যক্তি হলে অন্য একটি কোরবানী দেবে। যদি কোরবানীর দিনসমূহে কোরবানী না দিয়ে থাকে তাহলে একটি কোরবানীর পরিমাণ টাকা সদকা করে দেবে। (২/১৮০/৩৮৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٢٢٩ : (وما قتله المعراض بعرضه أو البندقة حرم).

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٤٢٥ : ولا يؤكل ما أصابته البندقة فمات بها كذا في الكافي وكذا إن رماه بحجر، وإن جرحه إذا كان ثقيلا، وبه حدة.

Scanned by CamScanner

গুলি করার পর জবাই করতে পারলে কোরবানী হবে

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার কিছু লোক কোরবানীর জন্য একটি মহিষ ক্রয় করে। মহিষটিকে কোরবানী করার জন্য মাটিতে শোয়ানো হয় এবং তার ওপর ছুরি চালানো হয়। এমতাবস্থায় ঘটনাক্রমে মহিষটি ছুটে দৌড়ে চলে যায়। পরে মহিষটিকে ধরতে ব্যর্থ হয়ে গুলি করে, যার কারণে মহিষটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দুর্বলতার কারণে জবাই করার জায়গায় আনতে না পেরে ওই জায়গায়ই কোরবানী করে।
এ ঘটনা দুজন আলেমকে জানানো হলে তখন তাঁদের একজন বললেন, কোরবানী হয়ে যাবে। আরেকজন বললেন, কোরবানী হবে না। জানার বিষয় হলো কোনটি সঠিক?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত মহিষটিকে গুলি করার পর ধরে জীবিত থাকাবস্থায় যেকোনো স্থানে শরয়ী পন্থায় জবাই করা হলে কোরবানী আদায় হয়ে গেছে। প্রশ্নে কোরবানী না হওয়ার মতো কোনো কারণ উল্লেখ নেই বিধায় কোরবানী হয়নি বলার সুযোগ নেই। (১২/৬২৮/৪০২৫)

📖 الدر المحتار (سعيد) ٣٠٨/٦ : (ذبح شاة) مريضة (فتحركت أو خرج الدم) (حلت وإلا لا إن لم تدر حياته) عند الذبح، وإن علم حياته (حلت) مطلقا (وإن لم تتحرك ولم يخرج الدم) وهذا يتأتى في منخنقة ومتردية ونطيحة، والتي فقر الذئب بطنها فذكاة هذه الأشياء تحلل، وإن كانت حياتها خفيفة وعليه الفتوى-

📖 فيه أيضا ٦/ ٢٩٤ : (حرم) (حيوان من شأنه الذبح) خرج السمك والجراد فيحلان بلا ذكاة، ودخل المتردية والنطيحة وكل (ما لم يذك) ذكاء شرعيا اختياريا كان أو اضطراريا (وذكاة الضرورة جرح) وطعن وإنهار دم (في أي موضع وقع من البدن،) (و) ذكاة (الاختيار) (ذبح بين الحلق واللبة) -

রক্তমাখা ছুরি দিয়ে অন্য পশু জবাই করা

প্রশ্ন : পশু জবাই করার পর ছুরিতে যে প্রবাহিত নাপাক রক্ত লেগে থাকে সেই রক্তযুক্ত ছুরি দ্বারা অন্য পশু জবাই করা হলে তার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : জবাই সহীহ হওয়ার জন্য ছুরি পাক হওয়া উত্তম। তবে জরুরি নয়, বরং ধারালো হওয়া জরুরি। আর প্রবাহিত রক্ত নাপাক বিধায় রক্তমাখা ছুরি ধুয়ে কোরবানী

Scanned by CamScanner

করা উত্তম। রক্তমাখা ছুরি দ্বারা জবাই করা হলেও কোরবানী সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে তা প্রতিবন্ধক হবে না। (১৫/১৪৯/৫৯৪৮)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٢٩٥ : (و) حل الذبح (بكل ما أفرى الأوداج) أراد بالأوداج كل الأربعة تغليبا (وأنهر الدم) أي أساله (ولو) بناو أو (بليطة) أي قشر قصب (أو مروة) هي حجر أبيض كالسكين يذبح بها (إلا سنا وظفرا قائمين، ولو كانا منزوعين حل) عندنا (مع الكراهة) لما فيه من الضرر بالحيوان كذبحه بشفرة كليلة.

বাজারের গোশতের হুকুম

প্রশ্ন : বাজারে সচরাচর পশুর যে গোশত পাওয়া যায় তার জবাই পদ্ধতি আমাদে জানা নেই। এমতাবস্থায় ওই গোশত ভক্ষণ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : বাজারে মুসলমানের কাছে যে গোশত পাওয়া যায়, সেগুলো খাওয়া জায়েয (১৭/৮২৯/৭৩৪১)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٤٢٥ (٧٣٩٨) : عن عائشة، قالت: قالوا: يا رسول الله، إن ها هنا أقواما حديث عهدهم بشرك، يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال: «اذكروا أنتم اسم الله، وكلوا».

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٧/ ٦٧٤ : قال ابن الملك: ليس معناه أن تسميتكم الآن تنوب عن تسمية المذكي، بل فيه بيان أن التسمية مستحبة عند الأكل، وأن ما لم تعرفوا أذكر اسم الله عليه عند ذبحه يصح أكله إذا كان الذابح ممن يصح أكل ذبيحته حملا لحال المسلم على الصلاح.

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ٤٣٢ – ٤٣٤ : قد اكتظت الأسواق اليوم باللحوم المستوردة من البلاد الأجنبية، من إنكلترا، ومن الولايات المتحدة، ومن هولندا، وأستراليا، والبرازيل. ... ... وحينئذ فلا تحل ذبيحتهم حتى يثبت أنه قد

Scanned by CamScanner

توفر فيها الشروط الشرعية. فاللحوم التي تباع في أسواق البلاد الغربية، والتي تستورد إلى البلاد الإسلامية، وجوه المنع فيها كثيرة: لا سبيل إلى معرفة ديانة ذابحه، فإن تلك البلاد يوجد فيها وثنيون، ومجوسيون، ودهريون وماديون بكثرة، فلا يحصل اليقين بكون الذابح من أهل الكتاب.

ولو ثبت بالتحقيق، أو بحكم غلبة السكان أن ذابحه نصراني، فلا يعرف هل هو نصراني في الواقع، أو هو مادي في عقيدته، وقد سبق أن ذكرنا أن العدد الكثير منهم لا يعتقد بوجود خالق لهذا الكون، فليس هو نصرانيا في الواقع.

ولو ثبت بالتحقيق، أو على سبيل الحكم بالظاهر أنه نصراني، فإن المعروف من النصارى أنهم لا يلتزمون بالطرق المشروعة للذكاة، بل منهم من يهلك الدابة بالخنق، ومنهم من يقتله بغير فري الأوداج، ومنهم من يستعمل الطرق المشتبهة للتدويخ التي فصلناها.

الثابت يقينا أن النصارى لا يذكرون اسم الله عند الذبح، والقول الراجح المنصور عند جمهور أهل العلم أن التسمية شرط لحل ذبائح أهل الكتاب أيضا.

وعند وجود هذه الوجوه القوية للمنع، لا يجوز لمسلم أن يأكل هذه اللحوم التي تباع في أسواق البلاد الغربية، حتى يتيقن في لحم معين أنه حصل عن طريق الذكاة الشرعية, وقد ثبت بحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن الأصل في لحوم الحيوان المنع حتى يثبت خلافه -

শিয়াদের বন্দর থেকে ক্রয়কৃত গোশতের হুকুম

প্রশ্ন : শিয়া ইরানি বন্দরে ক্রয়কৃত গোশত নাবিকদের জন্য হালাল হবে কি না?

উত্তর : ইরানিরা শিয়াপন্থী হলেও ঢালাওভাবে সবাই কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই নাবিকদের বিকল্প খাদ্যের ব্যবস্থা না থাকলে ইরানের বন্দর থেকে ক্রয়কৃত গোশত খাওয়া অবৈধ হবে না। (১৬/৩৯৫)

Scanned by CamScanner

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤ /٣٨١ : الرافضى إن كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر وإن كان يفضل عليا رضي الله عنه على أبى بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه لا يكون كافرا ولكنه مبتدع.

📖 عزیزالفتاوی (دارالاشاعت) ص٦٦٥ : اور ایک فرقہ جو محض تفضیلیہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلفائے ثلاثہ سے افضل جانتا ہے مگر کسی کو برا نہیں سمجھتا اور سب شیخین نہیں کرتا ان کا ذبیحہ حلال ہے اور مسلمان ہے اگرچہ سنی نہیں ہے۔

অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে আমদানীকৃত গোশতজাত খাদ্যদ্রব্যের হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশে বিভিন্ন খাদ্য আমদানি হয়, যাতে মুরগির গোশত থাকে। এ খাদ্য কাফেরদের দেশ থেকে আমদানি হলে তা খাওয়া যাবে কি না? এ বিষয়ে শরীয়তের হুকুম কী? যেমন–নেসলে ম্যাগি স্যুপ। এতে খাদ্য উপাদান হিসেবে চিকেন মিট ও চিকেন ফ্যাট উল্লেখ আছে। এ খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানি হয় এবং বাংলাদেশে প্যাকেটজাত হয় এবং নেসলে বহুজাতিক কোম্পানি প্রধানত সুইজারল্যান্ডের মালিকানাধীন কোম্পানি। অনুরূপ থাইল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত চিপসে মুরগির গোশত থাকে, এগুলো খাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে অমুসলিমদের জবাইকৃত জন্তু এবং হারাম পশুর গোশত বা চর্বিমিশ্রিত খাদ্য হালাল নয়। প্রশ্নে বর্ণিত কাফেরদের দেশ থেকে আমদানীকৃত মুরগির গোশত বা গোশত দিয়ে তৈরি খাদ্যের ব্যাপারে যদি নিশ্চিত বা প্রবল ধারণা হয় যে, ইহা শরয়ী নিয়মানুযায়ী জবাইকৃত হালাল জানোয়ারের গোশত দিয়ে তৈরি হয়েছে তবে তা খাওয়া জায়েয হবে। পক্ষান্তরে সন্দিহান হলে তার জন্য এ ধরনের খাদ্য থেকে বেঁচে থাকা উচিত। আর উক্ত হালাল জানোয়ারগুলো শরয়ী নিয়মবহির্ভূত জবাই করা হয়েছে বলে নিশ্চিত জানা থাকলে তা খাওয়া জায়েয হবে না। (১০/৫৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ١٠٥ : وأورد عليه في البحر المباح بناء على ما هو المنظور من أن الأصل في الأشياء التوقف، إلا أن الفقهاء كثيرا ما يلهجون بأن الأصل الإباحة فالتعريف بناء عليه.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٠٥ : أقول: وصرح في التحرير بأن المختار أن الأصل الإباحة عند الجمهور من الحنفية والشافعية اهوتبعه تلميذه العلامة قاسم، وجرى عليه في الهداية من فصل الحداد، وفي الخانية من أوائل الحظر والإباحة. وقال في شرح التحرير: وهو قول

Scanned by CamScanner

معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر الحنفية لا سيما العراقيين. قالوا: وإليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله: خفت أن يكون آثما؛ لأن أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما إلا بالنهي عنهما، فجعل الإباحة أصلا والحرمة بعارض النهي. اهـ

ونقل أيضا أنه قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي للشيخ أكمل الدين في شرح أصول البزدوي، وبه علم أن قول الشارح في باب استيلاء الكفار أن الإباحة رأي المعتزلة فيه نظر، فتدبر (قوله: فالتعريف بناء عليه) أي على أن الأصل الإباحة.

أقول: هذا الجواب نافع فيما سكت عنه الشارع، وبقي على الإباحة الأصلية، أما ما نص على إباحته أو فعله - عليه الصلاة والسلام - فلا ينفع، وقد نص في التحرير على أن المباح يطلق على متعلق الإباحة الأصلية كما يطلق على متعلق الإباحة الشرعية.

فالأحسن في الجواب أن يقال: المراد بقوله في التعريف ما ثبت ثبوت طلبه لا ثبوت شرعيته، والمباح غير مطلوب الفعل، وأنما هو مخير فيه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣١٣ : يجب أن يعلم بأن العمل بغالب الرأي جائز في باب الديانات، وفي باب المعاملات، وكذلك العمل بغالب الرأي في الدماء جائز، كذا في المحيط.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۶/ ۴۵۱ :سوال- بلاد عرب میں نیوزی لینڈ، آسٹریلیاوغیرہ یورپی ممالک سے بند ڈبوں میں مرغی اور دیگر جانوروں کا گوشت آتا ہے اوران ڈبوں پر یہ تحریر ہوتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو کیاایسے گوشت کا استعمال کرنا جائز ہے؟

الجواب-ایسے گوشت کے بارے میں اگر غالب گمان یہ ہو کہ اس کے ذابحین مسلمان ہیں اور انہوں نے اسلامی طریقہ سے ذبح کیا ہے تو فتوی کی روسے اس کا استعمال کرنا مرخص ہے مگر تقوی کی روسے اس سلسلہ میں عصر حاضر کی دیگر بے احتیاطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے استعمال سے پرہیز ہی کرنا چاہئے۔

📖 حبیب الفتاوی (مکتبۃ الحبیب) ص ۲۳۵ : ضابطۂ فقہیہ مشہور ہے الیقین لا یزول بالشك کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا، لہذا جب قرائن کے ذریعہ یہ معلوم ہو جائے کہ گوشت حلال ہے اور اسلامی طریقہ سے اسے ذبح کیا جاتا ہے تو اسے محض کسی کی بلا تحقیق خبر کی بنیاد پر حرام قرار نہیں دیا جاسکتا ہے الا یہ کہ قرائن قویہ و تحقیقی خبر کے ذریعے

Scanned by CamScanner

اس کا غیر اسلامی طریقہ سے ذبح کرنا ثابت ہو جائے، ڈبہ پر جب المذبوح بطریقۃ الاسلامیہ لکھا ہوتا ہے پھر اس کے مذبوح شرعی ہونے میں کیا کلام ہے؟ البتہ اگر احتیاط کریں اور استعمال نہ کریں تو یہ آپ کا تقوی ہوگا اور اولی یہی ہے، ورنہ از روئے فتوی وہ حلال ہے استعمال جائز ہے۔

দেশি মুরগি جلالہ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দেশে যে সমস্ত দেশি মুরগি পাওয়া যায় সেগুলো الجلالة-এর হুকুমে হবে কি না? এবং তিন দিন না বেঁধে রেখে উপস্থিত ক্রয় করে জবাই করে খেয়ে ফেললে তাকওয়ার পরিপন্থী হবে কি না?

উত্তর : দেশি মুরগি الجلالة -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, জবাইয়ের পূর্বে তিন দিন বেঁধে রাখতে পারলে ভালো, এর বিপরীত করা তাকওয়া পরিপন্থী হবে না। (১১/৬৪৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٤ : ولا يكره أكل الدجاج المحلي وإن كان يتناول النجاسة؛ لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة بل يخلطها بغيرها وهو الحب فيأكل ذا وذا، والأفضل أن تحبس الدجاج حتى يذهب ما في بطنها من النجاسة لما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام ثم يأكله» وذلك على طريق التنزه.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٤ : الجلالة التي تأكل العذرة ولا تاكل غيرها.

Scanned by CamScanner

كتاب الأضحية

অধ্যায় : কোরবানী

باب وجوب الأضحية

পরিচ্ছেদ : কোরবানী ওয়াজিব হওয়ার বিধান

টাকার হিসাবে কোরবানী ওয়াজিব হওয়ার নিসাব

প্রশ্ন : বর্তমানে কত টাকা থাকলে কোরবানী ওয়াজিব?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাব খরচ ও ঋণ বাদ দিয়ে কোরবানীর দিনগুলোতে সাড়ে ৫২ তোলা খাঁটি রুপা বা তার সমপরিমাণ বাজার মূল্যের নগদ টাকা বা যেকোনো পণ্যের মালিক হয় তবে তার ওপর কোরবানী ওয়াজিব। (১২/৪৪২/৩৯৯১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٦٤ : واما شرائط الوجوب : ومنها الغنى لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من وجد سعة فليضح» شرط - عليه الصلاة والسلام - السعة وهي الغنى ولأنا أوجبناها بمطلق المال ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله فيؤدي إلى الحرج فلا بد من اعتبار الغنى وهو أن يكون في ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شيء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه وهو نصاب صدقة الفطر، وقد ذكرناه وما يتصل به من المسائل في صدقة الفطر. ولو كان عليه دين بحيث لو صرف إليه بعض نصابه لا ينقص نصابه لا تجب لأن الدين يمنع وجوب الزكاة فلأن يمنع وجوب الأضحية أولى؛ لأن الزكاة فرض والأضحية واجبة والفرض فوق الواجب.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٢٩٢ : (وأما) (شرائط الوجوب) : منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزكاة،... ... والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شيء يبلغ ذلك سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لا يستغني عنها-

Scanned by CamScanner

কতটুকু সম্পদের মালিক হলে কোরবানী ওয়াজিব হয়

প্রশ্ন : কতটুকু সম্পদের মালিক হলে কোরবানী ওয়াজিব হয়?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি কোরবানীর দিনগুলোতে নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু ও ঋণ ব্যতীত কমপক্ষে সাড়ে ৫২ তোলা রুপা বা তার মূল্যের নগদ টাকা বা মালের মালিক হলে তার ওপর কোরবানী করা ওয়াজিব। (১৯/৩৯৬/৮২৪০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٦٤ : وأما شرائط الوجوب : ومنها الغنى لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من وجد سعة فليضح» شرط - عليه الصلاة والسلام - السعة وهي الغنى ولأنا أوجبناها بمطلق المال ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله فيؤدي إلى الحرج فلا بد من اعتبار الغنى وهو أن يكون في ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شيء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه وهو نصاب صدقة الفطر.

📖 ملتقى الأبحر (دار الكتب العلمية) ص ٣٣٤ : هي واجبة على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية وإن لم يكن ناميا وبه تحرم الصدقة وتجب الأضحية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣١٢ : بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية.

নাবালেগের ওপর কোরবানী ওয়াজিব নয়

প্রশ্ন : আমার নাবালেগ ছেলে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক। তার ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে কি না? যদি ওয়াজিব হয় তাহলে তা সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়ার দায়িত্ব কার?

উত্তর : ফিকাহবিদদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী কোরবানী ওয়াজিব হওয়ার অন্যান্য শর্তের সাথে বালেগ হওয়াও শর্ত। তাই নাবালেগ ছেলে নিসাবের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে না। (৯/৭৯৬/২৮৭৫)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٦٤ : ومن المتأخرين من قال لا خلاف بينهم في الأضحية أنها لا تجب في مالهما؛ لأن القربة في الأضحية هي إراقة الدم وأنها إتلاف ولا سبيل إلى إتلاف مال الصغير، والتصدق باللحم تطوع ولا يجوز ذلك في مال الصغير، والصغير في العادة لا يقدر على أن يأكل جميع اللحم ولا يجوز بيعه ولا سبيل للوجوب رأسا والصحيح أنه على الاختلاف، وتجب الأضحية عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ولا يتصدق باللحم لما قلنا لكن يأكل منها الصغير ويدخر له قدر حاجته ويبتاع بالباقي ما ينتفع بعينه كابتياع البالغ بجلد الأضحية ما ينتفع بعينه.

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ٤/ ٣٥٦ : وقيل لا تجوز التضحية من مال الصغير، في قولهم جميعا، لأن هذه القربة تتأدى بالإراقة والصدقة بعدها تطوع، ولا يجوز ذلك من مال الصغير -

📖 اللباب (المكتبة العلمية) ٣/ ٢٣٣ : قال في شرح الزاهدي: ويروى عنه أنه لا يجب عن ولده، وهو ظاهر الرواية، ومثله في الهداية. وقال الإسبيجاني: وهو الأظهر، وإن كان للصغير مال اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة، والأصح أنه لا يجب، وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي، وجعله صدر الشهيد ظاهر الرواية.

সফররত অবস্থায় বাড়িতে কোরবানী করলে ওয়াজিব আদায় হবে

প্রশ্ন : আমার ওপর কোরবানী ওয়াজিব। আমি কোরবানীর জন্য একটি খাসি ঈদের দুই দিন পূর্বে ক্রয় করে বাড়িতে বলে গিয়েছিলাম যেন ঈদের দিন কোরবানী করা হয়। কিন্তু ঈদের দিন কোরবানী করতে পারেনি। পরের দিন কোরবানী করা হয়েছে। তখন আমি সফরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। প্রশ্ন হলো, মুসাফির অবস্থায় যেহেতু কোরবানী ওয়াজিব নয়, কাজেই এ অবস্থায় আমার ওয়াজিব কোরবানী আদায় হবে কি না?

উত্তর : সফরে থাকা অবস্থায় কোরবানী ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও কোরবানী করার পর কোরবানীর দিন, অর্থাৎ ১২ই জিলহজ সূর্যাস্তের পূর্বে মুকীম হলে দ্বিতীয়বার কোরবানী করা ওয়াজিব নয়। পূর্বেকৃত ওয়াজিব আদায়ের বেলায় যথেষ্ট হয়ে যাবে। (৮/৬০১/২২৬৯)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣١٢ : (قوله والإقامة) فالمسافر لا تجب عليه وإن تطوع بها أجزأته عنها-

যৌথ পরিবারে কার পক্ষ থেকে কোরবানী করবে?

প্রশ্ন : যৌথ পরিবারের সন্তানদের পিতা বিদেশে পাঠায়, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে রোজগারের ব্যবস্থা করে দেয়। সন্তান অর্থ উপার্জন করে পিতাকে দেয়। তবে স্পষ্টভাবে পিতাকে মালিক বানায় না, এগুলোর মালিক পিতা–এই হিসেবে দেওয়া-বোঝাও যায় না। বরং পিতার উপস্থিতিতে সংসার এমনিতেই পিতার, বিভিন্ন কাজকর্মে খরচ করার জন্য দিয়ে থাকে। এমন পরিবারে টাকাগুলোর মালিক কে হবে? এমতাবস্থায় কোরবানীর হুকুম কী হবে? জনৈক আলেমকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ টাকার মালিক পিতা, কোরবানী শুধু পিতার ওপর ওয়াজিব হবে। তিনি বলেন, এ মাসআলাটি ইমদাদুল মুফতীন নামক কিতাবে রয়েছে। পক্ষান্তরে আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব ঈদের পূর্বের জুমু'আয় বলেন যে যৌথ পরিবারের সন্তানরা আয় করলে তা যদি নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে শুধু পিতার কোরবানী যথেষ্ট হবে না, বরং তাদেরও কোরবানী করতে হবে। সঠিক কোনটি?

উত্তর : পিতা যদি সন্তানদের ব্যবসা, চাকরি কর্মসংস্থানের নিজেই ব্যবস্থা করে দেন, পিতার অর্থ ও ব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে সন্তানরা উপার্জন করে টাকা পিতার হাতে সোপর্দ করে এবং পরিবারের যাবতীয় পরিচালনা যৌথভাবে হয়ে থাকে সে অবস্থায় সন্তানদের উপার্জিত টাকা পিতার বলে গণ্য হবে, এ কারণে কোরবানী শুধু পিতার ওপরে ওয়াজিব হবে। তবে এমতাবস্থায়ও যদি সন্তানদের ব্যক্তিমালিকানায় কোনো সম্পদ বা অর্থ এ পরিমাণ থাকে, যা কোরবানীর নিসাব পর্যন্ত পৌঁছায়, তাহলে পিতার পাশাপাশি সন্তানদের ওপরও কোরবানী ওয়াজিব হবে।
সুতরাং উপরোক্ত মাসআলা মোতাবেক উল্লিখিত ইমদাদুল মুফতীন ও ইমাম সাহেবের মাসআলার মধ্যে কোনো বিরোধ থাকল না। (১৭/২৮৪/৭০৩৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٢٥ : مطلب: اجتمعا في دار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسوية [تنبيه] يؤخذ من هذا ما أفتى به في الخيرية في زوج امرأة وابنها اجتمعا في دار واحدة وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولا يعلم التفاوت ولا التساوي ولا التمييز.فأجاب بأنه بينهما سوية، وكذا لو اجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم

Scanned by CamScanner

سوية، ولو اختلفوا في العمل والرأي اهوقدمنا أن هذا ليس شركة مفاوضة ما لم يصرحا بلفظها أو بمقتضياتها مع استيفاء شروطها، ثم هذا في غير الابن مع أبيه؛ لما في القنية الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله لكونه معينا له ألا ترى لو غرس شجرة تكون للأب ثم ذكر خلافا في المرأة مع زوجها إذا اجتمع بعملهما أموال كثيرة، فقيل هي للزوج وتكون المرأة معينة له، إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لها۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۶۸۱ : سوال- باپ نے لڑکوں کو تجارت کیلئے روپیہ دیا اس تجارت کے نفع میں باپ شریک ہے یا نہیں؟

جواب- والد نے جو مال اپنے لڑکوں کو دیا تھا اگر صراحۃً ان کی ملک کر دیا تھا یا اس کے قرائن موجود تھے کہ بطور تملیک دیا ہے تب تو وہ مال ان لڑکوں کی ملک ہے اور اس کا نفع بھی انہیں کی ملک ہے اس راس المال جو واپس لیا گیا ہے وہ بھی ان کا تبرع تھا باپ کو بحیثیت شرکت ان سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں ہو سکتا، البتہ باعتبار اولاد ہونے کے ان کے ذمہ واجب ہے اگر والدین محتاج ہوں تو ان کے خرچ کا تکفل کریں اور اس حیثیت سے والدین کو بھی بوقت حاجت جبر کرنے کا حق حاصل ہے اگر بطور تملیک نہیں دیا گیا تھا تو پھر دو صورتیں ہیں یا تو کام کاج اصل میں خود باپ نے کیا اور لڑکے اس کے ساتھ اعانت کرنے پر رہے، نیز لڑکوں کا خرچ اسی کے ساتھ شریک ہے اور یا باپ نے صرف مال دیدیا اور لڑکوں نے اپنی تجارت کر کے نفع حاصل کیا اور لڑکے خورد و نوش میں والد کی کفالت میں نہیں تھے، پہلی صورت میں کل مال والد کا ہے اصل بھی اور نفع بھی اور دوسری صورت شرکت فاسدہ کی ایک قسم ہے جس کا شرعاً حکم یہ ہے کہ اصل مال اور اس کا کل نفع والد کا ہے اور لڑکوں کا حق المحنت بازار اور عرف و رواج کے مطابق دینا واجب ہوگا۔

নিসাব পরিমাণ অর্থ না থাকলে কোরবানী ওয়াজিব নয়

প্রশ্ন : আমরা একান্নভুক্ত পরিবার। একজন চাকরি করে। সংসারের অবস্থা খুব নাজুক। বেতনের আয় দ্বারা কোনো রকম মাস খরচ চলে, আবার কোনো মাসে ঋণও হয়ে যায়। জায়গাজমি অনেক কম। এদিকে জমি বন্ধক দেওয়ার কারণে প্রায় ২০ হাজার

Scanned by CamScanner

টাকার ঋণও আছে, যা না দেওয়া পর্যন্ত জমি ফেরত পাওয়া যাবে না। আমাদের ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে কি না?

ঈদের দিন যদি চাকরিজীবীর হাতে বেতন-বোনাসসহ ১৫-২০ হাজার টাকা থাকে তার ওপর কি কোরবানী ওয়াজিব হবে?

উত্তর : যার নিকট নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস ব্যতীত সাড়ে ৫২ তোলা রুপা কিংবা তার সমমূল্যের জিনিস বা নগদ টাকা থাকে এবং সে এ পরিমাণ ঋণীও না হয় যে ঋণ পরিশোধ করলে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থেকে কমে যাবে, তার ওপর কোরবানী করা ওয়াজিব। প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ শরীয়তের দৃষ্টিতে গরিব হিসেবে গণ্য বিধায় তাদের ওপর কোরবানী করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়। (১৪/৫৬৯/৫৭৩১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٦٤ : واما شرائط الوجوب : ومنها الغنى لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من وجد سعة فليضح» شرط - عليه الصلاة والسلام - السعة وهي الغنى ولأنا أوجبناها بمطلق المال ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله فيؤدي إلى الحرج فلا بد من اعتبار الغنى وهو أن يكون في ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شيء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه وهو نصاب صدقة الفطر، وقد ذكرناه وما يتصل به من المسائل في صدقة الفطر.ولو كان عليه دين بحيث لو صرف إليه بعض نصابه لا ينقص نصابه لا تجب لأن الدين يمنع وجوب الزكاة فلأن يمنع وجوب الأضحية أولى؛ لأن الزكاة فرض والأضحية واجبة والفرض فوق الواجب.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٢٩٢ : ولو كان عليه دين بحيث لو صرف فيه نقص نصابه لا تجب، وكذا لو كان له مال غائب لا يصل إليه في أيامه، ولا يشترط أن يكون غنيا في جميع الوقت حتى لو كان فقيرا في أول الوقت، ثم أيسر في آخره تجب عليه -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۴۹۷ : سوال- عمرو اپنے والد کے ساتھ کار وبار میں شریک ہے کھانا پینا وغیرہ سب ایک ساتھ ہے شرعاً عمرو پر صدقۂ فطر قربانی اور حج فرض ہے یا نہیں؟

جواب- اگر عمرو کا کاروبار میں مستقل حصہ نہیں اور الگ بھی اس کے پاس بقدر نصاب مال نہیں تو اس پر کچھ بھی فرض نہیں۔

Scanned by CamScanner

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٧٩٦ : جواب- جو شخص مالک نصاب ہو یعنی ساڑھے باون روپیہ نقد یا اس قدر روپیہ کا سامان جو حاجات اصلیہ سے زائد ہو تو اس کا مالک ہو تو اس پر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اور اس قدر سامان یا نقد نہ ہو تو ضروری نہیں اور جو شخص مقروض ہو اس کو قرض ادا کرنے کی فکر کرنی چاہئے، قربانی نہ کرے۔

পিতা সম্পদশালী হলে সন্তানের ওপর কোরবানী ওয়াজিব হয় না

প্রশ্ন : এক পরিবারে তিনজন চাকরি করে। তাদের টাকা তাদের ভরণপোষণেই লেগে যায়। তবে তাদের অনেক জমি আছে। কিন্তু তা তাদের পিতার নামে। পিতার অতিরিক্ত কোনো আয় নেই। প্রশ্ন হলো, ছেলেদের ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে একান্নভুক্ত পরিবারে যেসব জায়গা বাপের মালিকানাধীন তা ছেলেদের বলা ঠিক নয়, পিতাই একক মালিক বলে বিবেচিত। সুতরাং পিতার নামে সম্পদ থাকলে ছেলেদের ওপর কোরবানী ওয়াজিব হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক ছেলে সাড়ে ৫২ তোলা খাঁটি রুপার মূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ বা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বাদ দিয়ে কোরবানীর দিনে ওই পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে না তাদের ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে না। তবে বাপের সম্পদ যদি সংসারের বার্ষিক খরচাদি বাদ দিয়ে অতিরিক্ত থাকে, যার মূল্য সাড়ে ৫২ তোলা খাঁটি রুপার বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী সমপরিমাণ হয় তাহলে বাপের ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে, অন্যথায় নয়।

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٢٩٢ : (وأما) (شرائط الوجوب) : منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزكاة،... ... والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم أو عشرون دينارا أو شيء يبلغ ذلك سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لا يستغني عنها-

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٦٤ : ولا يجب على الرجل أن يضحي عن عبده ولا عن ولده الكبير وفي وجوبها عليه من ماله لولده الصغير روايتان-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۵۰۶ : سوال- قربانی واجب ہونے میں زمین کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا پیداوار کا اگر قیمت کا اعتبار ہے تو غیر زرعی زمین کی قیمت بھی لگائی جائیگی یا نہیں؟

Scanned by CamScanner

الجواب- اگر مقدار معاش سے زائد زرعی وغیر زرعی زمین کی قیمت اور پیداوار کا مجموعہ یا کوئی ایک بقدر نصاب ہو تو قربانی واجب ہوگی۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۱۷۹ : ایک شخص کے چار لڑکے ہیں باپ کے ہمراہ کماتے ہیں اور خوب کماتے ہیں گھر میں بھی بفضل خدا سب کچھ ہے حویلیاں، جائیداد زمین زر ومال بیویاں بچے وغیرہ اور سب مشترک رہتے ہیں ایک جگہ کھانا پینا اور دیگر اخراجات ہیں باپ نے بیٹوں کو حسب مرضی خرچ کرنے کا اختیار دے رکھا ہے کیا اس شخص پر قربانی ایک واجب ہے یا زیادہ؟ اگر ایک کرے تو باپ ہی کی طرف سے ہوگی یا سال بسال نام بنام نمبر چلے گا؟

جواب-اس صورت میں اگر سب مالک کے نصاب ہیں تو ہر ایک پر قربانی واجب ہے ایک باپ کی طرف سے اور چار لڑکوں کی طرف سے یعنی پانچ قربانیاں تو یہ ہوئیں اور اگر بیویاں بھی مالک نصاب ہوں تو ان کی قربانیاں الگ الگ ہوں گی۔

সন্তানদের চাষাবাদের জন্য জমি দিয়ে দিলে পিতার ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে কি না

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির নিকট কিছু জমি আছে। সে তার দুই সন্তানের মাঝে জমিগুলো চাষাবাদের জন্য বণ্টন করে দিয়েছে। ছেলেরা উক্ত জমি চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং পিতার প্রয়োজনীয় আসবাব ছেলেরাই বহন করে।
উল্লেখ্য, উক্ত জমিগুলো ছেলেদের রেজিস্ট্রি করে দেয়নি। বরং ওই জমিগুলো এখনো পিতার নামেই আছে। এমতাবস্থায় পিতার ওপর কোরবানী ওয়াজিব, না ছেলেদের ওপর?

উত্তর : ছেলেদের চাষাবাদ করার জন্য দেওয়া জমি পিতার মালিকানা হতে বের হয়নি। বরং জমির মালিক পিতাই থাকবে বিধায় ওই জমি পিতার সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত হওয়া অবস্থায় তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হলেও পিতার ওপর কোরবানী ফিতরা ওয়াজিব হবে না। এমতাবস্থায় অন্য কারণ ছাড়া শুধুমাত্র জমির কারণে ছেলেদের ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে না। (১৪/৮১৫/৫৭৫৫)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤/٣٠٩ : قال أبو حنيفة رح: الموسر الذى له مائتا درهم أو عرض يساوى مائتى درهم سوى المسكن والخادم والثياب التى يلبس ومتاع البيت الذى يحتاج إليه، وهذا إذا بقى له إلى أن يذبح الأضحية۔

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۵۰۶ : سوال- قربانی واجب ہونے میں زمین کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا پیداوار کا اگر قیمت کا اعتبار ہے تو غیر زرعی زمین کی قیمت بھی لگائی جائیگی یا نہیں؟

الجواب- اگر مقدار معاش سے زائد زرعی وغیر زرعی زمین کی قیمت اور پیداوار کا مجموعہ یا کوئی ایک بقدر نصاب ہو تو قربانی واجب ہوگی۔

যৌথ পরিবারে কার নামে কোরবানী করবে

প্রশ্ন : আমরা দুই ভাই। ছোট ভাই বিদেশে থাকে। আমি ও আম্মা বাড়িতে থাকি। আমি কোরবানীর জন্য একটি গরুর মধ্যে একটি অংশ ক্রয় করি। আমরা সকলেই একই পরিবারভুক্ত। প্রশ্ন হলো, এ কোরবানী কার নামে করব?

উত্তর : একই পরিবারের প্রত্যেকে নিসাবের মালিক হলে প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কোরবানী ওয়াজিব। একজনের নামে করার দ্বারা বাকিদের কোরবানী আদায় হবে না। (১১/৯১/৩৪৭৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعید) ٦ /٣١٥ : (على حر مسلم مقيم) بمصر أو قرية أو بادية عيني، فلا تجب على حاج مسافر؛ فأما أهل مكة فتلزمهم وإن حجوا، وقيل لا تلزم المحرم سراج (موسر) يسار الفطرة (عن نفسه لا عن طفله) على الظاهر، بخلاف الفطرة -

একটি জন্তু হারিয়ে আরেকটি ক্রয় করার পর পূর্বেরটি পাওয়া গেলে গরিব কোনটি কোরবানী করবে?

প্রশ্ন : যদি কোনো গরিব ব্যক্তি কোনো জন্তু কোরবানীর নিয়্যাতে ক্রয় করে। অতঃপর তা হারিয়ে যায়। এরপর উক্ত ব্যক্তি অন্য একটি জন্তু এই নিয়্যাতে ক্রয় করে যে প্রথমটি পাওয়া গেলে দ্বিতীয়টি কোরবানী দেব না। এমতাবস্থায় যদি প্রথমটি পাওয়া যায় তাহলে প্রথমটি করলেই যথেষ্ট হবে, নাকি দুটি দিতে হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত গরিব ব্যক্তি প্রথম জন্তুটি হারিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়টি ক্রয় করার সময় কোরবানীর নিয়্যাত না করে থাকলে দ্বিতীয়টির কোরবানী ওয়াজিব হবে না। আর যদি দ্বিতীয়টিও কোরবানীর নিয়্যাতে খরিদ করে তাহলে দুটিই কোরবানী দিতে হবে। (১৪/৭৩০/৫৭৭৪)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦٢/٥ : وأما الذي يجب على الفقير دون الغني فالمشتري للأضحية إذا كان المشتري فقيرا بأن اشترى فقير شاة ينوي أن يضحي بها-

📖 فيه أيضا ٦٦/٥ : بخلاف المتنفل بالأضحية إذا ضحى بالثانية أنه يلزمه التضحية بالأولى أيضا؛ لأنه لما اشتراها للأضحية فقد وجب عليه التضحية بالأولى أيضا بعينها فلا يسقط بالثانية -

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٢٩٢/٦ : نوى الفقير أن يشترى أضحية لا يلزم شئ، وذكر القاضى : ضل مشترى الفقير لها فاشترى أخرى وذبح ثم وجد الأولى ينظر إن كان قال عند شراء أخرى إن كانت ضلت الأولى فهذا اخر لا يلزمه ذبحها وإن كان قال فهذا بدلها ذبح الثانية أيضا؛ لأنها صارت بدلا عن الأولى -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢٩٢/٥ : أو اشترى شاة ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك أن يضحي بها لا تجب عليه سواء كان غنيا أو فقيرا-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۳۰۲ : الجواب-اگر زید مالدار ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے تو ایسی صورت میں اس پر ایک کی قربانی واجب ہے اگر وہ غریب ہے تو اس پر دونوں کی قربانی واجب ہو گی ہاں اگر اس نے دوسرا جانور خریدتے وقت یہ نیت کی ہے کہ پہلا جانور جو گم ہو گیا اس کی جگہ پر خریدتا ہوں تو اس پر ایک ہی کی قربانی واجب ہو گی۔

বন্ধকের বিনিময়ে দেওয়া টাকার ওপর কোরবানীর হুকুম

প্রশ্ন : বন্ধকের বিনিময়ে অন্যকে দেওয়া টাকা নিসাব পরিমাণ হলে ওই টাকার ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : বর্ণিত মাসআলায় উক্ত টাকার মালিকের ওপর কোরবানী ওয়াজিব। তবে সেই টাকা ছাড়া যদি তার কাছে এমন কোনো টাকা না থাকে, যার দ্বারা সে কোরবানী করবে অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত এমন কোনো জিনিস না থাকে, যা বিক্রি করে কোরবানী করবে, তাহলে তার ওপর কোরবানী করা ওয়াজিব নয়। (১৩/৫৩১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣١٢/٦ : له مال كثير غائب في يد مضاربه أو شريكه ومعه من الحجرين أو متاع البيت ما يضحي به تلزم-

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٦/٢٨٧ : له دين حال على مقر مليء وليس عنده ما يشتريها به لا يلزمه الاستقراض ولا قيمة الأضحية إذا وصل الدين إليه-

স্ত্রী স্বর্ণ ও জমির মালিক, কোরবানী ওয়াজিব হবে কি না

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর তিন বিঘার মতো জমি এবং তিন ভরির মতো সোনা আছে, নগদ টাকা নেই। জমির সমস্ত ফসল সংসারে ইজমালিভাবে খাওয়া হয়। আলাদাভাবে ফসল রাখা হয় না বা বিক্রয় করে টাকা আলাদাভাবে হাতে রাখে না। তার ওপর কোরবানী ওয়াজিব কি না?

উত্তর : স্বামী যদি নিজ দায়িত্বে স্ত্রীর ভরণপোষণের হক আদায় করে, এমতাবস্থায় স্ত্রীর মালিকানাধীন জমি ও স্বর্ণের একত্র মূল্য যদি সাড়ে ৫২ তোলা রুপার সমমূল্য হয়, তার ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে, নচেৎ নয়। (২/১৬১/৩৯০)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ٨٥ : وإن كان له عقار ومستغلات ملك اختلف فيه: المتأخرون من مشايخنا في اعتبار الدخل أوقيمة العقار مائتي درهم، فالزعفراني والفقيه علي الرازي اعتبرا قيمتها، وأبو علي دقاق وغيره اعتبروا الدخل، واختلفوا فيما بينهم، قال أبو علي الدقاق: إن كان يفضل من ذلك قوت سنة فعليه الأضحية، ومنهم قال قوت شهر فمتى فضل من ذلك قدر مائتي درهم فصاعداً فعليه الأضحية.

ومنهم قال: إن كان غلتها تكفيه ويكفي عياله فهو موسر وإن كان لا تكفيه ولا تكفي عياله فهو معسر-

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٦/٢٨٧ : المرأة بالمهر المعجل موسرة لو الزوج مليا وبالمؤجل لا، ... ... لها دار تبلغ نصابا تسكنها مع الزوج إذا قدر زوجها على الإسكان تلزمها والا لا-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/١٧٤ : وفي الخانية : الموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم، أو عشرون دينارا أو ما بلغ ذلك سوى سكنه ومتاعه ومركبه وخادمه الذي في حاجته، وفي الأصل ولو جاء يوم الأضحية ولا مال ثم استفاد مائتي درهم ولا دين عليه فعليه

Scanned by CamScanner

الأضحية ولو كان له عقار ملك قيمة العقار مائتا درهم والزعفراني والفقيه على الرازي اعتبرا القيمة وأوجبا الأضحية... ... والمرأة تعتبر موسرة بالمهر إذ الزوج مليا عندهما، وعند الإمام لا تعتبر ملية بذلك -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣١٢ : والمرأة موسرة بالمعجل لو الزوج مليا وبالمؤجل لا، وبدار تسكنها مع الزوج إن قدر على الإسكان.

নিসাবের সমমূল্যের জমির মালিকের ওপর কোরবানী ওয়াজিব কি না?

প্রশ্ন : কোরবানীর দিনে যদি কারো নিকট নিসাব পরিমাণ টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-রুপা ইত্যাদি না থাকে, কিন্তু তার ভিটাবাড়ি বাদে প্রয়োজনীয় এমন জমি আছে, যার ফসল দিয়ে সারা বছর পরিবারবর্গের খোরপোষ চলে না বা উৎপাদিত ফসলের মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় না। কিন্তু যদি উক্ত জমির মূল্য ধরা হয় তাহলে তার মূল্য নিসাব অতিক্রম হয়ে যায়, এমতাবস্থায় তার ওপর ফেতরা ও কোরবানী ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : আবাদকৃত জমির ফসল দ্বারা পরিবারবর্গের এক বছরের যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর পর যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত না থাকে তাহলে ফেতরা ও কোরবানী ওয়াজিব হয় না, জমির মূল্য নিসাব পরিমাণ হোক বা না হোক। সুতরাং প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির ওপর ফেতরা ও কোরবানী ওয়াজিব হবে না। (২/২৩৯/৩৪৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٢/٧٩ : (ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية) كدينه وحوائج عياله (وإن لم يتم) كما مر (وبه) أي بهذا النصاب (تحرم الصدقة) كما مر، وتجب الأضحية -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/٣٤٨ : سئل محمد عمن له أرض يزرعها أو حانوت يستغلها أو دار غلتها ثلاث آلاف ولا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة؟ يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفا وعليه الفتوى -

Scanned by CamScanner

কোনো দেশে কোরবানী নিষিদ্ধ হলে করণীয়

প্রশ্ন : যেসব দেশে সরকারিভাবে কোরবানী করা নিষিদ্ধ, অথবা কোরবানীর জন্তু পাওয়া যায় না তারা কী করবে? কোরবানীর টাকা সদকা করবে, না অন্য দেশে কোরবানী করবে?

উত্তর : যেসব দেশে কোরবানী করা নিষেধ তারা পার্শ্ববর্তী কোনো দেশে কোরবানীর ব্যবস্থা করবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে ১২ জিলহজের পর একটি বকরির মূল্য সদকা করে দেবে। (১৯/৭৪৪/৮৪২১)

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ٤/ ٣٥٨ : "ولو لم يضح حتى مضت أيام النحر إن كان أوجب على نفسه أو كان فقيرا وقد اشترى الأضحية تصدق بها حية وإن كان غنيا تصدق بقيمة شاة اشترى أو لم يشتر" لأنها واجبة على الغني. وتجب على الفقير بالشراء بنية التضحية عندنا، فإذا فات الوقت يجب عليه التصدق إخراجا له عن العهدة، كالجمعة تقضى بعد فواتها ظهرا، والصوم بعد العجز فدية.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٦٦/٥ : أن الرجل إذا كان في مصر وأهله في مصر آخر فكتب إليهم ليضحوا عنه، فإنه يعتبر مكان التضحية فينبغي أن يضحوا عنه بعد فراغ الإمام -

মিরাছি সম্পত্তি নিসাব পরিমাণ হলে মহিলাদের ওপর কোরবানী ওয়াজিব

প্রশ্ন : মহিলারা সাধারণত বাপের বাড়ি হতে মিরাছ সূত্রে যে সম্পত্তির অংশীদার হয় তা হস্তগত করে ভোগদখল বা বিক্রি করতে চায় না, তবে তার দাবিও ছেড়ে দেয় না। ভাইয়েরা বা অন্য অংশীদারগণ ভোগদখল করতে থাকে। জানার বিষয় হলো, এমতাবস্থায় মহিলারা মিরাছ সূত্রে যে সম্পত্তির মালিক হয় যদি তার মূল্য এ পরিমাণ হয়, যার দ্বারা কোরবানী ওয়াজিব হয়, তাহলে উক্ত মহিলার ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : মিরাছ সূত্রে প্রাপ্ত জমি নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত এবং কোরবানীর নিসাব পরিমাণ হলে উক্ত মহিলার ওপর কোরবানী ওয়াজিব হবে। (১৯/৮০২/৮৪৫৮)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢١ : (قوله واليسار إلخ) بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية ولو له عقار يستغله فقيل تلزم لو قيمته نصابا، وقيل لو يدخل منه قوت سنة تلزم، وقيل قوت شهر، فمتى فضل نصاب تلزمه.

📖 ملتقى الأبحر ١٩٣/١ : هي واجبة على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصليّة وإن لم يكن ناميا وبه تحرم الصَدقة وتجب الأضحية عن نفسه وولده الصّغير الفقير وعبده -

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ٨٥ : وإن كان له عقار ومستغلات ملك اختلف فيه: المتأخرون من مشايخنا في اعتبار الدخل أوقيمة العقار مائتي درهم، فالزعفراني والفقيه علي الرازي اعتبرا قيمتها، وأبو علي دقاق وغيره اعتبروا الدخل، واختلفوا فيما بينهم، قال أبو علي الدقاق: إن كان يفضل من ذلك قوت سنة فعليه الأضحية -

📖 مسائل عیدین وقربانی ص ۱۱۹ : اگر باپ کی وفات ہو چکی اور اولاد ایک ساتھ ذکر کار وبار کرتی ہیں تو اگر ان کا مال مشترکہ یا جائداد تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو ہر ایک بالغ اولاد کو اپنے نام سے قربانی کرنا ضروری ہے۔

Scanned by CamScanner

باب أداء الأضحية

পরিচ্ছেদ : কোরবানী আদায়বিষয়ক

দেশে অবস্থানকারীর পক্ষ থেকে অন্য দেশে কোরবানী করা

প্রশ্ন : বাংলাদেশির পক্ষ থেকে সৌদি আরবে কোরবানী করলে বাংলাদেশি দায়িত্বমুক্ত হবে কি না? যদি হয় তাহলে বাংলাদেশির ওপর কোরবানী ওয়াজিব হওয়ার এক দিন আগে সৌদি আরবে তার পক্ষ থেকে কোরবানী করার দ্বারা সে কিভাবে দায়িত্বমুক্ত হবে?

উত্তর : যে ব্যক্তির ওপর কোরবানী ওয়াজিব সে ব্যক্তির দেশ অনুযায়ী জিলহজের ১০ তারিখ সুবহে সাদিকের পর কোরবানী ওয়াজিব হয়। তাই উক্ত সময়ের পূর্বে কোরবানী করলে আদায় হবে না। সুতরাং সৌদিতে অবস্থানকারী ব্যক্তি বাংলাদেশির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ১০ তারিখ সুবহে সাদিকের পূর্বে কোরবানী করলে আদায় হবে না। (১৭/৮২৩/৭৩৫৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٢٨٥ : وأما وقت الوجوب فأيام النحر فلا تجب قبل دخول الوقت؛ لأن الواجبات الموقتة لا تجب قبل أوقاتها كالصلاة والصوم ونحوهما -

📖 البحر الرائق ٨ /٣١٧

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٨ /١٨٤ : ٩ ذی الحجہ کو عید اضحی کی قربانی کرنا جائز نہیں۔

انوار رحمت: دوسرے ممالک میں قربانی کرنے والوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے وکیلوں کو اس بات کو پابندی بنائیں کہ ہمارے جانوار کو اس دن ذبح کریں جس دن ہمارے یہاں ایام نحر ہو۔

যার কোরবানী তার অবস্থানের ভিত্তিতে কোরবানী দিতে হবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বিদেশে চাকরিরত। তার বাবা তার পক্ষ থেকে তার অর্থ ও অনুমতি নিয়ে দেশে কোরবানী করে। কিন্তু যেদিন কোরবানী করেছে সেদিন ছেলের প্রবাস স্থানে কোরবানীর সময় হয়নি, অর্থাৎ সেখানে আমাদের দেশের সময়ের থেকে দু-এক দিন পরে কোরবানীর সময়। এখন ছেলের কোরবানী আদায় হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : জিলহজ মাসের ১০ তারিখ ভোর হলেই কোরবানী ওয়াজিব হয়। তাই এর পূর্বে কোরবানী আদায় হয় না এবং ১২ জিলহজের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোরবানী করা যায়, এরপর নয়।

তাই প্রশ্নে বর্ণিত কোরবানীদাতা যে দেশে যেদিন কোরবানী দিচ্ছে সেদিনটি কোরবানীর দাতার অবস্থিত দেশের ১০ জিলহজের পর হতে হবে, নচেৎ আদায় হবে না। (৭/৮৩৫/১৮৮৮)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٤٢٥/٨ : ثم قال صاحب النهاية: وأما شرائطها فنوعان: شرائط الوجوب، وشرائط الأداء. أما شرائط الوجوب فاليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر والإسلام والوقت وهو أيام النحر، حتى لو ولدت المرأة ولدا بعد أيام النحر لا تجب الأضحية لأجله. ثم قال: وأما شرائط الأداء فالوقت، ولو ذهب الوقت تسقط الأضحية، إلا أن في حق المقيمين بالأمصار يشترط شرط آخر وهو أن يكون بعد صلاة العيد-

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٦/ ٢ : وهي في الشرع اسم لحيوان مخصوص بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص عند وجود شرائطها وسببها: وشرائطها الإسلام والوقت واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر-

📖 فيه أيضا ٦/ ٣ : والوقت، وهو أيام النحر؛ لأنها مختصة بها على ما بينا فيشترط أن يكون غنيا في أيام النحر، ولو كان فقيرا فأيسر فيها تجب؛ لأنه أدرك، وقتها، وهو غني-

নামাযের আগে কোরবানী করা

প্রশ্ন : কিছু লোক ঈদের নামায পড়ে না। অথচ পাশেই ঈদগাহে বিরাট আকারে ঈদের নামায হচ্ছে। তারা ফজরের পরই ৮টার দিকে কোরবানী করে ফেলে। যারা কোরবানী করে ফেলল তাদের কোরবানী কতটুকু সহীহ?

উত্তর : যে এলাকায় শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত শর্ত মতে জুমু'আ ও ঈদের নামায পড়া জায়েয সে এলাকায় ঈদের নামাযের পূর্বে কোরবানী করা জায়েয হবে না। নামাযের পূর্বে কোরবানী করে থাকলে পুনরায় কোরবানী করতে হবে। হ্যাঁ, যদি ওই এলাকার

Scanned by CamScanner

কোনো এক স্থানে ঈদের নামায অনুষ্ঠিত হওয়ার পর কোরবানীর জন্তু জবাই করা হয় তাহলে কোরবানী সহীহ-শুদ্ধ হবে। (৮/২০৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/٧٣ : ذكر الكرخي - رحمه الله - أنه إذا صلى أهل أحد المسجدين أيهما كان جاز ذبح الأضاحي، وذكر في الأصل إذا صلى أهل المسجد فالقياس أن لا يجوز ذبح الأضحية -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٣١٨ : (قوله بعد أسبق صلاة عيد) ولو ضحى بعدما صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة أجزأه استحسانا لأنها صلاة معتبرة، حتى لو اكتفوا بها أجزأتهم -

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও মৃতদের নামে কোরবানী করা বৈধ

প্রশ্ন : আমরা যে মৃত ব্যক্তির নামে কোরবানী দিয়ে থাকি। অনুরূপভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী দিয়ে থাকি। এটি শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, মৃত ব্যক্তির ন্যায় রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী করা শুধু বৈধই নয় বরং অতি উত্তম। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। (৪/৪৬৪/৭৮৯)

📖 سنن أبي داود (٢٧٩٠) : عن حنش، قال: رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له: ما هذا؟ فقال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه»-

📖 تالیفات رشیدیہ (ادارۂ اسلامیات) ص ۴۵۲ :قربانی کسی میت کی طرف یا فخر عالم ﷺ کی طرف سے یا کسی شیخ ومقرب کی طرف سے کرنا درست ہے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۵۳۲ : سوال- گائے یا اونٹ کی قربانی میں دو تین آدمی شریک ہوں ان میں سے ایک نے یا ایک سے زائد نے یہ خیال کیا کہ جب سات آدمی تک گائے یا اونٹ کی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اور کسی بزرگ کی طرف سے یا اور کسی اپنے عزیز قریب دوست کی طرف سے خواہ وہ زندہ ہے یا ان کا انتقال ہو چکا ہے شریک ہو جاؤں اور سات حصّہ پورے کرلوں اور ان کی طرف سے بقدر حصّہ قیمت اداء کروں، یہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- جائز ہے؛ کیونکہ حی اور میت کی طرف سے قربانی کا یکساں حکم ہے۔

Scanned by CamScanner

যৌথভাবে কেনা পশু হারিয়ে গেলে আরেকটি ক্রয় করলে গরিবের করণীয়

প্রশ্ন : ধনী ও গরিব মিলে কোরবানীর জন্য একটি গরু ক্রয় করল। এর মধ্যে ধনীর ছয় ভাগ আর গরিবের এক ভাগ। অতঃপর গরুটি হারিয়ে যায়। এরপর ওইভাবে কোরবানী দেওয়ার জন্য আরেকটি গরু ক্রয় করে আনার পর পূর্বের গরুটি পেয়ে যায়। এখন ধনী ব্যক্তি বলে আমি একটি গরু কোরবানী দেব, কিন্তু গরিবের ওপর তো উভয় গরু কোরবানী দেওয়া ওয়াজিব। আর গরিবের ওই টাকা ব্যতীত আর টাকা নেই। এখন প্রশ্ন হলো, উভয় ব্যক্তি কিভাবে কোরবানী দেবে? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত গরিব ব্যক্তি ধনী ব্যক্তিকে যেকোনো উপায়ে রাজি করিয়ে উভয় গরু দ্বারা কোরবানী করবে। অন্যথায় ধনী যে গরু দ্বারা কোরবানী দিতে রাজি, তার সাথে শরীক থেকে দ্বিতীয় গরুটিতে গরিব ব্যক্তির যে অংশ রয়েছে সে পরিমাণ টাকা ধনী থেকে নিয়ে সম্ভব হলে কোরবানীর দিনসমূহের মধ্যে ওই টাকা দিয়ে ভিন্ন একটি পশু ক্রয় করে কোরবানী করবে। নচেৎ উক্ত টাকা গরিব-মিসকিনদের মাঝে সদকা করে দেবে। (১৭/১০/৬৯২১)

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ٢/ ٥٢٠ : ولو ضلت أو سرقت واشترى أخرى ثم ظهرت الأولى في أيام النحر على الموسر ذبح إحداهما وعلى الفقير ذبحهما -

📖 کفایت المفتی ۲/۲۰۳

ক্রয়কৃত পশুতে কাউকে শরীক করা ও কোনো অংশ বিক্রি করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি একাধিকাংশের মধ্য থেকে একাংশ কোনো শরীক ব্যক্তি বা অন্য কারো নিকট বিক্রি করা শরীয়তবিরোধী কাজ হবে কি না? আর অন্য কাউকে শরীক না করার দৃঢ়সংকল্প করে কোরবানীর পশু ক্রয়ের পর পুনরায় উক্ত পশুটি বিক্রি করে আবার ক্রয়ের সময় নতুন কাউকে শরীক করা বৈধ হবে কি না?

যার ওপর কোরবানী ওয়াজিব নয় সে তার কোরবানীর পশু ক্রয়ের পর তার মৃত আত্মীয়স্বজনদের মধ্য থেকে কারো নিয়্যাত করলে শরীয়তবহির্ভূত কাজ হবে কি না? এবং একজনের নিয়্যাত করে কোরবানীর পশু ক্রয়ের পর অন্য কারো নামে কোরবানী করলে কোরবানী আদায় হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ধনী ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব কোরবানীতে একাধিকাংশের মধ্য থেকে কোনো এক অংশ কোনো শরীক ব্যক্তি বা অন্য কাউকে কোরবানী করার জন্য অংশীদার করা বৈধ আছে।

ধনী ব্যক্তি ক্রয়কৃত জন্তু বিক্রি করে পুনরায় ক্রয় করার সময় যেকোনো ব্যক্তিকে শরীক করতে পারে।

গরিব ব্যক্তি, অর্থাৎ যার ওপর কোরবানী ওয়াজিব নয় সে তার কোরবানীর পশু ক্রয়ের পর কোনো মৃত ব্যক্তির নামে কোরবানী করলে তা শরীয়তসম্মত হবে না। দরিদ্র ব্যক্তির জন্য কোরবানীর নিয়্যাতে পশু ক্রয়ের পর অন্য কারো নামে কোরবানী করলে কোরবানী আদায় হবে না। তবে ধনী ব্যক্তির বেলায় আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তির ওপর তার ওয়াজিব কোরবানী থেকে যাবে। (১১/১৯৯/৩৪৪৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٠٤/٥ : ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها، ثم أشرك فيها ستة يكره ويجزيهم؛ لأنه بمنزلة سبع شياه حكما، إلا أن يريد حين اشتراها أن يشركهم فيها فلا يكره، وإن فعل ذلك قبل أن يشتريها كان أحسن، وهذا إذا كان موسرا، وإن كان فقيرا معسرا فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها-

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧٢/٥ : فأما إذا كان فقيرا فلا يجوز له أن يشرك فيها؛ لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت للوجوب فلا يسقط عنه ما أوجبه على نفسه.

📖 فيه أيضا ٥/ ٦٢ : وأما الذي يجب على الفقير دون الغني فالمشتري للأضحية إذا كان المشتري فقيرا بأن اشترى فقير شاة ينوي أن يضحي بها-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۳۰۱ : سوال-زید نے قربانی کیلئے ایسا جانور خریدا جس میں سات حصے ہو سکتے ہیں اور اس کو صرف ایک حصہ قربانی کرنا ہے تو کیا اب چھ آدمیوں کو اس میں شریک کر سکتا ہے یعنی چھ حصے فروخت کر کے قیمت وصول کر لے اس سے قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں؟

الجواب-ایسا کرنے سے بھی ادا ہو جائے گی لیکن بہتر یہ ہے کہ جانور خریدنے سے پہلے چھ شریک اور تلاش کر لے جب ساتوں شریک ہو جائیں تب جانور خریدے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۶/ ۴۷۳ : اگر قربانی کرنے والا غنی ہو اور اس پر قربانی واجب ہو تو ایسی حالت میں خریدنے سے جانور متعین نہیں ہوتا اس لئے اس حال میں تبدیلی مرخص ہے لیکن اگر قربانی نفلی ہو جو کہ خریدنے سے واجب ہو جاتی ہے پھر اس میں تبدیلی مرخص نہیں۔

Scanned by CamScanner

কৃত্রিম উপায়ে মোটাতাজাকৃত পশুর দ্বারা কোরবানী করা

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে গরু মোটাতাজা করার জন্য ফরমালিন, ওষুধ বা ইনজেকশন ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে যেই গরু মোটাতাজা করা হয় তা দ্বারা কোরবানী করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : যেসব কারণে পশু দ্বারা কোরবানী সহীহ হয় না, মোটা তাজাকরণের লক্ষ্যে ফরমালিন, ইনজেকশন বা ওষুধ প্রয়োগকৃত গরু তার অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় ওই সব গরু দ্বারা দুই বছর পূর্ণ হলে নির্দ্বিধায় কোরবানী জায়েয হবে। (১৯/৩১১/৮১৭৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٧٠ : وأما سنه فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم من الأضحية إلا الثني من كل جنس إلا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ضحوا بالثنايا إلا أن يعز على أحدكم فيذبح الجذع في الضأن» .

নিজের নামে কোরবানী না করে অন্যের নামে করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি নিজে নিসাবের মালিক হওয়া সত্ত্বেও নিজের নামে কোরবানী না করে নিজের পিতা-মাতা বা অন্য কারো নামে যদি কোরবানী করে, তবুও নিজের পক্ষ থেকে কোরবানী আদায় হয়ে যাবে এবং সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে–শরীয়তের দৃষ্টিতে এর সত্যতা কতটুকু?

উত্তর : যার ওপর কোরবানী ওয়াজিব সে প্রথমত নিজের ওয়াজিব কোরবানী আদায় করবে। নিজের পক্ষ থেকে কোরবানী না করে অন্য কারো পক্ষ থেকে কোরবানী করার দ্বারা নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী নিজের কোরবানী আদায় হবে না, বরং ভিন্নভাবে তার ওয়াজিব কোরবানী আদায় করতেই হবে। (১০/৯৫২/৩৩৮৬)

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۲۰۵ : جب خریدے ہوئے جانور کو غنی شخص مردے کی طرف سے قربانی کردیگا تو اس سے اس کی قربانی ساقط نہ ہوگی، بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کردے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸/ ۲۱۸ : اگر قربانی اپنی طرف سے کر رہا ہے اور میت کو محض ثواب پہونچانا مقصود ہے تو فریضہ اس سے ساقط ہو جائیگا۔ دوسری قربانی کی ضرورت نہیں

Scanned by CamScanner

بشرطیکہ نفل کی نیت نہ ہو۔ وإن تبرع بها عنه له الأكل؛ لأنه يقع على ملك الذابح والثواب للميت ولهذا لو كان على الذابح واحدة سقطت عنه أضحيته۔ اور اگر قربانی اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے بلکہ میت کی طرف سے ہی نفلا کر رہا ہے تو دوسری قربانی کرنا ہوگی کیونکہ ایک قربانی دو کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔

নিজের ওয়াজিব কোরবানী আদায় না করে সন্তানের নামে করা

প্রশ্ন : যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ব্যক্তি নিজের নামে কোরবানী না করে নিজের ছেলেমেয়েদের নামে কোরবানী করে তাহলে তার থেকে ওয়াজিব আদায় হবে কি না? অনুরূপ সম্পদের মালিক নিজের নামে কোরবানী না করে নিজের মৃত মাতা-পিতার নামে কোরবানী করলে তার ওয়াজিব কোরবানী আদায় হবে কি না?

উত্তর : যে ব্যক্তির ওপর কোরবানী ওয়াজিব হয়েছে সে নিজের নামে কোরবানী না করে নিজের ছেলেমেয়ে বা মৃত মা-বাবার মধ্যে কারো নামে করলে তো জায়েয তো হবে, কিন্তু বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এর দ্বারা নিজের ওয়াজিব কোরবানী আদায় হবে না। (৬/৪৯১/১৩০৩)

📖 كفايت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۲۰۵ : جب خریدے ہوئے جانور کو غنی شخص مردے کی طرف سے قربانی کر دیگا تو اس سے اس کی قربانی ساقط نہ ہوگی، بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کردے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۱۸۰ : پہلی صورت یہ ہے کہ اگر سربراہ پر بھی قربانی واجب ہے تو اب سربراہ کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنی طرف سے مستقل قربانی کرے اور نہ کرنیکی صورت میں گنہگار ہوگا کسی دوسرے کی طرف سے قربانی سے اپنا ذمہ ساقط نہیں ہوتا۔

মৃতের নামে করা কোরবানীর পশুর গোশতের হুকুম

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির ওপর কোরবানী ওয়াজিব। এখন সে কোরবানী তার নিজের নামে না দিয়ে মৃত বাবা-বা মায়ের নামে কোরবানী দিলে কোরবানী আদায় হবে কি না? এবং নিজে গোশত খেতে পারবে কি না?

উত্তর : নিজের ওপর কোরবানী ওয়াজিব হলে নিজের নামেই কোরবানী করতে হবে। মাতা-পিতার নামে করলে চলবে না। তবে নিজের নামে করে মাতা-পিতার জন্য

Scanned by CamScanner

সাওয়াব রেসানি করতে পারে। নিজের কৃত কোরবানীর গোশত সবাই খেতে পারে। (৫/৪৫১/১০২৬)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸/ ۲۱۸ : اگر قربانی اپنی طرف سے کر رہا ہے اور میت کو محض ثواب پہونچانا مقصود ہے تو فریضہ اس سے ساقط ہو جائیگا۔ دوسری قربانی کی ضرورت نہیں بشرطیکہ نفل کی نیت نہ ہو۔ وإن تبرع بها عنه له الأكل؛ لأنه يقع على ملك الذابح والثواب للميت ولهذا لو كان على الذابح واحدة سقطت عنه أضحيته۔ اور اگر قربانی اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے بلکہ میت کی طرف سے ہی نفلا کر رہا ہے تو دوسری قربانی کرنا ہوگی کیونکہ ایک قربانی دو کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔

একাধিক মৃতের নামে একটি ছাগলের কোরবানী

প্রশ্ন : আব্দুর রহিম নিজের কোরবানীর জন্য একটি ছাগল এবং মৃত পিতা-মাতার কোরবানীর জন্য একটি ছাগল খরিদ করে অথবা গরুতে দুই অংশ নিয়ে এক অংশ নিজের এবং এক অংশ মৃত পিতা-মাতার নামে কোরবানীর উদ্দেশ্যে জবাই করে। এমতাবস্থায় মৃত পিতা-মাতার জন্য একটি ছাগল বা গরুর এক অংশ নিয়ে কোরবানী করলে তা সহীহ হবে কি না? যদি সহীহ না হয় তাহলে গরুর অন্য অংশীদারদের কোরবানীর কী অবস্থা হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি শুদ্ধ হবে কি না–এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতানৈক্য পাওয়া যায়। কারো মতে, সহীহ হবে আর কারো মতে, সহীহ হবে না। এমতাবস্থায় কোরবানীর নিয়্যাত নিজের জন্য করে তার সাওয়াব মৃত মাতা-পিতার রুহে বখশিয়ে দিলে সকলের মতেই সহীহ হয়ে যায় এবং এটাই উত্তম পন্থা বলে বিবেচিত। (৬/৬৮১/১৩১৫)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٣٣٥ : لو ضحى عن ميت وارثه بأمره ألزمه بالتصدق بها وعدم الأكل منها، وإن تبرع بها عنه له الأكل لأنه يقع على ملك الذابح والثواب للميت، ولهذا لو كان على الذابح واحدة سقطت عنه أضحيته كما في الأجناس۔

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/١٧٨ : وفي الكبرى لو ضحى عن الميت بغير أمره لا يجوز وهو المختار، وفي رواية يجوز.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۵۷۳ – ۵۷۴ : میں نے گذشتہ سال زبانی فتوی دیا تھا کہ جس طرح اپنی طرف سے قربانی کرنے میں ایک حصہ دو شخص کی طرف سے جائز نہیں، اسی طرح غیر کی طرف سے تبرعا نفل قربانی کرنے میں خواہ زندہ کی طرف سے یا میت کی طرف سے،

Scanned by CamScanner

ایک حصہ دو شخص کی طرف سے جائز نہیں، مگر روایات سے اس کے خلاف ثابت ہوا اس لئے میں اس سے رجوع کر کے اب فتوی دیتا ہوں کہ جو قربانی دوسرے کی طرف سے تبرعا کیجاوے چونکہ وہ ملک ذابح کی ہوتی ہے اور صرف اس دوسرے کو ثواب پہنچتا ہے اس لئے ایک حصہ کئی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ مسلم میں ہے کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کر کے متعدد کو ثواب پہنچانا جائز ہے، بس یہ بھی ویسا ہی ہے،... ...

وقد صح أن رسول اللهﷺ ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يذبح من أمته، وإن كان منهم قدمات قبل أن يذبح- قلت : وقد دل الحديث على جواز التضحية عن الحى تبرعا وعلى جواز الصحة الواحدة عن الكثيرين-

যৌথভাবে কোরবানী করা দুটি জন্তুর গোশত বণ্টননীতি

প্রশ্ন : ছয়জন ব্যক্তি পাঁচ হাজার টাকা করে ৩০ হাজার টাকা নিয়ে একটি গরু ক্রয় করার জন্য বাজারে যায়। গরু পছন্দ না হওয়ার কারণে দুটি গরু ৩০ হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করে নেয়। জানার বিষয় হলো, উভয় গরুর গোশত একত্রিত করে বণ্টন করতে পারবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত অবস্থায় উভয় গরু ছয়জনের পক্ষ হতে কোরবানী করে উভয় গরুর গোশত একত্র করে ছয়জন সমানভাবে বণ্টন করতে কোনো অসুবিধা নেই। অনুমান করে বণ্টন করলে জায়েয হবে না। (১৯/৫৮৩/৮৩৫২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣١٦ : (قوله وتجزي عما دون سبعة) الأولى عمن لأن ما لما لا يعقل، وأطلقه فشمل ما إذا اتفقت الأنصباء قدرا أو لا لكن بعد أن لا ينقص عن السبع، ولو اشترك سبعة في خمس بقرات أو أكثر صح لأن لكل منهم في بقرة سبعها لا ثمانية في سبع بقرات أو أكثر، لأن كل بقرة على ثمانية أسهم فلكل منهم أقل من السبع ولا رواية في هذه الفصول-

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٣١٧ : ويقسم اللحم وزنا لا جزافا إلا إذا ضم معه الأكارع أو الجلد)

Scanned by CamScanner

ছাগল কিনে কম টাকায় গরুতে অংশীদার হওয়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি কোরবানী দেওয়ার জন্য ৬০০০ টাকা দিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করল। কিছুদিন পর ইচ্ছা হলো ছাগলের পরিবর্তে গরুর এক ভাগ দিয়ে কোরবানী করবে, এতে তার ৫০০০ টাকা লাগবে। এরূপ পরিবর্তন করে কোরবানী করা যাবে কি না? বৈধ হলে অবশিষ্ট ১০০০ টাকা কী করবে?

উত্তর : কোরবানী ওয়াজিব নয়, এমন ব্যক্তির জন্য পরিবর্তন জায়েয নেই। ধনীর ক্ষেত্রে পরিবর্তন জায়েয। তবে অবশিষ্ট এক হাজার টাকা সদকা করা জরুরি। (১৯/৭৩১/৮৩৯)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٦٦ : لأنه لما اشتراها للأضحية فقد وجب عليه التضحية بالأولى أيضا بعينها فلا يسقط بالثانية بخلاف الموسر فإنه لا يجب عليه التضحية بالشاة المشتراة بعينها وإنما الواجب في ذمته - وقد أداه بالثانية - فلا تجب عليه التضحية بالأولى.

وسواء كانت الثانية مثل الأولى في القيمة أو فوقها أو دونها لما قلنا، غير أنها إن كانت دونها في القيمة يجب عليه أن يتصدق بفضل ما بين القيمتين؛ لأنه بقيت له هذه الزيادة سالمة من الأضحية -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/٣٢٩ : ولو باع أضحية واشترى بثمنها غيرها فإن كان الثاني أنقص من الأول تصدق بالفضل -

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سیداحمد) ۶/ ۴۷۳ : اگر قربانی کرنے والا غنی ہو اور اس پر قربانی واجب ہو تو ایسی حالت میں خریدنے سے جانور متعین نہیں ہوتا اس لئے اس حال میں تبدیلی مرخص ہے لیکن اگر قربانی نفلی ہو جو کہ خریدنے سے واجب ہو جاتی ہے پھر اس میں تبدیلی مرخص نہیں یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں ایسی صورت میں زائد رقم بچے تو اس کا تصدق کیا جائیگا۔

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۸/ ۱۹۹ : قربانی کے جانور کو فروخت نہ کرنا چاہئے تھا، اگر فروخت کرکے دوسرا کم قیمت کا خریدا تو جو نفع حاصل ہوا ہے اسے بھی خیرات کردے۔

Scanned by CamScanner

কম টাকায় পশু কিনে মক্কেলের বেঁচে যাওয়া টাকা দিয়ে অন্যের কোরবানী করা

প্রশ্ন : জনৈক আলেম হজে যাওয়ার পূর্বে তার একজন আলেম ভাগিনাকে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে সাতজনের নামে একটি গরু ক্রয় করে কোরবানী দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেন। নামগুলো মামা নিজেই লিখে দিয়ে গেছেন। কিন্তু ভাগিনা মামার আদেশ অমান্য করে এবং ১৭ হাজার টাকা দিয়ে একটি গরু কিনে ওই সাতজনের নামে কোরবানী করে এবং ১২ হাজার টাকার আরেকটি গরু কিনে অন্য সাতজনের নামে কোরবানী করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ আলেম ভাগিনা ও তার কৃত কোরবানীর কী হুকুম হবে? এবং মামা তাঁর আদেশমতো কোরবানী হয়নি বলে সে টাকা দাবি করলে ভাগিনার ওপর ওই টাকা সব ফেরত দিতে হবে? নাকি শুধু ১২ হাজার টাকা ফেরত দিতে হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মামার পক্ষ থেকে নির্ধারণকৃত সাতজনের কোরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে মামার বাকি টাকা মামাকে ফেরত দিতে হবে। উপরন্তু ভাগিনার পক্ষ হতে নির্ধারিত সাতজনের কোরবানীও সহীহ হয়ে যাবে। তবে টাকা ভাগিনার দিতে হবে। এহেন কাজ করায় ভাগিনার ওপর তওবা ও ইস্তেগফার করা আবশ্যক। (১৮/৪৫২/৭৬৩৭)

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ١/ ٣٤٤ : (سئل) في الوكيل في الشراء إذا خالف أمر الموكل فهل يقع الشراء للوكيل؟

(الجواب) : نعم في البزازية الوكيل بشراء شيء بعينه إذا خالف يقع الملك له اهالوكيل بالبيع إذا خالف لا يقع له بل يقع موقوفا على إجازة المالك والوكيل بالشراء إذا خالف يقع له ولا تعمل فيه إجازة المجيز من أوائل وكالة القاعدية -

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٨٩/٤٥ : الوكيل يضمن ما تحت يده من مال لموكله إذا تعدى أو فرط. فإن كان المال مثليا كان الوكيل ضامنا مثله، وإن كان قيميا ضمن قيمته، وكذلك لو كان مثليا وتعذر الحصول على المثل فإنه يضمن قيمته.

📖 الدر المختار (سعيد) ٣٣١/٦ : (كما) يصح (لو ضحى بشاة الغصب) إن ضمنه قيمتها حية؛ كما إذا باعها وكذا لو أتلفها ضمن لصاحبها قيمتها هداية لظهور أنه ملكها بالضمان من وقت الغصب -

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٣٣١/٦ : وإن ضمنه قيمتها حية تجزئ عن الذابح لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الاستناد فصار ذابحا شاة هي ملكه فتجزيه ولكنه يأثم لأن ابتداء فعله وقع محظورا فيلزمه التوبة والاستغفار اهـ أقول: ولا يخالف هذا ما مر عن الأشباه والزيلعي من أنه إن ضمنه وقعت عن الذابح وإلا فعن المالك لأن ذاك فيما إذا أعدها صاحبها للأضحية فيكون الذابح مأذونا دلالة ـ

১০ দিন কম এক বছরের ছাগল দ্বারা কোরবানী করা

প্রশ্ন : একটি ছাগলের বয়স ১১ মাস ২০ দিন। এ ছাগলটি দেখতে মনে হয় এর বয়স এক বছর। জানার বিষয় হলো, এর দ্বারা কোরবানী করা যাবে কি না?

উত্তর : ছাগল দ্বারা কোরবানী সহীহ হওয়ার জন্য ছাগলের বয়স চন্দ্রবর্ষ হিসেবে পরিপূর্ণ এক বছর হওয়া শর্ত বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত ছাগল দেখতে বড় দেখা গেলেও বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তা দ্বারা কোরবানী সহীহ হবে না। (১৮/২৭৯/৭৫৮৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٧٠ : وأما سنه فلا يجوز شيء مما ذكرنا من الإبل والبقر والغنم من الأضحية إلا الثني من كل جنس إلا الجذع من الضأن خاصة إذا كان عظيما؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ضحوا بالثنايا إلا أن يعز على أحدكم فيذبح الجذع في الضأن» ـ

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٤٩٧ : وأهل الشرع إنما يتعارفون الأشهر والسنين بالأهلة، فإذا أطلقوا السنة انصرفوا إلى ذلك ما لم يصرحوا بخلافه فتح ـ

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۵۶۸ : سوال- کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ قربانی کا جانور مثلاً بکرا اگر پورا سال ہونے میں ایک آدھ روز کم ہو اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟... ...

الجواب- نہیں ہو گی۔

Scanned by CamScanner

মহিষ ও বলদ দ্বারা কোরবানী করা বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার বেশিসংখ্যক লোক লা-মাযহাবী। কিছুদিন পূর্বে তাদের এক মাহফিলে তাদের একজন প্রখ্যাত আলেম তাঁর বক্তব্যে এ কথা বলেন যে মহিষ দ্বারা কোরবানী করা বৈধ নয় এবং দ্বিতীয় আরেকজন এ কথা বলেন যে বলদ দ্বারা কোরবানী বৈধ নয়, কারণ তার মাঝে ত্রুটি রয়েছে। তাঁদের এ বক্তব্যের কারণে সমাজের মধ্যে গভীর গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জানার বিষয় হলো, মাসআলাগুলো কি সঠিক?

উত্তর : এ দেশে বর্তমানে যারা লা-মাযহাবী রয়েছে তারা পথভ্রষ্ট। শরীয়ত কোরবানীর পশু নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ মূলনীতি নির্ধারণ করেছে যে উট, গরু, ছাগল ও অন্যান্য এজাতীয় গবাদি পশুর (চাই নর হোক বা মাদি) দ্বারা কোরবানী করা বৈধ। মহিষ গরু জাতীয় গবাদি পশুর অন্তর্ভুক্ত, তাই মহিষ দ্বারা কোরবানী করা বৈধ। তেমনিভাবে বলদ দ্বারাও কোরবানী বৈধ। শুধু বৈধই নয়, বরং উত্তম। কোরবানীর ক্ষেত্রে এমন ত্রুটি নিষিদ্ধ, যা পশুর গোশত ও চর্বি কমিয়ে দেয় এবং স্বাভাবিক চলাফেরায় বিঘ্ন হয়। আর নপুংসক পশুর গোশত ও চর্বি কমে না, বরং বাড়ে এবং মোটাতাজা হয়, তার গোশত চর্বিযুক্ত ও মজাদার হয়, তাই নপুংসক হওয়া কোরবানী নিষিদ্ধ হওয়ার মতো ত্রুটি নয়। উপরন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নপুংসক জন্তু দ্বারা কোরবানী করেছেন, যা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। সুতরাং উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে প্রশ্নোক্ত তথাকথিত লা-মাযহাবী আলেমদ্বয়ের বক্তব্য সঠিক নয়। (১৭/৩৮/৬৯২৪)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٤١٩ (٢٧٩٥) : عن جابر بن عبد الله، قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين، الحديث -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٦٩ : أما جنسه فهو أن يكون من الأجناس الثلاثة الغنم أو الإبل أو البقر، ويدخل في كل جنس نوعه والذكر والأنثى منه والخصي والفحل لانطلاق اسم الجنس على ذلك، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر بدليل أنه يضم ذلك إلى الغنم والبقر في باب الزكاة -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۳۰۸ : سوال- بھینس کی قربانی شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس میں کتنے حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں؟
الجواب- جائز ہے، اس میں سات حصہ دار شریک ہو سکتے ہیں اس کا حکم گائے کی طرح ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۱۹۴ : خص بکرے مینڈھے، بیل کی قربانی جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں۔

Scanned by CamScanner

অংশীদারদের কারো টাকা সুদের হলে কোরবানী হবে না

প্রশ্ন : আমরা সাতজন মিলে একটি গরুতে শরীকে কোরবানী করি। তন্মধ্যে একজন ব্যক্তির টাকা সম্পূর্ণ সুদের টাকা ছিল। জনৈক মৌলভী সাহেব বললেন, একজনের টাকা সুদের হওয়ায় কারো কোরবানী হয়নি। অন্য একজন মাওলানা সাহেব বললেন, সকলের কোরবানী হয়ে যাবে। জানার বিষয় হলো, তাঁদের কার কথাটি সঠিক?

উত্তর : কেউ যদি সুদি টাকা দ্বারা কোরবানীতে শরীক হয়, শরীকদের মধ্যে কারো কোরবানী সহীহ হবে না, পুনরায় কোরবানী করতে হবে। কোরবানীর সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে প্রত্যেকে কোরবানীর উপযুক্ত একটি ছাগল বা তার সমপরিমাণ মূল্য সদকা করে দেবে। (১৭/৮৭৪/৭৩৭৫)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٢٦ : (وإن) (مات أحد السبعة) المشتركين في البدنة (وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم) (صح) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل، ولو ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهم لأن بعضها لم يقع قربة (وإن) (كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم) (لم يجز عن واحد) منهم لأن الإراقة لا تتجزأ هداية لما مر.قوله وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ) وكذا إذا كان عبدا أو مدبرا يريد الأضحية لأن نيته باطلة لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فمنع الجواز أصلا بدائع.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٦٥ : ولو كان موسرا في جميع الوقت فلم يضح حتى مضى الوقت ثم صار فقيرا صار قيمة شاة صالحة للأضحية دينا في ذمته يتصدق بها متى وجدها؛ لأن الوجوب قد تأكد عليه بآخر الوقت فلا يسقط بفقره بعد ذلك۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۵۰۳ : سوال- ایک گائے میں بنک یا انشورنس کا ملازم یا کوئی بھی، ایسا شخص شریک ہوا کہ جس کی کل یا اکثر آمدن حرام ہے، اس کی شرکت سے دوسرے شرکاء کی قربانی پر کوئی اثر پڑیگا یا نہیں؟

الجواب- اس صورت میں کسی کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوئی، قال العلامة الحصكفی رح : (وإن) (مات أحد السبعة) المشتركين في البدنة (وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم) (صح) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل، ولو ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهم لأن بعضها لم

Scanned by CamScanner

يقع قربة (وإن) (كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم) (لم يجز عن واحد) منهم لأن الإراقة لا تتجزأ هداية.

وقال العلامة ابن عابدين رح: (قوله وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ) وكذا إذا كان عبدا أو مدبرا يريد الأضحية لأن نيته باطلة لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فمنع الجواز أصلا بدائع.

সুদি প্রতিষ্ঠানের চাকরিজীবীর সাথে কোরবানী দেওয়া

প্রশ্ন : ব্যাংক বা ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করে বা করেছে–এরূপ ব্যক্তির সাথে কোরবানী করা যাবে কি না?

উত্তর : ব্যাংক বা ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরিরত ব্যক্তিদের অন্য কোনো হালাল উপার্জন থাকলে তাদের সাথে কোরবানী করাতে কোনো বিধিনিষেধ নেই। পক্ষান্তরে যাদের অন্য কোনো হালাল উপার্জন নেই তারা যদি ঋণের টাকা দিয়ে করে, তাও আপত্তিকর হবে না। অন্যথায় তাদের সাথে কোরবানী না করাই শ্রেয়। (১৭/৯৬৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٠٤ : أو كان شريك السبع من يريد اللحم أو كان نصرانيا ونحو ذلك لا يجوز للآخرين أيضا كذا في السراجية.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٢٦ : (وإن) (كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم) (لم يجز عن واحد) منهم لأن الإراقة لا تتجزأ هداية لما مر.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۱۹۰ : جواب- سود خوار کیساتھ قربانی میں شریک نہیں ہونا چاہئے۔

বৈধ-অবৈধ টাকার সমন্বয়ে কোরবানী করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি হারাম পাঁচ হাজার ও হালাল পাঁচ হাজার টাকা মিলিয়ে কোরবানী করল, তার কোরবানী হয়েছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোরবানী একটি গুরত্বপূর্ণ ইবাদত। সুতরাং তা হালাল টাকা দ্বারা করা অপরিহার্য বিধায় প্রশ্নের বর্ণনা মতে পাঁচ হাজার হারাম টাকা যোগ করার কারণে তার কোরবানী সহীহ হয়নি। (১৬/৭৩৪/৬৭৭৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٤٢٠ : أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل، كذا في الينابيع.

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٩٣ : القاعدة الثانية: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۵۰۳ : سوال- ایک گائے میں بنک یا انشورنس کا ملازم یا کوئی بھی، ایسا شخص شریک ہوا کہ جس کی کل یا اکثر آمدن حرام ہے، اس کی شرکت سے دوسرے شرکاء کی قربانی پر کوئی اثر پڑیگا یا نہیں؟

الجواب- اس صورت میں کسی کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوئی، قال العلامة الحصكفي رح: (وإن) (مات أحد السبعة) المشتركين في البدنة (وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم) (صح) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل، ولو ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهم لأن بعضها لم يقع قربة (وإن) (كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم) (لم يجز عن واحد) منهم لأن الإراقة لا تتجزأ هداية.

وقال العلامة ابن عابدين رح: (قوله وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ) وكذا إذا كان عبدا أو مدبرا يريد الأضحية لأن نيته باطلة لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فمنع الجواز أصلا بدائع.

সুদের ওপর ঋণ নিয়ে কোরবানী করা

প্রশ্ন : কেউ যদি সুদি ঋণ নিয়ে কোরবানী করে তাহলে তার কোরবানী হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের পরিভাষায় সুদ এক জঘন্যতম অপরাধ। সুদি লেনদেনকারী আল্লাহ ও রাসূলের অভিশপ্ত। তাই কোরবানীর জন্য সুদের ওপর টাকা নেওয়া মারাত্মক

Scanned by CamScanner

গোনাহ বিধায় এমন গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি। তবে কেউ যদি সুদবিহীন ঋণ নিয়ে কোরবানী করে এবং সুদি টাকার মাধ্যমে তা পরিশোধ করে তার কোরবানী সহীহ হবে। (১৬/৮১০/৬৭৭০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ٢٠٤ : قال محمد - رحمه الله تعالى - في كتاب الصرف إن أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - كان يكره كل قرض جر منفعة قال الكرخي هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد بأن أقرض غلة ليرد عليه صحاحا أو ما أشبه ذلك فإن لم تكن المنفعة مشروطة في العقد فأعطاه المستقرض أجود مما عليه -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٦/ ١٠٨ : سود پر روپیہ قرض لینا جائز نہیں، الا یہ کہ اضطراری حالت ہو جائے۔

সুদভিত্তিক এনজিওতে চাকুরীজীবির টাকায় কোরবানী

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একজন লোক সুদভিত্তিক এনজিওতে চাকরি করে। তার কাজ হলো, সংস্থার তরফ থেকে সুদি লোন দেওয়া ও তা উসুল করা। তার বেতনের টাকা দ্বারা তার পিতা নিজের নামে বা অন্য কারো নামে অথবা ছেলের অনুমতিতে ছেলের নামে অপর লোকদের সাথে অংশীদারির ভিত্তিতে কোরবানী দিয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে সে অবিবাহিত এবং তার পিতার সংসারেই রয়েছে। এখন জানার বিষয় হলো, তার কোরবানী সহীহ হবে কি না?

উত্তর : কোরবানীতে হারাম টাকা ব্যবহার করা নাজায়েয। ওই ধরনের টাকা দ্বারা কৃত কোরবানী সহীহ হয় না। এর দ্বারা অন্য শরীকদের কোরবানীও সহীহ হয় না।
সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির আয়ের অন্য কোনো হালাল উৎস না থাকলে তার কোরবানী এবং শরীকদের কোরবানী সহীহ হবে না। (৯/৮১৪/২৮৮৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٠٤ : أو كان شريك السبع من يريد اللحم أو كان نصرانيا ونحو ذلك لا يجوز للآخرين أيضا كذا في السراجية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣٢٦ : (قوله وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ) وكذا إذا كان عبدا أو مدبرا يريد الأضحية لأن نيته باطلة لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فمنع الجواز أصلا -

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۵۰۳ : سوال- ایک گائے میں بنک یا انشورنس کا ملازم یا کوئی بھی، ایسا شخص شریک ہوا کہ جس کی کل یا اکثر آمدن حرام ہے، اس کی شرکت سے دوسرے شرکاء کی قربانی پر کوئی اثر پڑیگا یا نہیں؟

الجواب- اس صورت میں کسی کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوئی، قال العلامة الحصكفي رح: (وإن) (مات أحد السبعة) المشتركين في البدنة (وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم) (صح) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل، ولو ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهم لأن بعضها لم يقع قربة (وإن) (كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم) (لم يجز عن واحد) منهم لأن الإراقة لا تتجزأ هداية.

وقال العلامة ابن عابدين رح: (قوله وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ) وكذا إذا كان عبدا أو مدبرا يريد الأضحية لأن نيته باطلة لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فمنع الجواز أصلا بدائع.

ব্যাংকে চাকরিকারীর সাথে কোরবানী করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি ব্যাংকে চাকরি করে। তার সাথে আমরা প্রতি বছরই যৌথ কোরবানী করে থাকি। বর্তমানে ব্যাংকে লোক নিয়োগ করা হবে এবং উক্ত ব্যক্তির পরামর্শক্রমে আমরা কিছু লোক ব্যাংকে চাকরির জন্য দরখাস্তও করেছি। আমাদের আদায়কৃত কোরবানী বৈধ হয়েছে কি না? এবং ব্যাংকে চাকরি করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : সুদের কাজে যেকোনোভাবে জড়িত হওয়া নাজায়েয ও বড় অপরাধ। সুদি ব্যাংকে চাকরি করলে কোনো না কোনো প্রকারে সুদের কাজে জড়িত হতে হয় বিধায় তথায় চাকরি করাও নাজায়েয। অবশ্য অজানাবস্থায় যে ব্যাংকে চাকরি নিয়েছে তার জীবন চলার অন্য কোনো ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাওবা করে ওই চাকরিতে থাকার অনুমতি দেওয়া হয় মাত্র। এমন ব্যক্তি নাজায়েয উপায়ে উপার্জিত টাকা দিয়েই কোরবানী করলে শরীকদারদের কারো কোরবানী সহীহ হবে না। কারো নিকট থেকে কর্জ নিয়ে ওই টাকা দ্বারা কোরবানী করলে সহীহ হবে। কোনো মুসলমানের জন্য জেনেশুনে সুদি প্রতিষ্ঠানে চাকরির আবেদন করা নাজায়েয। ভবিষ্যতে কোরবানী করার সময় ভালো করে যাচাই করে শরীক নেবেন। (৬/৯/১০৪৯)

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۵۰۳ : سوال-ایک گائے میں بنک یا انشورنس کا ملازم یا کوئی بھی، ایسا شخص شریک ہوا کہ جس کی کل یا اکثر آمدن حرام ہے، اس کی شرکت سے دوسرے شرکاء کی قربانی پر کوئی اثر پڑیگا یا نہیں؟

الجواب- اس صورت میں کسی کی قربانی بھی صحیح نہیں ہوئی، قال العلامة الحصكفی رح: (وإن) (مات أحد السبعة) المشتركين في البدنة (وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم) (صح) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل، ولو ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهم لأن بعضها لم يقع قربة (وإن) (كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم) (لم يجز عن واحد) منهم لأن الإراقة لا تتجزأ هداية.

وقال العلامة ابن عابدين رح: (قوله وإن كان شريك الستة نصرانيا إلخ) وكذا إذا كان عبدا أو مدبرا يريد الأضحية لأن نيته باطلة لأنه ليس من أهل هذه القربة فكان نصيبه لحما فمنع الجواز أصلا بدائع.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۱۹۴ : جب بینک میں تمام معاملہ سودی لین دین کا ہے تو پھر ملازمت کو قبول کرنے کی شرعا اجازت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے عن جابرؓ قال لعن رسول اللہ ﷺ اکل الربوا وموکلہ وکاتبہ وشاھدیہ، وقال ھم سواء. ... ...اس سے ثابت ہوا کہ گناہوں کے کام میں امداد اکرنا اور اس میں کسی قسم کا حصہ لینا جائز نہیں گناہ ہے، حق تعالی فرماتے ہیں ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔

ধনী হয়েও যাকাত গ্রহণকারী ও রিলিফ গ্রহণকারীর সাথে কোরবানী করা

প্রশ্ন :

১. যে সকল ব্যক্তি সরকারি রিলিফ নেয় তাদের সঙ্গে কোরবানী সহীহ কি না?
২. যারা সুদের লেনদেন করে তাদের সঙ্গে কোরবানী সহীহ কি না?
৩. যে সকল ধনী ব্যক্তির যাকাত দেওয়া ফরয তারা যদি অন্যের যাকাত নেয়, তাদের সাথে যারা যাকাত নেয় না উভয়ের একসঙ্গে কোরবানী সহীহ কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড যদিও গর্হিত তবে হালাল মাল দিয়ে কোরবানী করে থাকলে তাদের সঙ্গে মিলে যারা কোরবানী করবে তাদের কোরবানী সহীহ বলে বিবেচিত হবে। (১১/৫৪৩/৩৪৪৪)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٢٩١ : فالتضحية نوعان واجب وتطوع. والواجب منها أنواع: منها ما يجب على الغني والفقير، ومنها ما يجب على الفقير دون الغني، ومنها ما يجب على الغني دون الفقير. أما الذي يجب على الغني والفقير فالمنذور به بأن قال: لله علي أن أضحي شاة أو بدنة أو هذه الشاة أو هذه البدنة، وكذلك لو قال ذلك وهو معسر، ثم أيسر في أيام النحر فعليه أن يضحي شاتين؛ لأنه لم يكن وقت النذر أضحية واجبة عليه فلا يحتمل الإخبار فيحمل على الحقيقة الشرعية، فوجب عليه أضحية بنذره وأخرى بإيجاب الشرع. وأما التطوع: فأضحية المسافر والفقير الذي لم يوجد منه النذر بالتضحية ولا شراء الأضحية لانعدام سبب الوجوب وشرطه، وأما الذي يجب على الفقير دون الغني فالمشترى للأضحية إذا كان المشتري فقيرا، بأن اشترى فقير شاة ينوي أن يضحي بها۔

📖 فيه أيضا ٥/ ٣٤٣ : آكل الربا وكاسب الحرام أهدى إليه أو أضافه وغالب ماله حرام لا يقبل، ولا يأكل ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه، وإن كان غالب ماله حلالا لا بأس بقبول هديته والأكل منها۔

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل ۴/ ۱۸۲ : سوال-اگر کوئی شخص زکوۃ تو ادا نہیں کرتا لیکن قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟

جواب-اگر خلوص سے قربانی کرے تو قربانی کا ثواب ہوگا اور زکوۃ نہ دینے کا وبال الگ ہوگا اور اگر محض گوشت کھانے یا لوگوں کے طعنہ سے بچنے کے لئے قربانی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ثواب بھی نہیں ہوگا بلکہ مخلوق یا دکھلاوے کے لئے عمل کرنے کی وجہ سے مزید عذاب ہوگا۔

এক শিং ভাঙা জন্তুর কোরবানী

প্রশ্ন : সাত শরীক মিলে একটি গরু কোরবানী করা হয়েছে। গরুটির বিবরণ : তার দুটি শিংয়ের মধ্যে ডান পাশের শিংটি সম্পূর্ণ অক্ষত, যার দৈর্ঘ্য সাত ইঞ্চি, কিন্তু বাঁ পাশের শিংটির ওপরের খোপটি পুরো উপড়ে গেছে এবং ভেতরের মগজ মূলটাও ভেঙে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ অবশিষ্ট আছে। গরুটি দিয়ে কোরবানী করা সহীহ হয়েছে কি না? এবং

Scanned by CamScanner

শিং ভাঙার হিসাব ওপরের খোপ থেকে, না ভেতরের মূল অংশ মগজের ভিত্তিতে না উভয়ের ভিত্তিতে?

উত্তর : যে জন্তুর জন্মগতভাবে শিং নেই তা দ্বারা কোরবানী সহীহ হয় এবং যে জানোয়ারের শিং আছে কিন্তু শুধুমাত্র ওপরে খোল উঠে গেছে তা দিয়েও কোরবানী সহীহ-শুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে যে জানোয়ারের শিং এবং খোল এবং ভেতরের অংশসহ একেবারে গোড়া থেকে উঠে গেছে ওই জানোয়ার দ্বারা কোরবানী সহীহ-শুদ্ধ হবে না, অন্যথায় কোরবানী সহীহ হবে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত গরু দ্বারা সকলের কোরবানী সহীহ-শুদ্ধ হবে। (১৬/২৩৪/৬৪৯২)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٢٢٤ (٢٨٠٥) : عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن» -

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ١٧/ ٢٤٠ : والعضب فى القرن أن يكون مستأصلاً من أصله بدليل أن علياً ؓ أفتى السائل لجواز مكسورة القرن مطلقاً من غير تفصيل- ويحمل ذلك على ما بقى أصله بدليل ما روى عن عتبة بن عبد السلمى أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المستأصلة التى استوصل قرنها من أصله،... ... فتحصل من ذلك جواز التضحية بما قطع أقل من نصف أذنها، ومكسورة القرن غير مستأصلتها وعدم جواز ما قطع النصف من أذنها أو اكثر من ذلك، وما استوصل قرنها من أصله -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣٢٣ : (قوله ويضحي بالجماء) هي التي لا قرن لها خلقة وكذا العظماء التي ذهب بعض قرنها بالكسر أو غيره، فإن بلغ الكسر إلى المخ لم يجز قهستاني، وفي البدائع إن بلغ الكسر المشاش لا يجزئ والمشاش رءوس العظام مثل الركبتين والمرفقين -

গরিবের কেনা পশুতে অন্যকে শরীক করা

প্রশ্ন : গরিব ব্যক্তি এককভাবে কোরবানীর জন্য একটি গরু ক্রয় করেছিল। পরে ওই গরুর মধ্যে আরো ছয়জনকে শরীক করে–এমতাবস্থায় তাদের কোরবানী হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : গরিব ব্যক্তি এককভাবে কোরবানীর জন্য গরু ক্রয় করলে পরে ওই গরুর মধ্যে আর কাউকে শরীক করতে পারবে না। তা সত্ত্বেও যদি অন্যকে শরীক করে তাহলে ওই শরীকদের কোরবানী সহীহ হয়ে যাবে।

তবে গরিব ব্যক্তির ওপর অংশীদারদের থেকে নেওয়া সম্পূর্ণ টাকা সদকা করা ওয়াজিব। (১৬/৮২০/৬৮০০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٠٤ : وإن كان فقيرا معسرا فقد أوجب بالشراء فلا يجوز أن يشرك فيها، وكذا لو أشرك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه لم يسعه؛ لأنه أوجبها كلها لله تعالى، وإن أشرك جاز، ويضمن ستة أسباعها-

📖 مسائل عیدین وقربانی ص ۱۲۴ : اگر وہ کسی کو شریک کرے تو شریک ہونے والے شخص کی قربانی صحیح ہو جائیگا۔

সম্মিলিতভাবে মৃতের নামে করা কোরবানীর গোশত বণ্টন-পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমরা পাঁচ ভাই মিলে সমানহারে চাঁদা দিয়ে একটি গরু খরিদ করলাম। এতে আমাদের পাঁচ ভাইয়ের নামসহ আমাদের মৃত মা-বাবার নামেও কোরবানী করলাম। মা-বাবা কোরবানীর অসিয়ত করে যাননি। পরে গোশত সমানভাবে পাঁচ ভাগ করে নিয়ে গেলাম। এটা বৈধ হলো কি না?

জনৈক আলেম বললেন, গোশতকে প্রথমে সাত ভাগ করে পাঁচ ভাই পাঁচ অংশ নিয়ে নেবে। তারপর বাকি দুই অংশকে পুনরায় পাঁচ ভাইয়ের মাঝে বণ্টন করতে হবে। উল্লেখ্য, বাকি অংশ বণ্টনের জন্য একজনকে ওলী বা অভিভাবক বানাতে হবে। প্রশ্ন হলো, উক্ত আলেমের কথা সঠিক কি না?

উত্তর : আপনাদের গোশত বণ্টন-পদ্ধতি শুদ্ধ হয়েছে। উক্ত আলেমের উক্তি সঠিক নয়। (১৫/৮৫৬/৬৩২৫)

📖 فتاوى قاضيخان بهامش الهندية (زكريا) ٣/ ٣٥٢ : ولو ضحى عن ميت من مال نفسه بغير أمر الميت جاز وله أن يتناول منه ولا تلزمه أن يتصدق به؛ لأنها لم تصر ملكا للميت -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٦ : من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت والملك للذابح. قال الصدر: والمختار أنه إن بأمر الميت لا يأكل منها وإلا يأكل بزازية -

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸ /۲۰۵ : میت کی طرف سے قربانی کئے ہوئے جانور کا حکم زندہ کی طرف سے قربانی کئے ہوئے جانور کے حکم کے مساوی ہے۔

কুকুরের দুধে লালিত-পালিত বকরির কোরবানী ও গোশতের হুকুম

প্রশ্ন : আমার একটি বকরি বাচ্চা প্রসবের পর মারা যায় এবং বকরির বাচ্চাগুলো কুকুরের দুধ খেয়ে লালিত-পালিত হতে থাকে। আমার প্রশ্ন হলো,

ক) কুকুরের দুধ খেয়ে লালিত-পালিত হওয়া উক্ত বকরিগুলো দ্বারা আমি কোরবানী দিতে পারব কি না?

খ) আর যদি তা দ্বারা আমি কোরবানী দিই তাহলে কোরবানী আদায় হবে কি না?

গ) এবং কোরবানী দেওয়ার পর সেগুলোর গোশত খাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : কুকুরের দুধ নাপাক। নাপাক খাদ্য দ্বারা লালিত-পালিত জন্তুর কোরবানী করা অবৈধ নয় বিধায় প্রশ্নোল্লিখিত বকরি দ্বারা কোরবানী করা বৈধ হবে, কোরবানী ওয়াজিব হোক বা নফল। তবে জবাই করা পর্যন্ত হারাম ও নাপাক খাদ্য খেতে থাকলে, অর্থাৎ জবাই করার পূর্বেও কোনো ভালো খাদ্য না খেলে তার গোশত খাওয়া মাকরূহ বলে বিবেচিত হবে। হ্যাঁ, জবাইয়ের কিছুদিন পূর্ব থেকে হালাল খাদ্য খেলে তার গোশত খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। (১৫/৮৩১/৬৩০৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ۱۸۲/۸ : ولهذا يحل أكل جذع تغذى بلبن الخنزير لأن لحمه لا يتغير وما تغذى به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۵۴۰ : سوال- بکری کا بچہ جس نے سور کے دودھ سے پرورش پائی ہو حلال ہے یا نہیں اور اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- فی الدر المختار كما حل أكل جدي غذي بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير، وما غذي به يصير مستهلكا لا يبقى له أثر. وأن ابن المبارك قال: معناه إذا اعتلف أياما بعد ذلك كالجلالة، وفي شرح الوهبانية أنه يحل إذا ذبح بعد أيام وإلا لا. ان روایات سے معلوم ہوا کہ وہ بچہ حلال ہے لیکن کئی روز تک اس کو دوسرا چارہ دینا چاہئے اس طرح قربانی بھی درست ہے۔

📖 کفایت المفتی ۹/ ۱۳۴

Scanned by CamScanner

কোরবানীর সাথে সাথে আকীকার নিয়্যাত

প্রশ্ন : একটি ছাগলের মধ্যে কিংবা গরুর এক-সপ্তমাংশের মধ্যে কোরবানীর সাথে সাথে আকীকার নিয়্যাত করা হলে উভয়টি আদায় হবে কি না? এবং উক্ত মাসআলায় ধনী ও গরিব ব্যক্তির মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে একই বকরি বা গরুর এক ভাগে একাধিক নিয়্যাত যেমন–কোরবানী ও আকীকার নিয়্যাত করার অবকাশ থাকে না বিধায় প্রশ্নের বর্ণনা মতে ওই ব্যক্তির কোরবানী ও আকীকা কোনোটাই আদায় হবে না। এতে ধনী-গরিবের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। (১৫/৮৭৪/৬৩১১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٧١ :ولا شك في جواز بدنة أو بقرة عن أقل من سبعة بأن اشترك اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة في بدنة أو بقرة؛ لأنه لما جاز السبع فالزيادة أولى، وسواء اتفقت الأنصباء في القدر أو اختلفت؛ بأن يكون لأحدهم النصف وللآخر الثلث ولآخر السدس بعد أن لا ينقص عن السبع -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٠٤ : يجب أن يعلم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، وإن كانت عظيمة، والبقر والبعير يجزي عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى، والتقدير بالسبع يمنع الزيادة، ولا يمنع النقصان -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ١٧٤ : وقوله "شاة، أو سبع بدنة" بيان للقدر الواجب والقياس أن لا يجوز إلا البدنة كلها إلا عن واحد لأن الإراقة قربة لا تتجزأ إلا أنا تركناه بالأثر وهو ما روي عن جابر - رضي الله تعالى عنه - قال «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة» ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس وتجوز عن ستة، أو خمسة، أو أربعة، أو ثلاثة ذكره في الأصل لأنه لما جاز عن سبعة فما دونها أولى، ولا يجوز عن ثمانية لعدم النقل فيه وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من سبع بدنة -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٨/ ٢٤٠ : گائے میں عقیقہ کی نیت سے کئی آدمی شریک ہو سکتے ہیں بشرطیکہ تمام شرکاء کی نیت قربانی یا عقیقہ کی ہو بعض شرکاء قربانی کی

Scanned by CamScanner

নিয়ত সে اور بعض عقیقہ کی نیت سے گائے میں شریک ہو سکتے ہیں، دوسری شرط یہ بھی ہے کہ کسی شریک کا حصہ ۱/۷ سے کم نہ ہو۔

সম্মিলিতভাবে গরুর সপ্তমাংশ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী করা

প্রশ্ন : যদি ছয়জন ব্যক্তি একটি গরুর মধ্যে প্রতিজন এক অংশ করে মোট ছয় অংশে কোরবানী করে ও সপ্তমাংশে সবাই সম্মত হয়ে সমানহারে টাকা দিয়ে যেকোনো একজনকে মালিক বানানোবিহীন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে করে তাহলে ছয়জনের কোরবানী সহীহ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে একটি গরুতে ছয়জনের প্রত্যেকেই পূর্ণ অংশ কোরবানী করে সপ্তমাংশ সকলের পক্ষ হতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী দিলে সব কোরবানী শরীয়তের আলোকে শুদ্ধ হবে। (১৫/৯৭৪)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨ /١٧٧ : (وإن مات أحد السبعة، وقال الورثة: اذبحوا عنه وعنكم صح، وإن كان شريك الستة نصرانيا) أومريد اللحم لم تجز عن واحد منهم، ووجه الفرق أن البقرة تجوز عن سبعة بشرط قصد الكل القربة، واختلاف الجهات فيما لا يضر كالقران والمتعة والأضحية لإتحاد المقصود وهو القربة وقد وجد هذا الشرط في الوجه الأول لأن الأضحية من الغير عرفت قربة لأنه - صلى الله عليه وسلم - ضحى عن أمته ولم توجد القربة في الوجه الثاني لأن النصراني ليس من أهلها-

📖 الدر المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٦ : (وإن) (مات أحد السبعة) المشتركين في البدنة (وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم) (صح) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۲۸۸ : سوال-اگر چند شخص ملکر ساتواں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں تو کرنا درست ہے یا نہیں؟ یا ایک ہی شخص اس حصہ کی قیمت ادا کرے تب درست ہے؟

الجواب-ایک شخص قیمت ادا کردے تب بھی درست ہے سب شرکاء مل کر کریں تب بھی درست ہے۔

Scanned by CamScanner

সপ্তমাংশ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একটি মাসআলা নিয়ে দুই আলেমের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে, ফলে এলাকায় তুমুল ঝগড়া হয়েছে। বিষয় হলো, আমাদের দুই ভাই মিলে কোরবানী করে তিন অংশ করে, আর সপ্তম অংশ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে দিয়ে থাকি। এই নিয়মকে এক আলেম বলেন, সহীহ হবে। দলিল হিসেবে পেশ করেন হেদায়ার এক মাসআলা যে, যদি কোনো অংশীদার মারা যান তাহলে ওয়ারিশগণের অনুমতি নিয়ে মরহুমের নামে কোরবানী দিতে পারবে। দ্বিতীয় আলেম সাহেব বলেন, এ নিয়ম সহীহ নয়, যদি সহীহ করতে হয়, তাহলে সপ্তম অংশকে একজনের মালিকানায় নিয়ে আসতে হবে। কেননা এক অংশকে দুজনে মিলে কোরবানী দিতে পারে না। এখন জানার বিষয় হলো, এর সমাধান কী হবে?

উত্তর : বড় জন্তু তথা গরু-মহিষ ও উটের এক অংশে দুজন মিলে কোরবানী দিতে পারে না কথাটি সহীহ। কিন্তু প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিটি বিহিত কারণে ওই কথার আওতাবহির্ভূত মর্মে ফিকাহবিদগণ স্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং দুই ভাই মিলে একটি গরু কিনে সপ্তম অংশ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যাত করতে পারবে–এমতাবস্থায় একজনকে ওই অংশের মালিক বানানো শর্ত নয়। (৯/৮১২/২৮৮০)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١٧٧/٨ : ولو اشترك اثنان في بقرة، أو بعير لا يجوز في الأضحية لأنه يكون لواحد منهم ثلاثة أسهم ونصف، والنصف لا يجوز في الأضحية والأصح أنه يجوز لأن النصف يصير قربة بطريق التبع لغيره.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۵۷۳ – ۵۷۴ : میں نے گذشتہ سال زبانی فتوی دیا تھا کہ جس طرح اپنی طرف سے قربانی کرنے میں ایک حصہ دو شخص کی طرف سے جائز نہیں، اسی طرح غیر کی طرف سے تبرعا نفل قربانی کرنے میں خواہ زندہ کی طرف سے یا میت کی طرف سے، ایک حصہ دو شخص کی طرف سے جائز نہیں، مگر روایات سے اس کے خلاف ثابت ہوا اس لئے میں اس سے رجوع کر کے اب فتوی دیتا ہوں کہ جو قربانی دوسرے کی طرف سے تبرعا کیجاوے چونکہ وہ ملک ذابح کی ہوتی ہے اور صرف اس دوسرے کو ثواب پہنچتا ہے اس لئے ایک حصہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے مسلم میں ہے کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کر کے متعدد کو ثواب پہنچانا جائز ہے، بس یہ بھی ویسا ہی ہے،

Scanned by CamScanner

وقد صح أن رسول الله ﷺ ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يذبح من أمته، وإن كان منهم قدمات قبل أن يذبح- قلت : وقد دل الحديث على جواز التضحية عن الحى تبرعا وعلى جواز الصحة الواحدة عن الكثيرين-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۲۸۸ : سوال-اگرچند شخص ملکر ساتواں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں تو کرنا درست ہے یا نہیں؟ یاایک ہی شخص اس حصہ کی قیمت ادا کرے تب درست ہے؟

الجواب- ایک شخص قیمت ادا کردے تب بھی درست ہے سب شرکاء مل کر کریں تب بھی درست ہے۔

📖 فیہ ایضا ۱۴/ ۳۳۹-۳۳۶ : سوال-قربانی کے جانور میں کتنے حصہ کر سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھنا کیسا ہے؟ واجب ہے یا سنت ہے؟ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثلاً جیسے کہ چھ آدمیوں نے ملکر ایک گائے خریدی اس میں ہر ایک نے اپنا ایک ایک حصہ پہلے متعین کرلیا اب رہا ایک حصہ تو ان چھ ساتھیوں کی جانب سے آنحضور ﷺ کا حصہ مشترکہ ہے تو کیا اس طرح ایک حصہ میں سب کا شریک ہونا جائز ہے؟... ...

الجواب- (دار العلوم سابقہ) قربانی کے بڑے جانور گائے اونٹ میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اور اس سے زائد کی اجازت نہیں ہے حضرت نبی کریم ﷺ کی طرف سے حصہ کرنا مستحب اور بڑے اجر و ثواب کی بات ہے اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک آدمی مستقلا حصہ اس مقصد کے واسطے لے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو چھ آدمی ملکر مشترکہ طور پر ایک حصہ لیں یہ بھی درست ہے۔... ... ...

(جدید) الجواب: ... ... جس بڑے جانور میں چھ آدمی شریک ہیں وہاں کسی کا حصہ ساتویں حصہ سے کم نہیں سب کا زائد ہے پھر ساتویں حصہ کو سب نے ملکر حضور ﷺ کی طرف سے ایصال ثواب کے طور پر کردیا تب بھی کسی کا حصہ ساتویں حصہ سے کم نہیں ہوا بلکہ چھ آدمیوں کا ایک ایک حصہ پورا پورا ہوا، ایک حصہ میں سب شریک رہے اور اس ایک حصہ سے واجب ادا کرنا مقصود نہیں بلکہ ثواب پہونچانا مقصود ہے تو شرعا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۹۰ : وإن مات أحد السبعة المشتركين فى البدنة ... ... روایت مذکورہ فقہیہ سے استحسانا جائز معلوم ہوتا ہے کیونکہ جب ساتواں حصہ دار فوت ہو گیا تو اس کا حصہ اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو گیا اور اس حصہ

Scanned by CamScanner

کے ورثاء مالک بن گئے اور انہوں نے اس ساتویں حصہ کے مالک ہونے کی حیثیت سے قربانی کی اجازت دیدی تو سب کی قربانی درست ہوگی اسی طرح صورت مسئولہ میں چھ ساتھیوں نے ساتواں حصہ خرید کر حضور ﷺ کے لئے کردیا تو درست ہونا چاہیے۔ دوسرے علماء سے بھی دریافت کرلیا جائے۔

যৌথভাবে এক অংশ নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় দুই ব্যক্তি মিলে একটি গরু কোরবানী দেয়। একজন তিন নাম, অপরজন তিন নাম। মোট ছয় নাম। বাকি এক নাম তারা দুজন মিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে দেয়। এভাবে কোরবানী করা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পন্থায় উভয় ব্যক্তির কোরবানী পরিপূর্ণ সহীহ হবে। (১৪/৬৩৪/৫৭৫৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٧١ : ولا شك في جواز بدنة أو بقرة عن أقل من سبعة بأن اشترك اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة في بدنة أو بقرة؛ لأنه لما جاز السبع فالزيادة أولى، وسواء اتفقت الأنصباء في القدر أو اختلفت؛ بأن يكون لأحدهم النصف وللآخر الثلث ولآخر السدس بعد أن لا ينقص عن السبع.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٣٢٦ : (وإن) (مات أحد السبعة) المشتركين في البدنة (وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم) (صح) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۲۸۸ : سوال-اگرچند شخص ملکر ساتواں حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں تو کرنا درست ہے یا نہیں؟ یا ایک ہی شخص اس حصہ کی قیمت ادا کرے تب درست ہے؟

الجواب-ایک شخص قیمت ادا کردے تب بھی درست ہے سب شرکاء مل کر کریں تب بھی درست ہے۔

📖 فیہ ایضا ۱۴/ ۳۳۹ : جس بڑے جانور میں چھ آدمی شریک ہیں وہاں کسی کا حصہ ساتویں حصہ سے کم نہیں سب کا زائد ہے پھر ساتویں حصہ کو سب نے ملکر حضور ﷺ کی طرف سے ایصال ثواب کے طور پر کردیا تب بھی کسی کا حصہ ساتویں حصہ سے کم نہیں ہوا بلکہ چھ

Scanned by CamScanner

آدمیوں کاایک ایک حصہ پوراپوراہواہو،ایک حصہ میں سب شریک رہےاوراس ایک حصہ سے واجب ادا کرنا مقصود نہیں بلکہ ثواب پہونچانا مقصود ہے تو شرعا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

নবীজির নামে দেওয়া সপ্তম অংশের গোশত বণ্টন-পদ্ধতি

প্রশ্ন : দুই শরীক সমান টাকা দিয়ে কোরবানীর গরু খরিদ করে উভয়জন নিজেদের নামে ছয় ভাগ রাখে এবং অবশিষ্ট সপ্তম ভাগ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী দেয়। গোশত উভয় পক্ষ সমানহারে বণ্টন করে নেয়। এমতাবস্থায় কোরবানী শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তর : একটি অংশে একাধিক লোক শরীক হলে সাধারণভাবে নফল কোরবানী করা সহীহ নয়, কিন্তু প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে বিশেষ কারণে সহীহ বলা যায়। সর্বাবস্থায় পূর্ণ এক অংশ দ্বারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী করা উত্তম। নফল কোরবানীর গোশত কোরবানীদাতা নিজে এবং ধনী সবাই খেতে পারবে। (৮/১৫৮/২০৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ١٧٧ : ولو اشترك اثنان في بقرة، أو بعير لا يجوز في الأضحية لأنه يكون لواحد منهم ثلاثة أسهم ونصف، والنصف لا يجوز في الأضحية والأصح أنه يجوز لأن النصف يصير قربة بطريق التبع لغيره.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٣٢٦ :(وإن) (مات أحد السبعة) المشتركين في البدنة (وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم) (صح) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ٢/ ٩٠ : جواب : (وإن) (مات أحد السبعة) المشتركين في البدنة (وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم) (صح) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل (الشامی)روایت مذکورہ فقہیہ سے استحسانا جائز معلوم ہوتاہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٤/ ٣٣٩ : جس بڑے جانور میں چھ آدمی شریک ہیں وہاں کسی کا حصہ ساتویں حصہ سے کم نہیں سب کا زائد ہے پھر ساتویں حصہ کو سب نے ملکر حضور ﷺ کی طرف سے ایصال ثواب کے طور پر کردیاتب بھی کسی کا حصہ ساتویں حصہ سے کم نہیں ہوابلکہ چھ آدمیوں کاایک ایک حصہ پوراپوراہواہو،ایک حصہ میں سب شریک

Scanned by CamScanner

রহে اور اس ایک حصہ سے واجب ادا کرنا مقصود نہیں بلکہ ثواب پہونچانا مقصود ہے تو شرعااس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

কয়েকজন মিলে একটি বকরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী করা

প্রশ্ন : কয়েকজন মিলে একটি বকরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী দিলে তাদের কোরবানী সহীহ হবে কি না? উল্লেখ্য, তাদের ওপর কোরবানী ওয়াজিব নয়।

উত্তর : কয়েকজন মিলে একটি বকরি খরিদ করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী করার ব্যাপারে মুফতিয়ানে কিরামের দ্বিমত থাকলেও নির্ভরযোগ্য মত হলো একজনকে সবাই মিলে মালিক বানিয়ে দেবে এবং সে টাকা দিয়ে বকরি খরিদ করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী করবে। যারা টাকা দিয়েছে সবাই সাওয়াব পাবে। এ পদ্ধতি অবলম্বনে কারো দ্বিমত থাকে না বিধায় এ পদ্ধতিটিই উত্তম এবং শ্রেয়। (১৪/৮৭৩/৫৭৭৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٣٥ : (قوله وعن ميت) أي لو ضحى عن ميت وارثه بأمره ألزمه بالتصدق بها وعدم الأكل منها، وإن تبرع بها عنه له الأكل لأنه يقع على ملك الذابح والثواب للميت، ولهذا لو كان على الذابح واحدة سقطت عنه أضحيته كما في الأجناس. قال الشرنبلالي: لكن في سقوط الأضحية عنه تأمل اهـ أقول: صرح في فتح القدير في الحج عن الغير بلا أمر أنه يقع عن الفاعل فيسقط به الفرض عنه وللآخر الثواب فراجعه

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ۷۹۴ : سوال-زید عمر و خالد تینوں بھائیوں نے چار چار روپیہ کرکے دیااور مجموعہ بارہ روپیہ سے ایک بکری خریدی اور اس مشترکہ بکری کو اپنے والد مرحوم کی جانب سے قربانی کی تو یہ قربانی شرعا صحیح ہوئی یا نہیں؟

الجواب-اس صورت میں قربانی صحیح نہیں ہوئی، صحت کی صورت یہ تھی دو بھائی اپنا اپنا حصہ تیسرے بھائی کو ہبہ کرکے اس کی ملک بنادیتے اور وہ تیسرا صرف اپنی طرف سے قربانی کرکے ایصال ثواب کرنا۔

Scanned by CamScanner

৭০ জন মিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে একটি গরু কোরবানী করা

প্রশ্ন : ৭০ জন মিলে কি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে একটি গরু কোরবানী করতে পারে?

উত্তর : কোরবানীর ব্যাপারে শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী কোরবানীদাতাদের কারো অংশ উট ও গরুর মধ্যে এক-সপ্তমাংশের কম হলে কোরবানী সহীহ হয় না বিধায় সাতজনের বেশি একই জন্তুর মধ্যে শরীক হতে পারবে না। তবে মৃত ব্যক্তির পক্ষে নফল কোরবানীতে সাতজনের অধিক লোক শরীক হওয়ার ব্যাপারে যদিও মুফতিয়ানে কিরামের মতানৈক্য রয়েছে, কিন্তু নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী তা নাজায়েয। হ্যাঁ, যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য কোরবানী করার আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ সম্মিলিতভাবে কোরবানী করার ইচ্ছা করে, তাহলে তার উত্তম পন্থা হবে–৭০ জনের দেওয়া টাকাগুলো একত্রিত করে সবাই মিলে নির্ধারিত সাতজন অথবা যেকোনো একজনকে উক্ত টাকার মালিক বানিয়ে দেবে এবং ওই ব্যক্তি উক্ত টাকা দিয়ে গরু খরিদ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী দেবে। এতে কোরবানীও সহীহ হবে এবং সবাই সাওয়াবের অংশীদার হবে। এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না। (৯/৯০/২৫২৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/٧٠ : ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/٣١٥ : (أو سبع بدنة) هي الإبل والبقر؛ سميت به لضخامتها، ولو لأحدهم أقل من سبع لم يجز عن أحد، وتجزي عما دون سبعة بالأولى-

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۹۴ : الجواب-اس صورت میں قربانی صحیح نہیں ہوئی صحت کی صورت یہ تھی دو بھائی اپنا اپنا حصہ تیسرے بھائی کو ہبہ کر کے اس کی ملک بنادیتے اور وہ تیسرا صرف اپنی طرف سے قربانی کر کے ایصال ثواب کرنا۔

Scanned by CamScanner

২০-৩০ জন মিলে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি প্রথা চালু আছে যে কোরবানীর সময় ২০-৩০ জন মিলে একটি গরু খরিদ করে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী করে। অতঃপর তারা সবাই মিলে ওই গরুর গোশত ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে যায়। জানার বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে দেওয়া এ কোরবানী জায়েয কি না?

উত্তর : কোরবানীর বড় পশুকে ছয়জন অংশীদার নিজ নিজ অংশ পরিপূর্ণ হওয়ার পর অবশিষ্ট একটি অংশ সবার সম্মতিতে সবার পক্ষ হতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে নফল কোরবানী করা জায়েয কি না–এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের জায়েয ও নাজায়েয উভয় ধরনের মতামত পাওয়া যায়। উভয় পক্ষের দলিল-প্রমাণও কিতাবে বিদ্যমান এবং আমাদের দেশে উভয় মতামতের ওপর আমল চলে আসছে। কিন্তু প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে সাতজনের অধিক ব্যক্তি একটি গরু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী করা শরীয়তের মৌলিক দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে নাজায়েয বোঝা যায়। শুধুমাত্র ফাতওয়ায়ে নিযামিয়ার শ্রদ্ধেয় লেখক জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। বাকি অন্য আকাবীরগণ জায়েয বলে ফাতওয়া দেননি। তবে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে যদি সবাই মিলে সাতজন বা সাতজনের কম ব্যক্তিকে উক্ত গরুর মালিক বানিয়ে দেওয়ার পর তারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামে কোরবানী করে তাহলে এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে এতে তাদের নিজ ওয়াজিব কোরবানী আদায় হবে না। তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কোরবানী করতে হবে। (৭/৫১৬/১৭৪৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧٠/٥ : ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٣٢٢/٤ : سئل نصير رح عن رجل ضحى عن الميت قال الجر له والملك لهذا وقال محمد بن سلمه رح مثل ذلك وقال محمد بن مقاتل مثل ذلك وابو مطيع بمثله.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣١٥/٦ : (أو سبع بدنة) هي الإبل والبقر؛ سميت به لضخامتها، ولو لأحدهم أقل من سبع لم يجز عن أحد، وتجزي عما دون سبعة بالأولى.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل ۴/ ۱۹۴ : سوال- بالفرض چند آدمیوں مثلاً ۸-۶ نے مل کر ایک بکرا خریدا جس میں سب برابر کے شریک ہیں۔ ایام النحر میں سب کے بالاتفاق اس بکرے کو متجانب حضور ﷺ پاک قربانی کیا تو یہ قربانی صحیح اور درست ہوگی یا نہیں؟

Scanned by CamScanner

جواب-یہ درست نہیں ہوگی البتہ اگر کوئی ایک شخص پورا حصہ کی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کرے تو صحیح ہوگا کیونکہ یہ نفلی قربانی برائے ایصال ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اصل قربانی تو قربانی کرنے والے کی طرف سے ہے اور ظاہر ہے کہ قربانی کا ایک حصہ ایک ہی آدمی کی جانب سے ہو سکتا ہے جب کہ مذکورہ صورت ایک حصہ کئی آدمیوں کی جانب سے ہے۔

কোরবানীর পশু একটি বিক্রি করে আরেকটি কেনা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার ভাইকে ৩০০০ টাকা দিয়েছে তাদের মৃত পিতার নামে কোরবানী করার জন্য। ভাই ২০০০ টাকা দিয়ে একটি খাসি ক্রয় করেছে এবং ফোনের মাধ্যমে বাকি ১০০০ নিজে ব্যবহার করার অনুমতি নিয়ে নেয়। কিন্তু কোরবানী আসার আগেই সে ওই টাকার সাথে আরো ১০০০ টাকা যোগ করে একটি গরুর ভাগে যোগ দেয় সেই মৃত পিতার নামে কোরবানীর জন্য। এখন চাচ্ছে যে শুধু গরুই কোরবানী করবে এবং ছাগল বিক্রি করে টাকা নিজে ভোগ করবে। জানার বিষয় হলো, এ সুযোগ তার আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত অবস্থায় ছাগল বিক্রি করে টাকা নিজে ভোগ করা আর নিজের টাকা দিয়ে একটি গরুর সাত ভাগের এক ভাগ মৃত পিতার নামে কোরবানীর জন্য ক্রয় করা জায়েয নেই। তবে ওই ভাইয়ের পক্ষ থেকে পুনরায় অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়ার পর জায়েয হবে। (১৪/১১৭/৫৫৩২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٠٦ : ولو وكله بأن يشتري له بقرة سوداء للأضحية فاشترى بلقاء وهي التي اجتمع فيها السواد والبياض لزم الآمر، وإن وكله بأن يشتري له كبشا أقرن أعين للأضحية فاشترى كبشا أجم ليس أعين لا يلزم الآمر؛ لأن هذا مما يرغب فيه الناس للأضحية فخالف ما أمر به... ... وإن وكل إنسانا بأن يشتري له ضأنا فاشترى معزا أو كان على العكس لا يلزم الآمر، كذا في المحيط.

Scanned by CamScanner

চারজনের একটি গরু কোরবানী দেওয়া

প্রশ্ন : কোরবানীর জন্য এক গরুর মধ্যে চারজন মিলে টাকা ও গোশতের অংশ সমানভাবে ভাগ করে নিলে কোরবানী সহীহ হবে কি না?

উত্তর : গরু কোরবানীর ক্ষেত্রে শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত নীতিমালা তথা একটি গরুতে উর্ধ্বে সাতজন অংশীদার হয়ে কোরবানী করতে পারবে। তবে কারো অংশ সপ্তমাংশের কম না হতে হবে। সুতরাং প্রশ্নোক্ত পন্থায় চারজন মিলেও কোরবানী করতে পারবে। (১৪/৭০৮/৫৭৬৮)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤/ ٣١٥ : والبقر والبعير يجزى عن سبعة إذا كانوا يريدون بها وجه الله تعالى اتحدت جهة القربة أو اختلفت كالأضحية والقران والمتعة، والتقدير بالسبع يمنع الزيادة كما يمنع النقصان حتى لو كانت الشركاء فى البدنه أو البقرة ثمانية لم يجزهم ولو كانوا اقل من ثمانية إلا أن نصيب أحد منهم أقل من السّبع لا يجوز-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۳۳۹ : جس بڑے جانور میں چھ آدمی شریک ہیں وہاں کسی کا حصہ ساتویں حصہ سے کم نہیں سب کا زائد ہے پھر ساتویں حصہ کو سب نے ملکر حضور ﷺ کی طرف سے ایصال ثواب کے طور پر کردیا تب بھی کسی کا حصہ ساتویں حصہ سے کم نہیں ہوا بلکہ چھ آدمیوں کا ایک ایک حصہ پورا پورا ہوا، ایک حصہ میں سب شریک رہے اور اس ایک حصہ سے واجب ادا کرنا مقصود نہیں بلکہ ثواب پہونچانا مقصود ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

দুজনে মিলে এক-সপ্তমাংশের কোরবানী দেওয়া

প্রশ্ন : কোরবানীর গরুর সপ্তম অংশ আমরা দুজন মিলে দিই, অর্থাৎ আমাদের দুজনের টাকা দিয়ে এই ভাগটিতে কোরবানীর জন্য অংশগ্রহণ করি এবং যেকোনো একজনের পক্ষ থেকে আদায় হোক, তাও নিয়্যাত করেছি। জনৈক আলেম বলেছেন, কোরবানী হয়নি, যেহেতু এখানে আটজন হয়েছে। জানার বিষয় হলো, আমাদের কোরবানী হয়েছে কি না?

উত্তর : জনৈক আলেমের কথা সঠিক। সপ্তমাংশে দুই শরীক হওয়ায় বাকি ছয়জনের কোরবানীও নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং সবার জন্য একটি করে ছাগলের মূল্য সদকা করে দিতে হবে। ভবিষ্যতে দুজন মিলে এক অংশ করতে ইচ্ছা করলে এক ভাই অপর

Scanned by CamScanner

ভাইকে নিজের অর্ধেক টাকার মালিক বানিয়ে দেবে এবং অপর ভাই উক্ত এক অংশ নিজের পক্ষ থেকে করলে সহীহ হবে। (৯/৩২৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١٧٤/٨ : ولا يجوز عن ثمانية لعدم النقل فيه وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من سبع بدنة لا يجوز عن الكل لأنه بعضه إذا خرج عن كونه قربة خرج كله.

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ٤/ ٣٥٨ : "ولو لم يضح حتى مضت أيام النحر إن كان أوجب على نفسه أو كان فقيرا وقد اشترى الأضحية تصدق بها حية وإن كان غنيا تصدق بقيمة شاة اشترى أو لم يشتر" لأنها واجبة على الغني.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۹۴ : سوال- (۱) زید عمر و خالد تینوں بھائیوں نے چار چار روپیہ کر کے دیا اور مجموعہ بارہ روپیہ سے ایک بکری خریدی اور اس مشترکہ بکری کو اپنے والد مرحوم کی جانب سے قربانی کی تو یہ قربانی شرعاً صحیح ہوئی یا نہیں؟

الجواب- (۱) اس صورت میں قربانی صحیح نہیں ہوئی، صحت کی صورت یہ تھی کے دو بھائی اپنا اپنا حصہ تیسرے بھائی کو ہبہ کر کے اس کی ملک بنا دیتے اور وہ تیسرا صرف اپنی طرف سے قربانی کر کے ایصال ثواب کرتا۔

তিনজন মিলে এক নামে বা মৃত পিতার নামে কোরবানী করা

প্রশ্ন : ক) আমরা তিন ভাই। কারো কোরবানী করার মতো সামর্থ্য নেই। আমাদের বাবা নেই। এখন যদি আমরা তিন ভাই সমান টাকা দিয়ে আমাদের বাবার নামে কোরবানী করি এবং এক ভাগ গোশত পুনরায় আমরা বাড়িতে এনে সমানভাবে তিন ভাগ করি, এমতাবস্থায় আমাদের কোরবানী হবে কি না? মূল পশুতে সাত ভাগের বেশি হয় না, বরং মূল পশুর সাত ভাগের এক ভাগ পুনরায় আমরা তিন ভাগ করি।

খ) আমরা তিন ভাই। কারো কোরবানী করার মতো সামর্থ্য নেই। এখন আমরা তিন ভাই মিলে এক শরীকে কোরবানী করি, গোশত তিন ভাগ করি। আমাদের কোরবানী হবে কি না?

উত্তর : তিনজন একসাথে এক ভাগে শরীক হয়ে কোরবানী করা সহীহ হয় না বিধায় তিন ছেলে এক ভাগে শরীক হয়ে বাপের জন্য কোরবানী করা সহীহ হবে না। তবে এক ভাইকে মালিক বানিয়ে দিলে সে পিতার নামে করতে পারবে।

অনুরূপ তিন ভাই মিলে এক ভাগে শরীক হয়ে নাম এক ভাইয়ের ব্যবহার করার মর্ম যদি এই হয় যে বাকি দুই ভাই কোরবানী করার জন্য ওই টাকা নিঃশর্ত দান করেছে

Scanned by CamScanner

এবং ওই ভাই নিজ টাকা ও ভাইদের দেওয়া স্বীয় মালিকানাধীন টাকা দিয়ে কোরবানী করেছে তাহলে কোরবানী সহীহ হবে। ভাগের মধ্যে প্রত্যেকের মালিকানা আছে মনে করলে কোরবানী হবে না। (১০/৯৮৭/৩৪২০)

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۹۴ : سوال- (۱) زید عمرو خالد تینوں بھائیوں نے چار چار روپیہ کر کے دیا اور مجموعہ بارہ روپیہ سے ایک بکری خریدی اور اس مشترکہ بکری کو اپنے والد مرحوم کی جانب سے قربانی کی تو یہ قربانی شرعاً صحیح ہوئی یا نہیں؟

الجواب- (۱) اس صورت میں قربانی صحیح نہیں ہوئی، صحت کی صورت یہ تھی کے دو بھائی اپنا اپنا حصہ تیسرے بھائی کو ہبہ کر کے اس کی ملک بنا دیتے اور وہ تیسرا صرف اپنی طرف سے قربانی کر کے ایصال ثواب کرتا۔

চুক্তি করে ৯ জনের একটি গরুতে শরীক হওয়া

প্রশ্ন : ৯ জন ব্যক্তি একটি গরু বা মহিষ দিয়ে কোরবানী করল এবং বৈধ হওয়ার জন্য এ পদ্ধতি অবলম্বন করল যে পাঁচজন নিজস্ব টাকা দিয়ে ওই জন্তুর মধ্যে শরীক হলো। আর বাকি চারজনের মধ্যে চুক্তি হলো যে দুজন নিজ টাকা অন্য দুই ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেবে। দুজন ওই জন্তুর মধ্যে শরীক হবে। তাহলে শরীক মোট সাতজন হবে। উল্লেখ্য, তাদের চারজনের মধ্যে পরস্পরে এ শর্ত থাকে যে কোরবানী করার পর প্রত্যেকের টাকার অংশ হিসেবে গোশত বণ্টন হবে। প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় এ কোরবানী সহীহ হবে কি না?

উত্তর : গরু-মহিষে সাতের অধিক ব্যক্তি শরীক হয়ে কোরবানী করতে পারে না। প্রশ্নোক্ত অবস্থায় যে দুই ব্যক্তি অপর দুজনকে টাকা দিয়েছে ওই দেওয়া হেবা হবে। যাদের নামে কোরবানী করা হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে কোরবানী সহীহ এবং টাকা হেবাকারীদের গোশত দেওয়ার শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। অতএব টাকার বিনিময়ে গোশতের দাবি সহীহ হবে না। (৮/৮২২/৩৩৫৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٣٩٦ : إذا وهب هبة وشرط فيها شرطا فاسدا فالهبة جائزة والشرط باطل -

Scanned by CamScanner

দুজনে মিলে তিনটি ছাগলের কোরবানী দেওয়া

প্রশ্ন : দুই ভাই মিলে তিনটি ছাগল খরিদ করে। দুই ভাই পৃথক পৃথক দুটি এবং তৃতীয় ছাগল অর্ধেক অর্ধেক মূল্য দিয়ে ক্রয় করল। দুই ভাই দুই ছাগল নিজ নিজ কোরবানীতে এবং তৃতীয় ছাগল দুজনে মৃত বাপের জন্য নফল কোরবানী হিসেবে করল। এখন প্রশ্ন হলো, তৃতীয় ছাগলের কোরবানী সহীহ হয়েছে কি না?

উত্তর : দুরস্ত হয়নি। (৭/৫৯৪/১৭৭১)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤ /٣٣١ : الشاة فى الأضحية لا تجوز إلا عن واحد-

তিনজন মিলে এক অংশের মৃত পিতার নামে কোরবানী করা

প্রশ্ন : ক. তিন ভাই তিন গরুর মধ্যে এক এক অংশ কোরবানীর জন্য নিল। আবার তিন ভাই একত্রিত টাকা দিয়ে তিন গরুর যেকোনো এক গরুর মধ্যে মৃত পিতার জন্য এক অংশ নিল, তা সহীহ হবে কি না?

খ. সপ্তমাংশে ছয়জন অংশীদার হলে তা জায়েয বলে কিতাবে উল্লেখ আছে। এখন প্রশ্ন হলো, উক্ত গরুতে চার ভাই এবং অপর এক গরুর অংশীদার এক ভাই মোট পাঁচ ভাই মিলে যদি ওই সপ্তমাংশ পিতার জন্য কোরবানী করে তা সহীহ হবে কি না।

উত্তর : ক. সহীহ হবে না। (৭/৫৯৪/১৭৭১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/٣١٥ : (أو سبع بدنة) هي الإبل والبقر؛ سميت به لضخامتها، ولو لأحدهم أقل من سبع لم يجز عن أحد، وتجزي عما دون سبعة بالأولى-

খ. সপ্তমাংশে শরীক হয়ে কোরবানী সহীহ হওয়ার জন্য অংশীদারদের উক্ত গরুতে শরীক থাকা জরুরি, অন্যথায় সহীহ হবে না।

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/٣٣٢ : بدنة بين اثنين ضحيا بها فإن كان لأحدهما سبع أو سبعان والباقى للآخر جاز، وإن كان بينهما نصفان اختلفوا فيه قال بعضهم لا يجوز؛ لأن لكل واحد منهما ثلاثة أسباعه ونصف سبع ونصف السبع لا يجوز فيه الأضحية،

Scanned by CamScanner

فإن صار ذلك القدر لحما صار الباقي لحما، وقال بعضهم جاز ذلك وبه أخذ الفقيه أبو الليثؒ؛ لأن نصف السبع وإن كان لا يجوز أضحية مقصودة يجوز تبعا لثلاثة أسباع فيجعل تبعا وإن كان لا يجوز مقصودا عند الإنفراد -

মৃত পিতার নামে কোরবানী করলে নিজে দায়িত্বমুক্ত হবে কি?

প্রশ্ন : যদি কোনো ধনী ব্যক্তি নিজের নামে কোরবানী না করে তার মৃত পিতার নামে কোরবানী করে তাহলে সে দায়িত্বমুক্ত হবে কি না?

উত্তর : যার ওপর কোরবানী ওয়াজিব সে যদি কোরবানীর নিয়্যাতে পশু ক্রয় করে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে কোরবানী করলে সে তার ওয়াজিব কোরবানী থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। তবে মৃত ব্যক্তি সাওয়াব পাবে কি না, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। কারো মতে, সাওয়াব পাবে আর কারো মতে, পাবে না। আর যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানী করার নিয়্যাতে পশু ক্রয় করে এবং ওই নিয়্যাতের ওপর অটল থাকে তাহলে কোরবানী মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে গণ্য হবে এবং সে সাওয়াবও পাবে। কিন্তু কোরবানীদাতার ওয়াজিব কোরবানী আদায় হবে না, ভিন্নভাবে কোরবানী করতে হবে। আর যদি কোনো গরিব ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানী করে তাহলে এ কোরবানী মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে গণ্য হবে এবং সে সাওয়াবও পাবে। (১৩/৫৩৬/৫৩১৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٣٥ : لو ضحى عن ميت وارثه بأمره ألزمه بالتصدق بها وعدم الأكل منها، وإن تبرع بها عنه له الأكل لأنه يقع على ملك الذابح والثواب للميت، ولهذا لو كان على الذابح واحدة سقطت عنه أضحيته كما في الأجناس. قال الشرنبلالي: لكن في سقوط الأضحية عنه تأمل اهـ أقول: صرح في فتح القدير في الحج عن الغير بلا أمر أنه يقع عن الفاعل فيسقط به الفرض عنه وللآخر الثواب -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸/ ۲۱۸ : اگر قربانی اپنی طرف سے کر رہا ہے اور میت کو محض ثواب پہونچانا مقصود ہے تو فریضہ اس سے ساقط ہو جائیگا۔ دوسری قربانی کی ضرورت نہیں بشرطیکہ نفل کی نیت نہ ہو۔ وإن تبرع بها عنه له الأكل؛ لأنه يقع على ملك الذابح والثواب للميت ولهذا لو كان على الذابح واحدة

Scanned by CamScanner

سقطت عنه أضحيته۔ اور اگر قربانی اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے بلکہ میت کی طرف سے ہی نفلا کر رہا ہے تو دوسری قربانی کرنا ہوگی کیونکہ ایک قربانی دو کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۲۰۵ : جس شخص نے اپنے مال سے میت کی جانب سے قربانی کی ہے، اگر اس پر بھی قربانی واجب تھی تو یہ قربانی اس کی اپنی طرف سے ہو جائے گی، اور میت کو قربانی کا ثواب نہ ہے گا، اور اس پر قربانی واجب نہ تھی یا اپنی قربانی جدا کر سکا تھا تو میت کی طرف سے قربانی درست ہو جائے گی یعنی میت کو قربانی کا ثواب مل جائے گا۔

গোশতের উদ্দেশ্যে কোরবানী ও কোনো একজনের নিয়্যাতে ত্রুটি

প্রশ্ন : ক. লোক দেখানো বা গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে কোরবানী করলে দায়িত্বমুক্ত হবে? নাকি সময় থাকলে আবার কোরবানী করা ওয়াজিব?

খ. সাত শরীকের মধ্য হতে যেকোনো একজনের নিয়্যাতে ত্রুটি থাকলে সবার কোরবানী ফাসেদ হয়ে গেলে সবার ওপর কি আবার কোরবানী করা ওয়াজিব?

উত্তর : ক, খ. লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোরবানী করলে সাওয়াব না হলেও সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। তবে গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে বা সাত শরীকের কারো শুধু গোশত খাওয়ার নিয়্যাত থাকলে কারো কোরবানী শুদ্ধ হবে না। সময় থাকলে আবার কোরবানী করতে হবে। অন্যথায় একটি মধ্যম ধরনের বকরি বা তার সমমূল্য সদকা করা ওয়াজিব। (১৩/৫৩৬/৫৩১৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣١٣ : (قوله إذ لا ثواب بدونها) أي بدون النية لأن ثواب الأعمال بالنيات أو بدون صحتها، إذ لو خالطها رياء مثلا فلا ثواب أيضا وإن سقط الواجب، لأن الثواب مفرع على القبول وبعد جواز الفعل لا يلزم حصول القبول -

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٢٦ : (وإن) (كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم) (لم يجز عن واحد) منهم لأن الإراقة لا تتجزأ -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٠٤ : أو كان شريك السبع من يريد اللحم أو كان نصرانيا ونحو ذلك لا يجوز للآخرين أيضا كذا في السراجية.

Scanned by CamScanner

কোনো একজনের গোশত উদ্দেশ্যে হলে কারো কোরবানী হবে না

প্রশ্ন : শরীকি কোরবানীর মাঝে কেউ যদি শুধু গোশত খাওয়ার নিয়্যাতে কোরবানী করে তাহলে তার এবং সকল শরীকের কোরবানী হবে।

উত্তর : শুধুমাত্র গোশত খাওয়ার নিয়্যাতে কোরবানীদাতার সাথে মিলে কোরবানী করলে তা সহীহ হবে না। (১১/৫৪৩/৩৪৪৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/٧١ : حتى لو اشترك سبعة في بعير أو بقرة كلهم يريدون القربة؛ الأضحية أو غيرها من وجوه القرب إلا واحد منهم يريد اللحم - لا يجزي واحدا منهم من الأضحية ولا من غيرها من وجوه القرب عندنا-

গরুতে সাতের অধিক অংশীদার ও বেজোড় সংখ্যার হুকুম

প্রশ্ন : গরু বা মহিষ এজাতীয় প্রাণীর মধ্যে সাতের অধিক অংশীদার মিলে কোরবানী দিলে কোরবানী সহীহ হবে কি না? অনুরূপভাবে দুই-চার বা ছয় ভাগে কোরবানী দিলে তার হুকুম কী? অর্থাৎ বেজোড় সংখ্যা হওয়া জরুরি কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি গরু, মহিষ বা উটে ঊর্ধ্বে সাত অংশীদার মিলে কোরবানী করতে পারবে। এর চেয়ে বেশি অংশীদার হলে কারো কোরবানী সহীহ হবে না। সাতের নিচে দুই-চার বা ছয় ভাগেও কোরবানী দিতে পারবে। এতে বেজোড় হওয়াও জরুরি নয়। (১৩/৬০০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٧٠ : ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٠٤ : والبقر والبعير يجزي عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى، والتقدير بالسبع يمنع الزيادة، ولا يمنع النقصان، كذا في الخلاصة.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۱۸۷ : گائے، اونٹ میں دو، تین، چار، پانچ، چھ حصے کرنا بھی جائز ہے، ایک اور سات ہی میں منحصر نہیں سات سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اس سے کم میں یہ شرط ہے کہ کسی شریک کا حصہ ساتویں سے کم نہ ہو۔ والتقدیر بالسبع یمنع الزیادۃ ولا یمنع النقصان۔

Scanned by CamScanner

১১ তারিখে কোরবানী করা

প্রশ্ন : ঈদের দিন কোরবানী না করে ১১ জিলহজ কোরবানী করলে ফজীলত ও সাওয়াবের দিক দিয়ে কী পরিমাণ ক্ষতি হবে?

উত্তর : কোরবানী করার সীমা তিন দিন, অর্থাৎ জিলহজ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এই তিন দিনের যেকোনো দিন কোরবানী করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে। তবে উত্তম হলো, প্রথম দিন করা। এরপর দ্বিতীয় দিন। এরপর তৃতীয় দিন। (১২/২৬০/৩৮৯৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣١٦ : (قوله أفضلها أولها) ثم الثاني ثم الثالث كما في القهستاني عن السراجية -

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۶/ ۴۸۹ : قربانی کا وقت بقر عید یعنی دس ذی الحجہ کی طلوع صبح صادق سے بارہویں کے غروب آفتاب تک ہے پہلا دن دس ذی الحجہ سب سے افضل ہے پھر گیارہ ذی الحجہ پھر بارہ ذی الحجہ کا درجہ ہے۔

সুদখোরের সাথে অংশীদার হয়ে কোরবানী করা

প্রশ্ন : আমি একজন গরিব ব্যক্তি। পূর্ণ একটি গরু কোরবানী করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমাদের গ্রামে কিছু লোক আছে, যারা সুদখোর। আমি উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো একজনের সাথে শরীক হয়ে কোরবানী করতে পারব কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যাদের অধিকাংশ সম্পদ বৈধ, তাদের সাথে শরীক হয়ে কোরবানী করা জায়েয। পক্ষান্তরে যাদের অধিকাংশ সম্পদ বৈধ নয় তাদের সাথে শরীক হয়ে কোরবানী করা জায়েয নয়। সুতরাং প্রশ্নোক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশ সম্পদ যদি বৈধ হয় তাহলে তাদের যেকোনো একজনের সাথে শরীক হয়ে কোরবানী করতে পারবে, অন্যথায় পারবে না। এ ক্ষেত্রে শরীকি কোরবানী না করে বকরি দিয়ে কোরবানী করা সমীচীন। (১২/৩৯৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٤٢ : إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام -

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٩٦ : وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها، ولا يأكل إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۱۹۰ : سود خور کے ساتھ قربانی میں شریک نہیں ہونا چاہئے۔

অবৈধ উপার্জনকারীর সাথে কোরবানী করা

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে যারা কোরবানীর পশু কিনছে সাধারণত তারা কেউ ঘুষ খায়, কেউ সুদ খায়, কেউ হারাম টাকা দিয়ে পশু কিনছে। এমতাবস্থায় তাদের কোরবানীর কী হুকুম এবং গোশত খাওয়ার বিধান কী?

উত্তর : সুদ-ঘুষ খাওয়া নিঃসন্দেহে জঘন্যতম অপরাধ ও মহাপাপ। তবে কোনো মুসলমানের প্রতি তার সব অর্থসম্পদ হালাল নয় মনে করাও অনুচিত। কোরবানীর মতো পবিত্র কাজে মুসলমান অপবিত্র টাকা ব্যয় করে না। এরূপ সুধারণা রাখাই শরীয়তের নির্দেশ বিধায় কোরবানীর গোশত নিজে খাওয়া, অপরকে খাওয়ানো–সবই জায়েয ও বৈধ হবে। (১১/৪৪/৩৪০৯)

📖 الخانية مع الهندية (زكريا) ٣/٤٠٠ : رجل اشترى بالدراهم المغصوبة طعاما إن لم يضف الشراء إلى الغصب ولكنه نقد الثمن منها حل له أن يأكله ويأكل غيره وإن أضاف الشراء إلى الدراهم المغصوبة ونقد الثمن منها يكره له أن يأكل ويأكل غيره۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۲/ ۳۹۲ : الجواب-اگر یہ بات واضح اور یقینی ہو کہ اس شخص کا پورا مال حرام اور جائز ذرائع سے کمایا گیا ہے، تو دعوت میں شرکت نہیں کرنی چاہئے، البتہ اگر یہ بات یقینی نہ ہو یا معلوم ہو کہ اس شخص کا کچھ مال تو حرام ہے لیکن مال کا اکثر حصہ حلال ہے، تو پھر شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ موجودہ دور میں اکثر لوگوں کے مال میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ پائی جاتی ہے۔

সন্তানের অজান্তে তার নামে শরীকে কোরবানী দেওয়া

প্রশ্ন : কারো মাতা-পিতা যদি সন্তানের নামে কোরবানী করে অথচ সে জানে না, তাহলে তার এবং সকল শরীকের কোরবানী হবে কি না?

উত্তর : মাতা-পিতা ছেলের অজান্তে তার নামে কোরবানী করলে তার ওয়াজিব কোরবানী আদায় হবে না। অবশ্য ওই কোরবানী নফল হিসেবে সহীহ হবে। এর কারণে অন্যের কোরবানীতে কোনো ক্ষতি হবে না। (১১/৫৪৩/৩৪৪৪)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٣١٥ : ولو ضحى عن أولاده الكبار وزوجته لا يجوز إلا بإذنهم. وعن الثاني أنه يجوز استحسانا بلا إذنهم بزازية. قال في الذخيرة: ولعله ذهب إلى أن العادة إذا جرت من الأب في كل سنة صار كالإذن منهم، فإن كان على هذا الوجه فما استحسنه أبو يوسف مستحسن -

নির্দিষ্ট গরুতে কোরবানী ও আকীকা

প্রশ্ন : আমি কয়েক বছর পূর্বে একটি গরু ক্রয় করেছি। ক্রয় করার সময় আমার পরিষ্কার এই নিয়্যাত ছিল যে এ গরু দ্বারা কিছুদিন হালচাষ ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে উপকৃত হয়ে কোনো এক বছর কোরবানী করে দেবে। সে মোতাবেক এ বছর তার দ্বারা কোরবানী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার এক ছেলের আকীকা বাকি ছিল তাই ওই কোরাবানীতে ছেলের আকীকাও একত্রিত করে গরু জবাই করেছি। কিন্তু এ খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে গণ্যমান্য কিছু আলেম বলেছেন, কোরবানী আদায় হয়েছে; কিন্তু আকীকা হয়নি। কেউ বলছেন, আকীকা হয়েছে, কোরবানী হয়নি। কেউ বলছেন, উভয়টাই আদায় হয়েছে। আবার কেউ বলছেন, কোনোটাই আদায় হয়নি, নতুন করে আবার করতে হবে। প্রশ্ন হলো, চার কথার মধ্যে কার কথা সঠিক? প্রমাণসহ জানতে পারলে সংশয় দূর হবে এবং কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : যে ব্যক্তি কোনো গরুর মধ্যে এক বা একাধিক অংশ কোরবানীর নিয়্যাত করে ওই গরুতে আকীকার নিয়্যাত করে থাকলে আকীকা আদায় হয় না বলে ফাতওয়ার কোনো কোনো কিতাবে পাওয়া যায়। এর বিপরীতে কোরবানী ও আকীকা উভয়টি সহীহ হওয়ার পক্ষেও মুফতিয়ানে কেরামের মত রয়েছে। কোরবানী হয়নি বা কোনোটাই হয়নি বলে যারা দাবি করেছে তাদের পক্ষে কোনো দলিল নেই। **(১১/৭৯৫/৩৭২৯)**

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤ /٣٣٢ : ولو نوى بعض الشركاء الأضحية وبعضهم هدى المتعة وبعضهم هدى القران وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم دم العقيقة لولادة ولد ولد له فى عامة ذلك جاز عن الكل-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۳۲۱ : الجواب- اس صورت میں عقیقہ بھی درست ہے قربانی بھی صحیح ہے، بہ نیت عقیقہ قربانی کے جانور میں حصہ خریدنے سے کچھ خرابی نہیں ہوتی۔

Scanned by CamScanner

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাতা-পিতার নামে কোরবানী করা

প্রশ্ন : আমার জানা মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাতা-পিতা মুসলমান হওয়া সম্পর্কে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের মাঝে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। এতদসত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি একটি গরুতে তিন ভাগ নেয় এবং সেখান থেকে এক ভাগ নিজের জন্য এবং দ্বিতীয় ভাগ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাতার নামে এবং তৃতীয় ভাগ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পিতার নামে দেয় তাহলে ওই ব্যক্তিসহ বাকি চারজনের কোরবানীর কী হুকুম?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে কৃত কোরবানী সহীহ হয়ে যাবে। (১০/৩০/২৯৪৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/٢٣١ : ألا ترى أن نبينا – صلى الله عليه وسلم – قد أكرمه الله تعالى بحياة أبويه له حتى آمنا به كما في حديث صححه القرطبي وابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما، فانتفعا بالإيمان بعد الموت على خلاف القاعدة إكراما لنبيه – صلى الله عليه وسلم – كما أحيا قتيل بني إسرائيل ليخبر بقاتله. وكان عيسى – عليه السلام – يحيي الموتى، وكذلك نبينا – صلى الله عليه وسلم – أحيا الله تعالى على يديه جماعة من الموتى. وقد صح أن الله تعالى رد عليه – صلى الله عليه وسلم – الشمس بعد مغيبها حتى صلى علي كرم الله وجهه العصر، فكما أكرم بعود الشمس والوقت بعد فواته فكذلك أكرم بعود الحياة ووقت الإيمان بعد فواته. وما قيل إن قوله تعالى – {ولا تسأل عن أصحاب الجحيم} [البقرة: ١١٩]- نزل فيهما لم يصح وخبر مسلم «أبي وأبوك في النار»" كان قبل علمه اهـ ملخصا.

পিতার বর্তমানে মৃত মায়ের নামে কোরবানী করা

প্রশ্ন : পিতার অসন্তুষ্টি অবস্থায় এক ছেলে কোরবানী করেছে। এতে এক আলেম বলেছেন যে ছেলের কোরবানী সহীহ হয়নি। আমার জানার বিষয় হলো, ছেলের কোরবানী সহীহ হওয়ার জন্য কি পিতা রাজি থাকা শর্ত?
উল্লেখ্য, ছেলের প্রথম ইচ্ছা ছিল যে সে তার মৃত মায়ের নামে কোরবানী দেবে, কিন্তু এক আলেম বলেন যে পিতা জীবিত থাকতে মৃত মায়ের নামে কোরবানী দিলে তা সহীহ হয় না। উক্ত আলেমের কথা কতটুকু সহীহ?

Scanned by CamScanner

উত্তর : পিতাকে সন্তুষ্ট রাখা সন্তানের জন্য অপরিহার্য। তাকে অসন্তুষ্ট করা মারাত্মক গোনাহ। তবে পিতার অসন্তুষ্টির দরুন সন্তানের কোরবানী বা অন্য কোনো ইবাদত আদায় হবে না বলা ঠিক নয়। অনুরূপভাবে পিতার জীবদ্দশায় মৃত মায়ের নামে কোরবানী করলে কোরবানী আদায় হবে না–কথাটি ভুল। তাই বর্ণিত প্রথম সুরতে উক্ত ব্যক্তি ও তার শরীকদের কোরবানী শুদ্ধ হয়ে যাবে। (১০/১৯৯/৩০১২)

📖 الفتاوى الخانية بهامش الهندية (زكريا) ٣ /٣٥٠ : وإن فعل بغير أمرهم أو فعل بغير أمر بعضهم لا يجوز عنه ولا عنهم فى قولهم جميعا۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٠٢ : ولو ضحى ببدنة عن نفسه وعرسه وأولاده ليس هذا في ظاهر الرواية وقال الحسن بن زياد في كتاب الأضحية: إن كان أولاده صغارا جاز عنه وعنهم جميعا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى -، وإن كانوا كبارا إن فعل بأمرهم جاز عن الكل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وإن فعل بغير أمرهم أو بغير أمر بعضهم لا تجوز عنه ولا عنهم في قولهم جميعا؛ لأن نصيب من لم يأمر صار لحما فصار الكل لحما۔

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۳/ ۵۷۳ : تضحیہ نافلہ عن الحي تبرعا میں اس حی کے اذن کی ضرورت نہیں ہیں اس ضرورت بھی بتلاتا تھا اس سے بھی رجوع کرتا ہوں، بخلاف صدقات واجبہ و تضحیہ واجبہ کے اس میں اذن غیر کا شرط ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۱۹۹ : سوال-ماں باپ کے نافرمان کا فرض نفل ایک بھی قبول نہیں ہوتا(ابن عاصم) تو کیا ایسے شخص کا نماز پڑھنا یا نیکی کا کوئی کام کرنا اور نہ کرنا برابر ہے؟

جواب-حدیث کا مطلب آپ نے الٹ کر دیا، حدیث سے مقصود یہ ہے کہ اس شخص کو ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دینی چاہئے تاکہ اس کی عبادت قبول ہو، یہ نہیں کہ والدین کی نافرمانی پر بدستور قائم رہتے ہوئے عبادت ہی چھوڑ دینی چاہئے۔

জন্তু মরে গেলে আরেকটি কিনলে ওয়াজিব আদায় কোনটি দ্বারা হবে

প্রশ্ন : কোরবানীর জন্তু আমরা ঈদের প্রায় ১৫ দিন পূর্বে ক্রয় করি। কিন্তু দুই-তিন দিন পূর্বে গরুটি মারা যায়। তখন আমরা আরেকটি গরু ক্রয় করি। আমাদের দাবি হচ্ছে প্রথম গরু, যা কোরবানীর পূর্বে মারা যায়, সেটা দ্বারা ওয়াজিব আদায় হয়ে গেছে,

Scanned by CamScanner

পরবর্তী আমরা মুস্তাহাব হিসেবে কোরবানী করেছি। কিন্তু জনৈক আলেম সাহেব বলেন যে, প্রথমটি দ্বারা নয় বরং দ্বিতীয় কোরবানী দ্বারা ওয়াজিব আদায় হবে।

উত্তর : কোরবানীর নিয়্যাতে ক্রয়কৃত জন্তু কোরবানীর দিনের পূর্বে মারা যাওয়ার ক্ষেত্রে ধনী-গরিব উভয়ের হুকুম ভিন্ন। ধনী ব্যক্তির দ্বিতীয় কোরবানীর মাধ্যমে তার ওয়াজিব কোরবানী আদায় করা জরুরি হয়, আর গরিব ব্যক্তির দ্বিতীয় কোরবানী দেওয়া ওয়াজিব হয় না। সুতরাং প্রশ্নোক্ত অবস্থায় ধনী ব্যক্তির জন্য প্রথমটি দ্বারা ওয়াজিব আদায় হয়েছে বলার অবকাশ নেই। গরিব ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয়টি ক্রয় করা ওয়াজিব ছিল না, এতদ্বসত্ত্বেও দ্বিতীয়টি ক্রয় করার কারণে উক্ত কোরবানীও ওয়াজিব হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় এখন দ্বিতীয় কোরবানী কারো বেলায় মুস্তাহাব বলার সুযোগ নেই। (১০/২২৩/৩০৭৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١٧٥/٨ : الفقير إذا اشترى شاة للأضحية فسرقت فاشترى مكانها، ثم وجد الأولى فعليه أن يضحي بهما، ولو ضلت فليس عليه أن يشتري أخرى مكانها، وإن كان غنيا فعليه أن يشتري أخرى مكانها۔

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۳/ ۵۶۵ : اس بار کی وجہ خود اس غربت کا دوسرا جانور خرید کر لینا ہے اگر یہ دوسرا جانور نہ خرید تا تو اس کے ذمہ کچھ بھی نہ رہا پھر اگر پہلا بھی مل جاتا ہے تو اس کی ذمہ رہی ایک رہتا ہے کہ وہ بھی خرید نے ہی سے واجب ہوا تھا سو جب اس نے دوسرا خرید لیا وہ بھی واجب ہو گیا۔

গর্ভবতী জন্তুর কোরবানী

প্রশ্ন : গর্ভবতী জন্তু কোরবানী দেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : গর্ভবতী জন্তুর কোরবানী জায়েয হলেও প্রসবের নিকটবর্তী গর্ভবতী জন্তু কোরবানী করা মাকরূহ। তা সত্ত্বেও যদি করা হয় তবে গর্ভস্থ বাচ্চা জীবিত থাকলে তাকে জবাই করার পর গোশত সদকা করে দেবে। আর কোরবানীর দিনের মধ্যে জবাই না করা হলে পরে জীবিত বাচ্চা সদকা করে দেওয়াই হবে উত্তম। তবে বাচ্চা মৃত হলে তা ফেলে দেবে। (৬/৬০৯/১৩৬০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٣٢٢/٦ : (قوله قبل الذبح) فإن خرج من بطنها حيا فالعامة أنه يفعل به ما يفعل بالأم، فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيا، فإن ضاع أو ذبحه وأكله

Scanned by CamScanner

يتصدق بقيمته، فإن بقي عنده وذبحه للعام القابل أضحية لا يجوز، وعليه أخرى لعامة الذي ضحى ويتصدق به مذبوحا مع قيمة ما نقص بالذبح، والفتوى على هذا-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢٨٧/٥ : شاة أو بقرة أشرفت على الولادة قالوا يكره ذبحها؛ لأن فيه تضييع الولد، وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لأن عنده الجنين لا يتذكى بذكاة الأم-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۳۲۲ : گابھن جانور کی قربانی جائز ہے لیکن اگر ولادت کا زمانہ بالکل قریب ہو تو مکروہ ہے۔ شاة أو بقره أشرفت على الولادة قالوا يكره؛ لأن فيه تضييع الولد هذا قول ابى حنفية؛ لأن عنده الجنين لا يتذكى بذكاة-

নফল কোরবানীতে প্রত্যেক শরীকের সাতের এক পূর্ণ হওয়া শর্ত কি না

প্রশ্ন : একই মাসআলা দুজন লেখক দুই ধরনের লিখেছেন এবং উভয় লেখক স্ব স্ব বইয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। নিম্নে উভয় লেখকের লেখাগুলো হুবহু উল্লেখ করা হলো :

১. 'কোরবানীর ইতিহাস ও মাসআলাসমূহ' পৃ. ৬৫, লেখক : মুফতী ইদরীস সাহেব, ফাযেলে দারুল উলূম, দেওবন্দ।

"মাসআলা- নফল কোরবানীর মধ্যে প্রকৃত কোরবানীর মতো শর্ত প্রযোজ্য, কিন্তু নফল কোরবানীতে প্রত্যেক শরীকের জন্য সাত ভাগের এক ভাগ পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। এ জন্য দুই ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি ছাগল দ্বারা নফল কোরবানী জায়েয। অনুরূপভাবে বড় জন্তুর ক্ষেত্রে কয়েকজন মিলে কোরবানীর এক অংশ নিতে পারে।" - শামি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭

২. 'কোরবানীর ফজীলত ও মাসআলাসমূহ' পৃ. ৩০, লেখক : মুফতী আমীনুল হক, শিক্ষক, ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদরাসা, চৌমুহনী, নোয়াখালী।

"মাসআলা : নফল কোরবানীর মধ্যে ওয়াজিব কোরবানীর ন্যায় সমস্ত শর্ত প্রযোজ্য, কোনো একটি শর্ত কম হলে কোরবানী হবে না। কেউ কেউ এ ধারণা করে বসে আছেন যে, নফল কোরবানীতে প্রত্যেকের অংশ সাতের এক পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়, একটি ছাগল কয়েকজন দিতে পারে–এ কথাটি একেবারে ভিত্তিহীন ও নিতান্ত ভুল কথা। কোনো কিতাবে এ ধরনের কথা উল্লেখ নেই, বরং গরু, মহিষ, উটের মধ্যে সাত শরীক ও ছাগল, ভেড়া ও দুম্বার মধ্যে একজন দিতে পারবে, এর চেয়ে বেশি করতে পারবে না। এ কথা সব কিতাবে

Scanned by CamScanner

আছে। যদি এরূপ কেউ করে তাহলে কারো কোরবানী হবে না।" -বাদায়ে ৫/৭১, শামি, ৫/২০১ হিন্দিয়া, ৫/২৯৭

উত্তর : নফল কোরবানী হলেও একটি ছাগলে একাধিক ব্যক্তি অংশ নেওয়া জায়েয বলে আমাদের জানা নেই। তবে এ কথাটি কেবল ফাতওয়ায়ে মাহমুদিয়াতেই পাওয়া যায়, যা আকাবীরদের কারো মত নয়। হ্যাঁ, বড় জন্তুতে ছয় শরীকের ছয় অংশ পূর্ণ হওয়ার পরে সবাই মিলে সপ্তমাংশ দ্বারা নফল কোরবানী করা সম্পর্কে আকাবীরগণের পূর্ব থেকে দ্বিমত হয়ে আসছে। একদল প্রত্যেকের অংশ সপ্তমাংশ থেকে কম হওয়ার কারণে নাজায়েয বলেছে। আর একদল প্রত্যেকের আসল অংশ যোগ করলে সপ্তমাংশের বেশি হওয়ার কারণে জায়েয বলে ফাতওয়া দিয়েছে। আমরা জায়েয হওয়ার প্রবক্তা আকাবীরগণের অনুসরণে জায়েয বলে ফাতওয়া দিয়ে থাকি। (৪/৩০৬/৪২৩)

📖 الدر المحتار (سعيد) ٣١٦/٦ : ولو اشترك سبعة في خمس بقرات أو أكثر صح لأن لكل منهم في بقرة سبعها لا ثمانية في سبع بقرات أو أكثر -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۹۰ : اس طرح صورت مسئلہ میں ساتھیوں نے ساتواں حصّہ خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کر دیا تو درست ہونا چاہئے۔

নফল কোরবানীতে একাধিক ব্যক্তির নিলে এক অংশ গ্রহণ

প্রশ্ন : বইয়ের নাম 'কোরবানীর ইতিহাস ও মাসআলাসমূহ' পৃ. ৬৫, লেখক : মুফতী ইদরীস সাহেব, ফাযেলে দারুল উলূম, দেওবন্দ।

"মাসআলা- নফল কোরবানীর মধ্যে প্রকৃত কোরবানীর মতো শর্ত প্রযোজ্য, কিন্তু নফল কোরবানীতে প্রত্যেক শরীকের জন্য সাত ভাগের এক ভাগ পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। এ জন্য দুই ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি ছাগল দ্বারা নফল কোরবানী জায়েয। অনুরূপভাবে বড় জন্তুর ক্ষেত্রে কয়েকজন মিলে কোরবানীর এক অংশ নিতে পারে।" শামি, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২০৭

উত্তর : নফল কোরবানী দিলে একটি ছাগল বা বড় জন্তুর সাত ভাগের এক ভাগ একজনের পক্ষে দেওয়া জরুরি হবে, না একের অধিকের পক্ষে দেওয়া চলবে–এ ব্যাপারে ইমদাদুল ফাতওয়া দ্বিতীয় খণ্ড ৫৭৩ পৃষ্ঠায় একের অধিক পক্ষে দেওয়া জায়েয বলা হয়েছে, আর ফাতওয়া রহীমিয়া তৃতীয় খণ্ড ১৮৫ পৃষ্ঠায় নাজায়েয বলা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

বড় জন্তুর ক্ষেত্রে কয়েকজন মিলে এক অংশ নিতে পারে এ সম্পর্কে কোনো ফাতওয়ার কিতাবে জায়েয বলে আমরা পাইনি। ফাতওয়ায়ে শামীতেও এরূপ কোনো মাসআলা পাওয়া গেল না। তাই লেখকের নিকট জেনে নিলে ভালো হয়। (১/১৩৪)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۵۷۳ – ۵۷۴ : میں نے گذشتہ سال زبانی فتوی دیا تھا کہ جس طرح اپنی طرف سے قربانی کرنے میں ایک حصہ دو شخص کی طرف سے جائز نہیں، اسی طرح غیر کی طرف سے تبرعا نفل قربانی کرنے میں خواہ زندہ کی طرف سے یا میت کی طرف سے، ایک حصہ دو شخص کی طرف سے جائز نہیں، مگر روایات سے اس کے خلاف ثابت ہوا اس لئے میں اس سے رجوع کر کے اب فتوی دیتا ہوں کہ جو قربانی دوسرے کی طرف سے تبرعا کیجاوے چونکہ وہ ملک ذابح کی ہوتی ہے اور صرف اس دوسرے کو ثواب پہنچتا ہے اس لئے ایک حصہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے مسلم میں ہے کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کر کے متعدد کو ثواب پہنچانا جائز ہے، بس یہ بھی ویسا ہی ہے،

... ...

وقد صح أن رسول الله ﷺ ضحى بكبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يذبح من أمته، وإن كان منهم قدمات قبل أن يذبح- قلت : وقد دل الحديث على جواز التضحية عن الحى تبرعا وعلى جواز الصحة الواحدة عن الكثيرين-

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۳/ ۱۸۵ : الجواب- میت کیلئے اور اس کے نام سے قربانی کرنی ہو تو ہر ایک مرحوم کی طرف سے ایک ایک بکرا ہونا ضروری ہے اور اگر نفل قربانی اپنی طرف سے کرے اور اس کے ثواب میں مرحومین کو شریک کرے تو جس قدر چاہے شریک کر سکتا ہے۔

Scanned by CamScanner

باب أحكام اللحوم والجلود

পরিচ্ছেদ : কোরবানীর গোশত ও চামড়ার বিধান

গোশত তিন ভাগ করার হুকুম

প্রশ্ন : কোরবানীর গোশত তিন ভাগ করার বিধান কী? যদি কেউ তিন ভাগ না করে তাহলে কি ওই ব্যক্তি গোনাহগার হবে? তিন ভাগ করার পূর্বে যদি রান্না করার মাধ্যমে কিছু গোশত খাওয়া হয়। তাহলে তাও তিন ভাগের মধ্যে শামিল করা জরুরি? জনৈক ব্যক্তি বলেন, তিন ভাগ করা জরুরি। কেননা বর্ণিত আছে فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر এবং আবু দাউদ শরীফ দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত আছে, তোমরা গোশত তিন ভাগ করো। মাসআলাটির সঠিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : কোরবানীদাতা ইচ্ছা হলে কোরবানীর সব গোশত নিজে ও পরিবার-পরিজনদের নিয়ে খেতে পারবে। ইচ্ছা হলে আত্মীয়-স্বজনদেরও দিতে পারবে। ফকির-মিসকিনদেরও দিতে পারবে। না দিলে কোনো গোনাহ নেই। যে ব্যক্তি এ কথা বলেছে যে, কোরবানীর গোশত তিন ভাগ করা জরুরি, তার কথা ভুল। (১৬/৪৪/৬৩৪৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٨١/٥ : والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويدخر الثلث لقوله تعالى {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} وقوله - عز شأنه - {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} وقول النبي - عليه الصلاة والسلام - «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا» فثبت بمجموع الكتاب العزيز والسنة أن المستحب ما قلنا ولأنه يوم ضيافة الله - عز وجل - بلحوم القرابين فيندب إشراك الكل فيها ويطعم الفقير والغني جميعا لكون الكل أضياف الله تعالى - عز شأنه - في هذه الأيام وله أن يهبه منهما جميعا، ولو تصدق بالكل جاز ولو حبس الكل لنفسه جاز؛ لأن القربة في الإراقة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٨ : (قوله وندب إلخ) قال في البدائع: والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث؛ ويستحب أن يأكل منها، ولو حبس الكل لنفسه جاز-

📖 فتاوى محموديه ١١/ ٣٤٣

Scanned by CamScanner

জবাইকারীকে গোশত দেওয়া

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি কোরবানীর গরু জবাই করবে তাকে গোশত দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : জবাইকারীকে পারিশ্রমিক দেওয়া জায়েয আছে, তবে পারিশ্রমিক হিসেবে কোরবানীর গোশত দেওয়া জায়েয হবে না। (১৮/৪৫৬/৭৬৬১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/٣٣٢ : ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» وروي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال لعلي - رضي الله عنه -: " تصدق بجلالها وخطامها، ولا تعطي أجرا لجزار منها " وروي عن سيدنا علي - كرم الله وجهه - أنه قال: إذا ضحيتم فلا تبيعوا لحوم ضحاياكم ولا جلودها -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٧٢ : ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها، فإن باع شيئا من ذلك بما ذكرنا نفذ عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، لا ينفذ ويتصدق بثمنه، كذا في البدائع.

শ্রমিককে গোশত খাওয়ানো

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কাজের লোক সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে :
ক) খানা খাওয়ালে পারিশ্রমিক কম।
খ) খানা না খাওয়ালে পারিশ্রমিক বেশি দিতে হবে।
জানার বিষয় হলো, যাদের খানা খাওয়ানোর কারণে পারিশ্রমিক কম দেওয়া হয় তাদের কোরবানীর গোশত খাওয়াতে পারবে কি না? যদি নাজায়েয হয় তাহলে জায়েয হওয়ার কী কী পদ্ধতি রয়েছে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোরবানীর গোশত বিক্রয় করা বা পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া কোনোটাই জায়েয নেই। আর এমন কাজের লোক, যাকে পারিশ্রমিক দেওয়ার সাথে সাথে খানা খাওয়ানোরও শর্ত করা হয়েছে, মূলত তাও পারিশ্রমিকেরই অন্তর্ভুক্ত বিধায় কাজের এমন লোককেও কোরবানীর গোশত খাওয়ানো জায়েয নেই। তবে শরীয়তের আলোকে এ ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতি আছে, যেগুলো অবলম্বনে কাজের লোককে

Scanned by CamScanner

কোরবানীর গোশত খাওয়াতে পারবে। অন্য তরকারি খাওয়ালে যে পরিমাণ টাকা খরচ হতো সে পরিমাণ টাকা তার পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত দিয়ে দেবে, অথবা প্রথমে অন্য কোনো তরকারি খেতে দেবে, তারপর কোরবানীর গোশত খাওয়াবে। (১৮/৪৯৮/৭৬৯০)

📖 الهداية (الأشرفيه) ٤/٤٥٠ : "ولا يعطي أجرة الجزار من الأضحية" لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: "تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجزار منها شيئا" والنهي عنه نهي عن البيع أيضا لأنه في معنى البيع.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٣٣٨ : (ولا يعطى أجر الجزار منها) لأنه كبيع، واستفيدت من قوله - عليه الصلاة والسلام - «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» هداية.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۲۸۱ : بے شک اگر کھانا اجرت میں مشروط ہے تو گوشت قربانی ان مزدوروں کو اجرت میں محسوب کرکے دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کھانے میں اور کوئی سالن بھی دیدیں اور تبرعاً دیگر مسلمانوں کی طرح یہ گوشت ان کو دیدیں تو مضائقہ نہیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۴۹۴ : کھانا نوکر کی اجرت کا جز ہے اور قربانی کا گوشت اجرت میں دینا جائز نہیں، نوکر کو گوشت کھلانے کا حیلہ یہ اختیار کیا جاسکتا ہے کہ اس کو ان دنوں کے کھانے کی قیمت دیدی جائے۔

পাহাদারকে কোরবানীর গোশত খেতে দেওয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার মহিষ, গরু ও বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য এক লোককে কাজে নিয়োগ দিল। শর্ত হলো, যদি খাওয়াদাওয়া মালিকের হয় তাহলে বেতন হবে ২০০০। আর খাওয়া কর্মচারীর হলে বেতন হবে ৩০০০ টাকা। কিন্তু যখন কোরবানীর ঈদ এলো তখন এক আলেম বললেন, এ রকম কর্মচারী মালিকের কোরবানীর গোশত খেতে পারবে না। যদি খায় মালিকের কোরবানী হবে না। আর যদি বেতন নির্ধারিত করার সময় খানার কোনো শর্ত না থাকে তখন যদি খানা খায় তাহলে কর্মচারীর গোশত খাওয়া বৈধ। উক্ত আলেমের কথাটি কতটুকু সঠিক?

উত্তর : কোরবানীর গোশত বিনিময়বিহীন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনার্থে খাওয়াতে হয় বিধায় খানা যদি কর্মচারীর দায়িত্বে হয় তাহলে কোরবানীর দিন মালিকের বাড়িতে কোরবানীর গোশত দিয়ে খানা খাওয়া জায়েয, এতে কোনো অসুবিধা হবে না। আর

Scanned by CamScanner

যদি খানার দায়িত্ব মালিকের হয় কোরবানীর গোশত সাথে অন্য কোনো তরকারি দিয়ে দিলে আর কোনো অসুবিধা থাকে না। (১২/৮৭০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/٣٣٢ : ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» وروي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال لعلي - رضي الله عنه -: " تصدق بجلالها وخطامها، ولا تعطي أجرا لجزار منها " وروي عن سيدنا علي - كرم الله وجهه - أنه قال: إذا ضحيتم فلا تبيعوا لحوم ضحاياكم ولا جلودها۔

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٢٨- ٣٢٩ : (ولا يعطى أجر الجزار منها) لأنه كبيع، واستفيدت من قوله - عليه الصلاة والسلام - «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» هداية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٨- ٣٢٩ : (قوله لأنه كبيع) لأن كلا منهما معاوضة، لأنه إنما يعطى الجزار بمقابلة جزره والبيع مكروه فكذا ما في معناه كفاية (قوله واستفيدت إلخ) كذا في بعض النسخ والضمير للكراهة، لكن صاحب الهداية ذكر ذلك الحديث في البيع، ثم قال بعد قوله ولا يعطى أجر الجزار منها «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لعلي - رضي الله عنه - تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجزاز منها شيئا» والنهي عنه نهي عن البيع أيضا لأنه في معنى البيع اهـ ولا يخفى أن في كل من الحديثين دلالة على المطلوب من الموضعين۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۲۸۱ : بے شک اگر کھانا اجرت میں مشروط ہے تو گوشت قربانی ان مزدوروں کو اجرت میں محسوب کر کے دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کھانے میں اور کوئی سالن بھی دیدیں اور تبرعاً دیگر مسلمانوں کی طرح یہ گوشت ان کو دیدیں تو مضائقہ نہیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/۴۹۴ : قول عدم جواز صحیح ہے مگر اس کی جو دلیل لکھی گئی ہے وہ غیر کافی ہے صحیح دلیل یہ ہے کہ کھانا نوکر کی اجرت کا جز ہے اور قربانی کا گوشت اجرت میں دینا جائز نہیں نوکر کو گوشت کھلانے کا حیلہ یہ اختیار کیا جاسکتا ہے کہ اس کو ان دنوں کے کھانے کی قیمت دیدی جائے۔

Scanned by CamScanner

খানার শর্তে বেতনভুক্ত কর্মচারীকে কোরবানীর গোশত খাওয়ানো

প্রশ্ন : টাকা ও তিন বেলা খানার শর্তে বেতনভুক্ত কর্মচারীকে কোরবানীর গোশত খেতে দিতে পারবে কি না?

উত্তর : কোরবানীর গোশত দিয়ে পারিশ্রমিক দেওয়া বৈধ নয় বিধায় কোরবানীর গোশত কর্মচারীর বেতনের অংশ হিসেবে খাওয়ানো যাবে না। (১৭/২৭২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٢٨- ٣٢٩ : (ولا يعطى أجر الجزار منها) لأنه كبيع، واستفيدت من قوله - عليه الصلاة والسلام - «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» هداية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٨- ٣٢٩ : (قوله لأنه كبيع) لأن كلا منهما معاوضة، لأنه إنما يعطى الجزار بمقابلة جزره والبيع مكروه فكذا ما في معناه كفاية (قوله واستفيدت إلخ) كذا في بعض النسخ والضمير للكراهة، لكن صاحب الهداية ذكر ذلك الحديث في البيع، ثم قال بعد قوله ولا يعطى أجر الجزار منها «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لعلي - رضي الله عنه - تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجزاز منها شيئا» والنهي عنه نهي عن البيع أيضا لأنه في معنى البيع اهـ ولا يخفى أن في كل من الحديثين دلالة على المطلوب من الموضعين.

বেতনভুক্ত কর্মচারীকে কোরবানীর গোশত খেতে দেওয়া

প্রশ্ন : মাসিক বা বার্ষিক বেতনভুক্ত কর্মচারীকে কোরবানীর গোশত আহার করতে দেওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : মাসিক বা বার্ষিক বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারীর আহার যদি বেতনের একটি অংশ হয় তাহলে কর্মচারীকে দৈনন্দিন নিয়মিত তরকারির সাথে কোরবানীর গোশত দেওয়াতে আপত্তি নেই। (১৩/৫৩৬/৫৩১৮)

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٣/ ٦٣٢ : فإن أعطي الجزار شيئا من الأضحية لفقره، أو على سبيل الهدية، فلا بأس؛ لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره، بل هو أولى، لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها.

Scanned by CamScanner

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۰۲ : جب گوشت کو بحیثیت جز تنخواہ اجرت کے قصد سے نہ کھلائے تو قربانی پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا فرق اتنا رہ جاتا ہے کہ آج کی تاریخ میں ملازم کو سالن میں گوشت باستحقاق اجرت نہیں دیا سو یہ ایسا لازم نہیں، اور اگر کسی کو اس میں شبہ ہے، تو بہت سہل معاملہ یہ ہے کہ کھانا کھلانے کے علاوہ اس کو کچھ پیسے گوشت کی قیمت سے علحدہ بحساب اجرت دیدے، تاکہ جو اس نے کھایا ہے وہ بحساب اجرت ہونے کا شبہ نہ رہے۔

ফ্রিজে রাখা কোরবানীর গোশত দিনমজুর ও কাজের ছেলেকে খাওয়ানো

প্রশ্ন : কোরবানীর গোশত তিন ভাগে বণ্টন করে আমার ভাগের গোশত ফ্রিজে রেখে দিলাম। এ গোশত থেকে আমার কাজের ছেলে এবং দিনমজুরকে খাওয়ানো জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কাজের ছেলে ও দিনমজুরের পানাহার পারিশ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত হলে কোরবানীর গোশতের সাথে যদি অন্য কোনো তরকারি দেওয়া হয় তাহলে কাজের ছেলে ও দিনমজুরকে খাওয়ানো অবকাশ আছে। তবে উত্তম হলো, তাকে তার খানা বাবদ টাকা নগদ প্রদান করে কোরবানীর গোশত দিয়ে খানা দেওয়া। (১৬/৫/৬৩৬৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٢٨- ٣٢٩ : (ولا يعطى أجر الجزار منها) لأنه كبيع، واستفيدت من قوله - عليه الصلاة والسلام - «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» هداية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٨- ٣٢٩ : (قوله لأنه كبيع) لأن كلا منهما معاوضة، لأنه إنما يعطى الجزار بمقابلة جزره والبيع مكروه فكذا ما في معناه كفاية (قوله واستفيدت إلخ) كذا في بعض النسخ والضمير للكراهة، لكن صاحب الهداية ذكر ذلك الحديث في البيع، ثم قال بعد قوله ولا يعطى أجر الجزار منها «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لعلي - رضي الله عنه - تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجر الجزاز منها شيئا» والنهي عنه نهي عن البيع أيضا لأنه في معنى البيع اهـ ولا يخفى أن في كل من الحديثين دلالة على المطلوب من الموضعين -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۷/ ۴۳۶ : سوال- متعدد جگہ دستور ہے کہ قصائی، نائی، دھوبی، بھنگی بھی قربانی کا گوشت مانگتے ہیں اور ان کو دیا بھی جاتا ہے، اگر نہ دیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق مار لیا اور بہت ناراض ہوتے ہیں تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے، آیا ان کو اپنا حق الخدمت سمجھنا اور اس بنا پر ان کو دینا صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب- حامداً ومصلیاً، یہ حق الخدمت سمجھنا بھی غلط ہے اور اس طرح دینا بھی منع ہے اگر اس طرح دیدیا ہے تو جس قدر دیا ہے اس کی قیمت صدقہ کردی جائے بغیر حق الخدمت دیا جائے تو مضائقہ نہیں۔

কোরবানীর গোশত বিবাহ অনুষ্ঠানে খাওয়ানো

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি এমন নিয়্যাত করে যে আমার ওপর কোরবানী করা ওয়াজিব। সুতরাং কোরবানীও করতে হবে এবং কোরবানীর পরে ছেলে বা মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানও করতে হবে। তাই সে উভয় কাজের জন্য একটা জন্তু ক্রয় করে কোরবানী করল এবং ওই গোশত দ্বারা বিবাহ অনুষ্ঠান করল।

অথবা কোরবানীর নিয়্যাতে জন্তু ক্রয় করার পর কোরবানীর গোশত দ্বারাই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করবে ভেবে কোরবানীর পরের দিন বিবাহের তারিখ নির্ধারণ করল এবং যথাসময়ে কোরবানী করে উক্ত গোশতের দ্বারা অনুষ্ঠান পরিচালনা করল। এভাবে কোরবানী করলে কোরবানী আদায় হবে কি না?

উত্তর : সাধারণত আমাদের সমাজে কোরবানী ও বিবাহের অনুষ্ঠানের নিয়্যাতে জন্তু খরিদ করার অর্থ হয় ওয়াজিব কোরবানী পালন। অতঃপর সে গোশত দ্বারা বিবাহের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত মেহমানদের মেহমানদারি করায়। তাই এ অর্থে খরিদকৃত জানোয়ার দ্বারা কোরবানী হয়ে যাবে এবং কোরবানীর গোশত দিয়ে বিবাহোত্তর অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারবে। (৮/৮০৮/২৩৭০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/٧٢ : ولم يذكر ما إذا أراد أحدهم الوليمة - وهي ضيافة التزويج - وينبغي أن يجوز؛ لأنها إنما تقام شكرا لله تعالى - عز شأنه - على نعمة النكاح وقد وردت السنة بذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «أولم ولو بشاة» فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد بها التقرب إلى الله - عز شأنه -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣١٢ : (قوله بنية القربة) أي المعهودة وهي التضحية. قال في البدائع: فلا تجزئ التضحية بدونها لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة بدون النية-

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۲۰۸ : سوال- قربانی کا گوشت شادی میں کھلانا کیا ہے؟

جواب-اگر قربانی صحیح نیت سے کی تھی تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی اور قربانی کا گوشت گھر کی ضرورت میں استعمال کرنا جائز ہے اگرچہ افضل یہ ہے کہ ایک نہایہ صدقہ کردے ایک نہائی دوست احباب کو دے ایک تہائی خود کھائے۔

সামাজিকভাবে এক ভাগ গোশত সংগ্রহ করে সকলের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে যে সকল ব্যক্তি কোরবানী করে তাদের কোরবানীর গোশতকে তিন ভাগ করে এক ভাগ তারা সমাজের গরিব মানুষের উদ্দেশ্যে রেখে যায়, আর বাকি দুই ভাগ নিজেরা রাখে। এরপর সমাজের রেখে যাওয়া ভাগ সমাজের সকল সদস্যের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক কোরবানীদাতাকেও সমাজের সদস্য হিসেবে উক্ত গোশতের ভাগ দেওয়া হয়। যেমন–কোনো সমাজে ১০ লোক বাস করে এদের সাতজন কোরবানী করে প্রত্যেকে কোরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ সমাজে রেখে যায়, এরপর সাতজনের রেখে যাওয়া গোশতকে ১০ ভাগ করে প্রত্যেককে এক ভাগ করে দেওয়া হয়। এ পদ্ধতি সম্পর্কে সমাজের সবাই জ্ঞাত এবং এটাই প্রসিদ্ধ রীতি। এখন প্রশ্ন হলো, যে সকল ব্যক্তি কোরবানী করেছে তারা উক্ত গোশতের ভাগ নিতে পারবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি শরীয়ত সমর্থিত নয় বরং সামাজিক একটি প্রথা, যা পরিহারযোগ্য। তবে উক্ত বণ্টনে মান্নত ও অসিয়তের গোশত না থাকলে সেই ভাগের অংশ নেওয়া ও খাওয়া কোরবানীদাতার জন্য জায়েয হবে। (১৯/৪৯৬/৮২৫৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٧ : (قوله ويأكل من لحم الأضحية إلخ) هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر، وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل زيلعي-

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٨١ : والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويدخر الثلث لقوله تعالى {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: ٣٦] وقوله - عز شأنه - {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: ٢٨] وقول النبي - عليه الصلاة والسلام - «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا» فثبت بمجموع الكتاب العزيز والسنة أن المستحب ما قلنا ولأنه يوم ضيافة الله - عز وجل - بلحوم القرابين فيندب إشراك الكل فيها ويطعم الفقير والغني جميعا لكون الكل أضياف الله تعالى - عز شأنه - في هذه الأيام وله أن يهبه منهما جميعا، ولو تصدق بالكل جاز ولو حبس الكل لنفسه جاز؛ لأن القربة في الإراقة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱ /۳۴۳ : الجواب- قربانی کے گوشت کو تین حصہ قرار دینا ایک اپنے گھر کے لئے ایک خویش واقرباء کے لئے ایک غرباء ومساکین کے لئے یہ محض سنت ہے واجب نہیں، گھر کے آدمی زیادہ ہوں تو سب گھر میں رکھ لینا بھی درست ہے، دل چاہے تو سب غرباء ومساکین پر تقسیم کرلینا بھی درست ہے، اس اتفاق کی کیا ضرورت پیش آئی کہ سب گوشت ایک جگہ جمع کرکے تقسیم کیا جائے، اگر ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنی قربانی کا گوشت جس طرح چاہے دے اور کھائے اس میں کیا نااتفاقی اور لڑائی کا اندیشہ ہے، ہمارے خیال میں تو ہر شخص کو آزاد رکھنا چاہئے، جس چیز کی شریعت نے پابندی نہیں کی اپنی طرف سے اس کی پابندی نہیں چاہئے، جس قربانی کا گوشت صدقہ کرنا واجب ہے اس کا گوشت قربانی کرنے والا نہ خود کھائے نہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے نہ کسی صاحب نصاب خویش واقارب وغیرہ کو دے بلکہ تمام صدقہ کردے، مثلاً کسی شخص وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کی جائے اور اس کا انتقال ہوگیا اور ورثاء نے اس کی طرف سے قربانی کی تو اس کا تمام گوشت صدقہ کیا جائے۔

গোশত সংগ্রহ করে ধনী-গরিব সকলের মাঝে বিলিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : আমরা জানি, কোরবানীর গোশত তিন ভাগ করা সুন্নাত। এখন প্রশ্ন হলো, যদি আমরা এলাকাবাসী সবাই আত্মীয়-স্বজনের ভাগ এক জায়গায় জমা করে গ্রামের সকল লোকের ওপর মাথাপিছু বণ্টন করে দেওয়া হয়, চাই সে গরিব হোক বা ধনী, অথবা

Scanned by CamScanner

কিছু লোক আত্মীয়-স্বজনের ভাগ আর কিছু লোক গরিব-মিসকিনের ভাগ জমা করে সকল লোকের মাথাপিছু বণ্টন করে দেওয়া হয় তাহলে এ পদ্ধতি জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত গোশত বণ্টনের পদ্ধতি জায়েয, যদি অসিয়ত বা মান্নতের গোশত মিশ্রিত না থাকে। যদি অসিয়ত বা মান্নতের গোশত থাকে তা হতে দাতা ও ধনীকে প্রদান করা জায়েয হবে না। তা কেবল গরিবদের মাঝেই বণ্টন করতে হবে। তাই কোনো বাছ-বিচার ছাড়া গণহারে গোশত জমা ও বণ্টনের পদ্ধতি পরিহারযোগ্য। (১৭/৯২৭/৭২০০)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ١٨٧ (٢٤٨٦) : عن أبي موسى، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم» -

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٥/٢٧٠ : قوله : فهم منى وأنا منهم أى هم متصلون بى، وفى الحديث فضيلة عظيمة للأشعريين، وجواز هبة المجهول وفضيلة الإيثار والمواساة واستحباب خلط الزاد فى السفر وفى الإقامة أيضا-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۵۳۳ : قربانی میت کی طرف سے دو طور پر ہے ایک یہ کہ میت اپنے ترکہ میں سے قربانی کرنے کی وصیت کر مرا، اس قربانی کا تمام گوشت مساکین کو دینا واجب ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۱۳۵ : اور اگر اس گوشت کا فقراء پر تقسیم کرنا لازم ہے منت کی چیز غنی اور مالدار لوگ نہیں کھا سکے، جس طرح زکوۃ وصدقہ فطر مالداروں کے لیئے حلال نہیں۔

গোশত বণ্টনের সামাজিক প্রথা

প্রশ্ন : সামাজিক প্রথা অনুযায়ী কোরবানীদাতা কোরবানীকৃত পশুর গোশত মহল্লায় দুই ভাগের এক ভাগ দান করে। অতঃপর মহল্লাবাসী প্রত্যেক কোরবানীদাতার গোশতকে এক স্থানে জমা করে মহল্লার প্রত্যেক ঘরে সমান ভাগে ভাগ করে দেয়। প্রশ্ন হলো, উক্ত গোশত কি কোরবানীদাতার জন্য নেওয়া জায়েয হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে কোরবানীর গোশত বণ্টন করা জরুরি বিষয় নয়। তাই এ ব্যাপারে কোরবানীদাতাদের সামাজিকভাবে চাপ সৃষ্টি করা কুপ্রথার শামিল বিধায় এ ধরনের কাজ বর্জনীয়। এতদসত্ত্বেও বণ্টন করা হলে কোরবানীদাতাদের জন্য তা গ্রহণ করা জায়েয হবে। তবে মান্নত এবং অসিয়তের কোরবানী হলে কোরবানীদাতা এবং ধনী ব্যক্তিদের জন্য উক্ত কোরবানীর গোশত নেওয়া জায়েয হবে না, বরং তা শুধুমাত্র ফকির-মিসকিনদের বণ্টন করে দেবে। সর্বাবস্থায় ঝামেলামুক্ত থাকতে হলে এ প্রথা বর্জনের বিকল্প নেই। (১৮/৫০৪/৭৬৯২)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦/ ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٧ : (قوله ويأكل من لحم الأضحية إلخ) هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر، وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل زيلعي-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٠٠ : ويستحب أن يأكل من أضحيته ويطعم منها غيره، والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه، ويدخر الثلث، ويطعم الغني والفقير جميعا، كذا في البدائع. ويهب منها ما شاء للغني والفقير والمسلم والذمي، كذا في الغياثية.

ولو تصدق بالكل جاز، ولو حبس الكل لنفسه جاز، وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام إلا أن إطعامها والتصدق بها أفضل إلا أن يكون الرجل ذا عيال وغير موسع الحال فإن الأفضل له حينئذ أن يدعه لعياله ويوسع عليهم به، كذا في البدائع.

إن وجبت بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئا، ولا أن يطعم غيره من الأغنياء سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا؛ لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل صدقته، ولا أن يطعم الأغنياء، كذا في التبيين.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١١ /٣٤٣ : الجواب- قربانی کے گوشت کو تین حصہ قرار دینا ایک اپنے گھر کے لئے ایک خویش واقرباء کے لئے ایک غرباء ومساکین کے لئے یہ محض

Scanned by CamScanner

سنت ہے واجب نہیں، گھر کے آدمی زیادہ ہوں تو سب گھر میں رکھ لینا بھی درست ہے، دل چاہے تو سب غرباء ومساکین پر تقسیم کرلینا بھی درست ہے، اس اتفاق کی کیا ضرورت پیش آئی کہ سب گوشت ایک جگہ جمع کرکے تقسیم کیا جائے، اگر ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنی قربانی کا گوشت جس طرح چاہے دے اور کھائے اس میں کیا نااتفاقی اور لڑائی کا اندیشہ ہے، ہمارے خیال میں تو ہر شخص کو آزاد رکھنا چاہئے، جس چیز کی شریعت نے پابندی نہیں کی اپنی طرف سے اس کی پابندی نہیں چاہئے، جس قربانی کا گوشت صدقہ کرنا واجب ہے اس کا گوشت قربانی کرنے والا نہ خود کھائے نہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے نہ کسی صاحب نصاب خویش واقارب وغیرہ کو دے بلکہ تمام صدقہ کردے، مثلاً کسی شخص وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کی جائے اور اس کا انتقال ہوگیا اور ورثاء نے اس کی طرف سے قربانی کی تو اس کا تمام گوشت صدقہ کیا جائے۔

গোশত সংগ্রহ ও বণ্টনের সামাজিক প্রথা

প্রশ্ন : কোরবানীর গোশতের তৃতীয় ভাগ মিসকিনদের মাঝে বিতরণের জন্য সমাজের সকলে তাদের মুতাওয়াল্লীর নিকট জমা দেয়। অতঃপর মুতাওয়াল্লী ওই গোশতগুলো বিতরণ করে এভাবে যে, খাসি কোরবানীদাতাকে গরুর গোশত ও গরু কোরবানীদাতাকে খাসির গোশত দেয়। আর বাকি অংশ মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করে এবং এমন প্রচলনও আছে যে গরু কোরবানীদাতা খাসি কোরবানীদাতার সঙ্গে কিছু গোশত বদল করে। এমতাবস্থায় উল্লিখিত মাসআলাদ্বয়ের শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : কোরবানীর গোশতের তিন ভাগের এক ভাগ গরিব-মিসকিনদের মাঝে বণ্টন করা ওয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব। তাই যদি কেউ সম্পূর্ণ গোশত নিজ পরিবারের জন্য রেখে দিতে চায় তাতে কোনো অসুবিধা নেই। সামাজিক চাপে গোশত বিতরণের পদ্ধতিতে পারস্পরিক ভুল-বোঝাবুঝি ও মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা প্রবল। উপরন্তু কোরবানীদাতাদের মাঝে পরস্পরে গোশত বিতরণের রীতিতে গোশত নগদ ও পরিমাণ সমান হওয়া জরুরি। এসব কারণে প্রশ্নে বর্ণিত প্রথা পরিহারযোগ্য। (১৫/১৪৯/৫৯৪৮)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٣٢٧-٣٢٨ : (ويأكل من لحم الأضحية ويأكل غنيا ويدخر، وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث) . وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣٢٨ : (قوله وندب إلخ) قال في البدائع: والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه

Scanned by CamScanner

وأصدقائه ويدخر الثلث؛ ويستحب أن يأكل منها، ولو حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوع -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٠١/٥ : ولو اشترى بلحم الأضحية جرابا لا يجوز، ولو اشترى بلحمها حبوبا جاز، ولو اشترى بلحمها لحما جاز قالوا: والأصح في هذا أنه يجوز بيع المأكول بالمأكول وغير المأكول بغير المأكول، ولا يجوز بيع غير المأكول بالمأكول، ولا بيع المأكول بغير المأكول هكذا في الظهيرية وفتاوى قاضي خان.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱ /۳۴۳ : الجواب- قربانی کے گوشت کو تین حصہ قرار دینا ایک اپنے گھر کے لئے ایک خویش واقرباء کے لئے ایک غرباء ومساکین کے لئے یہ محض سنت ہے واجب نہیں، گھر کے آدمی زیادہ ہوں تو سب گھر میں رکھ لینا بھی درست ہے، دل چاہے تو سب غرباء ومساکین پر تقسیم کرلینا بھی درست ہے، اس اتفاق کی کیا ضرورت پیش آئی کہ سب گوشت ایک جگہ جمع کرکے تقسیم کیا جائے، اگر ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنی قربانی کا گوشت جس طرح چاہے دے اور کھائے اس میں کیا نااتفاقی اور لڑائی کا اندیشہ ہے، ہمارے خیال میں تو ہر شخص کو آزاد رکھنا چاہئے، جس چیز کی شریعت نے پابندی نہیں کی اپنی طرف سے اس کی پابندی نہیں چاہئے، جس قربانی کا گوشت صدقہ کرنا واجب ہے اس کا گوشت قربانی کرنے والا نہ خود کھائے نہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے نہ کسی صاحب نصاب خویش واقارب وغیرہ کو دے بلکہ تمام صدقہ کردے، مثلاً کسی شخص وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کی جائے اور اس کا انتقال ہوگیا اور ورثاء نے اس کی طرف سے قربانی کی تو اس کا تمام گوشت صدقہ کیا جائے۔

মহল্লার ঘর হিসেবে গোশত বণ্টন

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কোরবানীর এক-তৃতীয়াংশ গোশত গরিবদের জন্য মহল্লায় পাঠানো হয়। অতঃপর ওই গোশত মহল্লার যত ঘর আছে সে পরিমাণ বণ্টন করা হয় এবং প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পাঠানো হয় এবং কোরবানীদাতা নিজে যিনি এক-তৃতীয়াংশ গোশত পাঠিয়েছেন তাঁর ঘরেও পাঠানো হয়। জানার বিষয় হলো, কোরবানীদাতার জন্য ওই সামাজিক বণ্টনের গোশত নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : এ ধরনের প্রথায় বিভিন্ন সমস্যা আছে। তাই এ প্রথা পরিহার করে প্রত্যেকে নিজ কোরবানীর গোশত নিজের পছন্দমতো ইচ্ছা হলে ভাগ করবে বা নিজেই রেখে দেবে। (১৯/৪৬৪/৮২৫৭)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المحتار (سعيد) ٦/٣٢٧-٣٢٨ : (ويأكل من لحم الأضحية ويأكل غنيا ويدخر، وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث).

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٠٠ : ويستحب أن يأكل من أضحيته ويطعم منها غيره، والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه، ويدخر الثلث، ويطعم الغني والفقير جميعا، كذا في البدائع. ويهب منها ما شاء للغني والفقير والمسلم والذمي، كذا في الغياثية.

ولو تصدق بالكل جاز، ولو حبس الكل لنفسه جاز، وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام إلا أن إطعامها والتصدق بها أفضل إلا أن يكون الرجل ذا عيال وغير موسع الحال فإن الأفضل له حينئذ أن يدعه لعياله ويوسع عليهم به، كذا في البدائع.

إن وجبت بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئا، ولا أن يطعم غيره من الأغنياء سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا؛ لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل صدقته، ولا أن يطعم الأغنياء، كذا في التبيين.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱ /۳۴۳ : الجواب- قربانی کے گوشت کو تین حصہ قرار دینا ایک اپنے گھر کے لئے ایک خویش واقرباء کے لئے ایک غرباءومساکین کے لئے یہ محض سنت ہے واجب نہیں، گھر کے آدمی زیادہ ہوں توسب گھر میں رکھ لینا بھی درست ہے، دل چاہے توسب غرباء ومساکین پر تقسیم کرلینا بھی درست ہے، اس اتفاق کی کیا ضرورت پیش آئی کہ سب گوشت ایک جگہ جمع کرکے تقسیم کیاجائے،اگرہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنی قربانی کاگوشت جس طرح چاہے دے اور کھائے اس میں کیا نااتفاقی اور لڑائی کااندیشہ ہے، ہمارے خیال میں توہر شخص کو آزادرکھنا چاہئے، جس چیز کی شریعت نے پابندی نہیں کی اپنی طرف سے اس کی پابندی نہیں چاہئے، جس قربانی کا گوشت صدقہ کرناواجب ہے اس کاگوشت قربانی کرنے والانہ خود کھائے نہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے نہ کسی صاحب نصاب خویش واقارب وغیرہ کودے بلکہ تمام صدقہ کردے، مثلاکسی شخص وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کی جائےاوراس کاانتقال ہوگیااورورثاءنے اس کی طرف سے قربانی کی تواس کاتمام گوشت صدقہ کیاجائے۔

Scanned by CamScanner

সামাজিকভাবে গোশত বণ্টন

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে যে কোরবানীদাতা তাদের গোশত তিন ভাগ করে। দুই ভাগ নিজেদের জন্য রেখে এক ভাগ সমাজের জন্য দেয়। এভাবে সকলের গোশত জমা করে তা থেকে কোরবানীদাতাসহ তা সমাজের সকলের মাঝে বণ্টন করে দেয়। জানার বিষয় হলো, ওই গোশত কোরবানীদাতাসহ সমাজের সকলের জন্য নেওয়া জায়েয আছে কি না? যদি না হয় তাহলে জায়েযের কোনো সুরত আছে কি না?

উত্তর : কোরবানীর গোশত বণ্টন করার ব্যাপারে প্রত্যেক কোরবানীদাতা স্বাধীন। প্রশ্নে বর্ণিত সামাজিক প্রথাটি শরীয়তপ্রদত্ত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের নামান্তর, তাই তা বর্জনীয়। তবে কোরবানীতে মান্নত বা অসিয়তের গোশত না থাকলে এভাবে বণ্টনকৃত গোশত গ্রহণ করতে কোনো আপত্তি নেই।

কোরবানীর গোশত বণ্টন করার ব্যাপারে শরীয়তসম্মত উত্তম পন্থা হল, কোরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ গরিব-মিসকিনদের জন্য দেওয়া আর এক ভাগ আত্মীয় স্বজনের জন্য দেওয়া এবং আর এক ভাগ নিজের জন্য রেখে দেওয়া। আর এটি হলো সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। কোরবানীদাতা চাইলে এর বিপরিত সম্পূর্ণ গোশত নিজেও রেখে দিতে পারে, যদিও তা উত্তম নয়। (১৮/৬০৯)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦/ ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٧ : (قوله ويأكل من لحم الأضحية إلخ) هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر، وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل زيلعي-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٠٠ : ويستحب أن يأكل من أضحيته ويطعم منها غيره، والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه، ويدخر الثلث، ويطعم الغني والفقير جميعا، كذا في البدائع. ويهب منها ما شاء للغني والفقير والمسلم والذمي، كذا في الغياثية.

ولو تصدق بالكل جاز، ولو حبس الكل لنفسه جاز، وله أن يدخر الكل لنفسه فوق ثلاثة أيام إلا أن إطعامها والتصدق بها أفضل إلا

Scanned by CamScanner

أن يكون الرجل ذا عيال وغير موسع الحال فإن الأفضل له حينئذ أن يدعه لعياله ويوسع عليهم به، كذا في البدائع.

إن وجبت بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئا، ولا أن يطعم غيره من الأغنياء سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا؛ لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق أن يأكل صدقته، ولا أن يطعم الأغنياء، كذا في التبيين.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱ /۳۴۳ : الجواب- قربانی کے گوشت کو تین حصہ قرار دینا ایک اپنے گھر کے لئے ایک خویش واقرباء کے لئے ایک غرباء ومساکین کے لئے یہ محض سنت ہے واجب نہیں، گھر کے آدمی زیادہ ہوں تو سب گھر میں رکھ لینا بھی درست ہے، دل چاہے تو سب غرباء ومساکین پر تقسیم کرلینا بھی درست ہے، اس اتفاق کی کیا ضرورت پیش آئی کہ سب گوشت ایک جگہ جمع کرکے تقسیم کیا جائے، اگر ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق اپنی قربانی کا گوشت جس طرح چاہے دے اور کھائے اس میں کیا نااتفاقی اور لڑائی کا اندیشہ ہے، ہمارے خیال میں تو ہر شخص کو آزاد رکھنا چاہئے، جس چیز کی شریعت نے پابندی نہیں کی اپنی طرف سے اس کی پابندی نہیں چاہئے، جس قربانی کا گوشت صدقہ کرنا واجب ہے اس کا گوشت قربانی کرنے والا نہ خود کھائے نہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے نہ کسی صاحب نصاب خویش واقارب وغیرہ کو دے بلکہ تمام صدقہ کردے، مثلاً کسی شخص وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کی جائے اور اس کا انتقال ہوگیا اور ورثاء نے اس کی طرف سے قربانی کی تو اس کا تمام گوشت صدقہ کیا جائے۔

ইমাম সাহেবকে কোরবানীর গোশত দেওয়া

প্রশ্ন : কোরবানীদাতাদের পক্ষ থেকে ইমাম সাহেবের জন্য অল্প করে গোশত নিয়ে ইমাম সাহেবকে দেয় অথবা সমাজের ভাগ থেকে ইমাম সাহেবকে ভাগ দেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ইমাম সাহেবকে স্বেচ্ছায় যার যা ইচ্ছা দিতে পারে। কিন্তু গোশতের চাঁদা উত্তোলন করে ইমাম সাহেবকে দেওয়া অসম্মানী হয়। (১৮/৪৫৬/৭৬৬১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٧٠ : ويستحب أن يأكل من أضحيته ويطعم منها غيره، والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه، ويدخر الثلث، ويطعم الغني والفقير

Scanned by CamScanner

جميعا، كذا في البدائع. ويهب منها ما شاء للغني والفقير والمسلم والذمي، كذا في الغياثية.

সমাজের ভাগ নিয়ে সৃষ্ট সমস্যার প্রতিকার

প্রশ্ন : আসছে কোরবানীর ঈদে আমাদের কোরবানী করতে হবে। কোরবানী ঈদে গ্রামে একটি প্রথা চালু আছে। তা হলো সমাজের ভাগ। সমাজের এই অংশ নিয়ে যে কত ঝগড়া-বিবাদ হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শরীয়তের দৃষ্টিতে বর্তমানে প্রচলিত সমাজে কোরবানী করার হুকুম কী? ঝগড়া-বিবাদে করণীয় কী? এবং এ সময় কী সমাধান দেওয়া যায়? ঝগড়ার কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. ইমাম সাহেবকে নিয়ে মতভেদ। কেউ বলে, ইমাম সাহেবের জবাইকৃত গোশত খাব না। কেউ বলে, এই ইমাম সাহেব ছাড়া অন্য কেউ জবাই করলে খাব না। এতে আলাদা হয়ে শত্রুতার সৃষ্টি হয়, কেউ কাউকে মানে না।

২. যারা কেটে দেয়, তারা বেশি পাওয়ার আশা রাখে, না দিলে শত্রুতা সৃষ্টি হয়।

৩. বণ্টনের আগে অনেক সময় গোশত চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪. বণ্টনকৃত গোশত নেওয়ার সময় বাৎসরিক ২০ টাকা চাদা ধার্য করা হয়। অনেকেই গরিব হওয়ায় দিতে পারে না বিধায় ঝগড়া হয়।

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত এবং সমাজ পরস্পরে বিরোধ দেখা দিলে সমাজকে পরিহার করা এবং দ্বীন ও শরীয়তের ওপর আমল করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। দ্বীনের ওপর আমল করলে সমাজের ঝগড়া থেকে মুক্ত থাকা যায় এবং আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নৈকট্য অর্জন করা যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সমাজের প্রথা পরিহার করে নিজ নিজ কোরবানীর জন্তু প্রতিটি মুসলমান নিজ হাতে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলে জবাই করবে, অথবা কোনো দ্বীনদার ব্যক্তি দ্বারা জবাইয়ের কাজ সেরে নেবে। কেটে দেওয়ার বিনিময়ে কোরবানীর গোশত দেওয়া জায়েয নেই। তাই নিজ হাতে কেটে কেটে নেবে, অথবা কেটে দেওয়ার জন্য পয়সার বিনিময়ে মজদুর ঠিক করে নেবে। এতে কোনো প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

কোরবানীর গোশত বণ্টন করা জরুরি নয়। প্রয়োজনে সব গোশত নিজ গৃহে ছেলেমেয়েদের নিয়ে খাওয়া কোনো দোষণীয় নয়। তবে গোশত তিন ভাগ করে আত্মীয়-স্বজনকে এক ভাগ, গরিবদের এক ভাগ বণ্টন করে দেওয়া মুস্তাহাবমাত্র। এই মুস্তাহাব কাজ আদায় করতে গিয়ে বর্তমান প্রচলিত সমাজের প্রথাই সব ঝগড়ার মূল হয়ে আছে বিধায় সমাজের প্রথা পরিহার করে কোরবানীর গোশত ইচ্ছানুযায়ী স্বয়ং নিজে দান সদকা করুন এবং ঝগড়ামুক্ত থাকুন। (১২/৪৯০/৪০০১)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/٧٩ : (وأما) الذي يرجع إلى من عليه التضحية فالأفضل أن يذبح بنفسه إن قدر عليه لأنه قربة فمباشرتها بنفسه أفضل من توليتها غيره كسائر القربات، والدليل عليه ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساق مائة بدنة فنحر منها نيفا وستين بيده الشريفة - عليه الصلاة والسلام - ثم أعطى المدية سيدنا عليا - رضي الله عنه - فنحر الباقين» وهذا إذا كان الرجل يحسن الذبح ويقدر عليه، فأما إذا لم يحسن فتوليته غيره فيه أولى -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٧٠ : ويستحب أن يأكل من أضحيته ويطعم منها غيره، والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه، ويدخر الثلث، ويطعم الغني والفقير جميعا، كذا في البدائع. ويهب منها ما شاء للغني والفقير والمسلم والذمي، كذا في الغياثية.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٢٧- ٣٢٨ : (ويأكل من لحم الأضحية ويأكل غنيا ويدخر، وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث) . وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم (وأن يذبح بيده إن علم ذلك وإلا) يعلمه (شهدها) بنفسه ويأمر غيره بالذبح كي لا يجعلها ميتة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٨ : (قوله وندب إلخ) قال في البدائع: والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث؛ ويستحب أن يأكل منها، ولو حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوع (قوله وندب تركه) أي ترك التصدق المفهوم من السياق (قوله لذي عيال) غير موسع الحال بدائع.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۲۰۷ : جس جانور میں کئی حصہ دار ہوں تو گوشت وزید کرکے تقسیم کیا جائے اندازہ سے تقسیم نہ کریں، افضل ہے کہ قربانی کا گوشت تین حصہ کرکے ایک حصہ اپنے اہل عیال کے لئے رکھا جائے ایک حصہ احباب وغیرہ میں تقسیم کرے ایک حصہ فقراء ومساکین میں تقسیم کرے اور جس شخص کے عیال زیادہ ہو وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے ذبح کرنے والا کی اجرت میں گوشت یا کھال دینا جائز نہیں، اجرت علیحدہ سے دینی چاہیے۔

Scanned by CamScanner

📖 فیہ ایضا ۴/ ۲۰۱ : اپنے جانور کو خود اپنے ہاتوں سے ذبح کرنا افضل ہے اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو دوسرے سے بھی ذبح کر سکتا ہے، مگر ذبح کے وقت خود بھی حاضر رہنا افضل ہے قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ البتہ ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔

ঈসালে সাওয়াবের জন্য করা কোরবানীর গোশত খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি তার মৃত পিতা-মাতার ঈসালে সাওয়াবের জন্য কোরবানী করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি সেই কোরবানীর গোশত থেকে খেতে পারবে কি না? কেউ কেউ বলে, ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরবানী করলে নাকি মান্নতে পরিণত হয়, তা সঠিক কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তি যদি পিতা-মাতার অসিয়ত ছাড়া ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে নফল কোরবানী করে, তাহলে তা বৈধ হবে এবং তার গোশত সে নিজেও খেতে পারবে, অন্যদেরকেও খাওয়াতে পারবে। এ ধরনের নফল কোরবানী মান্নতে পরিণত হয় না। (১২/৫৯৪/৪০৭০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٦ : من ضحى عن الميت يصنع كما يصنع في أضحية نفسه من التصدق والأكل والأجر للميت والملك للذابح. قال الصدر: والمختار أنه إن بأمر الميت لا يأكل منها وإلا يأكل بزازية -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۱۶۶ : والد صاحب کے ایصال ثواب کیلئے قربانی کے جانور میں آپ حصہ رکھ سکتے ہیں حق سبحانہ وتعالی قبول فرماوے اس کا تمام گوشت غرباء میں تقسیم کرنا ضروری نہیں امیر وغریب اور گھر والے بھی کھا سکتے ہیں۔

সমাজে দেওয়া গোশত থেকে অংশ নেওয়া

প্রশ্ন : কেউ একটা গরু নিজস্বভাবে কোরবানী করল। অতঃপর সম্পূর্ণ গোশত তিন ভাগে বণ্টন করার পর এক ভাগ সমাজের জন্য আর বাকি দুই ভাগ নিজের জন্য রাখল। এখন জানার বিষয় হলো, সমাজের মধ্যে গরুর মালিকও অন্তর্ভুক্ত। এ হিসেবে সমাজের অন্যান্যদের ন্যায় গরুর মালিকও ওই এক ভাগ থেকে গোশতের অংশ নিয়ে থাকে। এ প্রথা বৈধ কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোরবানীদাতার জন্য কোরবানীর পশুর গোশত তিন ভাগ করা মুস্তাহাবমাত্র। তাই মালিক চাইলে সমস্ত গোশত নিজের জন্য রেখে দিতে পারবে, অথবা আংশিক বা সমস্ত গোশত দানও করতে পারে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সমাজের প্রচলিত পদ্ধতি বাধ্যতামূলক হলে তা বর্জনীয়। (১২/৬০২/৪০৭৩)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦/ ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٨١ : والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويدخر الثلث لقوله تعالى {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: ٣٦] وقوله - عز شأنه - {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: ٢٨] وقول النبي - عليه الصلاة والسلام - «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا» فثبت بمجموع الكتاب العزيز والسنة أن المستحب ما قلنا ولأنه يوم ضيافة الله - عز وجل - بلحوم القرابين فيندب إشراك الكل فيها ويطعم الفقير والغني جميعا لكون الكل أضياف الله تعالى - عز شأنه - في هذه الأيام وله أن يهبه منهما جميعا، ولو تصدق بالكل جاز ولو حبس الكل لنفسه جاز؛ لأن القربة في الإراقة.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٢٧- ٣٢٨ : (ويأكل من لحم الأضحية ويأكل غنيا ويدخر، وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث) . وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٨ : (قوله وندب إلخ) قال في البدائع: والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث؛ ويستحب أن يأكل منها، ولو حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوع (قوله وندب تركه) أي ترك التصدق المفهوم من السياق (قوله لذي عيال) غير موسع الحال بدائع.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۲۰۹ : جواب-افضل تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کئے جائے ایک حصہ گھر کے لئے ایک دوست واحباب کے لئے اور ایک فقراء ومساکین کے لئے، لیکن اگر کوئی شخص سارا حصہ گھر میں رکھ لیتا ہے یا

Scanned by CamScanner

ذخیرہ کرلیتا ہے تب بھی جائز ہے اور جب گوشت کا رکھنا جائز ہے تو اس کا استعمال کسی بھی جائز مقصد کے لئے صحیح ہے۔

কারো জন্য রাখা গোশত দিতে না পারলে করণীয়

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি তার বাসার কাজের বুয়ার জন্য কোরবানীর গোশত রেখেছিল। ঘটনাক্রমে কোরবানীর পর কাজের বুয়া বাসা বদল করে অন্যত্র চলে গেছে। তাকে আর পাওয়া যায়নি। এখন উক্ত গোশতের হুকুম কী হবে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত কোরবানী যদি নযর বা মান্নতের না হয় তখন ওই গোশত নিজেরাও খেতে পারবে, অন্য যাকে ইচ্ছা দিতে পারবে। মান্নত ইত্যাদির হলে কোনো গরিবকে সদকা করা জরুরি। (১২/৯৫৬/৫০৮৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٨١ : والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويدخر الثلث لقوله تعالى {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: ٣٦] وقوله - عز شأنه - {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج: ٢٨] وقول النبي - عليه الصلاة والسلام - «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا منها وادخروا» فثبت بمجموع الكتاب العزيز والسنة أن المستحب ما قلنا ولأنه يوم ضيافة الله - عز وجل - بلحوم القرابين فيندب إشراك الكل فيها ويطعم الفقير والغني جميعا لكون الكل أضياف الله تعالى - عز شأنه - في هذه الأيام وله أن يهبه منهما جميعا، ولو تصدق بالكل جاز ولو حبس الكل لنفسه جاز؛ لأن القربة في الإراقة.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٢٧- ٣٢٨ : (ويأكل من لحم الأضحية ويأكل غنيا ويدخر، وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث) . وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٧ : (قوله ويأكل من لحم الأضحية إلخ) هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر، وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر

Scanned by CamScanner

غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل زيلعي -

📖 الجوهرة النيرة (المطبعة الخيرية) ٤١٩/١ : ولهذا قالوا إن الهبة ما لم تقبض فهي على ملك الواهب حتى إنه لو رجع فيها قبل قبضها صح رجوعه -

যৌথ কোরবানীর একটি অংশ গরিবদের জন্য রেখে দেওয়া

প্রশ্ন : আমার এলাকায় কোরবানীর প্রথা হলো সাত শরীক মিলে কোরবানী করে। গোশত আট ভাগ করে। সমানভাবে সাত ভাগ করে সাত শরীক নিয়ে যায়। এক ভাগ গরিব-মিসকিনদের জন্য রেখে দেয়। এভাবে বণ্টন করাতে কোনো অসুবিধা হবে কি না?

উত্তর : সাত শরীক মিলে কোরবানীর নিয়্যাতে জন্তু জবাই করলেই কোরবানীর কাজ সহীহভাবে সমাপ্ত হয়েছে বলা যায়। এর পর থেকে কোরবানীর গোশত প্রত্যেকের জন্য অংশ অনুপাতে বণ্টন করে দেওয়াই শরীয়তের ভিন্ন একটি বিধান, এ ব্যাপারে প্রত্যেকে স্বাধীন। নিজের ইচ্ছামতো বিলি-বণ্টন ও ভোগ করতে পারে। অবশ্য তিন ভাগ করে এক ভাগ মিসকিনদের জন্য, এক ভাগ বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনের জন্য ও এক ভাগ পরিবারের জন্য রাখা উত্তম। এরূপ না করে সব নিজের পরিবারের জন্য রাখাও আপত্তিকর নয়। এমতাবস্থায় প্রশ্নে বর্ণিত পন্থায় কোরবানী সঠিক হবে বলা গেলেও গোশত বণ্টনের পদ্ধতিটি শরয়ী কোনো উত্তম নীতির আওতায় পড়ে না। বরং তা একটি বাধ্যতামূলক প্রথা হিসেবে সমাজে চলে আসছে তাই তা বর্জনীয়। (১০/৯৮৭/৩৪২০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٨ : والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث؛ ويستحب أن يأكل منها، ولو حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوع -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱ /۳۴۳ : الجواب- قربانی کے گوشت کو تین حصہ قرار دینا ایک اپنے گھر کے لئے ایک خویش واقرباء کے لئے ایک غرباء ومساکین کے لئے یہ محض سنت ہے واجب نہیں، گھر کے آدمی زیادہ ہوں تو سب گھر میں رکھ لینا بھی درست ہے، دل چاہے تو سب غرباء ومساکین پر تقسیم کرلینا بھی درست ہے، اس اتفاق کی کیا ضرورت پیش آئی کہ سب گوشت ایک جگہ جمع کرکے تقسیم کیا جائے، اگر ہر شخص اپنی

Scanned by CamScanner

مرضی کے مطابق اپنی قربانی کا گوشت جس طرح چاہے دے اور کھائے اس میں کیا نااتفاقی اور لڑائی کا اندیشہ ہے، ہمارے خیال میں تو ہر شخص کو آزاد رکھنا چاہئے، جس چیز کی شریعت نے پابندی نہیں کی اپنی طرف سے اس کی پابندی نہیں چاہئے، جس قربانی کا گوشت صدقہ کرنا واجب ہے اس کا گوشت قربانی کرنے والا نہ خود کھائے نہ اپنے بیوی بچوں کو کھلائے نہ کسی صاحب نصاب خویش واقارب وغیرہ کو دے بلکہ تمام صدقہ کردے، مثلاً کسی شخص وصیت کی کہ میری طرف سے قربانی کی جائے اور اس کا انتقال ہوگیا اور ورثاء نے اس کی طرف سے قربانی کی تو اس کا تمام گوشت صدقہ کیا جائے۔

বণ্টন করা ছাড়া কোনো বিশেষ অঙ্গ বাচ্চাদেরকে খেলনা হিসেবে দেওয়া

প্রশ্ন : তিন ব্যক্তি মিলে একটি গরু কোরবানী দিয়েছে। তার মধ্যে একজন প্রভাবশালী হওয়ায় গরু জবাইয়ের পর মূত্রনালী ও পেট পর্দা তার সন্তানকে দিয়ে দেওয়ায় অপর দুজনের সন্তানরা কান্নাকাটি শুরু করেছে। মা সন্তানের কান্না শুনে তার বাবাকে বলল, তোমার কি গরুতে শরীক নেই? তার সন্তান পেল, আমার সন্তান পেল না? তারা বলল, কী করব, আমার তো আর তার মতো ক্ষমতা নেই। জানার বিষয় হলো, এই ব্যক্তির অন্তরে আঘাত পাওয়ার কারণে এদের কোরবানী সহীহ হবে কি না?

উত্তর : হালাল প্রাণীর কিছু অংশ খাওয়া হালাল এবং কিছু অংশ হারাম। মূত্রথলি হারামের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই। আর পেট পর্দা যেহেতু খাওয়া হালাল বিধায় তা বণ্টনের আওতাভুক্ত। সুতরাং তা বণ্টন করা ছাড়া এককভাবে নিয়ে নেওয়া জায়েয হয়নি। চাই এতে অপর সাথীরা রাজি থাকুক বা না থাকুক, তবে কোরবানী সর্বাবস্থায় সহীহ হয়ে যাবে। (১৯/৪২৭/৮২৩২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٣١٧ : ويقسم اللحم وزنا لا جزافا إلا إذا ضم معه الأكارع أو الجلد) صرفا للجنس لخلاف جنسه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣١٧- ٣١٨ : (قوله لا جزافا) لأن القسمة فيها معنى المبادلة، ولو حلل بعضهم بعضا قال في البدائع: أما عدم جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى التمليك واللحم من أموال الربا فلا يجوز تمليكه مجازفة.

وأما عدم جواز التحليل فلأن الربا لا يحتمل الحل بالتحليل، ولأنه في معنى الهبة وهبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح اهـ

Scanned by CamScanner

وبه ظهر أن عدم الجواز بمعنى أنه لا يصح ولا يحل لفساد المبادلة خلافا لما بحثه في الشرنبلالية من أنه فيه بمعنى لا يصح ولا حرمة فيه (قوله إلا إذا ضم معه إلخ) بأن يكون مع أحدهما بعض اللحم مع الأكارع ومع الآخر البعض مع البعض مع الجلد عناية.

📖 فيه أيضا ٦/ ٣١١ : ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول سبعة: الدم المسفوح والذكر والأنثيان والقبل والغدة والمثانة والمرارة بدائع، وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى آخر الكتاب، والله تعالى أعلم.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۳۳۵ : سوال- سات آدمیوں نے ملکر ایک گائے کی قربانی کی مگر اس کا گوشت تول کر تقسیم نہیں کیا اٹکل سے بانٹا یہ قربانی درست ہوئی یا نہیں؟

الجواب-اس صورت میں قربانی صحیح ہوگئی مگر تول کر تقسیم نہ کرنے سے احتمال ربوا کی وجہ سے وہ شرکاء جو اس تقسیم سے راضی تھے گنہگار ہوئے۔

চামড়া বিক্রীত টাকার দিয়ে উন্নয়নমূলককাজ

প্রশ্ন : কোরবানীর চামড়া বিক্রি করে সামাজিক উন্নয়নমূলককাজে ব্যয় করা যাবে কি? যেমন রাস্তাঘাট, মামলা-মোকদ্দমা ব্যয় করা। কেউ করে থাকলে তার গোনাহ কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোরবানীর চামড়া বিক্রি করে দিলে এর অর্থ যাকাত খাওয়ার উপযোগী গরিব-মিসকিনদের নিঃস্বার্থ মালিকানায় দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। এ অর্থ অন্য কোনো খাতে ব্যয় করলে কবীরা গোনাহ হবে।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত খাতগুলোতে চামড়ার পয়সা ব্যয় করা জায়েয হবে না। শরীয়তের হুকুম জানার পরও যারা এ কাজে লিপ্ত থাকে তারা মারাত্মক গোনাহগার হবে। এ ধরনের ব্যক্তিদের এ রকম জঘন্য গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখা এবং এদের চামড়া না দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া মুসলিম সমাজপতির ঈমানী দায়িত্ব। (৭/৬৬৬/১৮২২)

📖 الهداية (أشرفيه) ٤/ ٤٥٠ : لو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه، لأن القربة انتقلت إلى

Scanned by CamScanner

بدله، وقوله عليه الصلاة والسلام: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له" يفيد كراهة البيع.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۴۹۵ : زکوۃ، صدقۂ فطر اور قربانی کی کھالوں کی رقم مسجد مدرسہ شفاخانہ یا کسی بھی قسم کے رفاہی ادارے کی تعمیر میں لگانا جائز نہیں کیونکہ ان تمام چیزوں کا فقیر کی ملکیت میں دینا ضروری ہے اور یہاں تملیک فقیر نہیں پائی جاتی، البتہ مدرسہ میں پڑھنے والے مستحقین زکوۃ طلبہ کے طعام وغیرہ پر خرچ کی جاسکتی ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۲۱۳ : سوال-اگر کوئی جماعت فلاحی کاموں کے نام سے قربانی کی کھالیں اور چندہ وصول کرے تو اس کو قربانی کی کھالیں اور چندہ دینا چاہئے یا نہیں؟

جواب-قربانی کی کھالیں فروخت کرنے کے بعد اس کا خرچ درست نہیں، قربانی کی کھالیں ایسے ادارے اور جماعت کو دی جائیں جو شرعی اصلوں کے مطابق ان کو صحیح جگہ خرچ کرسکے۔

چامڑা মসজিদ-মাদরাসায় ব্যয় করা

প্রশ্ন : কোরবানীর চামড়া বা তার মূল্য মসজিদ ও ফোরকানীয়া মাদরাসায় ব্যয় করা যাবে কি না?

উত্তর : কোরবানীদাতা কোরবানীর চামড়া নিজ কাজে ব্যবহার করতে পারবে। তবে চামড়া বিক্রি করে দিলে তার মূল্য যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত গরিব-মিসকিনদের সদকা করে দেওয়া জরুরি। কোনো মাদরাসা-মসজিদের কাজে উক্ত চামড়ার বা তার মূল্য ব্যয় করা জায়েয নেই। (৫/৪৭১/১০৩৭)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۵۳۱ : الجواب-قربانی کی کھال اگر اپنے استعمال میں نہ لانا چاہئے بلکہ صدقہ کرنا چاہئے تو اس میں دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہے اگر اسی نے فروخت کردی تو قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے اور اس میں بھی تملیک فقیر ضروری ہے اور مسجد و مدرسہ کی تعمیر میں چونکہ تملیک نہیں پائی جاتی اس لئے جائز نہیں۔

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۶۷۸ : اگر کھال کو مسجد کے متولیان یا پیش امام کو مسجدیں بنانے کے لئے دیدی جائے کہ یہ لوگ اس کی قیمت کو تعمیر مساجد میں صرف کریں وہ بھی جائز نہ ہوگا کیونکہ یہاں بھی شرط تملیک جو رکن ہے پائی نہیں جاتی، کیونکہ

Scanned by CamScanner

تملیک کے معنی ہی یہ ہیں کہ کسی شخص کو مالک بنادینا، تاکہ وہ بعد مالک ہونے کے جو چاہے کرے اور بصورت مذکورہ اس قسم کا مالک بنایا نہیں جاتا ہے بلکہ دینے والے اس لئے دیتے ہیں کہ یہ رقم تعمیر مساجد میں صرف کیجائے اور یہ تملیک نہیں بلکہ سراسر توکیل ہے قربانی کرنے والے کو ایسا مجاز نہیں کہ کھال کی قیمت تعمیر مساجد میں صرف کرلے ویسا ہی ان کو بھی مجاز نہیں کہ کسی دوسرے کو مساجد وغیرہ کی تعمیر میں اسے صرف کرنے کو وکیل بناوے کیونکہ جس تصرف کیلئے خود مؤکل کو مجاز نہیں ہے اس کے واسطے دوسرے کو وکیل بنانا بھی جائز نہیں ہے۔

চামড়ার ব্যবসা করে লভ্যাংশ মাদরাসায় ব্যয় করা

প্রশ্ন : গ্রাম্য মাতব্বরগণ নিজেরাই চামড়ার দাম ২৫০ টাকা দরে খরিদ করে নিয়ে যায়। মক্তব ও মাদরাসার কমিটি নিয়ে যায়। এ চামড়ার লাভের অংশ মাদরাসার কাজে লাগানো যায় কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী মাদরাসা ও মক্তবের কমিটির লোকজন যদি মাদরাসার পক্ষ থেকে উক্ত চামড়া এলাকাবাসীদের থেকে তাদের স্বেচ্ছায় ক্রয় করে থাকে এবং কোনো লোক হতে দানস্বরূপ গ্রহণ না করে থাকে। এমতাবস্থায় সেই চামড়াগুলোকে বেশি মূল্যে বিক্রি করে যে অর্থ উপার্জন করেছে সে উপার্জিত অর্থ শরীয়তের দৃষ্টিতে মাদরাসার যেকোনো খাতে ব্যয় করা জায়েয। (১/২৯৭)

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۲۲۶ : قربانی کی کھال اگر قربانی کرنے والا کسی کو دیدے اور وہ شخص جس کو کھال دی ہے اسے فروخت کرکے کسی معلم کو تنخواہ دے یا مسجد کی تعمیر میں خرچ کردے تو جائز ہے، لیکن اگر قربانی کرنے والا خود فروخت کردے تو پھر وہ اس روپیہ کو معلم کی تنخواہ یا مسجد میں خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ صدقہ کر دینا لازم ہے۔

চামড়ার মুনাফা ব্যয়ের খাত

প্রশ্ন : কোনো মহল্লাবাসী মাদরাসার পক্ষ থেকে ৪০০০০ টাকার বিনিময়ে কিছু চামড়া অপর মহল্লাবাসীর নিকট বিক্রি করে দেয়। এরপর উক্ত মহল্লাবাসী ৮০ হাজার টাকার বিনিময়ে একজন কসাইয়ের নিকট বিক্রি করে দেয়।

Scanned by CamScanner

বলাবাহুল্য, মহল্লাবাসীর উভয় পক্ষই মাদরাসার সদস্য, আর উক্ত মাদরাসার দুটি ফান্ড রয়েছে। এক. সাধারণ ফান্ড, খ. গোরাবা ফান্ড। এখন মহল্লাবাসীর উভয় পক্ষই চাচ্ছে যে, প্রথম ৪০০০০ টাকা দুস্থ ফান্ডে, আর পরের ৪০০০০ টাকা সাধারণ ফান্ডে ব্যয় করবে। এখন আমার জানার বিষয় হলো, এ সিদ্ধান্তটি শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি তথা প্রথম মহল্লাবাসী মাদরাসার পক্ষ থেকে গরিব ছাত্রদের পক্ষ থেকে বিক্রীত টাকা তাদের তথা লিল্লাহ্ ফান্ডে ব্যয় করতে হবে। দ্বিতীয় পক্ষ খরিদকৃত চামড়া বিক্রি করে যা মুনাফা অর্জন করেছে তা যেখানেই ইচ্ছা ব্যয় করতে পারবে, তাই তা সাধারণ ফান্ডে ব্যয় করাও জায়েয হবে। সুতরাং মহল্লাবাসী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সঠিক এবং শরীয়তসম্মত। (১৮/৬৫১/৭৭৯৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٧٢ : ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز؛ لأنه قربة كالتصدق، كذا في التبيين. وهكذا في الهداية والكافي-

📖 الفتاوى السراجية (سعيد) ص ٩٠ : يجوز الانتفاع بجلد الأضحية ... لو باعها بالدراهم أو الدنانير أو ماكولا أو مشروبا تصدق-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۵۳۱ :الجواب-قربانی کی کھال اگر اپنے استعمال میں نہ لانا چاہئے بلکہ صدقہ کرنا چاہئے تو اس میں دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہے اگر اسی نے فروخت کردی تو قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے اور اس میں بھی تملیک فقیر ضروری ہے اور مسجد ومدرسہ کی تعمیر میں چونکہ تملیک نہیں پائی جاتی اس لئے جائز نہیں۔

মসজিদের লাভের উদ্দেশ্যে নামেমাত্র মূল্যে চামড়া মসজিদকে দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে কোরবানীর এক হাজার টাকা দামের চামড়া মসজিদের লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ মুতাওয়াল্লীকে চার-পাঁচশ টাকা দিয়ে বিক্রি করে দেয়, অথচ বাইরে বিক্রি করলে এক হাজার টাকা দিয়েই বিক্রি করত। প্রশ্ন হলো, এ রকম বিক্রি জায়েয কি না? এবং উক্ত পন্থায় লাভ করে মসজিদের কাজে লাগানো বৈধ কি না?

উত্তর : কেউ যদি কোরবানীর চামড়া বিক্রি করে তাহলে তার মূল্য ফকিরদের সদকা করে দিতে হবে। কেননা বিক্রয়মূল্য গরিব-মিসকিনদের হক। স্বল্পমূল্যে বিক্রি করা গরিব-মিসকিনদের হক নষ্ট করার নামান্তর বিধায় মসজিদের লাভের উদ্দেশ্যে গরিব-মিসকিনদের হক নষ্ট করার অনুমতি দেওয়া যায় না। হ্যাঁ, তবে যদি ন্যায্যমূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করে ব্যবসার লভ্যাংশ মসজিদের উন্নয়নকাজে ব্যবহার করা হয় তা জায়েয হবে, অন্যথায় নয়। (১৯/৩৯৪/৮২২৯)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٣٢٨ : (ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب) وقربة وسفرة ودلو (أو يبدله بما ينتفع به باقيا) كما مر (لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه) كدراهم (فإن) (بيع اللحم أو الجلد به) أي بمستهلك (أو بدراهم) (تصدق بثمنه).

📖 فيه أيضا ٦/٣٤٤- ٣٤٥ : (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه) .... لعدم التمليك وهو الركن.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۵۳۱ : الجواب- چرم قربانی کسی فقیر یا غنی کی ملک میں دینا ضروری ہے خواہ بصورت بیع یا ھبہ یا صدقہ۔ پھر ہو شخص اسے فروخت کرے تو اس کا ثمن مالک ثانی پر واجب التصدق نہیں، صورت سوال میں مدرسہ یا مسجد کے لئے جو حیلہ تحریر ہے اس میں ایسی تملیک نہیں پائی گئی، لہذا مہتمم مدرسہ یا متولی مسجد نے جتنے میں کھال فروخت کی اس سے بقدر ثمن شراء وضع کرنے کے بعد باقی ثمن واجب التصدق ہے۔

চামড়া বিক্রয়ের টাকা দিয়ে বেতন প্রদান করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে মাদরাসার শিক্ষকগণ ঈদের সময় গরিব ছাত্রদের খানার জন্য ধনী লোকদের নিকট আবেদনপত্র পাঠান এবং ঈদের দিন ছাত্র পাঠিয়ে চামড়া আদায় করেন। এতে কেউ চামড়া ফ্রি দিয়ে দেয়। আবার কেউ অর্ধেক মূল্য রাখে। পরবর্তীতে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ সকল চামড়া বিক্রি করে শিক্ষকদের বেতন প্রদান করে। জিজ্ঞাসা করলে জবাব আসে যে জেনারেল ফান্ডের টাকা দিয়ে ব্যবসা করা হয়েছে। অথচ সেটা গরিব-এতিমদের নামে উঠানো হয়েছে। এখন এ টাকা কর্জ ছাড়া শিক্ষকদের বেতন দেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কোরবানীর চামড়া বিক্রি করা হলে তার সম্পূর্ণ মূল্য যাকাতের ন্যায় গরিব-এতিমের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। শ্রমের বিনিময় দেওয়া জায়েয হবে না। প্রশ্নের বিবরণ মতে, চামড়াদাতা ও আবেদনপত্রের মাধ্যমে গ্রহীতা উভয়ের নিয়্যাত গরিব-এতিমের জন্য ব্যবহার করা। সুতরাং চামড়ার বাজারমূল্য লিল্লাহ ফান্ডে যাবে। আর অতিরিক্ত যা লাভ তা জেনারেল ফান্ডে জমা করা যাবে। নতুবা কোনো ক্ষেত্রে কোরবানীদাতা চামড়ার মূল্য পরবর্তীতে আদায় করতে না হলেও মাদরাসাওয়ালা গরিবের নামে উল্লেখ করে জেনারেল ফান্ডে নিলে খিয়ানতের গোনাহ হবে। আর যদি অর্ধেক কিংবা সামান্য মূল্য দিয়ে খরিদ করা হয় চামড়াদাতা বাকি মূল্য গরিবদের নিয়্যাতে ছেড়ে দেয় তাহলে যত টাকা প্রদান করা হয়েছে তার সমপরিমাণ লভ্যাংশ

Scanned by CamScanner

জেনারেল ফান্ডে এবং বাকি লভ্যাংশ গরিব ফান্ডে ব্যয় করতে হবে এবং যে সমস্ত চামড়া বিনা মূল্যে ফ্রি গরিবদের জন্য গরিব ফান্ডের আয় বলে বিবেচিত, তাই অন্য ফান্ডে ব্যবহার বৈধ হবে না। (৮/৪২৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٧٢ : ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز؛ لأنه قربة كالتصدق، كذا في التبيين. وهكذا في الهداية والكافي -

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۶/ ۲۷۸ : الجواب- مہتمم مدرسہ کو چاہئے کہ چرم قربانی کے فروخت کرنے کے بعد ان کی قیمت کی تملیک مثل زکوۃ کے کر کے مدرسہ کے جس مصرف میں چاہے صرف کرے اگر مہتمم مدرسہ نے اس قیمت کو بلا حیلہ تملیک ایسے مصرف میں صرف کیا جو مصرف قیمت چرم قربانی وزکوۃ نہیں ہے مثلا ملازمین ومدرسین کی تنخواہ میں دیدیا تو قربانی کنندہ کو اس قیمت کی قدر صدقہ کرنا واجب ہوگا اور اگر طلبہ کے مصرف میں صرف کیا تو قربانی ادا ہوگئی، دوبارہ اس قیمت کا صدقہ کرنا مالک پر واجب نہ ہوگا۔

যৌথভাবে চামড়া বিক্রি করে সমানহারে টাকা দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে প্রতি বছর কোরবানীর চামড়াগুলো একত্র করে একসাথে বিক্রি করা হয় এবং প্রত্যেক মালিককে ১০০০ টাকা দেওয়া হয় এবং বিক্রির অবশিষ্ট টাকাগুলো তিন ভাগ করে এতিম-গরিব-মিসকিনদের দান করে দেয়।
প্রশ্ন হলো, প্রতিটি গরুর মূল্যের মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। কতক গরুর মূল্য ৫০০০, কিছু আছে ১৫০০০ টাকা ইত্যাদি। এখন প্রত্যেক মালিককে ১০০০ টাকা দেওয়া হয়, চাই গরুর মূল্য যা-ই হোক না কেন। যদি মালিকদের পরস্পরের মাঝে মন-কষাকষি হয় বা না-ই হয়, এভাবে চামড়া বিক্রি করা এবং উল্লিখিত সুরতে মূল্য বণ্টন করা শরীয়ত মতে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কোরবানীর চামড়ার মূল্য গরিবদের হক বিধায় চামড়া বিক্রির ক্ষেত্রে গরিবদের উপকারের দিকে লক্ষ রাখা উচিত। তাই বেশি মূল্যের গরুর মালিক ও কম মূল্যের গরুর মালিক সবাই যদি স্বেচ্ছায় গরিবদের উপকারের লক্ষ্যে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতির ওপর পরিপূর্ণ সম্মতি প্রদান করে থাকে তাহলে উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে কোনো আপত্তি নেই, অন্যথায় তা জায়েয হবে না। (৮/৫৯০/২২৭০)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٠٥ : ولو أن ثلاثة نفر اشترى كل واحد منهم شاة للأضحية، أحدهم بعشرة، والآخر بعشرين، والآخر بثلاثين، وقيمة كل واحدة مثل ثمنها فاختلطت حتى لا يعرف كل واحد منهم شاته بعينها، واصطلحوا على أن يأخذ كل واحد منهم شاة فيضحي بها أجزأتهم، ويتصدق صاحب الثلاثين بعشرين وصاحب العشرين بعشرة ولا يتصدق صاحب العشرة بشيء، وإن أذن كل واحد منهم لصاحبه أن يذبحها عنه أجزأهم ولا شيء عليهم-

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٦/ ٧ : وفيه أيضاً: رجل له طعام، ورجل له طعام، فاشتركا عليهما، وخلطاهما وأحدهما أجود من الآخر، فالشركة في هذا جائزة والثمن بينهما نصفان؛ قال: من قبل أن هذا أشبه البيع معنىً لخلطهما على أنه بينهما. وقال في موضع آخر في هذا الكتاب: يقسم الثمن بينهما على قدر قيمة الجيد والرديء.

চামড়ার মূল্য জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করা

প্রশ্ন : কোরবানীর চামড়ার মূল্য জনকল্যাণ খাতে ব্যয় করা বৈধ হবে কি না? না সদকা করতে হবে?

উত্তর : কোরবানীর চামড়া নিজেও ব্যবহার করা বৈধ আছে বা কোনো গরিব বা ধনীকে হাদিয়াও দেওয়া যায়। তবে টাকা-পয়সা বা এমন বস্তু, যেগুলোর অস্তিত্ব বহাল রেখে উপভোগ করা যায় না–এমন বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করলে তার মূল্য যাকাতের ন্যায় গরিব-মিসকিনদের মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি। আর জনকল্যাণ খাত কারো মালিকানায় নেই বিধায় কোরবানীর চামড়ার মূল্য জনকল্যাণ খাতে প্রদান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। (১৩/৫৩৬/৫৩১৮)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٢٨ : (فإن) (بيع اللحم أو الجلد به) أي بمستهلك (أو بدراهم) (تصدق بثمنه -

📖 الهداية (أشرفيه) ٤/٤٥٠ : لو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه، لأن القربة انتقلت إلى

Scanned by CamScanner

بدله، وقوله عليه الصلاة والسلام: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له" يفيد كراهة البيع.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۴۹۵ : زکوۃ، صدقۂ فطر اور قربانی کی کھالوں کی رقم مسجد مدرسہ شفاخانہ یا کسی بھی قسم کے رفاہی ادارے کی تعمیر میں لگانا جائز نہیں کیونکہ ان تمام چیزوں کا فقیر کی ملکیت میں دینا ضروری ہے اور یہاں تملیک فقیر نہیں پائی جاتی، البتہ مدرسہ میں پڑھنے والے مستحقین زکوۃ طلبہ کے طعام وغیرہ پر خرچ کی جاسکتی ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۲۱۳ : قربانی کی کھالیں فروخت کرنے کے بعد ان کا حکم زکوۃ کی رقم کا ہے جس کی تملیک ضروری ہے، اور بغیر تملیک کے رفاہی کاموں میں اس کا خرچ کرنا درست نہیں، قربانی کی کھالیں ایسے ادارے اور جماعت کو دی جائے جو شرعی اصولوں کے مطابق ان کو صحیح جگہ خرچ کرسکے۔

গরিব হলেও নিজের কোরবানীর চামড়ার টাকা ভোগ করতে পারবে না

প্রশ্ন : একজন দরিদ্র লোক যার ওপর কোরবানী ওয়াজিব হয়নি এবং ওই ব্যক্তি সদকা খাওয়ার উপযুক্ত। সে যদি নফল হিসেবে একটি ছাগল কোরবানী করে তাহলে সে ওই ছাগলের চামড়ার টাকা খেতে পারবে কি না?

উত্তর : স্বীয় কোরবানীর চামড়ার বিক্রিলব্ধ টাকা-পয়সা নিজে ভোগ করা বৈধ নয়। ধনী-গরিব সবার বেলায় একই কথা। (১০/৩০/২৯৪৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣١٣ : ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب، ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه مع بقائه استحسانا وذلك مثل ما ذكرنا، ولا يشتري به ما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك نحو اللحم والطعام، ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعياله، واللحم بمنزلة الجلد في الصحيح حتى لا يبيعه بما لا ينتفع به إلا بعد الاستهلاك. ولو باعها بالدراهم ليتصدق بها جاز؛ لأنه قربة كالتصدق، كذا في التبيين-

Scanned by CamScanner

চামড়ার টাকা দিয়ে শিক্ষকদের খানার ব্যবস্থা করা

প্রশ্ন : মাদরাসার লিল্লাহ ফান্ডে কোরবানীর চামড়ার টাকা ও সাধারণ ফান্ডের টাকা একত্রিত করা হয়েছে। যেখান থেকে ছাত্রদের খাবার দেওয়া হচ্ছে, তার সাথে পাঁচ জন উস্তাদকেও একই খাবার দেওয়া হচ্ছে, যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। উক্ত ফান্ডের টাকায় উস্তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা যাবে কি না?

উত্তর : হিসাব সংরক্ষণ না করে উভয় ফান্ড একত্রিত করা জায়েয নেই। তবে যদি উভয় ফান্ডের হিসাব যথাযথ সংরক্ষণ করে উস্তাদদের খানা খরচ সাধারণ ফান্ড হতে দেওয়া হয় তাহলে জায়েয হবে। এ ক্ষেত্রে উভয় ফান্ডের মিশ্রণ দোষণীয় নয়। (১৯/৬৪১/৮৩১২)

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٢/ ٢٩٣ : وفي «الفتاوى» : إذا دفع رجلان إلى رجل كل واحد منهما دراهم ليتصدق بها عن زكاة ماله، فخلط الدراهم قبل الدفع، ثم دفع، فهو ضامن، وكذلك المتولي إذا كان في يده أوقاف مختلفة، وخلط غلاتها صار ضامناً لها، وكذا السمسار إذ خلط غلات الناس وأثمانها، وكذلك البائع إذا خلط من أمتعة الناس، والحاصل أن الخلط سبب الضمان؛ لأنه استهلاك إلا في موضع جرت العادة والعرف ظاهراً بالإذن بالخلط.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/٢٦٩ : قلت: ومقتضاه أنه لو وجد العرف فلا ضمان لوجود الإذن حينئذ دلالة. والظاهر أنه لا بد من علم المالك بهذا العرف ليكون إذنا منه دلالة -

চামড়ার টাকা দিয়ে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া

প্রশ্ন : কোরবানীর চামড়া বা তার মূল্য যা মাদরাসার গরিব ছাত্রদের দেওয়া হয়, অথবা মাদরাসার পক্ষ হতে চামড়াগুলো উঠানো ওই চামড়া বিক্রয়ের টাকা থেকে মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন দেওয়া জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না হয় তাহলে যে টাকা পূর্বে নিয়েছে তা তাদের জন্য হালাল হয়েছে কি না? না হলে এখন তাদের কী পথ অবলম্বন করতে হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোরবানীর পশুর চামড়া বিক্রয় না করা হলে নিজে ব্যবহার করা বা অন্যকে হাদিয়া দেওয়া জায়েয আছে। তবে কোরবানীদাতা চামড়া বিক্রয় করলে তার বিক্রয়মূল্য একমাত্র গরিবদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে।

প্রশ্নোক্ত বিবরণ মতে, মাদরাসাতে যে চামড়াগুলো দেওয়া হয় তা গরিব ছাত্রদের জন্য সদকা হিসেবে দেওয়া হয়, আর মাদরাসা কর্তৃপক্ষও মূলত গরিব ছাত্রদের জন্য দাতার উকিল হয়ে চামড়াগুলো সংগ্রহ করে থাকে।

সুতরাং উক্ত চামড়াগুলোর বিক্রয়মূল্য দ্বারা শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়া-নেওয়া কোনোটাই জায়েয হয়নি। বরং তা একমাত্র গরিব ছাত্রদের জন্য খরচ করা জরুরি। তাই যারা ইতিপূর্বে বেতন নিয়েছে তা তাদের জন্য হালাল হয়নি, বরং সেই টাকাগুলো সদকা করে দিতে হবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে বেশ কিছু মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ক্যাশ টাকা দিয়ে পূর্ণ চামড়া ক্রয় করে বা আংশিক চামড়া ক্রয় করে বেশি দামে বিক্রয় করে থাকে। এমতাবস্থায় চামড়া খরিদকৃত অংশের দ্বারা যত টাকা লাভ হিসেবে অর্জিত হয় তা থেকে মাদরাসার যেকোনো কাজ করা যাবে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও দেওয়া যাবে। এ বিষয়টি উপরোক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। (১৪/৫৭৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣٢٨ : (ويتصدق بجلدها أو يعمل منه نحو غربال وجراب) وقربة وسفرة ودلو (أو يبدله بما ينتفع به باقيا) كما مر (لا بمستهلك كخل ولحم ونحوه) كدراهم (فإن) (بيع اللحم أو الجلد به) أي بمستهلك (أو بدراهم) (تصدق بثمنه) .

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/٨١ : ولا يحل بيع جلدها وشحمها ولحمها وأطرافها ورأسها وصوفها وشعرها ووبرها ولبنها الذي يحلبه منها بعد ذبحها بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من الدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات، ولا أن يعطي أجر الجزار والذابح منها؛ لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من باع جلد أضحيته فلا أضحية له» وروي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال لعلي - رضي الله عنه -: " تصدق بجلالها وخطامها، ولا تعطي أجرا لجزار منها " وروي عن سيدنا علي - كرم الله وجهه - أنه قال: إذا ضحيتم فلا تبيعوا لحوم ضحاياكم ولا جلودها وكلوا منها وتمتعوا ولأنها من ضيافة الله - عز شأنه - التي أضاف بها عباده وليس للضيف أن يبيع من طعام الضيافة شيئا فإن باع شيئا من ذلك نفذ عند أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوسف لا ينفذ لما ذكرنا فيما قبل الذبح ويتصدق بثمنه .

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (أشرفيه) ١٧٩/٣ : ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام" لأن الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل فلا بد أن يكون الموكل مالكا ليملكه من غيره۔

📖 امدادالفتاوی (سعید) ۳/ ۵۳۴ : الجواب-ویتصدق بجلدھاالی قولہ فان البیع الخ۔ان روایت سے معلوم ہواکہ قیمت چرم قربانی کا تصدق بطور تبرع کے واجب ہے،اور ظاہر ہے کہ مدرسین کو تبرعا نہیں دیاجاتالہذا تصدق واجب ادانہ ہوگا۔

📖 جواھر الفقہ (مکتبۂ تفسیرالقرآن) ۱/ ۴۵۱ : مدارس اسلامیہ کے غریب اور نادار طلباء ان کھالوں کا بہترین مصرف ہیں کہ اس میں صدقہ کا ثواب بھی ہے،احیائے علم دین کی خدمت بھی، مگر مدرسین وملازمین کی تنخواہ اس سے دینا جائز نہیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۴۹۵ : زکوۃ،صدقۂ فطر اور قربانی کی کھالوں کی رقم مسجد مدرسہ شفاخانہ یا کسی بھی قسم کے رفاہی ادارے کی تعمیر میں لگانا جائز نہیں کیونکہ ان تمام چیزوں کا فقیر کی ملکیت میں دینا ضروری ہے اور یہاں تملیک فقیر نہیں پائی جاتی، البتہ مدرسہ میں پڑھنے والے مستحقین زکوۃ طلبہ کے طعام وغیرہ پر خرچ کی جاسکتی ہے۔

চামড়া বিক্রয়ের টাকা উন্নয়নমূলক ফান্ডে জমা রাখা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কোরবানীর পশুর চামড়ার মূল্যে এক-তৃতীয়াংশ এলাকার একটি সমাজ উন্নয়নমূলক ফান্ডে বাধ্যতামূলকভাবে জমা দিতে হয়। এলাকার গরিব লোকজন দরখাস্ত করলে তাদেরকে বিয়েশাদি এবং গরিব ছাত্রদের ফরম ফিলাপের টাকা উক্ত ফান্ড থেকে সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য, কখনো কখনো এই জমাকৃত টাকা বছরের পর বছর অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। উল্লিখিত কাজগুলো কতটুকু বৈধ? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোরবানীর পশুর চামড়া কোরবানীদাতা নিজের কাজেও লাগাতে পারে এবং অন্যকেও দিতে পারবে। তবে যদি চামড়া বিক্রি করে তাহলে তার মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। এটা যাকাতের ন্যায় ফকিরকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। তাই প্রশ্নোল্লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী কোরবানীর পশুর চামড়ার মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ এলাকার সমাজ উন্নয়নমূলক ফান্ডে দেওয়া যাবে। যদি তারা উক্ত টাকাগুলো শরীয়তসম্মতভাবে যাকাতের ব্যয় খাতে ব্যয় করে থাকে তবে তাদের পক্ষ থেকে দাতাকে দিতে বাধ্য করা শরীয়তসম্মত নয় এবং নির্ধারিত খাতসমূহে প্রয়োজন সত্ত্বেও ব্যয় না করে ফান্ডে দীর্ঘদিন রেখে দেওয়াতে দায়িত্বশীলরাই গোনাহগার হবে। (১১/৩৯৮/৩৯৮৯)

Scanned by CamScanner

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٣٢٢/٤ : ولا بأس بالبيع بالدراهم يتصدقها وليس له أن ببيع بالدراهم ينفقها على نفسه ولو فعل ذلك يتصدق بثمنه -

📖 الهداية (أشرفيه) ٤/ ٤٥٠ : فلو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه، لأن القربة انتقلت إلى بدله، وقوله عليه الصلاة والسلام: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له" يفيد كراهة البيع.أما البيع جائز لقيام الملك والقدرة على التسليم.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۳/ ۴۰۶ : جواب-جو فلاحی ادارے زکوۃ جمع کرتے ہیں وہ زکوۃ کی رقم کے مالک نہیں ہوتے بلکہ زکوۃ دہندگان کے وکیل اور نمائندے ہوتے ہیں جب تک ان کے پاس زکوۃ کا پیشہ جمع رہے گا وہ بدستور زکوۃ دہندگان کی ملک ہوگا اگر وہ صحیح مصرف پر خرچ کریں گے تو زکوۃ دہندگان کی زکوۃ ادا ہو گی ورنہ نہیں اس لئے جب تک کسی فلاحی ادارے کے بارے میں یہ اطمینان نہ ہو کہ وہ زکوۃ کی رقم شریعت کے اصولوں کے مطابق ٹھیک مصرف میں خرچ کرتا ہے اس وقت تک اس کو زکوۃ نہ دی جائے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۲۲۶ : قربانی کی کھال قربانی کرنے والا اپنے کام میں لاسکتا ہے مثلاً مصلی بنالے یا ڈول بنالے اور اگر فروخت کردے تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی واجب ہے، مگر یہ صدقہ نافلہ ہے کافر غریب ہو تو اسے بھی دی سکتی ہے، جبرا یا ڈرا دھمکا کر چرم قربانی وصول کرنا جائز نہیں ہے۔

চামড়ার টাকা দিয়ে ব্যবসা করা

প্রশ্ন : সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি মাদরাসায় লিল্লাহ বোর্ডিং তথা গরিব ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা করার জন্য তিন হাজার টাকা কোরবানীর চামড়ার বিক্রীত অর্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়। উক্ত টাকা কম হওয়ায় তা দিয়ে লিল্লাহ বোর্ডিং পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই জায়গীরের সুব্যবস্থা করে দিয়ে মাদরাসার গরিব-দুস্থ ছাত্রদের আরো অধিক সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে মাদরাসা কমিটি শিক্ষক-ছাত্রদের সহিত মতবিনিময়পূর্বক সকলের অনুমতি সাপেক্ষে আরো ৭০০ টাকা অতিরিক্ত দিয়ে একটি বাছুর ক্রয় করে ছাত্র-শিক্ষক ও পার্শ্ববর্তী লোকজনের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন হয়ে আসছে। যদি কোনো কারণবশত বাছুরটির ক্ষতি হয়ে যায় তবে স্বাক্ষরকারী তিন হাজার টাকা উক্ত ফান্ডে প্রদান করবেন। এখন প্রশ্ন হলো,

Scanned by CamScanner

১) এমতাবস্থায় কোরবানীদাতার কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না? কারণ হলো, ওই এলাকার কোনো কোনো মাওলানা সাহেব বলেন, উক্ত কোরবানী হয়নি।

২) উক্ত পদ্ধতি শরীয়তসম্মত কি না এবং উল্লিখিত দুস্থ ছাত্রদের অধিক আর্থিক সহায়তা দানের কোনো পরিকল্পনা ইসলামসম্মত কি না? যদি না হয়ে থাকে তবে আমাদের বর্তমানে করণীয় কী?

উত্তর : কোরবানীর চামড়ার বিক্রীত টাকা যাকাতের টাকার মতো যাকাত খাওয়ার উপযোগী গরিব-মিসকিনকে বিনা শর্তে ও স্বার্থে মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ টাকা হস্তান্তর করে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার চেষ্টাই ইসলামী শরীয়তে কাম্য। এ টাকা গরিবদের স্বার্থেও কোনো উৎপাদনমূলক কাজে ব্যবহার শরীয়তসম্মত নয়।

তাই প্রশ্নে উল্লিখিত পন্থায় চামড়ার টাকা ব্যবহার করা সহীহ হয়নি, এর সংশোধন জরুরি।

দুস্থ মানবতার সেবার চিন্তা ভালো। এর জন্য ভিন্নভাবে টাকা সংগ্রহ করার পরিকল্পনা করা যায় যাকাত-ফিতরা চামড়ার টাকা এভাবে ব্যবহার করা যায় না।

চামড়ার টাকা ঠিকমতো ব্যবহার না হওয়ার দরুন মূল কোরবানীর কোনো ক্ষতি হয় না বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত মাওলানা সাহেবের কথা সঠিক নয়। (১২/৫৬৯)

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۸/ ۱۴۴ : الجواب-قربانی کی کھال جماعت کو ہدیۃ نہیں دی جاتی بلکہ بطور وکالت دی جاتی ہے لہذا اس کی قیمت مستحقین کو تملیکا دیدی جائے اور جہاں تک ہوسکے جلد ادا کرکے سبکدوش ہوجائیں، بلاوجہ شرعی تاخیر کرنا کراہت سے خالی نہیں، غریبوں کو قرآن شریف اور کتابیں دی جائیں: غریب بیماروں کی امداد کی جائے قربانی کی کھال یا اس کی قیمت کو آمدنی کا ذیعہ ہر گز نہ بنایا جائے غیر مصرف میں رقم استعمال ہوگی تو جماعت کے ذمہ دار گنہگار ہوں گے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۲۱۹ : جواب- صورت مسئولہ میں قربانی تو جائز ہوگئی لیکن کھال کو بیچنے کے بعد اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے اور اس کے مصرف وہی لوگ ہیں جو زکوۃ کے مصرف ہے جن لوگوں نے کھال کی قیمت کا اپنا حصہ غیر مصرف میں صرف کیا ہے گناہگار ہوں گے قربانی میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔

চামড়া কালেকশন না করলে ছাত্রদের জরিমানা করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলন আছে যে কোরবানীর সময় অধিকাংশ মাদরাসায় কোরবানীর চামড়া উঠায়। উক্ত সময় মাদরাসার মুহতামীম সাহেব বলেন, তোমরা

Scanned by CamScanner

মাদরাসার তালেবে ইলম কোরবানীর দিন মাদরাসায় থাকতে হবে এবং চামড়া কালেকশন করতে হবে। আর যদি বাড়িতে চলে যাও তাহলে ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে। অথবা তোমাদের বাড়িতে যে কোরবানী হয় তার দাম নিয়ে আসতে হবে, তাহলে উক্ত জরিমানা থেকে বাঁচতে পারবে। এখন জানার বিষয় হলো, এভাবে জরিমানা আরোপ করা জায়েযে হবে কি না?

উত্তর : কোনো ছাত্র যদি মাদরাসা বা প্রাতিষ্ঠানিক আইন-কানুন, যা শরীয়ত পরিপন্থী নয়, তা লঙ্ঘন করে তাহলে সে শাস্তির উপযুক্ত হবে। আর্থিক জরিমানার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া নাজায়েয। সুতরাং এরূপ আইন করা বিশেষত ইসলামিক প্রতিষ্ঠানে জায়েয নেই। উপরন্তু সাধারণ ছুটির দিন ছাত্রদের ওপর কাজের জন্য চাপ দেওয়া ভালো নয়। তবে দ্বীনি স্বার্থে কাজের জন্য উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। কোনো ছাত্র অপারগ হলে তার ওপর জরিমানা আরোপ করা যাবে না। তবে খুশি হয়ে পিতা থেকে ৫০০ টাকা নিয়ে এসে মাদরাসায় জমা দিলে তা নেওয়া অবৈধ হবে না। (১২/৮৬৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٦١ : وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي-

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۲ / ۵۳۸ : ایسا کھانا کھانااور اس طرح جرمانہ کرنا یااس کا وصول کرنا یا اس روپیہ کے برتنوں کا استعمال کرنا یہ سب حرام ہے۔

📖 فیہ ایضا۲/ ۵۴۱ : جرمانہ ہمارے امام صاحب کے مذہب میں حرام ہے اس لئے یہ رقم جائز نہیں البتہ اگر سیاست کی ضرورت ہو تو اس امر کی اجازت ہے کہ اس سے کوئی مقدار مال کی لی جاوے اور چند روز تک اس کو اپنے پاس رکھکر جب وہ خوب دق ہو جائے اس کو واپس کردی جائے یہ بھی اس شخص کو جائز ہے جس میں دو وصف ہوں (۱) حکومت واختیار رکھتا ہو تاکہ فتنہ نہ ہو (۲) معتمد ومتدین ہو کہ بعد چندے واپسی پر اطمینان ہو ورنہ یہ بھی جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

নামমাত্র মূল্যে মসজিদের চামড়া দেওয়া এবং যেসব মাদরাসায় চামড়া দেওয়া যাবে

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি প্রথা আছে যে, প্রতি বছর কোরবানী এলে সমাজের সর্দার ও মাতব্বর মসজিদের মুতাওয়াল্লীগণ পাড়ার লোকদের নিয়ে একটি মিটিং করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে কোরবানী জন্তুর চামড়াগুলো আমরা মসজিদের জন্য ক্রয় করব। অতঃপর তা বিক্রি করে লভ্যাংশ মসজিদের কাজে ব্যয় করা হবে। সুতরাং আপনারা একটু মসজিদের খাতিরে চামড়ার মূল্য কমিয়ে রাখবেন। আবার কোনো কোনো জায়গাতে দেখা যায় সে মূল্য কমিয়ে রাখবে সেটা বলে না। কিন্তু বিক্রেতারা আমাদের এলাকার মসজিদটা একটু লাভবান হোক এ উদ্দেশ্য মসজিদের খাতিরে অর্ধেক মূল্যে অথবা বাজারমূল্যে বিক্রি করে দেয়।

অতএব আমার প্রশ্ন হলো, ওপরের বর্ণনা মতে মসজিদের লাভের উদ্দেশ্যে কোরবানী জন্তুর চামড়া বাজারমূল্যের কম মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি না? এবং এভাবে ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকলে তার লভ্যাংশ মসজিদের কাজের জন্য ব্যয় করা জায়েয হবে কি না?

আর দ্বিতীয় কথা হলো যে, কোরবানী জন্তুর চামড়া কোন ধরনের মাদরাসায় বিনা মূল্যে বা কম মূল্যে দান করা বৈধ এবং কোন ধরনের মাদরাসায় দেওয়া অবৈধ–এ ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটি উত্তম? দলিলসহ সঠিক উত্তর জানালে খুশি হব।

উত্তর : বর্তমানে কোরবানীর চামড়া নিয়ে যে প্রচলন চালু হয়েছে তার সারমর্ম হলো, চামড়াদাতা মাদরাসার মুহতামীম অথবা মসজিদের মুতাওয়াল্লীকে কম মূল্যে বা বিনা মূল্যে এ শর্তে দিচ্ছে, যাতে লভ্যাংশ মসজিদ বা মাদরাসায় খরচ করে। এ শর্তের কারণে মুহতামীম বা মুতাওয়াল্লীর উক্ত লভ্যাংশ সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। মসজিদ বা মাদরাসার কাজে খরচ করা যাবে না। যে সমস্ত মাদরাসায় সদকা ফান্ড ভিন্ন আছে এবং সঠিকভাবে খরচ করে বলে প্রতীয়মান হয় সে সমস্ত মাদরাসায় বিনা মূল্যে বা কম মূল্যে দিলে তার লভ্যাংশ সদকা ফান্ডের অংশ হওয়ার কারণে এই লেনদেন বৈধ হবে। কোরবানীর গোশতের যে হুকুম চামড়ারও সে হুকুম। গোশত বিক্রি করা যেমন নাজায়েয, চামড়া বিক্রি করাও তেমন নাজায়েয। তাই বিনা মূল্যে ওই সমস্ত মাদরাসায় দেওয়া উত্তম, যেখানে সদকা ফান্ড আছে এবং সঠিকভাবে খরচ হয়। (১০/৩১/২৯১৩)

📖 الهداية (أشرفيه) ٥/ ٥١٨ : فلو باع الجلد أو اللحم بالدراهم أو بما لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه تصدق بثمنه، لأن القربة انتقلت إلى بدله، وقوله عليه الصلاة والسلام: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له" يفيد كراهة البيع.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۵۳۱ : الجواب-چرم قربانی کسی فقیر یا غنی کی ملک میں دینا ضروری ہے خواہ بصورت بیع یا ہبہ یا صدقہ پھر وہ شخص اسے فروخت کرے تو اس کا ثمن مالک ثانی پر واجب التصدق نہیں صورت سوال میں مدرسہ یا مسجد کیلئے جو حیلہ تحریر ہے اس میں ایسی تملیک نہیں پائی گئی، لہذا مہتمم مدرسہ یا متولی مسجد نے جتنے میں کھال فروخت کی اس سے بقدر ثمن شراء وضع کرنے کے بعد باقی ثمن واجب التصدق ہے اسے صدقات واجبہ کی مد میں شامل کیا جائے اور بقدر ثمن شراء وضع کردہ رقم اصل کے تابع ہے۔

یہ حیلہ بھی صحیح نہیں کہ متہم مدرسہ یا متولی مسجد پہلے اپنے لئے خریدے پھر فروخت کرکے اس کا ثمن مدعطیہ پر صرف کرے اس لئے کہ بیع اول فاسد واجب الرد ہے اس میں مدرسہ یا مسجد پر خرچ کرنیکی شرط منصوص یا معروف ہے والمعروف کالمشروط وفیہ نفع للبائع فیکون مفسد اللعقد: متعاقدین سخت گنہگار ہیں اور ان پر توبہ واجب ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۳/ ۴۰۳ : الجواب- زکوۃ اور چرم قربانی کی رقم کا کسی محتاج کو مالک بنانا ضروری ہے اس کے بغیر زکوۃ اداء نہیں ہوتی اور قربانی کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے پس جن اداروں اور تنظیموں کے بارے میں پورا اطمینان ہو کہ وہ زکوۃ کی رقم کو ٹھیک طریقہ سے صحیح مصرف پر خرچ کرتے ہیں ان کو زکوۃ دینی چاہیے اور جن کے بارے میں یہ اطمینان نہ ہو ان کو دی گئی زکوۃ ادا نہیں ہوئی ان لوگوں کو چاہئے کہ اپنی زکوۃ دوبارہ ادا کریں۔

বিয়ের অনুষ্ঠান ও যৌতুক পরিশোধের জন্য চামড়ার টাকা দেওয়া

প্রশ্ন : সমাজপতিরা কোরবানীর সমস্ত চামড়া একত্রিত করে বিক্রি করে চার ভাগের এক ভাগ মালিকদের ফেরত দেয়। অবশিষ্ট টাকাগুলো সমাজপতিরা বিভিন্ন মাদরাসায় গরিব, এতিম, অসুস্থ, বিয়েশাদি, যৌতুক ইত্যাদি কাজে ব্যয় করে। জানার বিষয় হলো, গরিবদের বিয়েশাদি অনুষ্ঠান করার জন্য ও গরিব মেয়ের যৌতুক পরিশোধের জন্য চামড়ার টাকা দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : চামড়ার মূল্য সদকা করা ওয়াজিব বিধায় তা গরিব-মিসকিনদের মালিক বানিয়ে দিতে হবে। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় যদি গরিবদের মালিক বানিয়ে দেওয়া হয় আর তারা তা বিবাহ অনুষ্ঠানে খরচ করে তবে সদকা আদায় হবে। তেমনিভাবে গরিব মেয়েকে মালিক বানাতে হবে, সে তার ইচ্ছামতো খরচ করবে। উল্লেখ্য যে প্রশ্নে বর্ণিত সমাজপতিদের এভাবে চামড়া একত্রিত করে বিক্রি করার পদ্ধতিটি পরিহারযোগ্য। (১৮/৫৫৬/৭৭২০)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣٢٨ : (قوله ويتصدق بجلدها) وكذا بجلالها وقلائدها فإنه يستحب إذا أوجب بقرة أن يجللها ويقلدها، وإذا ذبحها تصدق بذلك كما في التتارخانية (قوله بما ينتفع به باقيا) لقيامه مقام المبدل فكأن الجلد قائم معنى بخلاف المستهلك (قوله كما مر) أي في أضحية الصغير وفي بعض النسخ: مما مر أي من قوله نحو غربال إلخ (قوله فإن بيع اللحم أو الجلد به إلخ) أفاد أنه ليس له بيعهما بمستهلك وأن له بيع الجلد بما تبقى عينه، وسكت عن بيع اللحم به للخلاف فيه. ففي الخلاصة وغيرها: لو أراد بيع اللحم ليتصدق بثمنه ليس له ذلك، وليس له فيه إلا أن يطعم أو يأكل اهـ والصحيح كما في الهداية وشروحها أنهما سواء في جواز بيعهما بما ينتفع بعينه دون ما يستهلك، وأيده في الكفاية بما روى ابن سماعة عن محمد: لو اشترى باللحم ثوبا فلا بأس بلبسه اهـ

[فروع]

في القنية: اشترى بلحمها مأكولا فأكله لم يجب عليه التصدق بقيمته استحسانا، وإذا دفع اللحم إلى فقير بنية الزكاة لا يحسب عنها في ظاهر الرواية، لكن إذا دفع لغني ثم دفع إليه بنيتها يحسب قهستاني

(قوله تصدق بثمنه) أي وبالدراهم فيما لو أبدله بها (قوله ومفاده صحة البيع) هو قول أبي حنيفة ومحمد بدائع لقيام الملك والقدرة على التسليم هداية (قوله مع الكراهة) للحديث الآتي (قوله لأنه كبيع) لأن كلا منهما معاوضة -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۵۳۱ : الجواب- قربانی کی کھال اگر اپنے استعمال میں نہ لانا چاہے بلکہ صدقہ کرنا چاہے تو اس میں دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہے اگر کسی نے فروخت کردی تو قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے اور اس میں بھی تملیک فقیر ضروری ہے۔

Scanned by CamScanner

باب نذر الأضحية

পরিচ্ছেদ : কোরবানীর মান্নত

আশা পূরণ হলেই কোরবানীর মান্নত পুরো করতে হবে

প্রশ্ন : আমার ছেলে অসুস্থ হলে আমি এই বলে মান্নত করি যে, ছেলে সুস্থ হলে আমার ঘরের গাভিটি আগামী ১০ বছর দুধ ও কামাই খাওয়ার পর কোরবানীর জন্য মান্নত করলাম। অতঃপর আল্লাহর রহমতে ওই ছেলে সুস্থ হয়ে যায়। এখন জানার বিষয় হল, উক্ত গাভিটি ১০ বছর পর কোরবানী করলে চলবে নাকি, এখনই অর্থাৎ পরবর্তী বছরে করে দিতে হবে? আর যদি কোরবানী না করি তাহলে গাভির দুধ এবং কামাই খাওয়া হালাল হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনার ছেলে সুস্থ হওয়ার পর আপনার ওপর মান্নত পুরা করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। তাই বিলম্ব না করে পরবর্তী বছর কোরবানী করে দেওয়া উচিত। মান্নতকৃত কোরবানীর পশুর গোশত খাওয়া বা তার থেকে কোনো ধরনের উপকৃত হওয়া বৈধ নয়। যতটুকু পরিমাণ খাবে বা উপকৃত হবে ততটুকু পরিমাণ সদকা করা জরুরি। (১৯/৭১৩/৮৩৯১)

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ٢/ ٣٢٠ : أو لدفع مضرة بأن قال: إن شفى الله مريضي، أو رد لي غائبي، أو مات عدوي، فعليّ صوم سنة، فوجد الشرط لزمه الوفاء بما سمى، ولا يخرج عن العهد والكفارة بلا خلاف أيضاً.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣٣٣ : ما إذا نذر ذبح شاة في وقت كذا يلغو ذكر الوقت لأنه وصف زائد على مسمى الشاة ولذا ألغى علماؤنا تعيين الزمان والمكان.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٠٠ : ولو اشترى شاة للأضحية يكره أن يحلبها أو يجز صوفها فينتفع به؛ لأنه عينها للقربة فلا يحل له الانتفاع بجزء من أجزائها قبل إقامة القربة بها، كما لا يحل له الانتفاع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتها، ومن المشايخ من قال: هذا في الشاة المنذور بها بعينها من المعسر والموسر.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۴۸۰ : نذر میں کسی زمان یا مکان یا فقیر کی تعیین کی تو یہ تعیین ناذر پر لازم نہیں ہوتی کسی دوسرے وقت میں یا دوسرے مکان میں یا دوسرے فقیر کو دینے سے بھی نذر ادا ہو جاتی ہے۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲/ ۱۱۶ : سوال- انتفاع از حیوان منذورہ جائز باشد و بچہ اش بحکم ام باشد یا نہ؟

الجواب-انتفاع از حیوان منذورہ درست نیست و بچہ اش بحکم ام باشود۔

নির্দিষ্টকৃত গাভি দ্বারাই মান্নত পুরো করা শরীয়তের বিধান

প্রশ্ন : আমার একটি গাভি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে আমি এ কথা বলি যে আল্লাহ তা'আলা যদি গাভিটিকে সুস্থ করে দেন তাহলে দুই-তিনটি বাচ্চা দেওয়ার পর দুধ খেয়ে এটাকে আল্লাহর ওয়াস্তে কোরবানী করব। এরপর গাভিটি সুস্থ হয়ে ওঠে। এর বছরখানেক পর আমি গাভিটি বিক্রি করে ওই টাকার সাথে আরো কিছু টাকা যোগ করে অন্য একটি গাভি ক্রয় করি। এখন জানার বিষয় হলো, প্রথম গাভিটি নির্দিষ্ট করার দ্বারা আমার ওপর যে ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়েছিল তা দ্বিতীয় গাভি দ্বারা আদায় হবে কি না? যদি হয় তাহলে প্রথম গাভির সমস্ত বিধান দ্বিতীয় গাভিটিতে বর্তাবে কি না?

উত্তর : মান্নতকৃত গাভি বিক্রি করা উচিত হয়নি। বর্তমান দ্বিতীয় গাভিতে প্রথম গাভির শর্তাদি প্রযোজ্য হবে না বিধায় কোরবানীর দিন আসামাত্রই দ্বিতীয় গাভি দ্বারা মান্নত পুরা করে নিতে হবে। তবে স্মর্তব্য যে, মান্নতের গোশত মান্নতকারীদের কেউ খেতে পারবে না। সব গোশত গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। সাথে সাথে কৃত ভুলের জন্য খাঁটি মনে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে নিতে হবে। (১৯/৩৩৪/৮১৩৮)

📖 بدائع الصنائع (سعید) ۶/ ۳۵۳ : ثم الوفاء بالمنذور به نفسه حقيقة، إنما يجب عند الإمكان، فأما عند التعذر فإنما يجب الوفاء به تقديرا بخلفه؛ لأن الخلف يقوم مقام الأصل-

📖 الدر المختار (سعید) ۳/۷۳۵ : ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى-

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٢٩٤ : رجل اشترى شاة للأضحية وأوجبها بلسانه، ثم اشترى أخرى جاز له بيع الأولى في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى -، وإن كانت الثانية شرا من الأولى وذبح الثانية فإنه يتصدق بفضل ما بين القيمتين؛ لأنه لما أوجب الأولى بلسانه فقد جعل مقدار مالية الأولى لله تعالى فلا يكون له أن يستفضل لنفسه شيئا، ولهذا يلزمه التصدق بالفضل قال بعض مشايخنا: هذا إذا كان الرجل فقيرا -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۵۸ : اور اگر تضحیہ مراد لیا ہے اور پھر بیچ ڈالا تو اگر کسی خاص سال کی قید لگائی تھی تو اس کی قیمت کا تصدق کردے اور اگر تضحیہ میں کسی سال کی قید نہ لگائی تھی تو ایام نحر میں اس قیمت کی بکری خرید کر قربانی کرے۔

মান্নতের গাভির বাচ্চা ও দুধ খেয়ে কোরবানী করার মান্নত

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির একটি গরু রোগাক্রান্ত হওয়ার পর মান্নত করে যে গরুটি সুস্থ হলে কামাই খেয়ে কোরবানী করব। জানার বিষয় হলো, এরকম মান্নত করা সহীহ আছে কিনা? যদি সহীহ হয়ে থাকে তাহলে ফিলহাল পুরা করতে হবে, না কামাই খেয়ে করলে চলবে? কামাই খাওয়ার শর্ত সহীহ কিনা? বাচ্চা হলে তার হুকুম কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির মান্নত সহীহ হয়েছে। তবে কামাই খাওয়ার শর্ত সহীহ হবে না বিধায় উক্ত ব্যক্তির গরুটি সুস্থ হওয়ার পরই কোরবানী করে দিতে হবে। কোরবানীর পূর্বে বাচ্চা হলে তাও কুরবানী করে দিতে হবে। (৯/২৮/২৪৭২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/٧٣٥ : (ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» (كصوم وصلاة وصدقة) -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣٢٢ : ولدت الأضحية ولدا قبل الذبح يذبح الولد معها.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۱۲/ ۱۱۶ : الجواب- انتفاع از حیوان منذورہ درست نیست وبچہ اش بحکم ام باشد، كما في الشامي لأن الأم تعينت للأضحية،

Scanned by CamScanner

ولد يحدث على صفات الأم الشرعية، ومن المشايخ من قال هذا فى الأضحية الموجبة بالنذر أو ما فى معناه كشراء الفقير وإلا فلا -

মান্নতের কোরবানীর গোশত নিজে ও ধনীরা খেতে পারে না

প্রশ্ন : একদিন দুপুর বেলা আমাদের গাভিটি বাচ্চা দিচ্ছিল। তখন বাড়িতে আম্মা ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না। গাভির নিতান্ত কষ্ট দেখে আম্মা বলেছিলেন, হে আল্লাহ! যদি বাচ্চাটি সুস্থ হয়ে যায় এবং মা ও বাচ্চা উভয়েই বেঁচে যায় তাহলে বাচ্চাটি বড় হলে কোরবানী করব। এরপর দুই বছর পর বাচ্চাটি বড় হয় এবং কুরবানী হয়। উক্ত কুরবানীর গোশত সমানভাবে তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ গ্রামের দরিদ্র প্রতিবেশীদেরকে আরেক ভাগ বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে পাঠিয়েছি এবং অন্য ভাগ আমরা নিজেরা খেয়েছি। প্রশ্ন হল:

১) উক্ত গরুটি মান্নতের গরু হিসেবে গণ্য হবে কিনা?
২) যদি মান্নতের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তার বিধান কি?
৩) যদি কাফফারা ওয়াজিব হয় তাহলে কতটুকু পরিমাণ? সমস্ত গোশতের, নাকি এক ভাগ গোশতের?
৪) যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়ে থাকি তাহলে তার বিধান কী?
৫) নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়া না হওয়ার মাঝে উক্ত মাসআলার কোন তারতম্য হবে কিনা?

উত্তর : ১,২. প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত গরুটি মান্নতের গরু হিসেবে গণ্য হবে। আর মান্নত কোরবানীর সমস্ত গোশত গরিব-মিসকীনদের মাঝে সদকা করা ওয়াজিব।
৩. প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী যেহেতু এক তৃতীয়াংশ গোশত ফকীরদেরকে দেওয়া হয়েছে, তাই অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ গোশতের মূল্য সদকা করে দিতে হবে।
৪,৫. মান্নতের গোশত সদকা করার ক্ষেত্রে ধনী-গরিব সকলেই বরাবর, নেসাবের মালিক হওয়া না হওয়ার সাথে মান্নতের কোন সম্পর্ক নেই। (১৯/৩৯৬/৮২৪০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/٧٣٥ : (ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» (كصوم وصلاة وصدقة) -

Scanned by CamScanner

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٨/٢ : وإن وجبت بالنذر فليس لصحابها أن يأكل منها شيئا، ولا أن يطعم غيره من الأغنياء سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا؛ لأن سبيلها التصدق-

📖 رد المحتار (سعيد) ٣٢٧/٦ : (قوله ويأكل من لحم الأضحية إلخ) هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر، وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۴۸۴ : سوال- زید کی بھنیس کا پاؤں ٹرک میں پھنس گیا نہ نکل سکا زید نے کہا کہ اگر اللہ کے حکم سے میری بھنیس کا پاؤں صحیح سلامت نکل جائے تو دس روپے اللہ واسطے دونگا، صرف اللہ واسطے کا لفظ کہا منت یا نذر وغیرہ کچھ نہیں کہا تو یہ نذر کے حکم میں ہے یا نفلی صدقات کے حکم میں ہوگا؟

الجواب- ایسے الفاظ عرفا نذر کیلئے مستعمل ہیں اس لئے یہ نذر لازم اور واجب التصدق ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۶/ ۴۷۵ : نذر کی ہوئی قربانی بھی قربت الی اللہ کا ذریعہ ہے لیکن ناذر اپنے قربانی کا گوشت نذر کی وجہ سے خود نہیں کھا سکتا، بلکہ تمام گوشت فقراء میں تقسیم کرنا لازمی ہوگا۔

গরিব নিজের মান্নতের কোরবানীর গোশত খেতে পারবে না

প্রশ্ন : কোন গরিব ব্যক্তি মান্নত করলো যে, তার অমুক কাজ সমাধা হলে সে একটি কোরবানী করবে। সে গরিব হওয়ার কারণে উক্ত পশুর গোশত নিজে খেতে পারবে কিনা?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোরবানী করার মাধ্যমে যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা যায়, তেমনিভাবে মান্নতের কোরবানীও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের একটি মাধ্যম। তবে মান্নতকৃত কোরবানীর গোশত যেহেতু সদকার হুকুমে, তাই মান্নতকারী ব্যক্তি ধনী হোক বা গরিব উভয় ক্ষেত্রে উক্ত গোশত থেকে নিজেও খেতে পারবে না এবং কোন ধনী ব্যক্তিকেও খাওয়াতে পারবে না। সম্পূর্ণ গোশত গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। (১৪/৭৫৯/৫৭৭৬)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٣٢١/٦ : ولا يأكل الناذر منها؛ فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل -

📖 رد المحتار (سعيد) ٣٢٧/٦ : (قوله ويأكل من لحم الأضحية إلخ) هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر، وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل زيلعي-

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٣/ ٦٣٠ : يجوز الأكل من الأضحية المتطوع بها، أما المنذورة، أو الواجبة بالشراء عند الحنفية فيحرم الأكل منها، كما يحرم الأكل من ولد الأضحية التي تلده قبل الذبح، أو من المشتركة بين سبعة نوى أحدهم بحصته القضاء عن الماضي -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٠٠/٥ : وأما في الأضحية المنذورة سواء كانت من الغني أو الفقير فليس لصاحبها أن يأكل ولا أن يؤكل الغني -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۲۰۹ : آپ کی والدہ کے ذمہ قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے اور اس گوشت کا فقراء پر تقسیم فرنا لازم ہے منت کی چیز غنی اور مالدر لوگ نہیں کھا سکتے جسطرح کہ زکوۃ اور صدقہ فطر مالداروں کیلئے حلال نہیں۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۶/ ۴۷۵ :الجواب-نذر کی ہوئی قربانی بھی قربت الی اللہ کا ذریعہ ہے، لیکن ناذر اپنی قربانی کا گوشت نذر کی وجہ سے خود نہیں کھا سکتا، بلکہ تمام گوشت فقراء میں تقسیم کرنا لازمی ہوگا۔

মান্নতের জন্তু কোরবানী না করলে বাচ্চাসহ সদকা করতে হবে

প্রশ্ন : আমাদের একজন গরিব মহিলা তার একটি বকরি অসুস্থ হলে সে বলল, বকরিটা সুস্থ হলে আগামী কোরবানীর ঈদে কোরবানী করে আমি নিজে খাব আর গরিবদের দান করব। কিন্তু ঈদ আসার আগে বকরিটি গাভিন হয়ে যায়, বাচ্চাও পেটে বড় হয়। অতঃপর কোরবানীর দিন শেষ হয়ে গেল। সে কোরবানী করেনি এবং বাচ্চা জন্ম হলো। জানার বিষয় হলো, উক্ত মহিলার করণীয় কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : উক্ত মহিলার ওপর মান্নতকৃত বকরি তার বাচ্চাসহ গরিব-মিসকিনদের জীবিত সদকা করে দেওয়া ওয়াজিব। (১৯/৫১০/৮২৮৬)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٣٣٢/٤ : أضحية خرج من بطنها ولد حى قال عامة العلماء يفعل بالولد ما يفعل بالأم، فإن لم يذبحه حتى مضت أيام النحر يتصدق به حيا، فإ نضاع أو ذبحه وأكله يتصدق بقيمته، فإن بقى عنده حتى كبر وذبحها للعام القابل أضحية لا يجوز-

📖 الدر المختار (سعيد) ٣٢٠/٦ : (ولو) (تركت التضحية ومضت أيامها) (تصدق بها حية ناذر) فاعل تصدق (لمعينة) ولو فقيرا، ولو ذبحها تصدق بلحمها، ولو نقصها تصدق بقيمة النقصان أيضا ولا يأكل الناذر منها-

📖 رد المحتار (سعيد) ٣٢١/٦ : إذا أوجب شاة بعينها أو اشتراها ليضحي بها فمضت أيام النحر قبل أن يذبحها تصدق بها حية، ولا يأكل من لحمها لأنه انتقل الواجب من إراقة الدم إلى التصدق-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/ ۵۵۸ : سوال-ایک شخص کے پاس ایک بکری تھی وہ بیمار ہوگئی اس نے زبان سے کہا کہ اگر یہ بکری اچھی ہو جائیگی تو قربانی کروں گا۔ پھر وہ اچھی ہوگئی تو اس کو قربانی کرنا ضروری ہے۔یعنی یہ کہنا کہ یااللہ اگر اچھی ہو جائے تو قربانی کروں گا نذر ہے۔

الجواب- حکم قیاس کا یہ ہے کہ یابدون لفظ علی یامایفید معناہ نذر نہ ہو گی بلکہ وعدہ ہے اور استحسان کا حکم یہ ہے کہ تب بھی نذر ہو جاوے گی، پس صورت مسئولہ میں بحکم استحسان نذر ہو جاویگی وھواحوط۔

📖 فتاوی مفتی محمود ۹/ ۶۰۵ : سوال-کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مسمی زید نے ایک جانور کو برائے قربانی ناخرد کیا اور قربانی کے ایام سے پہلے کسی ضروری کام کیوجہ سے کسی دوسری جگہ چلا گیا اور ار مجبوری ایام قربانی نہیں واپس جانور ذبح نہ کرسکا کیا اب سمی زید جانور مزکور ائندہ سال رکھ چھوڑے یا ذبح کرکے بطور غرباء ومساکین میں تقسیم کردے؟

الجواب-اس جانور کو زندہ تصدق کردے اور اگر ذبح تو گوشت وپوست خیرات کردے خود نہ کھائے، ذبح کرنے سے اگر اس کی قیمت کم ہوگئی تو یہ پوری کردے یعنی حقیقی قیمت کم ہوئی تو اتنی رقم گوشت ویوست کے ملاوہ صدقہ کردے۔

Scanned by CamScanner

কোরবানীর মান্নতের শর্ত

প্রশ্ন : গ্রামের মানুষ বেশির ভাগ নিজের পালের পশু কোরবানী করে থাকে। কিন্তু তারা এমন এমন কিছু কথা বলে থাকে তাতে তারা মান্নত, ওয়াজিব আর নফলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। যেমন বলে থাকে, আল্লাহ যদি পশুটি বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে কামাই-রুজি খেয়ে কোরবানী দেব, অথবা পশুর কোনো রোগ হলে বলে, গরুটি ভালো হলে আগামী বছর কোরবানী করব, অথবা বলে থাকে, গরুটি আগামী বছর কোরবানী করব, এতে কোনটি মান্নত আর কোনটি ওয়াজিব কোরবানী চিহ্নিত করতে পারে না। তাই হযরতের নিকট মান্নতের আলামতসমূহ ও শর্তসমূহ জানার আশা করছি।

উত্তর : গৃহপালিত পশুতে কোরবানীর নিয়্যাত করলে তার কোরবানী ওয়াজিব হয় না। সে যেকোনো একটি দ্বারা কোরবানী করতে পারবে। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত কথাগুলোর দ্বারা যদি মান্নত উদ্দেশ্য হয় তবে তা মান্নতে পরিণত হবে। মান্নত বলা হয় স্বেচ্ছায় আল্লাহর জন্য নিজের ওপর এমন কিছুকে আবশ্যক করে নেওয়া, যা শরীয়ত কর্তৃক তার জন্য আবশ্যক ছিল না। (১৮/৫৫৬/৭৭২০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢١ : (قوله شراها لها) فلو كانت في ملكه فنوى أن يضحي بها أو اشتراها ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك لا يجب، لأن النية لم تقارن الشراء فلا تعتبر بدائع -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۵۳۴ :سوال-شامیہ میں ہے کہ جعلت ھذہ الشاۃ اضحیۃ کہنے سے اضحیہ کی نذر منعقد ہو جاتی ہے اردو میں اس مضمون کی تعبیر کیے ہو گی؟ کیا بعینہ ان ہی الفاظ کا ترجمہ کرنے سے نذر ہو گی؟ یا اس میں دوسرے الفاظ کہنے سے بھی نذر ہو جائیگی؟

الجواب-انعقاد نذر کیلئے التزام کے الفاظ کہنا ضروری ہے اس زمانہ میں عرف عام میں یہ الفاظ التزام کے لئے استعمال ہوتے ہوں گے، ہمارے عرف میں اس قسم کے الفاظ التزام کیلئے نہیں بولے جاتے اس لئے نذر نہیں ہو گی۔

গাভিটি সুস্থ হলে দুই-তিনবার বাচ্চা দিলে কোরবানী করব

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির একটি সুস্থ গাভি ছিল। সে বলেছিল, যদি গাভিটি আল্লাহ তা'আলা সুস্থ রাখেন তাহলে দুই-তিনবার বাচ্চা দিলে তারপর কোরবানী করে দেব। ঘটনাক্রমে গাভিটি একবার বাচ্চা দেওয়ার পর গুরুতর রোগাক্রান্ত হলে অনেক ওষুধ প্রয়োগ করার পরও ভালো না হয়ে মরে যাওয়ার উপক্রম হলে গরুটি বিক্রি করে দেয়

Scanned by CamScanner

এবং বলে যে বিক্রি করা টাকার সাথে আরো কিছু টাকা লাগিয়ে একটি গরু ক্রয় করব এবং তার দ্বারা কিছুদিন উপকৃত হয়ে পরে কোরবানী দেব। তবে লোকটির ওপর কোরবানী ওয়াজিব নয়। এমন লোক ঘটনাক্রমে উক্ত ঘটনাটি হুবহু একজন কোরবানী ওয়াজিব, এমন ব্যক্তির ওপরও ঘটেছে। জানার বিষয় হলো, উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের করণীয় কী? এবং বর্তমানের গরুটির ব্যাপারে কী করণীয়?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত কথা "যদি গাভিটি আল্লাহ তা'আলা বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে দুই-তিনবার বাচ্চা দিলে তারপর কোরবানী করে দেব" বলার দ্বারা মান্নত হয়ে গেছে। আর মান্নতের গরু বিক্রি করা জায়েয নেই, বিক্রি করলে গোনাহগার হবে। উক্ত গোনাহ হতে তার জন্য তাওবা করা জরুরি। তার পরও যদি কোনো কারণে বিক্রি করে ফেলে তাহলে ওই টাকা দিয়ে অন্য একটি গরু ক্রয় করে কোরবানী করে দেবে এবং গোশতগুলো গরিব-মিসকিনদের সদকা করে দেবে। এ বিধান ধনী-গরিব সকলের জন্য প্রযোজ্য। (১৭/৪৮৩/৭১৪১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٧١١ : والأيمان مبنية على العرف، ما يتعارف الناس الحلف به يكون يمينا وما لا فلا -

📖 فيه أيضا ٦/٣٢٠ : (قوله ناذر لمعينة) قال في البدائع: أما الذي يجب على الغني والفقير فالمنذور به، بأن قال لله علي أن أضحي شاة أو بدنة أو هذه الشاة أو البدنة، أو قال جعلت هذه الشاة أضحية لأنها قربة من جنسها إيجاب وهو هدي المتعة والقران والإحصار فتلزم بالنذر كسائر القرب والوجوب بالنذر يستوي فيه الغني والفقير اهوقد استفيد منه أن الجعل المذكور نذر وأن النذر بالواجب -

মান্নতের কোরবানী গোশতদাতা খেতে পারবে না

প্রশ্ন : আমি একসময় অসুস্থ অবস্থায় বলেছিলাম যে উক্ত রোগ থেকে মুক্তি পেলে আমি ২০ হাজার টাকা দিয়ে একটি গরু কোরবানী দেব। আলহামদুলিল্লাহ আমি সুস্থ হয়েছি। এখন জানার বিষয় হলো :

ক) উক্ত কথার দ্বারা কোরবানীর মান্নত হলো কি না?

খ) যদি মান্নত হয়ে থাকে তাহলে আমি উক্ত গরুর গোশত খেতে পারব কি না?

গ) এক মুফতি সাহেব আহসানুল ফাতাওয়ার বরাত দিয়ে বলেছেন, আমি গোশত খেতে পারব।

এখন আমি শরীয়তের সঠিক সমাধান জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : আপনার উক্ত কথার দ্বারা কোরবানীর মান্নত হয়ে গেছে। তবে গোশত খাওয়া না খাওয়ার ব্যাপারে মুফতিয়ানে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে। আহসানুল ফাতাওয়ায় গোশত খাওয়া জায়েয বলা হলেও অন্যান্য মুফতিয়ানে কেরাম যেমন থানভী (রহ.) 'ইমদাদুল ফাতাওয়া'য় নাযায়েয বলেছেন। তাই মান্নতের কোরবানীর গোশত নিজে ও ধনী লোকজন না খেয়ে গরিবদের মাঝে সদকা করে দেওয়া আবশ্যক। (১৭/৬৬৭/৭২২৯)

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٧٣٩- ٧٤٠ : ولو قال إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة أو علي شاة أذبحها فبرئ لا يلزمه شيء) لأن الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية (فلا يصح) (إلا إذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه) لأن الصدقة من جنسها فرض -

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٨/ ٣٢٨ : والظاهر من قوله "وأطعموا" وجوب الإطعام والمدعى استحبابه فليتأمل في الجواب، وإذا لم تكن واجبة، وإنما وجبت بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل منها شيئا ولا أن يطعم غيره من الأغنياء -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۱۳۴ : سوال- میری والدہ صاحبہ نے میری نوکری کے سلسلہ میں منت مانی تھی کہ اگر میرے بیٹے کو مطلوبہ جگہ نوکری مل گئی تو میں اللہ کے نام پر قربانی کرونگی بحمداللہ نوکری مل گئی خدا کا شکر ہے، لیکن کافی عرصہ گزر گیا ابھی تک منت پوری نہیں کی اس میں سستی اور دیر ضرور ہوئی لیکن اس میں ہماری نیت میں فتور نہیں صرف یہ مطلوب ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہو جو صحیح اور عین اسلامی ہو اس میں اختلاف رائے یہ ہے کہ جس جانور کی قربانی کی جائے اس کا گوشت رشتہ دار و گھر کے اقرباء کے لئے جائز ہے یا یہ پورا کا پورا غریب و مساکین یا کسی دار العلوم مدرسہ میں دیدینا چاہیے؟

جواب- آپ کے والدہ کے ذمہ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے اور اس گوشت کا فقراء پر تقسیم کرنا لازم ہے منت کی چیز غنی اور مالدار لوگ نہیں کھا سکے جس طرح کہ زکوۃ اور صدقۂ فطر مالداروں کے لئے حلال نہیں۔

📖 بہشتی زیور ۳/ ۲۴۳ : کسی نے کہا اگر میرا بھائی اچھا ہو جاوے تو ایک بکری ذبح کرونگی یا یوں کہا ایک بکری کا گوشت خیرات کرونگی تو منت ہو گئی اگر یوں کہا کہ قربانی کروں گی تو قربانی کے دنوں میں ذبح کرنا چاہیے اور دونوں صورتوں میں اس کا گوشت فقیروں کے سواء اور کسی کو دینا اور خود کھانا درست نہیں جتنا خود کھاوے یا امیروں کو دیدے اتنا پھر خیرات کرنا پڑیگا۔

Scanned by CamScanner

"গাভিটি সুস্থ হলে কোরবানী করব"

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মান্নত করল, আমার গাভিটি সুস্থ হলে কোরবানী করব। এর দ্বারা কি তার ওয়াজিব কোরবানী আদায় হবে। এর গোশত কি সে নিজে খেতে পারবে? যদি লোকটি একেবারেই গরিব হয় তবে গোশত খেতে পারবে কি না? তার বালেগ সন্তানাদিকে সে গোশত দিলে তারা যদি তাদের পিতা-মাতাকে খাওয়াতে চায়, তবে তা পারবে কি না?

উত্তর : কোরবানীর দিন তথা ১০ তারিখের পূর্বে মান্নত করে থাকলে উক্ত গাভি দ্বারা ওয়াজিব কোরবানী আদায় হবে না। এমতাবস্থায় ধনী হলে তার ওপর দুটি যথাক্রমে মান্নত ও ওয়াজিব কোরবানী করতে হবে। মান্নত কোরবানীর গোশত নিজে-ছেলেমেয়ে-ধনী কেউ খেতে পারবে না। বরং গরিবদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে, চাই মান্নতকারী ধনী হোক বা গরিব হোক। আর মান্নতকারী যদি গরিব হয় তাহলে তার শুধু একটি কোরবানী দিতে হবে, যা শুধু মান্নত পূরণের লক্ষ্যে হবে এবং উক্ত গোশত মান্নতকারী ও তার ছেলেমেয়ে কেউ খেতে পারবে না। (৯/২৫৫/২৫৪৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣٢٠ : ولو نذر أن يضحي شاة وذلك في أيام النحر وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة بالنذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء إلا إذا عني به الإخبار عن الواجب عليه فلا يلزمه إلا واحدة، ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان بلا خلاف لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل الوقت -

📖 فيه أيضا ٦/٣٢٧ : (قوله ويأكل من لحم الأضحية إلخ) هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر، وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل -

📖 وفيه أيضا ٢/٣٤٦ : فلا يدفع إلى ولده من الزنا ولا من نفاه كما سيأتي، وكذا كل صدقة واجبة كالفطرة والنذر والكفارات-

Scanned by CamScanner

গৃহপালিত জন্তু দ্বারা কোরবানী করার নিয়্যাত করা

প্রশ্ন : জনৈক গরিব ব্যক্তি একটি ছাগল পালে। বড় হলে সেটিকে কোরবানী করার নিয়্যাত করে। তার আর্থিক সংকটের কারণে নিয়্যাত পরিবর্তন করে ফেলে এবং বিক্রি করার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত কোনো কারণবশত বিক্রি হয়নি। ছাগলটি কোরবানীর দিনগুলো অতিবাহিত হওয়ার পর মরে যাওয়ার উপক্রম হয় ফলে জবাই করে ফেলে। জানার বিষয় হলো, উক্ত গোশত ঐ ব্যক্তি খেতে পারবে কিনা?

উত্তর : গরিব ব্যক্তি কোরবানীর দিন সমূহে কোরবানীর নিয়তে জন্তু খরীদ করলে অথবা গৃহপালিত জন্তু দ্বারা কোরবানীর মান্নত করলেই উক্ত জন্তু দ্বারা কোরবানী ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে নিজ গৃহপালিত জন্তু দ্বারা শুধু কোরবানীর নিয়্যাত করলে তা ওয়াজিব হয় না। প্রশ্নে বর্ণিত গৃহপালিত ছাগল দিয়ে যদি কোরবানী করার মান্নত করে না থাকে, বরং শুধু কোরবানী করার নিয়্যাত করা হয়ে থাকে তাহলে উক্ত ছাগল দিয়ে কোরবানী করা জরুরি ছিল না। ব্যক্তিমালিকানা হিসেবে সে ছাগলের গোশত খাওয়া ও তা বিক্রি করা এবং পরিবর্তন করা সবই জায়েয। (৮/৭৩৩/২৩৪৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٣٢١ : (قوله شراها لها) فلو كانت في ملكه فنوى أن يضحي بها أو اشتراها ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك لا يجب، لأن النية لم تقارن الشراء فلا تعتبر بدائع -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۸۳ : سوال-ایک غریب شخص کے پاس (جو مالک نصاب نہیں ہے) پالا ہوا بکرا ہے عید ہونے سے گھر ہی میں قربانی کرنے کا ارادہ تھا۔ مگر ناتندرستی کی وجہ سے بکرا بیچنا چاہتا ہے تو فروخت کر سکتا ہے یا نہیں؟ کسی کا کہنا ہے کہ غریب جب قربانی کی نیت کر لیتا ہے تو وہ اس جانور کو بیچ نہیں سکتا اس کی قربانی کرنا لازم ہو جاتا ہے کیا یہ صحیح ہے؟

الجواب- بکرے کا مالک غریب ہو یا امیر جب وہ نیت کرتا ہے کہ اس بکرے کی قربانی کروں گا تو اس سے اس پر قربانی لازم نہیں ہو جاتی، بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے اور فروخت کرنا چاہے تو فروخت بھی کر سکتا ہے شامی وغیرہ میں ہے فلو كانت فی ملكه فنوى أن يضحى بها ... ... لا يجب، یعنی جس کی ملکیت میں پہلے ہی سے جانور ہو تو اس کی قربانی کی نیت کر لینے سے اس کی قربانی لازم نہیں ہوتی۔

Scanned by CamScanner

ওয়াজিব কোরবানীর নিয়্যাতে 'গরুটি সুস্থ হলে কোরবানী করব' বলা

প্রশ্ন : রশি আটকে যাওয়ায় একটি গরুর সমস্ত শরীর ফুলে যায়। তখন গরুর মালিকের ছেলে বলে যে আব্বা আপনি এ কথা বলেন, যদি গরুটি ভালো হয়ে যায় তাহলে কোরবানী দেব। মালিক তাই বলে ওয়াজিব কোরবানীর নিয়্যাত করে। কারণ আগে থেকেই তার ওপর কোরবানী ওয়াজিব ছিল এবং সে উক্ত গরুটি দিয়েই যেকোনো এক বছরের কোরবানী সমাপন করবে বলে মনস্থ করে। প্রশ্ন হলো, উক্ত গরুটি কোরবানী করার পর গোশত খাওয়া বৈধ, নাকি গরিবদের মাঝে তা বিলিয়ে দিতে হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় গরুটি মান্নত কোরবানীর জন্য নির্ধারিত হয়েছে, তাই উক্ত গরু দ্বারা ওয়াজিব কোরবানী আদায় হবে না। বরং গরুটি কোরবানী করে তার সম্পূর্ণ গোশত গরিব-মিসকিনদের সদকা করে দিতে হবে। তার গোশত মালিক নিজেও খেতে পারবে না এবং ধনীদেরকেও খাওয়াতে পারবে না। (৮/৫৫০/২২৬১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٦٣ : ولو قال ذلك قبل أيام النحر يلزمه التضحية بشاتين بلا خلاف؛ لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل الوقت، والإخبار عن الواجب - ولا واجب - يكون كذبا فتعين الإنشاء مرادا بها.

📖 رد المحتار ٦/٣٢٧ : (قوله ويأكل من لحم الأضحية إلخ) هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر، وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل.

ওয়াজিব-নফলের সাথে মান্নতের সংমিশ্রণ

প্রশ্ন : একটি গরু সাতজনে কোরবানী করে তবে কেউ ওয়াজিব, কেউ মান্নত, কেউ নফল ইত্যাদির কোরবানী দেয়। কিন্তু একজন আলেম বলেছেন, ওয়াজিব-নফল অসিয়তের সাথে মান্নতের নিয়্যাত থাকলে কারো কোরবানী হবে না। কথাটি কতটুকু সঠিক?

উত্তর : প্রত্যেক শরীক একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই কোরবানীতে অংশ নিলে কারো কোরবানীতে কোনো রকম ত্রুটি হয় না বিধায় ওয়াজিব-নফল

Scanned by CamScanner

অসিয়তের সাথে মান্নতের অংশ থাকলে ওই কোরবানীতে কোনো রকম ত্রুটি হবে না। সুতরাং সকলের কোরবানী আদায় হয়ে যাবে। (১৪/৯৪৩/৫৭৯৪)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۶/ ۴۶۹ : سوال-اگر قربانی کے شرکاء کی نیت قربت کی حیثیت مختلف ہو مثلا بعض نے وجوب اور بعض نے نفل کی نیت کی ہو تو کیا اس سے قربانی متاثر ہو گی یا نہیں؟

الجواب-شریعت مقدسہ نے قربانی کے جانور (گائے، بھینس وغیرہ) میں شرکت کو جائز قرار دیا ہے بشرطیکہ سب کی نیت حق تعالی کا قرب حاصل کرنا ہو، اگرچہ مختلف انواع کی قربات ہوں، لہذا متنفلین وواجبین کی قربانی صحیح ہے۔

মান্নতের পশুর বাচ্চা ও তার থেকে উপকৃত হওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : কয়েক বছর আগে আমার একটি গরু অসুস্থ হয়ে গেলে আমি ওই সময় মান্নত করেছিলাম যে আল্লাহ যদি এটাকে বাঁচান তাহলে কোরবানী দেব। সেটা আমার দরিদ্রতার কারণে দিতে পারিনি। এখন তার বাচ্চাও কয়েকটি হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, কোরবানীর নিয়্যাত করার সময় মনে মনে ছিল কোরবানী পর্যন্ত তার থেকে উপকৃত হব, হাল-চাষ করা ইত্যাদি। এখন জানার বিষয় হলো,

ক) যদি আমার ওপর কোরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে তাহলে শুধু ওই গরুটিই, না তার বাচ্চাসহ? এ বিষয়ে আমাদের এলাকার দুজন আলেমকে জিজ্ঞেস করলে একজন বললেন, সবগুলোই কোরবানী করতে হবে। অপরজন আমার দরিদ্রতার দিকে লক্ষ রেখে বলেন, যেটার নিয়্যাত করেছিলেন, শুধু সেটা দিলেই হবে।

খ) যদি আরেকটি গরু কিনে কোরবানী করি তাহলে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো জন্তু কোরবানী করার মান্নত করলে তা কোরবানীর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ওই জন্তু থেকে উপকৃত হওয়া মান্নতকারীর জন্য বৈধ নয়। সুতরাং কোরবানীর দিন চলে যাওয়ার কারণে প্রশ্নে বর্ণিত গরু এবং বাচ্চাসহ জীবিত সদকা করা জরুরি। আর ওই গরু থেকে যে পরিমাণ উপকৃত হয়েছে ওই পরিমাণ অর্থও সদকা করা জরুরি। এত দিন উক্ত জন্তু থেকে উপকৃত হওয়া গোনাহের কারণ ছিল বিধায় খাঁটি মনে তাওবা করে নেবে। (১২/২২৭/৩৮৭০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٠١ : هذا في المعسر الذي وجب بإيجابه، أما في الموسر فلا يلزمه ذبح الولد يوم الأضحى، فإن ذبح الولد يوم الأضحى قبل الأم أو بعدها جاز، ولو لم يذبحه وتصدق به حيا جاز في أيام الأضاحي، وفي المنتقى لو تصدق بالولد حيا في أيام

Scanned by CamScanner

النحر فعليه أن يتصدق بقيمته، وإن باع الولد في أيام الأضحى يتصدق بثمنه، فإن لم يبعه ولم يذبحه حتى مضت أيام النحر فعليه أن يتصدق بالولد حيا۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢١ : (ولو) (تركت التضحية ومضت أيامها) (تصدق بها حية ناذر) فاعل تصدق (لمعينة) ولو فقيرا، ولو ذبحها تصدق بلحمها، ولو نقصها تصدق بقيمة النقصان أيضا ولا يأكل الناذر منها؛ فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل ۔

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/٦٨ : فإن كان أوجب التضحية على نفسه بشاة بعينها فلم يضحها حتى مضت أيام النحر يتصدق بعينها حية؛ لأن الأصل في الأموال التقرب بالتصدق بها ۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٢٩٦ : ولو لم يضح حتى مضت أيام النحر فقد فاته الذبح فإن كان أوجب على نفسه شاة بعينها بأن قال: لله علي أن أضحي بهذه الشاة سواء كان الموجب فقيرا أو غنيا، أو كان المضحي فقيرا وقد اشترى شاة بنية الأضحية فلم يفعل حتى مضت أيام النحر تصدق بها حية ۔

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ۱۲/ ۹۹ : سوال- گائے منذورہ سے بچہ پیدا ہوا، اس کا کیا حکم ہے؟

الجواب- وہ بچہ بھی بحکم اس گائے منذورہ کے ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سیداحمد) ۵/ ۴۴ : جب کسی جانور کو نذر کیا جائے تو یہ حکم اس کے جملہ اجزاء کو شامل ہوتا ہے بچہ بھی اس کا ایک جزو ہے اس لئے گائے کی طرح بچہ بھی واجب التصدق ہوگا۔

গাভিটি কোরবানী করব বলার হুকুম

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির একটা গাভি ছিল। সে লোকদের কাছে বলতে লাগল, গাভিটি কয়েকবার বাচ্চা দেওয়ার পর কোরবানী করব। গাভিটি ছয়-সাতবার বাচ্চা দিয়েছে। ঘটনাক্রমে এবার ঈদের চার মাস আগে বাচ্চা দিয়েছে। সে একজন হুজুরকে বলল, আমি এখন কী করব। হুজুর তাকে দুটি পদ্ধতি বলেছেন :

১) বাচ্চা রেখে গাভিটি এই ঈদে কোরবানী দিতে পারবে।

২) বাচ্চা যখন দুখ খাওয়া ছেড়ে দেবে গাভিটি বিক্রি করে সে টাকা এবং তার সাথে আরো টাকা মিলিয়ে আগামী বছর একটা গরু কোরবানী দেবে।

Scanned by CamScanner

জানার বিষয় হলো, উভয় পদ্ধতি সহীহ কি না?

উত্তর : মান্নত উদ্দেশ্য না হলে শুধুমাত্র কোরবানীর ইচ্ছা করার দ্বারা কোরবানী ওয়াজিব হয় না বিধায় গাভিটি কোরবানী করা জরুরি নয়। (১৭/৫৩৩/৭১৩০)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٦٢ : ولو كان في ملك إنسان شاة فنوى أن يضحي بها أو اشترى شاة ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك أن يضحي بها لا يجب عليه سواء كان غنيا أو فقيرا -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦٦/٢ : رجل قال: إن برئت من مرضي هذا ذبحت شاة فبريء لا يلزمه شيء إلا أن يقول: إن برئت فلله علي أن أذبح شاة -

অসহায় হলেও মান্নত পুরা করতে হবে

প্রশ্ন : কোরবানী ওয়াজিব নয়, এমন কোনো ব্যক্তি যদি তার গরু অসুস্থ হওয়ার দরুন এ বলে মান্নত করে যে গরুটা যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে তা কোরবানী করে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে ভক্ষণ করবে। অতঃপর গরুটা সুস্থ হয়। কিন্তু সে কোরবানী না করে গরুটা বিক্রি করে দেয়। তার বিক্রয়কৃত টাকা নিজে খরচ করে ফেলে। আজ ১০ বছর অতিক্রান্ত হলো, কিন্তু সে হতদরিদ্র হওয়ার কারণে দেওয়ার মতো কিছুই নেই। যদি দিতে হয় জমি বিক্রি করে দিতে হবে। তার পরও কি তার কোনো কিছু দেওয়া আবশ্যক?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ওই ব্যক্তির ওপর জন্তুটির পূর্ণ মূল্য সদকা করা ওয়াজিব হবে। তাই অবিলম্বে যেকোনো মূল্যে অর্থ সংগ্রহ করে তা গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে গোনাহমুক্ত হতে হবে। (১২/৩৪৪/৩৯৩১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٩٠ : أما أصل الحكم فالناذر لا يخلو من أن يكون نذر وسمى، أو نذر ولم يسم، فإن نذر وسمى فحكمه وجوب الوفاء بما سمى، بالكتاب العزيز والسنة والإجماع والمعقول.

📖 الدر المختار (سعيد) ٣٢٠/٦ : (ولو) (تركت التضحية ومضت أيامها) (تصدق بها حية ناذر) فاعل تصدق (لمعينة) ولو فقيرا، ولو ذبحهاتصدق بلحمها، ولو نقصها تصدق بقيمة النقصان أيضا ولا يأكل الناذر منها؛ فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل -

Scanned by CamScanner

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ٢/ ٣٢١ : "وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر"۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٣/ ٤١٨ : جواب-نذر اور منت اپنے ذمہ کسی چیز کے لازم کرنے کا نام ہے مثلاً کوئی شخص منت مان لے کہ میرا فلان کام ہو جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا کام ہونے پر منت مانی ہوئے چیز واجب ہو جاتی ہے۔

নির্দিষ্ট পশু কোরবানী করার নিয়্যাত করলেই মান্নত হয় না

প্রশ্ন : আমি একজন গরিব মানুষ। আমার আম্মা আমাকে বহুদিন আগে একটি ছাগল দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এটা দ্বারা আয় করবে, বিক্রি করবে না। কিন্তু আমি সেটা নিয়ে নিয়্যাত করেছিলাম, কিছু বাচ্চা দেওয়ার পর কোরবানী করে দেব। ঘটনাচক্রে ছাগলটা কিছু বাচ্চা দেওয়ার পর মারা গেল। জানার বিষয় হলো, আরেকটি ছাগল কিনে কোরবানী দিতে হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের আলোকে কোরবানী ওয়াজিব না হলে শুধুমাত্র অন্তরে নিয়্যাত করার কারণে কোরবানী ওয়াজিব হয় না। সুতরাং আপনাকে আরেকটি ছাগল কিনে কোরবানী দিতে হবে না। (১২/২৭৩)

📖 مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ١٢/ ١٣ : وأما الفقير فليس عليه أضحية شرعا، وإنما لزمه بالتزامه في هذا المحل بعينه؛ ولهذا لو هلكت لم يلزمه شيء آخر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٢٩١ : ولو ملك إنسان شاة فنوى أن يضحي بها، أو اشترى شاة ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك أن يضحي بها لا تجب عليه سواء كان غنيا أو فقيرا.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٧/ ٥٠٤ : سوال- جانور گم ہو جائے تو دوسرے قربانی کا کیا حکم؟

الجواب- غنی پر دوسرے جانور کی قربانی واجب ہے قیمت میں برابری ضروری نہیں، فقیر پر کچھ بھی واجب نہیں۔

Scanned by CamScanner

শুধু নিয়্যাতের দ্বারা কোরবানী ওয়াজিব হয় না

প্রশ্ন : আমার একটি গরু আছে। ওই গরু দ্বারা আমি গত বছর কোরবানী করার নিয়্যাত করেছি। কিন্তু কোরবানীর সময় গরুর বয়স দুই বছর না হওয়ায় আমি অন্য গরু দ্বারা কোরবানী করি। প্রশ্ন হলো, উক্ত গরু এখন দুই বছরের বয়স হয়ে গেছে। এ গরু দ্বারা আগামী বছর কোরবানী করতে হবে কি না বা উক্ত গরুর হুকুম কী? উক্ত গরু দ্বারা যদি আমি আগামী বছর কোরবানী করি তাহলে আমার ওয়াজিব কোরবানী আদায় হবে, নাকি অন্য গরু ইত্যাদি দ্বারা ওয়াজিব কোরবানী আদায় করতে হবে?

উত্তর : মান্নত না করলে শুধুমাত্র নিয়্যাতের দ্বারা কোরবানী ওয়াজিব হয় না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত নির্দিষ্ট গরু দ্বারা কোরবানী করা জরুরি নয়। আগামী বছর এ গরু দ্বারা বা অন্য কোনো গরু দ্বারা কোরবানী করলেও ওয়াজিব কোরবানী আদায় হয়ে যাবে। (১৩/২৩১/৫১৯৩)

📖 الفتاوى السراجية (سعيد) صـ ٨٨ : رجل له شاة فنوى أن يضحى بها لم يجب بخلاف ما إذا اشتراها بنية الأضحية حيث يجب -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٢٩٤ : إذا اشترى شاة ليضحي بها وأضمر نية التضحية عند الشراء تصير أضحية كما نوى. فإن سافر قبل أيام النحر باعها وسقطت عنه الأضحية بالمسافرة، وأما الثاني إذا اشترى شاة بغير نية الأضحية، ثم نوى الأضحية بعد الشراء لم يذكر هذا في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنها لا تصير أضحية حتى لو باعها يجوز بيعها وبه نأخذ-

📖 فيه أيضا ٥/٢٩٤ : رجل اشترى شاة للأضحية وأوجبها بلسانه، ثم اشترى أخرى جاز له بيع الأولى في قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى --

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۴۸۸ : سوال- کسی نے قربانی کی غرض سے بکرا پالا یا خریدا اسکو تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب- بکرا گھر کا پالتو ہو یا خریدنے کے بعد قربانی کی نیت کی ہو تو اس کا بدلنا بہر حال جائز ہے اور قربانی کی نیت سے خریدا ہو تو اس میں تین روایات ہیں :

۱- غنی اور فقیر دونوں کیلئے موجب نہیں لہذا دونوں کے لئے بدلنا جائز ہے۔

۲- دونوں کے لئے موجب ہے غنی پر بقدر مالیت اور فقیر پر اسی جانور کی قربانی واجب ہے۔

Scanned by CamScanner

৩- غنی کے لئے موجب نہیں فقیر کیلئے موجب ہے لہذا غنی کیلئے بدلنا مطلقا جائز ہے اور فقیر کیلئے مطلقاً ناجائز۔

📖 فتاوی محمودیہ ۱۴/ ۳۳۴ : اگر محض نیت کی تھی نذر نہیں مانی تھی تو اس سے اس پر اس مخصوص گائے کی قربانی لازم نہیں ہوئی اس کو اختیار ہے چاہے قربانی کرے یا نہ کرے اور اب کرے یا پھر بعد میں کرے یا بعد قربانی صدقہ کردے یا جو دل چاہے کرے۔

কোরবানীর নিয়্যাত আর মান্নত এক নয়

প্রশ্ন : আমার একটি পালিত গাভি ছিল। আমি মনে মনে বলেছিলাম, এ গাভি বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত যা কিছু এর থেকে হবে আমি ভোগ করব। অতঃপর বৃদ্ধ হলে কোরবানী করব। তাই আমি উক্ত গাভিটিকে এ বছর কোরবানী করার নিয়্যাত করি। কিন্তু গাভির পেটে ৯ মাসের বাচ্চা থাকায় এ বছর কোরবানী করিনি। এখন জানার বিষয়, উক্ত গাভিটিকে আগামী বছর কোরবানী করা জায়েয হবে, নাকি সদকা করতে হবে? এবং এই গাভির গোশত খাওয়া আমার জন্য জায়েয হবে কি না? এবং এ গাভির দুধ খাওয়া জায়েয হবে কি না? উক্ত গাভির বাচ্চাকে কী করা হবে? কোরবানী করতে হবে কি না? কোরবানী করলে উক্ত বাচ্চার গোশত খাওয়া ঠিক হবে কি না?

উত্তর : নিয়্যাত করা আর মান্নত করা এক কথা নয়। যেহেতু আপনার ওই গাভি কোরবানী করার নিয়্যাত ছিল মান্নত ছিল না, তাই পরের বছর কোরবানী করা এবং দুধ ও গোশত খাওয়া সবই জায়েয হবে এবং উক্ত গাভির বাচ্চাকে কোরবানী করতে হবে না। (১১/২৮৮/৩৫৪০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٣٢١ : (قوله شراها لها) فلو كانت في ملكه فنوى أن يضحي بها أو اشتراها ولم ينو الأضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك لا يجب، لأن النية لم تقارن الشراء فلا تعتبر بدائع -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۳۳۴ :الجواب- اگر محض نیت کی تھی نذر نہیں مانی تھی تو اس سے اس پر اس مخصوص گائے کی قربانی لازم نہیں ہوئی اس کو اختیار ہے چاہے قربانی کرے یا نہ کرے اور اب کرے یا پھر بعد میں کرے یا بعد قربانی صدقہ کردے یا جو دل چاہے کرے۔

Scanned by CamScanner

পেটের বাচ্চা রেখে গাভি কোরবানী করার মান্নত

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির গাভি অসুস্থ হওয়ার কারণে মান্নত করল যে যদি আমার গাভি সুস্থ হয়ে যায় তবে তার যা বাচ্চা হবে তা রেখে গাভি আল্লাহর ওয়াস্তে কোরবানী দেব। উক্ত কথা দ্বারা মান্নত সহীহ হবে কি না? এবং উক্ত গাভির দ্বারা কোনো ফায়দা হাসিল করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত কথা দ্বারা মান্নত সহীহ হবে। তবে গাভির দ্বারা কোনো প্রকার উপকৃত হওয়া এবং তার বাচ্চা রেখে দেওয়া জায়েয হবে না। বরং বাচ্চাগুলো আল্লাহর ওয়াস্তে কোরবানী বা সদকা করে দিতে হবে, অন্যথায় গোনাহগার হবে। (৯/৮৩০/২৮৪৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٧٨ : فإن ولدت الأضحية ولدا يذبح ولدها مع الأم كذا ذكر في الأصل.

📖 وقال أيضا: وإن باعه يتصدق بثمنه؛ لأن الأم تعينت للأضحية، والولد يحدث على وصف الأم في الصفات الشرعية فيسري إلى الولد كالرق والحرية، ومن المشايخ من قال هذا في الأضحية الموجبة بالنذر.

📖 فتح القدير ٥/٤٩٣ : لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناؤه من العقد، وبيع قفيز من صبرة جائز فكذا استثناؤه، بخلاف استثناء الحمل وأطراف الحيوان؛ لأنه لا يجوز بيعه، فكذا استثناؤه.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٣/٧٣٥ : (ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب) أي فرض كما سيصرح به تبعا للبحر والدرر (وهو عبادة مقصودة) خرج الوضوء وتكفين الميت (ووجد الشرط) المعلق به (لزم الناذر) لحديث «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى» (كصوم وصلاة وصدقة) ووقف (واعتكاف).

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبۂ دار العلوم) ١٢/ ١١٦ : الجواب: انتفاع از حيوان منذوره درست نيست و بچہ اش بحكم ام باشد، كما فى الشامى لأن الأم تعينت للأضحية، ولد يحدث على صفات الأم الشرعية، ومن المشايخ من قال هذا فى الأضحية الموجبة بالنذر أو ما فى معناه كشراء الفقير والافلا۔

Scanned by CamScanner

'হারানো ছাগলটি পেলে কোরবানী করব' বললে মান্নত হবে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির একটি ছাগল হারিয়ে গেলে সে মুখে বলে যে, আমি যদি ছাগলটা পাই তাহলে তা কোরবানী করব। পরবর্তীতে ছাগলটা পায়। কিন্তু কোরবানীর সময় আসার কিছুদিন পূর্বে ছাগলটা এমন অসুস্থ হয়ে যায়, যার দ্বারা কোরবানী করা জায়েয হয় না। পরবর্তীতে লোকটি ওই ছাগলটা বিক্রি করে তার সমপরিমাণ টাকা দিয়ে অন্য একটি ছাগল কোরবানী করে। বাস্তবে তার ওপর কোরবানী ওয়াজিব ছিল না। এখন কথা হলো, উক্ত কথার দ্বারা কি মান্নত হবে? যদি হয় তবে কি তার জন্য পরিবর্তন করা জায়েয হয়েছে, নাকি তার জন্য উচিত ছিল ছাগল ভালো হওয়া পর্যন্ত কোরবানী না করা? যদি মান্নত না হয় তাহলে এর সমাধান কী?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির উক্ত বাক্য দ্বারা মান্নত হয়েছে। অসুস্থতার কারণে তা বিক্রয় করে এর মূল্য দ্বারা অন্য ছাগল ক্রয় করে কোরবানী করার দ্বারা দায়মুক্ত হয়ে গেছে। (৮/১৬১/২০৪৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٧٣٥ : (قوله ومن نذر نذرا مطلقا) أي غير معلق بشرط مثل لله علي صوم سنة فتح، وأفاد أنه يلزمه ولو لم يقصدهفي أضحية. البدائع: لو نذر أن يضحي شاة، وذلك في أيام النحر، وهو موسر فعليه أن يضحي بشاتين عندنا شاة للنذر وشاة بإيجاب الشرع ابتداء إلا إذا عنى به الإخبار عن الواجب عليه، فلا يلزمه إلا واحدة، ولو قبل أيام النحر لزمه شاتان، بلا خلاف لأن الصيغة لا تحتمل الإخبار عن الواجب إذ لا وجوب قبل الوقت، وكذا لو كان معسرا ثم أيسر في أيام النحر لزمه شاتان.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤/ ٣١٩ : وفى الأصل : اشترى أضحية ثم باعها جاز فى ظاهر الرواية ولو اشترى مثلها وضحى بها إن كانت الثانى مثل الأولى أو خيرا منها جاز ولا يلزمه شيء اٰخر وإن كان دون الأولى تصدق بفضل القيمتين -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۵۵۸ :سوال-ایک شخص کے پاس ایک بکری تھی وہ بیمار ہوگئی اس نے زبان سے کہا کہ اگر یہ بکری اچھی ہو جائے گی تو قربانی کروں گا پھر وہ اچھی ہوگئی تو اس کو قربانی کرنا ضروری ہے یعنی یہ کہنا کہ یااللہ اگر اچھی ہو جائے تو قربانی کروں گا نذر ہے اور اگر نذر ہو اور اس کو بیچ کر ڈالے تو اب اس کی قیمت کو کیا کرے؟

الجواب- حکم قیاس کا یہ ہے کہ بدون لفظ علیّ یا مایفید معناہ نذر نہ ہوگی، بلکہ وعدہ ہے اور استحسان کا حکم یہ ہے کہ تب بھی نذر ہو جاوے گی، ردالمحتار جلد ۳ صفحہ ۱۰۷، پس صورت

Scanned by CamScanner

مسئولہ میں بحکم استحسان نذر ہو جاوے وھو احوط، ایک بحث تو یہ تھی، دوسری بحث یہ ہے کہ قربانی سے مراد اگر مطلق ذبح ہے تب تو کسی زمان کی قید نہ ہوگی اور اگر تضحیہ مراد ہے تو ایام نحر کی قید ہوگی،... ... اگر تضحیہ مراد لیا ہے اور پھر بیچکر اسے تو اگر کسی خاص سال کی قید لگائی تھی تو اس کی قیمت کا تصدق کرے اور اگر تضحیہ میں کسی سال کی قید نہ لگائی تھی تو ایام میں اس کی قیمت کی بکری خرید کر قربانی کرے وکل ھذا ظاھر من القواعد۔

শর্ত পূরণ না হলে মান্নত পুরা করতে হয় না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি গরু মান্নত করেছে যে আমার এই গরুটির অসুখ ভালো হলে আগামী বছর আমি তা দিয়ে কোরবানী দেব। কিন্তু গরুটির এমন অসুখ হলো যে আগামী বছর বাঁচবে কি না, তাতেই সন্দেহ দেখা দিল। তখন সে গরুটিকে কোনো লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে গরিব-মিসকিনদের উদ্দেশ্যে দিয়ে দিলে মান্নত আদায় হবে কি না? তা না হলে কী করবে? এবং এ গরুর গোশত ধনী ব্যক্তি খেতে পারবে কি না?

উত্তর : কোনো শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে মান্নত করা হলে ওই শর্ত পাওয়া গেলে মান্নত পুরা করা ওয়াজিব। প্রশ্নোক্ত গরুর অসুখ ভালো হওয়ার শর্তে ওই গরুটি কোরবানী করা ওয়াজিব। অবশ্য কোরবানী পর্যন্ত না বাঁচার আশঙ্কায় বর্তমানে কোনো লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে দিয়ে দিলেও আদায় হয়ে যাবে। মান্নতকৃত জিনিস মান্নতকারী ও ধনী ব্যক্তি কারো জন্যই বৈধ হবে না। (৬/৩২৭/১২১৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦٦/٥ : إذا كان عينها بالنذر بأن قال لله تعالى علي أن أضحي بهذه الشاة - وهو موسر أو معسر - فهلكت أو ضاعت أنه تسقط عنه التضحية بسبب النذر؛ لأن المنذور به معين لإقامة الواجب -

📖 رد المحتار (سعيد) ٣٢٥/٦ : أن المنذورة لو هلكت أو ضاعت تسقط التضحية بسبب النذر -

📖 فيه أيضا ٣٢٧/٦ : ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق -

Scanned by CamScanner

একই পশুতে কোরবানী ও আকীকার মান্নত

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি মান্নত করে যে আমার গরুটি সুস্থ হলে তার চার ভাগ দ্বারা কোরবানী ও তিন ভাগ দ্বারা আকীকা করব। এ কথা বলার দ্বারা তার মান্নত সহীহ হবে কি না? এবং কোরবানী ও আকীকা আদায় হবে কি না?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তির মান্নত সহীহ হবে এবং কোরবানী ও আকীকা আদায় হবে। (১৯/৭৪৪/৮৪২১)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۱۴۶ : سوال- کیا عید قربانی پر قربانی کے ساتھ عقیقہ بچوں کا بھی کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ مثلاً ایک گائے لے کر ایک حصہ قربانی اور چھ حصے چار بچوں (دو لڑکے دو لڑکیوں) کا عقیقہ ہو سکتا ہے؟

جواب- قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے رکھے جاسکتے ہیں۔

Scanned by CamScanner

متفرقات الأضحية

পরিচ্ছেদ : কোরবানীর বিবিধ বিধান

জিলহজের চাঁদ দেখার পর চুল-নখ কাটা থেকে বিরত থাকা

প্রশ্ন : আমরা জানি, জিলহজের চাঁদ দেখার পর থেকে কোরবানী করা পর্যন্ত যে কোরবানী করার ইচ্ছা করবে সে নখ-চুল ইত্যাদি কাটা থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব। কিন্তু আমাদের এলাকার একজন মুফতী সাহেব বলেছেন, যে কোরবানী করতে সক্ষম নয় তার জন্যও এ আমল মুস্তাহাব। জানার বিষয় হলো, ওই মুফতী সাহেবের কথা সঠিক কি না?

উত্তর : যারা কোরবানী করার ইচ্ছা করবে তাদের জন্য জিলহজ মাসের প্রথম থেকে নখ-চুল ইত্যাদি কাটা থেকে বিরত থাকা মুস্তাহাব, অন্যদের জন্য নয়। তবে কোরবানী করতে অক্ষম ব্যক্তি ঈদের পর নখ-চুল ইত্যাদি কাটলে তার জন্য পূর্ণ একটি কোরবানীর সাওয়াবের কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (১৯/৫৪০/৮২৫৪)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٣/ ١٢٤ (١٩٧٧) : عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٢١٧ (٢٧٨٩) : عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة». قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى أفأضحي بها؟ قال: «لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل» -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۴۹۶ : الجواب- یہ استحباب صرف قربانی کرنے والے کے ساتھ خاص ہے وہ بھی اس شرط سے کہ زیر ناف اور بغلوں کی صفائی اور ناخن کاٹے ہوئے چالیس روز نہ گزرے ہوں اگر چالیس روز گزر گئے ہیں تو امور مذکورہ کی صفائی واجب ہے۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۵/ ۲۰۰ : حاصل یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لئے یہ مستحب ہے کہ بعد نماز بقر عید کے قربانی کر کے ناخن اور بال کتروائے اور حجامت بنوائے اور جو شخص قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو اس کے لئے یہ مستحب نہیں ہے وہ نماز سے پہلے بھی حجامت بنوا سکتا ہے۔

Scanned by CamScanner

কোরবানীর দিন হাঁস-মুরগি জবাই করা বৈধ

প্রশ্ন : কোরবানীর দিনে হাঁস-মুরগি জবাই করাকে অনেকেই নাজায়েয মনে করে থাকে, এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : কোরবানীর দিনসমূহে গোশত খাওয়ার জন্য হাঁস-মুরগি জবাই করা জায়েয। তবে কোরবানীর নিয়্যাতে জবাই করা মাকরূহে তাহরীমি তথা নাজায়েয। (১৮/৪৯৮/৭৬৯০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣١٣/٦ : (قوله فيكره ذبح دجاجة وديك إلخ) أي بنية الأضحية والكراهة تحريمية كما يدل عليه التعليل ط، وهذا فيمن لا أضحية عليه وإلا فالأمر أظهر.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۴۸۵ : سوال-ایک شخص کہتا ہے کہ قربانی کی نیت سے اگر مرغی ذبح کردی جائے تو واجب قربانی ادا ہو جائے گیا اور استدلال میں تحبیر الی الجمعہ پر ثواب والی حدیث پیش کرتا ہے کیا اس کا یہ کہنا درست ہے؟
الجواب-مرغی ذبح کرنے سے واجب قربانی ادا نہیں ہوگی جس شخص پر قربانی واجب نہیں وہ اگر قربانی کی نیت سے مرغی ذبح کرے تو بھی مکروہ تحریمی ہے۔

গরুর সাথে আসা ফ্রি খাসির হুকুম

প্রশ্ন : ছয়জন লোক মিলে কোরবানী দেওয়ার জন্য একটি গরু ক্রয় করল। তন্মধ্যে দুজন গরিব, যাদের ওপর কোরবানী ওয়াজিব নয়, আর বাকি চারজন ধনী। এদিকে বিক্রেতা পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গরুর সাথে একটি খাসি ফ্রি দেয়। এখন জানার বিষয় হলো, এ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য গরু ও খাসি উভয়টি কোরবানী দিতে হবে? নাকি যেকোনো একটি দিলেই চলবে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত অবস্থায় উক্ত ছয় ব্যক্তির জন্য গরু এবং খাসি উভয়টি কোরবানী দিতে হবে না। বরং শুধু গরু দ্বারা কোরবানী দিলেই চলবে। আর খাসিটি জবাই করে তারা গোশত বণ্টন করে নিয়ে যাবে অথবা তা বিক্রি করে তার মূল্য বণ্টন করে নিয়ে যাবে। (১৮/২১৫/৭৫৩১)

📖 الهداية (مكتبة تهانوى) ٣/ ٧٥ : قال: "ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن ويجوز للبائع أن يزيد للمشتري في المبيع، ويجوز أن

Scanned by CamScanner

يحط من الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك" فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا-

📖 الدر المختار (سعيد) ٣١٣/٦ : وقيل لا تلزم المحرم سراج (موسر) يسار الفطرة (عن نفسه لا عن طفله) على الظاهر، بخلاف الفطرة (شاة) بالرفع بدل من ضمير تجب أو فاعله (أو سبع بدنة) هي الإبل والبقر-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ١٧٥ : ولو اشترى شاتين للأضحية فضاعت إحداهما فضحى بالثانية، ثم وجدها في أيام النحر فلا شيء عليه لأنه لم يتعين أحدهما وأيهما ضحى بها فهي المعينة.

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۳/ ۲۲ : سوال: بعد سوداخریدنے کے جو بائع بچوں یا بڑوں کو کچھ دیدیتا ہے جس کو رونگا کہتے ہیں وہ مطلقاً ناجائز ہے یا بلا اجبار درست ہے؟

الجواب-یہ زیادۃ فی المبیع ہے، اور حسب تصریح فقہاء مباح ہے، بشرط تراضی۔

কোনো অংশীদারের বাড়ি থেকে গরু চুরি হলে করণীয়

প্রশ্ন : ছয়জন ব্যক্তি মিলে কোরবানীর জন্য একটি গরুর দাম নির্ধারণ করে। উল্লেখ্য যে, উক্ত গরুর মালিকও ওই ছয়জনের একজন। অতঃপর গরুর মালিক তার শরীকদের কাছে বায়না দাবি করে, কিন্তু তার শরীকরা মালিককে বায়না হস্তান্তর করেনি। অতঃপর মালিক তার শরীকদের বলল, আমি শুধু গরুকে আজকের খাবার দেব, তারপর খাবার দেওয়ার দায়িত্ব তোমাদের এমতাবস্থায় উক্ত গরুটি মালিকের বাড়িতেই ছিল। ঘটনাক্রমে গরুটি মালিকের বাড়ি থেকে চুরি হয়ে যায়। এখন ওই ক্রেতা শরীকরা কি বিক্রেতাকে টাকা পরিশোধ করতে হবে?

উত্তর : যথাযথ হেফাজত সত্ত্বেও যদি গরুটি চুরি হয়ে যায়, তবে তার মূল্য সে প্রাপ্য হবে। অপর শরীকগণ নিজ অংশ পরিমাণ আদায় করতে বাধ্য থাকবে। আর যদি গাফিলতির দরুন চুরি হয় তবে মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। (১৯/৫১৮/৮২৮৩)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥١١/٤ : كل ما دل على معنى بعت واشتريت نحو: (قد فعلت ونعم وهات الثمن) وهو لك أو عبدك أو فداك أو خذه (قبول)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٥١١ : (قوله: قبول) خبر قوله وكل وظاهره أنه قبول سواء كان من البائع أو المشتري وأنه لا يكون إيجابا مع أنه يكون من البائع فقط كما نبه عليه بقوله لكن في الولوالجية، ويكون إيجابا أيضا -

📖 فيه أيضا ٤/ ٥٦٢ : وحاصله: أن التخلية قبض حكما لو مع القدرة عليه بلا كلفة لكن ذلك يختلف بحسب حال المبيع، ففي نحو حنطة في بيت مثلا فدفع المفتاح إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض، وفي نحو دار فالقدرة على إغلاقها قبض أي بأن يكون في البلد فيما يظهر، وفي نحو بقر في مرعى فكونه بحيث يرى ويشار إليه قبض -

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/٣١٩-٣٢٠ : (وهو) أن الشريك (أمين في المال فيقبل قوله) بيمينه (في) مقدار الربح والخسران والضياع و (الدفع لشريكه ولو) ادعاه (بعد موته) كما في البحر مستدلا بما في وكالة الولوالجيةكل من حكى أمرا لا يملك استئنافه، إن فيه إيجاب الضمان على الغير لا يصدق وإن فيه نفي الضمان عن نفسه صدق انتهى فليحفظ هذا الضابط. (ويضمن بالتعدي) وهذا حكم الأمانات.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/١٦ : وأجمعوا على أن التخلية في البيع الجائز تكون قبضا وفي البيع الفاسد روايتان والصحيح أنها قبض كذا في فتاوى قاضي خان والتخلية في بيت البائع صحيحة عند محمد - رحمه الله تعالى - خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى - رجل باع خلا في دن في بيته فخلى بينه وبين المشتري فختم المشتري على الدن وتركه في بيت البائع فهلك بعد ذلك فإنه يهلك من مال المشتري في قول محمد وعليه الفتوى هكذا في الصغرى.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٢٣٩ : فأما إذا هلك كله بعد القبض، فإن هلك بآفة سماوية، أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري لا ينفسخ البيع، والهلاك على المشتري، وعليه الثمن؛ لأن البيع تقرر بقبض المبيع، فتقرر الثمن، وكذلك إن هلك بفعل أجنبي لما قلنا، ويرجع المشتري على الأجنبي بضمانه -

Scanned by CamScanner

মেয়ের পক্ষের দেওয়া পশু দ্বারা কোরবানী করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি প্রথা আছে, মেয়েকে বিবাহ দিলে কোরবানীর সময় মেয়ের বাপের বাড়ি থেকে গরু দিতে হয়। জানার বিষয় হলো, উক্ত গরু দ্বারা কোরবানী দেওয়া সহীহ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত □রুর মালিক যে হবে তার পক্ষ থেকে কোরবানী হবে। গোশত মেয়ের শ্বশুরালয় খাবে বা খাওয়াবে। তবে শর্ত হলো, এ ধরনের আদান-প্রদান স্বেচ্ছায় হতে হবে এবং কোনো রকম রুসম বা প্রথা হিসেবে নয়। (১৯/৫৫০/৮২৭৫)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦/ ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " -

📖 مجلة الأحكام العدلية (كارخانه تجارتِ كتب) ص ١٦٥ (المادة ٨٦٠) : يلزم في الهبة رضاء الواهب فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكراه.

খাজনা না দিলে পশুর মধ্যে ইজারাদারদের অংশীদারিত্ব

প্রশ্ন : কোরবানীর পশু কিনতে গেলে বাজারের ইজারাদারগণ বলে থাকে, যদি কেউ পশু ক্রয়ের পর বাজারের নির্ধারিত খাজনা না দিয়ে চলে যায়, তবে আমরা তার কোরবানীর পশুতে শরীক আছি–কথাটি সঠিক কি না?

উত্তর : ইজারাদাতাদের প্রশ্নোক্ত কথাটি ভিত্তিহীন। কোরবানীর পশুতে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব নেই। (৯/৪৮৮)

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ٦/ ١٩٣ : سوال- محصول چنگی لینا یا دینا کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص مال چپا کر لے گیا تو اس کے لئے وہ مال کیسا ہے؟ اور کیا چنگی ٹھیکدار کو اس کی شکایت لگانا چاہئے؟

الجواب- محصول چنگی شرعاً جائز نہیں، اگر مال وآبرو کا خطرہ نہ ہو تو نہ دی جائے۔

Scanned by CamScanner

হাটের হাসিলের হুকুম ও কে আদায় করবে

প্রশ্ন : আমাদের দেশে কোরবানীর ঈদের সময় হাট থেকে পশু ক্রয় করার পর ক্রেতার ওপর পশুর দাম হিসেবে একটি অংক নির্ধারণ করা হয়, যাকে আমাদের পরিভাষায় হাসিল বলে। শরয়ী দৃষ্টিতে হাসিলের হুকুম কী? তা কে আদায় করবে? এবং উক্ত মাসআলার ফিকহী ভিত্তি কী?

উত্তর : ব্যবসায়ীগণ কর্তৃপক্ষ হতে জমি লিজ নিয়ে পশুর হাট বসানোর পর জমির ভাড়া হিসেবে ক্রেতা বা বিক্রেতা হতে যে টাকা উসুল করে তাকে দেশীয় পরিভাষায় হাসিল বলা হয়, এতে শরয়ী দৃষ্টিকোণে কোনো বাধা নেই। তবে হাসিল কোন পক্ষ আদায় করবে তা দেশীয় আইন ও প্রচলিত নিয়ম-নীতির ওপর নির্ভর করে। (১৯/৮৮৫/৮৪২২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٤٢٥ : وإذا استأجر دارا وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها بمثل ما استأجرها أو أقل، وإن آجرها بأكثر مما استأجرها فهي جائزة أيضا إلا إنه إن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة لا تطيب له ويتصدق بها، وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولو زاد في الدار زيادة كما لو وتد فيها وتدا أو حفر فيها بئرا أو طينا أو أصلح أبوابها أو شيئا من حوائطها طابت له الزيادة.

📖 شرح المجلة للأتاسى (رشيديه) ١/١٠١ : ولا يتوهم من هذه المادة قصر العمل بالعرف فى الامور التجارية على ما يجرى بين التجار فقط بل المراد أن كل عمل هو من نوع التجار إذا سكت فيه عن قيد فالمرجع فى ذلك، العرف الجارى بين التجار ... ... وهذه الأمور من عاداتهم -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷/ ۳۳۱ : جواب- کسی دکان، مکان، زمین کو اجارہ پر لے کر کرایہ پر دینا اگر باذن مالک ہو تو جائز ہے۔

হাসিল আদায় করা কোরবানী সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত নয়

প্রশ্ন : আমাদের কোরবানীর জন্য চিরাং বাজার গরুর হাট থেকে একটি ষাঁড় ক্রয় করা হয়েছিল। সাধারণত বাজার কর্তৃপক্ষকে হাসিল বাবদ কিছু টাকা দিতে হয়। কিন্তু আমরা হাসিল না করেই বাজার কর্তৃপক্ষের অগোচরে গরুটি বাড়িতে নিয়ে আসি।

Scanned by CamScanner

আমাদের মহল্লার ইমাম সাহেব বলেন, হাসিল আদায় করা ব্যতীত ক্রয়কৃত গরু দ্বারা কোরবানী হবে না। জানার বিষয় হলো, হাসিল আদায় না করার কারণে আমাদের কোরবানী সহীহ হয়েছে কি না?

উত্তর : বর্তমানে গরু-ছাগলের হাট ইজারা ডাক নিয়ে বসানো হয়ে থাকে। হাট ইজারাদার পশু বিক্রেতা থেকে শত বা হাজারে নির্দিষ্ট পরিমাণে ভাড়া আদায় করার অধিকার রাখার কথা থাকলেও কত সময় পরিমাণ হাট ব্যবহার করলে কত টাকা দিতে হবে–এ বিষয়টি অস্পষ্ট থাকায় ইজারা চুক্তি ফাসেদ বলে গণ্য হবে। তা সত্ত্বেও বর্তমান নীতি ও প্রথার কারণে তা আদায় করা অবৈধ হবে না। সর্বাবস্থায় ক্রেতার ওপর হাসিল নামে যা ধর্তব্য হয় তা আদায় না করলে সে গোনাহগার হবে। তবে কেউ হাসিল না দিলেও কোরবানী সহীহ হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির কোরবানী সহীহ বলে গণ্য হবে। উক্ত ইমাম সাহেবের উক্তি সহীহ নয়। (১৭/৫৭৩/৭০০১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧/ ٣٠٠ : ولا بد فيه من بيان الوقت كذا في الهداية وصرح في تحفة الفقهاء بأنه من نوع الاستئجار على العمل لكن لا بد فيه من بيان الوقت واختاره في غاية البيان وأشار بقوله على صبغ الثوب إلى أنه لا بد أن يعين الثوب الذي يصبغ ولون الصبغ بأنه أحمر أو نحوه وقدر الصبغ إذا كان مما يختلف وأشار بقوله وخياطته إلى أنه لا بد أن يكون الثوب معلوما ولهذا قال في المحيط لو استأجره لقصر عشرة أثواب ولم يرها فالإجارة فاسدة وإن سمي جنسها لأنه يختلف بغلظه ورقته واعلم أن استئجار الدابة للركوب لا بد فيه من بيان الوقت أو الموضع حتى لو خلا عنهما فهي فاسدة ذكره البزازي في فتاويه وبه يعلم فساد إجارة دواب العلافين الواقعة في زماننا لعدم بيان الوقت والموضع -

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦/ ٥ : وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۴۵ : زید کو یہ دیکھنا چاہئے کہ میرے ذمہ کتنا کرایہ واجب ہے اس قدر داموں کا ایک ٹکٹ اسی ریلوے کا خرید کر اس ٹکٹ کو ضائع کردے اس سے کام نہ لے حق واجب کمپنی کا ادا ہو جاوے گا۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴/ ۱۸۵ : ریل اور ڈاک کا محصول تو دیدیا جائے اور چنگی ظلماً لی جاتی ہے اس سے حتی الوسع بچے لیکن دفع ظلم اور حفظ عزت کے لئے جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

বর্গা ভাগের পশু দিয়ে কোরবানী দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশে যে গরু-ছাগল বর্গা দেওয়ার প্রচলন আছে, এটা জায়েয আছে কি না? যদি নাজায়েয হয় তাহলে জায়েয হওয়ার কোনো পদ্ধতি থাকলে বর্ণনা করলে ভালো হয় এবং ওই বর্গা ভাগের ছাগল দিয়ে কোরবানী আকীকা মান্নত আদায় করা যাবে কি না?

উত্তর : দেশে প্রচলিত গরু-ছাগলের বর্গাসমূহ শরীয়তসম্মত নয়। প্রচলিত শরীয়ত সমর্থিত পন্থায় গরু-ছাগল বর্গা না দিয়ে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে দেওয়া যেতে পারে। যথা : বর্গাদাতা উক্ত গরু-ছাগলের মূল্য নির্ধারণ করে বর্গাগ্রহীতাকে তার অর্ধাংশে বা একাংশে মূল্যের বিনিময়ে শরীক করে নেবে। অতঃপর ওই গরুর মুনাফা নির্ধারিত হারে উভয়ে বণ্টন করে নেবে। আর বর্গাদাতা বর্গায় প্রদত্ত গরু-ছাগল দিয়ে কোরবানী, আকীকা, মান্নত ইত্যাদি আদায় করতে পারবে। কিন্তু বর্গাগ্রহীতা ওই বর্গাকৃত গরু-ছাগলের দিয়ে কোরবানী, আকীকা, মান্নত ইত্যাদি আদায় করতে পারবে না। (১০/২৯৫/৩১১৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٣٥ : في القنية وعلى هذا إذا دفع البقرة إلى إنسان بالعلف ليكون الحادث بينهما نصفين فما حدث فهو لصاحب البقرة ولذلك الرجل مثل العلف الذي علفها وأجر مثله فيما قام عليها وعلى هذا إذا دفع دجاجة إلى رجل بالعلف ليكون البيض بينهما نصفين، والحيلة في ذلك أن يبيع نصف البقرة من ذلك الرجل ونصف الدجاجة ونصف بذر الفليق بثمن معلوم حتى تصير البقرة وأجناسها مشتركة بينهما فيكون الحادث منها على الشركة -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/۴۰۵ : الجواب-حامداومصلیا، یہ صورت جائز نہیں، گائے کی قیمت متعین کرکے مثلاً دس روپیہ اس کا نصف حصہ پانچ روپیہ میں فروخت کردیا جائے اور پھر وہ پانچ روپیہ معاف کردیا جائے، پالنے والے سے نہ لیا جائے اور وہ پرورش کرتا رہے، اس صورت میں وہ نصف کا شریک رہیگا، دودھ اور بچے اور خود یہ گائے سب نصفا نصف رہے گی، اس طرح درست ہے، فتاوی عالمگیری اور شامی میں جواز کی یہی صورت لکھی ہے۔

Scanned by CamScanner

মান্নতের গাভির গর্ভপাত করানো

প্রশ্ন : আমি একটি গর্ভবতী গাভি ক্রয় করেছি এবং এ গরু দিয়ে কোরবানী করার মান্নত করেছি। গাভিটির গর্ভের বয়স এখনো চার মাস পূর্ণ হয়নি। কোরবানীর সময় আসতে আসতে চার মাস পূর্ণ হবে। গর্ভাবস্থায় যদি তাকে জবাই করে কোরবানী দেওয়া হয় তাহলে তার গোশত খেতে ইচ্ছা করবে না। প্রশ্ন হলো, এ দিক বিবেচনা করে গর্ভের বয়স চার মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে গাভিটির পেটের বাচ্চা অপসারণ করা যাবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত অবস্থায় গাভির পেটের বাচ্চা যদি জন্মের নিকটবর্তী না হয় তা দিয়ে কোরবানী করা নিঃসন্দেহে বৈধ। এর গোশতও হালাল এবং তাতে স্বাস্থ্যগত কোনো সমস্যা নেই বিধায় খেতে ইচ্ছা না হওয়ার কোনো কারণ নেই। তবে মান্নতের হওয়ার কারণে উক্ত গরুর গোশত সদকা করা ওয়াজিব। কারো খেতে ইচ্ছা হবে না সেদিক বিবেচনা করে তার পেটের বাচ্চা অপসারণ করতে গাভির অস্বাভাবিক কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। আর বিনা প্রয়োজনে জন্তুকে কষ্ট দেওয়া নিষেধ। তাই উল্লেখিত কারণে পেটের বাচ্চা অপসারণের অনুমতি দেওয়া যায় না। (১৮/৪৫৪/৭৬৬৮)

📖 سنن النسائى (دار الحديث) ٤/ ١٩٧ (٤٤٤٨) : عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا، ولم يقتلني لمنفعة "-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٧ : (قوله ويأكل من لحم الأضحية إلخ) هذا في الأضحية الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر، وإن وجبت به فلا يأكل منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق وليس للمتصدق ذلك، ولو أكل فعليه قيمة ما أكل زيلعي،

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٢٨٧ : شاة أو بقرة أشرفت على الولادة قالوا يكره ذبحها؛ لأن فيه تضييع الولد، وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لأن عنده الجنين لا يتذكى بذكاة الأم، كذا في فتاوى قاضي خان.

Scanned by CamScanner

ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে গবাদি পশুর প্রজনন ও তার কোরবানী

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দেশে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে গরু-ছাগলের যে প্রজনন হচ্ছে তা শরীয়তসম্মত কি না? এবং তা দ্বারা যে বাচ্চা হয় তা কোরবানী করা বৈধ কি না?

উত্তর : ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে গরু-ছাগলের যে প্রজনন হচ্ছে তা বৈজ্ঞানিকদের একটি নতুন আবিষ্কৃত পদ্ধতি। গাভির মধ্যে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে যদি গরুর বাচ্চা জন্ম হয় তার দ্বারা কোরবানী করা জায়েয হবে। (৩/২০৪)

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٣/ ٥٥٩ : التلقيح الصناعي: هو استدخال المني لرحم المرأة بدون جماع. فإن كان بماء الرجل لزوجته، جاز شرعاً، إذ لا محذور فيه، بل قد يندب إذا كان هناك ما نع شرعي من الاتصال الجنسي. وأما إن كان بماء رجل أجنبي عن المرأة، لا زواج بينهما، فهو حرام؛ لأنه بمعنى الزنا الذي هو إلقاء ماء رجل في رحم امرأة، ليس بينهما زوجية. ويعد هذا العمل أيضا منافياً للمستوى الإنساني، ومضارعاً للتلقيح في دائرة النبات والحيوان.

Scanned by CamScanner

باب العقيقة

পরিচ্ছেদ : আকীকা

আকীকার সুন্নাত তরীকা ও গোশতের হুকুম

প্রশ্ন : আকীকা করার সুন্নাত তরীকা কী? পশুর গোশত আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীর মাঝে বণ্টন করে দেবে, নাকি রান্না করে সবাইকে খাওয়ানো যাবে?

উত্তর : আকীকার নিয়ম হলো, জন্মের সপ্তম বা ১৪তম বা ২১তম দিনে ছেলে হলে দুটি ছাগল জবাই করবে, আর মেয়ে হলে একটি জবাই করবে। অথবা ছেলের জন্য গরুর দুই অংশ এবং মেয়ের জন্য এক অংশ নেবে। আকীকার গোশত নিজেরাও খেতে পারে এবং পাড়া-প্রতিবেশীদের মাঝে কাঁচা বা রান্না করে বণ্টন করে দিতে পারে। (১৩/১৭৭)

📖 سنن أبي داود (٢٨٣٤) : عن أم كرز الكعبية، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة» قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافئتان: «أي مستويتان أو مقاربتان» -

📖 فيه أيضا (٢٨٣٨) : عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى» قال أبو داود: «ويسمى» -

📖 تحفة المودود بأحكام المولود (مكتبة دار البيان) ص ٦٢ : قال أبو داود في كتاب المسائل سمعت أبا عبد الله يقول العقيقة تذبح يوم السابع وقال صالح بن أحمد قال أبي في العقيقة تذبح يوم السابع فإن لم يفعل ففي أربع عشرة فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين وقال الميموني قلت لأبي عبد الله متى يعق عنه قال أما عائشة فتقول سبعة أيام وأربعة عشرة ولأحد وعشرين وقال أبو طالب قال أحمد تذبح العقيقة لأحد وعشرين يوما انتهى -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٣٦ : يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في الجامع المحبوبي، أو تطوعا على ما في شرح الطحاوي، وهي شاة تصلح للأضحية

Scanned by CamScanner

تذبح للذكر والأنثى سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظمها أو لا واتخاذ دعوة أو لا، وبه قال مالك. وسنها الشافعي وأحمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية غرر الأفكار ملخصا، والله تعالى أعلم.

📖 بہشتی زیور ۳/ ۲۳۷ : عقیقہ کا گوشت چاہے کچا تقسیم کرے چاہے پکا کر کے بانٹے چاہے دعوت کر کے کھلادے سب درست ہے۔

গরুর কিছু অংশ আকীকা আর কিছু অংশ বিক্রি করার নিয়্যাত

প্রশ্ন : কোরবানীর তিন দিন পর বছরের অন্যান্য দিনে গরুর সাত ভাগের এক-দুই ভাগ দিয়ে আকীকা আদায় করলে আকীকা আদায় হবে কি না? বাকি অংশ বাজারে বিক্রয় করা যাবে কি?

উত্তর : গরুর সাত ভাগের এক ভাগ দ্বারা আকীকা শুদ্ধ হবে। বাকি অংশ বিক্রির নিয়্যাত করলে আকীকা সহীহ হবে না। (১৯/৭৪৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥ /٧١- ٧٢ : لو اشترك سبعة في بعير أو بقرة كلهم يريدون القربة؛ الأضحية أو غيرها من وجوه القرب إلا واحد منهم يريد اللحم - لا يجزي واحدا منهم من الأضحية ولا من غيرها من وجوه القرب عندنا، وعنده يجزي. (وجه) قوله أن الفعل إنما يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية صاحبه، فعدم النية من أحدهم لا يقدح في قربة الباقين. (ولنا) أن الجهات - وإن اختلفت صورة - فهي في المعنى واحد؛ لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله - عز شأنه .

এক গরু দিয়ে আট অংশের আকীকা

প্রশ্ন : দুই ভাইয়ের একজনের দুই মেয়ে ও এক ছেলে আর অন্যজনের দুই ছেলে। এখন উভয়ের সন্তানাদির আকীকা একটি গরুতে করতে চায়, তা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : গরুর অংশ দিয়ে আকীকা করার ক্ষেত্রে যদিও ছেলের পক্ষ থেকে দুই অংশ দেওয়া উত্তম, তবে এক অংশ দিয়েও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। তাই আপনাদের পাঁচ সন্তানের আকীকা একটি গরু দিয়ে আদায় করলে সহীহ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বরাবর পাঁচ ভাগে টাকা জমা করতে পারেন, অথবা যেকোনো দুই ছেলের প্রতিজনের জন্য দুই অংশ করে বাকিদের এক অংশ করে মোট সাত ভাগ টাকা জমা করতে পারেন। (১৮/৭৪৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٣٣٦ : وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظمها أو لا واتخاذ دعوة أو لا، وبه قال مالك. وسنها الشافعي وأحمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية غرر الأفكار ملخصا، والله تعالى أعلم.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۲ /۹۴ : الجواب-حیثیت ہو تو لڑکے کیلئے دو بکرے دو بھڑے دو دنبے یا قربانی کی گائے یا اونٹ یا بھینس یا کڑے میں دو حصے افضل ہیں ورنہ ایک بکرا بھیڑ یا بڑے جانور میں سے ایک حصہ بھی کافی ہے اس سے عقیقہ ہو جاتا ہے۔

একটি গরুর এক অংশ কোরবানী আর ছয় অংশ আকীকার

প্রশ্ন : আমার সন্তান ৫ জন। ৪ মেয়ে ও ১ ছেলে। তাদের এখনো আকীকা দেওয়া হয়নি বিধায় আকীকার লক্ষ্যে চার মেয়ের নামে চার অংশ, ছেলের নামে দুই অংশ ও আমার নামে ওয়াজিব কোরবানী আদায়ের লক্ষ্যে এক অংশ হিসেবে একটি গরু কোরবানী করতে চাই। এ পদ্ধতি সহীহ হবে কি না?

উত্তর : যে সমস্ত জন্তু সাত অংশে কোরবানী দেওয়া যায় ওই সমস্ত জন্তুকে এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোরবানী, আকীকাসহ অন্যান্য নিয়্যাত করা শরীয়তসম্মত, তবে শর্ত হলো যেকোনো অংশ সপ্তমাংশ থেকে কম না হতে হবে বিধায় প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে একসাথে কোরবানী ও আকীকা করা যাবে। (১৫/৬০৭/৬১৫২)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٧٢ : (ولنا) أن الجهات - وإن اختلفت صورة - فهي في المعنى واحد؛ لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله - عز شأنه - وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل؛ لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى - عز شأنه - بالشكر على ما أنعم عليه من الولد.

Scanned by CamScanner

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۲۲۸ : جواب-قربانی کے جانور میں عقیقہ کے حصے رکھے جاسکتے ہیں۔

একটি গরু দ্বারা কয়জনের আকীকা করা যায়

প্রশ্ন : একটি গরুর মধ্যে কতজনের আকীকা করা যায়? ছেলেসন্তান হলে কতজনের আর মেয়েসন্তান হলে কতজনের?

উত্তর : একটি গরু দ্বারা একাধিক সন্তানের আকীকা করা বৈধ। তবে ছেলের জন্য দুই অংশ অথবা দুটি বকরি দেওয়া উত্তম। (১৫/৬৯১)

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۲۲۸ : بکری میں تو ایک (بچہ سے زائد بچوں) کا عقیقہ نہیں ہو سکتا اور گائے بیل میں سات بچوں تک کا ہو سکتا ہے خواہ سب ایک ہی شخص کے ہوں یا مختلف لوگوں کے، اور اک ساتھ پیدا ہوئے ہوں یا آگے پیچھے کیونکہ تاریخ کا لحاظ مستحب ہے ضروری نہیں۔

একটি গরু দ্বারা একজনের আকীকাও দেওয়া যায়

প্রশ্ন : এক গরুতে কয়জনের আকীকা করা যাবে? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : এক গরুতে সাত অংশ হয়। এ অনুসারে সাত আকীকায় সাত ভাগ করা যায় এবং একজনের জন্যও করা যায়। (১৩/১৭৭)

📖 المعجم الصغير (المكتب الإسلامي) ۱/ ۱۵۰ (۲۲۹) : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم».

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ۱۷/ ۱۱۷ : قوله : "من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم، دليل على جواز العقيقة ببقرة كاملة أو ببدنة كذلك.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۳۲۸ : بکری میں تو ایک سے زائد بچوں کا عقیقہ نہیں ہو سکتا اور گائے بیل میں سات بچوں تک کا ہو سکتا ہے خواہ سب

Scanned by CamScanner

ایک ہی شخص کے ہوں یا مختلف لوگوں کا، اور ایک ساتھ پیدا ہوئے ہوں یا آگے پیچھے کیونکہ تاریخ کا لحاظ مستحب ہے ضروری نہیں۔

আকীকার জন্য দেওয়া পশুর বাচ্চা হলে করণীয়

প্রশ্ন : দুই বছর পূর্বে আমার একটি মেয়েসন্তান হয়। তার আকীকা করার জন্য নানার বাড়ি থেকে একটা ছাগল দেয়। কিছুদিন পর ওই ছাগল দুটি বাচ্চা দেয়। এখন আমি মেয়ের আকীকা করতে চাই। বর্তমানে আমার তিনটি ছাগল দ্বারা আকীকা দেওয়া জরুরি কি না?

উত্তর : সন্তান জন্মগ্রহণ করার ৭ম দিনে/১৪তম দিনে/২১তম দিনে তার মা-বাপের জন্য নিজের মাল দ্বারা আকীকা করা মুস্তাহাব মাত্র। এরপর আকীকা করা জায়েয, তবে মুস্তাহাব বলা যাবে না। ছেলেসন্তানের নানা-নানি স্বেচ্ছায় আকীকার জন্য ছাগল দান করলে তা দিয়েও আকীকা করা যায়। যেহেতু প্রশ্নের বর্ণনা মতে, সন্তানের নানা আকীকার জন্য ছাগল দান করেছে তাই উক্ত ছাগলের দুই বাচ্চা যদি এক বছর বয়সের হয় তাহলে সবগুলো দিয়ে আকীকা করে নেওয়া ভালো, তবে জরুরি নয়। একটি দিয়ে করলেও জায়েয হবে। (৯/৬০২/২৭৭০)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٢٣٩ (٢٨٤١) : عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن، والحسين كبشا كبشا».

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٨/ ٢٢٥ : قربانی واجب ہے عقیقہ مباح ہے اور بہت سے بہت مستحب ہے وہ بھی جبکہ بنیت عبادت کیا جائے دیگر ائمہ کے نزدیک بھی مستحب ہے پس حنفیہ کے نزدیک تو کسی حال میں قربانی کے مثل نہیں اور دوسرے ائمہ کے نزدیک بھی نہیں کیونکہ واجب اور مستحب میں تفاوت عظیم ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٦/ ٤٨٦ : بچے کا نان ونفقہ والدین میں سے جس کے ذمے واجب ہو تو استطاعت ہونے کی صورت میں بچے کا عقیقہ کرنا بھی اسی پر لازم ہے استطاعت نہ ہونے کی صورت میں کسی کے ذمے لازم نہیں۔

Scanned by CamScanner

গরু দিয়ে আকীকা করা বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক মৌলভী সাহেব বলেছেন, গরু দ্বারা আকীকা করা যায় না। করলে আদায় হবে না, বরং ছাগল দ্বারা আকীকা করতে হবে। মৌলভী সাহেবের কথাটি কতটুকু শুদ্ধ?

উত্তর : ছাগল দ্বারা যেমন আকীকা করার কথা সুস্পষ্ট হাদীসে বিদ্যমান, তেমনিভাবে গরু দ্বারা আকীকা করলেও আদায় হয়ে যাবে বলে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তা ছাড়া চার মাযহাবের কোনো ফকীহ ও মুফতী এতে দ্বিমত পোষণ করেননি। বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত মৌলভী সাহেবের কথা ভিত্তিহীন। (১৫/৮৪৫/৬২৯৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٠٤ : ولو أرادوا القربة - الأضحية أو غيرها من القرب - أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجب على البعض دون البعض، وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم كفارة عن شيء أصابه في إحرامه وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة أو القران وهذا قول أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى، وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۲۳۳ : عقیقہ میں بجائے بکریوں یا بکروں کے گائے کرنے یا گائے میں حصہ لینے سے بھی سنت عقیقہ ادا ہو جاویگی۔

মৃত ব্যক্তির আকীকা দেওয়া

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির আকীকা দেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : আকীকা জীবিত ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব। মৃত ব্যক্তি আকীকা করা মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় তাতে আকীকার সাওয়াব পাওয়া যাবে না। (১৯/৭৯৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٣٦ : يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضة أو ذهبا ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في الجامع المحبوبي،

Scanned by CamScanner

أو تطوعا على ما في شرح الطحاوي، وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى سواء فرق لحمها نيئا أو طبخه بحموضة أو بدونها مع كسر عظمها أو لا واتخاذ دعوة أو لا، وبه قال مالك. وسنها الشافعي وأحمد سنة مؤكدة شاتان عن الغلام وشاة عن الجارية غرر الأفكار ملخصا، والله تعالى أعلم.

📖 فيض البارى (دار الكتب العلمية) ٥/٦٤٨ : وحاصله: أن الغلامَ إذا لم يعق عنه، فمات لم يشفعْ لوالديه. ثم إن الترمذي أجاز بها إلى يوم إحدى وعشرين. قلتُ: بل يجوز إلى أن يموت، لما رأيت في بعض الروايات أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم عق عن نفسه بنفسه. والسر في العقيقة أنَّ الله أعطاكم نفسًا، فقربوا له أنتم أيضًا بنفس، وهو السر في الأضحية. ولذا اشترطت سلامة الأعضاء في الموضعين، غير أن الأضحية سنوية، وتلك عمرية.

📖 فيه أيضا ٥/٦٤٦ : وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضًا، ولا سنة. وقد قيل: إن تحصيلَ مذهبه أنها عنده تطوع. وسببُ اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب. وذلك أن ظاهر حديث سَمُرة، وهو قول النبيِّ عليه الصلاة والسلام: "كل غلام مرتهن بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُماط عنه الأذى"، يقتضي الوجوبَ وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عن العقيقة: فقال: "لا أحبُّ العقوق، ومن ولد له ولدٌ فأحبَّ أنْ ينسَك عن ولده فليفعل"، يقتضي الندبَ، أو الإباحة، فمن فهمَ منه الندب قال: العقيقة سنة، ومن فهم الإباحة قال: ليست بسنة، ولا فرض.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷ / ۶ ۵۳ : انتقال کے بعد عقیقہ نہیں؛ کیونکہ عقیقہ ردّبلاء کیلئے ہوتا ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ۶/ ۴۸۶ : الجواب-بچے کی پیدائش پر عقیقہ کرنا مستحب ہے لیکن یہ استحباب صرف زندہ بچے تک محدود ہے مردہ بچے کے عقیقہ کا استحباب ثابت نہیں۔

Scanned by CamScanner

একই জন্তু দ্বারা আকীকা ও ঈসালে সাওয়াব

প্রশ্ন : আকীকা ও ঈসালে সাওয়াব এক গরুতে করা যাবে কি না?

উত্তর : আকীকার জন্য গরু-ছাগল কিনে ওই গোশত দিয়ে দান-সদকা করার মাধ্যমে ঈসালে সাওয়াব করা যেতে পারে। (১৫/৬৯১)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦ / ١٧٢ : عقیقہ کا گوشت بلا کسی عوض مفت کھلانا چاہئے شادی کی تقریب میں چونکہ کھانا کھلا کر چڑھاوا لیا جاتا ہے اس لئے عوض اور بدلہ کا شبہ ہوتا ہے لہذا بچنا چاہئے ہاں ناشتہ وغیرہ کی دعوت میں جس میں چڑھاوا لینے کا دستور نہیں ہے کھلانے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

আকীকার পশুর কিছু অংশ বিক্রি করা

প্রশ্ন : আকীকার পশুর কিছু অংশ যেমন–সাতের এক বিক্রি করা যাবে কি না?

উত্তর : আকীকার জন্তুর হুকুম কোরবানীর জন্তুর মতো। সুতরাং কোরবানীর জন্তুর মতো আকীকার বড় জন্তুর কিছু অংশ বিক্রি করা জায়েয হবে না। (৫/৩৯৯/৯৯৬)

📖 الفقه الإسلامی وأدلته (دار الفكر) ٤/ ٢٨٧ : حكم لحمها وجلدها: حكم اللحم كالضحايا، يؤكل من لحمها، ويتصدق منه، ولا يباع شيء منها. ويسن طبخها، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٢٦ : (وإن) (كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم) (لم يجز عن واحد) منهم لأن الإراقة لا تتجزأ هداية لما مر.

📖 حاشية الطحطاوی علی الدر (رشيديه) ٤/ ١٦٦ : ولا يشارك المضحی فيما يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأسا فإن شارك لم تجز عن الأضحية وكذا فی سائر القرب إذا شارك المتقرب من لا يريد القربة لم يجز عن القربة.

Scanned by CamScanner

একটি গরু দিয়ে সাতজন মেয়ে বা একজন মেয়ে ও তিনজন ছেলের আকীকা

প্রশ্ন : একটি গাভি দ্বারা একসাথে সাতজন মেয়ের আকীকা করা যাবে কি না? বা তিনজন ছেলে এবং একজন মেয়ের আকীকা একই সাথে করা যাবে কি না?

উত্তর : একজন ছেলে বা মেয়ের আকীকার জন্য একটি গরুর সাত ভাগের এক ভাগ যথেষ্ট হয়। সুতরাং একটি গাভির দ্বারা একসাথে সাতজন মেয়ের বা তিনজন ছেলে এবং একজন মেয়ের আকীকা করা যাবে। (৫/৩৯৯/৯৯৬)

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٤/ ٢٧٤٧ : هي في الجنس والسن والسلامة من العيوب مثل الأضحية، من الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم. وقيل: لا يعق بالبقر ولا بالإبل... ... فلو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أولاد، جاز.

📖 فتح الباري (دار المعرفة) ٩/ ٥٩٣ : والجمهور على إجزاء الإبل والبقر أيضا وفيه حديث عند الطبراني وأبي الشيخ عن أنس رفعه يعق عنه من الإبل والبقر والغنم ونص أحمد على اشتراط كاملة وذكر الرافعي بحثا أنها تتأدى بالسبع كما في الأضحية والله أعلم.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۷/ ۵۲۴ : ایک گائے میں دو لڑکوں اور تین لڑکیوں کے عقیقہ کے حصے تجویز کر کے ذبح کرنا درست ہے۔

একই জন্তু দ্বারা আকীকা, মান্নত, কাফ্ফারা আদায় করা

প্রশ্ন : আকীকার সাথে একই জন্তুর দ্বারা মান্নত, কাফ্ফারা, ওলীমা ইত্যাদি করা যাবে কি না?

উত্তর : কোরবানী বা আকীকার বড় জন্তুর প্রত্যেক অংশে কুরবত তথা সাওয়াবের নিয়্যাত থাকা কোরবানী বা আকীকা সহীহ হওয়ার শর্ত। সুতরাং প্রশ্নোক্ত পদ্ধতি মতে বড় জন্তুর মধ্যে আকীকার সাথে মান্নত, কাফফারা ও ওলীমার নিয়্যাত করা জায়েয হবে। (৫/৩৯৯/৯৯৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٢٦ : قد علم أن الشرط قصد القربة من الكل، وشمل ما لو كان أحدهم مريدا للأضحية عن عامه وأصحابه عن الماضي تجوز الأضحية عنه ونية أصحابه باطلة وصاروا

Scanned by CamScanner

متطوعين، وعليهم التصدق بلحمها وعلى الواحد أيضا لأن نصيبه شائع كما في الخانية، وظاهره عدم جواز الأكل منها تأمل، وشمل ما لو كانت القربة واجبة على الكل أو البعض اتفقت جهاتها أو لا: كأضحية وإحصار وجزاء صيد وحلق ومتعة وقران خلافا لزفر، لأن المقصود من الكل القربة، وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب بالشكر على نعمة الولد ذكره محمد ولم يذكر الوليمة. وينبغي أن تجوز لأنها تقام شكرا لله تعالى على نعمة النكاح ووردت بها السنة، فإذا قصد بها الشكر أو إقامة السنة فقد أراد القربة.

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ٤/ ١٦٦ : وسواء اتفقت جهة القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدى الإحصار وبعضهم كفارة عن شيء أصابه فى إحرامه وبعضهم هدى التطوع وبعضهم دم المتعة أو القران وهذا قول أصحابنا.

সাত দিন পূর্ণ হওয়ার আগেই আকীকা করা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি সাত দিনের আগে তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে তার ছেলের আকীকা করে তাহলে আকীকা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : আকীকার মধ্যে আসল সুন্নাত হলো সপ্তম দিনে আকীকা করা। এর পূর্বে ও পরে করলেও আকীকা আদায় হয়ে যাবে। (১/৩২৮)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ١٥٣ : والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حاد وعشرين.

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٢١/ ٨٨ : ونقل الرافعي أنه يدخل وقتها بالولادة، قال: وذكر السابع في الخبر بمعنى أن لا يؤخر عنه إختيارا، ثم قال: والاختيار أن لا يؤخر عن البلوغ فإن أخرت

Scanned by CamScanner

إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه. لكن إن أراد هو أن يعق عن نفسه فعل.

📖 بذل المجهود (دار الكتب العلمية) ١٣/ ٨٣ : قال فى الروض المربع : ولا يعتبر الأسبوع بعد ذلك فيعق في أي يوم أراد. وفى نيل المآرب : يجوز قبل السابع، وفى شرح الإقناع : يدخل وقتها من يوم الولادة، ويسن يوم السابع، ويسقط بعد أكثر مدة النفاس وفيما بينهما تردد .

মৃত সন্তানের আকীকা করা

প্রশ্ন : যদি কেউ তার ছেলের জীবদ্দশায় আকীকা করতে না পারে এবং ছেলের মৃত্যুর পর সামর্থ্যবান হওয়ার পর আকীকা করতে চায় তাহলে করতে পারবে কি না? যদি পারে কোরবানীর জন্তুর মধ্যে অংশ নেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : সন্তানের মৃত্যুর পর আকীকার সুন্নাত রহিত হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও কেউ যদি করতে চায় করতে পারবে। কিন্তু কোরবানীর সাথে করবে না। (১/৩২৮)

📖 فيض البارى (دار الكتب العلمية) ٥/ ٦٤٨ : ثم إن الترمذي أجاز بها إلى يوم إحدى وعشرين. قلت: بل يجوز إلى أن يموت، لما رأيت في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بنفسه. والسر في العقيقة أن الله أعطاكم نفسا، فقربوا له أنتم أيضا بنفس، وهو السر في الأضحية. ولذا اشترطت سلامة الأعضاء في الموضعين، غير أن الأضحية سنوية، وتلك عمرية.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٢/ ٩٤ : عقیقہ زندگی میں کیا جاتا ہے مرنے کے بعد عقیقہ کا مستحب ہونا ثابت نہیں۔ اگر مردہ بچہ کے عقیقہ کو مستحب نہ سمجھا جائے محض شفاعت کی امیدوار مغفرت کی لالچ سے کردیا جائے تو گنجائش معلوم ہوتی ہے جیسے کسی نے حج نہیں کیا اور بلا وصیت مر گیا اور وارث نے اس کی مغفرت کی امید پر اپنے خرچ سے حج بدل کیا تو امید ہے کہ حق تعالی قبول فرمائے اس صورت میں عقیقہ کا جانور مستقل ہو، احتیاطا قربانی کے جانور میں شرکت نہ کرے۔

Scanned by CamScanner

কোরবানী ও আকীকা একই পশু দ্বারা করা যায়

প্রশ্ন : একটি গরুর মধ্যে কোরবানী ও আকীকা একত্রে করতে পারবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে একই ব্যক্তি এক গরুতে কোরবানী ও আকীকা করতে পারবে। (১২/৯০৪/৫১১১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٠٤ : ولو أرادوا القربة - الأضحية أو غيرها من القرب - أجزأهم سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا أو وجب على البعض دون البعض، وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم كفارة عن شيء أصابه في إحرامه وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة أو القران وهذا قول أصحابنا الثلاثة رحمهم الله تعالى، وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل،

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱/ ۳۴۱ : الجواب-قربانی کی گائے میں عقیقہ بھی درست ہے کسی کا حصہ قربانی کا ہو کسی کا عقیقہ کا لیکن سات حصوں سے زیادہ نہ ہوں۔

আকীকার পশুর চামড়ার হুকুম

প্রশ্ন : আকীকার পশুর চামড়ার হুকুম কী?

উত্তর : শরীয়তের আলোকে আকীকার চামড়া কোরবানীর চামড়ার হুকুমে বিধায় উক্ত চামড়া নিজে ব্যবহার করতে পারবে অথবা ধনী-গরিব যে কাউকে দান করতে পারবে। তবে বিক্রি করলে বিক্রয়কৃত মূল্য কোনো অসহায়-গরিব- এতিমকে সদকা করে দিতে হবে। (১২/৭১৮/৩৯২৮)

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٤/ ٢٨٧ : حكم لحمها وجلدها: حكم اللحم كالضحايا، يؤكل من لحمها، ويتصدق منه، ولا يباع شيء منها. ويسن طبخها، ويأكل منها أهل البيت وغيرهم في بيوتهم.

Scanned by CamScanner

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۰۳ : سوال- (۱) عقیقہ کی کھال کو فروخت کرکے اس کی قیمت کا ڈول بنوا کر مسجد میں ڈلوادیا تو اس کے پانی سے وضو اور نماز تو درست ہو گی یا نہیں؟... ...

الجواب- (۱) وضو اور نماز تو درست ہو جاوے گی مگر اس شخص کے ذمہ واجب ہو گا کہ جس قدر پیسے عقیقہ کی کھال کی قیمت سے اصول کئے تھے اس کا صدقہ کرے ورنہ گنہگار ہو گا، کیونکہ یہ پیسے واجب التصدق تھے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۱۷۳ : بعضوں نے لکھا ہے کہ عقیقہ کے چمڑے کی وہ اہمیت نہیں ہے جو قربانی کے چمڑے کی ہے لیکن اسے غرباء ہی کو دیا جائے اس کی قیمت سے نکاح خوانی کا رجسٹر نہ خریدا جائے۔

আকীকার অনুষ্ঠানে উপহারসামগ্রী গ্রহণ করা

প্রশ্ন : যদি কেউ আকীকার গোশত রান্না আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানোর জন্য আয়োজন করে, আর তারা সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে খুশিমনে ছেলের জন্য টাকা বা কোনো সামগ্রী উপহার দেয়, তবে কি তা নেওয়া বৈধ হবে?

উত্তর : আকীকার জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং এর মাধ্যমে হাদিয়া- উপঢৌকনের লেনদেনের প্রমাণ নেই বিধায় অনুষ্ঠান ও লেনদেন বর্জনীয়। অনুষ্ঠান ছাড়া রান্না করে খাওয়াতে আপত্তি নেই। (১৩/১৭৭)

📖 اصلاح الرسوم ص ۵۳ : منجملہ ان کے وہ رسوم ہیں جو عقیقہ کے ساتھ برتی جاتی ہیں اس روز لڑکے کیلئے دو بکرے لڑکی کیلئے ایک بکرا ذبح کرنا اور اس کا گوشت کچا یا پکا تقسیم کر دینا اور بالوں کی برابر چاندی وزن کرکے تقسیم کر دینا بس یہ سنت و مستحب ہے باقی جو فضولیات اس میں تصنیف ہوئے ہیں ملاحظہ کے قابل ہیں... ...

(۲) لینے والے کی یہ خرابی کہ دینا فی ذاتہ تبرع ہے اور تبرعات میں شرعا جبر حرام ہے اور یہ بھی شرعا جبر ہی ہے کہ وہ اگر نہ دے تو اس پر لعن طعن ہو بدنام ہو خاندان بھر میں نکو بنے اور اگر خوشی سے بھی دے تب بھی شہرت اور ناموری کی نیت ہونا یقینی ہے جس کی ممانعت قرآن وحدیث میں صاف صاف مذکور ہے۔

Scanned by CamScanner

كتاب الحظر والإباحة

অধ্যায় : জায়েয-নাজায়েয

باب الأطعمة

পরিচ্ছেদ : খাবার

দস্তরখানের সংজ্ঞা ও হুকুম

প্রশ্ন : একজন মুফতী সাহেবকে বলতে শুনলাম, বর্তমান প্রচলিত দস্তরখান সুন্নাত নয়। কারণ দস্তরখানের সংজ্ঞা হলো যাতে খানা রাখা হয়, অর্থাৎ থালা, বাটি ইত্যাদিই দস্তরখান। অন্যদিকে একজন উল্লেখযোগ্য আলেম ও বুজুর্গের বয়ানে শুনলাম, তিনি বিশেষভাবে দস্তরখানা বিছানো সুন্নাত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। জানার বিষয় হলা,

ক) প্রকৃতপক্ষে দস্তরখানার সংজ্ঞা কী?

খ) প্রচলিত দস্তরখানা যদি সুন্নাত হয় তাহলে কোন ধরনের সুন্নাত?

গ) দস্তরখানায় ঝুটা-কাঁটা রাখার হুকুম কী?

ঘ) কাচ, প্লাস্টিক, চামড়া এসব দস্তরখানার কি একই হুকুম?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম দস্তরখান বিছিয়ে খানা খেতেন, তাই দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাওয়া সুন্নাত। দস্তরখান চামড়া বা তার সাদৃশ্য বস্তু তথা কাপড়, প্লাস্টিক, র‍্যাকসিন ইত্যাদির হতে পারে, যার ওপর সরাসরি খানা রেখে খাওয়া যায় অথবা প্লেট, বাটি ইত্যাদির ওপর খানা রেখে তা দস্তরখানের ওপর রেখে খাওয়া যায়।

দস্তরখান যেহেতু খানার সম্মান ও হেফাজতের উদ্দেশ্যে বিছানো হয় তাই দস্তরখানের ওপর খানার ঝুটা, কাঁটা ইত্যাদি সরাসরি রাখা অনুচিত, বরং ঝুটা, কাঁটা রাখার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা রাখা ভালো। (১৬/৪৯৬)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٤٣٤ (٥٣٨٦) : عن أنس رضي الله عنه، قال: «ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط» قيل لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: «على السفر».

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٣/ ٤٣٤ (٥٣٨٧) : عن حميد، أنه سمع أنسا، يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن " وقال عمرو: عن أنس، «بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في نطع» -

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٣٦ (١٧٨٨) : عن أنس قال: «ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوان، ولا في سكرجة، ولا خبز له مرقق» قال: فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: «على هذه السفر»: هذا حديث حسن غريب-

📖 فتح البارى (دار الريان) ٩/ ٤٤٣ : قوله على السفر جمع سفرة وقد تقدم بيانها في الكلام على حديث عائشة الطويل في الهجرة إلى المدينة وأن أصلها الطعام الذي يتخذه المسافر وأكثر ما يصنع في جلد فنقل اسم الطعام إلى ما يوضع فيه كما سميت المزادة رواية -

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٢١/ ٣٦ : (فعلى ما كان يأكل) إلى قوله: (كانوا يأكلون) بالجمع إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل كان أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله ويراعون سنته.

📖 حاشية صحيح البخارى (مكتبة الاتحاد) ٢/ ٨١١ : ما يوضع عليها الطعام صيانة من الأرض من سفرة ومنديل وشبهها لا الموائد المعدة لها التى يسمونها خوانا من خشب وشبهه -

📖 لسان العرب (دار صادر) ٤/ ٣٦٩ : السفرة التي يؤكل عليها سميت سفرة لأنها تبسط إذا أكل عليها.

📖 عارضة الأحوذى (دار الكتب العلمية) ٧/ ٢٠٧ : وهو كل مفروش يكشف عليه الطعام ليأكل إذا لم يكن مائعا أو متودكا متغمرا، فإن كان كذلك كانت له أسماء -

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٧٨٢ (٢٣٣٣) : عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة، قال: قلت لعائشة: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: " أوما تقرأ القرآن {وإنك لعلى خلق عظيم}؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فصنعت له طعاما، وصنعت له حفصة طعاما،

Scanned by CamScanner

قالت: فسبقتني حفصة، فقلت للجارية: انطلقي فأكفئي قصعتها، فلحقتها، وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأتها فانكسرت القصعة، وانتشر الطعام، قالت: فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع، فأكلوا، ثم بعث بقصعتي، فدفعها إلى حفصة، فقال: «خذوا ظرفا مكان ظرفكم، وكلوا ما فيها»، قالت: فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

📖 عون الترمذی ۲/ ۳۲۰ : روایت کے آخری جز سے ثابت ہوا کہ دستر خان پر کھانا رکھکر کھانا سنت ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۱۷۵ : الجواب۔ آنحضرت ﷺ زمین پر دستر خوان بچھا کر کھاتے تھے ٹیبل پر آپ ﷺ نے کبھی نہیں کھایا اور یہی آپ ﷺ کی سنت ہے۔

দস্তরখান ও সুনাতে আদিয়া

প্রশ্ন : দস্তরখানে খাওয়া কোন প্রকারের সুন্নাত? সুনাতে আদিয়া বলতে কোনো সুন্নাত আছে কি না? দস্তরখানার ব্যাপারে কোনো হাদীস থাকলে তা উল্লেখ করলে খুশি হতাম।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ প্রতিটি মুসলমানের জন্য অনুসরণীয়। খাওয়াদাওয়া, চলাফেরা, উঠা-বসা তথা প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতকে বাস্তবায়ন করা প্রকৃত ঈমানের দাবি। খানা খাওয়ার সময় দস্তরখানা বিছিয়ে খানা খাওয়া খানার সুন্নাতের মধ্যে অন্যতম একটি সুন্নাত, যা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনো তরক করেননি। হ্যাঁ, শরীয়তের পরিভাষায় সুনাতে আদিয়া বলতে কিছু সুন্নাত আছে, যেগুলোর ওপর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমল আদতে পরিণত হয়েছে সেগুলোই সুন্নাতে আদিয়া। দস্তরখানের ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত আছে তা নিম্নে বর্ণিত হলো : (১১/৭৩৫)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ۲/ ۷۸۲ (۳۳۳۳) : عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة، قال: قلت لعائشة: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: " أوما تقرأ القرآن

Scanned by CamScanner

{وإنك لعلى خلق عظيم}؟ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فصنعت له طعاما، وصنعت له حفصة طعاما، قالت: فسبقتني حفصة، فقلت للجارية: انطلقي فأكفئي قصعتها، فلحقتها، وقد همت أن تضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأتها فانكسرت القصعة، وانتشر الطعام، قالت: فجمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على النطع، فأكلوا، ثم بعث بقصعتي، فدفعها إلى حفصة، فقال: «خذوا ظرفا مكان ظرفكم، وكلوا ما فيها»، قالت: فما رأيت ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم-

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٤٣٤ (٥٣٨٦) : عن أنس رضي الله عنه، قال: «ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط» قيل لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: «على السفر» -

📖 فيه أيضا ٣/ ٤٣٤ (٥٣٨٧) : عن حميد، أنه سمع أنسا، يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن " وقال عمرو: عن أنس، «بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في نطع» -

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٣٦ (١٧٨٨) : عن أنس قال: «ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوان، ولا في سكرجة، ولا خبز له مرقق» قال: فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: «على هذه السفر»: هذا حديث حسن غريب-

📖 فتح البارى (دار الريان) ٩/ ٤٤٣ : قوله على السفر جمع سفرة وقد تقدم بيانها في الكلام على حديث عائشة الطويل في الهجرة إلى المدينة وأن أصلها الطعام الذي يتخذه المسافر وأكثر ما يصنع في جلد فنقل اسم الطعام إلى ما يوضع فيه كما سميت المزادة رواية -

Scanned by CamScanner

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٢١/ ٣٦ : (فعلى ما كان يأكل) إلى قوله: (كانوا يأكلون) بالجمع إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل كان أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله ويراعون سنته.

📖 حاشية صحيح البخارى (مكتبة الاتحاد) ٢/ ٨١١ : ما يوضع عليها الطعام صيانة من الأرض من سفرة ومنديل وشبهها لا الموائد المعدة لها التى يسمونها خوانا من خشب وشبهه -

📖 زاد المعاد (مؤسسة الرسالة) ١/ ١٤٢ : وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة وهي كانت مائدته -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٠٣ : والسنة نوعان: سنة الهدي، وتركها يوجب إساءة وكراهية كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها. وسنة الزوائد، وتركها لا يوجب ذلك كسير النبي - عليه الصلاة والسلام - في لباسه وقيامه وقعوده. فمعنى كون سنة الزوائد عادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليها حتى صارت عادة له ولم يتركها إلا أحيانا؛ لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين، فهي في نفسها عبادة وسميت عادة لما ذكرنا.

দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাওয়া কোন ধরনের সুন্নাত

প্রশ্ন : দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাওয়া সুন্নাত কি না? এবং তা কী ধরনের হতে হবে?

উত্তর : দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাওয়া বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত একটি সুন্নাত। দস্তরখানের নির্দিষ্ট কোনো ধরন নেই, চামড়া, রেকসিন, কাপড় ইত্যাদি দ্বারা দস্তরখান বানানো যাবে এবং পরিষ্কার ও ছবি বা লেখামুক্ত হওয়ার প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। (১৯/৮৬০)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٤٣٤ (٥٣٨٧) : عن حميد، أنه سمع أنسا، يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية،

Scanned by CamScanner

فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن " وقال عمرو: عن أنس، «بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في نطع» -

📖 فيه أيضا ٣/ ٤٣٤ (٥٣٨٦) : عن أنس رضي الله عنه، قال: «ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط» قيل لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: «على السفر» -

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٣٦ (١٧٨٨) : عن أنس قال: «ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوان، ولا في سكرجة، ولا خبز له مرقق» قال: فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: «على هذه السفر»: هذا حديث حسن غريب-

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٢١/ ٣٦ : (فعلى ما كان يأكل) إلى قوله: (كانوا يأكلون) بالجمع إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل كان أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله ويراعون سنته.

📖 حاشية صحيح البخارى (مكتبة الاتحاد) ٢/ ٨١١ : ما يوضع عليها الطعام صيانة من الأرض من سفرة ومنديل وشبهها لا الموائد المعدة لها التى يسمونها خوانا من خشب وشبهه -

📖 عون الترمذی (تھانوی لائبریری) ۱/ ۳۲ : روایت کے آخری جز سے ثابت ہوا کہ دستر خان پر کھانا رکھکر کھانا سنت ہے، اور خالص اسلامی تہذیب ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۱۷۵ : الجواب- آنحضرت ﷺ زمین پر دستر خوان بچھاکر کھاتے تھے ٹیبل پر آپ ﷺ نے کبھی نہیں کھایا اور یہی آپ ﷺ کی سنت ہے۔

দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাওয়াকে বিদ'আত বলা

প্রশ্ন : আমরা জানি দস্তরখান সুন্নাত। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে বর্তমান যুগের কতক ভাই একে বিদ'আত বলে আখ্যা দিচ্ছে। এ ব্যাপারে হাদীসের ভাষ্য কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দস্তরখানের ওপর খানা খেয়েছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে উম্মতের মধ্যে এই সুন্নাত প্রচলিত আছে। তাই দস্তরখানের অস্বীকার করার কোনো অবকাশ শরীয়তে নেই। (৯/২৭৩)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٤٣٤ (٥٣٨٦) : عن أنس رضي الله عنه، قال: «ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط» قيل لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: «على السفر» -

📖 فيه أيضا ٣/ ٤٣٤ (٥٣٨٧) : عن حميد، أنه سمع أنسا، يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن " وقال عمرو: عن أنس، «بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في نطع» -

📖 فتح البارى (دار الريان) ٩/ ٤٤٣ : قوله على السفر جمع سفرة وقد تقدم بيانها في الكلام على حديث عائشة الطويل في الهجرة إلى المدينة وأن أصلها الطعام الذي يتخذه المسافر وأكثر ما يصنع في جلد فنقل اسم الطعام إلى ما يوضع فيه كما سميت المزادة رواية -

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٢١/ ٣٦ : (فعلى ما كان يأكل) إلى قوله: (كانوا يأكلون) بالجمع إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل كان أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله ويراعون سنته.

📖 حاشية صحيح البخارى (مكتبة الاتحاد) ٢/ ٨١١ : ما يوضع عليها الطعام صيانة من الأرض من سفرة ومنديل وشبهها لا الموائد المعدة لها التى يسمونها خوانا من خشب وشبهه -

📖 عارضة الأحوذى (دار الكتب العلمية) ٧/ ٢٠٧ : الأكل على الأرض من التواضع، ورفعه فى الموائد من التبغر والترفه، والأكل على الأرض إفساد للطعام فتوسط الحال بأن يكون على السفر وهو كل مفروش يكشف عليه الطعام ليؤكل إذا لم يكن مائعا أو متودكا متغمرا، فإن كان كذلك كانت له أسماء -

Scanned by CamScanner

📖 لسان العرب (دار صادر) ٤/ ٣٦٩ : السفرة التي يؤكل عليها سميت سفرة لأنها تبسط إذا أكل عليها.

📖 عون الترمذی (تھانوی لائبریری) ۱/ ۳۲ : روایت کے آخری جز سے ثابت ہوا کہ دستر خان پر کھانا کھکر کھانا سنت ہے، اور خالص اسلامی تہذیب ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۱۷۵ : الجواب- آنحضرت ﷺ زمین پر دستر خوان بچھاکر کھاتے تھے ٹیبل پر آپ ﷺ نے کبھی نہیں کھایا اور یہی آپ ﷺ کی سنت ہے۔

সরাসরি দস্তরখানে খানা রেখে খাওয়াকে সুন্নাত বলা

প্রশ্ন : আমরা সাধারণত দস্তরখানের ওপর থালা রেখে খানা খেয়ে থাকি। কিন্তু আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব বলেন, এ পদ্ধতিতে সুন্নাত নয়, বরং সুন্নাত হলো সরাসরি দস্তরখানায় খানা রেখে খাওয়া। আর এটাই তিরমিযী শরীফের হাদীসে এসেছে। তাই জানার বিষয়, আমাদের এলাকার পদ্ধতি সুন্নাত, নাকি ইমাম সাহেবের বাতলানো পদ্ধতি সুন্নাত?

উত্তর : শুকনো খাবার সরাসরি দস্তরখানে খানা রেখে খাওয়া দ্বারা সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে, তবে উত্তম হলো কোনো পাত্রে খানা রেখে পাত্রটি পরিষ্কার দস্তরখানে রেখে খাওয়া। (১৮/১৯/৭৪০১)

📖 صحيح البخاری (دار الحديث) ٣/ ٤٣٤ (٥٣٨٦) : عن أنس رضي الله عنه، قال: «ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط» قيل لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: «على السفر» -

📖 فيه أيضا ٣/ ٤٣٤ (٥٣٨٧) : عن حميد، أنه سمع أنسا، يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن " وقال عمرو: عن أنس، «بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا فى نطع» -

Scanned by CamScanner

📖 وفيه أيضا ٣/ ٤٤٧ (٥٤٥٨) : عن أبي أمامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، ربنا» -

📖 فتح البارى (دار الريان) ٩/ ٤٤٣ : قوله على السفر جمع سفرة وقد تقدم بيانها في الكلام على حديث عائشة الطويل في الهجرة إلى المدينة وأن أصلها الطعام الذي يتخذه المسافر وأكثر ما يصنع في جلد فنقل اسم الطعام إلى ما يوضع فيه كما سميت المزادة رواية-

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٢١/ ٣٦ : (فعلى ما كان يأكل) إلى قوله: (كانوا يأكلون) بالجمع إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل كان أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله ويراعون سنته.

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ١٢ : (قال) : أي قتادة (على السفر) : بضم ففتح جمع سفرة. في النهاية: السفرة الطعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به كما سميت المزادة راوية، وغير ذلك من الأسماء المنقولة اهـ

ثم اشتهرت لما يوضع عليه الطعام جلدا كان أو غيره، ما عدا المائدة لما مر من أنها شعار المتكبرين غالبا، فالأكل عليها سنة وعلى الخوان بدعة، لكنها جائز -

📖 حاشية صحيح البخارى (مكتبة الاتحاد) ٢/ ٨١١ : ما يوضع عليها الطعام صيانة من الأرض من سفرة ومنديل وشبهها لا الموائد المعدة لها التى يسمونها خوانا من خشب وشبهه -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۹/ ۶۳ : الجواب- کھانے کے آداب یہ ہیں: ... ...

(۸) دستر خان پر پاؤں نہ رکھے،

(۹) روٹی دستر خوان پر بغیر برتن کے نہ رکھے۔

Scanned by CamScanner

প্লেটে খানা খেলে দস্তরখানের সুন্নাত আদায় হবে কি না

প্রশ্ন : ১. হাদীসের মধ্যে পাওয়া যায় যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে চামড়ার দস্তরখান বিছিয়ে এর ওপর খানা খাওয়া হতো, বর্তমানের ন্যায় পৃথক পৃথকভাবে ছোট আকারে প্লেট ব্যবহৃত হতো না। প্রশ্ন হলো, বর্তমানে আমরা যে প্লেটে খানা খাই, এর দ্বারা দস্তরখানের সুন্নাত আদায় হবে? নাকি পৃথক পৃথক দস্তরখান বিছানো জরুরি?

২. কাঁটা, হাড় ইত্যাদি ফেলার কাজে দস্তরখান ব্যবহার করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : ১. খানা আল্লাহ তা'আলার বড় নিয়ামত। সে নিয়ামতের সংবর্ধনার জন্য পৃথক পরিষ্কার দস্তরখানা বিছানো হলো সুন্নাত। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমল এবং সাহাবায়ে কেরামের তরীকাও ছিল খানার প্লেটসহ পৃথক দস্তরখানা বিছানো, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

২. দস্তরখান শাহী নিয়ামতের সম্মানে শাহী গালিচাস্বরূপ, তাই তাতে হাড়, কাঁটা ফেলে ময়লাযুক্ত করা অনুচিত। দস্তরখান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই যেন খানা পড়লে উঠিয়ে খাওয়া যেতে পারে, হাড় ফেলানোর জন্য পৃথক বনপ্লেট থাকা উচিত। (১৬/৮২৪)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٤٣٤ (٥٣٨٦) : عن أنس رضي الله عنه، قال: «ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط» قيل لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: «على السفر» -

📖 فيه أيضا ٣/ ٤٣٤ (٥٣٨٧) : عن حميد، أنه سمع أنسا، يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن " وقال عمرو: عن أنس، «بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في نطع» -

📖 وفيه أيضا ٣/ ٤٤٧ (٥٤٥٨) : عن أبي أمامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، ربنا» -

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٢١/ ٣٦ : (فعلى ما كان يأكل) إلى قوله: (كانوا يأكلون) بالجمع إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصا

Scanned by CamScanner

بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل كان أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله ويراعون سنته.

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ١٢ : (قال) : أي قتادة (على السفر) : بضم ففتح جمع سفرة. في النهاية: السفرة الطعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به كما سميت المزادة راوية، وغير ذلك من الأسماء المنقولة اهـ

ثم اشتهرت لما يوضع عليه الطعام جلدا كان أو غيره، ما عدا المائدة لما مر من أنها شعار المتكبرين غالبا، فالأكل عليها سنة وعلى الخوان بدعة، لكنها جائز.

📖 حاشية صحيح البخارى (مكتبة الاتحاد) ٢/ ٨١١ : ما يوضع عليها الطعام صيانة من الأرض من سفرة ومنديل وشبهها لا الموائد المعدة لها التى يسمونها خوانا من خشب وشبهه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۹/ ۶۳ : الجواب- کھانے کے آداب یہ ہیں: ... ...

(۸) دستر خان پر پاؤں نہ رکھے،

(۹) روٹی دستر خوان پر بغیر برتن کے نہ رکھے۔

দস্তরখানের রং কেমন হবে

প্রশ্ন : 'তালীমুন নিসা'তে উল্লেখ রয়েছে, লাল রঙের দস্তখানা ব্যবহার করা উত্তম। এটি সঠিক কি না?

উত্তর : দস্তরখান বিছিয়ে খানা খাওয়া সুন্নাত। নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে লাল রং উত্তম হওয়ার কথা উল্লেখ নেই। কাপড় বা অন্য যেকোনো মানানসই বস্তু দ্বারা দস্তরখান তৈরি করা যায়। এ ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। (৬/৮৭২)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٤٣٤ (٥٣٨٦) : عن أنس رضي الله عنه، قال: «ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط» قيل لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: «على السفر».

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٣/ ٤٣٤ (٥٣٨٧) : عن حميد، أنه سمع أنسا، يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن " وقال عمرو: عن أنس، «بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صنع حيسا في نطع» -

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٢١/ ٣٦ : (فعلى ما كان يأكل) إلى قوله: (كانوا يأكلون) بالجمع إشارة إلى أن ذلك لم يكن مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل كان أصحابه يقتفون أثره ويقتدون بفعله ويراعون سنته.

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ١٢ : (قال) : أي قتادة (على السفر) : بضم ففتح جمع سفرة. في النهاية: السفرة الطعام يتخذه المسافر، وأكثر ما يحمل في جلد مستدير، فنقل اسم الطعام إلى الجلد وسمي به كما سميت المزادة راوية، وغير ذلك من الأسماء المنقولة اهـ

ثم اشتهرت لما يوضع عليه الطعام جلدا كان أو غيره، ما عدا المائدة لما مر من أنها شعار المتكبرين غالبا، فالأكل عليها سنة وعلى الخوان بدعة، لكنها جائز -

📖 حاشية صحيح البخارى (مكتبة الاتحاد) ٢/ ٨١١ : ما يوضع عليها الطعام صيانة من الأرض من سفرة ومنديل وشبهها لا الموائد المعدة لها التى يسمونها خوانا من خشب وشبهه -

যেসব জিনিস হেঁটে হেঁটে খাওয়া যায়

প্রশ্ন : আমরা জানি, দাঁড়িয়ে বা হাঁটাচলা অবস্থায় খাবার খাওয়ার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কিন্তু দেখা যায়, অনেকেই পান, সিগারেট, বিড়ি চকলেট, চুইংগাম, গুল ইত্যাদি হাঁটাচলা অবস্থায় কিংবা দাঁড়িয়ে খাচ্ছে, তবে কি এগুলো খাদ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়? এসব খাবার দাঁড়িয়ে খাওয়া যাবে? নাকি সুন্নাত পরিপন্থী?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত বিষয়গুলো সাধারণ সমাজ এবং পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল, সামাজিক পরিবেশে উপরোক্ত জিনিসগুলো দাঁড়িয়ে খাওয়াকে দোষের মনে করা হয় না

Scanned by CamScanner

বিধায় এগুলো দাঁড়িয়ে খাওয়া সুন্নাত পরিপন্থী বলে গণ্য হবে না। উল্লেখ্য, বিড়ি-সিগারেট, গুল শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত খাওয়া মাকরূহ। (১৬/৫৭/৬৪১৪)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٤/ ٨٠ (١٨٨٠) : عن ابن عمر قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام» -

📖 إنجاح الحاجة (قديمي كتب خانة) ١/ ٢٣٧ : كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد محمول على الضرورة بقلة المكان والا فقد ورد لا تتخذه مبيتا ومقيلا وقال فقهاؤنا كل أمر لم يبن المساجد له كالخياطة والكتابة لا يجوز فيه في الدر ويحرم أكل ونوم الا لمعتكف وغريب-

📖 حاشية السندي على سنن ابن ماجه (دار الجيل) ٢/ ٣١٠ : قوله: (نأكل ونحن نمشي. . . إلخ) قد جاء النهي عن الشرب قائما فيحتمل أن النهي للتنزيه، وعملهم ذلكما يستحب في الأضحية كان وقت الحاجة إلى ذلك.

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤ /١٢ : وعلى كل حال فلرواية على أن الأكل قائما اشبع من الشرب، لكن قال القاضى عياض رحمه الله لم يختلف حتى جواز الأكل قائما،... ... ولكن كيف يصح دعوى الاتفاق على الجواز وقد ثبت عن أنس أن الأكل قائما أخبث من الشرب قائما، فإما أن يجمع بين الحديثين لأنس محمول على الكراهة التنزيهية وحديث ابن عمر على الجواز، وإما أن يقال أن حديث ابن عمر محمول على أكل لقمة أو لقمتين وأكل شاء لا مهتم لها بالمائدة وحديث أنس محمول على الطعام الذى يؤكل على المائدة -

📖 جامع الفتاوی (رحمانیہ) ۱ /۳۷۰ : سوال- اکثر لوگ بازاروں یا سڑکوں پر راستہ چلتے ہوئے مختلف اشیاء مثلاً پان بیڑی سگریٹ وغیرہ کھاتے پیتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو اسلام نے مردود الشھادۃ قرار دیا ہے؟

الجواب- جن چیزوں کا سڑکوں پر چلتے ہوئے کھانا عرفاً خلاف مروت نہیں سمجھا جاتا ان کے اس طرح کھانے سے آدمی مردود الشھادۃ نہیں ہوتا اس لئے اپنے یہاں کا عرف دیکھ کر حکم سمجھا جاسکتا ہے۔

Scanned by CamScanner

খানা খাওয়ার বসার আদব

প্রশ্ন : খানা খাওয়ার সময় কোন নিয়মে বসা সুন্নাত? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা কিভাবে বসে খানা খেতেন? অনেক উলামায়ে কেরামকে দেখা যায়, আসন পেতে বসে খানা খায়। আবার দাওয়াত ও তাবলীগের ভাইয়েরা এক হাঁটু উঠিয়ে বসে খানা খায়, যারা এভাবে বসে না তাদের ভালো নজরে দেখে না। প্রশ্ন হলো :

ক) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খানা খাওয়ার সময় নির্ধারিত কোনো নিয়ম ছিল কি না, যা তিনি সর্বদা করতেন?

খ) যদি না থাকে, তাহলে তাবলীগী ভাইদের এক হাঁটু উঠিয়ে বসার গুরুত্ব দ্বারা কোনো অসুবিধা আছে কি না?

গ) উলামায়ে কেরামের আসন পেতে বসাকে ঘৃণার চোখে দেখাতে কোনো অসুবিধা আছে কি না?

উত্তর : ক) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চালচলনের প্রতিটি পদক্ষেপেই ছিল বিনয়ের ছাপ। খানাপিনার অভ্যাসেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বিভিন্ন হাদীস থেকে খাওয়ার সময় বসার পদ্ধতির ব্যাপারে যে মূলনীতি পাওয়া যায় তা হচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বসা, যাতে বিনয় ভাব ফুটে ওঠে। এ ধরনের একাধিক পদ্ধতিতে বসার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এক হাঁটু উঠিয়ে বসা তার অন্যতম। নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি অবলম্বনের ব্যাপারে শরীয়তে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। হাদীসে বর্ণিত যেকোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে। (১৬/২৬৮)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٣/ ٢٠٢ (٢٠٤٤) : باب استحباب تواضع الآكل، وصفة قعوده : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج، كلاهما عن حفص، قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث، عن مصعب بن سليم، حدثنا أنس بن مالك، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا» -

📖 مسند البزار (مكتبة العلوم والحكم) ١٢/ ١٥٤ (٥٧٥٢) : عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد.

📖 شعب الإيمان (مكتبة الرشد) ٧/ ٥١٥ (٥٣٩٦) : حدثنا بقية بن الوليد قال: دعاني إبراهيم بن أدهم إلى طعام فأتيته فجلس هكذا وضع رجله اليسرى تحت أليتيه ونصب رجله اليمنى، ووضع مرفق يده عليها قال: ثم قال: يا أبا محمد تعرف هذه الجلسة؟ قلت: لا،

Scanned by CamScanner

قال: " هذه جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجلس جلسة العبد، ويأكل أكل العبيد، خذوا باسم الله -

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤ / ٤٧- ٤٨ : ودل الحديث على المرأ ينبغى له أن يجلس على الطعام جلوسا متواضعا ويجتنب هيئة المتكبرين ولذلك ورد قوله ﷺ أما أنا فلا آكل متكئا... ... وذكر العلماء أن أدب الطعام أن يجلس الرجل جاثيا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى ذكره العينى فى العمدة والحافظ فى الفتح، أما الجلوس متربعا بدون إسناد الظهر إلى ما خلفه أو الميلان على أحد الشقين فالظاهر أنه جائز بدون كراهة لعدم ما يدل على كراهته-

📖 العرف الشذى (دار التراث العربي) ٣/ ٢٨٤ : قال الخطابي: إن الاتكاء هو الجلوس مطمئنا، أقول: إن المستحسن عند الأكل الجلوس جاثيا على ركبيته، أو مقعيا، وأما التربيع فجلوس قبيح.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٧٥٦ : وأحسن الجلسات للأكل الإقعاء على الوركين، ونصب الركبتين ثم الجثو على الركبتين وظهور القدمين ثم نصب الرجل اليمنى، والجلوس على اليسرى-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۹/ ۶۳ : الجواب- ... ... (۱) کھانے سے پہلے ہاتھ دھوکر پونچھے نہ جائیں اور نہ ہی کسی چیز کو چھوئیں،... ...

(۵) کھانے کے وقت چار زانو یا تکیہ لگاکر نہ بیٹھے بلکہ ایک پاؤں بچھاکر اس پر بیٹھے دوسرا گھٹنا کھڑا رکھے یا دوزانو بیٹھے کوئی عذر ہو تو جیسے چاہے بیٹھ سکتا ہے۔

(খ) হাদীসে বর্ণিত যেকোনো পদ্ধতিতে সর্বদা বসতে কোনো বাধা নেই। তবে একে বাধ্যতামূলক মনে করা বা অন্য পদ্ধতির অবলম্বনকে তিরস্কার করা মূর্খতার পরিচায়ক।

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱۱/۴۴-۴۳ : الجواب- حامداً ومصلیا، جس چیز کا استحباب شرعی دلائل سے ثابت ہو اس پر اصرار کرنے اور تارک پر ملامت کرنے سے اس کا استحباب ختم ہو کر اس میں کراہیت آجاتی ہے، الاصرار علی المندوب یبلغ الی حد الکراہیۃ (سباحۃ الفکر) اگر یہ شان نہ ہو تو استحباب باقی رہتا ہے، اور جس چیز کے استحباب کا ثبوت شرعی دلائل سے نہ ہو اس کے متعلق یہ بحث نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۳/ ۵۱ : الجواب- مستحب پر مداومت موجب کراہت نہیں بلکہ اصرار موجب کراہت ہے۔

Scanned by CamScanner

(গ) কোনো আমলের কারণে কাউকে ঘৃণা করা বা তুচ্ছ জানা, বিশেষ করে কোনো আলেমে দ্বীনের সাথে এ ধরনের আচরণ করা ঈমান পরিপন্থী কাজ বলে বিবেচিত বিধায় তাওবা করা উচিত।

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٢٧٠ : من أبغض عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر.

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۵/ ۳۹۴ : عالم کی اہانت اگر بمقابلہ امر دین و حکم شرع کے ہو اس سے کافر ہو جاتا ہے، اور جو کسی دنیاوی قصہ کی وجہ سے ہو سخت گنہگار ہوگا، لیکن کافر نہ ہوگا۔

চারজানু হয়ে বসে খানা খাওয়া

প্রশ্ন : একজন আলেম বলেন যে হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামায ছাড়া অন্য সময় আসন পেতে চারজানু হয়ে বসতেন, খাওয়ার সময় নামাযের সুরতে বসতেন বা দুই পা খাড়া করে বসতেন–এ কথা হাদীসে কোথাও উল্লেখ নেই। সুতরাং খাওয়ার সময় আসন পেতে বসা সুন্নাত পরিপন্থী হবে না। যাঁরা বলেন, হাদীস শরীফে টেক লাগিয়ে বসা থেকে নিষেধ করেছেন, যদি কেউ চারজানু হয়ে বসাকে টেক লাগিয়ে বসা বলে তাহলে নামাযের সুরতে বসাও তো টেক লাগিয়ে বসা হয়ে যায়, কখনো নিতম্বের ওপর, কখনো পায়ের ওপর টেক–পার্থক্য কোথায়। অতএব উক্ত মাওলানা সাহেবের কথা কতটুকু সত্য? জানতে চাই।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযের অবস্থা ছাড়া অন্যান্য সময়ে চারজানু হয়ে বসার প্রমাণ যেমনিভাবে হাদীসে রয়েছে, তেমনিভাবে খানার সময় সাধারণত হাঁটু উঁচু করে অথবা নামাযের সুরতে বসার বহু প্রমাণ হাদীসে রয়েছে। তবে কখনো কখনো চারজানু হয়ে খানা খাবারও প্রমাণ পাওয়া যায় বলে তার বৈধতার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং নম্রতা প্রকাশের খাতিরে দোজানু বা হাঁটু উঠিয়ে বসে নম্রতার সাথে খানা খাওয়াই আসল সুন্নাত। আর চারজানু হয়ে বসা খাওয়ার সুন্নাত নয়, তবে জায়েয। আর টেক লাগিয়ে বিনা ওজরে খানা খাওয়া মাকরূহ বলে বিবেচিত। (৯/২৪৭)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٣/ ٢٠٢ (٢٠٤٤) : باب استحباب تواضع الآكل، وصفة قعوده : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو

Scanned by CamScanner

سعيد الأشج، كلاهما عن حفص، قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث، عن مصعب بن سليم، حدثنا أنس بن مالك، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا» -

📖 مسند البزار (مكتبة العلوم والحكم) ١٢/ ١٥٤ (٥٧٥٢) : عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد.

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢٠٧٠ (٤٨٥٠) : عن جابر بن سمرة، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء» -

📖 البناية (دار الفكر) ٢/ ٥٣٠ : وقال شيخ الإسلام: التربع جلوس الجبابرة فلهذا كره في الصلاة. وقال السرخسي في " مبسوطه ": هذا ليس بقوي فإنه - عليه السلام - كان يتربع في جلوسه في بعض أحواله حتى إنه «- عليه السلام - كان يأكل متربعا فينزل عليه الوحي، كل كما يأكل العبيد واشرب كما يشرب العبيد، واجلس كما يجلس العبيد» وهو - عليه السلام - متنزه عن أخلاق الجبابرة، وكذلك كان جلوس عمر - رضي الله عنه - في مجلس النبي - عليه السلام - كان متربعا؛ لكن الجلوس على الركبتين أقرب إلى التواضع فهو أولى في حالة الصلاة إلا من عذر. وفي " الخلاصة " التربع خارج الصلاة مكروه أيضا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٧٥٧ : وأحسن الجلسات للأكل الإقعاء على الوركين، ونصب الركبتين ثم الجثو على الركبتين وظهور القدمين ثم نصب الرجل اليمنى، والجلوس على اليسرى -

📖 زاد المعاد (مؤسسة الرسالة) ٤/ ٢٠٢ : صح عنه أنه قال: (" «لا آكل متكئا "، وقال: " إنما أجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد» ") . وروى ابن ماجه في سننه " أنه («نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه») .

وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء، وهو الاعتماد عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب. والأنواع الثلاثة من الاتكاء، فنوع منها يضر بالآكل، وهو الاتكاء على الجنب، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته، ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى

Scanned by CamScanner

المعدة، ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء، وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة، فلا يصل الغذاء إليها بسهولة.

وأما النوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية، ولهذا قال: («آكل كما يأكل العبد») ، («وكان يأكل وهو مقع») ، ويذكر عنه أنه كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل، وأدبا بين يديه، واحتراما للطعام وللمؤاكل، فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها؛ لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه مع ما فيها من الهيئة الأدبية، وأجود ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبا الانتصاب الطبيعي، وأردأ الجلسات للأكل الاتكاء على الجنب، لما تقدم من أن المريء وأعضاء الازدراد تضيق عند هذه الهيئة، والمعدة لا تبقى على وضعها الطبيعي، لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض، ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء، وآلات التنفس.

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس، فيكون المعنى أني إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطية والوسائد، كفعل الجبابرة، ومن يريد الإكثار من الطعام، لكني آكل بلغة كما يأكل العبد.

📖 اصلاحی خطبات (میمن اسلامک پبلشرز) ۵/ ۱۸۶ : کھانے کی بہتر نشست یہ ہے کہ آدمی یا دوزانو بیٹھ کر کھائے اس لئے کہ اس میں تواضع بھی زیادہ ہے اور کھانے کا احترام بھی ہے اور اس نشست میں بسیار خوری کا سدباب بھی ہے، اس لئے جب آدمی خوب پھیل کر بیٹھے گا تو زیادہ کھایا جائے گا، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھا کر اور ایک ٹانگ بچھا کر کھانا بھی اس میں داخل ہے اور یہ بھی تواضع والی نشست ہے، اور اس طرح بیٹھ کر کھانے میں دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔

چار زانو بیٹھکر کھانا بھی جائز ہے

کھانے کے وقت چار زانوں ہو کر بیٹھنا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں، لیکن یہ نشست تواضع کے اتنے قریب نہیں ہے، جتنی پہلی دو نشستیں قریب ہیں، لہذا عادت تو اس بات کی ڈالنی چاہئے کہ آدمی دوزانوں بیٹھ کر کھائے یا ایک ٹانگ کھڑے کر کے کھائے، چار زانوں نہ بیٹھے۔

Scanned by CamScanner

কোন নিয়মে বসে খানা খাওয়া সুন্নাত

প্রশ্ন : খানার সময় কোন নিয়মে বসা সুন্নাত?

উত্তর : খানার সময় তিন নিয়মে বসা সুন্নাত :

১. উভয় হাঁটু খাড়া করে বসা।
২. ডান হাঁটু খাড়া করে বাম পায়ের গোড়ালির ওপর বসা।
৩. উভয় হাঁটু জমিতে বিছিয়ে পায়ের ওপর নিতম্ব রেখে বসা। (৮/৮৪৭)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٣/ ٢٠٢ (٢٠٤٤) : باب استحباب تواضع الآكل، وصفة قعوده : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو سعيد الأشج، كلاهما عن حفص، قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث، عن مصعب بن سليم، حدثنا أنس بن مالك، قال: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا» -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٦٢٧ (٣٧٧٣) : حدثنا عبد الله بن بسر، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة - يعني وقد ثرد فيها - فالتفوا عليها، فلما كثروا جثا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله جعلني عبدا كريما، ولم يجعلني جبارا عنيدا» -

📖 المغني عن حمل الأسفار بهامش الإحياء (دار المعرفة) ٢/ ٣٦٩ : وروى ابن الضحاك في الشمائل من حديث أنس بسند ضعيف كان إذا قعد على الطعام استوفز على ركبته اليسرى وأقام اليمنى ثم قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأفعل كما يفعل العبد وروى أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجثو على ركبتيه وكان لا يتكئ أورده في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم -

📖 العرف الشذى (دار التراث العربي) ٣/ ٢٨٤ : قال الخطابي: إن الاتكاء هو الجلوس مطمئنا، أقول: إن المستحسن عند الأكل الجلوس جاثيا على ركبيته، أو مقعيا، وأما التربيع فجلوس قبيح.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٧٥٦ : وأحسن الجلسات للأكل الإقعاء على الوركين، ونصب الركبتين ثم الجثو على الركبتين وظهور القدمين ثم نصب الرجل اليمنى، والجلوس على اليسرى-

বাম হাতে খানা খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : বাম হাতে খানা খাওয়া কি জায়েয?

উত্তর : ডান হাতে খানা খাওয়া ও পান করা সুন্নাত। কোনো অপরাগতা ছাড়া বাম হাতে খাওয়া পান করা সুন্নাত পরিপন্থী তথা মাকরূহ। কেননা বাম হাতে খাওয়া, পান করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। তাই বাম হাতে ভক্ষণকারীগণ শয়তানের অনুসারী বলে গণ্য হবে। (৬/৪৬)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٥٥ (١٦٨) : عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله» -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٣/ ١٧٠ (٢٠٢٠) : عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بها»، قال: وكان نافع يزيد فيها: «ولا يأخذ بها، ولا يعطي بها»، وفي رواية أبي الطاهر: «لا يأكلن أحدكم» -

📖 حاشية سنن أبى داود (مكتبة الاتحاد) ٢/ ٥٣٠ : (وقوله فان الشيطان يأكل بأكل بشماله) قال النووى : فيه استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما وهذا إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أوغير ذلك فلا كراهة بالشمال-

Scanned by CamScanner

করলে সে মুফতী সাহেবের ফাতওয়া মেনে নেবে সিদ্ধান্ত হয়। এখন আপনার থেকে তা জানতে চাই।

উত্তর : খাওয়া, পান করার এবং সকল ভালো ও উন্নতমানের কাজে ডান হাত ব্যবহার করা সুন্নাত। বাম হাতে খাওয়া ও পান করা সুন্নাত পরিপন্থী। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ডান হাতে খাওয়া এবং পান করার নির্দেশ দিয়েছেন। বাম হাতে খাওয়া এবং পান করাকে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। (৭/৪২৫)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٥٥ (١٦٨) : عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله» -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٣/ ١٧٠ (٢٠٢٠) : عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بها»، قال: وكان نافع يزيد فيها: «ولا يأخذ بها، ولا يعطي بها»، وفي رواية أبي الطاهر: «لا يأكلن أحدكم» -

আহারকালে বাম হাত দিয়ে গ্লাস, চামচ ইত্যাদি ধরা

প্রশ্ন : আমরা জানি, সব ভালো কাজ ডান দিক থেকে বা ডান হতে করা সুন্নাত। প্রশ্ন হলো, অনেক লোকের ইজতেমায়ী খানা খাওয়ার পদ্ধতিতে যে অবস্থায় একই চামচ সবাইকে ধরতে হয় এতে ডান হাতে খানা খাওয়া অবস্থায় সবাই যদি ডান হাতে চামচ ধরে তাহলে হাতের খানা চামচে লেগে যায়, খাদ্য লেগে থাকা অবস্থায় অন্যের সেই চামচ ধরতে ঘৃণা লাগে, এ অবস্থায় বাম হাতে ধরা জায়েয হবে কি না? এবং তা সুন্নাতের খেলাফ হবে কি না? এ ছাড়া খানা খাওয়া অবস্থায় জগ-গ্লাস বাম হাতে ধরা সুন্নাত পরিপন্থী কি না? এবং চামচ ও জগ-গ্লাস ধরার মধ্যে ব্যবধান কী?

উত্তর : খানাপিনা আল্লাহ তা'আলার মহা নিয়ামত। এ নিয়ামত গ্রহণ করা একটি উত্তম কাজ। আর যেকোনো ভালো ও উত্তম কাজ ডান হাতে করা নবীজির গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। সুতরাং ডান হাত সাধ্যমতো পরিষ্কার করে চামচ ধরে খাবার নেওয়া ও দেওয়া দুটিই সুন্নাত। এ কারণে ঘৃণা সৃষ্টি হওয়ার তেমন কোনো কারণ নেই এবং এমনটি হওয়া উচিতও নয়। এর পরও কারো ঘৃণা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় বাম হাতে খাবার নিলে গোনাহ হবে না। পক্ষান্তরে জগ-গ্লাস নেওয়া খাবার গ্রহণ করার পর্যায়ভুক্ত নয়। এ

Scanned by CamScanner

কারণে বাম হাতে জগ-গ্লাস ধরা ও চামচ দ্বারা বাম হাতে খাবার নেওয়া একই পর্যায়ের হবে না। তাই এ ক্ষেত্রে ডান হাত ব্যবহার উত্তম হলেও বাম হাতে জগ-গ্লাস ধরা চামচ দ্বারা খাবার নেওয়ার মতো নয়। (১৫/৪৯২/৬০৭৪)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٥٥ (١٦٨) : عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله» -

📖 فيه أيضا ٣/ ٤٣١ (٥٣٧٦) : قال الوليد بن كثير: أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان، أنه سمع عمر بن أبي سلمة، يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» فما زالت تلك طعمتي بعد -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٣/ ١٧٠ (٢٠٢٠) : عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بها»، قال: وكان نافع يزيد فيها: «ولا يأخذ بها، ولا يعطي بها»، وفي رواية أبي الطاهر: «لا يأكلن أحدكم» -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱/۳۶۰ : سوال: چند آدمی ساتھ کھانا کھاتے ہیں سب کے درمیان میں بڑے پیالہ میں ڈال ہے اور ایک ہی چمچہ ہے سب لوگ اپنے اپنے ہاتھ سے چمچہ پکڑ کر ڈال نکالتے ہیں ان میں سے ایک شخص جو بائیں ہاتھ سے چمچہ پکڑ کر ڈال لیتا ہے تاکہ ڈنڈی خراب نہ ہو جس پر اور لوگ ناراض ہوتے ہیں اس میں کس کا فعل قبیح اور کس کا صحیح ہے؟

الجواب - افضلیت والے اور عمدہ کام کا داہنے ہاتھ سے کرنا ثابت ہے اور اس کی ترغیب بھی ہے کھانے کے لئے ڈال نکالنا بھی اس میں داخل ہے مگر اس کی وجہ سے تشدد نہ کیا جائے بہت سے بہت نرمی سے سمجھادیا جائے البتہ کھانا پینا داہنے ہاتھ سے ہی کیا جائے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/۱۷۸ : کھانے میں دونوں ہاتھوں کا استعمال:

س: ہم دو دوستوں میں آپس میں تکرار ہو رہی ہے کہ گوشت کو دونوں ہاتھوں سے کھانا چاہئے کہ نہیں ایک کہتا ہے کہ ایک ہاتھ سے کھانا چاہئے اور دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ نہیں لگانا چاہئے اور دوسرا کہتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے بھی کھانا جائز ہے۔

ج: اگر ضرورت ہو تو دونوں ہاتھوں کا استعمال درست ہے۔

Scanned by CamScanner

আহারকালে চামচ কোন হাতে ধরবে

প্রশ্ন : খানা খাওয়ার সময় যেহেতু হাতে খানা লেগে থাকে, তাই তরকারি নেওয়ার জন্য চামচ ডান হাত দিয়ে ধরবে, নাকি বাম হাত দিয়ে ধরবে? কোনটি সঠিক?

উত্তর : ডান হাতে খানা লাগা নিয়ে অন্যদের ঘৃণা হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তার ব্যবস্থা হিসেবে হাত পরিষ্কার করে নেবে। আমাদের আকাবিরদের মধ্যে হযরত হারদূঈ হজরত (রহ.)ও ডান হাত পরিষ্কার করে চামচ ধরার কথা বলতেন, অথবা প্রত্যেকের জন্য প্লেটের সাথে একটি করে চামচ থাকবে। অথবা এমন সাথী একসাথে খেতে বসবে, যারা এ ধরনের ব্যবহারকে ঘৃণা করবে না। (৫/১৯৩)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٥٥ (١٦٨) : عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله».

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٣/ ١٧٠ (٢٠٢٠) : عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «لا يأكلن أحد منكم بشماله، ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بها»، قال: وكان نافع يزيد فيها: «ولا يأخذ بها، ولا يعطي بها»، وفي رواية أبي الطاهر: «لا يأكلن أحدكم».

📖 إحياء علوم الدين (دار المعرفة) ٢/ ٨ : السابع أن لا يفعل ما يستقذره غيره فلا ينفض يده في القصعة ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه وإن أخرج شيئا من فيه صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل ولا الخل في الدسومة فقد يكرهه غيره واللقمة التي قطعها بسنه لا يغمس بقيتها في المرقة والخل ولا يتكلم بما يذكر المستقذرات.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱/۳۶۰ : سوال: چند آدمی ساتھ کھانا کھاتے ہیں سب کے درمیان میں بڑے پیالہ میں ڈال ہے اور ایک ہی چمچہ ہے سب لوگ اپنے اپنے ہاتھ سے چمچہ پکڑ کر ڈال نکالتے ہیں ان میں سے ایک شخص جو بائیں ہاتھ سے چمچہ پکڑ کر ڈال لیتا ہے تاکہ ڈنڈی خراب نہ ہو جس پر اور لوگ ناراض ہوتے ہیں اس میں کس کا فعل قبیح اور کس کا صحیح ہے؟

Scanned by CamScanner

الجواب - افضیلت والے اور عمدہ کام کا داہنے ہاتھ سے کرنا ثابت ہے اور اس کی ترغیب بھی ہے کھانے کے لئے ڈال نکالنا بھی اس میں داخل ہے مگر اس کی وجہ سے تشدد نہ کیا جائے بہت سے بہت نرمی سے سمجھادیا جائے البتہ کھانا پینا داہنے ہاتھ سے ہی کیا جائے۔

📖 فیہ ایضا ۱۳/ ۴۴۲ : افضیلت اچھے اور عمدہ کام کا داہنے ہاتھ سے کرنا ثابت ہے اور اس کی ترغیب بھی ہے کھانے میں دال نکالنا بھی اس میں داخل ہے مگر اس کی وجہ سے تشدد نہ کیا جائے، بلکہ بہت نرمی سے سمجھایا جائے، البتہ کھانا پینا داہنے ہاتھ سے ہی کیا جائے۔

চেয়ার টেবিলে খানা খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : একাকী বা আনুষ্ঠানিকভাবে চেয়ার-টেবিলে খাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর : যেসব স্থানে চেয়ার-টেবিলে খাওয়া কাফের-ফাসেকদের রীতি-নীতি সে সব স্থানে চেয়ার-টেবিলে খাওয়া নিষেধ। আর যেসব স্থানে কাফের-ফাসেকদের রীতিনীতি নয়, সেসব স্থানে প্রয়োজনে চেয়ার-টেবিলে খেতে পারবে। অপ্রয়োজনে খাওয়া সুন্নাত পরিপন্থী। (৪/১২৩/৬০৬)

📖 سنن الترمذی (دار الحدیث) ٤/ ٣٦ (١٧٨٨) : عن أنس قال: «ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوان، ولا في سكرجة، ولا خبز له مرقق» قال: فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: «على هذه السفر» -

📖 عمدة القاری (دار إحياء التراث) ٢١/ ٣٤ : والأكل على الخوان من دأب المترفين وصنع الجبابرة. قلت: ليس فيما ذكر كله بيان هيئة الخوان، وهو طبق كبير من نحاس تحته كرسي من نحاس ملزوق به، طوله قدر ذراع يرص فيه الزبادي ويوضع بين يدي كبير من المرتفين-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۱۱۶ : سوال- یہاں افریقہ میں کرسی پر بیٹھکر کھانا کھانے کا رواج ہے نیز کھاتے وقت جوتے بھی نہیں اتارتے کیا اس طرح کھانا جائز ہے؟

الجواب- یہ طریقہ سنت کی خلاف ہے جہاں یہ کفار وفساق کا شعار ہے وہاں بالکل ممنوع ہے، جہاں شعار نہیں بلکہ عام ہے کہ صالحین کا بھی یہی طریقہ ہے وہاں اس میں اس درجہ تشدد نہیں بلکہ فی الجملہ خفت ہے لیکن خلاف سنت پھر بھی ہے۔

Scanned by CamScanner

চেয়ার-টেবিলে খানা খাওয়া মাকরূহে তাহরীমি নয়

প্রশ্ন : চেয়ার-টেবিলে খাওয়া নাকি মাকরূহে তাহরীমি? দয়া করে এর বিধান জানাবেন।

উত্তর : চেয়ার-টেবিলে খাওয়া সুন্নাত পরিপন্থী। তবে একান্ত বাধ্যবাধকতা বা ওজর থাকলে তা নিষিদ্ধ নয়। (৯/৫৫৩)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٣٦ (١٧٨٨) : عن أنس قال: «ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوان، ولا في سكرجة، ولا خبز له مرقق» قال: فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: «على هذه السفر» -

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٢١/ ٣٤ : والأكل على الخوان من دأب المترفين وصنع الجبابرة. قلت: ليس فيما ذكر كله بيان هيئة الخوان، وهو طبق كبير من نحاس تحته كرسي من نحاس ملزوق به، طوله قدر ذراع يرص فيه الزبادي ويوضع بين يدي كبير من المرتفين-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۱۲۱ : اگر کفار وفساق یا متکبرین کے ساتھ تشبہ کی نیت ہو تو میز کرسی پر کھانا ناجائز ہے اور تشبہ کی نیت نہ تو بھی خلاف سنت تو بہر حال ہے اس لئے اس سے احتراز لازم ہے، البتہ کہیں ابتلاء ہو جائے تو کھانے کی گنجائش ہے۔

চেয়ার-টেবিলে খানা খাওয়া হারাম নয়

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দেশে প্রত্যেক বাড়িঘরে ও বিবাহশাদিতে চেয়ার-টেবিলে খানা খাওয়ার প্রথা চালু হয়েছে। জনৈক আলেম বলেছেন, চেয়ার-টেবিলে বসে খানা খাওয়া বিজাতীয় পরিবেশ, অথচ বিছানায় খানা খাওয়া সুনাতে মুআক্কাদা। এ সুন্নাতে মুআক্কাদাকে চিরতরে উঠানোর জন্য এই পরিবেশের আয়োজন করা হয়েছে। কাজেই বর্তমানে বিবাহশাদিতে বা কোথাও কোনো বাড়িতে চেয়ার-টেবিলে বসে খানা খাওয়া বিলকুল হারাম, জায়েয নয়। বরং এ পরিবেশ উঠানোর জন্য প্রত্যেক মুসলমানের ফরয দ্বায়িত্ব। হুজুর দলিল আদিল্লাহসহ জবাব দানে একটি ফ্যাসাদের মীমাংসা করে দিতে হুজুরের মর্জি কামনা করি।

উত্তর : চেয়ার-টেবিলে না বসে নিচে বসেই দস্তরখানা বিছিয়ে খানা খাওয়া সুন্নাত। বিনা প্রয়োজনে চেয়ার-টেবিলে খানা খাওয়া বিধর্মীদের সামঞ্জস্যতার দরুন

Scanned by CamScanner

সুন্নাতবহির্ভূত। হেকমত ও আদর্শের মাধ্যমে এ রকম সুন্নাতের খেলাফ পদ্ধতি ও প্রথা থেকে সমাজকে মুক্ত করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। (৭/৬৪৭)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٣٦ (١٧٨٨) : عن أنس قال: «ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خوان، ولا في سكرجة، ولا خبز له مرقق» قال: فقلت لقتادة: فعلام كانوا يأكلون؟ قال: «على هذه السفر» -

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٢١/ ٣٤ : والأكل على الخوان من دأب المترفين وصنع الجبابرة. قلت: ليس فيما ذكر كله بيان هيئة الخوان، وهو طبق كبير من نحاس تحته كرسي من نحاس ملزوق به، طوله قدر ذراع يرص فيه الزبادي ويوضع بين يدي كبير من المرتفين-

📖 فيه أيضا ٢١/ ٤٤ : المستحب في صفة الجلوس للأكل أن يكون جانبا على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۱۱۶ : سوال- یہاں افریقہ میں کرسی پر بیٹھکر کھانا کھانے کا رواج ہے نیز کھاتے وقت جوتے بھی نہیں اتارتے کیا اس طرح کھانا جائز ہے؟

الجواب- یہ طریقہ سنت کی خلاف ہے جہاں یہ کفار وفساق کا شعار ہے وہاں بالکل ممنوع ہے، جہاں شعار نہیں بلکہ عام ہے کہ صالحین کا بھی یہی طریقہ ہے وہاں اس میں اس درجہ تشدد نہیں بلکہ فی الجملہ خفت ہے لیکن خلاف سنت پھر بھی ہے۔

যৌথভাবে এক পাত্রে খানা খাওয়া

প্রশ্ন : কয়েকজন মিলে বড় বর্তনে বা এক ডিশে একত্রে খাওয়া কি সুন্নাত? যদি সুন্নাত হয়ে থাকে তাহলে হাদীসের কিতাব থেকে প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : এক পাত্রে একাধিক লোক একত্রে খানা খাওয়া সুন্নাত। (৯/৪৪৩)

📖 سورة النور الآية ٦١ : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾

Scanned by CamScanner

📖 تفسير ابن كثير (دار طيبة) ٦/ ٨٦ : وقال قتادة: وكان هذا الحي من بني كنانة، يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية، حتى إن كان الرجل ليسوق الذود الحفل وهو جائع، حتى يجد من يؤاكله ويشاربه، فأنزل الله: {ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا} .

فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده، ومع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك، كما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا الوليد بن مسلم، عن وحشي بن حرب، عن أبيه، عن جده؛ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع. قال: "فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه".

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٦٢٤ (٣٧٦٤) : وحشي بن حرب، عن أبيه، عن جده، أن أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: «فلعلكم تفترقون؟» قالوا: نعم، قال: «فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه» .

📖 فيه أيضا ٣/ ١٦٢٨ (٣٧٧٣) : حدثنا عبد الله بن بسر، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة - يعني وقد ثرد فيها - فالتفوا عليها، فلما كثروا جثا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم «إن الله جعلني عبدا كريما، ولم يجعلني جبارا عنيدا» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا من حواليها، ودعوا ذروتها، يبارك فيها».

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ٦/ ٤٣١ : اسی طرح ایک ساتھ ملکر ایک برتن میں کھانا بھی مسنون اور باعث برکت ہے... ... نیز حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک بہت بڑا پیالہ تھا جس میں سب ایک ساتھ ملکر کھاتے تھے... ... نیز حدیث میں ہے خدا کا پسندیدہ کھانا وہ ہے جس میں بہت سے ہاتھ ہوں۔

Scanned by CamScanner

একই পাত্রে একত্রে খানা খাওয়ার ফজীলত

প্রশ্ন : তাবলীগি ভাইদের দেখা যায় তারা একসাথে বড় প্লেটে খাবার খায়। এভাবে খাবার খাওয়াতে কি কোনো ফজীলত আছে?

উত্তর : পৃথক পৃথক প্লেটে খাবার খাওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ ও নাজায়েয নয়, যা কোরআনের আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত। তাই ফকীহগণের দৃষ্টিতে পৃথক প্লেটে খানা খাওয়া উত্তম ও বরকত পরিপন্থী হলেও সুন্নাত পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে বড় প্লেটে খানা খাওয়া অবশ্যই বরকতময় ও ফজীলতপূর্ণ কাজ। কারণ এ পদ্ধতি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের আমলেও বিদ্যমান। (১৫/৩৯৩)

📖 سورة النور الآية ٦١ : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾

📖 تفسير ابن كثير (دار طيبة) ٦/ ٨٦ : وقال قتادة: وكان هذا الحي من بني كنانة، يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده في الجاهلية، حتى إن كان الرجل ليسوق الذود الحفل وهو جائع، حتى يجد من يؤاكله ويشاربه، فأنزل الله: {ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا} .

فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده، ومع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك، كما رواه الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا الوليد بن مسلم، عن وحشي بن حرب، عن أبيه، عن جده؛ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نأكل ولا نشبع. قال: "فلعلكم تأكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه".

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٤٣١ (٥٣٧٦) : عن وهب بن كيسان، أنه سمع عمر بن أبي سلمة، يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» فما زالت تلك طعمتي بعد -

📖 فتح الباري (دار المعرفة) ٩/ ٥٢٢ : فجعلت آكل من نواحي الصحفة وهو يفسر المراد والصحفة ما تشبع خمسة ونحوها وهي أكبر من القصعة -

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٦٢٤ (٣٧٦٤) : وحشي بن حرب، عن أبيه، عن جده، أن أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: «فلعلكم تفترقون؟» قالوا: نعم، قال: «فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه».

📖 بذل المجهود (دار الكتب العلمية) ١٦/ ٩٣ : قوله فلعلكم تفترقون) أن تأكلون متفرقين قالوا نعم، قال يا رسول الله ﷺ (فاجتمعوا على طعامكم) أى كلوا مجتمعين.

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ١٠٩٣ (٣٢٨٧) : سمعت عمر بن الخطاب، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا جميعا، ولا تفرقوا، فإن البركة مع الجماعة».

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ٤٣١ : اسی طرح ایک ساتھ ملکر ایک برتن میں کھانا بھی مسنون اور باعث برکت ہے... ... نیز حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک بہت بڑا پیالہ تھا جس میں سب ایک ساتھ ملکر کھاتے تھے... ... نیز حدیث میں ہے خدا کا پسندیدہ کھانا وہ ہے جس میں بہت سے ہاتھ ہوں۔

মেহমানের অন্যের মুখে বা প্লেটে খানা তুলে দেওয়া

প্রশ্ন : আমরা অনেক সময় কয়েকজন মেহমানকে একসাথে বড় এক প্লেটে খানা খেতে দিই। এখন তারা যদি একজনের সম্মুখের খাবার অপরের হাতে বা মুখে তুলে দেয় তা জায়েয হবে কি না? তেমনিভাবে আমরা কয়েকজন মেহমানকে একই দস্তরখানে ভিন্ন ভিন্ন প্লেটে খেতে দিই, তখন তারা যদি নিজ প্লেট থেকে কিছু খাবার অপরের প্লেটে দেয়, তা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : একই প্লেটে খাওয়ার জন্য বসা মেহমানরা পরস্পর খাবারের আদান-প্রদান করতে কোনো আপত্তি নেই। পক্ষান্তরে ভিন্ন ভিন্ন দস্তরখানে বসা মেহমানদের পরস্পর খাবারের আদান-প্রদানের অনুমতি নেই। কিন্তু একই দস্তরখানে ভিন্ন ভিন্ন প্লেটে বসা মেহমানরা পরস্পর খাবারের আদান-প্রদান কতে পারবে কি না বিষয়টি বিতর্কিত। জায়েয ও নাজায়েয উভয় ধরনের মত রয়েছে। বাস্তবে বিষয়টির বৈধতা-অবৈধতা নির্ভর করে মালিকের মানসিকতার ওপর। সে এরূপ করার দ্বারা নাখোশ হবে জানলে জায়েয হবে না এবং অসন্তুষ্ট হবে না বলে বিশ্বাস হলে জায়েয হবে। তার মানসিকতা না জানা অবস্থায় নাজায়েয হবে, যদি এ ধরনের প্রচলন না থাকে। (৮/৩৩০)

Scanned by CamScanner

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٢١/ ٦٥ : وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. أما جواز مناولة بعضهم بعضا في مائدة واحدة فلأن الطعام قدم لهم بأعيانهم وهم شركاء فيه، فإذا ناول واحد منهم صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ماله فيه معه من المشاركة، وأما منع ذلك من مائدة إلى مائدة أخرى فلعدم مشاركة من كان في المائدة الأخرى لمن كان في المائدة الأولى، والمناول فيه، وإن كان له حق فيها بين يديه ولكن لا حق للآخر فيه في تناوله منه إذ لا شركة له فيه.

📖 الفتاوى الخانية (أشرفيه) ٤/ ٣٦٦ : وإذا كان الرجل على مائدة فناول غيره من طعام المائدة إن علم أن صاحبه لا يرضى به لا يحل له ذلك، وإن علم أنه يرضى به فلا بأس به، وإذا اشتبه عليه لا يناول ولا يعطى سائلا-

আহারের পর মিষ্টি মুখ করার হুকুম

প্রশ্ন : খানার শেষে মিষ্টি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার বা ফল খাওয়া কি সুন্নাত?

উত্তর : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মধু, হালুয়া বা মিষ্টিজাত দ্রব্যকে অধিক পছন্দ করতেন বলে হাদীস শরীফে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে খাওয়ার শেষে মিষ্টি বা মিষ্টিজাত দ্রব্য খাওয়া সুন্নাত তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। (৬/৮০৮)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٤٤٢ (٥٤٣١) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل» -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۴۱۴- ۴۱۵ : سوال- عوام الناس میں مشہور ہے کہ کھانا کھانے بعد میٹھائی کھانا سنت ہے؟ یہ کہاں تک درست ہے کیا اس کی کوئی اصل ہے؟

الجواب- ... ... (۳) حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کو میٹھا پسند تھا، اور زیادہ تر کھانا تو یہی ہوتا تھا کہ کھجور کھالی پانی پی لیا کئی کئی وقت کھجور کی نوبت بھی نہیں آتی تھی، شکم مبارک پر پتھر باندھتے تھے، تین تین چاند نظر آتے تھے کہ گھر میں آگ نہیں، کبھی گوشت آگیا تو آگ سلگنے کی نوبت آتی کبھی صرف دودھ ہی پی لیا اس میں شکر نہیں ہوتی

Scanned by CamScanner

তখন হক তা'আলা ফরমায়েছিলেন যে, আপনি যদি চান তবে পাহাড়কে সোনা বানিয়ে দেয়া হবে। জবাবে আমি আরজ করেছিলাম, আমি চাই যে, একদিন খাবার পাই, যাতে শুকরিয়া আদায় করতে পারি, আর একদিন উপোস থাকি, যাতে সবর করতে পারি।

'খানা খাওয়ার চারটি ফরয'

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বললেন, খানা খাওয়ার মধ্যে চারটি ফরয। যথা : ১. হালাল খাওয়া, ২. আল্লাহর নিয়ামত মনে করে খাওয়া, ৩. রাজি হয়ে খাওয়া ও ৪. ইবাদত করার জন্য খাওয়া। উক্ত বর্ণনা কি সঠিক?

উত্তর : হালাল খানা খাওয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। তবে এটাকে খানার ফরয বলে গণ্য করার প্রমাণ কোনো ফাতওয়ার কিতাবে নেই। হালাল খাওয়া, আল্লাহর নিয়ামত মনে করে খাওয়া, রাজি হয়ে খাওয়া, ইবাদত করার জন্য খাওয়া খানার আদবের অন্তর্ভুক্ত এবং বিভিন্ন হাদীসে তার প্রমাণও বিদ্যমান। (৮/৯৬৭)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٢٥ (٢٠٦٤) : عن أبي هريرة، قال: «ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله، وإن كرهه تركه».

📖 المعجم الكبير للطبراني (مكتبة ابن تيمية) ١٠/ ٧٤ (٩٩٩٣) : عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «طلب الحلال فريضة بعد الفريضة» -

📖 المدخل (دار الفكر) ١/ ٢١٨ : وينبغي له أن يستحضر قبل التسمية أو معها كيفية السلوك إلى الله تعالى بأكله فينوي أن يستعين بأكله ذلك على طلب العلم لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة» انتهى. ويضيف إلى ذلك نية الافتقار والحاجة والإضطرار والمسكنة مع نية الوجوب والندب المتقدمي الذكر في التقسيم، ونوع من الاعتبار والتعلق بمولاه والشكر والرجوع إليه في أكله وفي تخليصه من آفة أكله فإن له ملكا موكلا بالطعام وآخر بالشراب فإذا أخذ لقمة سوغها له الملك ومثله في الشراب، فإذا قدر أنه يشرق تخلى عنه الملك بإذن ربه حتى ينفذ فيه ما قدر عليه فيحتاج أن يعرف قدر نعم الله تعالى عليه في تسويغ هذه اللقمة والشربة -

Scanned by CamScanner

গরম পানিতে মুরগি ড্রেসিং করা

প্রশ্ন : ফার্মের মুরগি ড্রেসিং করার পূর্বে ভেতরের ময়লা বের করে গরম পানিতে দেওয়া হয় যাতে করে পশম ইত্যাদি সহজে উঠে যায়। জানার বিষয় হলো, প্রথম মুরগিটি গরম পানিতে দেওয়া হয়, মুরগির রক্ত ও ময়লা ইত্যাদি দ্বারা পানি পরিবর্তন হয়ে যায়। অতঃপর উক্ত গরম পানিতে একের পর এক শত শত মুরগি দেওয়া হয় এবং উক্ত পানি মুরগির ভেতর প্রবেশ করে ওই সমস্ত মুরগি হালাল হবে কি না?

উত্তর : নাপাক ফুটন্ত পানিতে অধিক সময় ধরে মুরগি ডুবিয়ে রাখা হলে গোশত নাপাক বলে গণ্য হবে, অন্যথায় নাপাক হবে না। সর্বাবস্থায় গরম ফুটানো পানিতে জবাইকৃত মুরগি ডুবিয়ে পরিষ্কার করা মাকরূহ বলে গণ্য বিধায় তা বর্জনীয়। (১৭/৭২৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٣٤ : (قوله: وكذا دجاجة إلخ) قال في الفتح: إنها لا تطهر أبدا لكن على قول أبي يوسف تطهر، والعلة - والله أعلم - تشربها النجاسة بواسطة الغليان، وعليه اشتهر أن اللحم السميط بمصر نجس، لكن العلة المذكورة لا تثبت ما لم يمكث اللحم بعد الغليان زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۳۳۶ : مرغی کو انتے وقت کھولتے ہوئے پانی میں رکھا کہ گوشت نے اس پانی کو اچھی مقدار میں پی لیا اور باطن لحم میں اس کا اثر پہونچ گیا تو اس مرغی کا کھانا جائز نہیں ہوتا یہ مرغی ناپاک ہو جائے گی۔

নাড়ি-ভুঁড়ি বের না করে গরম পানিতে হাঁস-মুরগি ড্রেসিং করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটা প্রথা চালু আছে যে হাঁস-মুরগি জবাই করার পর ভেতরের নাড়ি-ভুঁড়ি বের না করেই জবাইকৃত হাঁস-মুরগিকে গরম পানিতে দেওয়া হয়। যেমন বর্তমানে বাজারে দুই-চার টাকা দিলে মুরগির পশম গরম পানির মেশিনের দ্বারা পরিষ্কার করে দিয়ে থাকে। এমতাবস্থায় ভেতরের ভুঁড়ি রেখে গরম পানিতে দেওয়া হাঁস-মুরগির শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : জবাইকৃত হাঁস-মুরগির ভুঁড়ি বের না করে গরম পানিতে দেওয়ার দ্বারা যদি গোশতের ভেতর নাপাকি অনুপ্রবেশ করে থাকে তাহলে ওই গোশত খাওয়া বৈধ হবে না। অন্যথায় ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করার পর তা খাওয়াতে আপত্তি নেই। এ ক্ষেত্রে

Scanned by CamScanner

নাপাকি অনুপ্রবেশ করা না করার বিষয়টি গরম পানির ধরন ও তাতে মুরগি রাখার সময়ের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। তাই তা ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা জরুরি। তবে সর্বাবস্থায় এভাবে হাঁস-মুরগি পরিষ্কার না করার মধ্যেই সতর্কতা। (১০/৫৮৮)

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۴/ ۳۰۱ : الجواب-آلائش نکالنے سے قبل گرم پانی ڈالنے سے اگر نجاست گوشت کے اندر سرایت کر جائے تب تو گوشت کسی طرح پاک ہی نہیں ہو سکتا اور اگر تھوڑی دیر کیلئے ڈالا گیا ہے کہ گوشت میں نجاست نے سرایت نہ کیا ہو تو اوپر کی ناپاکی تین مرتبہ دھونے سے دور ہو سکتی ہے جیسا کہ شامی میں تصریح کی ہے لیکن سرایت کرنے کی نہ کرے شناخت پورے طور پر ہونا ضروری ہے اور بہتر یہ ہے کہ آلائش نکالنے کے بعد پانی میں ڈالے یا بغیر پانی ڈالے پر الگ کر دے شبہ میں کیوں پڑے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۲۲۸ : سوال-اگر ٹڈی کو مارنے کیلئے گرم پانی میں ڈالا جائے تو کیا یہ فعل جائز ہے یا نہیں؟ ویسے مشکل سے مرتی ہے۔
الجواب-زندہ جانور کو گرم پانی ڈالنا گناہ ہے پھر اگر پانی تیز گرم ہے اور ٹڈی کو اس میں اتنی دیر رکھا گیا کہ اس کے فضلہ کی نجاست گوشت میں سرایت کر گئی تو یہ ٹڈی حرام ہو گی اب اس کے پاک کرنے کی کوئی صورت نہیں۔

মুরগি ড্রেসিং করে উপার্জন

প্রশ্ন : বর্তমানে অনেক জায়গায় হাঁস-মুরগি জবাই করে ময়লা বের করা ব্যতীত গরম পানিতে দিয়ে মেশিনের সাহায্যে এক মিনিটের মধ্যেই পরিষ্কার করা হয়, তারপর আঁত ও ময়লা কেটে বের করে। গ্রামের অনেক মহিলারা ফুটন্ত পানিতে ফেলে এমনিভাবে পশম পরিষ্কার করে পরে ময়লা বের করে। প্রশ্ন হলো, এভাবে পশম পরিষ্কার করা জায়েয হবে কি না? আর যারা মেশিনের মাধ্যমে এ কাজ করে অর্থ উপার্জন করছে তাদের উক্ত উপার্জন শরীয়তে হালাল হবে কি না?

উত্তর : গরম পানিতে হাঁস বা মুরগির পালক ছাপ করাতে কোনো আপত্তি নেই। তিনবার ধুয়ে খাওয়া যাবে। তবে যদি এত দেরি পরিমাণ রাখা হয় যে, পেটের ময়লা-আবর্জনা গোশতের সাথে মিশে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা হয় অথবা ফুটন্ত অবস্থায় গরম পানিতে দেওয়ার সাথে সাথে না উঠানো হয় তখন গোশত নাপাক ও হারাম হয়ে যাবে। এ জন্য এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের অতীব প্রয়োজন। এরূপ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক কাজ করে পয়সা উপার্জন করা জায়েয হবে এবং উপার্জিত পয়সা হালাল হবে। (৫/২৯১)

Scanned by CamScanner

📖 حاشية الطحطاوى على المراقى (قديمى كتبخانه) ص ١٦٠ : قوله: "وعلى هذا الدجاج الخ" يعني لو ألقيت دجاجة حال غليان الماء قبل أن يشق بطنها لتنتف أو كرش قيل أن يغسل إن وصل الماء إلى حد الغليان ومكثت فيه بعد ذلك زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم لا تطهر أبدا إلا عند أبي يوسف كما مر في اللحم وان لم يصل الماء إلى حد الغليان أو لم تترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى سطح الجلد لإنحلال مسام السطح عن الريش والصوف تطهر بالغسل ثلاثا-

ড্রেসিং করা ও নাড়ি-ভুঁড়ি ড্রেসিংকারীর রেখে দেওয়া

প্রশ্ন : ক) মুরগি জবেহ করার পর নাড়ি-ভুঁড়িসহ এক-দুবার গরম পানিতে চুবিয়ে ড্রেসিং করাতে কোনো অসুবিধা আছে কি?

খ) জবাই করার পর গলায় যে অবশিষ্ট রক্ত থাকে, এমনিভাবে অনেক সময় মুরগির পায়ে বা মল-মূত্র স্থানে পায়খানা লেগে থাকে। ড্রেসিংকালে মুরগিটি গরম পানিতে চুবানোর সময় নাপাকি পানির সাথে মিশ্রিত হওয়ায় গোশতের মধ্যে কোনোরূপ প্রভাব ফেলবে?

গ) অনেক স্থানে ড্রেসিংয়ের পূর্বে নাড়ি-ভুঁড়ি বের করে রাখা হয়। কথা হলো ওই নাড়ি-ভুঁড়ি বিক্রি করা জায়েয হবে কি না? আর ভুঁড়ির মালিক কে? ক্রেতা, নাকি বিক্রেতা? কেননা জীবিত অবস্থায় ওজন করে মুরগি বিক্রি করা হয়।

উত্তর : ক) নাড়ি-ভুঁড়ি গলে গোশতের সাথে এর নাপাকি মিশে না যায় এমনভাবে চুবিয়ে ড্রেসিং করতে অসুবিধা নেই। মুরগির গায়ে নাপাক থাকাবস্থায় পানিতে দিলে ওই পানি নাপাক হয়ে যায়। এরূপ নাপাক পানিতে এতক্ষণ রাখতে পারবে, যাতে চামড়ার ভেতর না যায়। আর যদি চামড়ার ভেতরে যায়; কিন্তু গোশতের ভেতর না যায় তাহলে ওই গোশত চামড়া ছিলানোর পর তিনবার ভালোভাবে পানিতে ধুয়ে নিলে পাক হয়ে যায়।

খ) ওই গোশত খাওয়া জায়েয হবে। আর যদি নাপাকি গোশতের ভেতর প্রবেশ করে তাহলে তা পাক করার কোনো ব্যবস্থা নেই।

Scanned by CamScanner

সাধারণত ড্রেসিংয়ের প্রয়োজনে অল্প সময় পানিতে চুবানো হয়। বেশিক্ষণ চুবানো হলে ড্রেসিং করতে অসুবিধা হয়, তাই গোশত নাপাক হওয়ার কোনো কারণ নেই। তার পরও যদি অঘটন ঘটে যায় তখনকার জন্য উপরোক্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া হলো।

গ) নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার পূর্বে বিক্রয়কৃত মুরগির নাড়ি-ভুঁড়ির মালিক ক্রেতা। এমতাবস্থায় সে স্বেচ্ছায় তা দিয়ে যাওয়া বোঝা না গেলে ড্রেসিংকারীর জন্য তা ভোগ করা সহীহ হবে না। (৮/৪২৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/٦٨٨ : (قوله: هو الإيجاب) وفي خزانة الفتاوى: إذا دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة التمليك بيري.قلت: فقد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترط، بل تكفي القرائن الدالة على التمليك كمن دفع لفقير شيئا وقبضه، ولم يتلفظ واحد منهما بشيء-

📖 حاشية الطحطاوى على المراقى (قديمى كتبخانه) ص ١٦٠ : قوله: "وعلى هذا الدجاج الخ" يعني لو ألقيت دجاجة حال غليان الماء قبل أن يشق بطنها لتنتف أو كرش قيل أن يغسل إن وصل الماء إلى حد الغليان ومكثت فيه بعد ذلك زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم لا تطهر أبدا إلا عند أبي يوسف كما مر في اللحم وان لم يصل الماء إلى حد الغليان أو لم تترك فيه إلا مقدار ما تصل الحرارة إلى سطح الجلد لإنحلال مسام السطح عن الريش والصوف تطهر بالغسل ثلاثا-

📖 سنن الدار قطنى (٢٨٨٥) : **عن أنس بن مالك , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»**

কাঁকড়ার ব্যবসা করা

প্রশ্ন : কাঁকড়া বেচা কেনা করতে পারবে কি না? কাঁকড়া বিক্রয় করে অর্থ গ্রহণ করতে পারবে কি? এবং কাঁকড়া ভক্ষণ করতে পারবে কি না? শরীয়তের দৃষ্টিতে কাঁকড়ার স্থান কতটুকু? জানতে চাই।

উত্তর : কাঁকড়া হারাম জন্তু। এটা খাওয়া নাজায়েয। অবশ্য তা মানুষের কোনো প্রয়োজনে ব্যবহৃত হলে বিক্রয় করে মূল্য গ্রহণ করা জায়েয আছে। (৩/৩৩)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٣٥ : فالحيوان في الأصل نوعان: نوع يعيش في البحر، ونوع يعيش في البر أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه وهذا قول أصحابنا - رضي الله عنهم -، وقال بعض الفقهاء وابن أبي ليلى - رحمهم الله - إنه يحل أكل ما سوى السمك من الضفدع، والسرطان، وحية الماء وكلبه وخنزيره، ونحو ذلك لكن بالذكاة، وهو قول الليث بن سعد - رحمه الله - إلا في إنسان الماء وخنزيره أنه لا يحل، وقال الشافعي - رحمه الله -: يحل جميع ذلك من غير ذكاة وأخذه ذكاته، ويحل أكل السمك الطافي. أما الكلام في المسألة الأولى فهم احتجوا بظاهر قوله تبارك وتعالى {أحل لكم صيد البحر} واسم الصيد يقع على ما سوى السمك من حيوان البحر فيقتضي أن يكون الكل حلالا، وبقول النبي - عليه الصلاة والسلام - حين «سئل عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه والحل ميتته» وصف ميتة البحر بالحل من غير فصل بين السمك وغيره، ولنا قوله تبارك وتعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} من غير فصل بين البري والبحري، وقوله عز شأنه {ويحرم عليهم الخبائث} والضفدع والسرطان والحية ونحوها من الخبائث -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ١١٤ : ولا يجوز بيع ما يكون في البحر كالضفدع والسرطان وغيره إلا السمك ولا يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه كذا في المحيط. وفي النوازل ويجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها في الأودية وإن كان لا ينتفع بها لا يجوز والصحيح أنه يجوز بيع كل شيء ينتفع به كذا في التتارخانية. ويجوز بيع جميع الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار كذا في جواهر الأخلاطي.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٢٢٧ : (كما لا يجوز) بيع هوام الأرض كالخنافس والقنافذ والعقارب والوزغ والضب (و) لا هوام (البحر كالسرطان) وكل ما فيه سوى سمك وجوز في القنية بيع ماله ثمن كسقنقور وجلود خز وجمل الماء لو حيا وأطلق الحسن الجواز وجوز أبو الليث بيع الحيات إن انتفع بها في الأدوية وإلا لا -

Scanned by CamScanner

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٤/ ٢١٧ : والضابط عندهم: اى الحنفية، أن كل ما فيه منفعة تحل شرعاً، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعاً}

📖 بذل المجهود (دار الكتب العلمية) ١٦/ ١٩٩ : وهو إن ميتة البحر جاز أكلها فيما ثبت الجواز وهو السمك وما لم يثبت جواز الأكل ولا حرمة الانتفاع جاز الانتفاع به فى غير الأكل، ويدخل فى هذ الباب الضفدع والسرطان وسائر دواب البحر فإن الانتفاع بها أجمع حلال فى غير الأكل من دون ذبح-

চিংড়ি ও কাঁকড়ার হুকুম এক নয়

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মুসলমানদের মধ্যে কাঁকড়া খাওয়া শুরু হয়েছে। কাউকে নিষেধ করলে সে বলে চিংড়ি মাছ খান না(?) চিংড়ি আর কাঁকড়া খাওয়া একই কথা, চিংড়ি মাছ খাওয়া মাকরূহ এবং কাঁকড়া খাওয়াও মাকরূহ। তার দাবি কি সঠিক?

উত্তর : জলজ প্রাণীর মধ্যে মাছ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী খাওয়া জায়েয নয়। চিংড়ি মাছ কি না, এ নিয়ে কিছুসংখ্যক উলামায়ে কেরাম সন্দেহ পোষণ করলেও বেশির ভাগ উলামায়ে কেরাম চিংড়িকে মাছ বলে গণ্য করেছেন এবং সামুদ্রিক মাছ সম্পর্কে যারা জ্ঞাত, তাদের মতে চিংড়িও মাছের অন্তর্ভুক্ত, তাই চিংড়ি মাছ খাওয়া হালাল। কাঁকড়া কারো মতেই মাছের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং কাঁকড়াকে কিতাবে পানির বিচ্ছু বলা হয়েছে। সুতরাং কাঁকড়া খাওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল বলা যাবে না। চিংড়ির সাথে তুলনা করা অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। (১৩/৫৫১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٣٥ : فالحيوان في الأصل نوعان: نوع يعيش في البحر، ونوع يعيش في البر أما الذي يعيش في البحر فجميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه وهذا قول أصحابنا - رضي الله عنهم -، وقال بعض الفقهاء وابن أبي ليلى - رحمهم الله - إنه يحل أكل ما سوى السمك من الضفدع، والسرطان، وحية الماء وكلبه وخنزيره، ونحو ذلك لكن بالذكاة، وهو قول الليث بن سعد - رحمه الله - إلا

Scanned by CamScanner

في إنسان الماء وخنزيره أنه لا يحل، وقال الشافعي - رحمه الله -: يحل جميع ذلك من غير ذكاة وأخذه ذكاته، ويحل أكل السمك الطافي. أما الكلام في المسألة الأولى فهم احتجوا بظاهر قوله تبارك وتعالى {أحل لكم صيد البحر} واسم الصيد يقع على ما سوى السمك من حيوان البحر فيقتضي أن يكون الكل حلالا، وبقول النبي - عليه الصلاة والسلام - حين «سئل عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه والحل ميتته» وصف ميتة البحر بالحل من غير فصل بين السمك وغيره، ولنا قوله تبارك وتعالى {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} من غير فصل بين البري والبحري، وقوله عز شأنه {ويحرم عليهم الخبائث} والضفدع والسرطان والحية ونحوها من الخبائث -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۳۴۰ :الجواب-ان جانوروں کا کھانا احنافؒ کے نزدیک جائز نہیں اگر یہ چیزیں کسی ضرورت میں مثلاً دوا کے طور پر خارجی استعمال میں مفید ہوں یا گوہ کی کھال کارآمد ہو تو ان زندہ جانوروں کی بیع وشراء شرعاً درست ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۱۲۴ : جھینگا مچھلی مختلف فیہ ہے، جو علماء اسے مچھلی کی قسم سمجھتے ہیں، وہ حلال کہتے ہیں۔

ঝিনুকের চুন খাওয়া বৈধ

প্রশ্ন : ঝিনুকের খোসা দিয়ে তৈরি করা চুন, যা পানের সাথে খাওয়া হয়, তা হালাল কি না?

উত্তর : পাথর বা ঝিনুক থেকে তৈরি করা চুন পানের সাথে খাওয়া জায়েয। (৩/৫৪)

📖 نفع المفتی والسائل ص ۹۳ : الاستفسار : هل يجوز أكل النورة فی الورق المأكول فی أمصار الهند وهو التنبول ؟
الاستبشار : نعم، فی نصاب الاحتساب : وذكر الحلوانی أن أكل الطين إن كان يضر يكره وإلا فلا، وإن كان يتناوله قليلا أو يفعله أحيانا لا يكره، قال العبد أصلح الله شأنه : ويقاس على هذا أنه يباح أكل النورة فی الورق المأكول فی ديار الهند؛ لأنه نافع -

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵ / ۲۰۱ : سوال- چونے کا کیا حکم ہے حلانکہ وہ بھی راکھ ہی ہے ایک تو پتھر کا ہے جو معروف ہے دوسری قسم صدف جلا کر بنایا جاتا ہے کیا دونوں کے حکم میں کچھ فرق ہوگا؟

الجواب- چونہ پان میں بقدر ضرورت کھانا جائز ہے پتھر اور صدف دونوں چونوں کا ایک ہی حکم ہے۔

শংকর/সাহস খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় হাট-বাজারে কচ্ছপ ও কাছিমের মতো গোলাকার জলজ প্রাণী বিক্রয় হয়। তার লেজ গরুর লেজের মতো সরু ও লম্বা। এ প্রাণীটি বাচ্চা প্রসব করে। আমাদের অঞ্চলে তাকে সাহস মাছ বলে। কোনো কোনো অঞ্চলে একে শংকর মাছ বলে। প্রকৃতপক্ষে তা মাছ কি না সন্দেহ। সাহস বা শংকর নামক এই জলজ প্রাণীটি প্রকট দুর্গন্ধযুক্ত ও খবিশ শ্রেণীর প্রাণী বলে আমাদের অঞ্চলের উলামায়ে কেরাম একে হারাম বলে মনে করেন। উল্লিখিত বিষয়ে শরীয়তসম্মত মাসআলা জানতে চাই।

উত্তর : জলজ প্রাণীর মধ্যে কেবল মাছই ভক্ষণীয় প্রাণী। তবে মাছের নির্ভুল পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। তাই প্রত্যেক এলাকার মুসলমানদের মধ্যে মাছ হিসেবে যে প্রাণী খাওয়ার প্রথা আছে, তা মাছ হবে। এ ছাড়া অন্য প্রাণী খাওয়া যাবে না। প্রশ্নে উল্লিখিত প্রাণী সাধারণত মাছ হিসেবে ভক্ষণ করার প্রথা না থাকায় তা খাওয়া যাবে না। যদিও ব্যবহারে মাছ শব্দ বলা হোক না কেন। (১/৩৫৮)

📖 الهداية (أشرفيه) ٤/ ٤٢٦ : "ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك"۔

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ٣٢٧ : السمك ما يقال له أنه سمك وهو حيوان مائی له أنواع كثيرة لا تحصیٰ واشكال مختلفة لا تستقصیٰ۔

📖 جواهر الفتاوی ۲/ ۵۹۸ : مچھلی کی انواع اور اقسام کی معرفت اور پہچان کے بارے میں ماہرین سمک کی رائے معتبر ہے، یعنی ماہرین سمک مچھلی قرار دیویں انہین مچھلی قرار دیا جائیگا، اور جنہیں مچھلی قرار نہ دیں وہ مچھلی قرار نہ دیا جائیگا کیونکہ یہ بات مسلم اور حقیقت میں سے ہے کہ اہل لسان اور اہل لغت کی تحقیق کے بعد آخری رائے اس کے ماہرین ہی دیتے ہیں اور مچھلی کی مہارت براصل سمندر پر رہنے والوں کو ہے، جن کے شب و روز بلکہ چوبیس گھنٹے کے اوقات اس میں گذرتے ہیں اور رہتے ہیں وہ زیادہ ماہر ہوتے ہیں لہذا انہیں کی رائے معتبر ہوگی جو علماء اس بارے میں ناواقف ہیں انہیں اہل لغت واہل عرف کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔

Scanned by CamScanner

শামুক-ঝিনুক হাঁস-মুরগিকে খাওয়ানো

প্রশ্ন : শামুক-ঝিনুক ও কচ্ছপের গোশত হাঁস-মুরগিকে খাওয়ানো শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত জীবগুলোর গোশত হাঁস-মুরগিকে খাওয়ানো জায়েয হবে। (৫/২৮১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣١١ : رجل ذبح كلبه أو حماره جاز أن يطعم سنوره من ذلك وليس له أن يطعمه خنزيره أو شيئا من الميتة كذا في السراجية.

পিঁপড়াসহ তরকারি খাওয়া

প্রশ্ন : তরকারিতে অনেক সময় লাল লাল গুঁড়ি পিঁপড়া থাকে, যা যথাসম্ভব ফেলে দেওয়ার পরও কিছু থেকে যায়। এ অবস্থায় যদি পিঁপড়া থেকে যায়, তাহলে উক্ত তরকারি খাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : তরকারির যে অংশে পিঁপড়া থাকে তা পরিষ্কার করার শর্তে খাওয়া যাবে, যা পরিষ্কার করা যায় না, তা খাবে না। এমনভাবে ফেলে দেবে যেন অন্য প্রাণীর জন্য আহার হতে পারে। (১২/২৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٠٤ : ولا يحل ذو ناب يصيد بنابه أو مخلب يصيد بمخلبه ولا الحشرات واحدها حشرة بالتحريك فيهما: كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع والزنبور والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد، وما قيل إن الحشرات هوام الأرض كاليربوع وغيره-

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ٢٥٠ : الجواب- مکھی اور چیونٹی میں دم سائل نہیں ہے اس لئے پاک ہے مگر کھانا حلال نہیں، خارجی استعمال درست ہے داخلی استعمال درست نہیں، لہذا اس کا کوئی جزء شربت میں پڑتا ہو تو اس کا استعمال جائز نہ ہوگا۔

Scanned by CamScanner

পটকা মাছ খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় টেপা মাছ তথা পটকা মাছ নিয়ে মতানৈক্য শুরু হয়েছে। কেউ খুব আয়েশ করে খায়, আবার কেউ ঘৃণা করে জায়েয মনে করে না। জানার বিষয় হলো, পটকা আসলে মাছ কি না?

উত্তর : হানাফী মাযহাব মতে, পানির জীবের মধ্যে শুধু মাছ খাওয়া হালাল। আর মাছের পরিচায়ক কোনো সংজ্ঞা বা ধরন ফিকাহবিদদের কাছে নির্ধারিত নেই। বরং সর্বসাধারণ বা মুসলিম মাছ বিশেষজ্ঞদের নিকট মাছ হিসেবে যে জীবটি পরিচিত, শরীয়তের দৃষ্টিতে ওই মাছ খাওয়া জায়েয। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পটকা মাছটি যেহেতু অধিকাংশ লোকের নিকট মাছ হিসেবেই পরিচিত, তাই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হলে এ মাছ খাওয়া জায়েয হবে। (১২/৯০)

📖 التعريفات الفقهية (المكتبة الأشرفية) ص ٣٢٧ : السمك، ما يقال إنه سمك وهو حيوان مائى لها أنواع كثيرة لا تحصى وأشكال مختلفة لا تستقصى.

📖 دائرة المعارف الإسلامية ١٢/ ٢٤ : السمك، حيوان من خلق الماء وآخر رتبة الحيوانات الفقرية دمه أحمر يتنفس فى الماء بواسطة خياشيم وله كسائر الحيوانات الفقرية هيكل عظمى.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۲۵۰ : ماہرین حیوانات نے مچھلی کی تعریف میں چار چیزیں ذکر کی ہیں، (۱) ریڑھ کی ہڈی (۲) سانس لینے کے گلپھڑ (۳) تیرنے کے پنکھ (۴) ٹھنڈا خون۔

পটকা আর চিংড়ির হুকুম এক কি না

প্রশ্ন : পটকা মাছ নাকি চিংড়ির ন্যায়? তাতে উলামায়ে কেরামগণের দ্বিমত আছে কি না? এবং চিংড়ির ব্যাপারে দ্বিমত মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে, না হারাম হওয়ার ব্যাপারে? এ ক্ষেত্রে কোন মত বেশি অগ্রগণ্য?

উত্তর : শুধুমাত্র ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ব্যতীত সমস্ত উলামায়ে কেরামের নিকট 'পটকা' মাছের অন্তর্ভুক্ত। যেসব আলেম চিংড়িকে মাছের অন্তর্ভুক্ত নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই গবেষণার পর মাছের অন্তর্ভুক্ত বলে মত পোষণ করেছেন। তদুপরি

Scanned by CamScanner

অধিকাংশ আলেম ও মুফতীগণের নিকট তা মাছেরই অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা খাওয়া হালাল হবে। এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। (১১/৫৮৬)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣/ ٥١٤ : ولا شك أن عند اختلاف العرف يعتبر عرف اهل العرب لأن استثناء السمك من ميتات البحر إنما وقع باللغة العربية، وقد أسلفنا أن أهل اللغه أمثال ابن دريد والفيروزآبادى والزبيدى والدميرى كلهم ذكروا أنه سمك، فمن أخذ بحقيقة الإربيان حسب علم الحيوان قال بمنع أكله عند الحنفية، ومن أخذ بعرف أهل العرب قال بجوازه، وربما يرجح هذا القول بأن المعهود من الشرعية فى أمثال هذه المسائل الرجوع إلى العرف المتفاهم بين الناس دون التدقيق فى الأبحاث النظرية، فلا ينبغى التشديد فى مسئلة الإربيان عند الإفتاء، ولا سيما فى حالة كون المسالة مجتهدا فيها من أصلها ولا شك أنه حلال عند الأئمة الثلاثة، وإن اختلاف الفقهاء يورث التخفيف كما تقرر فى محله، غير أن الاجتناب عن أكله أحوط وأولى وأحرى۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦ / ٢٥٧ : جھینگا دریائی جانور ہے اور دریائی جانوروں میں مچھلی حلال ہے اور جو مچھلی نہیں وہ حرام ہیں، جھینگا میں اختلاف ہے بعض علماء نے مچھلی سمجھ کر حلال کہا اور بعض نے کیڑا خیال کر کے منع کیا تو یہ جانور مشکوک ہوا اور مشکوک اپنی اصل پر محمول ہے، جھینگا میں اصل مچھلی ہونا ہے کیڑا ہونے کا شبہ ہے لہذا بنا بر اصل کے حلال ہے حرام قرار دینا صحیح نہیں، اور یہ بھی صحیح نہیں کہ جھینگا کیڑا ہے اس لئے کہ کیڑا پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور جھینگا مچھلی کی طرح انڈے سے پیدا ہوتا ہے نیز مچھلی کی دیگر علامتیں بھی جھینگے میں پائی جاتی ہیں اس لئے جھینگا حرام اور واجب الترک نہ ہوگا یہ فتوی ہے اور بچنے میں تقوی ہے اور تقوی مرتبہ کمال ہے کتب لغات وطب میں بالاتفاق اس کی تصریح ہے کہ جھینگا مچھلی ہے۔

📖 مجموعۃ الفتاوی (سعید) ٢/ ٢٢٨ : اور جریث اور ماراہی دونوں مچھلیاں ہیں جیسا کہ قاضی خان میں ہے لا بأس بسائر انواع السمک، نحو الجریث والمار ماہی... ... اور جریث سیاہ مچھلی کو کہتے ہے جیسا کہ اسکی تصریح در مختار میں ہے اور صاحب رد المختار نے لکھا ہے وھو نوع من السمک مدور کالرئس، جریث مچھلی کی ایک قسم ہے جو سر کی طرح گول ہوتی ہے اسکا منہ چھوٹا ہوتا ہے اور دم بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے اور چوڑاں میں بیچ سے کٹ کر دو

Scanned by CamScanner

টুকরে হো জাতী হৈঁ উর্দু মেঁ উসে কর্দী তর্কী কহতে হৈঁ, জৈসা কি মৌলবী গুলাম কাদির সাহেব নে অপনে ফতওয়া মেঁ লিখা হৈ উর মছলী কী মজকূরা বালা দোনোঁ কিস্মোঁ মেঁ ভী ছোটে ছোটে সফনে হোতে হৈঁ জো বমুশ্কিল দেখে জাতে হৈঁ মৈনে খুদ উস কা মুশাহাদা কিয়া হৈ।

কটকটি ও কুঁচিয়া খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : বেংড়া (কটকটি), পটকা এবং কুঁচিয়া খাওয়া শরীয়তে বৈধ কি না? এবং বেংড়া ও পটকার শুঁটকি খাওয়া শরীয়তে বৈধ কি না?

উত্তর : পানিতে বসবাসকারী প্রাণীসমূহের মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে একমাত্র মাছ হালাল বলে বিবেচিত। যে সকল প্রাণী মাছ বলে সাধারণ মানুষ ও মৎস বিশেষজ্ঞরা একমত সেগুলো নিঃসন্দেহে হালাল। আর যেগুলো মাছ না হওয়ার ব্যাপারে একমত, সেগুলো নিঃসন্দেহে হারাম। আর যে প্রাণীর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মত অর্থাৎ উরফের সিদ্ধান্ত প্রাধান্য পাবে। উল্লিখিত বিধানানুযায়ী পটকা মাছের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তার শুঁটকিসহ খাওয়া হালাল। আর কাঁকড়া মাছ না হওয়ায় তা খাওয়া হারাম। পক্ষান্তরে বেংড়া ও কুঁচিয়া সাধারণ লোকদের পরিভাষায় মাছের অন্তর্ভুক্ত নয় বলে আমরা জানি, তাই খাওয়াও নাজায়েয। কোনো এলাকা বা সমাজে মাছ মনে করে বলে প্রমাণ পাওয়া গেলে তখন সে এলাকার বিজ্ঞ আলেম ও মুফতীগণের ফয়সালা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। (৭/৭৫৫)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٨/ ٤٢٢ : (ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك) والخلاف في الأكل والبيع واحد لهم قوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: ١٥٧] وما سوى السمك خبيث. «ونهى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - عن دواء يتخذ فيه الضفدع»، ونهى عن بيع السرطان.

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣/ ٥١٤ : ولكن السؤال هنا هل المعتبر فى هذ الباب التدقيق العلمى فى كونه سمكا أو يعتبر العرف المتفاهم بين الناس ولا شك أن عند اختلاف العرف يعتبر عرف أهل العرب، لأن استثناء السمك من ميتات البحر إنما وقع باللغة العربية وربما يرجح هذا القول بان المعهود من الشريعة فى أمثال هذه المسائل الرجوع إلى العرف المتفاهم بين الناس دون التدقيق فى الأبحاث النظرية.

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٣/ ٥١١ : وذكر جماعة أن الاعتبار بعادة العرب الذين كانوا فى عهد رسول الله ﷺ لأن الخطاب لهم يشبه أن يقال يرجع فى كل زمان إلى العرب الموجودين فيه، فإن استطابة العرب أو سمته باسم حيوان حلال فهو حلال وإن استخبثته أو سمته باسم محرم فحرام، فان استطابة طايفة واستخبثته أخرى أتبعنا الأكثرين، فإن استويا قال صاحب الحاوى وأبو الحسن العبادى : تتبع قريش لأنهم قطب العرب فإن اختلفت قريش ولا ترجيح أو شكوا فلم يحكموا بشيء أو لم نجدهم ولا غير هم من العرب اعتبرناه بأقرب الحيوان شبها به، والشبه تارة يكون فى الصورة وتارة فى طبع الحيوان من الصيانة والعدوان وتارة فى طعم اللحم فإن استوى الشبهان أو لم نجد ما يشبهه فوجهان أصحهما الحل، قال الإمام وإليه ميل الشافعى، واعلم أنه إنما يراجع العرب فى حيوان لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم ولا أمر بقتله ولا نهى عنه، فإن وجد شيء من هذه الأصول اعتمدناه ولم نراجعهم قطعا۔

📖 حياة الحيوان (دار الكتب العلمية) ٢/ ٤٠ : ومن أنواعه السمكة الرعادة هي صغيرة إذا وقعت في الشبكة والصياد ممسك حبلها، ارتعدت يد الصياد والصيادون يعرفون ذلك فإذا أحسوا بها شدوا حبل الشبكة في وتد أو شجرة حتى تموت السمكة، فإذا ماتت بطلت خاصيتها.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۰۴ : سوال- جو مچھلی آلائش بغیر دور کئے ہوئے اس کی معدہ سمیت خشک کرلی جاتی ہے اس کا کھانا درست ہے یا نہیں؟
الجواب-اس کو شگاف دے کر دھو کر پاک کر کے کھانا درست ہے۔

আমদানীকৃত দুগ্ধজাত ও তেলজাতীয় দ্রব্যের হুকুম

প্রশ্ন : বিদেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্য, বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রী। যেমন : পাউডার দুধ, অর্থাৎ ডানো, রেডকাউ, স্টারশিপ এবং তেল হিসেবে ব্যবহৃত ডালডা ইত্যাদিতে কোনো প্রকার হারাম দ্রব্য মিশ্রিত আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত দ্রব্যাদিসহ যেকোনো খাদ্যের মধ্যে হারাম পদার্থ মিশ্রিত হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেলে তা ভক্ষণ করা যাবে না। কেবল গুজব বা পত্রিকার খবরের

Scanned by CamScanner

ওপর ভিত্তি করে কোনো হালাল জিনিস যা মুসলিম পরিবারে প্রচলিত, তাকে হারাম বলা যাবে না। তার পরও যদি কারো মনে বিদেশে উৎপাদিত দ্রব্যাদি অপছন্দ হয়, তাহলে এমন খাদ্য থেকে বিরত থাকতে আপত্তি নেই। (১৫/১৯/৫৮৯৯)

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٤٧ : القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك : ودليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا {إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا} "-

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۵/ ۳۲۹ : الجواب- گوشت کے علاوہ جو حلال چیزیں غیر مسلم ممالک سے آتی ہوں اور ان میں حرام چیزیں مثلاً شراب سور (خنزیر) کے اجزاء شامل نہ ہو تو ان چیزوں کا کھانا پینا جائز ہے، البتہ اگر گوشت کے ڈبے پر اسلامی طریقہ سے ذبح ہونیکے لکھے ہوئے الفاظ صحیح ہوں تو پھر اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر دوسرے قرائن اور ذرائع سے ان الفاظ کا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو پھر ایسے گوشت کا کھانا جائز نہیں۔

📖 فیہ ایضا ۵/ ۲۰۳ : البتہ محض شک کی بناپر اگر کوئی احتیاط مذکورہ مشروبات نہ پیے تو ٹھیک ہے لیکن ان کا پینا حرام نہیں۔

অ্যালকোহলমিশ্রিত খাদ্য ও হরলিক্সের হুকুম

প্রশ্ন : ১. কোনো কোনো খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে হারাম জিনিস যেমন–অ্যালকোহল জাতীয় তরল জিনিসের (মসলা হিসেবে) সাহায্য নেওয়া হয়। খাদ্যটি প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার পর খাদ্যের মধ্যে ওই হারাম জিনিসের আর কোনো প্রভাব বাকি থাকে না। এর বিধান জানতে ইচ্ছুক।

২. বর্তমানে বাজারে সাধারণত লন্ডনে তৈরি হরলিক্স পাওয়া যায়। কোনো কোনো ডাক্তার এতে শূকরের চর্বিমিশ্রিত আছে বলে সন্দেহ পোষণ করেন। হরলিক্স খাওয়া বা খাওয়ানো জায়েয কি না?

উত্তর : খাদ্য হোক বা পানীয় হোক হারামের মিশ্রণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া ও পান করা হালাল। শুধু সন্দেহের কারণে বা শোনা কথায় হারাম বলা যাবে না। সুতরাং অ্যালকোহলমিশ্রিত বা হরলিক্স প্রস্তুতির পদ্ধতিতে যতক্ষণ না হারামের মিশ্রণ নিশ্চিত হবে, শুধু সন্দেহ পোষণ করে হারাম বলা যাবে না। (৪/৬৭)

Scanned by CamScanner

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٥١ : قاعدة: هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة -

📖 فيه أيضا ١/ ٤٧ : القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك : ودليلها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا {إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا} "-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۳۷۴ :الجواب- جب تک اس میں کسی ناپاک حرام چیز کی آمیزش کا ہونا معلوم نہ ہو اس کو ناجائز نہیں کہا جائیگا۔

সয়াসস, Oyster ও কিছু সামুদ্রিক প্রাণীর হুকুম

প্রশ্ন : ১. Soya sauce, Oyster sauce, খাওয়া কি জায়েয?

২. সমুদ্রের প্রাণী যেমন Octopus, Snail, Souil এগুলো খাওয়া কি জায়েয? সমুদ্রের কোন জাতীয় প্রাণী এবং মাছ খাওয়া জায়েয?

৩. Soya sauce শব্দের অর্থ ভেষজ অথবা সবজি-শাক জাতীয় কিছু উদ্ভিদ বা গাছপালা।

৪. Oyster ঝিনুক। ঝিনুকের ভেতরের নরম অংশ দ্বারা এই সস তৈরি হয়, যা প্রায় প্রতিটি চায়নিজ রেস্টুরেন্টে ব্যবহার হয়।

উত্তর : শাক-সবজি অথবা যেকোনো উদ্ভিদ, যেটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর বা নেশাযুক্ত নয় তা খাওয়া বা তা থেকে তৈরীকৃত জিনিস খাওয়া জায়েয।

Oyster sauce বাস্তবেই যদি ঝিনুকের ভেতরের নরম অংশ দ্বারা সস তৈরি করা হয় তাহলে এ সস খাওয়া বৈধ হবে না।

সামুদ্রিক জলজ প্রাণীর মধ্য হতে শুধু মাছ হিসেবে প্রসিদ্ধ প্রাণী খাওয়া হালাল। মাছ ব্যতীত অন্য সকল প্রাণী খাওয়া হারাম। (১৯/১৩২)

📖 سورة الأعراف الآية ١٥٧ : ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾

Scanned by CamScanner

📖 الدرالمختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٣٠٦ : ولا يحل حيوان مائي إلا السمك الذي مات بآفة ولو متولدا في ماء نجس-

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ٢ / ٥١٤ : (ولا يؤكل من حيوان الماء) وهو الذي يكون مثواه وعيشه في الماء عندنا لقوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} (إلا السمك بأنواعه)-

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣/ ٥٠٧ : وقال الحنفية : لايجوز فى حيوانات البحر إلا السمك وهو قول للشافعية كما ذكره الحافظ فى فتح البارى-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٦٠ : (قوله فيفهم منه حكم النبات) وهو الإباحة على المختار أو التوقف.

তিমি খাওয়া বৈধ

প্রশ্ন : ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তিমি মাছ খাওয়া হয় এবং এর চর্বি থেকে যে তেল উৎপন্ন হয় তা ব্যবহার করা হয়। জানার বিষয় হলো, তিমি মাছ হাদীসে বর্ণিত আম্বর মাছ নাকি স্তন্যপায়ী প্রাণী? তিমি মাছ খাওয়া ও এর তেল ব্যবহার করা মুসলমানদের জন্য কি হালাল হবে?

উত্তর : তিমি মাছকে ইংরেজিতে Whale বলা হয় এবং আরবীতে আম্বর বলা হয়। হাদীস বিশারদরা এই আম্বরকে সামুদ্রিক মাছের মধ্যে একটি বড় ধরনের মাছ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই মাছ এবং তা থেকে উৎপাদিত তেল খাওয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সব উলামায়ে কেরাম একমত। তবে ইউরোপ-আমেরিকায় যে তেল বিক্রি হচ্ছে এটা তিমি মাছের তেল নিশ্চিত হওয়ার পর ব্যবহার করা যাবে। (১৭/৬৩৬)

📖 سورة المائدة الآية ٩٦ : ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ١٥٦ (٤٣٦٢) : عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو، أنه سمع جابرا رضي الله عنه، يقول: غزونا جيش الخبط، وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله، يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه، فمر الراكب تحته فأخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا، يقول: قال أبو عبيدة: كلوا فلما قدمنا المدينة

Scanned by CamScanner

ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كلوا، رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم» فأتاه بعضهم فأكله -

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣/ ٥٠٣ : قوله تدعى العنبر وهو السمك الذى يسمى البال أو وهيل اليوم -

কাক খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : কাক হালাল না হারাম? আমাদের দেশে সচরাচর যে কাক দেখা যায় তা কি হালাল?

উত্তর : কাক খাওয়া হালাল না হারাম তা মূলত নির্ভর করে তাদের খাদ্যাভ্যাসের ওপর, নাম ও রঙের ওপর নয়। আর কাক বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। সাধারণত কিতাবাদিতে তিন প্রকারের কাকের কথা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এক প্রকারের কাক শুধুমাত্র মৃত জন্তুর গোশত ও নাপাক বস্তু খেয়ে থাকে, তা খাওয়া নিঃসন্দেহে হারাম। দ্বিতীয় প্রকারের কাক, যা নাপাক বস্তু খায় না তা হালাল। তৃতীয় প্রকারের কাক, যা হালাল-হারাম উভয় প্রকারের খাবার খেয়ে থাকে। তা হালাল না হারাম তা নিয়ে ফিকাহবিদদের মাঝে মতানৈক্য থাকলেও নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী তা খাওয়াও হালাল হবে। উল্লিখিত তিন প্রকারের কাকের নাম এলাকাভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। সচরাচর যে কাক আমরা দেখতে পাই সেগুলো পাক-নাপাক উভয় প্রকারের খাদ্য খেয়ে থাকে বিধায় হালাল কাকের অন্তর্ভুক্ত। (১৮/১৪১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٧ : والغراب الذي يأكل الحب والزرع ونحوها حلال بالإجماع-

📖 فيه أيضا ٥/ ٢٥٨ : عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير وما أكل الجيف وبه نأخذ، فإن ما يأكل الجيف كالغداف والغراب الأبقع مستخبث طبعا، فأما الغراب الزرعي الذي يلتقط الحب مباح طيب، وإن كان الغراب بحيث يخلط فيأكل الجيف تارة والحب أخرى فقد روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه يكره، وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس بأكله وهو الصحيح على قياس الدجاجة، كذا في المبسوط-

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۹/ ۱۴۰ :سوال-کوّا یعنی زاغ کئی قسم کا ہوتا ہے اور ان میں سے کون حلال ہے اور کون حرام اور کون مکروہ ہے بستی میں جو کوّا رہتا ہے وہ حلال ہے یا حرام؟

الجواب-غراب زرع حلال ہے اور بستی کے کوّے بھی بقاعدہ فقہیہ حرام نہیں۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۶/ ۴۴۸ :سوال-... ...کوّے کی حلت وحرمت کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

الجواب-کوّے کو عربی میں غراب کہا جاتا ہے فقہائے کرام کے اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تین قسمیں ہیں (۱) بعض کوّے ایسے ہوتے ہیں جو صرف مردار اور نجس چیزیں کھاتے ہے، غراب (کوّے) کی یہ قسم حرام ہے (۲) دوسری قسم کے کوّے وہ ہیں جو کھانے میں صرف دانے پاکیزہ چیزیں استعمال کرتے ہیں مردار نہیں کھاتے ان کا کھانا حلال ہیں (۳) کوّوں کی ایک تیسری قسم بھی ہے وہ ہیں کہ جس کی خوراک حرام اور حلال سے مرکب ہوتی ہے یعنی مردار بھی کھالیتے ہیں اور پاکیزہ چیزیں بھی، قاضی ابو یوسفؒ اگرچہ اس کی کراہت کے قائل ہیں لیکن امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حلال ہے اور فتوی آپ ہی کے قول پر ہے۔

দুর্গন্ধময় গোশতের হুকুম

প্রশ্ন : ১. আমরা অত্র মারকাজে প্রায়ই ফ্রিজে রাখা গোশত খেয়ে থাকি। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ফ্রিজের গোশত দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। এমনকি রান্না করার পরও কোনো কোনো গোশতের টুকরায় এমন পচা-দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, যা মুখে দেওয়ার সাথে সাথে বমি হওয়ার উপক্রম হয়। এমনকি কেউ কেউ বমি করেছেও। জানার বিষয় হলো, এ ধরনের পচা-দুর্গন্ধযুক্ত গোশত খাওয়া বা খাওয়ানোর শরয়ী হুকুম কী? যদি জায়েয বলা হয় তাহলে আমরা দেখতে পাই কোনো কোনো ফাতওয়ার কিতাবে উল্লেখ রয়েছে :

واللحم إذا أنتن يحرم أكله

এ ইবারতে কোন ধরনের গোশত বোঝানো হয়েছে?

২. কিছু ভালো গোশতের সাথে পচা-দুর্গন্ধযুক্ত গোশত রান্না করা হলে তা খাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : যেকোনো দুর্গন্ধময় গোশত খাওয়া নাজায়েয নয়। তবে যদি গোশত পচে দুর্গন্ধ হয়ে যায় এবং তা খালেসভাবে রান্না করে বা অধিকাংশ দুর্গন্ধময় গোশতের সাথে কিছু

Scanned by CamScanner

ভালো গোশত দিয়ে রান্না করে এতে শারীরিক ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা থাকার কারণে এ ধরনের গোশত নিজে খাওয়া বা অন্যকে খাওয়ানো অবৈধ, এ অর্থে واللحم إذا أنتن يحرم أكله ইবারতে প্রযোজ্য।

অধিকাংশ ভালো গোশতের সাথে কিছু পচা গোশত যোগ হলে অথবা কিছুটা গন্ধ হলেও পচেনি–এজাতীয় গোশত খাওয়ানো হলে তা অবৈধ বলা যাবে না।

উল্লেখ্য, অভিজ্ঞতায় বলা যায় যে, ফ্রিজ নিয়মিত চালু থাকলে ভালো গোশত পচে দুর্গন্ধ হয় না। তবে এতে ফ্রিজের গন্ধ থাকা স্বাভাবিক। ফ্রিজে রাখার কারণে গোশত গন্ধ হলে তা নিজে খাওয়া ও অন্যকে খাওয়ানো অবৈধ হবে না। (১০/২৮৩)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٣/ ٧٤ (١٩٣١) : عن أبي ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا رميت بسهمك، فغاب عنك، فأدركته فكله، ما لم ينتن» -

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٧/ ٦٧٣ : قال علماؤنا: وهذا على طريق الاستحباب وإلا فالنتن لا أثر له في الحرمة. قال ابن الملك: وقد روي أنه عليه السلام أكل متغير الريح، وقال النووي: النهي عن أكل المنتن محمول على التنزيه لا على التحريم، وكذا سائر الأطعمة المنتنة إلا أن يخاف فيها ضرر.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٤٨ : (قوله: يحرم أكل لحم أنتن) عزاه في التتارخانية إلى مشكل الآثار للطحاوي. قال ح: أي: لأنه يضر لا لأنه نجس. وأما نحو اللبن المنتن فلا يضر ذكره الشرنبلالي في شرح كراهية الوهبانية. اهـقلت: ونقل في التتارخانية عن صلاة الجلابي أنه إذا اشتد تغيره تنجس، ثم نقل التوفيق بحمل الأول على ما إذا لم يشتد، ومثله في القنية، لكن في الحموي عن النهاية أن الاستحالة إلى فساد لا توجب النجاسة لا محالة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٣٩ : واللحم إذا أنتن يحرم أكله والسمن واللبن والزيت والدهن إذا أنتن لا يحرم والطعام إذا تغير واشتد تنجس. والأشربة بالتغير لا تحرم، كذا في خزانة الفتاوى.

Scanned by CamScanner

সব ধরনের খরগোশের গোশত হালাল

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে লোকমুখে খরগোশ সম্পর্কে দুটি কথা প্রচলন আছে। কারো মতে, খরগোশ হচ্ছে যার পা হচ্ছে বিড়ালের মতো, তা খাওয়া জায়েয নয়। কেউ বলেন, যে খরগোশের পা গরু-মহিষের মতো, তা খাওয়া জায়েয। কোনটি সঠিক?

উত্তর : যেসব জন্তুর গোশত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে খেয়েছেন এবং অন্যকেও খেতে বলেছেন অথবা নিজে না খেলেও অন্যকে খেতে বলেছেন সেসব জন্তু হালাল হওয়ার মধ্যে কারো দ্বিমত নেই। তবে কারো রুচিসম্মত না হওয়ায় সে খাওয়া থেকে বিরত থাকলে এতে কোনো আপত্তি নেই। খরগোশ জন্তুটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও খেয়েছেন এবং সাহাবীগণকেও খেতে বলেছেন বলে একাধিক হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত। তাই সকল প্রকারের খরগোশের গোশত হালাল–এতে সন্দেহের কোনো কারণ নেই। (১০/৮৪১)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٣٧ (١٧٨٩) : عن هشام بن زيد بن أنس، قال: سمعت أنسا يقول: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها، فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة، فبعث معي بفخذها أو بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، «فأكله»، قال: قلت: أكله؟ قال: «قبله» -

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ٤/ ٣٥٢ : (ولا بأس بأكل الأرنب) لأن «النبي - عليه الصلاة والسلام - أكل منه حين أهدي إليه مشويا وأمر أصحابه - رضي الله عنهم - بالأكل منه» ، ولأنه ليس من السباع ولا من أكلة الجيف فأشبه الظبي -

📖 الفتاوى الخانية مع الهندية (زكريا) ٣/ ٣٥٧ : أما المأكول فهو الأنعام كلها، الإبل والبقر والغنم والمعز حلال، وكذلك ما سوى الأنعام من غير السباع كالظبى والأرنب وحمار الوحش وبقر الوحش-

মরা মাছ হালাল হওয়ার কারণ

প্রশ্ন : মৃত প্রাণীর গোশত হারাম, কিন্তু মরা মাছ হালাল। এটি হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো দলিল আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মৃত মাছ খাওয়া হালাল হওয়ার কথা পবিত্র কোরআনে শরীফে সূরা নাহলের ১৪ নং আয়াতে এবং তিরমিযী শরীফে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (১৭/৯৯৪)

📖 سورة النحل الآية ١٤ : ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) (٦٩) : عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» -

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ١١٠٢ (٣٣١٤) : عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال» -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٤٢٨ : السمك والجراد يؤكلان غير أن الجراد يؤكل مات بعلة أو بغير علة، والسمك إذا مات بغير علة لا يؤكل كذا في الظهيرية. إذا أخذ سمكة فوجد في بطنها سمكة أخرى لا بأس بأكلها، وإن أكلها كلب فشق بطنه فخرجت السمكة تؤكل إذا كانت صحيحة، ولا تؤكل إذا زرقها طائر. ولو ضرب سمكة فقطع بعضها لا بأس بأكلها، فإن وجد الباقي منها يؤكل أيضا، والأصل أن السمك متى مات بسبب حادث حل أكله، وإن مات حتف أنفه لا بسبب ظاهر لا يحل أكله-

মাশরুম খাওয়া বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের দেশে মাশরুম নামে একটি খাবার উৎপাদন হচ্ছে, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এ খাবারটি খাওয়া জায়েয আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মাশরুম শব্দটি ইংরেজি। বাংলায় ব্যাঙের ছাতা, আরবীতে الكمأة বলা হয়। হাদীস শরীফে উপকারী বলে প্রশংসা করা হয়েছে। বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায় বিধায় এটাকে المن বলা হয়েছে। হাদীস বিশারদগণ বলেন, মাশরুম বস্তুটি দুই প্রকার হয়ে থাকে :

এক. সাধারণত যেখানে-সেখানে গজিয়ে উঠে আবর্জনা ও গান্ধা বস্তুর মিশ্রণে তা গুণগত দিক দিয়ে ক্ষতিকর বলেও মতামত রয়েছে।

দুই. যে মাশরুমের চাষাবাদ হয়, তরকারির কাজে আসে, সুস্বাদু ও পুষ্টিকরও বটে। যথাসম্ভব প্রশ্নে এ দ্বিতীয় প্রকার মাশরুমের সম্পর্কে জিজ্ঞেস হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় এ ধরনের মাশরুম হালাল ও বৈধ। কারণ এটা অবৈধ হওয়ার কোনো কারণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এটা বৈধ বলে বিবেচিত। (১৫/২২২)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ١٨٢ (٤٤٧٨) : عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين»

📖 فتح البارى (دار الريان) ١٠ / ١٧٤ : قوله وماؤها شفاء للعين كذا للأكثر وكذا عند مسلم وفي رواية المستملي من العين أي شفاء من داء العين قال الخطابي إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجلو البصر-

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤/ ٥٤ : وقيل : الكمأة قد تطلق على الواحد وعلى الجمع وقد جمعوها على أكمؤ، نبات لا ورق له ولا ساق توجد في الأرض من غير أن تزرع ويقال لها فى الأردية کھمبی اور سانپ کی چھتری، وفى الإنكليزية Musroom، ومادة الكمأة من جوهر أرضي بخارى يحتقن نحو سطح الأرض ببرد الشتاء وينميه مطر الربيع فيتولد ويندفع متجسدا ولذلك كان بعض العرب يسميها جدري الأرض تشبيها لها بالجدري مادة وصورة؛ لأن مادته رطوبة دموية تندفع غالبا عند الترعرع وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء القوة ومشابهتها له في الصورة ظاهر-

📖 فيه أيضا ٤/ ٥٥ : المراد بها المن الذى أنزل على بني إسرائيل ولكن ليس المعنى أن الكماة عينه، وإنما المعنى أن الكماة ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقى فهو بمنزلة المن الذى كان ينزل على بنى

Scanned by CamScanner

إسرائيل فيقع على الشجر فيتناولونه وإنما نالت الكماة هذا الثناء؛ لأنها من الحلال المحض ليس فى اكتسابه شبهة-

📖 فتاوى محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۱۸۴ : الجواب-دو قسم کا ہوتا ہے ایک کا عرق آنکھ کیلئے مفید ہوتا ہے دوسرے کا مضر ہوتا ہے مفید کا کھانا درست ہے مضر کا کھانا درست نہیں۔

কমান্ডো বাহিনীর সদস্যদের হারাম জন্তু খাওয়ানো

প্রশ্ন : আমাদের দেশের যত প্রকার বাহিনী আছে, তার মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান। কিন্তু বিশেষ বাহিনী যাকে সবাই কমান্ডো বাহিনী হিসেবে চেনে তাদের অধিকাংশ সময়ই জঙ্গলে বা পাহাড়ে থাকতে হয়। উক্ত জায়গায় হালাল খাদ্য পাওয়া না গেলে তখন তাদের যেটা পাওয়া যায়, সেটা খেতে হয়। উক্ত জায়গায় খেতে কষ্ট বা কোনো ধরনের খারাপ না লাগে সে জন্য ট্রেনিং চলাকালেও তাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে হারাম জানোয়ার খাওয়ানো হয়। এটা কতটুকু জায়েয?

উত্তর : বাস্তব প্রয়োজন ও অপারগতার ক্ষেত্রে অনন্যোপায় হলেই প্রয়োজন পরিমাণ হারাম জানোয়ার ভক্ষণের অনুমতি দেওয়া হয় মাত্র। পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে তা ভক্ষণ করার কোনো সুযোগ শরীয়তে নেই বিধায় কোনো ধরনের বাহিনীকে হারাম খাওয়ার ট্রেনিং দেওয়া ও নেওয়া জায়েয হবে না। (৯/৮৭৬)

📖 سورة البقرة الآية ۱۷۳ : ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ۱/ ۴۲۵ : مضطر شرعی اصطلاح میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی جان خطرہ میں ہو معمولی تکلیف یا ضرورت سے مضطر نہیں کہا جاسکتا تو جو شخص بھوک سے ایسی حالت پر پہنچ گیا کہ اگر کچھ نہ کھائے تو جان جاتی رہے گی اس کے لئے دو شرطوں کیساتھ یہ حرام چیزیں کھالینے کی گنجائش دی گئی ہے ایک شرط یہ ہے کہ مقصود جان بچانا ہو کھانے کی لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اتنی مقدار کھائے جو جان بچانے کیلئے کافی ہو پیٹ بھر کر کھانا یا قدر ضرورت سے زائد کھانا اس وقت بھی حرام ہے۔

Scanned by CamScanner

মৃত মুরগির ডিম খাওয়া বৈধ

প্রশ্ন : মৃত মুরগির পেট থেকে ডিম বের করে খাওয়া জায়েয হবে কি না? এবং পেটের ভেতর দুই ধরনের ডিম থাকে একটা খোসাওয়ালা এবং খোসা ছাড়া, উভয়টির কী হুকুম?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মৃত মুরগির থেকে বের করা ডিম খোসাযুক্ত হোক বা খোসাবিহীন হোক শরীয়তের দৃষ্টিতে তা খাওয়া জায়েয হলেও তা না খাওয়া উত্তম। বিশেষ করে খোসাবিহীন ডিমগুলো। (১৭/১২১/৬৯৬২)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/٤٣ : وإذا خرجت من الدجاجة الميتة بيضة تؤكل عندنا سواء اشتد قشرها أو لم يشتد وعند الشافعي - رحمه الله - إن اشتد قشرها تؤكل وإلا فلا.

(وجه) قوله أنه إذا لم يشتد قشرها فهي من أجزاء الميتة فتحرم بتحريم الميتة وإذا اشتد قشرها فقد صار شيئا آخر وهو منفصل عن الدجاجة فيحل.

(ولنا) أنه شيء طاهر في نفسه مودع في الطير منفصل عنه ليس من أجزائه فتحريمها لا يكون تحريما له كما إذا اشتد قشرها.

ولو ماتت شاة وخرج من ضرعها لبن يؤكل عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا يؤكل -

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٨/ ٢٦٧ : البيض الخارج من مأكول اللحم بعد موته ولا يحتاج لتذكية يحل أكله باتفاق، إلا إذا كان فاسدا.

أما ما يحتاج لتذكية ولم يذك فالبيض الخارج بعد موته يحل أكله إن تصلبت قشرته، وهذا عند الحنابلة، وأصح الأوجه عند الشافعية؛ لأنه صار شيئا آخر منفصلا فيحل أكله.

ويحل أكله عند الحنفية ولو لم تتصلب قشرته، وهو وجه عند الشافعية؛ لأنه شيء طاهر في نفسه -

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۷۱۵ : الجواب- در مختار میں لکھا ہے وکذا کل مالا تحله الحياة حتى الانفحة اللبن کہ میتہ کا دودھ پاک وحلال ہے اسی قاعدہ سے مرغی کا بیضہ بھی حلال وپاک ہے لیکن بعض فقہاء نے دودھ میتہ کے بارے میں

Scanned by CamScanner

مذہب صاحبین کو ترجیح دی ہے وہ ناپاک فرماتے ہیں پس احتیاط اسی میں ہے اور بیضہ کے بارے میں بھی یہی احتیاط ہے۔

গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি ও মাছের নাড়ি-ভুঁড়ির হুকুম

প্রশ্ন : গরু, ছাগল ইত্যাদির ভুঁড়ি ও আঁতড়ি খাওয়ার হুকুম কী? গরু-ছাগল, হাস-মুরগি ও মাছের আঁতড়ির মধ্যে পার্থক্য কী? এসব খাওয়ার বিধান কী?

উত্তর : গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি ও মাছের পরিষ্কার আঁতড়ি খাওয়া জায়েয আছে। এগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। (১৪/১১৭/৫৫৩২)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٤/ ٥٣٥ (٨٧٧١) : عن مجاهد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يكره من الشاة سبعا: الدم، والحيا، والأنثيين، والغدة، والذكر، والمثانة، والمرارة، وكان يستحب من الشاة مقدمها "-

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۰۴ : سوال-اوجھڑی کا کھانا مکروہ کس قسم کا ہے اور جھینگا دریائی کہ جو یہاں اور مدارس میں اکثر کھایا جاتا ہے کیا حکم رکھتا ہے؟
الجواب-فقہاء نے اوجھڑی کو بمنزلہ لحم لکھا ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ / ۳۹۷ :سوال- مچھلی بغیر آلائش نکالے ہوئے کھانا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- مچھلی آلائش نکالنے کے بعد پکائی جائے اس لئے کہ اس میں بعض اجزاء مضر ہوتے ہیں۔

গরু ও মাছ-মুরগির যেসব অঙ্গ খাওয়া বৈধ বা অবৈধ

প্রশ্ন : আমরা জানি, গরু-ছাগলের ভুঁড়ি খাওয়া বৈধ। জানার বিষয় হলো, হাঁস-মুরগির ভুঁড়ি ও কবুতরের ভুঁড়ি এবং হালাল পাখির ভুঁড়ি খাওয়া বৈধ কি না? এবং উল্লিখিত প্রাণীর কোন কোন অঙ্গ খাওয়া বৈধ নয়?

২. আমরা জানি, মাছের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাক। ফলে পানিতে পায়খানা করলে বা পানিতে মারা গেল নাপাক হয় না। জানার বিষয় হলো, মাছের নাড়ি-ভুঁড়ি খাওয়া বৈধ কি না? এবং তার কী কী অংশ খাওয়া বৈধ নয়?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ১. হালাল প্রাণীর সাতটি বস্তু খাওয়া হারাম। যথা : প্রবাহিত রক্ত, মূত্রথলি, পুরুষ লিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ, অণ্ডকোষ, মাংসগ্রন্থি ও পিত। নাড়ি-ভুঁড়ি হারাম বস্তুগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত হাঁস-মুরগি, কবুতর ও হালাল পাখির ভুঁড়ি খাওয়া বৈধ। তবে ভুঁড়ির মধ্যকার নাপাক-ময়লা সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে নেওয়া আবশ্যকীয়।

২. মাছের নাড়ি-ভুঁড়ির হুকুমও অনুরূপ। তবে মাছ ছোট হলে পেটের মধ্যকার ময়লা দূর করা সম্ভব নয় বলে তা পরিষ্কার করাও জরুরি নয়। আর বড় মাছ হলে তার পেটের ভেতরের ময়লা ইত্যাদি অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। (৮/৬৩৬)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٦١ : (فصل) : وأما بيان ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول فالذي يحرم أكله منه سبعة: الدم المسفوح، والذكر، والأنثيان، والقبل، والغدة، والمثانة، والمرارة لقوله عز شأنه {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} وهذه الأشياء السبعة مما تستخبثه الطباع السليمة فكانت محرمة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣١١ : ما يحرم أكله من أجزاء الحيوان المأكول سبعة: الدم المسفوح والذكر والأنثيان والقبل والغدة والمثانة والمرارة-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۰۴ : الجواب-او جھڑی کی حلت اس لئے ہے کہ اس میں کوئی وجہ حرمت کی نہیں فقہاء نے اشیاء حرام کو شمار کر دیا ہے یہ ان کے علاوہ ہے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۳۰۹ : سوال- مچھلی میں کیا چیزیں حرام ہیں بعض مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ پتہ حرام ہے لہذا جو مچھلی بہت چھوٹی ہے پتہ کی تمیز کرنا ممکن نہیں ہے اس کا کھانا کیا مکروہ تحریمی ہے؟

الجواب- قال فی رد المحتار : وفي السمك الصغار التي تقلى من غير أن يشق جوفه، فقال أصحابه (أى أصحاب الشافعى) لا يحل أكله لأن رجيعه نجس، وعند سائر الأئمة يحل -

মাছ ও স্থলের প্রাণীর অণ্ডকোষ পিত্তথলির হুকুম

প্রশ্ন : ১. বিভিন্ন প্রাণীর দেহের অণ্ডকোষ, পিত্তথলি এসব খাওয়া নিষিদ্ধ বলে আমরা জানি। কিন্তু হোটেল-রেস্তোরাঁ বা অনেক বাসায় কখনো কখনো দেখা যায় যে মুরগি বা হাঁসের গোশতের সাথে এসব অঙ্গ ও মাছের পিত্ত তরকারিতে পাওয়া যায়। এ অবস্থায়

Scanned by CamScanner

শরীয়তের কী হুকুম? উক্ত তরকারির সবটুকুই তখন নাপাক ধরতে হবে, নাকি ওই অঙ্গগুলো বাদ দিয়ে খেলেই চলবে?

উত্তর : পশুর অণ্ডকোষ ও পিত্ত খাওয়া নাজায়েয, তবে নাপাক নয়। সুতরাং ওই অঙ্গগুলোসহ তরকারি পাকানো হলে শুধু তা ফেলে দিয়ে বাকি তরকারি খাওয়া যাবে। মাছের পিত্ত হারাম বা নাপাক নয় বিধায় কোনো তরকারিতে পিত্ত পাওয়া গেলে তরকারি নাপাক বা হারাম হবে না। (৬/২৪৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٤١ : ولأن المقصود إخراج الدم المسفوح وتطييب اللحم، وذلك يحصل بقطع الأوداج في الحلق كله.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ١٦٧ : وأما حكمها فطهارة المذبوح وحل أكله إن كان من المأكولات وطهارة عينه للانتفاع إذا كان لا يؤكل كذا في المحيط-

📖 نفع المفتی السائل ۲۹۹ : سوال- بکرے کے عضو تناسل کو شوربے میں پکایا جائے کیا اس شوربے کے کھانا جائز ہے؟

الجواب: اس شوربے کا کھانا جائز ہے، اور اس میں کوئی کراہت نہیں جیسا کہ سراج المنیر میں لکھا ہے۔

রান্না খাদ্যে হারাম জিনিস পাওয়া গেলে করণীয়

প্রশ্ন : বিরিয়ানি কিংবা পাউরুটিতে ছাগলের লেদ বা সিগারেটের আংশিক পাওয়া গেলে ওই খাদ্য হারাম কিংবা মাকরূহের পর্যায়ে যাবে কি না?

উত্তর : বিরিয়ানি কিংবা পাউরুটিতে ছাগলের লেদ অক্ষুণ্ন অবস্থায় পাওয়া গেলে তা ফেলে দিয়ে ওই খাদ্য খাওয়া জায়েয হবে। পক্ষান্তরে লেদ নরম হয়ে খাদ্যের সাথে মিশে গেলে ওই খাদ্য খাওয়া জায়েয হবে না। আর খাদ্যের মধ্যে সিগারেটের আংশিক পাওয়া গেলে ওই খানা খাওয়াতে কোনো আপত্তি নেই। (৬/৫৫৪)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵ / ۱۲۷ : سوال—چوہے کی مینگنی کھانے کیساتھ پکی ہوئی پائی جائے تو اس کھانے سالن کا کھانا کیسا ہے؟

الجواب :- حامداً و مصلیاً—اگر مینگنی موجود ہے اس کو نکال کر پھینکدیں اور کھانا وغیرہ کھالیں- جب کہ وہ سخت ہو اگر نرم ہو کر گھل گئی ہو تو نہ کھائیں- فقط

Scanned by CamScanner

অমুসলিমের ঘরে খানা খাওয়া

প্রশ্ন : হিন্দুদের ঘরে (ভাত, চা, নাশতা বা অন্য কিছু) খাওয়ার ব্যাপারে ইসলামে কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না?

উত্তর : প্রয়োজন ছাড়া হিন্দুদের ঘরে খাওয়া উচিত নয়। প্রয়োজনে খেতে হলে পাত্র ও বস্তুর পাক-পবিত্রতা জেনে নিতে হবে। বিশেষ করে তাদের হাতে জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে না। (৭/৪২৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٤٧/٥ : قال محمد - رحمه الله تعالى - ويكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شرب فيها قبل الغسل جاز ولا يكون آكلا ولا شاربا حراما وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأواني فأما إذا علم فإنه لا يجوز أن يشرب ويأكل منها قبل الغسل ولو شرب أو أكل كان شاربا وآكلا حراما.

Scanned by CamScanner

باب الأشربة
পরিচ্ছেদ : পানীয়

জমজমের পানি পান করার উত্তম তরীকা

প্রশ্ন : আমরা সাধারণত জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করে থাকি। এর উত্তম তরীকা কী?

উত্তর : জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান করার ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতানৈক্য আছে। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পান করাকে মুস্তাহাব বলেছেন। কেউ কেউ বলেন, দাঁড়িয়ে পান করা জায়েয। (৮/৫৭৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٣/ ١٧٨ (٢٠٢٧) : عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم» .

📖 حاشية السندي على النسائي (مكتب المطبوعات الإسلامية) ٥/ ٢٣٧ : شرب من ماء زمزم وهو قائم هذا مخصوص بمورده وقيل فعله لبيان الجواز وقيل بل لضرورة فإنه ما وجد محلا للقعود هناك والله تعالى أعلم .

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ١٢٩ : وأن يشرب بعده من فضل وضوئه) كماء زمزم (مستقبل القبلة قائما) أو قاعدا، وفيما عداهما يكره قائما تنزيها-

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٢٩ ١٣٠- : وفي السراج: ولا يستحب الشرب قائما إلا في هذين الموضوعين، فاستفيد ضعف ما مشى عليه الشارح كما نبه عليه ح وغيره (قوله: وفيما عداهما يكره إلخ) أفاد أن المقصود من قوله قائما عدم الكراهة لا دخوله تحت المستحب؛ ولذا زاد قوله: أو قاعدا. ... ...

والحاصل أن انتفاء الكراهة في الشرب قائم في هذين الموضوعين محل كلام فضلا عن استحباب القيام فيهما، ولعل الأوجه عدم الكراهة إن لم نقل بالاستحباب لأن ماء زمزم شفاء وكذا فضل الوضوء.

Scanned by CamScanner

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ١٠/ ٢١٠ : واستحب علمائنا أن يشرب ماء زمزم قائما ويشير إليه ما فى حديث ابن عباس : آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم ألا يتضلعون من زمزم- والتضلع لا يأتى إلا قائما واخرج البخارى عن الشعبى ان ابن عباس ؓ حديثه قال سقيت رسول الله ﷺ من زمزم، فشرب وهو قائم.

জমজম ও ওজুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা

প্রশ্ন : জমজমের পানি ও ওজুর অবশিষ্ট পনি দাঁড়িয়ে পান করার যে প্রচলন আমাদের দেশে আছে, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সুন্নাত, মুস্তাহাব, বিদ'আত–তিনটির কোনটি? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : দাঁড়িয়ে পানি পান করা মাকরূহ। কিন্তু অজুর অবশিষ্ট পানি এবং জমজমের পানি দাঁড়িয়ে পান সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মত অনুযায়ী দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব। (৪/৪৩৯)

📖 صحيح مسلم (٢٠٢٧) عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم».

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٢٣ : (ومنها) : أن يدعو عند كل فعل من أفعال الوضوء بالدعوات المأثورة المعروفة، وأن يشرب فضل وضوئه قائما.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ١/ ٣٢ : وأن يشرب فضل وضوئه قائما مستقبلا، قيل وإن شاء قاعدا.

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٢٩ : وأن يشرب فضل وضوئه مستقبلا قائما قيل، وإن شاء قاعدا.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٢٩ ١٣٠- : (قوله: أو قاعدا) أفاد أنه مخير في هذين الموضوعين، وأنه لا كراهة فيهما في الشرب قائما بخلاف غيرهما، وأن المندوب هنا هو الشرب من فضل الوضوء لا بقيد كونه قائما خلاف ما اقتضاه كلام المصنف، لكن قال في المعراج قائما، وخيره الحلواني بين القيام والقعود. وفي الفتح: قيل: وإن شاء

Scanned by CamScanner

قاعدا، وأقره في البحر، واقتصر على ما ذكره المصنف في المواهب والدرر والمنية والنهر وغيرها. وفي السراج: ولا يستحب الشرب قائما إلا في هذين الموضوعين، فاستفيد ضعف ما مشى عليه الشارح كما نبه عليه ح وغيره (قوله: وفيما عداهما يكره إلخ) أفاد أن المقصود من قوله قائما عدم الكراهة لا دخوله تحت المستحب؛ ولذا زاد قوله: أو قاعدا.

واعلم أنه ورد في الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ» وفيهما «أنه شرب من زمزم قائما» وروى البخاري «عن علي - رضي الله عنه - أنه بعدما توضأ قام فشرب فضل وضوئه وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ما صنعت» وأخرج ابن ماجه والترمذي عن كبشة الأنصارية - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها وعندها قربة معلقة فشرب منها وهو قائم فقطعت فم القربة تبتغي بركة موضع في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، فلذا اختلف العلماء في الجمع؛ فقيل: إن النهي ناسخ للفعل، وقيل: بالعكس، وقيل: إن النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز. وقال النووي: إنه الصواب. واعترضه في الحلية بحديث علي المار حيث أنكر على القائلين بالكراهة، وبما أخرجه الترمذي وغيره، وحسنه عن ابن عمر " كنا نأكل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام " قال: وجنح الطحاوي إلى أنه لا بأس به، وأن النهي لخوف الضرر لا غير، كما روي عن الشعبي قال: إنما كره الشرب قائما لأنه يؤذي. قال في الحلية: فالكراهة على ما صوبه النووي شرعية يثاب على تركها، وعلى هذا إرشادية لا يثاب على تركها. ثم استشكل ما مر من استثناء الموضعين: أي الشرب من ماء زمزم ومن فضل الوضوء وكراهة ما عداهما، بأنه لا يتمشى على قول من هذه الأقوال، نعم على ما جنح إليه الطحاوي يستفاد الجواز مطلقا إن أمن الضرر، أما الندب فلا، إلا أن يقال: يفيد الندب في فضل الوضوء ما أخرجه الترمذي في حديث علي، وهو

Scanned by CamScanner

«أنه قام بعدما غسل قدميه فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وفيه حديث «إن فيه شفاء من سبعين داء أدناها البهر» لكن قال الحفاظ: إنه واه اهملخصا والبهر بالضم فسره في الخلاصة بتتابع النفس، وفي القاموس إنه انقطاع النفس من الإعياء.

والحاصل أن انتفاء الكراهة في الشرب قائم في هذين الموضوعين محل كلام فضلا عن استحباب القيام فيهما، ولعل الأوجه عدم الكراهة إن لم نقل بالاستحباب لأن ماء زمزم شفاء وكذا فضل الوضوء.

কোকা-কোলা পান করার হুকুম

প্রশ্ন : বাংলাদেশের কোকা-কোলা পান করা যাবে কি? আমি শুনেছি, এতে এমন কিছু মেশায়, যা খাওয়া ইসলামে হারাম।

উত্তর : শুধুমাত্র সন্দেহের কারণে কোনো বস্তু হারাম হয় না। তাই নিশ্চিতভাবে হারাম জিনিস মিশ্রণের ব্যাপারে অবগত হওয়ার আগ পর্যন্ত কোকো-কোলা পান করা যাবে। (১৯/৫৫৪/৭৩১৩)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵ / ۲۰۳ : سیون اپ اور کوکا کولا کے بارے میں تحقیق سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ ان میں الکحل کی ملاوٹ نہیں ہوتی صرف شک کی بناء پر یہ بات کی گئی ہے ایسے شک سے کسی چیز کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، البتہ محض شک کی بناء پر اگر کوئی احتیاطاً مذکورہ مشروبات نہ پیئے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کا پینا حرام نہیں۔

কোমল পানীয়দ্রব্য পান করা

প্রশ্ন : আরসি, সেভেন আপসহ অন্যান্য পানীয় পান করার ব্যাপারে শরয়ী হুকুম কী? আমার জানা মতে, এসব পানীয় তৈরির একটা বই আছে। যার ১০০ নং পৃষ্ঠায় আছে এই পানীয় উপকরণের মধ্যে যত কিছু আছে তার মধ্যে একটি উপকরণ হচ্ছে শূকরের

Scanned by CamScanner

নাড়ি-ভুঁড়ি। এ বইটা ইহুদিদের কাছ থেকে প্রকাশ পায়। আমি এর সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য, যা মুসলিম সমাজে ব্যাপকতা লাভ করে নিয়েছে, তার প্রস্তুতকারক স্বদেশি হোক বা বিদেশি–এ ব্যাপারে শরীয়তের নীতিমালা হলো, পণ্যদ্রব্যটির মধ্যে হারাম উপাদান মিশ্রণ থাকার শুধুমাত্র গুজব হলে যার কোনো মজবুত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না, সে অবস্থায় গুজব বাদ দিয়ে নির্দ্বিধায় তার ব্যবহার মুসলিম সমাজের জন্য হালাল হবে। আর হারাম মিশ্রণের সন্দেহ যদি একেবারে ভিত্তিহীন না হয়ে কিছুটা তার বাস্তবতার প্রমাণ মেলে এবং তা নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত বলা না যায় সে ক্ষেত্রেও পণ্যটির ব্যবহার হারাম হবে। তবে যার কাছে কিছুটা প্রমাণ-ভিত্তি আছে বলে দাবি করছে তার জন্য সে পণ্য ব্যবহর অবশ্যই বর্জনীয়। হ্যাঁ, যদি কোনো পণ্যের ব্যাপারে হারাম মিশ্রণের নিশ্চিত বা প্রবল সম্ভাবনা দেখা যায় এবং এর ওপর যথেষ্ট প্রমাণও বিদ্যমান থাকে সে পণ্য নিঃসন্দেহে হারাম বলতে হবে এবং বর্জন করা জরুরি হবে। তবে সর্বাবস্থায় যেসব কোম্পানি বিধর্মীদের মালিকানাধীন তার অর্থ তারা প্রায় মুসলমানদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করে থাকে বিধায় মুসলমানদের জন্য তাদের দ্রব্যাদি বর্জন করাই শ্রেয়। (১৩/২৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٥٣ : (و) الرابع (المثلث) العنبي وإن اشتد، وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه إذا قصد به استمراء الطعام والتداوي والتقوي على طاعة الله تعالى، ولو للهو لا يحل إجماعا.

📖 شرح مجلة الأحكام (رشيديه) ١/ ١٨ : اليقين لا يزول بالشك، ... ... قال الحموى : يعنى أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله بمجرد الشك، كذلك المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك؛ لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتا وعدما .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۳۱۸ : الجواب-جو شراب حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، خواہ نشہ، ذائقہ، رنگ آئے یا نہ آئے، کوکا کولا میں شراب کا ہونا معلوم نہیں، اس کی حرمت کا فتاوی بلا تحقیق نہیں دیا جاسکتا۔

Scanned by CamScanner

স্প্রাইট, টাইগার ইত্যাদি পান করা

প্রশ্ন : সেভেন আপ, স্প্রাইট, কোকা-কোলা, পেপসি, টাইগার ইত্যাদি পানীয় পান করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণিত পানীয়সমূহে আমাদের জানা মতে যেহেতু আঙুর বা খেজুরের রসের দ্বারা তৈরীকৃত অ্যালকোহল ব্যবহার করা হয় না, তাই তা খাদ্য হজম অথবা শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে পান করা বৈধ। তবে টাইগারসহ উপরোক্ত পানীয়সমূহে নেশাজাতীয় কোনো দ্রব্য বা অ্যালকোহল ব্যবহার করার নিশ্চিত বা প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়–এমন প্রমাণ থাকলে তা পান করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। (১৮/৮৯১)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤٥٢- ٤٥٣ : (والحلال منها) أربعة أنواع: الاول (نبيذ التمر والزبيب طبخ أدنى طبخة) يحل شربه (وإن اشتد) وهذا (إذا شرب) منه (بلا لهو وطرب) فلو شرب للهو فقليله وكثيره حرام (وما لم يسكر) فلو شرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر فيحرم، لان السكر حرام في كل شراب. (و) الثاني (الخليطان) من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة، وإن اشتد يحل بلا لهو. (و) الثالث نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة يحل سواء (طبخ أو لا) بلا لهو وطرب. (و) الرابع (المثلث) العنبي وإن اشتد، وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه إذا قصد به استمراء الطعام والتداوي والتقوي على طاعة الله تعالى، ولو للهو لا يحل إجماعا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٥٤ : (قوله إذا قصد) متعلق بيحل مقدار، وفي القهستاني: فإن قصد به استمراء الطعام، والتقوي في الليالي على القيام، أو في الأيام على الصيام، أو القتال لأعداء الإسلام، أو التداوي لدفع الآلام، فهو المحل للخلاف بين علماء الأنام.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ٥ / ٢٠٣ : سیون اپ اور کوکا کولا کے بارے میں تحقیق سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ ان میں الکحل کی ملاوٹ نہیں ہوتی صرف شک کی بناء پر یہ

Scanned by CamScanner

بات کی گئی ہے ایسے شک سے کسی چیز کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، البتہ محض شک کی بناء پر اگر کوئی احتیاطاً مذکورہ مشروبات نہ پیئے تو ٹھیک ہے، لیکن ان کا پینا حرام نہیں۔

সিগারেটের ব্যবসা, কোম্পানিতে চাকরি ইত্যাদি প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : সিগারেট বিক্রি করার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম জানতে চাই। 'আহকামে যিন্দেগী' নামক বইয়ের ৩২৯ পৃষ্ঠায় সিগারেট বিক্রিকে জায়েয বলা হয়েছে। কোনো কোনো আলেম এটাকে মাকরূহ বলেন।

সিগারেটের সাইনবোর্ড, পোস্টার ইত্যাদি বিজ্ঞাপন লেখা বা তৈরির করার কাজ করা যাবে কি না? সিগারেট কোম্পানিতে চাকরি করা যাবে কি না?

সিগারেট কোম্পানির পয়সা দিয়ে কোনো বৈধ কাজ; যেমন–পত্রিকা প্রকাশ, শিক্ষা সফর, কোনো প্রতিযোগিতা ইত্যাদি করা যাবে কি না? যাতে ওই কোম্পানির নাম প্রচার হবে এবং এক প্রকার বিজ্ঞাপন হবে।

উত্তর : যে সমস্ত জিনিস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সিগারেট, যা বহু রোগের মূল কারণ। সরকার জনসম্মুখ্যে প্রকাশ্যে ধূমপান নিষিদ্ধ করে আইন প্রনয়ন করেছে। রাষ্ট্রীয় আইন, যা শরীয়ত পরিপন্থী নয় তা মেনে চলা সর্বসাধারণের জন্য জরুরি। তাই সিগারেটের ব্যবসা ও কোম্পানিতে চাকরি করা একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও সচেতন নাগরিকের জন্য সমীচীন নয়। এ ধরনের পন্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচার-প্রসারের কাজ করা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় হবে। তবে উপার্জিত অর্থকে অবৈধ বলা যায় না। (১১/১৯২/৩৪৮৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٥٩ : أقول: قد اضطربت آراء العلماء فيه، فبعضهم قال بكراهته، وبعضهم قال بحرمته، وبعضهم بإباحته، وأفردوه بالتأليف. وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر وفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم. قال: ومقتضاه المنع من شربها التتن لأنه ينتن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله تعالى منه. وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري وغيره اهـ وللعلامة الشيخ

Scanned by CamScanner

علي الأجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة.

قلت: وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها (الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان) وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان، وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد، فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي، وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل، وقد توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي، فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح، لكن رائحته تستكرهها الطباع؛ فهو مكروه طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال به - رحمه الله تعالى -، وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقب كلام شيخنا النجم بكلام الأشباه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة، لكن لا لذاته بل لورود النهي السلطاني عن استعماله ويأتي الكلام فيه.

📖 مجموعۃ الفتاوی (سعید) ۲/ ۱۲۷ : سوال- کھانے اور پینے کی تمباکو کی تجارت درست ہے یا نہیں؟

جواب- درست ہے، علامہ ابراہیم بن حسین رحمہما اللہ الشہیر بہ بیری زادہ حنفی مکی اپنے رسالہ رفع الالتباک فی حکم تعاطی شجرۃ التنباک میں لکھتے ہیں: أما بيعها وشراءها فيجوز لإمكان الانتفاع بها في غير الشرب بدليل تقييد الأصحاب عدم الجواز في مثلها بما لا ينتفع به۔

📖 جدید تجارت (ماریہ اکیڈیمی) ص ۱۶۲ : سگریٹ اور تمباکو کا استعمال بعض صورتوں میں مباح ہے اور بعض صورتوں میں مکروہ تنزیہی یعنی خلاف اولی ہے مگر بہر حال ان کا

Scanned by CamScanner

استعمال جائز اور حلال ہے اس لئے ان کی خرید وفروخت اور تجارت بھی جائز ہے اور ان کی تجارت سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حلال ہے۔

সিগারেট ও গাঁজা খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : সিগারেট খাওয়া হারাম, নাকি মাকরূহ? অনেকে গাঁজা খাওয়াকে সিগারেট খাওয়ার সাথে তুলনা করে বলে থাকে যে গাঁজা খাওয়া মাকরূহ।

উত্তর : সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় মাকরূহ, আর গাঁজা নেশাদ্রব্য হওয়ায় তা হারাম। যারা গাঁজা খাওয়াকে সিগারেট খাওয়ার সাথে তুলনা করে তাদের কথা ভুল। (১৯/১৩২)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٣/ ١٥٢ (١٧٣٣) : عن أبي موسى، قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير، وشراب يقال له البتع من العسل، فقال: «كل مسكر حرام».

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٩١ (٣٦٧٧) : عن أبي حريز، أن عامرا، حدثه أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر».

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤٥٧ : (ويحرم أكل البنج والحشيشة) هي ورق القتب (والأفيون) لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۱۲۸ : جواب- گانجا، چرس، افیون، بھنگ یہ سب چیزیں ناپاک نہیں ان کا کھانا تو حرام ہے اس لئے کہ نشہ لانے والی ہیں یا نشہ جیسے اثار ونتائج پیدا کرتی ہیں۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۱۸۲ : جواب- سگریٹ نسوار تمباکو بلاضرورت مکروہ ہے، ضرورت کے بناپر مباح ہے۔

Scanned by CamScanner

সিগারেট ও হুক্কা পান করা

প্রশ্ন : ক. দুর্গন্ধযুক্ত সিগারেট খাওয়া জায়েয আছে কি না?

খ. সুগন্ধিযুক্ত বা ফলফলাদির ঘ্রাণযুক্ত টিকা-মেডিসিন দ্বারা হুক্কা খাওয়া জায়েয আছে কি না?

গ. হুক্কা খাওয়া জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয হয় তাহলে কী কী শর্ত সাপেক্ষে?

উত্তর : মানুষের শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা এমন কোনো দ্রব্যের ব্যবহারকে শরীয়ত অনুমোদন করে না। বর্তমান ডাক্তারদের ঐকমত্যে তামাকজাতীয় জিনিস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিধায় তা পান করা যাবে না। তবে হুক্কা যদি ডাক্তারদের পরামর্শে কেউ রোগের কারণে পান করে এবং দৈনিক পরিষ্কার করে সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্যাদি ব্যবহার করে তখন জায়েয বলা যাবে। (১৪/৪৬৭)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۳۸۳ : سوال- ... ... حقہ ضروری پینا کیسا ہے؟
الجواب- ... ... حقہ کسی بیماری کی وجہ سے دواء پینا درست ہے اور بغیر بیماری کے شوقیہ پینا مکروہ، اگر نشہ ہو تو ناجائز ہے بدبودار منہ لیکر مسجد میں جانا بہر صورت ناجائز ہے۔

ধূমপান করা কোন ধরনের গোনাহ

প্রশ্ন : ধূমপান করা কোন ধরনের গোনাহ? এক মাওলানা সাহেব তাঁর লিখিত কিতাবে কয়েকখানা কিতাবের উল্লেখ করে লিখেছেন যে,

১. তাফসীরে রুহুল বয়ানের চতুর্থ খণ্ডে ১৭ নং পৃ. এবং মাজালিসুল আবরার কিতাবের ৫৫০ পৃ. ধূমপান করা হারাম লিখেছেন।

২. ফাতাওয়ায়ে আশরাফিয়ার সপ্তম পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে ধূমপানকারীগণ হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামায়েতে দাখিল হতে পারবে না।

প্রশ্ন হলো, উক্ত মাওলানা সাহেব যে সমস্ত কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করে যে সমস্ত গোনাহের কথা বর্ণনা করেছেন তা সঠিক কি না? কারণ আমাদের এক মুফতী সাহেব বলেছেন, উক্ত মাওলানা সাহেবের উল্লিখিত কিতাবে যে সমস্ত গোনাহ কথা বর্ণনা করেছেন, তা কিতাবে নেই। তাই প্রকৃত সঠিক মাসআলা জানার জন্য আপনার শরণাপন্ন হলাম।

উত্তর : ধূমপানকে শরয়ী ভাষায় হারাম বলা যায় না, তেমনিভাবে ধূমপানকে উৎসাহিতও করা যায় না। কারণ ধূমপানে যে যে তামাক পাতা ব্যবহার করা হয় তা

Scanned by CamScanner

নিয়ে যুগে যুগে করা গবেষণায় নেশার কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় হারাম বলে আখ্যায়িত করা যায়নি। তা সত্ত্বেও যেহেতু ধূমপানে মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়, মানুষের কষ্ট হয়, নামাযে গেলে নামাযীদের কষ্ট হয়, ফেরেস্তাদের কষ্ট হয়, তাই উলামায়ে কেরাম মাকরূহে তাহরীমি বলেছেন। আর দুর্গন্ধ না হয় মতো করে পান করা অবস্থায় ধূমপানকে উলামায়ে কেরাম জায়েয বলেছেন। কিন্তু বর্তমান বিশ্বেও অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মতে সাদা পাতা বা ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হওয়ায় তা ব্যবহার না করা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। (৭/২১৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٥٩- ٤٦١ : والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق في سنة خمسة عشر بعد الألف يدعي شاربه أنه لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر. وهو حرام لحديث أحمد عن أم سلمة قالت «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومفتر» قال: وليس من الكبائر تناوله المرة والمرتين، ومع نهي ولي الأمر عنه حرم قطعا، على أن استعماله ربما أضر بالبدن، نعم الإصرار عليه كبيرة كسائر الصغائر اهبحروفه. وفي الأشباه في قاعدة: الأصل الإباحة أو التوقف، ويظهر أثره فيما أشكل حاله كالحيوان المشكل أمره والنبات المجهول سمته اهـ

قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته إلحاقا له بالثوم والبصل بالأولى فتدبر، وممن جزم بحرمة الحشيشة شارح الوهبانية في الحظر، ونظمه فقال: وأفتوا بتحريم الحشيش وحرقه -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٥٩ : أقول: قد اضطربت آراء العلماء فيه، فبعضهم قال بكراهته، وبعضهم قال بحرمته، وبعضهم بإباحته، وأفردوه بالتأليف. وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ويمنع من بيع الدخان وشربه وشاربه في الصوم لا شك يفطر وفي شرح العلامة الشيخ إسماعيل النابلسي والد سيدنا عبد الغني على شرح الدرر بعد نقله أن للزوج منع الزوجة من أكل الثوم والبصل وكل ما ينتن الفم. قال: ومقتضاه المنع من شربها التتن لأنه ينتن الفم خصوصا إذا كان الزوج لا يشربه أعاذنا الله تعالى منه. وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا المسيري وغيره اهـ وللعلامة الشيخ

Scanned by CamScanner

علي الأجهوري المالكي رسالة في حله نقل فيها أنه أفتى بحله من يعتمد عليه من أئمة المذاهب الأربعة.

قلت: وألف في حله أيضا سيدنا العارف عبد الغني النابلسي رسالة سماها (الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان) وتعرض له في كثير من تآليفه الحسان، وأقام الطامة الكبرى على القائل بالحرمة أو بالكراهة فإنهما حكمان شرعيان لا بد لهما من دليل ولا دليل على ذلك فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفتيره ولا إضراره، بل ثبت له منافع، فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة وأن فرض إضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد، فإن العسل يضر بأصحاب الصفراء الغالبة وربما أمرضهم مع أنه شفاء بالنص القطعي، وليس الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل في القول بالإباحة التي هي الأصل، وقد توقف النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أنه هو المشرع في تحريم الخمر أم الخبائث حتى نزل عليه النص القطعي، فالذي ينبغي للإنسان إذا سئل عنه سواء كان ممن يتعاطاه أو لا كهذا العبد الضعيف وجميع من في بيته أن يقول هو مباح، لكن رائحته تستكرهها الطباع؛ فهو مكروه طبعا لا شرعا إلى آخر ما أطال به - رحمه الله تعالى -، وهذا الذي يعطيه كلام الشارح هنا حيث أعقب كلام شيخنا النجم بكلام الأشباه وبكلام شيخه العمادي وإن كان في الدر المنتقى جزم بالحرمة، لكن لا لذاته بل لورود النهي السلطاني عن استعماله ويأتي الكلام فيه.

গুল ও পানের হুকুম

প্রশ্ন : গুল বা পানের ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উত্তর : পান, গুল ইত্যাদি দ্রব্যাদির ব্যাপারে শরীয়তের কোনো সুস্পষ্ট বিধিনিষেধ না থাকায় তা মুবাহ বা বৈধ বলে গণ্য। তবে গুলের মধ্যে ক্ষতির দিকটা বিদ্যমান থাকায় তা মাকরূহে তানযীহি হিসেবে বিবেচিত হয়ে পরিহারযোগ্য। (১৮/৯৭১)

Scanned by CamScanner

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٥١ : قاعدة : هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة -

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤٦٠ : قلت: فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه، وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته إلحاقا له بالثوم والبصل بالأولى فتدبر.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۱۴۵ : جواب- حقہ پینا اور پان میں زردہ کھانا مباح ہے ان دونوں کو ایسی بے احتیاطی سے استعمال کرنا کہ منہ میں بدبو ہو جائے مکروہ ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۲۱۶ : جس کو پان کھانے کی عادت ہے کہ بلا پان کھائے سکون نہیں ہوتا، طبیعت پریشان رہتی ہے اور کام کرنا دشوار ہوتا ہے اس کے حق میں فضول خرچی نہیں ہے ایسی صورت میں مباح شئ پر مداومت کرنے پر کوئی مضائقہ نہیں۔

জর্দা ও গুল খাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : পানের সাথে জর্দা ও গুল খাওয়ার হুকুম কী?

উত্তর : জর্দা ও গুল হারাম বস্তু নয়। তবে যে পরিমাণ ব্যবহার করলে নিশ্চিতভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে, সে পরিমাণ খাওয়া জায়েয হবে না, অন্যথায় জায়েয হবে। তবে বিনা প্রয়োজনে না খাওয়া উচিত। আর মুখে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হলে মাকরূহ হবে। (১০/১৭৭)

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۱۴۵ : جواب- حقہ پینا اور پان میں زردہ کھانا مباح ہے ان دونوں کو ایسی بے احتیاطی سے استعمال کرنا کہ منہ میں بدبو ہو جائے مکروہ ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۱۱۰ : الجواب- بغیر تمباکو کے صرف چونے وغیرہ کے ساتھ پان کھانے میں کوئی قباحت نہیں، عند الضرورت تمباکو کی بھی اجازت ہے بلا ضرورت نہیں کھانا چاہئے، البتہ کسی کو چونا یا تمباکو نقصان دیتا ہو تو اس کیلئے جائز نہیں۔

বাছুরের চামড়া দিয়ে কৃত্রিম বাছুর বানিয়ে দুধ দোহন করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জনৈক ব্যক্তির একটি গাভি বাচ্চা প্রসব করার পর বাচ্চাটি মারা যায়। গাভির মালিক উক্ত মৃত বাচ্চার চামড়া দিয়ে, অর্থাৎ চামড়াটির ভেতর

Scanned by CamScanner

খড়কুটা ভরে অবিকল একটি বাচ্চার আকৃতি বানিয়ে দুধ দোহনকালে গাভির স্তনের মধ্যে বানানো বাচ্চাটির মুখ ঠেকালে গাভি সম্পূর্ণরূপে স্তনে দুধ নামিয়ে দেয়। এ ধরনের পন্থা অবলম্বন না করলে গাভি স্তনে দুধ নামাতে চায় না। উপরোক্ত পন্থা অবলম্বন করে দুধ পান করা বৈধ কি না? আর দুধের মধ্যে কোনো প্রকার হুরমাত আসবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে দুধ দোহন করা জায়েয হবে এবং শরয়ী দৃষ্টিকোণে এ ধরনের দুধ পান করার মধ্যে কোনো অসুবিধা হবে না। (৬/৮৭/১০৯৪)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۵۴ : سوال- کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص کی بھینس کا بچہ مر گیا اور وہ بھینس بغیر بچہ کے دودھ نہیں دیتی اگر اس مردہ بچہ کی کھال نکلوا کر اور اس میں بھینس وغیرہ بھر کر بھینس کو دکھلا کر دودھ لینے کی غرض سے رکھ لیا جاوے، تو کیا اس طرح مردہ بچہ کو قائم رکھنا اور دودھ پینا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

باب الدعوة والوليمة

পরিচ্ছেদ : দাওয়াত ও ওলীমা

হাদিয়া ও দাওয়াত গ্রহণের সময় হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ রাখা

প্রশ্ন : এক ভদ্রলোক আমাকে তার বাসায় খানার দাওয়াত দিলে যেকোনো ওজর দেখিয়ে আমি তা প্রত্যাখ্যান করি, তার মাল সন্দেহজনক জেনে। এখন আমার জানার বিষয় :

১. কারো কোনো হাদিয়া বা দাওয়াত গ্রহণের ব্যাপারে হালাল-হারাম পার্থক্যের উপায় কী?

২. সুদ, ঘুষ তথা হারাম সম্পদ জানা সত্ত্বেও দেখা যায় অনেক উলামায়ে কেরাম এতে জড়িত। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর :

১. কারো হাদিয়া বা দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে হালাল-হারাম পার্থক্য করার উপায় হলো, দেখতে হবে যে তার অধিকাংশ সম্পদ হালাল কি না? যদি অধিকাংশ সম্পদ হালাল হয় তাহলে তার সম্পদ হতে হাদিয়া বা দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে, অন্যথায় যাবে না।

২. আলেমের লেবাস পরিধান করলেই আলেম বলা যায় না। বরং আলেম বলা হয় যে আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরীকাকে জেনে-শুনে তা মনে-প্রাণে মেনে তার ওপর পরিপূর্ণভাবে আমল করে। তাই কোনো সত্যিকার আলেম হারাম সম্পদের মালিক হতে হাদিয়া বা দাওয়াত গ্রহণ করতে পারে না। (১৩/৭৩৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٤٣ : آكل الربا وكاسب الحرام اهدى اليه او اضافه وغالب ماله حرام لا يقبل ولا يوكل مالم يخبره ان ذلك المال اصله حلال ورثه واستقرضه وان كان غالب ماله حلال لا بأس بقبول هديته والاكل منها.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸ / ۱۰۳ : الجواب—اگر حرام مال جدا ممتاز نہ ہو یعنی خالص حرام یا حلال و حرام مخلوط ہونے کا یقین نہ ہو اور حلال مال زیادہ ہو تو اس سے ھدیہ دعوت قبول کرنا جائز ہے اگر حرام مال زیادہ ہے یا دونوں برابر ہیں یا حرام مال جدا ممتاز ہے تو اسے قبول کرنا جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

সংগত কারণে দাওয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা

প্রশ্ন : অনেক লোককে দেখা যায় অন্যের বাড়িতে খানা খায় না। এমনকি দাওয়াত দিলেও যায় না। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলে, কারো বাড়িতে হারাম মাল থাকার কারণে খাই না। আর কারো বাড়িতে হালাল মাল থাকা সত্ত্বেও খাই না। কারণ তখন আমার ওপর প্রশ্ন আসবে আপনি তো অমুকের বাড়িতে খান। আমার বাড়িতে খেলে সমস্যা কোথায়? তখন ফেতনা হবে, তাই বিরত থাকাই ভালো। হুজুরের কাছে এর সঠিক সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে এক মুসলমান অপর কোনো মুসলমান ভাইকে খানার দাওয়াত করলে তা কবুল করা সুন্নাত। তবে এর জন্য পূর্বশর্ত হলো দাওয়াতকারীর উপার্জনের মধ্যে কোনো ধরনের হারাম মিশ্রিত হওয়ার সন্দেহ না থাকতে হবে। তাই হালালের সাথে অধিকাংশ হারাম মিশ্রণের সন্দেহ হয়ে থাকলে তার দাওয়াত গ্রহণ করার অনুমতি নেই। এ ক্ষেত্রে মেহমান যদি এ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে থাকে যে, কারো দাওয়াত গ্রহণ করা আর কারো বর্জন করার দ্বারা দাওয়াতকারীদের পরস্পরের মধ্যে ফেতনার আশঙ্কা থাকে তাহলে এ ধরনের সম্ভাব্য ফ্যাসাদ নির্মূলকল্পে এ ধরনের দাওয়াত বর্জন করা শরীয়তবিরোধী হবে না। বরং তা নিরাপদ ও উত্তম বলে বিবেচিত হবে। (১৭/৪০৮/৮১০১)

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۸/ ۱۳۲ : سوال- (۱) اگر کسی آدمی کے پاس دو حصے مال حلال ہے اور ایک حصے مال حرام ہے تو ایسے آدمی کی دعوت قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟
(۲) اگر کسی آدمی کے پاس ایک حصہ مال حلال ہے اور دو حصے مال حرام ہے تو ایسے شخص کی دعوت قبول کرنا درست یا نہیں؟... ...
(۴) اگر کسی آدمی کے پاس آدھا مال حلال ہے اور آدھا مال حرام ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- (۱) دعوت قبول کرنے میں گنجائش ہے تنبیھا یا احتیاطا انکار کی بھی گنجائش ہے۔
(۲) ایسی دعوت قبول کرنا منع ہے، ہاں! اگر ایسا آدمی حلال مال سے دعوت کرے تو اس کا قبول کرنا درست ہے۔... ...
(۴) ایسی دعوت سے اجتناب چاہئے۔

Scanned by CamScanner

হারাম উপার্জনকারীর হাদিয়া ও দাওয়াত গ্রহণ করা

প্রশ্ন : হারাম পন্থায় উপার্জনকারীর মাল দ্বারা মাদরাসা-মসজিদ নির্মাণ করা, লিল্লাহ বোর্ডিং চালানো, তাদের হাদিয়া গ্রহণ করা ও তাদের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যার মালের অধিকাংশ হারাম তার নিকট দাওয়াত খাওয়া এবং হাদিয়া নেওয়া, তার পয়সা দিয়ে মাদরাসা-মসজিদ নির্মাণ ইত্যাদি করা অবৈধ। তবে উপরোক্ত কাজগুলো সে হালালভাবে উপার্জিত মাল দ্বারা করলে তখন জায়েয হবে। সর্বমোট মালের অধিকাংশ হারাম না হলে উপরোক্ত কাজগুলো জায়েয হলেও অনুত্তম। (৪/২৩৭)

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٩٦ : إذا كان غالب مال المهدي حلالا، فلا بأس بقبول هديته، وأكل ماله ما لم يتبين أنه من حرام، وإن كان غالب ماله الحرام لا يقبلها، ولا يأكل إلا إذا قال: إنه حلال ورثه أو استقرضه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۸۸ : الجواب- جو مال روپیہ حرام طریقہ سے کمایا گیا ہے اس کو مسجد میں صرف کرنا جائز نہیں وہ روپیہ اصل مالک کو واپس کرنا چاہئے وہ نہ ہو تو اس کے ورثہ کو دیدیں وہ بھی نہ ہوں یا ان کا علم نہ ہو تو اصل مالک کی طرف سے غرباء کو صدقہ کردیا جائے۔

ওলীমার দাওয়াতের জন্য কার্ড বানানো

প্রশ্ন : ওলীমার দাওয়াত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে দেওয়ার জন্য যে কার্ড বানানো হয় তা শরয়ী দৃষ্টিতে অপচয় বলে গণ্য হবে কি না?

উত্তর : লোক দেখানো, সুনাম অর্জন ও গর্ব বোধের ভিত্তিতে এ ধরনের কার্ড ছাপানো এবং তাতে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয হবে না। তবে শুধুমাত্র বন্ধুবান্ধব ও মেহমানদের মনোরঞ্জনের জন্য স্থানকাল-পাত্র বিশেষে প্রয়োজনের আওতায় তার অনুমতি রয়েছে। (১৮/২৬২/৭৫৭০)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦ /٧٥٥ : ويستحب التجمل وأباح الله الزينة بقوله تعالى - {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وخرج - صلى الله عليه وسلم - رداء قيمته ألف دينار زيلعي.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٧٥٥ : (قوله ويستحب التجمل إلخ) قال - عليه الصلاة والسلام - «إن الله تعالى إذا أنعم على عبده أحب أن يرى أثر نعمته عليه».

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨ /١٤٧ : سوال-احباب واعزہ کے درمیان عید کے موقع پر عید کارڈ مراسلت التزامی یا غیر التزامی طور پر جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- مصارف کا پانچ درجات ہیں :

(۱) ضرورت (۲) حاجات (۳) آسائش (۴) آرائش وزیبائش (۵) نمائش

ضرورت : جو لوازم زندگی میں سے ہو، اس کے نہ ہونے سے ضرر لاحق ہو جیسے بقدر کفایت طعام ولباس وغیرہ۔

حاجت : جس کے نہ ہونے سے ضرر تو نہ ہو مگر گزارا مشکل ہو جیسے قدر کفایت سے زائد حاجت میں کام آنے والی اشیاء۔

آسائش : حاجت سے زائد آرام وراحت کی اشیاء۔

آرائش وزیبائش: صرف زیب وزینت کی اشیاء۔

نمائش: جس سے فخر ونمود مقصود ہو۔

ضرورت پر خرچ کرنا فرض ہے، اور حاجات وآرائش وآسائش وزیبائش پر خرچ کرنا جائز ہے بشرطیکہ اسراف نہ ہو، اسراف یہ ہے کہ بلا ضرورت آمدن سے زائد خرچ کرے نمائش کے لئے خرچ کرنا حرام ہے زیبائش اور نمائش فعل قلب کی قبیل سے ہیں، دونوں میں فرق صرف نیت سے ہوتا ہے اس لئے بلا وجہ کسی پر نمائش کا حکم لگانا صحیح نہیں۔

عید کارڈ سے اگر فخر ونمود مقصود ہو تو بلا شبہ ناجائز ہے اور اگر اس سے محض زینت اور دوسرے کا دل خوش کرنا مقصود ہو تو یہ ارائش وزیبائش میں داخل ہے جو بلا شبہ جائز ہے بلکہ القاء السرور فی قلب المؤمن کے تحت باعث ثواب ہے، اس کی کئی مثالیں ہیں مثلاً گلدستہ، سینری، خوبصورت پیڈ، خوبصورت پھولدار کاغذ، خوبصورت پھولدار لفافہ، اس قسم کی زینت کی چیزیں بالاتفاق جائز اور علماء وصلحاء کے ہاں بھی عام رائج ہیں، تو عید کارڈ کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

Scanned by CamScanner

কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহ ও ওলীমা করা

প্রশ্ন : বর্তমানে কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহ বৈধ কি না? এবং এতে ওলীমা খাওয়ানোর হুকুম কী?

উত্তর : বিবাহ ও ওলীমা খাওয়ানোর বৈধতার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান হওয়া শর্ত নয়, তবে বিবাহ মসজিদে হওয়া উত্তম। আর ওলীমা এমন স্থানে হওয়া উত্তম যে স্থানে স্বীয় আত্মীয়স্বজনের উপস্থিতি সহজ হয় এবং শরয়ী বিধান লঙ্ঘিত না হয়। বর্তমান কমিউনিটি সেন্টারে অনেক কুসংস্কার ও শরীয়ত পরিপন্থী কাজ হয়ে থাকে। তাই পারতপক্ষে সেখানে কোনো অনুষ্ঠান না করা বাঞ্ছনীয়। এমতাবস্থায়ও যদি কমিউনিটি সেন্টারে শরীয়তসম্মত পন্থায় বিবাহ ও ওলীমার অনুষ্ঠান করা হয় তাতে আপত্তির কিছু নেই। (১৩/২৪১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١٢٨/٥ : رجل دعي إلى وليمة أو طعام وهناك لعب أو غناءفإن علمه قبل الدخول يرجع ولا يدخل وقيل هذا إذا لم يكن إماما يقتدى به فإن كان لا يمكث بل يخرج لأن في المكث استخفافا بالعلم والدين وتجرئة لأهل الفسق على الفسق وهذا لا يجوز.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ /٣٤٨ : وفي التتارخانية عن الينابيع: لو دعي إلى دعوة فالواجب الإجابة إن لم يكن هناك معصية ولا بدعة والامتناع أسلم في زماننا إلا إذا علم يقينا أن لا بدعة ولا معصية اهوالظاهر حمله على غير الوليمة لما مر ويأتي تأمل-

ওলীমা কখন খাওয়াবে, কত দিন খাওয়াবে

প্রশ্ন : আমরা জানি, বিবাহের পর ওলীমা খাওয়ানো সুন্নাত। ওলীমা কখন খাওয়ানো সুন্নাত, অর্থাৎ তার শুরু ও শেষ সীমা কত দিন?

উত্তর : বরপক্ষ হতে ওলীমা খাওয়ানো সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নাত। তবে ওলীমার সময় নিয়ে ফিকাহবিদদের মাঝে দ্বিমত থাকলেও নির্ভরযোগ্য মত হলো বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পরে ওলীমার আয়োজন করা। তিন দিন পর্যন্ত ওলীমার আয়োজন করার অনুমতি আছে। (১৩/৩৯৪)

Scanned by CamScanner

📖 مسند أبي يعلى (دار المأمون للتراث) ٦/ ٤٤٦ (٣٨٣٤) : عن أنس، «تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام، وبسط نطعا جاءت به أم سليم، وألقى عليه أقطا وتمرا، وأطعم الناس ثلاثة أيام» -

📖 فتح البارى (دار الريان) ٩/ ١٣٨- ١٣٩ : وقد اختلف السلف في وقتها هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدخول أو عقبه أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول على أقوال قال النووي اختلفوا فحكى عياض أن الأصح عند المالكية استحبابه بعد الدخول وعن جماعة منهم أنه عند العقد وعند بن حبيب عند العقد وبعد الدخول وقال في موضع آخر يجوز قبل الدخول وبعده وذكر بن السبكي أن أباه قال لم أر في كلام الأصحاب تعين وقتها وأنه استنبط من قول البغوي ضرب الدف في النكاح جائز في العقد والزفاف قبل وبعد قريبا منه أن وقتها موسع من حين العقد قال والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول كأنه يشير إلى قصة زينب بنت جحش وقد ترجم عليه البيهقي في وقت الوليمة اه وما نفاه من تصريح الأصحاب متعقب بأن الماوردي صرح بأنها عند الدخول وحديث أنس في هذا الباب صريح في أنها بعد الدخول لقوله فيه أصبح عروسا بزينب فدعا القوم واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبها وعليه عمل الناس اليوم ويؤيد كونها للدخول لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة ترددوا هل هي زوجة أو سرية فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة لأن السرية لا وليمة لها فدل على أنها عند الدخول أو بعده.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٤٣ : ووليمة العرس سنة، وفيها مثوبة عظيمة وهي إذا بنى الرجل بامرأته.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲۰۶/۱۳ : الجواب- دعوت ولیمہ شادی ورخصتی کے بعد تین روز تک ہوتی ہے اس کے بعد نہیں۔

📖 مجموعۃ الفتاوی (سعید) ۲/ ۲۹۱ : اور طعام ولیمہ سنت ہے اور ولیمہ کا وقت دخول کے بعد ہے اور بعض کے نزدیک عقد نکاح اس کا وقت ہے ایسا ہی بعض حواشی مشکوۃ میں ہے اور مجمع البرکات میں ہے کہ ولیمہ کا وقت تین دن تک ہے۔

Scanned by CamScanner

সামাজিকভাবে চাপ প্রয়োগ করে ওলীমা করানো

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে, বিবাহ করার পরে গ্রামবাসী ছেলের পক্ষ থেকে সমাজের সকলকে দাওয়াত খাওয়ানোর দাবি করে। যে কেউ বিবাহ করবে তাকেই সমাজের সকলকে দাওয়াত দিতে হবে, নচেৎ সমাজে রাখবে না। সমাজের মুরব্বিরা গোশত, চাল, ডাল, ইত্যাদি নির্ধারণ করে দেয়। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের দাওয়াত খাওয়া জায়েয হবে কি না? এবং সমাজে এ ধরনের নিয়ম করাটা কতটুকু বৈধ হবে? এটা ওলীমার মধ্যে গণ্য হবে কি না?

উত্তর : বিবাহের পর বরের জন্য সাধ্যানুযায়ী ওলীমা করা সুন্নাত, যা চা, নাশতা, মিষ্টি ও অন্য যেকোনো খাদ্য দ্বারাই আদায় হয়ে যায়। তবে খানা খাওয়ানোর জন্য বরকে চাপ সৃষ্টি করা জায়েয নয় বিধায় প্রশ্নে উল্লিখিত ধরনের খানা অবৈধ হবে। (১৩/৬৬৩/৫৩৫৩)

📖 صحيح البخاري ٥/ ١٣٥ (٤٢١٣) : عن حميد، أنه سمع أنسا رضي الله عنه، يقول: «أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر، والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية»، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين، أو ما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه، ومد الحجاب-

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦/ ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه " -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸۹/۹ : ولیمہ کی دعوت اپنی حیثیت کے مطابق ہونی چاہئے،

الف، برادری کا کھانا حیثیت سے زیادہ دینا۔ ب، قرض لیکر دعوت کرنا۔ ج، نام ونمود کے لئے اسراف کرنا۔

(جواب) حیثیت سے زیادہ اور نام ونمود کے لئے کرنا اور زیر بار ہونا ناجائز ہے۔

Scanned by CamScanner

باب الطب
পরিচ্ছেদ : চিকিৎসা

চিকিৎসক না হয়েও চিকিৎসা করা

প্রশ্ন : চিকিৎসক না হয়ে এবং ডাক্তারী ডিগ্রি না নিয়ে চিকিৎসা করা যাবে কি না?

উত্তর : চিকিৎসাবিদ্যার ওপর পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করা ব্যতীত ডাক্তার সেজে চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত থাকা প্রতারণা ও ধোঁকার শামিল হওয়ার কারণে অবৈধ ও নাজায়েয। অজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা কোনো রোগী কষ্ট পেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে চিকিৎসক মারাত্মক গোনাহগার হবে। তবে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে পূর্ণ দক্ষতা রাখে এবং রোগ নির্ণয়ও করতে পারে, চিকিৎসাবিদ্যার ওপর কোনো ডিগ্রি না থাকলেও তার জন্য চিকিৎসা করা অবৈধ নয়। যদিও এ ক্ষেত্রে সরকারি আইন মেনে চলা তার জন্য আবশ্যক। (১৫/৪৭৩/৬১১৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ١٤٧ : (قوله: وطبيب جاهل) بأن يسقيهم دواء مهلكا وإذا قوي عليهم لا يقدر على إزالة ضرره زيلعي. (قوله: ومكار مفلس) بأن يكري إبلا وليس له إبل ولا مال ليشتريها به، وإذا جاء أوان الخروج يخفي نفسه جوهرة فمنع هؤلاء المفسدين للأديان والأبدان والأموال دفع إضرار بالخاص والعام.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٤٤٩/٥ : صرح الحنفية بأنه يجوز الحجر للمصلحة العامة؛ لأنه يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام أو يدفع الضرر الأعلى بالأدنى، فيحجر (أي يمنع) على الطبيب الجاهل، والمفتي الماجن، والمكاري المفلس. وذلك بأن يسقي المتطبب الناس دواء مهلكا، أو لا يقدر على إزالة ضرر دواء اشتد تأثيره على المرضى.

📖 جامع الفتاوی (ربانی بکڈپو) ۱/ ۵۴۸ : بغیر واقفیت معالجہ کرنا درست نہیں ہے اور نہ اپنا معالجہ کرنا درست ہے اور جو شخص تجربہ رکھتا ہو، تشخیص مرض بھی جانتا ہو اگرچہ اس کے پاس سند نہ ہو اس کے لئے علاج کرنا درست ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۹۵ : کسی ماہر فن سے علاج کی تعلیم حاصل کئے بغیر علاج کا پیشہ اختیار کرنا جائز نہیں، نیز اس میں حکومت کی قانون کے خلاف ورزی کا گناہ بھی ہے۔

দাঁতের চিকিৎসা করে অর্থ উপার্জন করা

প্রশ্ন : ডেন্টাল কলেজে দাতের ডাক্তারি পড়ে পাস করার পর দাঁতের রোগীদের চিকিৎসা করে টাকা উপার্জন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল কি না?

উত্তর : দাঁতের ডাক্তারি পড়া এবং এ বিষয়ে পুরোপুরি অভিজ্ঞতা অর্জন করে দাঁতের যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা বৈধ হবে। (১৫/২১১/৬০০২)

📖 رد المحتار (سعید) ۱/ ٤٢ : قال في تبيين المحارم: وأما فرض الكفاية من العلم، فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب والحساب.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۱۵۱ :الجواب- ... ... فن ڈاکٹری سیکھنا اور انگریزی ادویہ استعمال کرنا مباح ہے۔

শরীরের চামড়া কেটে বাতের চিকিৎসা

প্রশ্ন : আমার আব্বা একজন ৬০ বছরের বৃদ্ধ। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বাতের রোগে আক্রান্ত। ইদানীং আরো চরম আকার ধারণ করেছে। ফলে দাঁড়ানোই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। খুব কষ্টে বসে বসে নামায আদায় করতে হয়। চিকিৎসা হিসেবে বহু ওষুধপথ্য খাওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো ফল হচ্ছে না। বর্তমানে (গোল) নামক একটি গ্রামে প্রচলিত চিকিৎসার ইচ্ছা করা হচ্ছে। এটা হলো পায়ের গোছার মাঝে ব্লেড দিয়ে গর্ত করে ওই স্থানের মাংসটি পঁচার জন্য একটি ওষুধ ব্যবহার করা হয়। পরে ওই স্থানে একটি নিমের ডাল ঢুকিয়ে রাখা হয়। ওজুর সময় ওই কাপড়টা খোলা হলে ওই ডালটাও খুলে যায়। পরে পানি ঢালা হলে ওই স্থান থেকে কিছু জীবাণুও বের হতে থাকে। পরে বন্ধ হলে পুনরায় বাঁধা হয়। এমনিভাবে প্রতিবার ওজুতে খোলা হয়। তা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত থাকতে পারে। পরে ডালটা খুলে ফেললে স্থানটি শুকিয়ে যায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরণের চিকিৎসা গ্রহণের হুকুম কী? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নোক্ত রোগের চিকিৎসার অন্য কোনো সহজ পন্থা পাওয়া না গেলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রশ্নে বর্ণিত পন্থায় চিকিৎসা করা জায়েয হবে। (৫/৫২)

📖 سنن أبي داود (٣٨٦٥) : عن عمران بن حصين، قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا، فما أفلحن، ولا أنجحن» قال أبو داود: «وكان يسمع تسليم الملائكة فلما اكتوى انقطع عنه فلما ترك رجع إليه»-

📖 فيه أيضا (٣٨٦٦) : عن جابر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته»-

📖 سنن الترمذي (٢٠٥٠) : عن أنس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة»-

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ٢٩٠ : نعم إذا كان الكي متعينا في ذلك الداء خرج عن موضع الكراهة، وعليه يحمل ما وقع لبعض الصحابة كما سيأتي والله أعلم. ثم رأيت في كلام بعض الشراح صريحا أن ذلك عند عدم القدرة على المداواة بدواء آخر، والنهي قبل بلوغ ضرورة داعية إليه، أو في موضع يعظم خطره، أو الكي الفاحش، وإليه الإشارة بقوله: أو كية واحدة غير فاحشة، وقيل النهي تنزيهي اهـ

قال الخطابي: الكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه، والنهي عن الكي يحتمل أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره، ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه، وإذا لم يفعل هلك صاحبه، ويقولون: آخر الدواء الكي، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك على هذا الوجه، وأباح استعماله على معنى طلب الشفاء والترجي للبرء بما يحدث الله من صنعه فيه، فيكون الكي والدواء سببا لا علة. قال الطيبي: ويؤيده تخصيص ذكر الأمة أي: أنا أنهاهم لئلا يعدوا الكي علة مستقلة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٥ : يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك فيه وجهان.

Scanned by CamScanner

هل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي؟ إذا لم يجد شيئا يقوم مقامه فيه وجهان كذا في التمرتاشي -

قال له الطبيب الحاذق علتك لا تندفع إلا بأكل القنفذ أو الحية أو دواء يجعل فيه الحية لا يحل أكله كذا في القنية.

انسانی اعضاء کا احترام اور طب جدید ص ۴۰ : کسی ماہر طبیب نے آپریشن کے ذریعہ صحت یابی کے رائے دی کہ ظن غالب یہ ہے کہ اس سے مریض صحیح ہو جائیگا اور علاج کیلئے آپریشن کے علاوہ کوئی اس سے آسان طریقہ نہ ہو، اور ڈاکٹر چیر پھاڑ کے وقت قدر ضرورت کے زائد قطع وبرید نہ کرتا ہو ان شرائط کے ساتھ مریض کے بعض اعضاء کی اصلاح کے لئے آپریشن جائز ہے۔

শামুক দ্বারা চিকিৎসা করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি স্বপ্নযোগে দেখল, শামুক দ্বারা চিকিৎসা করলে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। জানার বিষয় হলো, শামুক ওষুধ হিসেবে সেবন করার হুকুম কী? এবং স্বপ্নেপ্রাপ্ত বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শামুকের বাইরের খোসা পাক ও উপকারী এবং হারাম হওয়ার কোনো কারণ তার মধ্যে নেই বিধায় মৃত শামুকের খোসা দ্বারা চিকিৎসা করা এবং ওষুধে ব্যবহার করা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয হবে, তবে তার গোশতের অংশকে খাওয়ার ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। শরীয়তের নীতিমালা ও বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক বা ক্ষতিকারক বস্তু না হলে স্বপ্নেপ্রাপ্ত বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি আছে। (১৮/৪৫৮/৭৬)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٣٠٦ : ولا يحل حيوان مائي إلا السمك الذي مات بآفة ولو متولدا في ماء نجس-

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ٢ / ٥١٤ : (ولا يؤكل من حيوان الماء) وهو الذي يكون مثواه وعيشه في الماء عندنا لقوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} (إلا السمك بأنواعه)-

📖 الدر المختار (سعيد) ٣٨٩/٦ : وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه.

Scanned by CamScanner

📖 مصنف ابن ابی شیبة (٢٣٤٩٢) : حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، أن رجلا أصابه الصفر، فنعت له السكر، فسأل عبد الله عن ذلك، فقال: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم».

📖 سنن سبی داود (٣٨٧٦) : حدثنا محمد بن عبادة الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم، عن أبي عمران الأنصاري، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام».

ভ্যাক্সিগ্রিপ ও মেনুমুন টিকা

প্রশ্ন : ভ্যাক্সিগ্রিপ ও মেনুমুন নামের ভ্যাকসিনের টিকা গ্রহণ করা জায়েয কি না? এগুলো বিভিন্ন প্রাণীজ ও উদ্ভিদজাত ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি করা হয়, তবে পরবর্তীতে এগুলোর মূল বাকি থাকে না।

উত্তর : ভ্যাক্সিগ্রিপ ও মেনুমুন নামের ভ্যাকসিনদ্বয়ের উপাদানসমূহের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে যাচাই-বাছাইপূর্বক কয়েকটি আরব দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ আমেরিকান ইসলামিক সার্ভিস উপরোক্ত ভ্যাকসিনদ্বয়কে চিকিৎসার ক্ষেত্রে হালাল বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তাই এ ধরনের ভ্যাকসিন গ্রহণ শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো আপত্তি নেই। (১৮/৯০৮/৭৯৪৭)

📖 بحوث فی قضایا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ٣٤٤ : الخمائر والجلاتين المتخذة عن الخنزير: إن كان العنصر المستخلص من الخنزير تستحيل ماهيته بعملية كيمياوية، بحيث تنقلب حقيقته تماما، زالت حرمته ونجاسته، وإن لم تنقلب حقيقته بقي على حرمته ونجاسته، لأن انقلاب الحقيقة مؤثر في زوال الطهارة والحرمة عند الحنفية.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٤/ ٣١٦ : گرگٹ اور چھپکلی کے روغن کو بطور دوا استعمال کرنا... ...

Scanned by CamScanner

الجواب- طبّی جوہر، مؤلفہ مولانا حکیم مصطفی صاحب مصدقہ حضرت حکیم الامت دام جدھم میں تحریر ہے : مسئلہ: اگر تیل میں حشرات الارض جلا کر کوئلہ کر لئے گئے تو اس تیل کا کھانا اور لگانا اور اس جلے ہوئے کوئلہ کا کھانا اور لگانا سب درست ہے کیونکہ بوجہ تبدیل ماہیت کے استخباث جاتا رہا... ...پس صورت مذکورہ میں اس تیل کا استعمال جائز ہے اور کپڑے بھی اس کے لگنے سے ناپاک نہ ہوگے۔

রক্ত মিশিয়ে তৈরীকৃত বড়ি সেবন করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জনৈক হেকিম সাহেব পাউডারজাতীয় ওষুধের সাথে রক্ত মিশিয়ে বড়ি বানান এবং রোগীদের তা সেবন করান। এগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও নাপাক বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয নেই, রক্তও তার পর্যায়ভুক্ত বিধায় যে রোগের ওষুধ বানানো হচ্ছে তার বিকল্প হালাল ওষুধ থাকাবস্থায় রক্তমিশ্রিত বড়ির ব্যবহার জায়েয হবে না। তবে শারীরিক দিক দিয়ে সার্বিক ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা থাকলে মুসলিম অভিজ্ঞ ডাক্তারের নির্দেশক্রমে প্রয়োজনমতো সেবন করাতে গোনাহগার হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত হাকিমের চিকিৎসা স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। (৭/৫৮৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٢٢٨ : يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٥/ ٨٧ : اگر دیندار اور تجربہ کار ماہر فن معالج تجویز کرے کہ شفاء صرف شراب میں منحصر ہے اور کسی طرح شفاء نہیں ہو سکتی تو بقدر ضرورت دواء کے طور پر شراب کا استعمال درست ہے ورنہ نہیں۔

📖 اسلامی فقہ ٢/ ٢٠٩ : جان بچانے کے لئے مجبوری واضطراری کی صورت میں انسانی خون کو استعمال کرنے کی اور اس کا انجکشن لگا دینے کی تداوی بالمحرم کے قاعدہ کے مطابق شرعاً گنجائش ہے۔

Scanned by CamScanner

অপারেশনের মাধ্যমে জমাট আঙুল পৃথক করা বৈধ

প্রশ্ন : আমার ছেলে দুই আঙুল জমাট বা মিলিত অবস্থায় জন্ম লাভ করেছে। এখন অমি অপারেশনের মাধ্যমে তার আঙুল দুটিকে পৃথক করতে ইচ্ছা করেছি। এরূপ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : অঙ্গহানির আশঙ্কা না হলে অপারেশনের মাধ্যমে যমজ আঙুলদ্বয়কে পৃথক করার শরীয়তে অনুমতি আছে। (১৭/৭৩০/৭২৭২)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٣٦٨/٤ : وإذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر، قال أبو نصر : إن كان الغالب على من قطع الهلاك فإنه يفعل؛ لأنه تعريض النفس للهلاك وإن كان الغالب هو النجاة فهو فى سعة من ذلك.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۳۲۵ : الجواب- کٹوانا بھی جائز ہے رضائے الٰہی کے خلاف نہیں، مگر تکلیف بھی ہوگی، اپنے تحمل کو دیکھ لیں۔

১০-১৫ দিনের গর্ভ নষ্ট করা

প্রশ্ন : আমার একটি তিন মাসের সন্তান রয়েছে। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী পুনরায় গর্ভবতী হয়ে পড়ে। ফলে সে নিজের ও বাচ্চার স্বাস্থ্যের অবনতির প্রবল আশঙ্কার কথা চিন্তা করে ভয় পাচ্ছে। অতএব ১০-১৫ দিনের গর্ভ নষ্ট করে ফেলার শরীয়তে অনুমতি আছে কি না?

উত্তর : অভিজ্ঞ পরহেজগার ডাক্তার যদি মা অথবা বাচ্চার স্বাস্থ্যের অবনতির আশঙ্কা করে এবং গর্ভধারণের সময় ১২০ দিন, অর্থাৎ চার মাসের কম হয়, তাহলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে না এমন পদ্ধতিতে গর্ভপাতের অনুমতি আছে। (১৭/৮৪৯/৭৩৭২)

📖 الفتاوى الخانية بهامش الهندية (زكريا) ٤١٠/٣ : المرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبى الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها أن تعالج فى استنزال الدم ما دام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو قدروا تلك المدة

Scanned by CamScanner

بمائة وعشرين يوما، وإنما أباحوا لها إفساد الحمل باستنزال الدم؛ لأنه ليس بآدمى فيباح لصيانة الآدمى.

📖 الدر المختار (سعيد) ٤٢٩/٦ : ويكره أن تسقى لإسقاط حملها ... وجاز لعذر حيث لا يتصور.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٢٩/٦ : (قوله ويكره إلخ) أي مطلقا قبل التصور وبعده على ما اختاره في الخانية كما قدمناه قبيل الاستبراء وقال إلا أنها لا تأثم إثم القتل (قوله وجاز لعذر) كالمرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما، وجاز لأنه ليس بآدمي وفيه صيانة الآدمي خانية (قوله حيث لا يتصور) قيد لقوله: وجاز لعذر والتصور كما في القنية أن يظهر له شعر أو أصبع أو رجل أو نحو ذلك -

গর্ভ নষ্ট হওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও মায়ের চিকিৎসা করা

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী এক মাসের অন্তঃসত্ত্বা। বর্তমানে তার গলায় টনসিল জাতীয় রোগ হয়েছে, যার কারণে প্রচণ্ড গলাব্যথা। দীর্ঘদিন যাবৎ এ ব্যথার কারণে জ্বরে আক্রান্ত এবং বর্তমানে খাওয়াদাওয়ায় সমস্যা হচ্ছে। এমতাবস্থায় ডাক্তার কোনোরূপ ওষুধ দিচ্ছেন না। ডাক্তার বলছেন, ওষুধ ব্যবহার করলে গর্ভ নষ্ট হয়ে যাবে। তাই প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় ওষুধ ব্যবহার করলে যদি গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ওষুধ ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : বিনা ওজরে গর্ভপাতের উদ্দেশ্যে ওষুধ সেবনের অনুমতি নেই, তবে গর্ভবতীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অভিজ্ঞ মুসলমান ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ সেবন করার দ্বারা গর্ভপাত হলে এর জন্য গোনাহগার হবে না। (১১/৪৪৮/৩৬০৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٥٥/٥ : وإن شربت المرأة دواء لتصح نفسها وهي حامل فلا بأس بذلك وهو أولى وإن سقط الولد حيا أو ميتا فلا شيء عليها.

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ١٧٦ : قال الكمال: فليعتبر عذرا مسقطا لإذنها، وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ١٧٦ : (قوله وقالوا إلخ) قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٣/ ٢١٥ : الجواب-جب کمزوری اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے حمل کی قراری دشوار ہے حمل برداشت نہیں ہو سکتا تو اولا ایسا علاج کیا جاوے کہ کچھ عرصہ تک استقرار حمل نہ ہو یعنی حمل نہ ٹھہرے پھر اگر یہ وقتی تدبیر مفید ثابت نہ ہو تو بالآخر مسلمان دیندار حاذق حکیم یا مسلمان دیندار تجربہ کار ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق آپریشن کرانا جائز ہے اس بارے میں غیر مسلم ڈاکٹر یا حکیم کی صلاح غیر معتبر ہے۔

মৃত বাচ্চা টুকরো টুকরো করে বের করা

প্রশ্ন : গর্ভবতী মহিলার পেটের সন্তান মৃত বলে প্রতীয়মান হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। মৃত সন্তানের স্বাভাবিক গর্ভপাত কঠিন হবে বলে ডাক্তার সন্তানকে টুকরো টুকরো করে বের করার কথা বলে, তা কি বৈধ হবে?

উত্তর : মুসলিম অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি গর্ভবতী মহিলার পেটে সন্তান মৃত বলে ঘোষণা দেয় এবং এতে মহিলার মৃত্যুর প্রবল আশঙ্কা থাকে। তাহলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে মায়ের জীবন রক্ষার্থে যেভাবেই হোক সন্তান বের করতে হবে। এমতাবস্থায় মৃত সন্তানের দেহ টুকরো টুকরো করে বের করতে হলেও কোনো গোনাহ হবে না। (১১/৫২০)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/٢٠٥ : امرأة حامل اعترض الولد في بطنها ولا يمكن إلا بقطعه أرباعا ولو لم يفعل ذلك يخاف على أمه من الموت فإن كان الولد ميتا في البطن فلا بأس.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٢/ ٣٨٢ : سوال-اگر حاملہ عورت کے شکم میں بچہ مر جائے تو عورت کو بچانے کیلئے بچہ کو کاٹ کر ٹکڑے کر کے نکالنا جائز ہے یا نہیں؟

Scanned by CamScanner

الجواب- بچہ کی موت کا پورا یقین ہو اور عورت کے انتقال کا خوف ہو تو عورت کی جان بچانے کی خاطر بچہ کو کاٹ کر نکالنا جائز ہے، بچہ زندہ ہو تو کاٹنا جائز نہیں۔

বিনা কারণে পেট কেটে সন্তান বের করা

প্রশ্ন : বর্তমানে সুস্থ মহিলাদেরও পেট কেটে সন্তান প্রসবের রেওয়াজ আছে। এর ফলে তারা দু-তিনটি সন্তান জন্ম দেওয়ার সামর্থ্য রাখে, এর বেশি পারে না। জানার বিষয় হলো, এভাবে স্বেচ্ছায় সন্তান গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলা জায়েয আছে কি না? এভাবে সুস্থ অঙ্গকে কাটা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : বিনা প্রয়োজনে পেট কেটে সন্তান বের করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। এ কাজের কারণে দুই সন্তানের অধিক ধারণ না করাও অবৈধ। (১০/৫৪২)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٨/ ٢٥ : قال (ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته حية فمات من ذلك كله فعلى الأجنبي ثلث الدية) ؛ لأن فعل الأسد والحية جنس واحد لكونه هدرا في الدنيا والآخرة، وفعله بنفسه هدر في الدنيا معتبر في الآخرة حتى يؤثم عليه.

📖 شرح السير الكبير ١/ ١٢٨ : والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته. فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت. قال - صلى الله عليه وسلم -: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي».

মৃত মায়ের পেট কেটে বাচ্চা বের করা ও পুরুষ দ্বারা সিজার করানো

প্রশ্ন : একজন গর্ভবতী মহিলা মারা গেল। তার পেটের সন্তান জীবিত কি না জানার জন্য পরীক্ষা করার কোনো মাধ্যম নেই, থাকলেও বহুদূরে। ডাক্তার বলছেন, এতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। দেরি হলে সন্তান জীবিত থাকলেও মারা যাবে। এমতাবস্থায় পেট কেটে সন্তান বের করা যাবে কি না? মৃত নারীর দেহ পুরুষ ডাক্তারের কাটা কতটুকু শরীয়তসম্মত, জানাবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোনো মৃত মহিলার পেটে সন্তান জীবিত কি না–জানার জন্য পেট কাটার অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই। তবে জীবিত বলে নিশ্চিত প্রমাণিত হলে সন্তানের জীবন রক্ষার্থে পেট কাটা জায়েয হবে। অভিজ্ঞ মহিলা ডাক্তারের উপস্থিতিতে পুরুষ ডাক্তার কর্তৃক মহিলার মৃতদেহ কাটা অনুচিত। (১১/৫৬৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢٠٥/٨ : امرأة حامل ماتت فاضطرب الولد في بطنها فإن كان أكبر رأيه أنه حي يشق بطنها؛ لأن ذلك تسبب في إحياء نفس محترمة بترك تعظيم الميت فالإحياء أولى ويشق بطنها من الجانب الأيسر.

📖 عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل کا شرعی حل ص ۱۸۴ : خواتین کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم خواتین ڈاکٹروں کے ذریعہ ہی کرنا ضروری ہے۔

অ্যালকোহলমিশ্রিত হোমিওর ব্যবহার

প্রশ্ন : যদি হোমিও ওষুধের সাথে অ্যালকোহল মেশানো থাকে তাহলে ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : যে সমস্ত ওষুধের মধ্যে অ্যালকোহল বা নেশাজাতীয় উপাদান মিক্স আছে, মূলত এসব ওষুধ সেবন-ব্যবহার শরীয়তসম্মত নয়। কিন্তু বর্তমান বাজারজাত প্রায় ওষুধের মধ্যেই অ্যালকোহল মিক্স থাকে, তাই সম্পূর্ণ হালাল উপাদানে তৈরি কার্যকর ওষুধ পাওয়া না গেলে দ্বীনদার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী যেকোনো ওষুধ সেবন অবৈধ নয়। (১৬/৩৯৬/৬৫৭৫)

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ١١٨/١١ : اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بالحرام.

وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى خالد بن الوليد " إنه بلغني أنك تدلك بالخمر، وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنها، وقد حرم مس الخمر كما حرم شربها، فلا تمسوها أجسادكم، فإنها نجس "... ... وشرط الحنفية لجواز التداوي بالنجس والمحرم أن يعلم أن فيه شفاء، ولا يجد دواء غيره، قالوا: وما قبل ان

Scanned by CamScanner

الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه، وإن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إذا علم، وليس له دواء غيره.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢١٩/٨ : (وكره شرب دردي الخمر والامتشاط به) لأن فيه أجزاء الخمر فكان حراما نجسا والانتفاع بمثله حرام ولهذا لا يجوز أن يداوي به جرحا،... ... وتقدم الكلام فيما إذا أخبر به طبيب حاذق.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ٦ / ٤٤ : اگر ادویات میں ملایا گیا الکحل انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری اشیاء سے کشید کیا گیا ہو تو امام ابو حنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک اس دوا کا استعمال ضرورتاً جائز رہیگا، بشرطیکہ حد سکر تک نہ پہنچا ہو اور علاج کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے شیخین کے مسلک پر عمل کرنا مرخص ہوگا تاہم اگر الکحل انگور یا کھجور سے حاصل کیا گیا ہو تو ان دواوں کا استعمال شدید ضرورت اور اضطرار کے علاوہ جائز نہیں، البتہ اگر یہ معلوم ہو کہ الکحل دواؤں میں ملانے کے بعد اس کی حقیقت اور ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کی حقیقت ختم ہو کر ان ادویات کا استعمال بالاتفاق جائز ہوگا لیکن یہ مسئلہ ماہرین فن طب کی مدد سے ہی حل ہو سکتا ہے۔

জরায়ুর রক্ষার্থে মদপান করা

প্রশ্ন : এক মহিলার জরায়ুতে এমন অসুখ হয় যে ডাক্তারদের পরামর্শ হলো জীবন বাঁচাতে হলে জরায়ু কেটে ফেলতে হবে। সবশেষে এক অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তার পরামর্শ দেন মদ পান করতে হবে। তাহলেই জরায়ু ভালো হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ওই মহিলার জন্য মদ পান করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : যদি মুসলমান বিজ্ঞ ডাক্তার বলেন যে উক্ত রোগ মদ পান ছাড়া ভালো হবে না তাহলে উক্ত মহিলার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ ওষুধ হিসেবে মদপান করা বৈধ হবে, অন্যথায় বৈধ হবে না। (১৮/২৮০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٢٢٨ : (قوله ورده في البدائع إلخ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن صاحب الخانية والنهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره قال في

Scanned by CamScanner

النهاية: وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان، وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي فيه وجهان، وكذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إن علم وليس له دواء غيره يجوز ومعنى قول ابن مسعود - رضي الله عنه - لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يستغني بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال اهـ نور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۸۷ : اگر دیندار اور تجربہ کار ماہر فن معالج تجویز کرے کہ شفاء صرف شراب میں منحصر ہے اور کسی طرح شفاء نہیں ہو سکتی تو بقدر ضرورت دواء کے طور پر شراب کا استعمال درست ہے ورنہ نہیں۔

ওষুধ হিসেবে ব্যাঙ খাওয়া

প্রশ্ন : আমি দীর্ঘদিন ধরে আমাশয়ে ভুগছি। অনেক ডাক্তার থেকে ওষুধ খাওয়ার পরও কোনো ফল পাইনি। এখন এক কবিরাজ আমাকে পরীক্ষা করে বলে তোমার পেটে মানুষের নজর থেকে পিশাচ হয়েছে। অতএব তুমি নজরের পানিপড়া খেতে হবে। তবে এর চেয়ে ভালো হবে যদি তুমি একটা ব্যাঙ বিসমিল্লাহ বলে জবাই করে চামড়া ছাড়িয়ে ভাজি করে খাও। জানার বিষয় হলো, আমার জন্য ব্যাঙ খাওয়া জায়েয হবে কি না? জায়েয হলে বিসমিল্লাহ বলে জবাই করতে হবে কি না?

উত্তর : আপনি আমাশয় থেকে আরোগ্য লাভের জন্য কবিরাজের চিকিৎসার চেয়ে ভালো আমলদার আলেম থেকে নজরের পানিপড়া খেলে ভালো ফল পাওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু এতেও যদি আপনি রোগ থেকে মুক্তি না পান তখন অত্যন্ত অপারগ অবস্থায় মুসলিম দ্বীনদার অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি ব্যাঙের মধ্যে এ রোগের শেফার নিশ্চয়তা দেন এবং ব্যাঙ ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ নেই বলেন, এমতাবস্থায় আপনার জন্য ওষুধ হিসেবে ব্যাঙ খাওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। এ অবস্থায় ব্যাঙ খাওয়ার সিদ্ধান্ত হলে কবিরাজের বাতানো নিয়ম অনুসারে বিসমিল্লাহ বলার অনুমতি রয়েছে। (১২/৭৪৪)

Scanned by CamScanner

📖 سنن ابى داود (٣٨٧١) : عن عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها».

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٢٢٨ : مطلب في التداوي بالمحرم (قوله ورده في البدائع إلخ) قدمنا في البيع الفاسد عند قوله ولبن امرأة أن صاحب الخانية والنهاية اختارا جوازه إن علم أن فيه شفاء ولم يجد دواء غيره قال في النهاية: وفي التهذيب يجوز للعليل شرب البول والدم والميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاءه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه، وإن قال الطبيب يتعجل شفاؤك به فيه وجهان، وهل يجوز شرب العليل من الخمر للتداوي فيه وجهان، وكذا ذكره الإمام التمرتاشي وكذا في الذخيرة وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه وأن الاستشفاء بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء أما إن علم وليس له دواء غيره يجوز ومعنى قول ابن مسعود - رضي الله عنه - لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم يحتمل أن يكون قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لأنه حينئذ يستغني بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال اهنور العين من آخر الفصل التاسع والأربعين.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٥٥ : يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل الميتة للتداوي إذا أخبره طبيب مسلم أن شفاءه فيه ولم يجد من المباح ما يقوم مقامه.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۳۱۹ : الجواب- تداوی بالمحرم صرف اس وقت جائز ہے جبکہ کوئی طبیب مسلم حذق یا مسلمان ڈاکٹر حاذق یہ کہدے کہ اس مرض کیلئے صرف ایک دواء ہے اس کے قائم مقام کوئی دوا نہیں۔

সেবামূলক স্বাস্থ্য প্রকল্প ও কিছু নিয়ম-নীতি

প্রশ্ন : নিম্নলিখিত প্রকল্পটি শরীয়তসম্মত কি না জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

১) গরিব রোগীদের স্বল্প খরচে চিকিৎসাসেবা প্রদানই মূল লক্ষ্য।
২) স্বাস্থ্য প্রকল্পের অধীনে গরিবদের সদস্য করা হবে।
৩) সদস্যদের কাছ থেকে প্রতি সদস্য বাবদ ২০ টাকা মাসিক হারে গ্রহণ করা হবে।
৪) সদস্যদের বিনা ফিতে মেডিক্যাল অফিসার দ্বারা চিকিৎসা করানো হবে।
৫) অপারেশন চার্জ প্যাথলজি কনসালট্যান্ট ডাক্তারদের চার্জ নির্ধারিত থেকে অর্ধেকের কম নেওয়া হবে।
৬) অতি গরিব রোগীদের বিশেষ ক্ষেত্রে বিনা পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
৭) ওষুধ ন্যায্যমূল্যে দেওয়া হবে।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত স্বাস্থ্য প্রকল্পটির বিবরণের দ্বারা বোঝা যায়, গরিব রোগীদের চিকিৎসাসেবার জন্যই এই ফান্ড গঠন করা হয়েছে। মাসিক ২০ টাকা হারে সব অর্থ এই ফান্ডেই জমা থাকবে এবং চিকিৎসার সুবিধাগুলো এ টাকার দ্বারা গ্রহণ করা হবে। যদি এ কথাগুলো বাস্তব হয় এবং সব সদস্য কোনো দাবিবিহীন শুধু সেবার নিয়্যাতে অর্থ প্রদান করে থাকে, তবে প্রকল্পটি শরীয়তসম্মত। অন্যথায় এটি জুয়ার সাদৃশ্য হয়ে অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। (১১/২৭৭/৩৫৪৭)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ٤٣٤ : القمار مصدر قامر هو كل لعب يشترط فيه غالبا أن يأخذ الغالب شيئا من المغلوب وأصله أن يأخذ الواحد من صاحبه شيئا فشيئا في اللعب ثم عرفوه بأنه تعليق الملك على الخطر والمال في الجانبين.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/ ۲۵۷ :الجواب-میڈیکل انشورنس کی جو تفصیل سوال میں بیان کی گئی ہے چونکہ اس کے کسی مرحلہ میں سود یا قمار نہیں اور بھی کوئی چیز خلاف شریعت نہیں اس لئے امداد باہمی کی یہ صورت بلا کراہت جائز بلکہ مستحب ہے، علماء کرام کی طرف سے انشورنس اور امداد باہمی کی جو جائز صورتیں مختلف مواقع پر تجویز کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، مگر افسوس کہ مسلمان ملکوں میں اس طرف توجہ نہ دی گئی کاش ان کو بھی توفیق ہو کہ وہ انشورنس کی رائج الوقت حرام صورتوں چھوڑ کر جائز صورتیں اختیار کرلیں۔

Scanned by CamScanner

স্বেচ্ছায় অন্যকে কিডনি প্রদান করা

প্রশ্ন : আমার আব্বার দুটি কিডনিই নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমার আম্মা স্বেচ্ছায় একটি কিডনি দিতে চান। এমতাবস্থায় তা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের মালিকানাধীন নয় যে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে ব্যবহার করবে। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় বা দান করা সম্পূর্ণ অবৈধ। তাই প্রশ্নে বর্ণিত সমস্যায় কিডনি দেওয়া শরয়ী বিধান মতে বৈধ হবে না। (৭/৯৩২/১৯৫৫)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/ ٣٦٥ : مضطر لم يجد ميتة وخاف الهلاك فقال له رجل أقطع يدى وكلما أو قال اقطع منى قطعة فكلها لا يسعه أن يفعل ذلك ولا يصح أمره به كما لايسع للمضطر أن يقطع قطعة من لحم نفسه فيأكل.

📖 الوجيز ص ٥٤ : نفس الإنسان ليست ملكه حقيقة وإنما هى ملك خالقها وهو الله جل جلاله وقد أودعها عند الإنسان، ليس من حق الوديعة أن يتصرف فى الوديعة بغير إذن مالكها.

স্বেচ্ছাপ্রদত্ত কিডনি প্রতিস্থাপন করা

প্রশ্ন : রোগীর দুটি কিডনির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দাতা ব্যক্তির কাছ থেকে একটি কিডনি রোগীর দেহে সংযোজন করা দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের জন্য জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার নিকট আমানত। কারো জন্য মৃত্যুর পূর্বে বা পরে নিজের কোনো অঙ্গে মালিকানা হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। সুতরাং কিডনির লেনদেন বিনিময়ের ভিত্তিতে বা বিনিময়বিহীন কোনো অবস্থায় জায়েয হবে না। (১১/৪২৭/৩৪৯৫)

📖 شرح السير الكبير ١/ ١٢٨ : والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته. فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت.

Scanned by CamScanner

অন্যকে মৃত্যু-পরবর্তী চক্ষু দান করা

প্রশ্ন : মৃত্যুর পর চক্ষু দান করলে এ মৃত ব্যক্তির চক্ষু অন্য একজন অন্ধ ব্যক্তিকে সংযোজন করলে অন্ধ ব্যক্তি দেখতে পারে। জানার বিষয় হলো, মৃত ব্যক্তির চক্ষু দান করায় পরকালে কোনো অসুবিধা হবে কি না?

উত্তর : নিজের চক্ষু অপরকে দান করলে যদিও অপরের উপকার হবে; কিন্তু নিজের ক্ষতি হবে। কারণ চক্ষু মানুষের নিকট আল্লাহর আমানত। মালিক ওই আমানত শুধুমাত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, অন্যদের দেওয়ার অনুমতি দেননি। তাই কেহ এ ধরনের কাজ করতে পারবে না। (২/২১৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٥٨ : الآدمي مكرم شرعا ولو كافرا (قوله ذكره المصنف) حيث قال: والآدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له. اهأي وهو غير جائز.

📖 فتح الباری (دار المعرفة) ١١/ ٥٣٩ : ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له.

📖 موجودہ مسائل کے شرعی احکام ص ۲۰۱ : انسان اپنے جسم وجان کے مالک نہیں ہے، امین ہے اس لئے مالک کی اجازت کے بغیر اس میں تصرف کرنا خیانت ہوگا، مالک اللہ تعالی ہے۔

মৃত্যু-পরবর্তী কিডনি ও চক্ষুদান

প্রশ্ন : আমার চাচা মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করেছেন মৃত্যুর পূর্বে বা পরে তাঁর কিডনি ও চক্ষু দান করার জন্য। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : শরয়ী বিধান মতে, মানুষ নিজের শরীরের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মালিক নয়, বরং এগুলো একমাত্র আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে মানুষের কাছে আমানত। মানুষ নিজ জীবদ্দশায় এগুলো ব্যবহারের অধিকার রাখে শুধুমাত্র। কাউকে দেওয়ার অধিকার রাখে না বিধায় মৃত্যুর পূর্বে বা পরে অঙ্গ দান বা অসিয়ত শরয়ী দৃষ্টিকোণে সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নাজায়েয। ওয়ারিশদের জন্য এ ধরনের অসিয়ত পালন করা জায়েয হবে না। (১৬/৬৩৩/৬৭১০)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٦/ ١٣٣ : (قوله وشعر الإنسان والانتفاع به) أي لم يجز بيعه والانتفاع به لأن الآدمي مكرم غير مبتذل فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا،... ... وصرح في فتح القدير بأن الآدمي مكرم، وإن كان كافرا.

📖 شرح السير الكبير ١/ ١٢٨ : لا يجوز الانتفاع به بحال ما. والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته. فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت. قال - صلى الله عليه وسلم -: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» .

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ٧١٦/٢ : أحدها أن يوصي بما هو معصية عندنا وعندهم كالوصية للمغنيات والنائحات فهذا لا يصح إجماعا.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۸/ ۳۳۶ : کسی فوت شدہ انسان کا جگر، آنکھ، دل وغیرہ دوسرے انسان کے جسم میں نہیں لگا سکتے ہے، اگر کوئی آدمی ایسی وصیت کرتا ہے جیسا کہ سوال میں درج ہے تو یہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے اور وہ نا قابل نفاذ ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۲۶۳ : زندگی میں یا موت کے بعد بطور بیع یا ہبہ کسی کو اپنی آنکھ دینا یا وصیت کرنا اور مریض کا اسے استعمال کرنا ہر گز جائز نہیں ہے۔

রক্তদান ও গ্রহণ

প্রশ্ন : রক্তদান বা গ্রহণের শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : কেউ যদি রক্তশূন্যতার কারণে মৃত্যুর মুখে উপনীত হয় অথবা রক্তশূন্যতার কারণে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়–এমতাবস্থায় তাকে রক্ত দান করা এবং তার জন্য গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হলেও তার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবে না। (১৬/৬৩৩/৬৭১০)

📖 فتاوی محمودیہ ۱۸/ ۳۲۸ : اگر اضطراری کیفیت ہو کہ بغیر انسانی خون کے جان بچنے کی کوئی صورت نہ ہو تو ایسی مجبوری کی حالت میں اس کی گنجائش ہے۔

Scanned by CamScanner

ফ্রি রক্ত দান করা

প্রশ্ন : বাংলাদেশে বর্তমানে রক্তদান কর্মসূচি চালু আছে। এতে শরীক হয়ে ফ্রি রক্ত দান করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : রোগীদের চিকিৎসায় বাস্তবসম্মত সমস্যার সমাধানে সহযোগিতার নিয়্যাতে ফ্রি রক্তদান কর্মসূচিতে শরীক হওয়ার অনুমতি আছে। যদি এর দ্বারা রক্ত দানকারীর শারীরিক ক্ষতি না হয় এবং ওই রক্ত অসদুপায়ে ব্যবহার না হওয়ার এবং বেচা-বিক্রি না হওয়ার নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। (১৩/৩৫৪/৫২৬৫)

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ١/ ٤٢٠ : انسان کا خون دوسرے کے بدن میں منتقل کرنے کا شرعی حکم یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام حالات میں تو جائز نہیں مگر علاج ودواء کے طور پر اس کا استعمال اضطراری حالت میں بلاشبہ جائز ہے اضطراری حالت سے مراد یہ ہے کہ مریض کی جان کا خطرہ ہو اور کوئی دوسری دواء اس کی جان بچانے کے لئے مؤثر یا موجود نہ ہو، اور خون دینے سے اس کی جان بچنے کا ظن غالب ہو، ان شرطوں کے ساتھ خون دینا تو اس نص قرآنی کی رو سے جائز ہے جس میں مضطر کے لئے مردار جانور کھا کر جان بچانے کی اجازت صراحۃ مذکور ہے۔

📖 موجودہ زمانہ کے مسائل کا شرعی حل ص ١٩٠ : فقہاء متأخرین نے انسانی دودھ کے دواء استعمال کی اجازت دیدی ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے عصر حاضر کے اکثر ممتاز علماء نے مثلاً مشہور فقیہ و محقق حضرت مولانا مفتی شفیعؒ سابق مفتی اعظم پاکستان نے بحالت اضطرار صرف مریض کی جان بچانے کی غرض سے کچھ شرطوں کے ساتھ جن دو اہم شرطیں یہ ہیں کہ

(١) اس سے خون دینے والے کی جان یا صحت کو خطرہ پیش نہ آئے،

(٢) اور اس سے انسانی خون کی ارزائی بیع وشراء کا دروازہ کھل جانے کا اندیشہ بھی نہ ہو۔

انسانی خون مریض کے بدن منتقل کرنے کو بھی جائز بتایا ہے۔

মানুষের হাড় ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন : আমাদেরকে ডাক্তারি পড়ার জন্য প্রথম বর্ষে এসেই মানুষের হাড় কিনতে হয়। তৃতীয় বর্ষে উঠলে সেসব হাড় আর তখন কাজে লাগে না। কারণ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষেই হাড় সম্বন্ধে পড়ানো হয়। তাই আমিও প্রথম বর্ষে এসে অন্য একজনের সাথে মিলে দুজনে এক সেট হাড় কিনি। প্রত্যেকে ৬০০ টাকা করে মোট ১২০০ টাকা দিয়ে কিনি। তৃতীয় বর্ষে ওঠার পর এগুলো আর কাজে না লাগায় অন্য ছাত্রের কাছে বিক্রি

Scanned by CamScanner

করে দিই। ফলে আমার হাতে এক হাজার টাকা আসে, অর্থাৎ আমার দেওয়া ৬০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা লাভ আসে। প্রশ্ন হচ্ছে, মৃত মানুষের এই হাড় যদিও আমাদের কাজে লাগে বা লেগেছিল কিন্তু তা বিক্রি থেকে প্রাপ্ত টাকা ভোগ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই মর্যাদার অধিকারী। এসব মানুষের নিকট আল্লাহপ্রদত্ত আমানত। মানুষ নিজ অঙ্গের মালিক নয়। এ জন্য কারো পক্ষে নিজ অঙ্গ বলে যথেচ্ছ ব্যবহার এবং বিক্রি করে পয়সা উপার্জন ও দান-খয়রাত করার অনুমতি যেমন নেই, তদ্রূপ অন্য কোনো জীবিত বা মৃত মানুষের অঙ্গের প্রতি অবমাননাকর আচরণ এবং বাণিজ্যিক বস্তু হিসেবে চালানোর কোনো অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় হাড় বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা মোটেই জায়েয হবে না। (৬/২০৩/১১৪৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١٤٢/٥ : وأما عظم الآدمي وشعره، فلا يجوز بيعه لا لنجاسته؛ لأنه طاهر في الصحيح من الرواية لكن احتراما له والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة، وقد روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «لعن الله الواصلة، والمستوصلة».

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۱۸ / ۳۴۴ :الجواب-مردہ جسم کی بیع وشراء جائز نہیں، باطل ہے۔

পোস্টমর্টেমের হুকুম

প্রশ্ন : পোস্টমর্টেম ইসলাম সমর্থন করে কি না?

উত্তর : মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার নিকট আমানত। কারো জন্য কোনো অঙ্গে মালিকানা হস্তক্ষেপ মৃত্যুর পূর্বে বা পরে বৈধ নয়। তাই মৃত্যুর পর পোস্টমর্টেমের নামে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটাছেঁড়া করা বা কবর থেকে লাশ বের করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। এ কাজের সপক্ষে যে কারণ ও যুক্তির অবতারণা করা হয় তা শরীয়তে গ্রাহ্য নয়। (৬/২১০)

📖 سورة الإسراء الآية ٧٠ : ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Scanned by CamScanner

📖 شرح السير الكبير ١/١٢٨ : والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته. فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت. قال - صلى الله عليه وسلم -: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي».

📖 أحكام الجراحة الطبية (مكتبة الصحابة) ص ١٧٤ : أن الآية الكريمة دلت على تكريم الله تعالى لبني آدم، وهذا التكريم عام شامل لحال حياتهم، ومماتهم. وتشريح جثث الموتى فيه إهانة لها، نظراً لما تشتمل عليه مهمة التشريح من تقطيع أجزاء الجثة، وبقر البطن، وغير ذلك من الصور المؤذية فهي على هذا الوجه مخالفة لمقصود الباري من تكريمه للآدميين وتفضيله لهم، فلا يجوز فعلها.

📖 فيه أيضا ص ١٧٥ : أن الأحاديث دلت على أنه لا يجوز الجلوس على القبر، وأن صاحبه يتأذى بذلك، مع أن الجلوس عليه ليس فيه مساس بجسد صاحبه، فلأن لا يجوز تقطيع أجزائه، وبقر بطنه الذي هو أشد انتهاكا لحرمته من باب أولى وأحرى.

📖 نظام الفتاوی ۱/ ۴۱۲ : پوسٹ مارٹم آیت کریمہ ولقد کرمنا بنی آدم الآیۃ کے صریح خلاف ہے، اور اس میں جو مصالح و مقاصد تحریر ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی واجب التحصیل نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اس میں انسان کو ننگا کرنا بھی لازم ہے۔ جس کا حرام ہونا ظاہر ہے۔ اور علاوہ ازیں اور بہت سے دیگر شرعی مفاسد کا باب کھلتا ہے اور بر سبیل تسلیم پتہ بھی لگ جائے کہ اس کی موت زہر وغیرہ سے ہوئی ہے جب بھی ظالم یا مجرم کی تعیین نہیں ہو سکتی اس لئے اس فعل کے ارتکاب کی شرعاً اجازت نہ ہوگا، اگر کوئی غیر مسلم کی نعش پر ایسا کرے یا کسی غیر اسلامی ملک میں ایسا کیا جائے تو یہ فعل حجت شرعی نہیں بن سکتا، اس لئے شرعاً اس کی اجازت نہ ہوگی۔

মৃতদেহে অস্ত্রোপচার করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে যেকোনো সাধারণ কারণে লাশের ওপর পোস্টমর্টেম করা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কতটুকু বৈধ? মৃতদেহে অস্ত্রোপচারের কোনো বৈধ পদ্ধতি থাকলে দলিলভিত্তিক বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বর্তমান যুগে দুর্ঘটনায় মারা গেলে অথবা খুন হলে মৃত ব্যক্তির পোস্টমর্টেম করা হয়। যার মধ্যে অধিকাংশ পদ্ধতি শরয়ী জরুরত বলে গণ্য না হওয়ায় তা নাজায়েয। আর কোথাও যদি শরয়ী জরুরত হয়, যেমন অন্যের জীবন রক্ষার্থে অথবা সম্পদ নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানোর জন্য পোস্টমর্টেম করা জরুরি হয়, তাহলে তখনও শরয়ী বিধান যেমন–পর্দা ও মৃতদেহের সম্মানের প্রতি লক্ষ রেখে এবং কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর অঙ্গসমূহ সসম্মানে দাফন করা হলে তার অনুমতি রয়েছে। (১৬/৭১৪/৬৭১১)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٣٩٧ (٣٢٠٧) : عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٥٨/٥ : والآدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا ولذا لم يجز كسر عظام ميت كافر.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢٣٨/٢ : (حامل ماتت وولدها حي) يضطرب (شق بطنها) من الأيسر (ويخرج ولدها) ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج ولو ميتا وإلا لا كما في كراهة الاختيار. ولو بلع مال غيره ومات هل يشق قولان، والأولى نعم فتح.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢٣٨/٢ : (قوله: ولو بلع مال غيره) أي ولا مال له كما في الفتح وشرح المنية، ومفهومه أنه لو ترك مالا يضمن ما بلعه لا يشق اتفاقا (قوله: والأولى نعم) لأنه وإن كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال لكنه أزال احترامه بتعديه كما في الفتح، ومفاده أنه لو سقط في جوفه بلا تعد لا يشق اتفاقا. (قوله: والأولى نعم) لأنه وإن كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال لكنه أزال احترامه بتعديه كما في الفتح، ومفاده أنه لو سقط في جوفه بلا تعد لا يشق اتفاقاكما لا يشق الحي مطلقا لإفضائه إلى الهلاك لا لمجرد الاحترام.

📖 احکام المیت ص ۱۹۰ : آج کل حادثات میں ہلاک یا قتل ہونے والوں کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے اور جسم کو چیر پھاڑ کر اندرونی حصے دیکھے جاتے ہیں اس میں بہتر صورتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پوسٹ مارٹم شرعی ضرورت کے بغیر کیا جاتا ہے جو جائز نہیں اور اگر کہیں شرعی ضرورت ہو یعنی کسی دوسرے زندہ شخص کی جان بچانے یا کسی کا مال ضائع ہونے سے

Scanned by CamScanner

بچانے کیلئے پوسٹ مارٹم ناگزیر ہو تو اس میں بھی شرعی احکام مثلاً ستر اور احترام میت وغیرہ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد اس کا اعضاء کو دفن کر دینا ضروری ہے۔

মৃতদেহ কাটাছেঁড়া করার হুকুম

প্রশ্ন : মৃত মানুষের দেহ কাটাছেঁড়া করে থাকে। এতে কি তাদের কোনো গোনাহ হয়? এ ব্যাপারে কি কোনো বিধিনিষেধ আছে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মানবদেহ চাই তা জীবিত হোক বা মৃত, মুসলিম হোক বা অমুসলিম, নারী হোক বা পুরুষ, ছোট হোক বা বয়স্ক–সর্বাবস্থায় তার সম্মান বজায় রাখা জরুরি। মৃতদেহের প্রতি অসম্মানজনিত আচরণ থেকে ইসলামী শরীয়ত কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। ডাক্তারি প্রশিক্ষণের জন্য মৃতদেহের কাটাছেঁড়া করা এক অমানবিক ও ন্যক্কারজনক আচরণ, যা শরীয়ত কখনো সমর্থন করে না, বরং তা গোনাহ ও হারাম বলে বিবেচ্য। ডাক্তারি প্রশিক্ষণ অতীব জরুরি বিধায় মানবদেহ ছাড়া অন্য প্রাণীর দেহের কাটাছেঁড়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নেওয়াতে গোনাহ হবে না। তাই অতীব প্রয়োজনে তার অনুমতি রয়েছে। (১৪/১৬১/৫৫৭১)

📖 شرح السير الكبير ١/١٢٨ : لا يجوز الانتفاع به بحال ما. والآدمي محترم بعد موته على ما كان عليه في حياته. فكما يحرم التداوي بشيء من الآدمي الحي إكراما له فكذلك لا يجوز التداوي بعظم الميت. قال - صلى الله عليه وسلم -: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي».

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۴۰۷ : سوال- ڈاکٹری علاج میں اور تعلیم میں مردہ کا بدن کاٹنا اس تعلیم کا جزو اعظم ہے، از روئے دین قیم یہ فعل جائز ہو گا یا نہیں؟
الجواب- جائز نہیں۔

সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য পোস্টমোর্টেম করা

প্রশ্ন : দুই বন্ধু একসাথে থাকে। একজনের মৃত্যু হলে তার আপনজন বলে যে তার বন্ধু তাকে ওষুধ বা অন্য কোনো মাধ্যমে মেরে ফেলেছে। প্রকাশ্য কোনো কারণ না থাকায় মৃত্যুর কারণ জানার জন্য পেট কাটতে হয়। কেননা ঘটনা তদন্ত না করলে একজন

Scanned by CamScanner

নির্দোষ ব্যক্তির যাবজ্জীবন জেল বা ফাঁসি হবে। এই অজুহাতে মৃত ব্যক্তির দেহ কাটা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তে ইসলামী জীবিত ব্যক্তির ন্যায় মৃত ব্যক্তির প্রতিও সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করেছে। মৃত ব্যক্তির প্রতি অসম্মানজনিত আচরণ করাকে ইসলামী শরীয়তে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। উপরন্তু পোস্টমর্টেম মৃতদেহের সাথে এক অমানবিক আচরণ, যা কোনোক্রমেই বৈধ হতে পারে না। বরং তা হারাম বলে বিবেচিত। এ রকম জঘন্যতম কাজ থেকে সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। হায়াত-মউতের মালিক আল্লাহ। আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কারো মৃত্যু হতে পারে না। এ কথার দৃঢ় বিশ্বাস রাখা মুমিনের ঈমানের পরিচয় বিধায় প্রকাশ্য কোনো আলামত বা প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত কারো প্রতি হত্যার অহেতুক কুধারণা বা অপবাদ দেওয়া জঘন্যতম অপরাধ ও গোনাহ। তা সত্ত্বেও যদি কোনো মৃত ব্যক্তির আপনজন রাষ্ট্রীয় আইনের আশ্রয় নেয় এবং যার প্রতি অপবাদ দেওয়া হচ্ছে সে অস্বীকার করে, তাহলে রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় একজন নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষার্থে বা কারাগার থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে মৃতদেহের ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা তথা পোস্টমর্টেম করা অবৈধ হবে না। (১১/৫২০)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٣٩٧ (٣٢٠٧) : عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٥٨/٥ : والآدمي مكرم شرعا وإن كان كافرا ولذا لم يجز كسر عظام ميت كافر.

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٢٣٨/٢ : (حامل ماتت وولدها حي) يضطرب (شق بطنها) من الأيسر (ويخرج ولدها) ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج ولو ميتا وإلا لا كما في كراهة الاختيار. ولو بلع مال غيره ومات هل يشق قولان، والأولى نعم فتح.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢٣٨/٢ : (قوله: ولو بلع مال غيره) أي ولا مال له كما في الفتح وشرح المنية، ومفهومه أنه لو ترك مالا يضمن ما بلعه لا يشق اتفاقا (قوله: والأولى نعم) لأنه وإن كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال لكنه أزال احترامه بتعديه كما في الفتح، ومفاده أنه لو سقط في جوفه بلا تعد لا يشق اتفاقا. (قوله: والأولى نعم) لأنه وإن كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة

Scanned by CamScanner

المال لكنه أزال احترامه بتعديه كما في الفتح، ومفاده أنه لو سقط في جوفه بلا تعد لا يشق اتفاقاكما لا يشق الحي مطلقا لإفضائه إلى الهلاك لا لمجرد الاحترام.

📖 نظام الفتاوی ۱/ ۴۱۲ : پوسٹ مارٹم آیت کریمہ ولقد کرمنا بنی ادم الآیۃ کے صریح خلاف ہے، اور اس میں جو مصالح و مقاصد تحریر ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی واجب التحصیل نہیں ہے، علاوہ ازیں اس میں انسان کو ننگا کرنا بھی لازم ہے، جس کا حرام ہونا ظاہر ہے۔ اور علاوہ ازیں اور بہت سے دیگر شرعی مفاسد کا باب کھلتا ہے اور بر سبیل تسلیم پتہ بھی لگ جائے کہ اس کی موت زہر وغیرہ سے ہوئی ہے جب بھی ظالم یا مجرم کی تعیین نہیں ہو سکتی اس لئے اس فعل کے ارتکاب کی شرعا اجازت نہ ہوگا، اگر کوئی غیر مسلم کی نعش پر ایسا کرے یا کسی غیر اسلامی ملک میں ایسا کیا جائے تو یہ فعل حجت شرعی نہیں بن سکتا، اس لئے شرعا اس کی اجازت نہ ہوگی۔

চোখের ছানি অপারেশন করা

প্রশ্ন : আমি একজন ডায়াবেটিসের রোগী। মাদরাসায় পড়াই। এক চোখে পর্দা এসেছে, যার কারণে অপর চোখেও দেখতে পাই না। ডাক্তারের পরামর্শ অপারেশন করাতে হবে। এ ছাড়া পর্দা সড়ানো যাবে না। এমন অবস্থায় চোখ অপারেশন করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে চোখের ক্ষতিকর পর্দার অপসারণে কোনো অসুবিধা নেই। (২/২২৯/৪১৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٦٠ : إذا أراد الرجل أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال نصير - رحمه الله تعالى - إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك رجل أو امرأة قطع الإصبع الزائدة من ولده قال بعضهم لا يضمن ولهما ولاية المعالجة وهو المختار ولو فعل ذلك غير الأب والأم فهلك كان ضامنا والأب والأم إنما يملكان ذلك إذا كان لا يخاف التعدي والوهن في اليد كذا في الظهيرية. من له سلعة زائدة يريد قطعها إن كان الغالب الهلاك فلا يفعل وإلا فلا بأس به.

Scanned by CamScanner

📖 موجودہ زمانہ کے مسائل کا شرعی حل ص ۲۴ : یہ بھی معلوم حیثیت ہے کہ اپنے آپریشن کرانا بالکل جائز ہے۔

পরীক্ষামূলক প্রাণীর ওপর ওষুধের প্রয়োগ

প্রশ্ন : কোনো ওষুধের মান নির্ণয়ন বা পরীক্ষার জন্য তা কোনো প্রাণীকে খাওয়ানো যেমন–আমাদের দেশে প্রচলিত যে কোনো ওষুধ আবিষ্কার করলে প্রথমে তার মান পরীক্ষা করা হয় বিড়াল বা অন্য কোনো প্রাণীর ওপর। আর এতে অধিকাংশ সময় প্রাণীর ক্ষতি হয়, কোনো কোনো সময় ভালোও হয়। প্রশ্ন হলো, এ পদ্ধতি অবলম্বন করে ওষুধের মান পরীক্ষা করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : বিনা প্রয়োজনে কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া ও তার ক্ষতি করা বৈধ নয়। তবে সকল প্রাণী মানব জাতির উপকারার্থে সৃষ্টি, তাই ওষুধের মান নির্ণয় করার লক্ষ্যে প্রাণীর ওপর তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা বৈধ বিধায় কোনো ওষুধ আবিষ্কারের পর তার মান নির্ণয়ের জন্য বা কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য ওই রোগে আক্রান্ত কোনো প্রাণীকে পরীক্ষামূলক খাওয়ানো হলে শরয়ী দৃষ্টিকোণে তা জায়েয হবে। (১৬/৫৫২/৬৬৪০)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٤٧٤/٦ : (وحل اصطياد ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل) لحمه لمنفعة جلده أو شعره أو ريشه أو لدفع شره، وكله مشروع لإطلاق النص. وفي القنية يجوز ذبح الهرة والكلب لنفع ما.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤٧٤/٦ : (قوله لنفع ما) أي ولو قليلا، والهرة لو مؤذية لا تضرب ولا تفرك أذنها بل تذبح.

মুমূর্ষু রোগীর কৃত্রিম নিঃশ্বাস

প্রশ্ন : আজকাল অনেক মুমূর্ষু রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস সচল রাখার জন্য বিশেষ ধরনের মেশিনারিজ ব্যবহার লক্ষ করা যায়, যাতে কৃত্রিমভাবে নিঃশ্বাস সচল থাকে ঠিকই, কিন্তু ডাক্তারগণ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে রোগীর চিন্তাশক্তির মৃত্যু নিশ্চিত, বাকি হৃৎস্পন্দন ও শ্বাস-প্রশ্বাস যান্ত্রিক উপায়ে সচল রাখা হয়েছে এবং যান্ত্রিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা মাত্রই রোগীর হার্টবিট বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটবে। আমি জানতে চাই, এ অবস্থায় রোগীকে মৃত ভেবে যান্ত্রিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা বৈধ হবে কি না? যেহেতু মৌখিকভাবে ঘোষণাই

Scanned by CamScanner

করা হয়েছে, কৃত্রিমভাবে নিঃশ্বাস সচল রাখা গেলেও শরীয়ত কি মৃত বলে সাব্যস্ত করবে? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ধরনের রোগী যার হৃৎস্পন্দন ও শ্বাস-নিঃশ্বাস বর্তমানে সচল, তার সাথে এমন কোনো আচরণ করা বৈধ হবে না, যার কারণে হৃৎস্পন্দন ও নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। এরূপ ব্যক্তি শরীয়তের ভাষায় জীবিত বলে বিবেচিত হবে। (১৩/১৭৪)

📖 نظام الفتاوی ۱ / ۲۹۰ : پس اگر دواء وغیرہ کسی ذریعہ سے غیر طبعی موت طاری کردی جائے تو مریض تو شہید ہو جائیگا اور یہ اگرچہ اس کے لئے بہتر ہوگا مگر غیر طبعی موت طاری کرنے والا بسا اوقات قتل کے گناہ و وبال میں مبتلا ہو جائیگا۔

মুমূর্ষু রোগীকে কৃত্রিমভাবে কত দিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে হবে

প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বে নবসৃষ্ট এক ব্যাধি হচ্ছে ব্রেইনের কার্যক্ষমতা লোপ পাওয়া। ফলে ব্যক্তিকে শুধুমাত্র মেশিনের মাধ্যমে হার্ট চালু রাখার মাধ্যমে নামেমাত্র বাঁচিয়ে রাখা হয়। বিভিন্ন মেয়াদের পরে আবার সুস্থও হচ্ছে। এক দিন থেকে সর্বোচ্চ ২০ দিন পরও এক ব্যক্তি সুস্থ হয়েছে বলে জানা গেছে। এখন জানার বিষয় হচ্ছে, শরীয়তে এভাবে কত দিন বাঁচিয়ে রাখতে নির্দেশ দেয় এবং এই সময়কার নামায-রোজার কী হুকুম? ইতিমধ্যে জিন্দা লাশ থেকে মেশিন খোলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আইন পাস হয়ে গেছে। সে ক্ষেত্রে করণীয় কী? তা ছাড়া এ পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল, বিদেশে সরকার তা বহন করে, কিন্তু বাংলাদেশে বহন করে না। তাই সঠিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ব্রেইন স্ট্রোক স্বতন্ত্র কোনো রোগ নয়। বরং বিভিন্ন রোগের কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তখন মেশিনের সাহায্যে হার্ট ও ফুসফুসকে সচল রেখে উক্ত রোগের চিকিৎসা করা হয়। ওই রোগ ভালো হলে ব্রেইনের কার্যক্ষমতা ফিরে আসতে দেখা যায়। এ রোগীর চিকিৎসার লক্ষ্যে লাগানো মেশিন রোগীর মাঝে প্রাণের চিহ্ন বিদ্যমান থাকা অবস্থায় খোলার অনুমতি নেই।

এ পদ্ধতি তেমন কোনো ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়। উন্নত হাসপাতালে বিবিধ খরচের কারণে ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে যায়। যদি তা বহন করা সম্ভব না হয় তাহলে স্বল্প খরচের হাসপাতালে নিয়ে যাবে, তবে রোগীর সুস্থতার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলে ওষুধপত্র প্রয়োগ বন্ধ করে দেওয়ার অবকাশ আছে।

Scanned by CamScanner

এ অবস্থায় নামায-রোযা ফরয থাকে না। তাই কাযা বা ফিদিয়া কোনোটাই আদায় করার দরকার নেই। প্রাণের চিহ্ন বিদ্যমান অবস্থায় উক্ত মেশিন খুলে ফেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে যে আইন পাস হয়েছে তা শরীয়তসম্মত বিধায় তা মান্য করা জরুরি হবে। (১৬/৫৪৬/৬৬১৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٦٠ : امرأة حامل ماتت وعلم أن ما في بطنها حي فإنه يشق بطنها من الشق الأيسر وكذلك إذا كان أكبر رأيهم أنه حي يشق بطنها.

📖 فيه أيضا ٥/ ٣٥٥ : كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ففعله ليس مناقضا للتوكل بخلاف الموهوم وتركه ليس محظورا.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سیداحمد) ۲/ ۴۰۳ : اگر کوئی بیمار اپنا علاج نہ کرنے کی وجہ سے مرجائے تو گنہگار نہیں ہوگا۔

হিন্দু সাধকের চিকিৎসা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা

প্রশ্ন : আমার ফুফুর একটি মেয়ে আছে। সে বোবা। তাকে আমার ফুফু চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন কবিরাজ ও চিকিৎসককে দেখান। কিন্তু অনেক বছর যাবৎ এরূপ চেষ্টা করেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের থানায় একজন হিন্দু আধ্যাত্মিক গুরুর প্রকাশ ঘটে। সে একটি আস্তানা বানায়। ওই আস্তানায় বিশাল একটি মূর্তি স্থাপন করে। এরপর সে ওই মূর্তিওয়ালা আস্তানায় বসে তার আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকাণ্ড চালাতে থাকে। এ ঘটনায় ওই এলাকায় হিন্দুদের ভেতর এক ব্যাপক সাড়া জাগে এবং থানা সদরের সকল লোক ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করতে থাকে যে হিন্দুদের নাকি এক আধ্যাত্মিক গুরুর প্রকাশ ঘটিয়াছে। সে আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে ওই মূর্তিবিশিষ্ট ঘরে বসে বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন অসুখের ব্যাপারে বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র, ব্যবস্থাপত্র, পানিপড়া ইত্যাদি দিতে থাকে। আমার ফুফুর বাসা হতে ওই গুরুর আস্তানা আনুমানিক ১/৪ মাইলের ভেতর হবে। অন্যদের মতো আমার ফুফুও ব্যাপারটি জানতে পারেন। তাই ফুফু একদিন আমাকে বলেন আমি যেন আমার ফুফাতো বোনকে নিয়ে ওই আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে যাই এবং কোনো একটা ব্যবস্থাপত্র আনি, যাতে আমার বোবা ফুফাতো বোন কথা বলতে পারে (নাউযুবিল্লাহ্)। তখন আমি এতে অস্বীকৃতি জানাই ও ঘৃণা প্রকাশ করি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমতে কিছু এলেম অর্জন করতে পারায় বুঝতে পারি যে আমার ফুফুর কাজটি কতটুকু মারাত্মক ছিল। কিন্তু আমার বাধার কারণে সেখানে তখন আর যাওয়া হয়নি। ফুফু হিন্দু আধ্যাত্মিক গুরুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করায় এবং তাঁর মেয়ের অসুখের জন্য হিন্দু আধ্যাত্মিক গুরুর নিকট হতে ব্যবস্থাপত্র আনতে বলায় আমার ফুফুর কাজটি কুফুরী হয়েছে কি না?

Scanned by CamScanner

এ ব্যাপারে আমার ফুফুর তাওবা করে কালেমা পাঠের মাধ্যমে ঈমান আনার পর আমার ফুফার সাথে ফুফুর বিবাহ দোহরাতে হবে কি না? অথবা আমার ফুফুর সংশোধনের জন্য অন্য কিছু করতে হবে কি না?

উত্তর : হিন্দু কবিরাজ বা আধ্যাত্মিক সাধক সাধারণত কুফুরী মন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁক বা চিকিৎসা করে থাকে। এ কথা জানা সত্ত্বেও কোনো মুসলিম নর-নারীর জন্য এ ধরনের কবিরাজের কাছ থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করা মারাত্মক গোনাহ। তবে এ ধরনের সাধকদের কাছে চিকিৎসার জন্য উদ্বুদ্ধ হওয়ায় বা কাউকে যেতে বলায় ঈমান ও বিবাহের মধ্যে সমস্যা হয়নি। (৪/২৪৩/৬৭২)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۱۵۸ : کافر سے جھاڑ پوک کرانے سے اس کا اعزاز اور اس کے ساتھ عقیدت کا اظہار ہو تو ناجائز ہے، ورنہ جائز ہے، جبکہ وہ جھاڑ پھوک میں شرکت استعمال نہ کرے۔

📖 فیہ ایضا ۱۷/ ۴۱۸ : غیر مسلم سے جڑی بوٹی دریافت کرنے سے ایمان میں خلل نہیں آتا بلکہ علاج کرانے سے بھی خلل نہیں آتا، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔

পুরুষ হয়ে গাইনি চিকিৎসা শেখা ও করা

প্রশ্ন : পুরুষ ডাক্তারের জন্য গাইনি ট্রেনিং নেওয়া বৈধ হবে কি না? এবং মেয়েলি রোগের চিকিৎসা করা ও অপারেশন করা যাবে কি না?

উত্তর : কোনো নাজায়েয পন্থা অবলম্বন না করে গাইনি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু কোনো মহিলা ডাক্তার থাকা সত্ত্বেও কোনো পুরুষ ডাক্তারের জন্য মহিলার এমন কোনো চিকিৎসার অনুমতি নেই, যাতে তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখতে বা স্পর্শ করতে হয়। নেহায়েত প্রয়োজনাবস্থায় প্রয়োজন পরিমাণ অঙ্গই দেখা ও স্পর্শ করার অনুমতি দেওয়া হয়। (৬/৬৬১/১৩৭৭)

📖 البحر الرائق (سعيد) ۸/۱۹۲ : والطبيب إنما يجوز له ذلك إذا لم يوجد امرأة طبيبة فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وينبغي للطبيب أن يعلم امرأة إن أمكن وإن لم يمكن ستر كل عضو منها سوى موضع الوجع ثم ينظر ويغض ببصره عن غير ذلك الموضع إن استطاع لأن ما ثبت للضرورة يتقدر بقدرها.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٣٠ : امرأة أصابتها قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا يحل أن ينظر إليها لكن تعلم امرأة تداويها، فإن لم يجدوا امرأة تداويها، ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك، فإنه يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة، ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع، ولا فرق في هذا بين ذوات المحارم وغيرهن؛ لأن النظر إلى العورة لا يحل بسبب المحرمية، كذا في فتاوى قاضي خان. ولو خافت الافتصاد من المرأة فللأجنبي أن يفصدها، كذا في القنية.

পুরুষের জন্য মহিলার আলট্রাসনোগ্রাম করা

প্রশ্ন : পুরুষ ডাক্তার মহিলা রোগীর আলট্রাসনোগ্রাম করতে পারবেন কি? পারলে গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভের সন্তানের লিঙ্গ নির্ণয় এবং পরে তা ছেলে না মেয়ে রোগীকে জানাতে পারবেন কি? যদি পারেন তাহলে মেয়েসন্তান হলে যদি কোনো অসৎ রোগী গর্ভপাত করায় অন্য কোনো ডাক্তার দিয়ে তবে আলট্রাসনোলজিস্ট ডাক্তার সাহেব গোনাহগার হবেন কি না?

উত্তর : মহিলা রোগীর রোগের চিকিৎসা মহিলা ডাক্তারকেই করতে হবে। পারতপক্ষে পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসা নেওয়া বৈধ নয়। আমাদের দেশে গাইনি মহিলা ডাক্তারের অভাব নেই। তাই পুরুষ ডাক্তারের নিকট যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে রোগের বিশেষজ্ঞ মহিলা ডাক্তার পাওয়া না গেলে প্রয়োজনের খাতিরে পুরুষ ডাক্তারকে দেখাতে পারবে। কিন্তু গর্ভবতী মহিলার জন্য আলট্রাসনোগ্রাম মূলত কোনো চিকিৎসা নয়। বর্তমান গর্ভবতী মহিলার এটা একটি ফ্যাশন ও অগ্রিম মনের সান্ত্বনা ছাড়া এর দ্বারা আর কোনো লাভ নেই। তাই আলট্রাসনোগ্রাম করতে হলে মহিলা ডাক্তার দ্বারা করাতে হবে। পুরুষ ডাক্তার দ্বারা বৈধ নয়। অতঃপর ডাক্তার যদি রিপোর্ট দিয়ে দেয় তাহলে পরবর্তীতে কোনো নারী গর্ভপাত করালে গর্ভপাতকারী ডাক্তার ও মহিলা গোনাহগার হবে, আলট্রাসনোগ্রাফকারী নয়। (১০/২৩১/৩০৭১)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/١٢٤ : فلا بأس أن تداويها إذا علمت المداواة فإن لم تعلم تتعلم ثم تداويها فإن لم توجد امرأة تعلم المداواة ولا امرأة تتعلم وخيف عليها الهلاك أو بلاء أو وجع لا

Scanned by CamScanner

تحتمله يداويها الرجل لكن لا يكشف منها إلا موضع الجرح ويغض بصره ما استطاع لأن الحرمات الشرعية جاز أن يسقط اعتبارها شرعا لمكان الضرورة كحرمة الميتة وشرب الخمر حالة المخمصة والإكراه لكن الثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة لأن علة ثبوتها الضرورة والحكم لا يزيد على قدر العلة هذا الذي ذكرنا حكم النظر والمس.

📖 البحر الرائق (سعيد) ١٩٢/٨ : الطبيب إنما يجوز له ذلك إذا لم يوجد امرأة طبيبة فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وينبغي للطبيب أن يعلم امرأة إن أمكن وإن لم يمكن ستر كل عضو منها سوى موضع الوجع ثم ينظر ويغض ببصره عن غير ذلك الموضع إن استطاع لأن ما ثبت للضرورة يتقدر بقدرها.

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٤٠٦ : (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين رجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ، ولذا ثبت به حرمة المصاهرة.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۳۷۸ : الجواب- سو مس اجنبیہ کو بضرورت جائز رکھا گیا ہے جیسے مداوات مرض میں، پس اگر دانت بضرورت بنوائے جاتے ہیں تو یہ ایک قسم کی مداواۃ ہے دندان ساز کو مس جائز ہے اور اگر بلا ضرورت بنوائے جاتے ہیں تو مس جائز نہیں جیسا اخشقان ضرورت میں جائز رکھا گیا اور بعض منفعت بلا ضرورت کیلئے حرام۔

নার্স ও সেবিকাদের পর্দার বিধান

প্রশ্ন : হাসপাতালের নার্স ও আয়াদের যেহেতু সর্বদা রোগীদের সেবায় ব্যস্ত থাকতে হয়, এমতাবস্থায় তাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ পর্দা মেনে চলা কষ্টসাধ্য। সুতরাং সেবিকা হিসেবে পর্দার বিষয়ে তাদের জন্য কোনো ছাড় আছে কি না?

উত্তর : বর্তমানে দাস-দাসীর প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সেবক হোক চাই সেবিকা সবাই হুর তথা স্বাধীন। তাই নারী-পুরুষ সবার জন্য শরীয়তের দেওয়া বিধিনিষেধ মেনে চলা একান্ত অপরিহার্য। তাই সেবিকার জন্যও পর্দার আইন লঙ্ঘন করার অনুমতি নেই বিধায় হাসপাতালে মহিলা সেবিকা মহিলা রোগীদের সেবা করবে। পর্দার ফরয আইন

Scanned by CamScanner

লঙ্ঘন করে পুরুষ রোগীদের সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া যায় না (১৪/১৬৩/৫৫৬৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٤٠٦ : (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين رجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ، ولذا ثبت به حرمة المصاهرة.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٨/ ٦٥ : بیمار کی تیمارداری تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نامحرم مردوں سے بے حجابی اس سے بڑھ کر وبال ہے، عورتوں کے ذمہ خواتین کی تیمارداری کا کام ہونا چاہئے، مردوں کی تیمارداری کی خدمت عورتوں کے ذمہ صحیح نہیں۔

Scanned by CamScanner

باب اللباس
পরিচ্ছেদ : পোশাক

পুরুষের সুন্নাত লেবাস

প্রশ্ন : অনেক লোক বলে যে পুরুষের কোনো নির্দিষ্ট সুন্নাতি লেবাস নেই, যে পোশাকের দ্বারা সতর ঢাকা যায় সেটাই হলো সুন্নাতি লেবাস। আর কতক লোক বলে যে যারা নিসফে সাক লেবাসের কথা বলে, তার কোথাও উল্লেখ নেই।

উত্তর : পোশাকের ব্যাপারে শরীয়তে কোনো একক আকৃতির পাবন্দি নেই যে সে আকৃতির খেলাফ হলেই নাজায়েয বা সুন্নাত পরিপন্থী হবে। কেননা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৌসুমের চাহিদানুযায়ী সাদাসিধাভাবে যখন যেরূপ পোশাক পেতেন, তাই পরতেন, অবশ্য পোশাক সম্পর্কে শরীয়তে নিম্নে উল্লিখিত কিছু মূলনীতি রয়েছে :

১) পোশাক এমন পাতলা বা টাইট না হওয়া, যাতে যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গোপন করা ফরয সেগুলো দেখা যায় বা তার আকৃতি প্রকাশ পায়।
২) কাফের বা ফাসেকদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পোশাক না হওয়া।
৩) পুরুষগণ মহিলাদের সাদৃশ্য পোশাক এবং মহিলাগণ পুরুষদের সাদৃশ্য পোশাক পরিধান না করা।
৪) পুরুষের সালোয়ার, লুঙ্গি বা পাঞ্জাবি ইত্যাদি নিসফে সাক পর্যন্ত হওয়া এবং কোনো অবস্থাতেই টাখনুর নিচে না হওয়া। নিসফে সাক বলা হয় হাঁটু এবং টাখনুর মাঝখানের মাংসপেশিকে। পোশাকের নিসফে সাকের কথা হাদীসে পাওয়া যায়। পুরুষের জন্য চাদর, লুঙ্গি, পায়জামা ও পাঞ্জাবি নিসফে সাক পরার কথাও হাদীসে উল্লেখ আছে। তাই সর্বকালেই উল্লিখিত শর্তানুযায়ী নিসফে সাক পায়জামা, লুঙ্গি পাঞ্জাবি ও চাদর সুন্নাতি লেবাস হিসেবে গণ্য হবে।
৫) পুরুষের নিরেট রেশম পরিধান না করা।
৬) পুরুষের পিওর লাল ও কুসুম বর্ণের পোশাক না হওয়া। (১৯/৮৯০/৮৫১৭)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٥٧ (٤٠٩٤) : عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة»

Scanned by CamScanner

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ١١٨٢ (٣٥٧٢) : عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي - أو ساقه - فقال: «هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين» -

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ١٣/ ٢٤٧ (٧٨٥٧) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار " -

📖 المعجم الكبير للطبراني (مكتبة ابن تيمية) ١/ ١٢٨ (٢٦٠) : عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، قال: «كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يلبس قميصا من كرابيس إلى نصف ساقه، ورداؤه يضرب إليته» -

📖 مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ١٦٧ (٢٤٨٣٤) : عن إياس بن سلمة، عن أبيه، عن عثمان بن عفان: كان إزاره إلى نصف ساقيه، فقيل له في ذلك، فقال: «هذه إزرة حبيبي يعني النبي عليه السلام» -

📖 سنن أبى داود (٤٠٨٩) : عن أبي هريرة، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل» -

📖 فيه أيضا (٤٠٥٧) : عن عبد الله بن زرير يعني الغافقي، أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم: أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين حرام على ذكور أمتي» -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤١٠ : (قوله لا يصف ما تحته) بأن لا يرى منه لون البشرة احترازا عن الرقيق ونحو الزجاج (قوله ولا يضر التصاقه) أي بالألية مثلا، وقوله وتشكله من عطف المسبب على السبب. وعبارة شرح المنية: أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر. اهـ قال ط: وانظر هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقا أو حيث وجدت

Scanned by CamScanner

الشهوة؟ . اهـ قلت: سنتكلم على ذلك في كتاب الحظر، والذي يظهر من كلامهم هناك هو الأول-

📖 صحيح مسلم (٢٠٧٧) : عن عبد الله بن عمرو، قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: «أأمك أمرتك بهذا؟» قلت: أغسلهما، قال: «بل أحرقهما» .

📖 فيه أيضا (٢٠٧٧) : عن جبير بن نفير، أخبره، أن عبد الله بن عمرو بن العاص، أخبره، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» .

📖 وفيه أيضا (٢١٢٨) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» .

📖 سنن الترمذي (٢٨٠٧) : عن عبد الله بن عمرو، قال: «مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه» .

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ٨١٠

গোল ও কাটা জামা কোনটি সুন্নাত

প্রশ্ন : হানাফী মাযহাব মতে, পাঞ্জাবি নিসফে সাক এবং গোল হওয়া সুন্নাত, না ফাড়া হওয়া সুন্নাত? ফাড়া হলে কতটুকু? এবং লোকেরা যে বলে মাদানী কাটিং, এর অর্থ কী?

উত্তর : জামা নিসফে সাক পর্যন্ত লম্বা হওয়া সুন্নাত, চাই তা গোল হোক বা কাটা হোক, উভয়টি দ্বারাই সুন্নাত আদায় হবে। কোনো কোনো সাহাবীর জামা গোল হওয়ার কথা কিছু হাদীসে ইঙ্গিত থাকলেও নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জুব্বা মোবারকের দুই পাশ ফাড়া হওয়ার কথা হাদীস শরীফে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে। হযরত মাদানী (রহ.) উভয় প্রকার হাদীসের মাঝে সমন্বয় করে হাঁটু পর্যন্ত গোল ও হাঁটুর নিচের অংশ কাটা পাঞ্জাবি পরিধান করতেন, যা মাদানী কাটিং পাঞ্জাবি নামে প্রশিদ্ধ। এর দ্বারা উভয় হাদীসের ওপর আমল হয়ে যায় বলে অনেকে মাদানী জামাকে পছন্দ করেন। (১৭/৬০৯)

Scanned by CamScanner

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ١١٨٢ (٣٥٧٢) : عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي - أو ساقه - فقال: «هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين» -

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ١٣/ ٢٤٧ (٧٨٥٧) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار " -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٥٧ (٤٠٩٥) : عن يزيد بن أبي سمية، قال: سمعت ابن عمر، يقول: «ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار، فهو في القميص» -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٤٠ (٢٠٦٩) : عن عبد الله، مولى أسماء بنت أبي بكر، وكان خال ولد عطاء، قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر، فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله، فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له»، فخفت أن يكون العلم منه، وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان، فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها-

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ١٣٤ : (وفرجيها) : بضم الفاء، وفي كثير من النسخ بفتحها أي شقيها شق من خلف وشق من قدام (مكفوفين) : أي مخيطين (بالديباج) : أي بثوب من حرير، والمعنى أنه خيط على طرف كل شق قطعة من أعلى إلى أسفل: قال شارح للمصابيح: أي خيط شقاها مكفوفين بالديباج، والكف عطف

Scanned by CamScanner

أطراف الثوب. يقال: ثوب مكفف أي موقع جيبه، أطراف كفيه بشيء من الديباج.

জামার পকেট ও কলার

প্রশ্ন : খইরুল কুরুন তথা ইসলামের সোনালি যুগে জামা বা পাঞ্জাবি, কোর্তা, কামিজ ইত্যাদিতে কলার থাকত কি না? এবং তার বুকে বা অন্য কোনো স্থানে পকেট থাকত কি না? এবং তা গোল ছিল, নাকি ফাড়া ছিল? জানতে চাই।

উত্তর : লেবাসের ব্যাপারে শরীয়তের নীতিমালা হলো, লেবাস সতর ঢাকার মতো হওয়া চাই, কলার ব্যবহার নিষিদ্ধ নয়। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামার পকেট থাকার কথা উল্লেখ আছে, যা পকেটের অর্থেও ব্যবহার হয়। তাই বিভিন্ন ধরনের পকেট ব্যবহার উলামায়ে কেরামের জামায় প্রচলন আছে। যেহেতু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর লেবাসে জুব্বা, কামিজ, গোল, ফাড়া প্রচলন আছে তাই উক্ত নীতিমালার ভিত্তিতে জুব্বা, কামিজ, গোল, ফাড়া–সব ধরনের লেবাস পরাতে কোনো ধরনের বাধা নেই। (১৮/১৭০/৭৪৯২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٥١ : اعلم أن الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد.

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤ / ١٧٣٠ (٤٠٣١) : عن ابن عمر ؓ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم».

📖 تفسير ابن كثير (دار الكتب العلمية) ١ / ٢٥٦ : نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وفعالهم.

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٢٥ (١٧٦٢) : عن أم سلمة قالت: «كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص» -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٥٠ (٤٠٨٢) : عن معاوية بن قرة، حدثني أبي، قال: «أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، فبايعناه، وإن قميصه لمطلق الأزرار»، قال: «فبايعته ثم أدخلت يدي في جيب قميصه، فمسست الخاتم» قال عروة: «فما رأيت معاوية ولا ابنه قط، إلا مطلقي أزرارهما في شتاء ولا حر، ولا يزران أزرارهما أبدا» -

Scanned by CamScanner

📖 فتح البارى (دار المعرفة) ١٠/ ٢٧٨ : الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك واعترضه الإسماعيلي فقال الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب أي جعل فيه ثقب وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء وبذلك فسره أبو عبيد لكن ليس هو المراد هنا وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول كذا قال وكأنه يعني ما وقع في الحديث من قوله ويقول بإصبعه هكذا في جيبه فإن الظاهر أنه كان لابس قميص وكان في طوقه فتحة إلى صدره ولا مانع من حمله على المعنى الآخر بل استدل به بن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر-

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ١٣٨ : والقميص على ما ذكره الجزري وغيره ثوب مخيط بكمين غير مفرج يلبس تحت الثياب.

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٤٠ (٢٠٦٩) : عن عبد الله، مولى أسماء بنت أبي بكر، وكان خال ولد عطاء، قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر، فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله، فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له»، فخفت أن يكون العلم منه، وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان، فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها-

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ١٣٤ : (وفرجيها) : بضم الفاء، وفي كثير من النسخ بفتحها أي شقيها شق من خلف وشق من قدام

Scanned by CamScanner

(مكفوفين) : أي مخيطين (بالديباج) : أي بثوب من حرير، والمعنى أنه خيط على طرف كل شق قطعة من أعلى إلى أسفل-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۳۶۲ : سوال- (۱) کالر کی قمیص استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور بڑے یا چچا کا پاجامہ استعمال کرنا کیسا ہے؟... ...

الجواب- (۱) اب یہ دونوں چیزیں کفار یا فساق کا شعار نہیں، اس لئے تشبہ ممنوع میں داخل نہیں، البتہ ہمارے اطراف میں اتقیاء اور صلحاء کا یہ لباس نہیں اس لئے ایسے لباس کا ترک اولی وانسب ہے۔

অধিক পাতলা পোশাক পরিধান করা

প্রশ্ন : পুরুষের জন্য এমন পোশাক পরার হুকুম কি, যা পরার দ্বারা শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাহির থেকে প্রকাশ পায়?

উত্তর : সতরের অংশ প্রকাশ পায় এমন পোশাক পরিধান করা নাজায়েয। সতর ছাড়া অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায়, এমন পাতলা কাপড় পরিধান করা অবৈধ নয়। হাদীসে পুরুষের জন্য পাতলা পোষাকের বৈধতার প্রমাণ রয়েছে। (১৯/৪৯৯/৮২৭৩)

📖 سنن أبي داود (٤١١٦) : عن دحية بن خليفة الكلبي، أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي، فأعطاني منها قبطية، فقال: «اصدعها صدعين، فاقطع أحدهما قميصا، وأعط الآخر امرأتك تختمر به»، فلما أدبر، قال: «وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها»-

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ١٦٨ (بقباطي) : بفتح القاف وموحدة وكسر طاء مهملة وتحتية مشددة مفتوحة جمع قبطية، وهي على ما في النهاية ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء كأنه منسوب إلى القبط، وهم أهل مصر-

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٤١٠ : (وعادم ساتر) لا يصف ما تحته، ولا يضر التصاقه وتشكله -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤١٠ : (قوله لا يصف ما تحته) بأن لا يرى منه لون البشرة احترازا عن الرقيق ونحو الزجاج (قوله ولا يضر

Scanned by CamScanner

التصاقه) أي بالألية مثلا، وقوله وتشكله من عطف المسبب على السبب. وعبارة شرح المنية: أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر. اهـ قال ط: وانظر هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقا أو حيث وجدت الشهوة؟ . اهـ قلت: سنتكلم على ذلك في كتاب الحظر، والذي يظهر من كلامهم هناك هو الأول۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۶۵ : اگر پتلون اتنی چست اور تنگ ہو تو اس سے اعضاء کی بناوٹ اور حجم نظر آتا ہو جیسا کہ آج کل ایسی پتلون کا کثرت سے رواج ہو گیا ہے تو اس کا پہننا اور لوگوں کو دکھانا اور دیکھنا سب حرام ہے، جیسا کہ ننگے آدمی کو دیکھنا حرام ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۱۶۶ : لباس جس وضع کا بھی پہنا جائے جائز ہے، بشرطیکہ... ... لباس ایسا تنگ اور اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے بدن یا بدن کی بناوٹ نمایاں ہوتی ہو۔

পুরুষের সালোয়ার পরিধান করা বৈধ

প্রশ্ন : পুরুষের জন্য সালোয়ার পরিধান করা বৈধ কি না? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি সালোয়ার পরিধান করেছেন?

উত্তর : পুরুষের জন্য সালোয়ার পরিধান করা শুধু বৈধ নয়, বরং পছন্দনীয়। বিভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালোয়ার খরিদ করেছেন। তবে পরিধান করেছেন কি না, এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ থাকলেও হাদীস শরীফে পরিধান করার প্রমাণ পাওয়া যায়। (৫/৬২/৮২৮)

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٦/ ٣٤٩ (٦٥٩٤) : عن أبي هريرة قال: دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى البزازين، فاشترى سراويل بأربعة دراهم، وكان لأهل السوق وزان قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اتزن وأرجح» ، فقال الوزان: إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحد. قال أبو هريرة: فقلت له: كفى بك من الجفاء في دينك أن لا تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، فطرح الميزان، ووثب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها،

Scanned by CamScanner

فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده منه، وقال: «هذا إنما يفعله الأعاجم بملوكها، إنما أنا رجل منكم، فزن وأرجح» ، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل. قال أبو هريرة: فذهبت لأحمله عنه، فقال: «صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله، إلا أن يكون ضعيفا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم». قال: قلت: يا رسول الله، وإنك لتلبس السراويل؟ قال: «نعم، وبالليل والنهار، وفي السفر والحضر، فإني أمرت بالتستر، فلم أجد شيئا أستر منه» -

📖 فتح الباری (دار المعرفة) ١٠/ ٢٧٢- ٢٧٣ : وقد أخرج حديث الدعاء للمتسرولات البزار من حديث علي بسند ضعيف وصح أنه صلى الله عليه وسلم اشترى رجل سراويل من سويد بن قيس أخرجه الأربعة وأحمد وصححه بن حبان من حديثه وأخرجه أحمد أيضا من حديث مالك بن عميرة الأسدي قال قدمت قبل مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى مني سراويل فأرجح لي وما كان ليشتريه عبثا وإن كان غالب لبسه الإزار وأخرج أبو يعلى والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزاز فاشترى سراويل بأربعة دراهم الحديث وفيه قلت يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل قال أجل في السفر والحضر والليل والنهار فإني أمرت بالتستر وفيه يونس بن زياد البصري وهو ضعيف قال بن القيم في الهدى اشترى صلى الله عليه وسلم السراويل والظاهر أنه إنما اشتراه ليلبسه ثم قال وروي في حديث أنه لبس السراويل وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه قلت وتؤخذ أدلة ذلك كله مما ذكرته -

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٧ /٣٠٢ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پائجامہ خریدنا اور پسند فرمانا تو ثابت ہے ایک روایت میں پہننا بھی منقول ہے۔

পায়জামা বসে পরার হুকুম

প্রশ্ন : আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ শুনে আসছি যে পায়জামা বসে পরা সুন্নাত। এক মুফতী সাহেব বলেছেন, পায়জামা বসে পরা সুন্নাত–এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। মুফতী সাহেবের কথাটি সঠিক কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : পায়জামা পরিধানের বিশেষ কোনো পদ্ধতিকে সুন্নাত বলা যায় না। তবে বসে পরিধান করার মধ্যে শালীনতা ও আশঙ্কামুক্ত বলে ওই পদ্ধতি অবলম্বনের কথা বলা হয়ে থাকে। (১৯/৬৭৭/৮৩৪১)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳۴۶/۶ : بعض علماء نے لکھا ہے کہ عمامہ کھڑے ہو کر باندھنا چاہئے اور پائجامہ بیٹھ کر پہننا چاہئے اس کے خلاف میں کچھ مضرتیں دیکھی ہیں۔

পাঞ্জাবির হাতা কতটুকু লম্বা হবে

প্রশ্ন : পাঞ্জাবির হাতা কতটুকু লম্বা ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমল থেকে জানতে চাই।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামার হাতা কতটুকু লম্বা ছিল এ ব্যাপারে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফের বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামার হাতা কবজি পর্যন্ত লম্বা ছিল। আর মুসতাদরাকে হাকেম ও ইমাম বায়হাকির বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামার হাতা লম্বা ছিল হাতের আঙুল পর্যন্ত। তবে আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) 'বাযলুল মাজহুদে' দুই রকম বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে জামার হাতা কবজি পর্যন্ত লম্বা করাকে উত্তম, আর আঙুল পর্যন্ত লম্বা করাকে জায়েয বলেছেন। (১৮/৮১৫/৭৮৫৭)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٢٩ (٤٠٢٧) : عن أسماء بنت يزيد، قالت: «كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ» -

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٤/ ٢٥ (١٧٦٥) : عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: «كان كم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ» -

📖 مستد رك الحاكم (دار الكتب العلمية) ٤/ ٢١٧ (٧٤٢٠) : عن ابن عباس، رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قميصا وكان فوق الكعبين وكان كمه مع الأصابع»

Scanned by CamScanner

📖 شعب الإيمان (مكتبة الرشد) ٨/ ٢٤٣ (٥٧٦٠) : عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس قميصا وكان فوق الكعبين وكان كماه بدوالأصابع "

📖 فيه أيضا (٥٧٦٠) : أخبرنا أبو سعد الزاهد، ثنا أبو الحسن علي بن بندار بن الحسين الصوفي، ثنا الحسن بن سفيان الثوري، ثنا موسى بن مروان، ثنا المعافى بن عمران، فذكره بإسناده غير أنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا وكان فوق الكعبين وكان كماه مع الأصابع "

📖 بذل المجهود (دار الكتب العلمية) ١٦/ ٣٥٣ : وهذا الحديث مخصوص بالقميص الذى يلسبه فى السفر كان يلبس فى الحضر قميصا من قطن وكماه مع الأصابع، كذا ورد حديث رواه البيهقى فى شعب الإيمان، وروى فيه عن على كان يد كم القميص حتى إذا بلغ الأصابع قطع ما فضل، فيمكن أن يحمل حديث الباب على الأفضل وحديث البيهقى على بيان الجواز -

নামাযে টাখনুর ওপরে অন্য সময় টাখনুর নিচে পায়জামা পরা

প্রশ্ন : টাখনুর ওপর পায়জামা গুটিয়ে আমরা নামায পড়ি এটা কি আবশ্যক? নামায পড়া ছাড়া অন্য কোনো সময়েও কি টাখনুর ওপর পায়জামা গুটিয়ে রাখতে হবে?

উত্তর : পুরুষের পরিধেয় পোশাক যেমন–লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট, জামা, চাদর ইত্যাদি সর্বাবস্থায় টাখনুর ওপর থাকা আবশ্যক। নামাযের ভেতর-বাহিরে একই হুকুম, অন্যথায় কবিরা গোনাহ হবে। (১৮/৯৩৭/৭৯০৪)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٢٠ (٥٧٨٧) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» -

📖 سنن أبى داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٥٦ (٤٠٩٣) : عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار، فقال: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج - أو لا جناح - فيما بينه وبين

Scanned by CamScanner

الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه» -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۳۳۶ : سوال-مرد کیلئے پائجامہ گھوٹی سے نیچا رکھنا نماز میں یا غیر نماز میں درست ہے یا نہیں؟

الجواب-سوال میں ایک لفظ گھوٹی سمجھ میں نہیں آیا اگر اس کے معنی ٹخنہ کے ہیں تو ٹخنہ سے نیچے پائجامہ یا لنگی کا رکھنا نماز و غیر نماز ہر حالت میں گناہ ہے۔

ডোরাকাটা ও এমব্রয়ডারি করা জামা পরিধান করা

প্রশ্ন : আলেম-উলামাদের মধ্যে দেখা যায়, কেউ সাদা চেকওয়ালা পাঞ্জাবি এবং সাদা পাঞ্জাবিতে সাদা ফুল বা সাদা এমব্রয়ডারিযুক্ত পাঞ্জাবি পরে থাকে। আবার কেউ এগুলো পরার ব্যাপারে খুবই কঠোর। আমি জানতে চাই, আসলেই কি শরীয়তে এ ধরনের পাঞ্জাবি পরা দোষণীয়?

উত্তর : সাধারণ উলামায়ে কেরাম, যারা কোনো দ্বীনি কাজের সাথে সম্পৃক্ত নয় যাদের সাধারণ মুসলমান নিজেদের দ্বীন-ধর্মের ব্যাপারে অনুসরণীয় মনে করে না, তাদের পোশাক শরীয়তের গণ্ডিতে থেকে তাদের ইচ্ছাধীন যেমন ইচ্ছা পরতে কোনো আপত্তি নেই। তবে জাতির দিকনির্দেশনা দানকারী উলামায়ে কেরাম যারা কোনো না কোনো দ্বীনি কাজের সাথে সম্পৃক্ত, তারা মুবাহ পোশাক পরিধানে নিজেদের স্বাধীন মনে করা কখনো উচিত নয়। বরং তা হবে জাতির জন্য বিরূপ প্রতিক্রিয়াশীল। সুতরাং স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে তাদের জন্য উত্তম সুন্নাতি লেবাস তথা সালেহীনদের অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি। (১৭/৪৬০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٠٧ : ولا يكره تمثال غير ذي الروح كذا في النهاية.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٦/ ١٤٠ : ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يندب للعلماء أن يكون لباسهم فاخرا، كصوف وجوخ رفيع وأبراد رقيقة، وأن تكون ثيابهم واسعة، ويحسن لهم لف عمامة طويلة تعارفوها، فإن عرف عرف في بلاد أخر أنها تفعل بغير الطول يفعل، لإظهار مقام العلم، ولأجل أن يعرفوا فيسألوا عن أمور الدين. فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

Scanned by CamScanner

يعتمون، ويرخون الذؤابة بين أكتافهم، لأن إرخاءها من زي أهل العلم والفضل والشرف، ولذا لا يجوز أن يمكن الكفار من التشبه بهم، وأن يلبسوا القلانس إذا انتهوا في علمهم وعزهم وعظمت منزلتهم واقتدى الناس بهم، فيتميزون بها للشرف على من دونهم، لما رفعهم الله بعلمهم على جهلة خلقه، وكذلك الخطباء على المنابر لعلو مقامهم.

وعلى هذا فما صار شعارا للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا بذلك، فيسألوا، وليطاوعوا فيما عنه زجروا، وعلل ذلك ابن عبد السلام بأنه سبب لامتثال أمر الله تعالى والانتهاء عما نهى الله عنه.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٣٥٥ : وفي القنية يحسن للفقهاء لف عمامة طويلة ولبس ثياب واسعة -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٥٥ : (قوله لف عمامة طويلة) لعلهم تعافوها كذلك فإن كان عرف بلاد أخر أنها تعظم بغير الطول يفعل لإظهار مقام العلم ولأجل أن يعرفوا فيسألوا عن أمور الدين ط -

নির্দিষ্ট পোশাক পরতে বাধ্য করা

প্রশ্ন : ইসলামী পোশাক পরতে কাউকে বাধ্য করা যাবে কি না? নিজের অধীনস্ত লোকদের কি বাধ্য করা যাবে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের নির্দিষ্ট পোশাক পরতে বাধ্য করতে পারবে কি না?

উত্তর : যে পোশাক পুরুষ ও মহিলার পরিপূর্ণ সতর আবৃত রাখে এবং তা দ্বারা বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যতার নিয়্যাত না হয়, সেটাই ইসলামী পোশাক। নিজের অধীনস্ত লোকদের এ ধরনের পোশাক পরতে বাধ্য করা যাবে। প্রতিষ্ঠানের জিম্মাদারগণ যেহেতু ছাত্রদের তরবিয়্যাতের অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে থাকে, তাই তারাও ছাত্রদের ইসলামী পোশাক পরতে বাধ্য করতে পারবে। (১৭/৭০৭)

📖 سورة الأعراف الآية ٢٦ : ﴿يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾

Scanned by CamScanner

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤/ ٨٨ : إن اللباس يجب أن يكون ساترا بعورة الانسان، فالإسلام يلزم الرجل أن يلبس ما يستر ما بين سرته وركبته، ويلزم المرأة أن تستر كل جسدها ماعدا وجهها وكفيها وقدميها، فستر العورة من أهم ما يفسد باللباس. ...

📖 إن اللباس الذى يتشبه به الانسان بأقوام كفرة لا يجوز لبسه لمسلم إذا قصد بذلك التشبه بهم، قال ابن نجيم فى مفسدات الصلاة من البحر الرائق : ثم اعلم أن التشبه بأهل الكتاب لا يكره فى كل شيء، فإن تأكل وتشرب كما يفعلون إنما الحرام هو الشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبه، كذا ذكره قاضيخان فى شرح الجامع الصغير. فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما-

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٧٨ : بخلاف المعلم؛ لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحة والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة الولد-

গোল জামা পরতে বাধ্য করা ও কফবিশিষ্ট জামার হুকুম

প্রশ্ন : কোনো মাদরাসায় দেখা যায়, গোল জামা গায়ে দেওয়াকে এত বাধ্যতামূলক করেছে যে, কোনো ছাত্র যদি কানি ছাঁটা জামা পরিধান করে তাকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। এভাবে এ কারণে বহিষ্কার করে দেওয়া জায়েয কি না? পাঞ্জাবিতে কলার ব্যবহার করার ব্যাপারে শরীয়ত কী বলে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামা কেমন ছিল? কানি ছাঁটা নাকি গোল? হাতে কফবিশিষ্ট না কফবিহীন?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জামা নিসফ সাক ছিল বলে স্পষ্ট প্রমাণ হাদীসে রয়েছে। কোনো এক প্রকারকে সুন্নাত বলে নির্দিষ্ট করার অবকাশ নেই। তবে কোনো মাদরাসায় নিজেদের ছাত্রদের জন্য বিশেষ পরিচয়ের ভূষণ হিসেবে গোলকে গ্রহণ করলে তা আপত্তিকর নয়।

আর কলার দুই ধরনের রয়েছে। এক ধরনের কলার শার্টে ব্যবহার হয় তা বর্জনীয়, এক পার্টের কলার ব্যবহারে আপত্তি নেই। হাতে কফ সর্বসাধারণের কোর্তায় ও শার্টে

Scanned by CamScanner

ব্যবহারের প্রচলন হয়ে গেছে। সালেহীনদের কোর্তায় তা নেই বললেই চলে। সুতর সালেহীনদের অনুসরণে কফ লাগানো থেকে বিরত থাকা উচিত। (১১/১০০)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٢٥ (١٧٦٢) : عن أم سلمة قالت: «كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص» -

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ١٣٨ : والقميص على ما ذكره الجزري وغيره ثوب مخيط بكمين غير مفرج يلبس تحت الثياب.

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ١١٨٢ (٣٥٧٢) : عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي - أو ساقه - فقال: «هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين» -

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ١٣/ ٢٤٧ (٧٨٥٧) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار " -

📖 سنن أبى داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٥٧ (٤٠٩٥) : عن يزيد بن أبي سمية، قال: سمعت ابن عمر، يقول: «ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار، فهو في القميص» -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٤٠ (٢٠٦٩) : عن عبد الله، مولى أسماء بنت أبي بكر، وكان خال ولد عطاء، قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر، فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله، فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الأبد؟ وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له»، فخفت أن يكون العلم منه، وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان، فرجعت إلى أسماء فخبرتها، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت،

Scanned by CamScanner

فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها-

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ١٣٤ : (وفرجيها) : بضم الفاء، وفي كثير من النسخ بفتحها أي شقيها شق من خلف وشق من قدام (مكفوفين) : أي مخيطين (بالديباج) : أي بثوب من حرير، والمعنى أنه خيط على طرف كل شق قطعة من أعلى إلى أسفل-

📖 فتاوی محمودیہ ۱۲/ ۳۶۲ : سوال-کالر کی قمیص استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟اور بڑے پائچاکا پاجامہ استعمال کرنا کیسا ہے؟

الجواب-اب یہ دونوں چیزیں کفار یا فساق کا شعار نہیں، اس لئے تشبہ ممنوع میں داخل نہیں، البتہ ہمارے اطراف میں اتقیاء اور صلحاء کا یہ لباس نہیں اس لئے ایسے لباس کا ترک اولی وانسب ہے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۲۶۵ : اہل مدارس عربیہ کو مدرسان مدرسہ کیلئے قواعد مرتب کرنا جائز ہے اور مدرسان پر ان کی پابندی لازم وواجب ہے۔

নামাযের সময় পাগড়ি বাঁধা

প্রশ্ন : আমি জনৈক আলেমের কাছে শুনেছি, শুধু নামাযের সময় পাগড়ি বাঁধা নাকি বিদ'আত, কথাটি কতটুকু সঠিক?

উত্তর : পাগড়ি পোশাকের সুন্নাত, নামাযের সুন্নাত নয়। তবে পাগড়ি বেঁধে নামায পড়া উত্তম। কেউ যদি নামাযে পাগড়িকে জরুরি মনে করে তা হবে বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত, জরুরি মনে না করে পাগড়িসহ নামায পড়া মুস্তাহাব। (১৯/৭৩৪/৮৪২৫)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١١٧ (١٣٥٩) : عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، قال: «كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه»، ولم يقل أبو بكر: على المنبر.

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ١٤ (١٧٣٦) : عن ابن عمر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه» قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه، قال عبيد الله: ورأيت القاسم، وسالما يفعلان ذلك-

Scanned by CamScanner

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٧٣/١ : والمستحب أن يصلى الرجل فى ثلاثة أثواب قميص وإزار وعمامة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٩ : والمستحب أن يصلي الرجل في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، وعمامة.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢/ ٥ : لا خلاف بين الفقهاء في استحباب ستر الرأس في الصلاة للرجل، بعمامة وما في معناها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان كذلك يصلي.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۴۸/۲ : الجواب- عمامہ باندھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے افضل یہ ہے کہ عمامہ باندھکر نماز پڑھی جائے یہی عمل مستحب ہے، مگر اس پر اس طرح دوام کرنا کہ بغیر عمامہ کے نماز پڑھنے والے پر لعن وطعن کیا جائے غلو فی الدین کے مترادف ہے جو شرعا ممنوع ہے لہذا بغیر عمامہ کے بھی نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہے تا ہم اگر کسی مستحب کو وجوب کا درجہ دیا جائے تو وہ واجب الترک ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵۶/۷ : کبھی کبھی مستحب کے مقابل رخصت یعنی محض مباح پر بھی عمل کرنا چاہئے خاص کر ایسی جگہ جہاں مستحب پر اصرار کیا جاتا ہو کہ اس سے مندوب حد کراہت تک پہنچ جاتا ہے اس کی وجہ سے آمادہ فساد ہونا تو بڑی جہالت اور گناہ ہے۔

পাগড়ি বেঁধে নামায পড়ার ফজীলত

প্রশ্ন : পাগড়ি বাঁধা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না? এবং পাগড়ি বেঁধে নামায পড়লে কতটুকু পুণ্যের অধিকারী হওয়া যায়?

উত্তর : পাগড়ি বাঁধা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত। নামাযে ও নামাযের বাইরে তিনি মাথায় পাগড়ি ব্যবহার করতেন বলে সহীহ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। এ কারণেই নামায ও নামাযের বাইরে সব সময় পাগড়ি ব্যবহার করা সুন্নাত। তবে পাগড়ি বাঁধা অবস্থায় নামায পড়লে অতিরিক্ত নির্ধারিত সাওয়াব পাওয়া সম্পৃক্ত হাদীসগুলো সনদের বিচারে দুর্বল হলেও নামাযে পাগড়ি বাঁধা যে মুস্তাহাব তা অস্বীকারের সুযোগ নেই। (১০/৪৬৮)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١١٥ (١٣٥٨) : عن جابر بن عبد الله الأنصاري، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل

Scanned by CamScanner

مكة - وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة - وعليه عمامة سوداء بغير إحرام " -

📖 فيه أيضا (١٣٥٨) : عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء».

📖 وفيه أيضا ٩/ ١١٧ (١٣٥٩) : عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، قال: «كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه»، ولم يقل أبو بكر: على المنبر.

📖 سنن النسائى (دار الحديث) ٤/ ٥٨٧ (٥٣٥٨) : عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، قال: «رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة حرقانية» -

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ١٤ (١٧٣٦) : عن ابن عمر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه» قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه، قال عبيد الله: ورأيت القاسم، وسالما يفعلان ذلك -

📖 فيه أيضا ٤/ ٣٤ (١٧٨٤) : عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة، عن أبيه، أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركانة:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس»-

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٢/ ٤٦ : والمستحب أن يصلي الرجل في ثلاثة أثواب قميص وإزار وعمامة -

সাদা পাগড়ি বাঁধা সুন্নাত

প্রশ্ন : মাথায় পাগড়ি বাঁধা সব সময়ের জন্য সুন্নাত, না কোনো নির্ধারিত সময়ের জন্য সুন্নাত? তা কি সুন্নাতে মুআকাদা না যায়েদা?

উত্তর : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বদা পাগড়ি পরিধান করতেন, যার প্রমাণ বহু সহীহ হাদীসের মধ্যে বিদ্যমান। তাই ফিকাহবিদগণের পরিভাষায়

Scanned by CamScanner

পাগড়ি পরিধান সব সময়ের জন্য সুন্নাত। এটা সুন্নাতে মুআকাদা নয় বরং সুন্নাতে যায়েদা। (৯/১৮৬)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١١٥ (١٣٥٨) : عن جابر بن عبد الله الأنصاري، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة - وقال قتيبة: دخل يوم فتح مكة - وعليه عمامة سوداء بغير إحرام " -

📖 فيه أيضا (١٣٥٨) : عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء».

📖 وفيه أيضا ٩/ ١١٧ (١٣٥٩) : عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، قال: «كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه»، ولم يقل أبو بكر: على المنبر.

📖 سنن النسائى (دار الحديث) ٤/ ٥٨٧ (٥٣٥٨) : عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، قال: «رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم عمامة حرقانية» -

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٣٤ (١٧٨٤) : عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة، عن أبيه، أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركانة:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس»-

📖 المعجم الكبير للطبرانى (مكتبة ابن تيمية) ١٢/ ٣٨٣ (١٣٤١٨) : عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة، وأرخوا لها خلف ظهوركم»-

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ٢/ ٥٣٢ : (ومستحب وهو الزائد) على قدر الضرورة. وفي المنح وهو ما يحصل به أصل الزينة في الإزار والرداء والعمامة والقميص الرقيق ونحوها (لأخذ الزينة) المأمور به بقوله تعالى {خذوا زينتكم} [الأعراف: ٣١] الآية (وإظهار نعمة الله تعالى) خصوصا إذا كان ذا علم ومروءة.

Scanned by CamScanner

📖 جامع الفتاوی ۱/ ۴۰۳ : آنحضرت ﷺ کا عمامہ باندھنا جو کہ مثل دیگر لباسی اکلی شر بی وغیرہ امور کے بطور عادت تھا یہ سنت عادت ہے جس کو سنت زائد بھی کہتے ہیں جس کا اختیار کرنا اگر کوئی مانع وعارض نہ ہو من حیث العمل تحسین نیت واتباع سنت بدون تخصیص طبقہ وجماعت ایک امر مستحسن اور باعث برکت وثواب ہے۔

টুপি ও পাগড়ি পরার হুকুম

প্রশ্ন : পাগড়ি পরা দায়েমী সুন্নাত কি না? যদি হয় তাহলে কি ঘুমের সময় পরতে হবে? টুপি ও পাগড়ি ব্যবহারের বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : টুপিতে পাগড়ি পরিধান করা পোশাকের সুন্নাত। পোশাকের সুন্নাতের সম্পর্ক জাগ্রতের সাথে, ঘুমের সাথে নয়। খালি মাথায় থাকা সুন্নাত পরিপন্থী নয়, তবে খোলা মাথায় নামায পড়া মাকরূহ। টুপি ও পাগড়ি একত্রে ব্যবহার করা খুব ভালো। পাগড়িবিহীন টুপির ব্যবহারও ভালো। টুপিবিহীন পাগড়ি পরার কোনো ভিত্তি নেই। নামায অবস্থায় পাগড়ি বাধা নামাযের মুস্তাহাব বলে কিতাবে পাওয়া যায়। তাই যারা সর্বদা পাগড়ি ব্যবহার করতে পারে না, তারা নামাযের ক্ষেত্রে করলেও উত্তম হবে। (১৭/৮৩৯)

📖 فيض القدير (مكتبة نزار) ٩/ ٤٩٤٢ ٤٩٤٣- : (كان يلبس القلانس) جمع قلنسوة (تحت العمائم وبغير العمائم) الظاهر أنه كان يفعل ذلك في بيته وأما إذا خرج للناس فيظهر أنه كان لا يخرج إلا بالعمامة (ويلبس العمائم بغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضربة ويلبس القلانس ذوات الآذان) إذا كان (في الحرب) أي حال كونه في الحرب (وكان ربما نزع قلنسوة) أي أخرها من رأسه يعني أخرج رأسه منها (فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي) الظاهر أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به أو بيانا للجواز. قال بعض الشافعية: فيه وما قبله لبس القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة والمضرية وغيرها تحت العمامة وبلا عمامة كل ذلك ورد. قال بعض الحفاظ: ويسن تحنيك العمامة وهو تحذيق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة والأرجح عند الشافعية عدم ندبه قال ابن العربي: القلنسوة من لباس الأنبياء والصالحين والسالكين تصون الرأس

Scanned by CamScanner

وتمكن العمامة وهي من السنة وحكمها أن تكون لاطئة لا مقبية إلا أن يفتقر الرجل إلى أن يحفظ رأسه عما يخرج منه من الأبخرة فيقيها ويثقب فيها فيكون ذلك تطيبا -

📖 مجمع الأنهر ٢/ ٥٣٢ : (ومستحب وهو الزائد) على قدر الضرورة. وفي المنح وهو ما يحصل به أصل الزينة في الإزار والرداء والعمامة والقميص الرقيق ونحوها (لأخذ الزينة) المأمور به بقوله تعالى {خذوا زينتكم} [الأعراف: ٣١] الآية (وإظهار نعمة الله تعالى) خصوصا إذا كان ذا علم ومروءة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٩ : والمستحب أن يصلي الرجل في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، وعمامة.

📖 فيه أيضا ٦/ ٤٤٦ : ولا بأس بلبس القلانس، وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر، ومن أراد أن يجدد اللف لعمامته ينبغي له أن ينقضها كورا كورا فإن ذلك أحسن من رفعها عن الرأس وإلقائها في الأرض دفعة واحدة.

পাগড়ির লম্বার পরিমাণ

প্রশ্ন : পাগড়ি কতটুকু লম্বা হওয়া সুন্নাত?

উত্তর : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পাগড়ি বিভিন্ন পরিমাণের ছিল ৩/৭/১২ হাত। সুতরাং এর যেকোনো এক পরিমাণে সুন্নাত আদায় করা যায়। (৬/৬১৪)

📖 جمع الوسائل (المطبعة الشرفية) ١/ ١٦٨ : وقال الشيخ الجزري في تصحيح المصابيح: قد تتبعت الكتب وتطلبت من السير والتواريخ لأقف على قدر عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أقف على شيء حتى أخبرني من أثق به أنه وقف على شيء من كلام النووي، ذكر فيه أنه كان له صلى الله عليه وسلم عمامة قصيرة، وعمامة طويلة، وأن القصيرة كانت سبعة أذرع، والطويلة كانت اثني عشر ذراعا انتهى.

Scanned by CamScanner

পাগড়ি বাঁধার পদ্ধতি

প্রশ্ন : পাগড়ি প্রথম পেছন থেকে সামনে আনার পর ডান দিকে মোড়াতে হবে, না বাম দিকে মোড়ানো সুন্নাত?

উত্তর : অন্যান্য ভালো কাজের ন্যায় পাগড়িও সুন্নাত মোতাবেক ডান দিক থেকে শুরু করে বাকি প্যাঁচ সুবিধামতো দিতে পারে। (৬/৬১৪)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٥٥ (١٦٨) : عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله» -

📖 طرح التثريب في شرح التقريب للعراقى (دار إحياء التراث) ٨/ ١٣٣ : قال القاضي أبو بكر بن العربي التيامن أمر مشروع في جميع الأعمال لفضل اليمين على الشمال حسا في القوة والاستعمال وشرعا في الندب إلى تقديمها وصيانتها، وقال النووي واستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك كلبس النعل والخف والمداس والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك، ويستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق فمن ذلك خلع النعل والخف والمداس والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء وتناول أحجار الاستنجاء ومس الذكر والامتخاط والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشباهها.

ইকামত চলাকালে পাগড়ি বাঁধা

প্রশ্ন : ইমাম সাহেবের জন্য জামাত দাঁড়ানোর পূর্বে ইকামত বলার সময় পাগড়ি বাঁধার বিধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নামায শুরু হওয়ার পূর্বমুহূর্তে ইমাম সাহেবের পাগড়ি বাঁধায় কোনো আপত্তি নেই। পাগড়ি দণ্ডায়মান অবস্থায় বাঁধা সুন্নাত। (৬/৭০৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١١٧ (١٣٥٩) : عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، قال: «كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه»، ولم يقل أبو بكر: على المنبر.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٩ : والمستحب أن يصلي الرجل في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، وعمامة.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٢/ ٥ : لا خلاف بين الفقهاء في استحباب ستر الرأس في الصلاة للرجل، بعمامة وما في معناها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان كذلك يصلي.

📖 المدخل لابن الحاج (دار التراث) ١/ ١٤٣ : وقد قال الشيخ الإمام أبو حامد الغزالي - رحمه الله - في كتاب الأربعين له: اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه لست أقول ذلك في آدابه فقط؛ لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة فيها بل ذلك في جميع أمور العادات فبه يحصل الاتباع المطلق كما قال تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله} [آل عمران: ٣١] وقال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: ٧] فعليك بأن تتسرول قاعدا وتتعمم قائما-

পাগড়ির শিমলা কোন দিকে কতটুকু ঝুলন্ত থাকবে

প্রশ্ন : পাগড়ির শিমলা কোন দিকে থাকবে ও কতটুকু ঝুলন্ত থাকবে?

উত্তর : হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পাগড়ির শিমলা সাধারণত পেছনের দিকে ঝুলন্ত থাকত। কোনো কোনো সময় ডান পাশেও ঝুলিয়ে দিতেন। আর শিমলার পরিমাণ কমপক্ষে চার আঙুল হতে উর্ধ্বে এক হাত পর্যন্ত হতো। (৬/৭০৯)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١١٧ (١٣٥٩) : عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، قال: «كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه»، ولم يقل أبو بكر: على المنبر.

📖 جمع الوسائل (المطبعة الشرفية) ١ / ١٦٧- ١٦٨ : (عن نافع عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم) بتشديد الميم أي لف عمامته على رأسه (سدل عمامته) أي أرخى طرفها الذي يسمى العلاقة، قال في المغرب: سدل الثوب سدلا من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم جانبيه، وقيل: فهو أن يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبيه، وأسدل خطأ (بين كتفيه) بالتثنية وفي رواية أرسلها بين يديه، ومن خلفه، والأفضل هو الأول، فقد أورد ابن الجوزي في الوفاء من طريق أبي معشر عن خالد الحذاء، قال: أخبرني أبو عبد السلام، قال: قلت لابن عمر: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم، قال: يدير كور العمامة على رأسه ويغرسها من ورائه، ويرخي لها ذؤابة بين كتفيه (قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك) كان هذا من كلام ابنه وقوله: (قال عبيد الله) من كلام عبد العزيز ونبه عليه بترك العطف لاختلاف الروايتين، ولو كان كلام أبي عيسى لكان منقطعا (ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك) أي ما ذكر من إسدال طرف العمامة بين الكتفين، عطف على قوله: قال نافع: لأن كليهما من كلام عبيد الله، كذا حققه العصام، والله أعلم بالمرام. قال ميرك: وقد ثبت في السير بروايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخي علاقته أحيانا بين كتفيه، وأحيانا يلبس العمامة من غير علاقة، وقد أخرج أبو داود والمصنف في الجامع بسندهما عن شيخ من أهل المدينة، قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي، وروى ابن أبي شيبة عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم عممه بعمامة، وسدل طرفيها على منكبيه، وفي شرح السنة قال محمد بن قيس: رأيت ابن عمر معتما، قد أرسلها بين

Scanned by CamScanner

يديه، ومن خلفه، فعلم مما تقدم أن الإتيان بكل واحد من تلك الأمور سنة.

📖 نفع قوت المغتذى بهامش شمائل الترمذى (مكتبة الاتحاد) ص ٨ : ومقدار العذبة أربعة أصابع وأكثرها ذراع، وحدها إلى نصف الظهر والتجاوز عنه بدعة داخل فى الإسبال المنهى عنه، والله أعلم بالصواب-

📖 اشعۃ اللمعات ص ۵۵۵

হিন্দুদের টিকির সাথে পাগড়ির শিমলাকে তুলনা করা

প্রশ্ন : জনৈক মারেফতী ফকির এক উক্তি করেছে যে ইসলাম ধর্মে পাগড়ির শিমলা রাখা এটা হিন্দু ধর্মের মধ্যে মাথার চুলের টিকি রাখা হতে রূপান্তরিত হয়ে আসছে।

১. পাগড়ির শিমলা রাখা কী?
২. শিমলা না রেখে পাগড়ি বাঁধা জায়েয কি না?
৩. পাগড়ির শিমলা রাখা কবে থেকে শুরু হয়?
৪. এবং তা রাখার হিকমত কী?
৫. উক্ত মারেফতী ফকিরের উক্তি কতটুকু অপরাধজনক? এবং ইসলামে তার শাস্তি কী হবে?
৬. পাগড়ির শিমলা কতটুকু লম্বা হওয়া সুন্নাত?

প্রশ্নগুলোর উত্তরদানে বাধিত করবেন।

উত্তর : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো কোনো সময় শিমলাবিহীন পাগড়ি পরিধান করে থাকলেও অধিকাংশ সময় শিমলাসহ পাগড়ি পরিধান করতেন। তাই পাগড়ির মধ্যে শিমলা রাখা সুন্নাত। অনুরূপ পাগড়ির শিমলা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ সময় পেছনের দিকে ছেড়ে দিতেন।
শিমলার পরিমাণ সম্পর্কেও বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়, যথা : চার আঙুল, এক বিঘত, এক হাতের কাছাকাছি। এমতাবস্থায় পাগড়ির শিমলা এক হাতের চেয়ে কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। শিমলা রাখার হিকমত সম্পর্কেও বিভিন্ন কথা উলামায়ে কেরাম লিখেছেন। তন্মধ্যে একটা হচ্ছে যে শিমলা রাখার কারণে আকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। জনৈক ভণ্ড মারেফতী ফকিরের প্রশ্নে বর্ণিত উক্তি অত্যন্ত নিন্দনীয় ও তাওবাযোগ্য। (৪/২১৮/৬৬৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١١٧ (١٣٥٩) : عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه، قال: «كأني أنظر إلى رسول الله صلى

Scanned by CamScanner

الله عليه وسلم على المنبر، وعليه عمامة سوداء، قد أرخى طرفيها بين كتفيه»، ولم يقل أبو بكر: على المنبر.

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ١٤ (١٧٣٦) : عن ابن عمر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه» قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه، قال عبيد الله: ورأيت القاسم، وسالما يفعلان ذلك -

📖 جمع الوسائل (المطبعة الشرفية) ١ / ١٦٧- ١٦٨ : (عن نافع عن ابن عمر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم) بتشديد الميم أي لف عمامته على رأسه (سدل عمامته) أي أرخى طرفها الذي يسمى العلاقة، قال في المغرب: سدل الثوب سدلا من باب طلب إذا أرسله من غير أن يضم جانبيه، وقيل: فهو أن يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبيه، وأسدل خطأ (بين كتفيه) بالتثنية وفي رواية أرسلها بين يديه، ومن خلفه، والأفضل هو الأول، فقد أورد ابن الجوزي في الوفاء من طريق أبي معشر عن خالد الحذاء، قال: أخبرني أبو عبد السلام، قال: قلت لابن عمر: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم، قال: يدير كور العمامة على رأسه ويغرسها من ورائه، ويرخي لها ذؤابة بين كتفيه (قال نافع: وكان ابن عمر يفعل ذلك) كان هذا من كلام ابنه وقوله: (قال عبيد الله) من كلام عبد العزيز ونبه عليه بترك العطف لاختلاف الروايتين، ولو كان كلام أبي عيسى لكان منقطعا (ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك) أي ما ذكر من إسدال طرف العمامة بين الكتفين، عطف على قوله: قال نافع: لأن كليهما من كلام عبيد الله، كذا حققه العصام، والله أعلم بالمرام. قال ميرك: وقد ثبت في السير بروايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخي علاقته أحيانا بين كتفيه، وأحيانا يلبس العمامة من غير علاقة، وقد أخرج أبو داود والمصنف في الجامع بسندهما عن شيخ من أهل المدينة، قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي، وروى ابن أبي شيبة عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم عممه بعمامة، وسدل طرفيها على منكبيه، وفي شرح

Scanned by CamScanner

السنة قال محمد بن قيس: رأيت ابن عمر معتما، قد أرسلها بين يديه، ومن خلفه، فعلم مما تقدم أن الإتيان بكل واحد من تلك الأمور سنة.

রুমাল দ্বারা পাগড়ি বাঁধা

প্রশ্ন : রুমাল দ্বারা পাগড়ি বাঁধলে পাগড়ির সুন্নাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : যদিও রুমালকে পাগড়ি বলা যাবে না, তবে রুমাল দ্বারা বাঁধলেও তাকে পাগড়ির স্থলাভিষিক্ত ধরা হবে এবং সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (১৮/৩১৯/৭৫১৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٢٠٨ : والقلنسوة هي التي يدخل فيها الرأس والعمامة ما يدار عليها من منديل ونحوه .

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١٢٨ : "و" يكره "الاعتجار وهو شد الرأس بالمنديل" أو تكوير عمامته على رأسه "وترك وسطها مكشوفا" وقيل أن ينتقب بعمامته فيغطي أنفه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعتجار في الصلاة -

📖 جامع الفتاوی (ربانی بکڈپو) ۱/ ۴۰۴ : عمامہ کے طول وعرض کی کوئی حد متعین نہیں عرف میں جس کو عمامہ کہتے ہے اس کو مان لیا جائے گا، لہذا امام جو سر پر رومال باندھتے ہے اس کو عمامہ کہہ سکتے ہیں، لیکن عرف میں رومال کو عمامہ نہیں کہا جاتا، ہاں یہ رومال باندھنا عمامہ کا قائم مقام کہہ سکتے ہیں۔

পাগড়ি রং ও কালো পাগড়ির হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একজন থেকে শুনেছি, কালো পাগড়ি নাকি শুধু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে খাস, কথাটি কি সঠিক? পাগড়ির রং কী ধরনের হওয়া সুন্নাত?

উত্তর : পাগড়িসহ সাদা কাপড় ব্যবহার সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে ইমাম নববী, মোল্লা আলী কারী ও মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.)-এর মতো বিখ্যাত হাদীস ও ফিকাহ বিশারদগণ সাদা

Scanned by CamScanner

পাগড়ি ব্যবহার করাকে সর্বোত্তম বলে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে কালো পাগড়ি ব্যবহারের কথা সহীহ হাদীসে উল্লেখ থাকায় এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়ে থাকে।

১) বাস্তবে পাগড়ির রং কালো ছিল না, বরং গরমকালে পাগড়ির ওপরে এক ধরনের কালো বস্ত্র পরিধান করতেন বিধায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে পাগড়ি কালো মনে হয়েছিল।

২) যেহেতু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিক তেল ব্যবহার করতেন, তাই সহজে ময়লা না হওয়ার জন্য কালো কাপড় গ্রহণ করেছিলেন।

৩) নিছক অনুমতি বোঝানোর জন্য এরূপ করেছিলেন। এসব বর্ণনা ও ব্যাখ্যার আলোকে উলামায়ে কেরাম সব রঙের পাগড়ি ব্যবহার করা জায়েয বলা সত্ত্বেও সাদা পাগড়ি ব্যবহার করা সর্বোত্তম বলে উল্লেখ করে থাকেন। (৬/৫২২)

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ١٣٣ : قوله (وعليه عمامة سوداء) فيه جواز لباس الثياب السود، وفي الرواية الأخرى خطب الناس وعليه عمامة سوداء، فيه جواز لباس الأسود في الخطبة وإن كان الأبيض أفضل منه كما ثبت في الحديث الصحيح خير ثيابكم البياض، وأما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائز ولكن الأفضل البياض كما ذكرنا وإنما لبس العمامة السوداء في هذا الحديث بيانا للجواز-

📖 جمع الوسائل (المطبعة الشرفية) ١/ ١٦٣ : وقيل: إن سواد عمامته لم يكن أصليا بل لما كان المغفر فوق العمامة في الأيام الحارة، وكانت العمامة متسخة ومتلونة بسببه، ولما رفع المغفر عنها ظن الراوي أنها سوداء، ويدل عليه رواية دخل مكة وعليه عصابة دسماء، وهذا أظهر في الجمع من الجميع، والله أعلم.

📖 أحكام العمامة لجمال الدين ابن المبرد ص ١٠١٠ : السنة أن يكون عن البياض ويجوز أن يكون (أخضر) أو أسود-

📖 شرح النقاية ٢/ ٢٤٣ : وندب لبس البياض لقوله عليه وسلم: «إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم، ومساجدكم، البياض» «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم» واما لبس السواء فجائز لقول سعد بن ابى وقاص رأيت رجلا على بغلة بيضاء على رأسه عمامةسوداء-

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٤٣ (٤٠٦٤) : عن زيد يعني ابن أسلم، أن ابن عمر، كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه من

Scanned by CamScanner

الصفرة فقيل له لم تصبغ بالصفرة فقال إني «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، وقد كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته» -

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ٢/ ٥٣٢ : (ويستحب) الثوب (الأبيض والأسود) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إن الله يحب الثياب البيض وإنه خلق الجنة بيضاء» وقد روي «أنه - عليه السلام - لبس الجبة السوداء والعمامة السوداء يوم فتح مكة» ولا بأس بالأزرق وفي الشرعة ولبس الأخضر سنة.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۹/ ۵۲ : الجواب- سیاہ رنگ کی پگڑی کا استعمال اگرچہ فی نفسہ ثابت اور جائز ہے، مگر آپ ﷺ کو سفید لباس اور عمامہ زیادہ پسند تھا اور عام حالات میں سفید رنگ ہی کا لباس اور عمامہ استعمال فرماتے تھے اس لئے سفید رنگ کا عمامہ افضل ہے نیز اہل تشیع کی مشابہت کی وجہ سے بھی سیاہ رنگ کا ترک بہتر ہے۔

সবুজ পাগড়ি পরিধান করা

প্রশ্ন : অনেকে সবুজ পাগড়ি মাথায় দেওয়া দোষণীয় মনে করে। আমি জানতে চাই, সবুজ পাগড়ি পরাতে কোনো অসুবিধা আছে কি না?

উত্তর : সবুজ পাগড়ি পরিধান করতে যদিও শরয়ী কোনো বাধা নেই, তবে বর্তমান যুগে বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের সবুজ পাগড়ি একটি বাতিলপন্থী দলেরই বিশেষ চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিধায় হক্কানি উলামায়ে কেরাম তা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। (১৭/৪৬০)

📖 مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ١٢/ ٥٤٥ (٢٤٩٨٧) : عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: " أدركت المهاجرين الأولين يعتمون بعمائم كرابيس سود، وبيض، وحمر، وخضر، وصفر، يضع أحدهما العمامة على رأسه، ويضع القلنسوة فوقها، ثم يدير العمامة هكذا، يعني: على كوره لا يخرجها من تحت ذقنه-

📖 أحكام العمامة لابن المبرد ص ٩٨ : السنة أن يكون من البياض، ويجوز أن يكون أخضر أو أسود-

Scanned by CamScanner

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যবহৃত টুপির প্রকার

প্রশ্ন : ইমাম ইস্পাহানী (রহ.) 'আখলাকুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' নামক কিতাবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তিন প্রকার টুপির কথা উল্লেখ আছে। তাঁর এ বর্ণনাটি সহীহ কি না?

উত্তর : টুপি সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার দ্বারা বোঝা যায় যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও তাবেঈন (রা.) থেকে বিভিন্ন ধরনের টুপি ব্যবহার প্রমাণিত রয়েছে, যা নিম্নরূপ :

১) সাদা গোলাকার, যা সম্পূর্ণ মাথার সাথে লেগে থাকে।
২) কারুকার্যখচিত টুপি।
৩) ভেতরে তুলাজাতীয় কিছু আর ঘন ঘন সেলাইবিশিষ্ট টুপি।
৪) কান টুপি।
৫) জুব্বা বা আলখেল্লার সাথে মিলিয়ে সেলাই করা টুপি।
৬) দোপাট্টাবিশিষ্ট লম্বা টুপি। (১৮/১৩৪/৭৪৯৬)

📖 أخلاق النبي وآدابه (دار المسلم) ٢/ ٢١١ (٣١٥) : عن ابن عباس، قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قلانس: قلنسوة بيضاء مضربة، وقلنسوة برد حبرة، وقلنسوة ذات آذان، يلبسها في السفر، وربما وضعها بين يديه إذا صلى.

📖 المغني عن حمل الأسفار بهامش الإحياء (دار ابن حزم) ص ٨٦١ : ولأبي الشيخ من حديث ابن عباس: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قلانس. قلنسوة بيضاء مضربة وقلنسوة برد حبرة وقلنسوة ذات آذان يلبسها في السفر فربما وضعها بين يديه إذا صلى وإسنادهما ضعيف -

📖 تاريخ ابن عساكر (دار الفكر) ٤/ ١٩٣ : عائشة قالت كان لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) قلنسوة بيضاء لاطئة -

📖 المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية) ٣/ ١٩ (٢٥٢٠) : عن عزة بنت عياض، قالت: سمعت أبا قرصافة قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم برنسا وقال: «البسه» -

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٤/ ١١٦ : والقلسنوة: غشاء مبطن تلبس على الرأس. قاله القزاز في (شرح الفصيح) وعن ابن خالويه: العرب تسمي القلنسوة برنسا. وفي (التلخيص) لأبي هلال

Scanned by CamScanner

العسكري: البرنس: القلنسوة الواسعة التي تغطى بها العمائم تستر من الشمس والمطر. وفي (المحكم) : هي من ملابس الرؤوس معروف. وقال ابن هشام في (شرحه) : هي التي تقول لها العامة الشاشية، وذكر ثعلب في (فصيحه) لغة أخرى وهي القليسية، بضم القاف وفتح اللام وسكون الياء وكسر السين وفتح الياء وفي آخره هاء، وفي (المحكم) : وعندي أن قليسية ليست بلغة، وإنما هي مصغرة، وفي (شرح الغريب) لابن سيده وهي قلنساة وقلساة، وجمعها: قلانس وقلاسي وقلنس وقلونس ثم يجمع على: قلنس، وفيه قلب حيث جعل الواو قبل النون، وعن يونس: أهل الحجاز يقولون: قلنسية، وتميم يقولون: قلنسوة. وفي (شرح المرزوقي) : قلنست الشيء إذا غطيته.

📖 النهاية (المكتبة العلمية) ١/ ١٢٢ : في حديث عمر «سقط البرنس عن رأسي» هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره. وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، وهو من البرس- بكسر الباء- القطن، والنون زائدة. وقيل إنه غير عربي.

📖 فيض القدير (مكتبة نزار) ٩/ ٤٩٤٢ ٤٩٤٣- : (كان يلبس القلانس) جمع قلنسوة (تحت العمائم وبغير العمائم) الظاهر أنه كان يفعل ذلك في بيته وأما إذا خرج للناس فيظهر أنه كان لا يخرج إلا بالعمامة (ويلبس العمائم بغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضربة ويلبس القلانس ذوات الآذان) إذا كان (في الحرب) أي حال كونه في الحرب (وكان ربما نزع قلنسوة) أي أخرها من رأسه يعني أخرج رأسه منها (فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي) الظاهر أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به أو بيانا للجواز. قال بعض الشافعية: فيه وما قبله لبس القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة والمضرية وغيرها تحت العمامة وبلا عمامة كل ذلك ورد. قال بعض الحفاظ: ويسن تحنيك العمامة وهو تحذيق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة والأرجح عند الشافعية عدم ندبه قال ابن العربي: القلنسوة من لباس الأنبياء والصالحين والسالكين تصون الرأس

Scanned by CamScanner

وتمكن العمامة وهي من السنة وحكمها أن تكون لاطئة لا مقبية إلا أن يفتقر الرجل إلى أن يحفظ رأسه عما يخرج منه من الأبخرة فيقيها ويثقب فيها فيكون ذلك تطيبا -

📖 حاشية مصنف ابن أبى شيبة ١٢/ ٥١٠ : قلنسوة مضربة أى قلنسوة ذات طاقين جعلا على بعضهما وخيطا كذلك وهى ما تزال مشهورة متداولة-

তালের টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়া

প্রশ্ন : তালের টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়লে সুন্নাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : যে জিনিস দ্বারা মাথা ঢাকা হয় তাকে অভিধানে টুপি বলা হয়। আর মাথা ঢাকা অবস্থায় নামায আদায় করলে নামাযের সুন্নাত আদায় হবে যদি ওই ধরনের পোশাকে সম্মানজনক মাহফিলে যেতে লজ্জাবোধ না হয়। অন্যথায় নামায মাকরূহ হবে। (১/৩১০)

📖 جمع الوسائل (المطبعة الشرفية) ١/ ١٦٦ : القلانس جمع قلنسوة، وهي غشاء مبطن يستتر به الرأس، قاله الفراء، وقال غيره هي التي تسميها العامة الشاشية والعرقية -

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ١٤٧ : جمع قلنسوة، وهي الطاقية وغيرها مما يلف العمامة عليها أي نحن نتعمم على القلانس، وهم يكتفون بالعمائم ذكره الطيبي وغيره من الشراح.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۴۳۷ : جو لباس پہن کر انسان کسی مجلس میں جانے سے شرماتا ہو، ایسے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے اور اس پر دوام مکروہ تحریمی کے قریب ہے۔

খানা খাওয়ার সময় টুপি পরিধান করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কিছু আলেম বলেন যে খানা খাওয়ার সময় টুপি রাখা সুন্নাত। অনেক আলেম এর বিরোধিতাও করেন। কোনটি সঠিক?

Scanned by CamScanner

উত্তর : সর্বদা মাথায় টুপি রাখা সুন্নাত। খানা খাওয়া ওই সময়ের অংশ বিধায় ওই সময়ও সুন্নাত হবে। তবে তা খানা খাওয়ার সুন্নাত নয়, বরং পোশাকের সুন্নাত। (১৮/৮১৭/৭৮৮৪)

📖 الإصابة في تمييز الصحابة ٥/ ٢٧٧ : عن رجل من الصحابة، قال: أكلت مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم، ورأيت عليه قلنسوة بيضاء في وسط رأسه -

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٦ /٣٦٥ : ولا بأس بالاكل متكئا ومكشوف الرأس فى المختار -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۱۸۲ : الجواب-ٹوپی یا عمامہ اور جوتا پہننا سنت ہے اور خلاف سنت وضع قطع کے برا اور قبیح ہونے میں کوئی شک نہیں حضور ﷺ نے دونوں چیزوں کے استعمال پر مواظبت فرمائی ہے، نیز ننگے سر رہنا آج کل فساق اور فجار کا شعار ہے اس لئے اس میں زیادہ قباحت ہے نیز لباس اللہ تعالی کی نعمت ہے جو زینت بھی ہے اور گرمی سردی وغیرہ تکالیف سے حفاظت بھی اور نعمت کا ترک کفران نعمت ہے۔

পাগড়ি ছাড়া টুপি পরা বৈধ

প্রশ্ন : 'হাদীসের আলোকে পোশাক' লেখক : মামুনুর রশীদ, ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ। তিনি টুপির প্রমাণ দিতে গিয়ে ২৫ নং হাদীসে বলেন, "হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমাদের আর মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো টুপির ওপর পাগড়ি পরা। কেননা তারা শুধু পাগড়ি পরিধান করে।"
তিনি মিরাক (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে 'হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) টুপি ছাড়া পাগড়ি পরিধান করেননি। তাই শুধু মাথায় পাগড়ি ছাড়া টুপি পরা খেলাফে সুন্নাত ও মুশরেকদের অভ্যাস।' এখন আমার জানার বিষয় হলো, আমাদের দেশের বড় বড় আলেমসহ আমরা সাধারণ মানুষ শুধু টুপি মাথায় দিই, যদি খেলাফে সুন্নাত হয় তাহলে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : অসংখ্য হাদীস শরীফের ভাষ্য অনুযায়ী, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিকাংশ সময় টুপির ওপর পাগড়ি পরিধান করতেন, আবার কখনো কখনো পাগড়িবিহীন শুধু টুপি পরিধান করতেন। আর অনেক সাহাবায়ে কেরাম পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরিধান করতেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাবেঈন থেকে শুরু করে যুগে যুগে অসংখ্য হক্কানি উলামা-মাশায়েখ তথা মুসলিম জাতি পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরিধান করে আসছেন। তাই কোনো আলেমের এ কথা বলা যে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাগড়ি ছাড়া শুধু টুপি পরিধান করেননি এবং পাগড়িবিহীন টুপি

Scanned by CamScanner

পরা সুন্নাত পরিপন্থী ও মুশরেকদের অভ্যাস শরীয়তের দলিল-প্রমাণের সাথে চরমভাবে সাংঘর্ষিক। (১০/৫২৪)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٣٤ (١٧٨٤) : عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة، عن أبيه، أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركانة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس» -

📖 شرح الطيبى ٨/ ٢١٦ : قوله: ((فرق ما بيننا)) أي الفارق بيننا أنا نتعمم على القلانس، وهم يكتفون بالعمائم.

📖 المفاتيح في شرح المصابيح (دار النوادر) ٥/ ١٦ : قوله: "فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس"؛ يعني: كان المشركون يعممون على رؤوسهم من غير أن يكون تحت العمامة قلنسوة، ونحن نعمم على القلنسوة.

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ١٤٧ : جمع قلنسوة، وهي الطاقية وغيرها مما يلف العمامة عليها أي نحن نتعمم على القلانس، وهم يكتفون بالعمائم ذكره الطيبي وغيره من الشراح، وتبعهما ابن الملك وسيأتي ما ينافيه.

📖 سنن أبى داود (دار الحديث) ١/ ٤١٤ (٩٤٨) : عن هلال بن يساف، قال: قدمت الرقة، فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: غنيمة، فدفعنا إلى وابصة، قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دله، فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين، وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته، فقلنا بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه» -

📖 تاريخ ابن عساكر (دار الفكر) ٤/ ١٩٣ : عائشة قالت كان لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) قلنسوة بيضاء لاطئة -

📖 المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية) ٣/ ١٩ (٢٥٢٠) : عن عزة بنت عياض، قالت: سمعت أبا قرصافة قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم برنسا وقال: «البسه» -

Scanned by CamScanner

📖 زاد المعاد (مؤسسة الرسالة) ١/ ١٣٠ : كانت له عمامة تسمى: السحاب كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة. وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة.

📖 المدخل لابن الحاج ١/ ١٥٣ : أنه لم يرد عنه - عليه الصلاة والسلام -. أنه كان له لباس خاص لا يلبس إلا إياه بل كان - عليه الصلاة والسلام - يلبس ما تيسر من غير أن يتكلف فكان يخرج بالقلنسوة والعمامة والرداء وربما خرج بالقلنسوة والعمامة دون الرداء وربما خرج بالقلنسوة دون العمامة والرداء وربما خرج عريا من الجميع على ما نقله الإمام الطبري - رحمه الله - في كتابه.

📖 فيض القدير (مكتبة نزار) ٩/ ٤٩٤٢ ٤٩٤٣- : (كان يلبس القلانس) جمع قلنسوة (تحت العمائم وبغير العمائم) الظاهر أنه كان يفعل ذلك في بيته وأما إذا خرج للناس فيظهر أنه كان لا يخرج إلا بالعمامة (ويلبس العمائم بغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضربة ويلبس القلانس ذوات الآذان) إذا كان (في الحرب) أي حال كونه في الحرب (وكان ربما نزع قلنسوة) أي أخرها من رأسه يعني أخرج رأسه منها (فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي) الظاهر أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به أو بيانا للجواز. قال بعض الشافعية: فيه وما قبله لبس القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة والمضرية وغيرها تحت العمامة وبلا عمامة كل ذلك ورد.

📖 تنظیم الاشتات ۳/ ۱۳۰ :حدیث رکانہ:اس قول کے دو مراد ہو سکتا ہے یعنی ہم مسلمان ٹوپی پر دستار باندھتا ہے اور مشرکین عمامہ کے بغیر تنہا ٹوپی پہنتے ہیں یا مراد یہ کہ ہم مسلمان ٹوپی پر عمامہ باندھتے ہیں اور مشرکین ٹوپی کے بغیر عمامہ باندھتے ہیں، معنی ثانی راجح ہے کیونکہ مشرکین کے عمامہ باندھنا تو معلوم ہو، لیکن تنہا ٹوپی پہننا غیر واقع ہے۔

শরীয়তসম্মত টুপি

প্রশ্ন : আমাদের দেশের আলেম-উলামাদের বিভিন্ন রকমের টুপি মাথায় দিতে দেখা যায়। শরীয়তসম্মত টুপি কোনটি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যদি মাথার সাথে লেগে থাকে, ওপরের দিকে বেশি উঁচু না হয় এবং মাথার অধিকাংশ অংশকে ঢেকে রাখে, তাহলে এ ধরনের টুপি শরীয়তসম্মত ও উত্তম। তবে বুজুর্গানে দ্বীন আল্লাহওয়ালাদের টুপি অনুসরণীয়। (১৭/৩১৯)

📖 أخلاق النبي وآدابه (دار المسلم) ٢/ ٢١١ (٣١٥) : عن ابن عباس، قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث قلانس: قلنسوة بيضاء مضربة، وقلنسوة برد حبرة، وقلنسوة ذات آذان، يلبسها في السفر، وربما وضعها بين يديه إذا صلى.

📖 تاريخ ابن عساكر (دار الفكر) ٤/ ١٩٣ : عائشة قالت كان لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) قلنسوة بيضاء لاطئة -

📖 المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية) ٣/ ١٩ (٢٥٢٠) : عن عزة بنت عياض، قالت: سمعت أبا قرصافة قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم برنسا وقال: «البسه» -

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٤/ ١١٦ : والقلسنوة: غشاء مبطن تلبس على الرأس. قاله القزاز في (شرح الفصيح) وعن ابن خالويه: العرب تسمي القلنسوة برنسا. وفي (التلخيص) لأبي هلال العسكري: البرنس: القلنسوة الواسعة التي تغطى بها العمائم، تستر من الشمس والمطر. وفي (المحكم) : هي من ملابس الرؤوس معروف. وقال ابن هشام في (شرحه) : هي التي تقول لها العامة الشاشية، وذكر ثعلب في (فصيحه) لغة أخرى وهي: القليسية، بضم القاف وفتح اللام وسكون الياء وكسر السين وفتح الياء وفي آخره هاء، وفي (المحكم) : وعندي أن قليسية ليست بلغة، وإنما هي مصغرة، وفي (شرح الغريب) لابن سيده: وهي قلنساة وقلساة، وجمعها: قلانس وقلاسي وقلنس وقلونس، ثم يجمع على: قلنس، وفيه قلب حيث جعل الواو قبل النون، وعن يونس: أهل الحجاز يقولون: قلنسية، وتميم يقولون: قلنسوة. وفي (شرح المرزوقي) : قلنست الشيء إذا غطيته.

📖 النهاية (المكتبة العلمية) ١/ ١٢٢ : في حديث عمر «سقط البرنس عن رأسي» هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دراعة أو جبة أو

Scanned by CamScanner

ممطر أو غيره. وقال الجوهري: هو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام.

📖 فيض القدير (مكتبة نزار) ٩/ ٤٩٤٢ ٤٩٤٣- : (كان يلبس القلانس) جمع قلنسوة (تحت العمائم وبغير العمائم) الظاهر أنه كان يفعل ذلك في بيته وأما إذا خرج للناس فيظهر أنه كان لا يخرج إلا بالعمامة (ويلبس العمائم بغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضربة ويلبس القلانس ذوات الآذان) إذا كان (في الحرب) أي حال كونه في الحرب (وكان ربما نزع قلنسوة) أي أخرها من رأسه يعني أخرج رأسه منها (فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي) الظاهر أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به أو بيانا للجواز. قال بعض الشافعية: فيه وما قبله لبس القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة والمضرية وغيرها تحت العمامة وبلا عمامة كل ذلك ورد. قال بعض الحفاظ: ويسن تحنيك العمامة وهو تحذيق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة والأرجح عند الشافعية عدم ندبه قال ابن العربي: القلنسوة من لباس الأنبياء والصالحين والسالكين تصون الرأس وتمكن العمامة وهي من السنة وحكمها أن تكون لاطئة لا مقببة إلا أن يفتقر الرجل إلى أن يحفظ رأسه عما يخرج منه من الأبخرة فيقيها ويثقب فيها فيكون ذلك تطيبا ـ

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ١٤١ : كان كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا جمع كمة بالضم كقباب وقبة، وهي القلنسوة المدورة سميت بها لأنها تغطي الرأس (بطحا) : بضم الوحدة فسكون المهملة جمع بطحاء أي كانت مبسوطة على رءوسهم لازقة غير مرتفعة عنها.. كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم، ويلبس العمائم بغير قلانس، وكان يلبس القلانس اليمانية، وهن البيض المضرية، ويلبس ذوات الآذان في الحرب، وكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي،

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۳۰۲ :الجواب- ٹوپی عموماً گول سر مبارک پر چپکی ہوئی ہوتی تھی بعض صحابہ کرامؓ سے طویل بھی منقول ہے اکابر صلحاء کا لباس قابل اتباع ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 فيه ايضا٥/ ١١٨ : الجواب- گول ٹوپی سر سے ملی ہوئی جو کہ اونچی نہ ہو حدیث شریف سے ثابت ہے مگر یہ چیز سنن عادیہ میں سے ہے سنن ہدی میں سے نہیں پس جو شخص اتباع کریگا وہ ماجور ہوگا لیکن اس پر کسی کو اصرار کا حق نہیں کہ تارک پر ملامت کیجائے۔

কপাল ঢেকে টুপি পরা

প্রশ্ন : কপাল ঢেকে টুপি পরা বিদ'আত কি না? একজন আলেমের নিকট শুনেছি, এটা নাকি বিদ'আত। যদি তা-ই হয় তবে কতটুকু পরিমাণ ঢাকা বিদ'আত?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত হলো টুপি শুধুমাত্র মাথায় পরিধান করা এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা ও তা প্রমাণিত। তাই উম্মতের জন্য আদর্শ হলো টুপি শুধুমাত্র মাথায় পরিধান করা। কিন্তু কেউ যদি টুপি মাথায় পরিধান না করে কপাল ঢেকে পরিধান করে তাহলে তা সুন্নাত তরীকার পরিপন্থী বলে বিবেচিত হবে। (১১/৯০৬)

📖 مصنف ابن أبي شيبة (إدارة القرآن) ٥/ ١٧٠ (٢٤٨٥٩) : عن أشعث، عن أبيه: «أن أبا موسى خرج من الخلاء، وعليه قلنسوة، فمسح عليها» -

📖 فيض القدير (مكتبة نزار) ٩/ ٤٩٤٣ : قال ابن العربي: القلنسوة من لباس الأنبياء والصالحين والسالكين تصون الرأس وتمكن العمامة وهي من السنة وحكمها أن تكون لاطئة لا مقبية إلا أن يفتقر الرجل إلى أن يحفظ رأسه عما يخرج منه من الأبخرة فيقيها ويثقب فيها فيكون ذلك تطيبا -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٢٠٨ : القلنسوة هى التى يدخل فيها الرأس-

কিস্তি টুপির ব্যবহারকে হারাম বলা

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব কিস্তি টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়া হারাম এবং এ কথাও বলেছেন যে কিস্তি টুপি ব্যবহার করার চেয়ে খালি মাথায় নামায পড়া উত্তম, তার কথাটি কতটুকু সঠিক?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কিস্তি টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়াতে কোনো দোষ নেই। কারণ সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম গোল টুপির ন্যায় লম্বা টুপিও ব্যবহার করতেন বলে বর্ণনায় পাওয়া যায়। হাদীসে উল্লিখিত 'বুরনুস' শব্দটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন যে বুরনুস দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এক. লম্বা টুপি, দুই. টুপি সংযুক্ত জুব্বা। শেষোক্ত লেবাসটি খ্রিস্টান-পাদ্রিগণও পরিধান করত বলে কোনো কোনো ফিকাহবিদ একে মাকরূহ বললেও প্রথমোক্ত বুরনুস লম্বা টুপি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। যেসব কিতাবে বুরনুসকে মাকরূহ বলা হয়েছে তা হচ্ছে রেশমমিশ্রিত বুরনুস। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম ও উলামায়ে কেরাম কিস্তি টুপি তথা লম্বা টুপি ব্যবহার করেছেন বলে বর্ণনায় পাওয়া যায়। তাই একাধিক অর্থবিশিষ্ট বুরনুস শব্দটি থেকে শুধুমাত্র একটি অর্থ নিয়ে লম্বা টুপি পরিধান করাকে হারাম বলা যাবে না। (৬/৩২৫)

📖 صحيح البخارى (مكتبة الاتحاد) ٢/ ٨٦٣ : وقال لي مسدد: حدثنا معتمر، سمعت أبي قال: «رأيت على أنس، برنسا أصفر من خز»

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٢١/ ٣٠٦ : قوله: برنسا ذكر عبد الله بن أبي بكر: ما كان أحد من القراء إلا له برنس يغدو فيه وخميصة يروح فيها، وسئل مالك عن لبسها: أتكرهها؟ فإنه يشبه لباس النصارى، قال: لا بأس بها، وقد كانوا يلبسونها هنا.

📖 فتح البارى (دار المعرفة) ١٠ / ٢٧٢ : وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان وقد سئل مالك عنه فقال لا بأس به قيل فإنه من لبوس النصارى قال كان يلبس هٰهنا وقال عبد الله بن أبي بكر ما كان أحد من القراء إلا له برنس وأخرج الطبراني من حديث أبي قرصافة قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم برنسا فقال البسه وفي سنده من لا يعرف ولعل من كرهه أخذ بعموم حديث علي رفعه إياكم ولبوس الرهبان فإنه من تزيا بهم أو تشبه فليس مني أخرجه الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به-

📖 فيض البارى (دار الكتب العلمية) ٦/ ٧٨ : قوله: (برنسا أخضر من خز) والخز غير الحرير، وهو وبر حيوان يجلب من بلاد الروس، وإنما يكون ممنوعا إذا خالطه الحرير، وهو المراد عند الفقهاء أما القز فهو الأبريسم.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۳۶۹ : دوپلیاٹوپی بھی ہمارے دیار میں صلحاء کالباس ہے بعض اکابر گول پہنتے ہیں بعض دوپلیا، کسی پر نکیر نہیں۔

কালো টুপি পরার হুকুম

প্রশ্ন : একজন আলেম বললেন, কালো টুপি পরা ঠিক নয়। কালো জিনিসকে আমরা ঘৃণা করি। জানার বিষয় হলো, কালো টুপি পরা ঠিক কি না?

উত্তর : পোশাকের মধ্যে যে রং ব্যবহার করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ ওই রং ছাড়া অন্য যেকোনো রঙের পোশাক ব্যবহার করতে পারবে, টুপিও পোশাকের একটি অংশ। তাই নিষিদ্ধ রং ছাড়া যেকোনো রঙের টুপি ব্যবহার করা যাবে। যদি কোনো সময় কোনো রঙের পোশাক বাতিলপন্থীদের পরিচয় বহন করে, কেবল তখনই ওই রঙের পোশাক অনুচিত হবে, তবে সব সময়ের জন্য সাধারণভাবে সাদা পোশাক ও মাথায় লেগে থাকা সাদা টুপি উত্তম এবং এটা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত। (১৬/৯৭৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٥٨ : وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال) مفاده أنه لا يكره للنساء (ولا بأس بسائر الألوان) -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤ / ١٧٣٠ (٤٠٣١) : عن ابن عمرؓ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم».

📖 تفسير ابن كثير (دار الكتب العلمية) ١ / ٢٥٦ : نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وفعالهم.

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٦٧٠ (٣٨٧٨) : عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم -

কোন ধরণের টুপি দ্বারা সুন্নত আদায় হবে

প্রশ্ন : মাজার পূজারীরা যে সমস্ত টুপি পরে তার মধ্য হতে কোনো টুপি খুবই শক্ত, আর কিছু টুপি হয় গোলাকার, আবার কোনটা কারুকার্যখচিত ইত্যাদি। এ ধরনের টুপি দ্বারা কি টুপির সুন্নাত আদায় হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : টুপি পরিধান করা সুন্নাত এবং মাথা ঢাকে–এ ধরনের যেকোনো টুপি দ্বারা সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। সুতরাং যারা সুন্নাত হিসেবে টুপি পরিধান করে তাদের টুপিকে উপহাস করা মারাত্মক গোনাহ এবং পরিধানকারীকে তিরস্কার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সম্ভব হলে মার্জিত ভাষায় তাদের গোলাকার তথা সালেহীনদের ন্যায় টুপি পরিধান করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। (১৩/৬২৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٣٣ : عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا بأس بلبس قلنسوة الثعالب، كذا في المبسوط. وكان على أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - سنجاب وعلى الضحاك قلنسوة سمور، كذا في الغياثية.

📖 تالیفات رشیدیہ (ادارۂ اسلامیات) ۴۸۰ : ٹوپی ترکی اصل شعار نیچریوں کا ہے، مگر جب دوسرے لوگوں میں بھی شائع ہو جاوے تو مضائقہ نہیں ہے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۳۳۶ : سوال-اس دیار بنگالہ میں بید سے تار نکال کر ٹوپیاں بناتے ہیں یہ ٹوپی استعمال کرنا جائز ہے یا نہ؟
الجواب-جائز ہے لعدم مایدل علی الحرمۃ۔

কাজের সময় টুপি ও সুন্নাতি পোশাকের মানদণ্ড

প্রশ্ন : সুন্নাতি পোশাকের মানদণ্ড ও গুরুত্ব কতটুকু? জমিতে কাজ করতে গেলেও কি টুপি পরে থাকতে হবে, নাকি সেখানে টুপি খুলে যাওয়া শ্রেয়?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন যে অবস্থায় যে ধরনের পোশাক পরিধান করেছেন তা-ই সুন্নাত। এটাই সুন্নাতি পোশাকের মানদণ্ড এবং সর্বদা টুপি ব্যবহার করা সুন্নাত। এমনকি কোনো ওজর না থাকলে ক্ষেতে কাজ করার সময়ও টুপি ব্যবহার করা সুন্নাত। (১৮/৮৫৬/৭৮৮৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ١٠٣ : وسنة الزوائد، وتركها لا يوجب ذلك كسير النبي - عليه الصلاة والسلام - في لباسه وقيامه وقعوده.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۳ / ۲۲۴ : بلا عذر شرعی اور بلاوجہ شرعی کھلے سر پھیرنے کی عادت ظاہر ہے کہ ناپسندیدہ ہے خلاف ادب ہے اور فساق کا شعار ہے شرعا مکروہ ہے اس سے احتراز ضروری ہے،... ... علامہ جوزیؒ نے فرماتے ہیں... ...
عاقل شخص پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے سر کھلا رکھنا مکروہ ہے جس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے شرافت اور مروت وادب اور شریفانہ تہذیب کے خلاف ہے شریعت میں صرف احرام حج میں سر کھلا رکھنے کا حکم ہے جس کا مقصود تعبد ہے یعنی اللہ تعالی کے سامنے اپنی نیاز مندی اور بندگی کا اظہار یہ تعبد کسی اور کے لئے جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔

প্যান্ট-শার্ট পরার বিধান

প্রশ্ন : প্যান্ট-শার্ট পরার শরয়ী বিধান কী? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : শার্ট-প্যান্ট পরা জায়েয। তবে শরীরের সাথে এঁটে থাকে–এমন প্যান্ট পরা ও তা পরিধান করে নামায পড়া মাকরূহ। (১৮/১৯৭/৭৫৩৩)

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٤١٠ : (وعادم ساتر) لا يصف ما تحته، ولا يضر التصاقه وتشكله -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤١٠ : (قوله لا يصف ما تحته) بأن لا يرى منه لون البشرة احترازا عن الرقيق ونحو الزجاج (قوله ولا يضر التصاقه) أي بالألية مثلا، وقوله وتشكله من عطف المسبب على السبب. وعبارة شرح المنية: أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر. اهـ قال ط: وانظر هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقا أو حيث وجدت الشهوة؟ . اهـ قلت: سنتكلم على ذلك في كتاب الحظر، والذي يظهر من كلامهم هناك هو الأول-

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٦٢٤ : فإن التشبه بهم لا يكره في كل شيء، بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه، كما في البحر.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷/ ۳۰۰ : جس علاقہ میں یہ کفار وفساق کا شعار ہو وہاں اس سے پرہیز کیا جائے اور جہاں شعار نہ ہو سبھی استعمال کرتے ہوں وہاں کا یہ حکم نہیں۔

Scanned by CamScanner

📖 فیہ ایضا ۱۵/ ۳۵۲ : قمیص اور علی گڈھ پائجامہ ناجائز نہیں ہے اس کو پہن کر اطاعت کرنے سے مستحق جنت ہو سکتا ہے پتلون بھی اب اہل کتاب کا مخصوص شعار نہیں رہا۔

📖 وفیہ ایضا ۱۷/ ۳۴۹ : سوال-کوٹ و پتلون یا صرف پتلون پہن کر جبکہ ٹخنہ سے اونچا ہو، اور رکوع و سجود میں زحمت نہ ہوتی ہو،... ... نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تو نہیں ہوتی ہے جس طرح کہ کہنی کھلی ہونے سے نماز مکروہ ہوتی ہے؟

الجواب-کراہت ہوگی۔

প্যান্ট-শার্ট পরা কি বৈধ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক আলেম বলেছেন যে প্যান্ট-শার্ট পরা জায়েয নেই। কেননা তা ইহুদি-নাসারাদের পোশাক। কথাটি ঠিক কি না?

উত্তর : প্যান্ট-শার্ট বর্তমান যুগে ইহুদি-নাসারাদের পোশাক হিসেবে পরিগণিত নয় বরং তার ব্যাপকতা এবং প্রচলন এত বেশি হয়েছে যে তা কোনো জাতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য নয়। তাই এই পোশাক মুসলমানদের জন্য অশোভনীয় হলেও বর্তমান তা নাজায়েয বলা যাবে না। তবে সুন্নাতি লেবাসের সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বিধায় অনুত্তম বলা হবে। প্যান্টের ক্ষেত্রে মোটা কাপড়ের ঢিলেঢালা ও টাখনুর ওপর অবশ্যই হতে হবে। (১৩/৬২৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٣٣ : لبس السراويل سنة، وهو من أستر الثياب للرجال والنساء، كذا في الغرائب.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤١٠ : (قوله ولا يضر التصاقه) أي بالألية مثلا، وقوله وتشكله من عطف المسبب على السبب. وعبارة شرح المنية: أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر.

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٦٢٤ : فإن التشبه بهم لا يكره في كل شيء، بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه، كما في البحر.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۳۵۲ : الجواب- جو لباس کفار یا فساق کا شعار ہو اس کا استعمال کرنا منع ہے قمیص اور علی گڈھ یا پائجامہ ناجائز نہیں ہے اس کو پہن کر اطاعت کرنے سے مستحق جنت ہو سکتا ہے، پتلون بھی اب اہل کتاب کا مخصوص شعار نہیں رہا۔

Scanned by CamScanner

প্যান্ট-শার্ট ও টাই পরা

প্রশ্ন : শার্ট, প্যান্ট ও টাই পরা সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী?

উত্তর : পোশাকের মধ্যে দুটি জিনিস গুরুত্বপূর্ণ : সতর আবৃত করে এমন পোশাক পরিধান করা এবং বিজাতিদের বৈশিষ্ট্য না হওয়া। তাই শার্ট, প্যান্ট ইত্যাদি পোশাক হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয, তবে সুন্নাত পরিপন্থী। (৪/১২৩/৬০৬)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤ / ١٧٣٠ (٤٠٣١) : عن ابن عمرؓ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم».

📖 تفسير ابن كثير (دار الكتب العلمية) ١ / ٢٥٦ : نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وفعالهم.

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٦٢٤ : فإن التشبه بهم لا يكره في كل شيء، بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه، كما في البحر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣٥١/٦ : اعلم أن الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد والأولى كونه من القطن أو الكتان أو الصوف على وفاق السنة بأن يكون ذيله لنصف ساقه وكمه لرءوس أصابعه وفمه قدر شبر كما في النتف بين النفيس والخسيس إذ خير الأمور أوساطها، وللنهي عن الشهرتين وهو ما كان في نهاية النفاسة أو الخساسة -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۱۵۹ : کوٹ پتلون ابھی تک عام قومی لباس نہیں ہوا بلکہ عیسائیوں اور ان کے نقل اتارنے والوں کا لباس ہے اس لئے ابھی تک اس میں تشبہ کی کراہت باقی ہے۔

টাই পরার বিধান

প্রশ্ন : টাই পরা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর : যদি কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়া শুধু খ্রিস্টানদের নিদর্শন হিসেবে পরা হয়, তাহলে হারাম। আর যদি নিদর্শন হিসেবে নয়, বরং অপারগ হয়ে পরে, তাহলে হারাম নয়, বরং মাকরূহ। (১৯/৬০৬/৮৩৭৪)

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤ / ١٧٣٠ (٤٠٣١) : عن ابن عمرؓ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم».

📖 تفسير ابن كثير (دار الكتب العلمية) ١ / ٢٥٦ : نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وفعالهم.

📖 بذل المجهود (دار الكتب العلمية) ٣٥٦/١٦ : عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم» قال القارى : اى من تشبه نفسه بالكفار. مثلا فى اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف الصلحاء الأبرار «فهو منهم» أى فى الإثم أو الخير عند الله تعالى.

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٦٢٤ : فإن التشبه بهم لا يكره في كل شيء، بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه، كما في البحر.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴۰۷/۱۲ : سوال- کسی ملازمت میں ترقی کا انحصار ٹائی باندھنے پر ہو تو ایسی صورت میں ٹائی باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ کسی کالج یا اسکول کی پوشاک میں ٹائی کے باندھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟

الجواب- ٹائی ایک وقت میں نصاری کا شعار تھا اس وقت اس کا حکم بھی سخت تھا، اب غیر نصاری بھی بکثرت استعمال کرتے ہیں بہت سے صوم وصلوۃ کے پابند مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، اب اس کے حکم میں تخفیف ہے اس کو شرک یا حرام نہیں کہا جائیگا، کراہت سے اب بھی خالی نہیں، کہیں کراہیت شدید ہو گی کہیں ہلکی، جہاں اس کا استعمال عام ہو جائے وہاں اس کے منع پر زور نہیں دیا جائے گا۔

বাধ্য হয়ে টাই পরা ও বাধ্য করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কিছু সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে ছাত্রদের প্রাতিষ্ঠানিক আইন হিসেবে টাই পরতে বাধ্য করে। তাই জানার বিষয় হলো, টাই পরা ও প্রতিষ্ঠানের এমন আইন করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : খ্রিস্টানরা টাই তাদের ধর্মীয় স্মৃতি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে বলে মুসলমানদের মধ্যে এ কথাটি বহুল প্রচলিত। যদি এ কথাটি সত্য হয় তাহলে যেকোনো

Scanned by CamScanner

মুসলমানদের টাই ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। যে প্রতিষ্ঠানে টাই ব্যবহার বাধ্যতামূলক সেই প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়ে এমন প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করবে, যেখানে নেকটাই ব্যবহার বাধ্যতামূলক নয়। যদি সব প্রতিষ্ঠানে এই টাই বাধ্যতামূলক হয়, তখন তার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করবে, সে ক্ষেত্রে ছাত্ররা টাই ব্যবহার করলে ছাত্রদের কোনো গোনাহ হবে না। (১৭/৬৩৭)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤ / ١٧٣٠ (٤٠٣١) : عن ابن عمرؓ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم».

📖 تفسير ابن كثير (دار الكتب العلمية) ١ / ٢٥٦ : نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وفعالهم.

📖 بذل المجهود (دار الكتب العلمية) ٣٥٦/١٦ : عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم» قال القاری : ای من تشبه نفسه بالكفار. مثلا فی اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف الصلحاء الأبرار «فهو منهم» أی فی الإثم أو الخير عند الله تعالى.

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٦٢٤ : فإن التشبه بهم لا يكره في كل شيء، بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه، كما في البحر.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/۴۰۷ : سوال- کسی ملازمت میں ترقی کا انحصار ٹائی باندھنے پر ہو تو ایسی صورت میں ٹائی باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ کسی کالج یا اسکول کی پوشاک میں ٹائی کے باندھنے کی اجازت ہے یا نہیں؟

الجواب- ٹائی ایک وقت میں نصاری کا شعار تھا اس وقت اس کا حکم بھی سخت تھا، اب غیر نصاری بھی بکثرت استعمال کرتے ہیں بہت سے صوم وصلوۃ کے پابند مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، اب اس کے حکم میں تخفیف ہے اس کو شرک یا حرام نہیں کہا جائیگا، کراہت سے اب بھی خالی نہیں، کہیں کراہیت شدید ہوگی کہیں ہلکی، جہاں اس کا استعمال عام ہو جائے وہاں اس کے منع پر زور نہیں دیا جائے گا۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۸/ ۲۵۹ : ہمارے قریبی اسکول میں بچوں کے یونیفارم میں ٹائی بھی شامل ہے جبکہ ہمارے دانست میں ٹائی لگانا ممنوع ہے جب اسکول کی سربراہ سے اس سلسلے میں بات کی گئی تو انہوں حوالہ مہیا کرنے پر اپنے اسکول میں ٹائی اتار دینے کا وعدہ کیا ہے آپ سے یہی دریافت کرتا ہے کہ ٹائی جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز ہے تو کن وجوہات کی بناء پر؟

Scanned by CamScanner

جواب- ٹائی دراصل عیسائیوں کا مذہبی شعار ہے جو انہوں نے حضرت عیسیٰؑ کی صلیب کے نشان کے طور پر اختیار کیا تھا اس لئے ایک مسلمان کیلئے ٹائی باندھنا عیسائیوں کی تقلید کی وجہ سے حرام ہے، اور اسکول کے بچوں کیلئے اس کو لازم قرار دینا نہایت ظلم ہے بچے تو معصوم ہے مگر اس کا گناہ اسکول کے ذمہ داروں پر پڑے گا۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/۴۰۷ : الجواب- ٹائی ایک وقت میں نصاری کا شعار تھا اس وقت اس کا حکم بھی سخت تھا، اب غیر نصاری بھی بکثرت استعمال کرتے ہیں بہت سے صوم وصلوۃ کے پابند مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، اب اس کے حکم میں تخفیف ہے اس کو شرک یا حرام نہیں کہا جائیگا، کراہت سے اب بھی خالی نہیں، کہیں کراہیت شدید ہو گی کہیں ہلکی، جہاں اس کا استعمال عام ہو جائے وہاں اس کے منع پر زور نہیں دیا جائے گا۔

অবৈধ পোশাক বাচ্চাকে পরানো

প্রশ্ন : নাবালেগ সন্তানকে মা নিজ হাতে এমন জামা পরিয়ে দিল, যা বালেগ অবস্থায় পরা যায় না, অথবা সে নিজেই পরিধান করল, উভয়টার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না? বা ক্রেতার কোনো গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : সাত বছরের ঊর্ধ্বের বয়সের নাবালেগ সন্তান বালেগের মতো। নাবালেগ সন্তানকে এমন বস্তু খাওয়ানো ও ব্যবহার করানো নিষিদ্ধ, যা ব্যবহার বা খাওয়া বড় হওয়ার পর নিষিদ্ধ। কেনার দ্বারা গোনাহ হয় না, ব্যবহার করালে গোনাহ হয় (১০/৩০৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٤٠٧- ٤٠٨ : قال: فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع عدم العورة. وفي السراج: لا عورة للصغير جدا، ثم ما دام لم يشته فقبل ودبر ثم تغلظ إلى عشر سنين، ثم كبالغ.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۲۶۲ : الجواب- بہت چھوٹے بچے کی عورت غلیظہ اور خفیفہ دونوں کو دیکھنا جائز ہے، سات سال کی عمر تک صرف خفیفہ کا دیکھنا جائز ہے غلیظہ کا دیکھنا جائز نہیں، سات سال سے زیادہ عمر کا بچہ اس مسئلہ میں بالغ کے حکم میں ہے اس عمر کے بعد غلیظہ وخفیفہ دونوں کا دیکھنا ناجائز ہے۔

Scanned by CamScanner

কত বছর বয়স থেকে হাঁটুর নিচে জামা পরতে হবে

প্রশ্ন : কত বছর বয়স থেকে ছেলেদের হাঁটুর নিচে কাপড় পরা ফরয?

উত্তর : ছেলে যখন বালেগ হয় অথবা তার বয়স ১৫ বছর হয়ে যায় তখনই তার ওপর নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃত করা ফরয হয়ে যায়। এর চেয়ে কম বয়সের ওপর তা ফরয নয়। তবে ৬-৭ বছর বয়সের ছেলের অভিভাবকের ওপর কর্তব্য যেন তাকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত কাপড় পরিধান করার আদেশ দেন। যেমন নামাযের জন্য তাকে আদেশ করতে হয়। অভিভাবক তার নিজ হাতে সন্তানকে হাফ প্যান্ট পরিয়ে দেওয়া অন্যায় ও গোনাহ। তবে যে ছোট সন্তানরা এখনও লজ্জা-শরম বোঝে না, তাদের জন্য হাফ প্যান্ট ব্যবহার করা নিষেধ নয়। (১/১৭)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٨٨٢ (٤٤٠١) : عن ابن عباس، قال: مر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان، قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم»، قال: صدقت، قال: فخلى عنها -

📖 فيه أيضا ٤/ ١٧٢٣ (٤٠١٤) : عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، قال: كان جرهد هذا من أصحاب الصفة قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال: «أما علمت أن الفخذ عورة»

📖 وفيه أيضا ١/ ٢٤٣ (٤٩٥) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع» -

টাখনুর নিচে আবা-কাবা পরা

প্রশ্ন : যে সমস্ত আবা-কাবা টাখনুর নিচে চলে আসে, তা পরিধান করা শরীয়তসম্মত কি না? এবং এগুলো পরে নামায পড়লে নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : পায়ের টাখনু আবৃত হয়ে যায়, এমন যেকোনো ধরনের কাপড়, লুঙ্গি পায়জামা, স্যুট, আবা-কাবা, জামা ইত্যাদি পরিধান করা পুরুষের জন্য সর্বাবস্থায় নাজায়েয ও

Scanned by CamScanner

কবীরা গোনাহ। এ ধরনের নাজায়েয কাপড় পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া মাকরূহ। (৭/৫২৩)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٦٠ (٥٧٨٧) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» -

📖 سنن أبى داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٥٧ (٤٠٩٤) : عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة»

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ١١٨٢ (٣٥٧٢) : عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي - أو ساقه - فقال: «هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين» -

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ١٣/ ٢٤٧ (٧٨٥٧) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار " -

টাখনুর নিচে জুব্বা জামা পরা নিষিদ্ধ

প্রশ্ন : জুব্বা বা লম্বা জামা যদি টাখনুর নিচে চলে যায় তাহলে হারাম হবে কি না?

উত্তর : অসংখ্য হাদীস দ্বারা এ কথা স্পষ্ট যে পুরুষের জন্য লুঙ্গি, চাদর, পায়জামা, জুব্বা, জামা ইত্যাদি নিসফে সাক পর্যন্ত পরিধান করা সুন্নাত। টাখনুর ওপর পর্যন্ত পরিধান করা জায়েয এবং টাখনুর নিচে চলে গেলে মাকরূহে তাহরীমি তথা নাজায়েয। উপরোক্ত হুকুমে শুধু লুঙ্গির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং জামা, জুব্বা ইত্যাদি এ হুকুমের পর্যায়ভুক্ত। (৬/৪০৫)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٦٠ (٥٧٨٧) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار» -

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٥٧ (٤٠٩٤) : عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة»

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ١١٨٢ (٣٥٧٢) : عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي - أو ساقه - فقال: «هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين» -

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ١٣/ ٢٤٧ (٧٨٥٧) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار " -

📖 عمدةالقارى (دار إحياء التراث) ٢١/ ٢٩٧ : (باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار) أي: هذا باب يذكر فيه ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ويذكر معناه في الحديث لأن قوله: ما أسفل من الكعبين، من لفظ الحديث. وقوله: فهو في النار، ليس لفظ الحديث هكذا بل هو ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، واقتصر في الترجمة في الجزء الثاني وأطلقها ولم يقيدها بلفظ الإزار قصدا للتعميم في الإزار والقيمص ونحو ذلك، وقال بعضهم: باب، منون. قلت: ليس كذلك لأن التنوين علامة الإعراب، والإعراب لا يكون إلا في المركب وكيف يقول: باب، بالتنوين؟ نعم، لو قال: تقديره: هذا باب، مثل ما قلنا لكان منونا.

📖 فيه أيضا ٢١/ ٢٩٥ : قوله: (من جر ثوبه) يدخل فيه الإزار والرداء والقميص والسراويل والجبة والقباء وغير ذلك مما يسمى ثوبا، بل ورد في الحديث دخول العمامة في ذلك كما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة.

Scanned by CamScanner

মহিলাদের সুন্নাতি পোশাক

প্রশ্ন : মহিলাদের সুন্নাতি পোশাক কী? শাড়ি বা সালোয়ার-কামিজ পরিধান করলে সুন্নাত আদায় হবে কি না? ফুল হাতা না হাফ হাতা? এবং সালোয়ার-কামিজ টাইট-ফিট পরিধান করলে কী শাস্তি হবে?

উত্তর : মহিলাদের জন্য হাতের কবজি, মুখমণ্ডল ও পায়ের টাখনু ছাড়া পুরো শরীর আবৃত রাখা ওয়াজিব। যে পোশাক মোটা, ঢিলেঢালা এবং পূর্ণ শরীর আবৃত হয় সে পোশাকই মহিলাদের জন্য জরুরি। চাই সেটা শাড়ি কাপড় হোক, মেক্সি হোক বা সালোয়ার-কামিজ হোক। টাইট-ফিট কাপড় পরিধান করা, যার দ্বারা শরীরের গঠন প্রকাশ পায় তা নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রে অবৈধ। (১৬/১৬৩)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٩٧ (٢١٢٨) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»-

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٤٠٤- ٤٠٦ : (وهي للرجل ما تحت سرته إلى ما تحت ركبته) ... ... (وللحرة) ولو خنثى (جميع بدنها) حتى شعرها النازل في الأصح (خلا الوجه والكفين) فظهر الكف عورة على المذهب (والقدمين) على المعتمد، وصوتها على الراجح وذراعيها على المرجوح (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين رجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ-

মহিলা সাহাবীগণের পোশাক ও শাড়ির বিধান

প্রশ্ন : মহিলা সাহাবীগণের পোশাক কেমন ছিল? শাড়ি পরা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : হাদীস শরীফে মহিলা সাহাবীগণের এককভাবে নির্দিষ্ট কোনো পোশাকের কথা উল্লেখ নেই। তবে বিভিন্ন হাদীসে ভিন্ন ভিন্নভাবে মহিলা সাহাবীদের পোশাক পরিধানের কথা পাওয়া যায়। যথা : চাদর, কামিজ, ওড়না, ঘোমটা ইত্যাদি।

Scanned by CamScanner

যে সমস্ত এলাকায় মুসলমান মহিলাদের মধ্যে শাড়ি পরিধান করার প্রচলন আছে, সেখানে শাড়ি পরিধান করা মুসলমান মহিলাদের জন্য জায়েয। আর যে এলাকায় শুধুমাত্র অমুসলিম মহিলাদের মধ্যে শাড়ি পরার প্রচলন সীমাবদ্ধ থাকে, সেখানে অমুসলিম নারীর সাদৃশ্যের কারণে মুসলমান মহিলাদের জন্য শাড়ি পরিধান করা মাকরূহ হবে। (৫/৬২/৮২৮)

📖 سورة الأحزاب الآية ٥٩ : ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٥٩ (٤١٠١) : عن أم سلمة، قالت: " لما نزلت: {يدنين عليهن من جلابيبهن}، خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية " -

📖 فيه أيضا ٤/ ١٧٥٩ (٤١٠٢) : عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: " يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، شققن أكنف - قال ابن صالح: أكثف - مروطهن، فاختمرن بها " -

📖 موطأ مالك (مؤسسة زايد) ٥/ ١٣٣٩ (٣٣٨٣) : عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه؛ أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى حفصة خمار رقيق. فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا .

📖 سنن النسائي (دار الحديث) ٤/ ٥٦٧ (٥٣١٢) : عن أنس بن مالك، أنه حدثني أنه «رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد سيراء، والسيراء المضلع بالقز» -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۱۷۰ : جہاں مسلمان عورتوں کے اپنے لباس میں ساڑھی داخل ہو وہاں جائز ہے، اور جہاں مسلمانوں میں ساڑھی مروج نہ ہو صرف غیر مسلم عورتوں کے لباس میں داخل ہو وہاں مکروہ ہے۔

Scanned by CamScanner

মেয়েদের সুন্নাতি পোশাকের ধরন

প্রশ্ন : মেয়েদের সুন্নাতি পোশাকের ধরন কেমন হতে হবে?

উত্তর : মহিলাদের সুন্নাতি পোশাকের ধরন হলো এমন ঢিলেঢালা পোশাক, যার দ্বারা শরীরের গঠন প্রকাশ না পায় ও সতর খুলে যাওয়ার আশঙ্কাও না থাকে। এবং পুরুষ ও বিজাতীয় পোশাকের সাথে সাদৃশ্য না হয়, বরং পূর্ণ দেহ আবৃত হয়ে থাকে। (১৯/১৯২/৮০৮৯)

📖 سورة النور الآية ٣١ : ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٨١ (٥٨٨٥) : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٩٧ (٢١٢٨) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»-

শাড়ি-ব্লাউজ পরলে মন্দ বলা

প্রশ্ন : কোনো মেয়ে সালোয়ার-কামিজ না পরে শাড়ি-ব্লাউজ পরলে তাকে কম দ্বীনদার বা তার প্রতি মন্দারোপ করা ঠিক হবে কি না?

উত্তর : বর্তমানে মুসলমান মহিলাদের মধ্যে যেরূপ শাড়ি ও ব্লাউজ ব্যবহার করার প্রচলন ব্যাপক হয়ে পড়েছে তা যদি এমন হয় যে সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করে রাখে তাহলে এরূপ শাড়ি ও ব্লাউজ পরিহিতা মহিলাদের প্রতি কোনোরূপ মন্দারোপ করা যাবে না। পক্ষান্তরে পেট-পিঠ বের হয়ে থাকলে তা পরিধানের অনুমতি দেওয়া যাবে না। (৪/৪৪৪/৭৭৯)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۳۷۴ : جو لباس کفار یا فساق یا مردوں کے ساتھ مخصوص ہے عورتوں کو اس کا استعمال ناجائز ہے جو مشترک ہے اس کا استعمال جائز ہے تاہم صلحاء کا لباس جو عورتوں کے مخصوص ہے اس کا استعمال مستحسن ہے۔

📖 جدید فقہی مسائل ۱/ ۱۸۱ : اب ساڑھی چونکہ ایک عمومی لباس ہو گیا اس لئے اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ تشبہ اب باقی نہ رہا، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی لکھتے ہیں، جہاں مسلمان عورتوں کے اپنے لباس میں ساڑھی داخل ہو وہاں جائز ہے، جہاں مسلمانوں ساڑھی مروج نہیں صرف غیر مسلم عورتوں کے لباس میں داخل ہو وہاں مکروہ ہے۔

শাড়ি-ব্লাউজ পরা বৈধ

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দেশের মেয়েরা যে সমস্ত শাড়ি, ব্লাউজ ইত্যাদি পরিধান করে থাকে, শরীয়তে এগুলোর অনুমতি দেয়?

উত্তর : মহিলাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর আবৃতকারী পোশাক পরিধান করা জরুরি। শাড়ি-ব্লাউজের দ্বারা পুরো শরীর আবৃত করা গেলে তা পরাতে কোনো আপত্তি নেই। যে শাড়ি এবং ব্লাউজের দ্বারা পর্দা পালন করা যায় এবং তা মুসলিম মহিলাদের মধ্যে লেবাস হিসেবে প্রচলন হয়ে গেছে তা শরীয়তেও স্বীকৃত। (৬/৬৯৭)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٩٧ (٢١٢٨) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۳۷۴ : جو لباس کفار یا فساق یا مردوں کے ساتھ مخصوص ہے عورتوں کو اس کا استعمال ناجائز ہے جو مشترک ہے اس کا استعمال جائز ہے تاہم صلحاء کا لباس جو عورتوں کے مخصوص ہے اس کا استعمال مستحسن ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۱۷۰ : جہاں مسلمان عورتوں کے اپنے لباس میں ساڑھی داخل ہو وہاں جائز ہے، اور جہاں مسلمانوں میں ساڑھی مروج نہ ہو صرف غیر مسلم عورتوں کے لباس میں داخل ہو وہاں مکروہ ہے۔

Scanned by CamScanner

মেয়েদের পাঞ্জাবি-সদৃশ্য জামা পরা

প্রশ্ন : বর্তমানে অনেক দ্বীনদার পরিবারে মেয়েরা পাঞ্জাবি পরে। কলার থাকে না, পকেট থাকে না, কল্লি হতেও পারে, নাও হতে পারে। এ ধরনের পাঞ্জাবি মেয়েদের জন্য জায়েয হবে কি না? যদি না হয়, তবে মেয়েদের সালোয়ার পুরুষের জন্য পরার হুকুম কী?

উত্তর : মহিলাদের নির্ধারিত পোশাক পুরুষের জন্য পরিধান এবং পুরুষদের নির্ধারিত পোশাক মহিলাদের জন্য পরিধান করা জায়েয হবে না। তবে যে ধরনের পোশাক উভয়ের মধ্যে পরিধান করার প্রচলন সমানভাবে রয়েছে, তা পরিধান করা নাজায়েয হবে না। (৪/৪৪৪/৭৭৯)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٥٧ (٤٠٩٨) : عن أبي هريرة، قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل» -

ফুল হাতা মেক্সি পরা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রসিদ্ধ আছে যে মেয়েরা ফুল হাতা মেক্সি পরলে পোশাকের সুন্নাত আদায় হবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত কামিজ না পরবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পোশাকের সুন্নাত আদায় হবে না। কথাটি কতটুকু সুন্নাতসম্মত?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত উক্তিটি সঠিক নয়, বরং মেক্সি দ্বারাও পোশাকের সুন্নাত আদায় হবে যদি শরীরের আকৃতি বোঝা না যায় এবং মাথাও ওড়না দ্বারা ঢাকা থাকে। (১৯/১৯২/৮০৮৯)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٦٤ (٤١١٦) : عن دحية بن خليفة الكلبي، أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي، فأعطاني منها قبطية، فقال: «اصدعها صدعين، فاقطع أحدهما قميصا، وأعط الآخر امرأتك تختمر به»، فلما أدبر، قال: «وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها» -

📖 تاريخ دمشق (دار الفكر) ٦٩/ ١٨٧ : قال إسماعيل بن عيسى أنا إسحاق عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك ولم يذكره عن ابن عباس أن سارة حين ولد لإبراهيم إسماعيل اشتد حزنها على ما

Scanned by CamScanner

فاتها من الولد وقال إسحاق عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال فلما رأت سارة إبراهيم قد شغف بإسماعيل غارت غيرة شديدة وحلفت لتقطعن عضوا من أعضاء هاجر قال فبلغ ذلك هاجر فلبست درعا لها وجرت ذيلها فهي أول نساء العالمين جرت الذيل وإنما فعلت ذلك لتعفي أثرها في الطريق على سارة فلم تقدر عليها فقال لها إبراهيم هل لك إلى خير أن تعفي عنها وترضي بقضاء الله قالت وكيف لي بما قد حلفت قال اخفضيها فتكون سنة النساء وتبري يمينك قالت أفعل فأخذتها فخفضتها فمضت السنة للنساء بالخفض منها

মেয়েদের নাক ও কান ছিদ্র করা

প্রশ্ন : জনৈক লেখক লিখেছেন, মহিলাদের নাক ও কান ছিদ্র করা অবৈধ। আরব দেশে এ প্রথা নেই, এটি হিন্দুদের প্রথা। হাজেরা (আ.)-এর ব্যাপারে কান ছেদ করার যে কাহিনী প্রসিদ্ধ তা ইসরায়েলি বর্ণনা। প্রশ্ন হলো, মুসলিম মহিলাদের নাক ও কান ছিদ্র করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : শরীয়তে মহিলাদের অলংকার দ্বারা সাজ-সজ্জার প্রতি উৎসাহিত করেছে। তবে এর জন্য শরীয়ত পরিপন্থী নীতিমালা বা অঙ্গ বিনষ্টকারী কোনো অবকাশ প্রদান করেনি। তাই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকে নারীদের হাত, গলা, কান ও পায়ে অলংকার ব্যবহারের প্রমাণ বহু সহীহ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। উপরন্তু হযরত হাজেরা (আ.)-এর কান ছেদ করার কাহিনীকে ইসরায়েলি বর্ণনা বলাও গ্রহণযোগ্য নয়।

এ ছাড়া আল্লামা শামী (রহ.)-এর সুচিন্তিত মত হচ্ছে যে, সব সমাজে নারীদের নাকে অলংকার ব্যবহার করার প্রথা রয়েছে, তাদের জন্য কানের মতো নাকে ছিদ্র করাও শরীয়তসম্মত হবে। (১৭/২৬৭/৭০০৫)

📖 البداية والنهاية (دار الفكر) ١/ ١٥٤ : وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله في كتاب النوادر أن سارة تغضبت على هاجر فحلفت لتقطعن ثلاثة أعضاء منها فأمرها الخليل أن تثقب أذنيها وأن تخفضها فتبر قسمها قال السهيلي فكانت أول من اختتن من النساء وأول من ثقبت أذنها منهن وأول من طولت ذيلها -

Scanned by CamScanner

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ١١/ ٢٧٢ : جمهور الفقهاء على أن تثقيب أذن الصغيرة لتعليق القرط جائز، فقد كان الناس يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من غير إنكار، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء - ومعه بلال - فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها» .

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٧ : ولا بأس بثقب آذان الأطفال من البنات لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - من غير إنكار.

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٢٣٧ : (مستوعبا وجهه) حتى لو ترك شعرة أو وترة منخره لم يجز (ويديه) فينزع الخاتم والسوار أو يحرك، به يفتى (مع مرفقيه .

📖 نفع المفتى والسائل ١٢٦ : الاستفسار: هل يجوز ثقب أذن النبات وختان المرأة ؟

الاستشار: نعم يجوز، وكانوا يفعلون ذلك فى زمن النبى ﷺ من غير انكار كما فى مجمع البركات، قلت : أصله أن هاجرؑ لما شرفها أنه بظهور نور سيد الموجودات عليه أكمل الصلوات همت سارة وأراد أن تجعلها مثله وحلفت نفرت هاجرؑ من استماع هذا الامر فلما اطلع ابراهيمؑ على النبى ﷺ على هذه الواقعه، قال لسارةؑ اقطع من أذن هاجرؑ ومن فرجها شيئا لبر القسم ففعلت فجرىٰ ذلك طريقة فى شريعتنا كذافى روضة الواعظين.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۳۶۲ : الجواب- لڑکیوں کے کان میں بالی وغیرہ کیلئے سوراخ کرنا درست ہے، نفع المفتی والسائل میں ناک کے سوراخ کو بھی کان پر قیاس کرتے ہوئے جائز لکھا ہے۔

Scanned by CamScanner

ঘরে-বাইরে মেয়েদের নূপুর পরা

প্রশ্ন : মহিলাদের পায়ে নূপুর পরা জায়েয কি না? যদি জায়েয হয় তাহলে কোন ধরনের নূপুর? ঘরে-বাইরে সর্বাবস্থায় ব্যবহার করতে পারবে, নাকি শুধু ঘরে ব্যবহার করতে পারবে?

উত্তর : মহিলাদের পায়ে অলংকার ব্যবহার করারও অনুমতি আছে। পর্দার হুকুম পরিপূর্ণভাবে পালন করার শর্তে সর্বাবস্থায় অলংকার ব্যবহার বৈধ। তবে পরপুরুষের কানে আওয়াজ যায় বা নজরে পড়ার মতো অলংকার ব্যবহার থেকে সর্বাবস্থায় বিরত থাকা জরুরি। (৮/৯১৯)

📖 سورة النور الآية ٣١ : ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾

📖 تفسير ابن كثير (دار الكتب العلمية) ٦/ ٤٦ : وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن الآية، كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم صوته، ضربت برجلها الأرض، فيعلم الرجال طنينه، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك، وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورا فتحركت بحركة لتظهر ما هو خفي دخل في هذا النهي لقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن إلى آخره ومن ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتم الرجال طيبها -

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) (٢٧٨٨) : عن عمران بن حصين، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه» -

লিপস্টিক ও তিলকের ব্যবহার

প্রশ্ন : আমাদের অনেক বান্ধবী ইদানীং ঠোঁটে লিপস্টিক ও কপালে তিলক ব্যবহার করতে শুরু করেছে। ওদেরকে জিজ্ঞেস করলে ওরা বলে পর্দা ফরয, সেটা অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু সেটা করতে হলে নিজেদের মাঝে লিপস্টিক ও তিলক ব্যবহার করতে পারে, ইসলাম তো নিষেধ করেনি। তাদের কথা সঠিক কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মহিলারা ঠোঁটে যেসব লিপস্টিক ব্যবহার করে থাকে তার মধ্যে যে সকল লিপস্টিক ব্যবহারে ঠোঁটের ওপর আবরণ সৃষ্টি হয় না, ফলে ওজু ও ফরয গোসলের সময় স্বাভাবিকভাবেই চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায় এ ধরনের লিপস্টিক ব্যবহার করা জায়েয আছে। কিন্তু যদি এর ব্যবহারে ঠোঁটের ওপর গাঢ় আবরণ সৃষ্টি হয় ফলে ওজু ও ফরয গোসলের সময় শরীরে চামড়া পর্যন্ত পানি না পৌঁছে এমতাবস্থায় ওজু ও ফরয গোসলের পূর্বে এগুলো তুলে ফেলা সম্ভব হলে তুলে নেওয়ার শর্তে মহিলারা নিজেদের সৌন্দর্য অথবা স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য এগুলো ব্যবহার করতে পারে, অন্যথায় বৈধ হবে না।

হাদীস শরীফে যেকোনো ক্ষেত্রে অমুসলিমদের অনুসরণ করা এবং সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম বা নাজায়েয হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সেই দৃষ্টিতে কপালে তিলক দেওয়া বিজাতীয় তথা হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি, যা শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। (১২/৮০০)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤ / ١٧٣٠ (٤٠٣١) : عن ابن عمرؓ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم».

📖 تفسير ابن كثير (دار الكتب العلمية) ١ / ٢٥٦ : نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وفعالهم.

📖 حلال وحرام ص ۲۰۹ : عورتوں کا سیندور اور ٹکلی استعمال کرنا یا جنوبی ہند میں کالی پوتھ کا استعمال کرنا مکروہ ہے ہندوانہ رسم ہے اور اس میں دوسری اقوام کے ساتھ تشبہ ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۲/ ۴۳ : ج: ان میں اگر کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، مگر ناخن پالش کی طرح سرخی کی تہ جم جاتی ہے اس لئے وضو اور غسل کیلئے اس کا اتارنا ضروری ہے۔

মেয়েদের পায়ে মেহেদি মাখা বৈধ

প্রশ্ন : মহিলাদের পায়ে মেহেদি মাখার কতটুকু অনুমতি আছে? কোনো কোনো স্বামীকে নিজ স্ত্রীর পায়ের তালুতে মেহেদি মাখাকে পছন্দ করতে দেখা যায়।

উত্তর : মহিলাদের হাতে-পায়ে মেহেদি লাগানো জায়েয। বরং স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য স্ত্রীর মেহেদি ব্যবহার করা উত্তম কাজ। (৪/৬৩)

📖 الفتاوى الخانية بهامش الهندية (زكريا) ٣/ ٤١٢ : والخضاب بالحناء والوسمة حسن ولا يخضب يد الصبي ولا رجله ولا بأس به للنساء.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٦/ ٣٧٧ : ولها أن تخضب يديها ورجليها للتزين-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۱۵۵ : عورتوں کو مہندی لگانا درست ہے بلکہ ان کے لئے مخصوص ہے کہ ہاتھ پیر کو لگائیں۔

পায়ের তালুতে মেহেদি লাগানো বৈধ

প্রশ্ন : মহিলাদের জন্য পায়ের তালুতে মেহেদি লাগানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মহিলাদের জন্য পায়ের তালুতে মেহেদির ব্যবহার জায়েয। (১২/৫৫৩/৪০৪৫)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۱۵۵ : عورتوں کو مہندی لگانا درست ہے بلکہ ان کے لئے مخصوص ہے کہ ہاتھ پیر کو لگائیں۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাড়িতে মেহেদি দিয়েছেন তাই পায়ে দেওয়া যাবে না–অবান্তর কথা

প্রশ্ন : মহিলাদের জন্য পায়ে মেহেদি দেওয়া জায়েয আছে কি না? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাড়ি মোবারকে মেহেদি দিয়েছেন, সেই মেহেদি মহিলারা পায়ে কিভাবে দেবে?

উত্তর : মহিলাদের হাতে ও পায়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে মেহেদির ব্যবহার শুধু বৈধ নয়, উত্তমও বটে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাড়ি মোবারকে মেহেদি ব্যবহার করেছেন বিধায় পায়ে তার ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার ধারণা অবান্তর। (৯/৩৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ١٩٣ : قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن} [النور: ٣١] الآية ولم يرد به نفس الزينة؛ لأن النظر إلى عين الزينة مباح مطلقا ولكن المراد موضع الزينة فالرأس موضع التاج، والشعور والوجه موضع الكحل، والعنق والصدر موضع القلادة والأذن موضع القرط والعضد موضع

Scanned by CamScanner

الرأس واللحية بالحناء والوشمة للرجال والنساء لأن ذلك سبب لزيادة الرغبة والمحبة بين الزوجين.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ / ٤٢٢ : يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في الأصح، والأصح أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يفعله، ويكره بالسواد، وقيل لا مجمع الفتاوى والكل من منح المصنف.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ / ٤٢٢ : (قوله خضاب شعره ولحيته) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء (قوله والأصح أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يفعله) لأنه لم يحتج إليه، لأنه توفي ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة في رأسه ولحيته، بل كان سبع عشرة كما في البخاري وغيره. وورد: أن أبا بكر - رضي الله عنه - خضب بالحناء والكتم -

📖 صحيح البخاري (٣٥٤٧) : عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: سمعت أنس بن مالك، يصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض، أمهق ولا آدم، ليس بجعد قطط، ولا سبط رجل أنزل عليه وهو ابن أربعين، فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه، وبالمدينة عشر سنين، وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء» قال ربيعة: «فرأيت شعرا من شعره، فإذا هو أحمر فسألت فقيل احمر من الطيب» -

📖 صحيح مسلم (٢٣٤١) : عن ابن سيرين، قال: سئل أنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: «إنه لم يكن رأى من الشيب إلا» - قال ابن إدريس كأنه يقلله - وقد خضب أبو بكر، وعمر بالحناء والكتم "-

📖 سنن أبي داود (٤٢٠٤) : عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد» -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷ / ۱۷۳ : مرد سر اور ڈاڑھی کو مہندی لگا سکتے ہیں، ہاتھوں میں مہندی لگانا عورتوں کیلئے درست ہے، مردوں کیلئے نہیں۔

Scanned by CamScanner

الدملج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٩ : ولا ينبغي أن يخضب يدي الصبي الذكر ورجله إلا عند الحاجة ويجوز ذلك للنساء كذا في الينابيع.

📖 حلال وحرام ص۲۰۹ : عورتوں کے لئے جوں کہ زیبائش وارائش کی رعایت زیادہ کی گئی ہے اس لئے وہ مہندی بھی لگاسکتی ہے ہاتھوں میں بھی اور پاؤں میں بھی۔

📖 جدید فقہی مسائل ۱/ ۱٦۸ : مہندی کا استعمال عورتوں کے لئے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بہتر ہے اور پسندیدہ ہے مردوں کو اس کی ممانعت ہے چنانچہ حضور ﷺ نے مردوں کو اس سے بھی منع فرمایا کہ نابالغ بچے کو بھی ہاتھ پاؤں میں مہندی لگانا مناسب نہیں ہے اس لئے یہ آرائش ہے جو صرف خواتین کے لئے جائز ہے واللہ اعلم بالصواب.

বাম হাত ও পায়ে মেহেদির ব্যবহার

প্রশ্ন : মেহেদি তো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাড়িতে ব্যবহার করেছেন, এখন কি মেহেদি বাম হাতে ও পায়ে ব্যবহার করতে পারবে? ব্যবহার করলে এতে কি কোনো গোনাহ হবে না?

উত্তর : মহিলাদের জন্য হাতে-পায়ে মেহেদি ব্যবহার করতে শরীয়তের আলোকে কোনো আপত্তি নেই।

বিঃদ্রঃ. উলামায়ে কেরামের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত চুল ও দাড়ি মোবারক মিলে সর্বমোট ১৭টি চুল সাদা হয়েছিল। তাই চুল বা দাড়িতে মেহেদির খেজাব লাগানোর প্রয়োজন হয়নি। অতএব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ দাড়িতে ব্যবহার করার কথা সঠিক নয়, তবে সাহাবীদেরকে নির্দেশ করেছিলেন। (১৩/২১৪/৫১৫৫)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨ / ١٨٣ : ولا بأس للنساء بخضاب اليد والرجل ما لم يكن خضاب فيه تماثيل ويكره للرجال والصبيان لأن ذلك تزين وهو مباح للنساء دون الرجال ولا بأس بخضاب

Scanned by CamScanner

পুরুষের হাতে মেহেদির ব্যবহার

প্রশ্ন : পুরুষের জন্য হাতে মেহেদি দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মহিলাদের জন্য মেহেদি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। পুরুষের জন্য হাতে মেহেদি ব্যবহার করা মহিলাদের সাদৃশ্য হওয়ায় শরীয়ত সমর্থিত নয়। (১০/৯২৭)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨ / ١٨٣ : ولا بأس للنساء بخضاب اليد والرجل ما لم يكن خضاب فيه تماثيل ويكره للرجال والصبيان لأن ذلك تزين وهو مباح للنساء دون الرجال ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء والوشمة للرجال والنساء لأن ذلك سبب لزيادة الرغبة والمحبة بين الزوجين.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴ /۳۸۶ : الجواب-مرد کو داڑھی میں خضاب لگانا مہندی لگانا شرعاً درست ہے ہاتھ پیر میں مہندی لگانا درست نہیں۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۱۷۳ : ج : مرد سر اور داڑھی کو مہندی لگا سکتے ہیں مہندی لگانا عورتوں کے لئے درست ہے، مردوں کے لئے نہیں ہے۔

সিল্কের কাপড় পরে নামায আদায় করা

প্রশ্ন : রাজশাহীতে গুটি পোকার থেকে সুতা বের করে যেসব গরদের বা সিল্কের রেশমি পাঞ্জাবি তৈরি করে বাজারজাত করা হচ্ছে, সেসব কাপড় পরে নামায পড়া যাবে কি না? আমরা যা জানতে পেরেছি তা নিম্নরূপ :

১) রেশমি কাপড় বেহেশতের পোশাক, এ জন্য দুনিয়াতে এটা পরা নিষেধ।
২) রেশমি কাপড়ে পুরুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, সাজ-সজ্জা পুরুষের জন্য ঠিক নয়।
৩) রেশমি কাপড়ে পুরুষের অহংকার প্রকাশ পায়, এ জন্য ঠিক নয়।
৪) গুটি পোকা থেকে এ সুতা বের হয় এ জন্য এ ধরনের কাপড় পাক-পবিত্র হয় না।

এ ধরনের পাঞ্জাবির কাপড় ঢাকা শহরে অহরহ বিক্রি হচ্ছে এবং নামায পড়া হয়। এ ধরনের কাপড় পরিধান করে গর্ব অহংকারের ব্যাপারটা এখন আর পরিলক্ষিত হয় না। কারণ তা সহজলভ্য এবং ধনী, মধ্যবিত্ত–সবাই ব্যবহার করছে। এ ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কী?

Scanned by CamScanner

বাজারে কৃত্রিম সিল্কের কাপড়ও পাওয়া যায়। এতে কোনো অসুবিধা আছে কি না? কোনটা কৃত্রিম সিল্ক বা পলিস্টার বোঝা মুশকিল।

উত্তর : শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পূর্ণ রেশমি সুতার তৈরি কাপড় বা যে কাপড়ের প্রস্থের সুতা রেশমি হবে ওই কাপড় চার আঙুল পরিমাণের চেয়ে বেশি পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা হারাম। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত রেশমি পাঞ্জাবি পুরুষদের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি নেই বিধায় কেউ যদি ওই ধরনের পাঞ্জাবি পরিধান করে নামায পড়ে তাহলে নামায মাকরূহে তাহরীমি হওয়ার কারণে পুনরায় পড়ে নিতে হবে। (৩/১২২)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٧/ ١٨٧ : قال: "لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء"؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والديباج وقال: "إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة" -

📖 فيه أيضا ٧ / ١٨٧ : ويروى "حل لإناثهم".قال: "إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام والمكفوف بالحرير" لما روي أنه عليه الصلاة والسلام: "نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة" أراد الأعلام. وعنه عليه الصلاة والسلام: "أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير".

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٥٥ : (يحرم لبس الحرير ولو بحائل) بينه وبين بدنه (على المذهب) الصحيح وعن الإمام إنما يحرم إذا مس الجلد. قال في القنية: وهي رخصة عظيمة في موضع عمت به البلوى (أو في الحرب) فإنه يحرم أيضا عنده. وقالا يحل في الحرب (على الرجل لا المرأة إلا قدر أربع أصابع) كأعلام الثوب (مضمومة) وقيل منشورة وقيل ويحل (لبس ما سداه إبريسم ولحمته غيره)-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۳/ ۴۱۳ : سوال-اگر مرد سونا یا ریشم پہنکر نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ فتاوی دار العلوم جلد ہفتم وہشتم ۲۳۵ میں درج ہے کہ سونا اور ریشم پہنکر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور نماز واجب الاعادہ ہے اس بارہ میں اپنی تحقیق تحریر فرمائیں؟

الجواب- نماز ہو جائے گی، قال فی الشامی : (ستر عورته) ولو بما لا يحل لبسه كثوب حرير وإن أثم بلا عذر، كالصلاة في الأرض المغصوبة،

Scanned by CamScanner

مگر حالت ارتکاب کبیرہ میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے نیز کراہت کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ متکبرین اور فساق کالباس ہے لھذا یہ نماز واجب الاعادہ ہے، لما فی مکروھات الصلاۃ من الھدایۃ : والصلاۃ جائزۃ في جميع ذلك لاستجماع شرائطها وتعاد على وجه غير مكروه وهذا الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة "۔

অষ্টধাতুর আংটি ব্যবহার করা

প্রশ্ন : বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় এক ধরনের আংটি পাওয়া যায়। যেটাকে অষ্টধাতুর আংটি বলে। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এ ধরনের আংটি পরা যাবে কি না? অনেকে এর ব্যবহারে উপকারও পেয়েছে।

উত্তর : নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রুপা এবং পুরুষের জন্য শুধুমাত্র রুপা; তাও উর্ধ্বে আনুমানিক সাড়ে চার গ্রামের কমে তৈরী আংটি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ দুই রকম ধাতু ছাড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অন্য কোনো ধাতুর আংটি নারী-পুরুষ কারো জন্য ব্যবহার করা বৈধ হবে না। যদি সংগত কারণে ব্যবহার করতেই হয়, তবে সাড়ে চার গ্রামের কম রুপার আংটির সাথে অন্য ধাতু স্বল্পমাত্রায় মিশ্রিত করে ব্যবহার করা যেতে পারে। (১৫/৩১৮)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٧/ ١٩٢ : ولا يتختم إلا بالفضة، وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام. ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام على رجل خاتم صفر فقال: "مالي أجد منك رائحة الأصنام". ورأى على آخر خاتم حديد فقال: "مالي أرى عليك حلية أهل النار" ومن الناس من أطلق الحجر الذي يقال له يشب؛ لأنه ليس بحجر، إذ ليس له ثقل الحجر، وإطلاق الجواب في الكتاب يدل على تحريمه.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٦٠ : ولا يتختم (بغيرها كحجر) (وذهب وحديد وصفر) ورصاص وزجاج وغيرها۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۲/ ۴۱۹ : شریعت مطہرہ میں عورتوں کے لئے سونے اور چاندی کے ہر قسم کے زیوارات استعمال کرنا جائز ہے جبکہ مردوں کیلئے صرف چاندی کا استعمال مشروع قرار دیا گیا ہے اور سونا چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کے زیوارات کا استعمال مکروہ ہے لہذا ایسے زیورات استعمال نہیں کرنے چاہئیں۔

Scanned by CamScanner

স্বর্ণের প্রলেপযুক্ত ঘড়ি ব্যবহার করা

প্রশ্ন : একটি ঘড়ির উল্টো পিঠে লেখা আছে, "LON 22K GOLD PLATED" এবং ঘড়িটির ওপরের পিঠে, অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা যে পিঠে সে পিঠে গোলাকার আলাদা এক টুকরা সোনালি রঙে লেখা রয়েছে "FINE GOLD, 999,9"
এখন প্রশ্ন হলো, এ গোল্ডসহ ঘড়িটির ব্যবহার পুরুষের জন্য বৈধ হবে কি না?

উত্তর : পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম, সেটা ঘড়ির মধ্যে হোক বা অন্য পন্থায়। তবে সোনালি রঙের বস্তু ব্যবহার করা হারাম নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ঘড়িটির লেখার দ্বারা বোঝা যায়, স্বর্ণমিশ্রিত আছে, তাই স্বর্ণের মিশ্রণ নিশ্চিত হলে স্বর্ণের কারণে ঘড়িটির ব্যবহার পুরুষের জন্য হারাম হবে। শুধুমাত্র রং সোনালি হলে ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই। (৮/৮০৩)

📖 الدر المختار ٣٥٨/٦ : (وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال) مفاده أنه لا يكره للنساء (ولا بأس بسائر الألوان).

📖 رد المحتار (سعيد) ٣٥٥/٦ : أقول الظاهر أن وجه الاستشكال أن كلا من العلم والكفاف في الثوب إنما حل لكونه قليلا وتابعا غير مقصود كما صرحوا به وقد استوى كل من الذهب والفضة والحرير في الحرمة فترخيص العلم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من غيره أيضا بدلالة المساواة ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة الثوب المنسوج من ذهب أربعة أصابع وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضة والإناء ونحوه المضبب بهما.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۱۵ : یہ ولایتی گھڑیاں جن کا کیس سونے چاندی کا کیا جاتا ہے اس میں چونکہ دوسری دھاتیں غالب اور سونا چاندی مغلوب ہوتا ہے اس لئے یہ سونے چاندی کے حکم میں نہیں بلکہ عام دھاتوں کی طرح اسباب ومتاع میں داخل ہیں لہذا ان کا استعمال مردوں کے لئے جائز ہے۔

স্বর্ণের বোতাম ব্যবহার করা

প্রশ্ন : পুরুষের জন্য স্বর্ণের বোতাম ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : স্বর্ণের বোতাম যদি কাপড়ের সাথে সংযুক্ত হয় তাহলে তা ব্যবহার করা বৈধ হবে, অন্যথায় বৈধ হবে না। (১৮/৯৮৭)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٥٥ : وفي التتارخانية عن السير الكبير لا بأس بأزرار الديباج والذهب وفيها عن مختصر الطحاوي لا يكره علم الثوب من الفضة ويكره من الذهب قالوا وهذا مشكل فقد رخص الشرع في الكفاف والكفاف قد يكون الذهب -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٥٥ : (قوله فقد رخص الشرع في الكفاف إلخ) الكفاف موضع الكف من القميص، وذلك في مواصل البدن والدخاريص أو حاشية الذيل مغرب قال ط وفيه أن الوارد عن الشارع - صلى الله عليه وسلم - أنه لبس الجبة المكفوفة بحرير وليس فيه ذكر فضة ولا ذهب فليتأمل وليحرر اهأقول الظاهر أن وجه الاستشكال أن كلا من العلم والكفاف في الثوب إنما حل لكونه قليلا وتابعا غير مقصود كما صرحوا به وقد استوى كل من الذهب والفضة والحرير في الحرمة فترخيص العلم والكفاف من الحرير ترخيص لهما من غيره أيضا بدلالة المساواة ويؤيد عدم الفرق ما مر من إباحة الثوب المنسوج من ذهب أربعة أصابع وكذا كتابة الثوب بذهب أو فضة والإناء ونحوه المضبب بهما فتأمل والإشكال الوارد هنا وارد أيضا على ما قدمه عن المجتبى في علم العمامة -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٤١٠ : لا بأس بلبس الثوب في غير الحرب إذا كان إزاره ديباجا أو ذهبا كذا في الذخيرة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۳۶۰ : اگر سونے کے بٹن کرتے میں گندھے ہوئے ہیں تو یہ کرتے کے تابع ہو کر جائز ہے، اور اگر الگ بنے ہوئے ہیں اور کرتہ میں لگاتے ہیں جیسا کہ آجکل رواج ہے تو ناجائز ہے۔

পুরুষের জন্য ডায়মন্ড ব্যবহার করা

প্রশ্ন : পুরুষের জন্য ডায়মন্ড ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : পুরুষের জন্য সাড়ে তিন মাশা, অর্থাৎ সাড়ে তিন গ্রাম পরিমাণ রুপার আংটি ব্যতীত অন্য কোনো ধাতু ব্যবহার করা শরীয়তসম্মত নয়। (১৮/৩১৭/৭৬০১)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ /٣٣٥ : ويكره للرجال التختم بما سوى الفضة، كذا في الينابيع. والتختم بالذهب حرام في الصحيح، كذا في الوجيز للكردري. وفي الخجندي التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء جميعا.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱/ ۲۴۰ : سوال- مرد کو سونا،چاندی ،پیتل،لوہے،۷،۶،آنے بھر تک استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب-مرد کو صرف چاندی کی انگوٹھی ساڑھے تین ماشہ کی مقدار درست ہے،اس کے علاوہ کسی دھات کی انگوٹھی مرد کے لئے درست نہیں۔

চিকিৎসা হিসেবে ছয় মাশা রুপার আংটি ব্যবহার করা

প্রশ্ন : অসুস্থতার কারণে দাওয়া হিসেবে বিজ্ঞ হাকিমের পরামর্শ অনুযায়ী পুরুষের জন্য ছয় মাশার পরিমাণ রুপার আংটি ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে পুরুষের জন্য সাড়ে তিন মাশার অধিক পরিমাণ রুপার আংটি ব্যবহার করা নিষেধ। তবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের কথা মতে নিষিদ্ধ পরিমাণ রুপার আংটি ব্যবহার করা ছাড়া চিকিৎসার বিকল্প কোনো পন্থা না থাকাবস্থায় তা জায়েয হবে, অন্যথায় জায়েয হবে না। (৯/২৬৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ١٩١ : ولا يزيد وزنه على مثقال لقوله - عليه الصلاة والسلام - «اتخذه من ورق ولا تزده على مثقال»

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٨٩ : وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه.

আল্লাহর নাম অঙ্কিত আংটির ব্যবহার

প্রশ্ন : আমার একটি আংটিতে 'আল্লাহ' লেখা আছে, এ ধরনের আংটি ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : যদি আংটির মধ্যে আল্লাহর নাম লেখা বা খোদাই করা থাকে, বেয়াদবি না হওয়ার শর্তে ওই আংটি ব্যবহার করা জায়েয আছে। এ ধরনের আংটি নিয়ে ইস্তেঞ্জায় যাওয়া মাকরূহ, তাই খুলে বাহিরে রেখে যাবে। (১৫/১১০)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٥٠ : ويكره أن يدخل في الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن. كذا في السراج الوهاج.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۱۷۲ : سوال-انگوٹھی پر خدائے عزوجل کے کسی صفائی نام کو ترشوا کر پہننا جائز ہے کہ نہیں؟

جواب-جائز ہے بشرطیکہ بے ادبی نہ ہو۔

রুপার তাসবিহ ছড়া ব্যবহার করা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি (পুরুষ) স্বর্ণ বা রুপা দিয়ে তাসবির ছড়া বানায়, আর তা তাসবিহের ছড়া হিসেবে ব্যবহার করে তাহলে কি তা উক্ত পুরুষের জন্য জায়েয হবে? উক্ত ছড়া যদি কোনো মহিলা তাসবির জন্য ব্যবহার করে তাহলে কি তার জন্য অলংকার হিসেবে গণ্য হবে? এবং উক্ত ছড়ার ওপর কি পুরুষ বা মহিলার জন্য যাকাত দিতে হবে?

উত্তর : স্বর্ণ-রুপা দিয়ে তাসবিহ ছড়া বানিয়ে তা তাসবিহ ছড়া হিসেবে ব্যবহার করা পুরুষের জন্য জায়েয হবে না। উক্ত তাসবিহ ছড়া যদি মহিলা ব্যবহার করে তাহলে অলংকার হিসেবে গণ্য হবে না, তাই মহিলার জন্যও ব্যবহার করা বৈধ হবে না। উক্ত তাসবিহ ছড়ার পুরুষ মালিক হোক বা মহিলা যদি যাকাতের নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে তাসবীহ ছড়া নিসাব পরিমাণ না হলে তখন তার কাছে যাকাত ওয়াজিব হয়–এমন মাল থাকলে তার সাথে যোগ হয়ে নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত ওয়াজিব হবে। (১৪/৮৯২/৫৮৫৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٣٥٢ : لأن الحلي كما في القاموس ما يتزين به، ولا شك أن الثوب المنسوج بالذهب حلي. وقدمناه عن الخانية أن النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والادهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال.

📖 الدر المختار (سعيد) ٢/ ٢٩٧- ٢٩٨ : (واللازم) مبتدأ (في مضروب كل) منهما (ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة؛ لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا (أو) في (عرض تجارة قيمته نصاب) الجملة صفة عرض وهو هنا ما ليس بنقد.

Scanned by CamScanner

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۳ /۴۳۵ : احناف کے نزدیک استعمال کے زیوارات میں بھی زکوۃ فرض ہے جب کہ نصاب کو پہنچ جائیں، سونے کا نصاب ساڑھے سات تولہ ہے اور چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ ہے، لیکن یہ نصاب اس صورت میں ہے جبکہ صرف سونا یا صرف چاندی ہو دونوں موجود ہونیکی صورت میں یا ان کے ساتھ کچھ نقدی ہو تو پھر مجموعہ اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے تو زکوۃ فرض ہو جاتی ہے۔

কসমেটিক জাতীয় পণ্যের ব্যবহার বৈধ

প্রশ্ন : মানুষের চুল, চেহারা ও সমস্ত শরীরকে সুস্থ-সতেজ করার লক্ষ্যে কসমেটিকস জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। যেমন–পাউডার, ক্রিম ইত্যাদি। যার কারণে চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়। এমন করলে আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার গোনাহ হবে?

উত্তর : নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা শরীয়তের নির্দেশ। আর নারীর জন্য সাজ-সজ্জার পন্থা অবলম্বন শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত। বিধায় কসমেটিকস জাতীয় দ্রব্য যেমন–পাউডার, ক্রিম ইত্যাদির ব্যবহারে যদি চেহারা সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়, তা অবৈধ নয়। তবে অবশ্যই অতিরঞ্জন ও বিজাতীয়দের সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। (১৫/৩২০/৬০৫১)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۱۳۱ : خواتین کو آرائش وزیبائش کی تو اجازت ہے بشرطیکہ حدود کے اندر ہو لیکن موجودہ دور میں بیوٹی پارلرز کا پیشہ کیا جاتا ہے اس میں چند در چند..... ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ پیسہ حرام ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۱۰/ ۳۲۳ : فضول خرچی اور لغو کام ہے بلکہ دھوکا بازی بھی ہے اپنی اصلی رنگت کو چھپانا اور مصنوعی خوبصورتی کی نمائش کرنا ہے اس قسم کے کاموں سے بچنا چاہئے، عورت اپنے شوہر کی خاطر سادہ اور پرانے طریقہ کے مطابق جو فیشن میں داخل نہ ہو اور فجار فساق و کفار کے ساتھ مشابہت لازم نہ آتی ہو، ایسی زیب وزینت کر سکتی ہے بلکہ مطلوب ہے۔

Scanned by CamScanner

باب الحجاب

পরিচ্ছেদ : পর্দা

পর্দার গুরুত্ব ও বোরকার গুরত্ব

প্রশ্ন : ১. ইসলামে মহিলাদের পর্দার গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন? ২. ইসলামে বোরকার উৎপত্তি কখন ও তার ইতিহাস কী?

উত্তর : ১. মুসলিম নারী সমাজের সম্মান, সম্ভ্রম ও সতিত্ব রক্ষার্থে ইসলামে পর্দা ফরয, যা অস্বীকার করা কুফুরী। (১৮/৬২/৭৪৭৭)

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾

📖 سورة الأحزاب الآية ٥٣ : ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾

📖 سورة النور الآية ٣١ : ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ١٨٣ (٤٤٨٣) : عن أنس، قال: قال عمر: " وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى، وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب.

📖 سنن أبى داود (دار الحديث) ٣ / ١٠٧٦ (٢٤٨٨) : عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه، عن جده، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة، تسأل

Scanned by CamScanner

عن ابنها، وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي .

📖 أحكام القرآن للمفتى شفيع رح (إدارة القرآن) ٣/ ٤١٣ : قوله تعالى : (ذٰلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ) قال فى الكبير : قيل يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن، ويمكن أن يقال : المراد يعرفن أنهن، لا يزنين؛ لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات لا يمكن طلب الزناء منهن، ثم قال : (ذٰلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ) لتستر هن بالعفة فلايتعرض لهن ولا يلقين بما يكرهن، لأن المرأة إذا كانت فى غاية التستر وانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها .

২. নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী পঞ্চম হিজরীতে সূরা আহযাব ৩৩, ৫৩, ৫৯ এবং সূরা নূরের ৩০, ৩১ নং আয়াতে পর্দার বিধান নাযিল হয়। আর তখন থেকেই বোরকার উৎপত্তি। তবে স্থান-কাল পাত্রভেদে তার ধরনের মধ্যে সামান্য পার্থক্য হতে থাকে।

বিঃদ্রঃ. প্রশ্নোল্লিখিত বিষয় দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশদ বিবরণের দাবি রাখে বিধায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য এ বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরযোগ্য লিখিত কিছু কিতাব দেখে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলো :

১) তাফসীরে মাআরিফুল কোরআন, বাংলা ১০৯২-১০৯৬
২) নারী স্বাধীনতা ও পর্দা, মূল : মুফতী তকী উসমানী
৩) ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা, আল্লামা নুরুল ইসলাম ওলীপুরী
৪) ইভ টিজিং, আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী।

📖 سورة الأحزاب الآية ٥٩ : ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾

📖 أحكام القرآن للمفتى شفيع رح (إدارة القرآن) ٣/ ٤٠٣ : تاريخ نزول الحجاب : ... ... قال ابن كثير فى تفسيره : وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، التي تولى الله تعالى تزويجها بنفسه، وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة، في قول قتادة والواقدي وغيرهما. ... ... وفى الروح :

Scanned by CamScanner

ونزل الحجاب على ما أخرج ابن سعد عن أنس رضى الله عنه سنة خمس من الهجرة.... ... وفى الاستيعاب للإمام الحافظ ابن عبد البر : تزوجها رسول الله ﷺ سنة خمس من الهجرة.

পর্দানশিন নারীকে সেকেলে-আনসোশ্যাল বলা

প্রশ্ন : ইসলামী শরীয়তে মেয়েদের জন্য পর্দা করা ফরয। এটা জেনেও যদি কোনো মেয়ে অপর কোনো ধার্মিক-পরহেজগার নারীকে সেকেলে, আনসোশ্যাল ইত্যাদি বলে বুঝিয়ে-ফুঁসলিয়ে বেপর্দা বা বেপরোয়া চলাফেরা করার আদেশ দেয় এবং তাকে ধর্মবিমুখ করে তোলে, তাহলে উক্ত আদেশদাতা মহিলার ঈমান থাকবে কি না? তাকে মুসলমান বলা যাবে কি না? স্বামীর সাথে তার বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে কি না?

উত্তর : পর্দা শরীয়তের একটা বিধান, তা জেনেও কোনো মহিলা পর্দানশিল নারীকে পর্দার করার কারণে সেকেলে বা আনসোশ্যাল বলে ধর্মবিমুখ করতে চায় যদি তা দ্বারা পর্দার বিরোধিতা বা পর্দাকে তুচ্ছ মনে করা অথবা ইসলামের বিধান অমান্য করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত হবে। এমন মহিলার তাওবা করে ঈমান ও বিবাহ নবায়ন করা আবশ্যক। আর যদি মূর্খতা বা অজ্ঞতাবশত এ ধরনের উক্তি করে থাকে তাহলে তা কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও এ ধরনের উক্তি মারাত্মক গোনাহ, যা থেকে তাওবা করা জরুরি। (১৭/৪৯২/৭১৪৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ١٢٥ : والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به قاضي خان في فتاويه ومن تكلم بها مخطئا أو مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها عالما عامدا كفر عند الكل ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٢٢٢ : وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود،... قلت: ويظهر من هذا أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به، وإن لم يقصد الاستخفاف.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۱/ ۱۳۸ : الجواب-اللہ تعالی نے اسلام کو قیامت تک آنے والے لوگوں کیلئے ایک مکمل ضابطۂ حیات، امن وسلامتی کا نظام ٹھہرایا ہے، لہذا اس کو "فرسودہ نظام کہنا" شریعت کا استہزاء ہے اور بقائمی ہوش وحواس شریعت مقدسہ سے استہزاء کرنے سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔

পর্দার বিধান এবং হজে ও অন্য সময় মেয়েদের মুখ খোলা রাখার হুকুম

প্রশ্ন : মহিলাদের পর্দার বিধান কী? হজে মহিলাদের মুখ দেখানো জায়েয কেন? এবং বাকি সময় নাজায়েয কেন?

উত্তর : পর্দা আল্লাহ তা'আলার অকাট্য বিধান। কোরআন-হাদীসের বিধান মতে মহিলারা সর্বদা নিজ ঘরে অবস্থান করবে। যে কারণে পর্দা ফরয করা হয়েছে তা চেহারাতেও সর্বাধিক বিদ্যমান বিধায় হজসহ সর্বাবস্থায় মহিলাদের চেহারার পর্দা করা ওয়াজিব। বেগানা পুরুষের সামনে তা খোলার অনুমতি নেই। তবে হজের সময় এহরাম অবস্থায় এমনভাবে পর্দা করবে, যেন চেহারায় কাপড় স্পর্শ না করে, এর জন্য এক ধরনের টুপি বা জালি পাওয়া যায় তা ব্যবহার করা যাবে। (১৯/৬৯৮/৮৪০৪)

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

📖 سورة الأحزاب الآية ٥٩ : ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾

📖 صحيح البخاری (دار الحديث) ۱/ ۲۱۹ (۸٦۷) : عن عائشة، قالت: «إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس»

📖 فيه أيضا ۱/ ۲٤٦ (۹۸۰) : عن حفصة بنت سيرين، قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة، فنزلت قصر بني خلف، فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، فكانت أختها معه في ست غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى، ونداوي الكلمى، فقالت: يا رسول الله، أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين».

Scanned by CamScanner

📖 سورة النور الآية ٣١ : ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤/ ٢٦٦ : وأما مذاهب الفقهاء فى جواز النظر إلى وجه المرأة وكفيها، فقد أجمع الفقهاء على عدم الجواز إذا كان بقصد التلذذ اوكان هناك خوف فتنة تدعو الى الاختلاء بها، ولاخلاف فى حرمة النظر إلى وجه المرأة وكفيها فى هذه الحالة .

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٤٩٥ : وأما الذي يعرف التمييز بين العورة وغيرها وقرب من الحلم فلا ينبغي لها أن تبدي زينتها له ألا ترى أن مثل هذا الصبي أمر بالاستئذان في بعض الأوقات بقوله تبارك وتعالى {والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات} [النور: ٥٨] إلا إذا لم يكونا من أهل الشهوة بأن كانا شيخين كبيرين لعدم احتمال حدوث الشهوة فيهما.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٧٠ : (فإن خاف الشهوة) أو شك (امتنع نظره إلى وجهها) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره (إلا) النظر لا المس (لحاجة) كقاض وشاهد يحكم (ويشهد عليها).

📖 فيه أيضا ١/ ٤٠٦ : (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين رجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه.

চেহারা না ঢাকলে পর্দা হবে কি

প্রশ্ন : মহিলাদের চেহারা না ঢাকলেও পর্দা হয়ে যাবে কি না?

উত্তর : মানুষের সৌন্দর্যের মূল কেন্দ্র হচ্ছে চেহারা। তাই চেহারা ঢাকার প্রয়োজনও বেশি। চেহারা খোলা রেখে পর্দা পালনের দাবি হাস্যকর। (১৮/২৩৫/৭৫৩২)

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٧٩١ (١٨٣٣) : عن عائشة، قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه»

📖 فيه أيضا ٣/ ١٠٧٦ (٢٤٨٨) : عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه، عن جده، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة، تسأل عن ابنها، وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابنك له أجر شهيدين»، قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: «لأنه قتله أهل الكتاب».

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤/ ٢٦٩ : فالحاصل ان المرأة مامورة فى القرآن الكريم بأن تستر فى بيتها ولا تخرج إلا لحاجة ثم إن خرجت لحاجة فهى مأمورة بستر الوجه بإدناء الجلباب أو البرقع وبأن لا تستر عن وجهها، نعم تستثنى منه حالتان : الأولى حالة الحاجة إلى إبداء الوجه بأن يلحقها بالستر ضرر كما فى الزحام أو لحاجة أخرى كاداء الشهادة .

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٠٦ : تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة.

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۴۰ : الجواب- جوان عورت کو پردہ کرنا واجب ہے ... ...ضرورت کے درجہ میں کوئی چیز مثلاً لکڑی یا جالی وغیرہ چہرے سے مس کرے تو قدرے گنجائش ہے۔

চেহারা ও হাত-পায়ের পর্দার বিধান

প্রশ্ন : মহিলাদের মুখ ঢাকা কি ফরয? এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের কী অভিমত? এবং হাত ও পায়ের ব্যাপারে শরীয়তের কী অভিমত?

উত্তর : চেহারা ও হাত-পা পর্দার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। (১৯/৭০৩/৮৪০৩)

Scanned by CamScanner

📖 سورة الأحزاب الآية ٥٩ : ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾

📖 سورة النور الآية ٣١ : ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ٣/ ٥٢٦ : عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة.

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٧٩١ (١٨٣٣) : عن عائشة، قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه»

📖 فيه أيضا ٣/ ١٠٧٦ (٢٤٨٨) : عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس، عن أبيه، عن جده، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي منتقبة، تسأل عن ابنها، وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت: إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ابنك له أجر شهيدين»، قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: «لأنه قتله أهل الكتاب».

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٠٦ : تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة.

Scanned by CamScanner

চেহারা ও হাত খোলা রাখা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বলে, মহিলাদের চেহারা ও হাত খোলা রাখা আল্লাহ তা'আলা জায়েয করেছেন। তার কথা কতটুকু সঠিক?

উত্তর : কোরআন-হাদীসের আলোকে সকল মাযহাবের সম্মানিত ইমামগণ বর্তমানে চেহারা ও হাতের পর্দা জরুরি বলে একমত বিধায় এ ব্যাপারে ভিন্ন কথা বলা মূর্খতার পরিচায়ক। (১৯/৪১৩/৮১৯৫)

📖 أحكام القرآن للمفتى شفيعؒ (إدارة القرآن) ٣/ ٤١٦ : ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ دلت الآية على مسائل :

الأول: وجوب التجليب أو البرقع للنساء بحيث يستر جميع البدن اذا مست الحاجة الى الخروج من البيت-

الثانية : وجوب ستر الوجه للنساء اذا خيف الفتنة، كما هو مصرح فى تفسير الحبر ابن عباسؓ، ومثله عن عبيدة السلمانى فيما مر آنفا-

الثالثة : جواز الخروج من البيت للنساء عند الضرورات الطبعية أو الشرعية كما دلت عليه إشارة الكتاب والآثار الواردة فيه -

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٤٠٦ : (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين رجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ، ولذا ثبت به حرمة المصاهرة كما يأتي -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٤٠٦ : (قوله كمسه) أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة إلخ. قال الشارح في الحظر والإباحة: وهذا في الشابة، أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن. اهـ

ثم كان المناسب في التعبير ذكر مسألة المس بعد مسألة النظر، بأن يقول: ولا يجوز النظر إليه بشهوة كمسه وإن أمن الشهوة إلخ لأن كلا من النظر والمس مما يمنع الرجل عنه، والكلام فيما تمنع هي عنه -

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٧/ ٢١٧ : تیسرا درجہ پردۂ شرعی کا جس میں فقہاء کا اختلاف ہے یہ ہے کہ سر سے پیر تک سارا بدن مستور ہو، مگر چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی ہوں

Scanned by CamScanner

،جن حضرات نے إلا ما ظهر کی تفسیر چہرے اور ہتھیلیوں سے کی ہے، ان کے نزدیک چونکہ چہرہ اور ہتھیلیاں حجاب سے مستثنیٰ ہو گئیں، اس لئے ان کو کھلا رکھنا جائز ہوگیا کماروی عن ابن عباس ؓ اور جن حضرات نے ماظھر سے برقع، جلباب وغیرہ مراد لی ہے وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ کماروی عن ابن مسعود ؓ جنہوں نے جائز کہا ہے ان کے نزدیک بھی یہ شرط ہے کہ فتنہ کا خطرہ نہ ہو، مگر چونکہ عورت کی زینت کا سارا مرکز اس کا چہرہ ہے اس لئے اس کو کھولنے میں فتنہ کا خطرہ نہ ہونا شاذ و نادر ہے، اس لئے انجام کار عام حالات میں ان کے نزدیک بھی چہرہ وغیرہ کھولنا جائز نہیں، ائمہ اربعہ میں سے امام مالکؒ، شافعیؒ، احمد بن حنبلؒ تین اماموں نے تو پہلا مذہب اختیار کر کے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی مطلقاً اجازت نہیں دی، خواہ فتنہ کا خوف ہو یا نہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہؒ نے اگرچہ دوسرا مسلک ختیار فرمایا مگر خوف فتنہ کا نہ ہونا شرط قرار دیا، اور چونکہ عادۃً یہ شرط مفقود ہے اس لئے فقہاء حنفیہ نے بھی غیر محرموں کے سامنے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی اجازت نہیں دی۔

পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডল, হাত, পা, কবজি ও টাখনু পর্যন্ত খোলা রাখা

প্রশ্ন : মহিলাদের মুখমণ্ডল, হাতের কবজি ও পায়ের টাখনু পর্যন্ত গায়রে মাহরামের সামনে খোলা জায়েয কি না?

উত্তর : মহিলাদের নামায আদায় করতে পুরো শরীর ঢেকে নিতে হয়, অন্যথায় নামায আদায় হবে না। তবে প্রশ্নে বর্ণিত অংশগুলো খোলা রাখতে পারবে। কিন্তু গায়েরে মাহরামের সামনে খোলা রাখতে পারবে না। (৪/২০২/৬৫৮)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٤٠٦ : (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين رجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٠٦ : (قوله وتمنع المرأة إلخ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة (قوله بل لخوف الفتنة) أي الفجور بها قاموس أو الشهوة. والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة.

Scanned by CamScanner

📖 كفايت المفتى (امداديه) ٥/ ٣٨٨ : جواب- عورت کا چہرہ نماز میں پردے کا حکم نہیں رکھتا، مگر غیر محرموں کے سامنے آنے جانے میں پردہ کا حکم رکھتا ہے، کیونکہ چہرہ ہی اصل شئ ہے جو جاذب نظر اور مہیج جذبات ہے۔

বোরকা না পরে চাদর পরা

প্রশ্ন : আমার স্বামী আমাকে বোরকা পরতে ও মুখমণ্ডল ঢাকতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, কোরআন শরীফে কোথাও বোরকা পরার কথা নেই। আছে বড় চাদর পড়ার কথা। এখন আমার জন্য স্বামীর হুকুম মানা যাবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণ দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে আপনার স্বামী আপনাকে একেবারে পর্দাহীন চলতে বাধ্য করে না, নির্দেশও দেয় না। মতপার্থক্য হয়েছে পূর্ণরূপে পর্দা পালন বা লঙ্ঘন নিয়ে। অন্যদিকে পর্দার পরিধি কতটুকু এতে ফকীহগণের মাঝে মতনৈক্য থাকলেও পরিপূর্ণ পর্দা পালন করাই নারী সমাজের আসল বিধান। তবে তা স্বামীর সাথে সুসম্পর্ক রেখে তাকে মানিয়ে নেওয়ার পদ্ধতিতে এবং হিকমত ও কৌশলের পন্থা অবলম্বন করে। এর জন্য সময় নিতে পারেন। স্বামীর কথার কারণে যতটুকু পর্দা পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন, এর জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাওয়া ও স্বামীর হেদায়েতের জন্য দু'আ করা উচিত। (১১/৪৪১/৩৬২৫)

📖 أحكام القرآن للمفتى شفيعؒ (إدارة القرآن) ٣/ ٤١٦ : ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ دلت الآية على مسائل :

الأول: وجوب التجليب أو البرقع للنساء بحيث يستر جميع البدن اذا مست الحاجة الى الخروج من البيت-

الثانية : وجوب ستر الوجه للنساء اذا خيف الفتنة، كما هو مصرح فى تفسير الحبر ابن عباسؓ، ومثله عن عبيدة السلمانى فيما مر آنفا-

الثالثة : جواز الخروج من البيت للنساء عند الضرورات الطبعية أو الشرعية كما دلت عليه إشارة الكتاب والآثار الواردة فيه -

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٣٩٣ (٧٢٥٧) : عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا، وأمر عليهم

Scanned by CamScanner

والوقوع في الفتنة يؤيده المروي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - أنه قال في قوله تبارك وتعالى {إلا ما ظهر منها} [النور:٣١] أنه الرداء والثياب فكان غض البصر وترك النظر أزكى وأطهر وذلك قوله عز وجل {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم} [النور: ٣٠] وروي «أن أعميين دخلا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده بعض أزواجه سيدتنا عائشة - رضي الله تعالى عنها - وأخرى فقال لهما قوما فقالتا إنهما أعميان يا رسول الله فقال لهما أعمياوان أنتما» إلا إذا لم يكونا من أهل الشهوة بأن كانا شيخين كبيرين لعدم احتمال حدوث الشهوة فيهما.

📖 معارف القرآن ۶/ ۴۰۶ : مزین برقع پہن کر نکالنا بھی ناجائز ہے، امام جصاصؒ نے فرمایا کہ جب زیور کی اواز تک کو قرآن کریم نے اظہار زینت میں داخل قرار دیکر ممنوع کیا ہے تو مزین رنگوں کے کامدار برقعے پہن کر نکالنا بدرجۂ اولی ممنوع ہوگا۔

সৎ শাশুড়ির সাথে পর্দা করা জরুরি

প্রশ্ন : আমার শ্বশুর দুই বিবাহ করেছেন। এখন স্ত্রীর সৎমায়ের সাথে আমার দেখা দেওয়া জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয না হয় তবে দেখা দেওয়ার শরীয়তসম্মত পন্থা কী?

উত্তর : কোরআনে কারীমের বর্ণনানুযায়ী যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, সৎ শাশুড়ি ওই মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই সৎ শাশুড়ির সঙ্গে দেখা দেওয়া জায়েয নেই। (১/৩১২)

📖 سورة النساء الآية ٢٤ : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ﴾

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٩ : (فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها) أو امرأة ابنها أو أمة ثم سيدتها لأنه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو السيدة ذكرا لم يحرم بخلاف عكسه.

Scanned by CamScanner

رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة»، وقال للآخرين: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف»۔

বোরকার ধরন, প্রচলিত বোরকা ও চোখ-কপাল খোলা রাখা

প্রশ্ন : মহিলাদের বোরকার হুকুম কী? বোরকা কিরূপ হওয়া উচিত? বর্তমানে প্রচলিত বোরকা সম্পর্কে শরীয়তের মতামত কী? বা মহিলারা চশমা পরে বা এমনিতেই পুরুষদের দেখা বা শুধু নিকাব পরে ও চোখ-কপাল খোলা রাখা, এর হুকুম কী?

উত্তর : বিশেষ প্রয়োজনে মহিলাদের ঘরের বাইরে যেতে হলে আপাদমস্তক বোরকা বা বড় চাদর দিয়ে ঢেকে যাওয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু বোরকার উদ্দেশ্য যেহেতু সৌন্দর্য লুকিয়ে রাখা, তাই বোরকা ঢিলেঢালা হওয়া এবং বেশি পাতলা এবং আকর্ষণীয় কাপড়ের না হওয়া বাঞ্ছনীয়। চশমা পরে বা নেকাব পরে দুই চোখ এবং কপাল খোলা রাখা জায়েয নেই। বরং কপালসহ সমস্ত মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতে হবে। রাস্তা দেখার জন্য এক চোখ খোলা রাখতে পারবে। পুরুষের জন্য যেমন বেগানা মহিলা দেখা নাজায়েয, তেমনি মহিলাদের জন্যও ফেতনার আশঙ্কা থাকলে বেগানা পুরুষ দেখা জায়েয নেই। ফেতনার আশঙ্কা না থাকলেও না দেখাটাই উত্তম। (১১/৮৭০/৩৭২৭)

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ٣ / ٥٢٦ : قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة، وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ١٢٢ : (وأما) المرأة فلا يحل لها النظر من الرجل الأجنبي ما بين السرة إلى الركبة ولا بأس أن تنظر إلى ما سوى ذلك إذا كانت تأمن على نفسها والأفضل للشاب غض البصر عن وجه الأجنبية وكذا الشابة لما فيه من خوف حدوث الشهوة

Scanned by CamScanner

সৎ শাশুড়ির সাথে দেখা-সাক্ষাৎ নিষেধ

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকলে উভয় পক্ষের জামাতাগণ অন্য স্ত্রীকে বা সৎ শাশুড়িকে আপন শাশুড়ির ন্যায় দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে কি না? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : শরীয়ত যে সমস্ত মাহরাম তথা যার সাথে বিবাহ বন্ধন সহীহ নয়, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার অনুমতি দিয়েছে। সৎ শাশুড়ি তার অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে উভয় পক্ষের জামাতাগণ সৎ শাশুড়ির সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে না। (১৯/৫৯২/৮৩৩১)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ١ / ١٨٨ : (فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها) أو امرأة ابنها أو أمة ثم سيدتها لأنه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو السيدة ذكرا لم يحرم بخلاف عكسه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٩ : (قوله: لم يحرم) أي التزوج في الصور الثلاث؛ لأن الذكر المفروض في الأولى يصير متزوجا بنت الزوج وهي بنت رجل أجنبي.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٨ / ٣٠٨ : سوتیلا داماد محرم نہیں لہذا سوتیلی ساس اس کے ساتھ سفر حج نہیں کر سکتی۔

সৎ নানি শাশুড়ির সাথে পর্দা করা ফরয

প্রশ্ন : হযরত ফাতেমা (রা.)-এর মেয়েকে হযরত উমর (রা.) বিবাহ করেন তাহলে আয়েশা (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর সৎ নানি শাশুড়ি হন। যেহেতু সৎ নানি শাশুড়িকে বিবাহ করা যাবে না, তাই হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে উমর (রা.) কে কবর দেওয়ার পর পর্দাহীন ওই ঘরে প্রবেশ করেননি কেন?

উত্তর : হযরত ফাতেমা (রা.) হযরত মা আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর কন্যা নন। তিনি হযরত উমর (রা.)-এর সৎ নানি শাশুড়ি ছিলেন এবং সৎ নানি শাশুড়ির সাথে পর্দা করা ফরয, তদ্রূপভাবে সৎ শাশুড়ির সাথেও পর্দা করা ফরয। (১১/৪৫৫/৩৬০৩)

📖 سورة الأحزاب الآية ٦ : ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ

Scanned by CamScanner

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۷ /۳۰۴ : سوال- ان رجلا نكح ضرة أم أم الزوجة هل صح نكاحه أم لا ؟

الجواب : يصح نكاحه، بدليل قوله تعالى : احل لكم ما وراء ذلكم -

স্বামী-স্ত্রী যেসব আত্মীয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে ও সৎ শাশুড়িকে বিবাহ প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : স্বামী তার স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কাদের সাথে দেখা দিতে পারবে এবং তারা কতজন? কে কে? অনুরূপভাবে স্ত্রী স্বামীর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কাদের সাথে দেখা দিতে পারবে এবং তারা কতজন ও কে কে? বিস্তারিত দলিলসহ জানানোর জন্য বিশেষ আবেদন রইল।

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে-অপরের শুধুমাত্র বরাবর উর্ধ্বের ও নিম্নের আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে পারবে। অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীর মাতা ও উর্ধ্বতন সকল দাদি ও নানি শাশুড়ি এবং স্ত্রীর মেয়ে ও তার নিম্নস্তরের নাতনিরা ছাড়া অন্য কারো সাথে দেখা করতে পারবে না। অনুরূপভাবে স্ত্রী ও তার স্বামীর অন্য ঘরের ছেলে ও তার নিম্নস্তরের নাতিরা ছাড়া অন্য কারো সাথে দেখা করতে পারবে না। (১০/৬০৪/৩১৮৯)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ۳ / ۳۰ : (و) حرم المصاهرة (بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته) وجداتها مطلقا بمجرد العقد الصحيح (وإن لم توطأ) الزوجة لما تقرر أن وطء الأمهات يحرم البنات ونكاح البنات يحرم الأمهات، ويدخل بنات الربيبة والربيب. وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة وأقره المصنف (وزوجة أصله وفرعه مطلقا) ولو بعيدا دخل بها أو لا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۳ / ۳۰ : (قوله: وجداتها مطلقا) أي من قبل أبيها وأمها، وإن علون بحر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۳ / ۳۱ : (قوله: وزوجة أصله وفرعه) لقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} وقوله تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} والحليلة الزوجة وأما حرمة

Scanned by CamScanner

الموطوءة بغير عقد فبدليل آخر وذكر الأصلاب لإسقاط حليلة الابن المتبنى لا لإحلال حليلة الابن رضاعا فإنها تحرم كالنسب بحر وغيره. (قوله: ولو بعيدا إلخ) بيان للإطلاق أي ولو كان الأصل أو الفرع بعيدا كالجد، وإن علا وابن وإن سفل. وتحرم زوجة الأصل والفرع بمجرد العقد دخل بها أو لا.

সৎ মা-বাবার বোনদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ

প্রশ্ন : একজন মহিলার দুই বিয়ে হয়, প্রথম স্বামীর ছেলে দ্বিতীয় স্বামীর বোনদের সাথে দেখা করতে পারবে কি না? তদ্রূপ বৈমাত্রিক খালা, অর্থাৎ বাবা দুই বিয়ে করলে ওই দ্বিতীয় মায়ের বোনের সাথে দেখা করা যাবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কোনো মহিলার প্রথম স্বামীর ছেলে জন্য দ্বিতীয় স্বামীর বোন তদ্রূপ কোনো পুরুষের জন্য তার সৎ মায়ের বোন মুহার্‌রামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই তাদের সাথে পর্দাহীনভাবে দেখা-সাক্ষাৎ জায়েয হবে না। (১৯/২৯৬/৮১৫৭)

📖 سورة النساء الآية ٢٣ : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٢ / ٣٥٨ : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم اپنے باپ کے حقیقی بہن علاتی یا اخیافی بہن تینوں سے نکاح حرام ہے۔... ... اپنی والدہ کی بہن حقیقی ہو یا علاتی ہو یا اخیافی ہو ہر ایک سے نکاح حرام ہے۔

📖 فيه ايضا ٢/ ٣٦٤ : وأحل لكم ما وراء ذٰلكم یعنی جو محرمات اب تک مذکر ہوئیں ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں مثلاً چچا کی لڑکی خالہ کی لڑکی ماموزاد بہن ماموں، چچا کی بیوی ان کی وفات یا طلاق دینے کے بعد بشرطیکہ یہ مذکورہ اقسام اور کسی رشتہ سے محرم نہ ہو اور منہ بولے بیٹے کی بیوی جب وہ طلاق دیدے یا وفات

Scanned by CamScanner

پاجائے بیوی مر جائے تو اس کی بہن کے ساتھ وغیرہ بے شمار صورتیں بنتی ہے سب ان کو ماوراء ذٰلکم کے عموم میں داخل فرمادیا۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۳۳۲ : جواب—سوتیلی ماں کی بہن سے اور اس مرد کے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان نکاح جائز نہ ہو۔

মামির সাথে অবশ্যই পর্দা করতে হবে

প্রশ্ন : আমার ভাগিনা ছোটকাল থেকেই আমার কাছে বড় হয়েছে। তার মামি তাকে দীর্ঘদিন লালন-পালন করেছে। তার মামিও তাকে ছেলের মতো মনে করে। আর আমার ভাগিনাও তার মামিকে তার মায়ের মতো মনে করে। এখন বালেগ হওয়ার পর আমি তার মামির সাথে তাকে পর্দা করতে বলি। এমতাবস্থায় তাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ভাগিনা মামার গৃহে প্রতিপালন হওয়ায় মামিকে মায়ের মতো মনে করলেও ভাগিনা বালেগ হওয়ার পর তার সঙ্গে মামির পর্দা করা ফরয। (১৩/৬৯১/৫৪০৫)

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٤٠٦ : (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين رجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸/ ۲۸۹ : سوال- چچی اور ممانی سے پردہ کرنا ضروری ہے یا دیگر محارم کی طرح ہیں؟

الجواب - یہ دونوں سوتیلی ہوں یا سگی شرعاً اجنبی ہیں ان سے پردہ ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ غیروں سے۔

একজন নারীর নিজেকে হেবার ঘটনা পর্দার বিধানের আগের না পরের?

প্রশ্ন : বোখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড ৭৬৮ পৃষ্ঠায় বিয়ের পূর্বে মেয়ে দেখার অধ্যায়ে একটি হাদীস আছে, এক মহিলা এসে নিজেকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে হেবা করেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কোনো উত্তর দেননি। মজলিশে উপস্থিত এক সাহাবী

Scanned by CamScanner

দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনার কোনো প্রয়োজন না থাকে তবে ওই মহিলার সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিন। এটি পর্দা ফরয হওয়ার পূর্বের নাকি পরের?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মহিলাটির আগমন পর্দার হুকুম আসার পূর্বের কি না এ ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের মতানৈক্য রয়েছে। উল্লেখ্য যে উক্ত মহিলাটি কাপড়ে আচ্ছন্ন হয়ে শরয়ী পর্দা সহকারে এসেছিলেন। (৮/৩৯২/২১৬৯)

📖 فتح الباری (دار الریان) ٩ / ١١٨ : وسلك بن العربي في الجواب مسلكا آخر فقال يحتمل أن ذلك قبل الحجاب أو بعده لكنها كانت متلففة.

একই কামরায় মা ও যুবক ছেলের শয়ন করা

প্রশ্ন : যয়নবের বয়স ৪২। দুই ছেলে, এক মেয়ে ও মা নিয়ে সংসার করেন। তিন কামরাবিশিষ্ট বাসায় তাঁদের বসবাস। বড় ছেলের বয়স ২৫। ছোট ছেলের বয়স ২০। মেয়েটিকে বিয়ে দিয়েছেন। জামাই দূর দেশে থাকেন। জামাই যখন বেড়াতে আসেন তখন এক কামরায় জামাই-মেয়ে থাকেন। দ্বিতীয় কামরায় ছোট ছেলে একা থাকে ও পড়াশোনা করে। তৃতীয় কামরায় যয়নব, বৃদ্ধা মা ও বড় ছেলেসহ তিনজন থাকে। এ তৃতীয় কামরাটিতে বড় ছেলে আলাদা খাটে থাকে। এমতাবস্থায় যয়নব, যয়নবের বড় ছেলে ও যয়নবের মা একই কামরায় রাতে থাকাটা শরীয়তে কতটুকু অনুমতি আছে? দলিলসহ জানতে ইচ্ছুক।

উল্লেখ্য, যদিও মা ও ছেলে আলাদা খাটে থাকে; কিন্তু মাঝে কোনো পর্দা নেই। মা ও ছেলে উভয়েই খুব দ্বীনদার। সে হিসেবে ফেতনার কোনো কল্পনাই করা যায় না। কেউ কেউ বলে থাকে, যুবতী মা ও যুবক ছেলে একই ঘরে থাকা একেবারেই নাজায়েয ও হারাম–ইহা কতটুকু সঠিক? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : মাহরাম নারী-পুরুষের খাট ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও নিজের ওপর পূর্ণ আস্থাশীল হওয়া অবস্থায়ও ভিন্ন রুমে থাকা উচিত। বিশেষ করে যদি মাহরাম যুবক-যুবতী হয়। তদুপরি বিশেষ প্রয়োজনে পর্দা দিয়ে থাকবে। (৪/৮৪/৫৮৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ١٣٥ (٢١٧١) : عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب، إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم».

Scanned by CamScanner

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ١٥٣ : وفي هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها وهذان الأمران مجمع عليهما.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٨٢ : وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما بين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله - عليه الصلاة والسلام - «وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر» وفي النتف إذا بلغوا ستا كذا في المجتبى.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٤٨ : قال محمد - رحمه الله تعالى -: ويجوز له أن يسافر بها ويخلو بها يعني بمحارمه إذا أمن على نفسه، فإن علم أنه يشتهيها أو تشتهيه إن سافر بها أو خلا بها أو كان أكبر رأيه ذلك أو شك فلا يباح له ذلك، وإن احتاج إلى حملها وإنزالها في السفر فلا بأس بأن يأخذ بطنها وظهرها من وراء الثياب، فإن خاف الشهوة على نفسه أو عليها فليجتنب بجهده وذلك بأن يجتنب أصلا متى أمكنها الركوب والنزول بنفسها، وإن لم يمكنها ذلك تكلف المحرم في ذلك زيادة تكلف بالثياب حتى لا يصل إليه حرارة بدنها، وإن لم يمكنه ذلك تكلف المحرم لدفع الشهوة عن قلبه يعني لا يقصد بها فعل قضاء الشهوة، كذا في الذخيرة.

জিনের সাথে পর্দার বিধান

প্রশ্ন : জিনের (নারী হোক বা পুরুষ) সাথে মানুষের পর্দা করা জরুরি কি না?

উত্তর : সাধারণত পর্দার সম্পর্ক চোখের সাথে। জিন দেখা যায় না, তাই তাদের সাথে পর্দার প্রশ্নই আসে না। (১২/৫২০/৩৯৯৯)

Scanned by CamScanner

মহিলাদের শরীরের মাপ নেওয়া ও অবৈধ পোশাক তৈরি করা

প্রশ্ন : আমি একজন টেইলারিং মাস্টার। আমার দোকানে বাচ্চাসহ পুরুষ ও মহিলাদের পোশাক তৈরি করা হয়। মহিলা কর্মী না থাকায় অনেক সময় আমাকেই মহিলাদের মাপ নিতে হয়। যথাসাধ্য আমি হাত না লাগাতে চেষ্টা করি। আবার অনেক সময় তাদের অর্ডার মতো শরীয়তপরিপন্থী পোশাক যেমন : আঁটসাঁট, হাতকাটা, ডিভাইডেড ইত্যাদি বানিয়ে থাকি। এখন জানার বিষয় হলো, আমার জন্য মহিলাদের মাপ নেওয়া ও তাদের কথামতো শরীয়তপরিপন্থী পোশাক বানানো জায়েয হবে কি? এমতাবস্থায় এ পেশার উপার্জন হালাল হবে কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় কোনো কাটিং মাস্টার বা টেইলার্স মাস্টারের জন্য মহিলা কর্মী না থাকার অজুহাতে শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান পর্দা লঙ্ঘন করে কোনো বেগানা মহিলার শরীর স্পর্শ করা এবং তাদের মাপ নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও মারাত্মক গোনাহ। তাই এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরি। একান্ত প্রয়োজনে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন না হয় মতো অন্য কোনো পন্থায় মাপ নিয়ে নেবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যে সমস্ত পোশাক স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহার করা নাজায়েয ও হারাম, এ ধরনের পোশাক কোনো টেইলারের জন্য তৈরি করার অনুমতি নেই। তবে এ ধরনের পোশাক তৈরি করার বিনিময় বা মজুরি হারাম বলা না গেলেও এ ধরনের পোশাক তৈরি করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেনেনা এতে অন্যকে গোনাহের কাজে সহযোগিতা করার দরুন উক্ত টেইলারও গোনাহগার বলে বিবেচিত হবে। (১৩/৯০০/৫৬৫৫)

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٤٠٦ : (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين رجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ، ولذا ثبت به حرمة المصاهرة كما يأتي -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٤٠٦ : (قوله كمسه) أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة إلخ. قال الشارح في الحظر والإباحة: وهذا في الشابة، أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن. اهـ

ثم كان المناسب في التعبير ذكر مسألة المس بعد مسألة النظر، بأن يقول: ولا يجوز النظر إليه بشهوة كمسه وإن أمن الشهوة إلخ لأن كلا من النظر والمس مما يمنع الرجل عنه، والكلام فيما تمنع هي عنه (قوله لأنه أغلظ) أي من النظر وهو علة لمنع المس عند أمن الشهوة أي بخلاف النظر فإنه عند الأمن لا يمنع ط.

Scanned by CamScanner

📖 قاضيخان مع الهندية (زكريا) ٣ / ٤٠٤ : وكذا أن الإسكاف أو الخياط إذا استؤجر على خياطة شئ من زى الفساق ويعطى له فى ذلك كثير أجر لا يستحب له أن يعمل؛ لأنه إعانة على المعصية .

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٦ / ٢٩ : وبيع المكعب المفضض للرجال أن يشتريه ليلبسه يكره؛ لأنه إعانة له على لبس الحرام، ولو أن إسكافا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة أو خياطا أمره إنسان أن يخيط له ثوبا على زي الفساق يكره له أن يفعل له ذلك؛ لأن هذا تسبيب في التشبه بالمجوس والفسقة.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨ / ٢٠٢ : وبيع المكعب المفضض للرجال إذا علم أنه يشتريه ليلبسه يكره؛ لأنه إعانة له على لبس الحرام ولو أن إسكافيا أمره إنسان أن يتخذ له خفا على زي المجوس أو الفسقة، أو خياطا أمره إنسان أن يخيط له قميصا على زي الفساق يكره له أن يفعل ذلك كذا في المحيط.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵ / ۱۴۵ : سوال—ڈاڑھی بنانے والا نائی بھی مؤاخذہ دار ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ اس کا پیسہ یہی ہے جیسا کہ عوام حکم دیتے ہیں ویسا ہی بناتا ہے اسی طرح کپڑا سینے والا انگریزی کوٹ یا نیکر یا پتلون وغیرہ سیتے ہیں یہ کس حکم میں ہے؟

الجواب—ایسا نائی اور درزی بھی گنہگار ہے۔

বৃদ্ধের সেবা-যত্নের জন্য যুবতী নারী রাখা

প্রশ্ন: জনৈক বৃদ্ধলোক বয়স আনুমানিক ৮০-৮২ বছর। অনেক দিন পূর্বে তার স্ত্রী মারা যায়। বর্তমানে সে নিজে নিজে চলতে অক্ষম। তাই তার সেবার জন্য দুজন যুবতী রাখা হয়েছে। যাদের ওপর ভর করে সে বাথরুম ইত্যাদিতে যায়। উল্লেখ্য যে উক্ত যুবতীদ্বয় তার গায়রে মাহরাম। প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত বৃদ্ধ লোকটির এ আচরণ শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ?

উত্তর : পুরুষ লোক যুবক হোক বা বৃদ্ধ শারীরিক সেবার প্রয়োজন হলে তার জন্য পুরুষ সেবকই রাখা উচিত। যুবতী পরনারী রাখা এবং তাদের দিকে নজর করা বা তাদের ধরাছোঁয়া ও কাঁধে ভর করে বাথরুম ইত্যাদিতে যাওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম। (১৭/৬১)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٤/ ١٨٩ : قال أبو حنيفة: أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلو بها وكذلك الأمة وهو قول أبي يوسف ومحمد أما الخلوة فلأن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٦٧ : فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة؛ لأنه أغلظ ولذا تثبت به حرمة المصاهرة وهذا في الشابة.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٣١/ ٥٥ : ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز مس الرجل شيئا من جسد المرأة الأجنبية الحية، سواء أكانت شابة أم عجوزا، لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة قط. ولأن المس أبلغ من النظر في اللذة وإثارة الشهوة.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٨/ ٦٦ : بیمار کی تیمارداری تو بہت اچھی بات ہے لیکن نامحرم مردوں سے بے حجابی اس سے بڑھ کر وبال ہے عورتوں کے ذمہ خواتین کی تیمارداری کا کام ہونا چاہئے مردوں کی تیمارداری کی خدمت عورتوں کے ذمہ صحیح نہیں۔

আত্মীয়তা রক্ষার্থে পর্দার বিধান লঙ্ঘন করা

প্রশ্ন : ১. আমার শ্বশুরবাড়িতে পর্দার পরিবেশ নেই। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীর ভাবি ও বোনদের সাথে পর্দা করে চলি। এ কারণে তারা আমাকে বেশি ভালো নজরে দেখে না। তাই আমি তাদের শর্ত দিয়েছি যে যত দিন আপনারা শরয়ী পর্দা না করবেন আমি আপনাদের বাড়িতে আসব না। এখন আমার জানতে ইচ্ছা করছে, শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার হুকুম কী? এবং আমার জন্য কী করা ভালো হবে?

২. শরয়ী পর্দা করতে গেলে আত্মীয়স্বজন নারাজ হয়, এমনকি আত্মীয়তার সম্পর্কই যেন ছিন্ন হয়ে যায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। এ অবস্থায় কোনটা করা উত্তম হবে? পর্দা করা, না আত্মীয়দের নারাজ করা?

উত্তর : পর্দা করা আল্লাহ তা'আলার অকাট্য বিধান। আত্মীয়স্বজন নারাজ হলেও এ বিধান মেনে চলতে হবে। আত্মীয়তা বজায় রাখতে গিয়ে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করা বৈধ হবে না। বলাবাহুল্য, না মাহরাম আত্মীয়দের সাথে পর্দা করেও আত্মীয়তা রক্ষা করা অসম্ভব কিছু নয়। তাই শ্বশুরবাড়িতে যদি পর্দার বিধান চালু না থাকে তাহলে তাদের বোঝাতে হবে। এর পরও যদি তারা না মানে তাহলে সংশোধনের জন্য তাদের

Scanned by CamScanner

বাড়িতে যাতায়াত বন্ধ করা শরীয়তসম্মত হবে। তবে শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে দেখা করা, কথাবার্তা বলা, তাঁদের সম্মান-মর্যাদা দান করা ও মাঝেমধ্যে হাদিয়া-তোহফা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের প্রাপ্য হক আদায়ের যথাযথ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া জরুরি। (১১/৫০১/৩৫৯৯)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٣٩٣ (٧٢٥٧) : عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا، وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة»، وقال للآخرين: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف» -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷ /۲۳۳ :سوال- میرے والدین پردہ کرنے کے خلاف ہیں میں کیا کروں؟

جواب- اللہ اور اس کے رسول ﷺ بے پردگی کے خلاف ہیں آپ کے والدین کا اللہ اور رسول ﷺ سے مقابلہ ہے آپ کو چاہئے کہ اس مقابلہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ساتھ دیں، والدین اگر اللہ اور رسول کی مخالفت کرکے جہنم میں جانا چاہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نہ جائیں۔

📖 فیہ ایضا ۸/ ۵۹ : ج: عورت اپنے دیور جیٹھ کیساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے چہرہ کا پردہ کرے۔ بے تکلفی کیساتھ باتیں نہ کرے ہنسی، مذاق نہ کرے۔ بس اتنا کافی ہے اس پر اپنی بیوی کو سمجھا لیجئے۔ آج کل چونکہ پردہ کا رواج نہیں اس لئے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ والدین کی بے ادبی تو نہ کی جائے، لیکن خدا اور سول اللہ ﷺ کے خلاف کوئی بات کہیں تو ان کے حکم کی تعمیل نہ کی جائے۔

দেবরের সাথে দেখা করতে বাধ্য করা

প্রশ্ন : আমার স্বামী শরীয়তমতো পর্দা করতে বাধা দিচ্ছে। অর্থাৎ তিন-চারজন পূর্ণ যুবক দেবরের সাথে দেখা ও কথাবার্তা বলতে হয় এবং তাদের রান্নার কাজ ইত্যাদিও করতে হয়। স্বামীর আত্মীয় যারা গায়রে মাহরাম তাদের সাথেও বাধ্যতামূলক সাক্ষাৎ করতে হয়। আমি যদি স্বামীর কথামতো দেবরদের সাথে সাক্ষাৎ করি তাহলে আমি গোনাহগার হব, নাকি আমার স্বামী গোনাহগার হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : গোনাহের কাজে স্বামীর নির্দেশ মানার অনুমতি নেই। দেবর-ভাশুরের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ গোনাহ। হাদীস শরীফে দেবর-ভাশুরকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অতএব আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে স্বামীর নির্দেশ মানার অনুমতি নেই, নচেৎ উভয়েই গোনাহগার হবেন। (৬/৫৬৭/১৩৩৬)

📖 صحيح مسلم (٢١٧٢) : عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال: رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت».

📖 صحيح البخاري (٧٢٥٧) : عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا، وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة»، وقال للآخرين: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف».

দেবর-ভাশুরের হুকুম এক ও অভিন্ন

প্রশ্ন : দেবর তথা স্বামীর ছোট ভাই, ভাশুর তথা স্বামীর বড় ভাই উভয়ের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য সমান হুকুম হবে, নাকি সামান্য পার্থক্য আছে?

উত্তর : পর্দার ব্যাপারে দেবর এবং ভাশুর উভয়ের একই হুকুম। (১৬/১৮৯/৬৪৩৪)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٣٩٦ (٥٢٣٢) : عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت».

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٢٠/ ٢١٣ : وفي رواية ابن وهب عند مسلم: وسمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه، وقال النووي: المراد من الحمو في الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد: الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن

Scanned by CamScanner

الأخت ونحوهم ممن يحل لها تزوجيه لو لم تكن متزوجة، وجرت العادة بالتساهل فيه، فيخلو الأخ بامرأة أخيه فشبهه بالموت.

স্বামীর সাথে পর্দা নিয়ে মতপার্থক্য ও বনিবনা না হওয়া

প্রশ্ন : আমার অবস্থা আপনি কিছুটা হলেও জানেন। পর্দার ব্যাপারে এর আগে অনেকবার আপনার কাছে মাসআলা নিয়েছি। আপনি বলেছেন যে মুখ খোলা যাবে না, চোখও খোলা যাবে না। কিন্তু অনেক কষ্ট করে আজ ১২ বছর ধরে এ পর্দাকে আল্লাহ পাকের হুকুম ফরয জেনে হালকা করতে পারিনি। কিছুদিন পরপরই স্বামী পর্দার ব্যাপারে খুবই রাগ করে। সে বলে, আমি তোমাকে বেপর্দা হতে বলি না, তুমি বেশি বাড়াবাড়ি করো, ইসলাম অত কঠিন না। এসব কারণে বর্তমানে সে আমার সাথে কথা বলে না। প্রায় এক মাস হলো সে বলে, তুমি আমার জীবনটা নষ্ট করে দিলে, জীবনের সাধ দিলে না। তার ইচ্ছা আমাকে বাইরে নিয়ে যাবে ও ঘুরবে। বাইরে যেসব পর্দা দেখে তা-ই ঠিক মনে করে এ পর্দাকে সে বেশি বাড়াবাড়ি মনে করে। এখন সংসার ভাঙার মতো অবস্থা। তার খিদমত করতে দেয় না পুরোপুরি। সে বলে, স্বামীর মনোরঞ্জন করা তো ফরয। সে বলে, যদি আমার কথামতো চলো তাহলে আছি, আর যদি না চলো আমি তোমার ব্যাপারে কোনো চিন্তা-ভাবনা করব না, তোমার মতো তুমি থাকো আর আমার মতো আমি থাকি। কোনো দিন আমার কাছে এসে আমাকে ডিস্টার্ব করবে না। এই হলো বর্তমান অবস্থা। এখন আমার করণীয় কী?

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণে বোঝা যায়, আপনার স্বামী আপনাকে সম্পূর্ণ বেপর্দায় চলতে বাধ্য করে না, নির্দেশও দেয় না। মতপার্থক্য হয়েছে পূর্ণরূপে পর্দা পালন বা লঙ্ঘন নিয়ে। অন্যদিকে পর্দার পরিধি কতটুকু এতে ফকীহগণের মধ্যে মতনৈক্য রয়েছে বিধায় পরিপূর্ণ পর্দা পালন করাই নারী সমাজের জন্য আসল বিধান। তবে করতে হবে স্বামীর সাথে সুসম্পর্ক রেখে ও তাকে মানিয়ে নেওয়ার পদ্ধতিতে। অতি কড়াকড়ি করে স্বামীর অবাধ্য হয়ে পূর্ণাঙ্গ পর্দার জন্য ঘর-সংসার ভেঙে ফেলা উচিত নয়। তাই আপনার করণীয় হলো, স্বামীকে নম্রতা-ভদ্রতা, হিকমত ও কৌশলে বুঝিয়ে নেবেন। এতে সময় লাগতে পারে, ধৈর্য, সবর, হিকমত সব পন্থায় প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যতটুকু স্বামীর কথায় পর্দার আংশিক পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন তার জন্য আল্লাহর নিকট একাগ্রতায় গোনাহ মাফ চাওয়া ও স্বামীর হেদায়েতের জন্য দু'আ করা। ঘর ভাঙনের পরিস্থিতি না হওয়ার মতো পন্থা গ্রহণ করাই আপনার কর্তব্য। (১০/৭৭৪/৩৩২০)

📖 الهداية (الأشرفيه) ٤/ ٤٥٨ : قال : "ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها" لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما

Scanned by CamScanner

ظهر منها} [النور: ٣١] قال علي وابن عباس رضي الله عنهما؛ ما ظهر منها الكحل والخاتم، والمراد موضعهما وهو الوجه والكف، كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها. وعن أبي حنيفة أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة. وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا؛ لأنه قد يبدو منها عادة.

📖 الخانية مع الهندية (زكريا) ١/ ٤٤٣ : وسئل بعض العلماء عن امرأة لها زوج لا يصلى والمرأة تأبى أن تكون معه، قال : ليس لها ذلك كرجل عليه دين لرجل وعلى رب الدين حقوق الله تعالى من الزكاة والحج والعشر وهو لا يؤدى حقوق الشرع ليس للمديون أن يمتنع عن قضاء الدين ويقول انه لا يؤدى حقوق الشرع فلا أؤدى حقه.

অসহায় মহিলাদের পর্দা ও প্রয়োজনে বাজারে যাওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : ১) শরীয়তের দৃষ্টিতে যে পর্দার নির্দেশ রয়েছে তা ইরানি, সৌদিয়ান বা এজাতীয় বোরকা পরিধান করে স্বামীর বড় ভাই অথবা ছোট ভাইয়ের সাথে দেখা দেওয়া কথা বলা। এমন ওড়না পরিধান করা, যা দ্বারা শরীরের গঠন বা সৌন্দর্য প্রকাশ পায় না। গায়রে মাহরাম আত্মীয়স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করা পরিচয় করা কতটুকু শরীয়তসম্মত? যদি এমন না করে তাহলে ফেতনা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাতে কী করণীয়? বা কোন পন্থা অবলম্বন করবে?

২) গরিব ও অসহায় মহিলা, যার পক্ষে দেয়াল, টিনের বেড়া বা মুলির বেড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। রাস্তার পাশে বাইরের লোকজন যাতায়াত করা অবস্থায় মহিলাকে রান্না ইত্যাদি কাজ করতে দেখে এবং মহিলারাও তাদের দেখে। এখন তার কী করণীয়। সে কি পর্দার বাইরে থাকার অন্তর্ভুক্ত হবে?

৩) মহিলার স্বামী মারা গেছে। বড় ছেলে আছে। সে বিদেশে থাকে। এখন হাট-বাজারে ইত্যাদি বর্তমানে যে বোরকা রয়েছে, তা পরিধান করে মার্কেটে যাওয়া বা গায়রে মাহরামের সাথে দেখা দিয়ে কথা বলা বা বাজার করানো জায়েয হবে কি না? সেও কি লঙ্ঘনকারীর অন্তর্ভুক্ত হবে? এবং শরীয়তে কোন ধরনের পর্দার নির্দেশ দিয়েছে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রথমত, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীরকে এমনভাবে আবৃত করা, যাতে মহিলার শরীরের গঠন ও সৌন্দর্য কোনোটিই প্রকাশ না পায়–এটাকেই পর্দা বলে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে বড় বড় চাদর ও ওড়না জাতীয় কাপড় দ্বারা পর্দার কাজ নেওয়া হতো। পরবর্তীতে তা বোরকার আকারে প্রকাশ পায়।
দ্বিতীয়ত, কোরআন-হাদীসের আলোকে পর্দার বিভিন্ন স্তর পরিলক্ষিত হয়।
ক) মহিলা ঘরের মধ্যে পূর্ণ পর্দার সাথে থাকা, যাতে কেউ তার আকার-আকৃতিও দেখতে না পায়। আসল ও প্রকৃত পর্দা এটাই, যা সকলের জন্য উত্তম পন্থা।
খ) অনিবার্য প্রয়োজনে পরপুরুষের সামনে শরয়ী বোরকা নিয়ে হাত ও মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ আবৃত করে বের হওয়া, অতি প্রয়োজনে ঘর থেকে এভাবে বের হওয়া যেতে পারে।
গ) যেসব ক্ষেত্রে ফেতনা ও কুদৃষ্টির আশঙ্কা নেই, শুধু সেখানে পুরো বোরকাসহ হাত ও মুখমণ্ডল খোলা রেখেও প্রকাশ হওয়া, এটা পর্দার শেষ স্তর হলেও মুখমণ্ডল সাধারণত ফেতনার মূল কারণ হওয়া বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম হাত ও মুখমণ্ডল খোলা রেখে পরপুরুষদের সামনে প্রকাশ হতে নিষেধ করেছেন।
উপরোল্লিখিত নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে :

১) প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় গায়রে মাহরাম নিকট আত্মীয়ের সামনে বোরকা পরে দেখা নিষ্প্রয়োজন বিধায় এটা পর্দার পরিপন্থী হওয়ায় অবৈধ। হ্যাঁ, প্রয়োজনীয় কথাবার্তা পর্দার আড়ালে থেকে বলা যেতে পারে। তবে বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছাড়া গায়রে মাহরামের সাথে সাক্ষাৎ-পরিচয় শরয়ী অনুমতির আওতায় পড়ে না।
২) যেসব গরিব মহিলা পর্দার সুব্যবস্থা করতে পারে না তাদের জন্য নিজ শরীরকে বড় ওড়না বা কাপড় দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত করে রান্নার কাজ করা বৈধ। এটা পর্দার দ্বিতীয় স্তরে পড়ে বিধায় গোনাহ হবে না।
৩) তেমনিভাবে পুরুষ না থাকায় মহিলা নিজেই জরুরি বাজার খরচ করার জন্য পূর্ণ পর্দার সাথে হাত ও মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ আবৃত করে সাজগোজ সম্পূর্ণ পরিহার করে ঘর থেকে বের হতে পারবে। এটা পর্দার দ্বিতীয় স্তরে পড়ে বিধায় অনুমতি দেওয়া যায়। (৮/২৭১/২১০৩)

📖 أحكام القرآن للمفتي شفيع رحمه الله (إدارة القرآن) ٣/ ٤١٦ : ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ دلت الآية على مسائل :
الأول: وجوب التجليب أو البرقع للنساء بحيث يستر جميع البدن اذا مست الحاجة الى الخروج من البيت-

Scanned by CamScanner

الثانية : وجوب ستر الوجه للنساء اذا خيف الفتنة، كما هو مصرح فى تفسير الحبر ابن عباس ؓ، ومثله عن عبيدة السلمانى فيما مر آنفا-

الثالثة : جواز الخروج من البيت للنساء عند الضرورات الطبعية أو الشرعية كما دلت عليه إشارة الكتاب والآثار الواردة فيه -

📖 الهداية (الأشرفيه) ٤/ ٤٥٨ : قال: "ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها" لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال علي وابن عباس رضي الله عنهما؛ ما ظهر منها الكحل والخاتم، والمراد موضعهما وهو الوجه والكف، كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها. وعن أبي حنيفة أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة. وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا؛ لأنه قد يبدو منها عادة. قال: "فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة.

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ٢٧٠ : قال مشايخنا تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة وشمل كلامه الشعر المترسل وفيه روايتان وفي المحيط والأصح أنه عورة.

📖 تكملة فتح الملهم ٤ /٢٦١

দ্বিতলবিশিষ্ট ঘরে পরিবার নিয়ে বসবাস করা

প্রশ্ন : দ্বিতলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ে পরিবারসহ বসবাস করা জায়েয হবে কি না? এবং এতে শরয়ী পর্দার কোনো প্রকার ত্রুটি হয় কি না?

উত্তর : দ্বিতলবিশিষ্ট ঘরে এবং যেকোনো প্রকার ঘরে পরিবারসহ বসবাস করতে কোনো শরয়ী বাধা নেই, যদি তাতে শরয়ী পর্দার লঙ্ঘন না হয়। (১/১২৫/১০৩)

Scanned by CamScanner

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

📖 سورة النور الآية ٣١ : ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

📖 سورة الأحزاب ٥٣ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا﴾

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ص ٦٠ : وفي شرح المنار للمصنف: الأشياء في الأصل على الإباحة عند بعض الحنفية، ومنهم الكرخي -

অভাবের কারণে পুরুষ ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া

প্রশ্ন : আমার এক আত্মীয় আছে তার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে হচ্ছে। এখন সে যদি আমার পরিচিত ডাক্তারের নিকট যায় তাহলে অল্প খরচে ভালো চিকিৎসা নিতে পারে। তবে পরিচিত ডাক্তারের ওখানে পুরুষ-মহিলাদের জন্য পৃথক কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে বেপর্দার ছড়াছড়ি। আর যদি অপরিচিত ডাক্তারের নিকট যায় তাহলে তার চিকিৎসার খরচ অনেক বেশি লেগে যাবে,

Scanned by CamScanner

তবে সেখানে পর্দার সুব্যবস্থা আছে। এখন জানার বিষয় হলো, এই অসহায়-গরিব আত্মীয় কোন ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণ করবে?

উত্তর : পর্দা শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এ বিধানের ওপর যথাসাধ্য আমল করতে হবে। হাসপাতালের পরিবেশে পর্দার ব্যবস্থা থাকা না থাকা মৌলিক কোনো বিষয় নয়। নিজের পর্দার ব্যবস্থা নিজেকেই করে নিতে হবে। তাই অসহায়-গরিব নারী কম খরচে ভালো চিকিৎসা যেখানে করা যায়, সেখানে করবে এবং সেখানে পর্দার সুব্যবস্থা না থাকলে সাধ্যমতো নিজের পর্দার ব্যবস্থা নিজে করে নেবে। (১৫/৮০৪)

📖 قواعد الفقه (الأشرفيه) ص ٨٩ : قاعدة ١٧٠ : الضرورات تبيح المحظورات.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٧٠ : (وشرائها ومداواتها ينظر) الطبيب (إلى موضع مرضها بقدر الضرورة) إذ الضرورات تتقدر بقدرها وكذا نظر قابلة وختان وينبغي أن يعلم امرأة تداويها لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف.

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٦ /١٧ : وفي نظر الطبيب إلى موضع المرض ضرورة فيرخص لهم إحياء لحقوق الناس ودفعا لحاجتهم فصار كنظر الختان والخافضة-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٣٠ : امرأة أصابتها قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظر إليه لا يحل أن ينظر إليها لكن تعلم امرأة تداويها، فإن لم يجدوا امرأة تداويها، ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت وخيف عليها البلاء أو الوجع أو الهلاك، فإنه يستر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة، ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸ /۴۳ : الجواب-ایسی ضرورت کے موقع پر حتی الامکان مسلمان عورت ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا لازم ہے، اگر بروقت عورت ڈاکٹر نہ مل رہی ہو اور ضرورت شدیدہ ہو تو مرد ڈاکٹر کیلئے بھی ایسا کرنا جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

রোগীর সেবা করার জন্য ভাবির শয়নকক্ষে আসা-যাওয়া করা

প্রশ্ন : আমার বড় পুত্র তিন বছর যাবৎ প্যারালাইসেসে আক্রান্ত। আমার ছোট ছেলের জন্য গভীর রাতে ভাইয়ের খিদমত করার জন্য ভাবি ও ভাই যে রুমে থাকে সেখানে যাওয়া শরীয়তমতে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শরয়ী পর্দা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ফরয, যা পালন করা সবার জন্য জরুরি। অন্যথায় ফরয লঙ্ঘন করার গোনাহ হবে। অসুস্থ বড় ভাইয়ের খিদমত করা ছোট ভাইয়ের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু তা হতে হবে শরীয়তের সীমারেখার ভেতরে। শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করে তা করার কখনো অনুমতি নেই। ভাবির সাথে পর্দা করা দেবরের জন্য ফরয। এ ফরয লঙ্ঘন করে ভাবির উপস্থিতিতে ভাইয়ের খিদমত করা, বিশেষ করে গভীর রাতে অত্যন্ত গর্হিত ও মারাত্মক গোনাহের কাজ। এ ধরনের গোনাহের কাজ পরিহার করা জরুরি। পর্দার বিধান বজায় রেখে ভাইয়ের খিদমত করবে অথবা মাহরাম ব্যক্তি তার খিদমত করবে। (১২/৫৩)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٥١٧ (٢٧٧٨) : عن نبهان، مولى أم سلمة، أنه حدثه أن أم سلمة، حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت: فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احتجبا منه»، فقلت: يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه»-

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٤٠٦ : (وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين رجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٨/ ٥٩ : ج: عورت اپنے دیور جیٹھ کیساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے چہرہ کا پردہ کرے۔ بے تکلفی کیساتھ باتیں نہ کرے ہنسی، مذاق نہ کرے ۔بس اتنا کافی ہے اس پر اپنی بیوی کو سمجھا لیجئے۔

Scanned by CamScanner

মহিলা রোগীদের চিকিৎসা করা

প্রশ্ন : আমি একজন সরকারি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা। আমার কাজ হলো, মহিলা ও শিশু বাচ্চাদের চিকিৎসা করা। এ অবস্থায় আমার দ্বারা পর্দা করা সম্ভবপর নয়। এখন আমি কি ওই চাকরিতে বহাল থাকব, নাকি চাকরি ছেড়ে দেব? যদি চাকরি ছেড়ে দিই তাহলে আমার জন্য সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে কঠিন হয়ে যাবে।

উত্তর : ডাক্তারদের জন্য জরুরি বা জরুরত সাপেক্ষে মহিলা রোগীর যতটুকু অঙ্গ দেখার প্রয়োজন ততটুকু দেখার অনুমতি আছে, এর চেয়ে বেশি নয়। তাই যে অঙ্গ না দেখলে বা স্পর্শ না করলে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়, সেই অঙ্গ দেখা বা স্পর্শ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয, এর চেয়ে বেশি নয়। সুতরাং আপনার জন্য শরয়ী পর্দা সম্পূর্ণ বজায় রেখে মহিলা রোগীদের চিকিৎসা করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো আপত্তি নেই। (১০/৫২৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٧١ : وقال في الجوهرة: إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء، لأنه موضع ضرورة، وإن كان في موضع الفرج، فينبغي أن يعلم امرأة تداويها فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح اهـ فتأمل والظاهر أن "ينبغي" هنا للوجوب.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۰/ ۳۵۹ : جس حصۂ جسم کو چھپانا فرض ہے اگر اس میں کوئی تکلیف زخم وغیرہ ہو کہ بغیر معالج کی سامنے کھولے علاج نہ ہو سکتا ہو تو صرف اتنا حصہ شدت ضرورت کے وقت کھولنا شرعاً درست ہے اس سے زیادہ نامحرم کے سامنے کھولنا جائز نہیں۔

বেপর্দা নারীর সাথে পর্দানশিল নারীর পর্দা করা

প্রশ্ন : বেপর্দা মহিলাদের সাথে পর্দানশিন মহিলাদের পর্দা করার শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : পর্দানশিন মহিলাদের জন্য বেপর্দা চলাচলকারী মহিলাদের থেকে পর্দা করা জরুরি না হলেও নিজের ইজ্জত ও সতিত্ব রক্ষার লক্ষ্যে তাদের থেকে পর্দা করার কথা

Scanned by CamScanner

উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন। সে হিসেবে প্রশ্নে বর্ণিত বেপর্দা মহিলাদের থেকে পর্দা করা উচিত। (১৯/৪৭৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٧١ : ولا تنبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال، فلا تضع جلبابها ولا خمارها كما في السراج اه.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۹۶ : سوال- میں نے جب سے یہ حدیث مشکوۃ کی سنی ہے تب سے بدکار عورتوں کا گھر میں آنا جانا بند کردیا ہے، عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال: لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: يا عبد الله إن فتح الله لكم غدا الطائف فإني أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يدخلن هؤلاء عليكم» - متفق عليه

اب عرض یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ مطلب نکل سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب- ممانعت اس قسم کی عورتوں کے آنے کی اس آیت سے نکلتی ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ الآیۃ، شاہ ولی اللہ صاحبؒ تفسیر کرتے ہیں "بازنان خویش یعنی غیر اہل قیادہ، اور دوسری جگہ لکھا ہے غیر قوادہ، وقواد بالفتح وتشدید واؤ ودال مہملہ دلال وبمعنی مرد بے غیرت وقلتبان از لطائف وغیرہ، اور شاہ عبدالقادر صاحبؒ نے فرمایا اور اپنی عورتیں جو نیک چال کی ہوں ان سے بھی اتنا ضرور ہے اور بدراہ عورتوں سے کنارہ پکڑنا، واللہ اعلم۔

বেপর্দা নারীর সাথে নর-নারীর পর্দা

প্রশ্ন : ১. আমরা জানি, যে সকল মহিলা বেপর্দা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে তারা নাকি পুরুষের হুকুমে। পর্দানশিন মহিলাদের জন্যও তাদের সাথে পর্দা করা জরুরি। এখন জানার বিষয় হলো, পুরুষের সাথে দেখা করা মহিলাদের জন্য যেমন হারাম বা গোনাহ, অবাধে চলাফেরাকারী মহিলাদের সাথে পর্দানশিন মহিলাদের দেখা করাও অনুরূপ হারাম এবং গোনাহ? না কোনো পার্থক্য আছে?

Scanned by CamScanner

২. অবাধে চলাফেরাকারী মহিলাগণ যদি পুরুষের হুকুমে হয়ে থাকে তাহলে তাদের দেখা পুরুষের জন্য জায়েয হবে কি না? জায়েয না হলে কোন ধরনের গোনাহ হবে?

উত্তর : ১. যে সমস্ত মহিলা বেপর্দা চলাফেরা করে তারা পুরুষের হুকুমে হওয়ার অর্থ হলো, তাদের সাথে দ্বীনদার-পর্দানশীল মহিলাদের পর্দা করা উচিত। তবে তাদের সাথে পর্দা করাটা পুরুষের মতো ফরয নয়।

২. বেপর্দা চলাফেরাকারী মহিলা পর্দানশিন মহিলার বেলায় পুরুষের মতো হলেও পুরুষের জন্য পুরুষের মতো নয়। তাই তাদের পুরুষের জন্য দেখা জায়েয হবে না। (১১/৮৮৬/৩৭৫৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٣٧١ : (قوله فلا تنظر إلخ) قال في غاية البيان: وقوله تعالى - {أو نسائهن} [النور: ٣١]- أي الحرائر المسلمات، لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي مشركة أو كتابية اهـ ونقله في العناية وغيرها عن ابن عباس، فهو تفسير مأثور وفي شرح الأستاذ عبد الغني النابلسي على هدية ابن العماد عن شرح والده الشيخ إسماعيل على الدرر والغرر: لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدي يهودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها كما في السراج، ونصاب الاحتساب ولا تنبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال، فلا تضع جلبابها ولا خمارها كما في السراج اهـ.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۵ / ۴۳۲ : جواب- ہاں ایسی عورتوں سے جن سے مضرت دینیہ یا اخلاقیہ پہنچنے کا ظن غالب ہو مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا چاہئے، نہ اس حیثیت سے کہ عورت سے عورت پردہ کرے بلکہ اس مضرت کے خیال سے جس کے پہنچنے کا ظن غالب ہے۔

মহিলাদের নফল হজ করা

প্রশ্ন : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বামীর জন্য আমাকে নফল হজে না নেওয়াটা জায়েয হবে কি না? এ ব্যাপারে আমাকে অসন্তুষ্ট করা স্বামীর জায়েয হবে কি না?

উত্তর : আপনার নফল হজে যেতে মন চাচ্ছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে যে সমস্ত মহিলার ওপর হজ ফরয হয়েছে তাদের যাওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম চিন্তিত যে

Scanned by CamScanner

ফরয হজে না গিয়ে কোনো পুরুষ দ্বারা বদলি হজ করা যাবে কি না? কারণ একটি ফরয আদায় করতে গিয়ে কত ফরয নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে পর্দার ফরয। এ ক্ষেত্রে কোনো মহিলার জন্য নফল হজে যাওয়ার বিষয়টি আরো কঠিন, বিশেষ করে স্বামী যখন নিষেধ করে। তবে সম্ভব হলে রমাজান মাস ও হজের মৌসুম ছাড়া অন্য মৌসুমে ওমরায় যাওয়া যায়। (১৫/৬৯৯/৬১৮৮)

মাস্তুরাতে যাওয়ার চেয়ে তা'লীম, তিলাওয়াত ও স্বামীর খিদমত করা উত্তম

প্রশ্ন : ক) আমি মাস্তুরাতে যেতে চাই, কিন্তু আমার স্বামী আমাকে নিতে চান না। এখন আমি জানতে চাই, এ ক্ষেত্রে আমার চিন্তাধারা ঠিক, নাকি আমার স্বামীর?
খ) এ নিয়ে স্বামীর সাথে আমার মনোমালিন্য করা আমার জন্য জায়েয হবে কি না?
গ) মাস্তুরাতের জামাতে না গিয়ে শুধু ঘরে তা'লীম, তিলাওয়াত, স্বামীর খিদমত ও বাচ্চাদের দ্বীনি তারবিয়াত মেয়েদের জন্য যথেষ্ট কি না?

উত্তর : আমাদের সবারই পরকালের সুখ-শান্তির জন্য ইহকালের পাথেয় হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকনির্দেশনা তথা কোরআন ও হাদীসের হক্কানি উলামায়ে কেরাম কর্তৃক ব্যাখ্যা। একজন মানুষের ওপর আরেকজন মানুষের কী কী হক আছে এবং এক মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের কী কী হক আছে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে। আরো বর্ণিত আছে, স্বামীর কী কী হক স্ত্রীর ওপর এবং স্ত্রীর কী কী হক স্বামীর ওপর আছে। এমন স্বামীর ওপর স্ত্রীর হক হলো খোরপোশ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। স্ত্রীর চরিত্র গঠনের চাহিদা পূরণ করা। শরীয়তে নির্দেশিত পর্দার ব্যবস্থা করা। আর স্ত্রীর ওপর স্বামীর হক হলো ফরয-ওয়াজিব ইবাদত ছাড়া বাকি কাজের মধ্যে স্বামীর কথামতো চলা। কোনো অবস্থাতেই স্বামীর অবাধ্য না হওয়া।
আপনার তাবলীগে যেতে মনে চাচ্ছে। এতে আপনার ধারণা হচ্ছে তাবলীগে গেলে আমল বাড়বে, বেশি কিছু শিখতে পারবেন। যেহেতু এ কাজটা নফল, তাই স্বামীর কথামতো চলতে হবে। ইসলামের কোনো যুগে মাস্তুরাতের জামাতের নামে দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য কোনো মহিলাকে পাঠানো হয়নি। (১৫/৬৯৯/৬১৮৮)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣٠٤ (١١٦٣) : عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر، ووعظ، فذكر في الحديث قصة، فقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع،

Scanned by CamScanner

واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن»: " هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله: «عوان عندكم»، يعني: أسرى في أيديكم ".

📖 فيه أيضا ٣/ ٣١٠ (١١٧٣) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان»۔

📖 المنهاج شرح صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ٦/ ١٧٢ : فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن فهذا صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه۔

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ١/ ٦٦٨ : ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

📖 فتح القدير (مكتبہ حبيبيہ) ١ /٣١٨ والفتاوى اليوم على الكراهة فى الصلوة كلها لظهور الفساد فمتى كره حضور المسجد للصلوة لأن يكره حضور مجالس العلم .

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ٨/ ٥٨ : عورتوں کا گھروں سے نکلنا بہت بڑا فتنہ ہے اس لئے حضرات فقہاء کرامؒ نے مسجد کی جماعت، جمعہ، طلب علم اور وعظ سننے کے لئے عورتوں کے نکلنے کو ناجائز قرار دیا ہے جب ایسی اہم عبادت وضرورات دین کی خاطر تھوڑے سے وقت کے لئے قریب تر مقامات تک نکلنے پر بھی اس قدر پابندی ہے تو تبلیغ کے لئے کئی کئی دنوں بلکہ مہینوں اور چلوں کے لئے دور ودراز مقامات میں جانا بطریق اولی ناجائز ہونا چاہئے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٤ / ١١٦ : جواب—دین سیکھنا مردوں اور عورتوں سب کے ذمہ ضروری ہے، عورت کے لئے اگر ہر مکان میں ان کے شوہر، باپ، بھائی وغیرہ دین سیکھنے کا انتظام کردیں تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب اس کا انتظام نہ ہو تو ان کے اجتماع کو منع نہ کیا جائے، البتہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ پردہ کا پورا انتظام ہو، بلا

Scanned by CamScanner

محرم کے عورتیں سفر نہ کریں تقریر میں ان کی آواز نامحرموں تک نہ پہونچے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کا اجتماع فرمایا اور اس میں خود تشریف لے جاکر دین سکھایا ہے۔

📖 فیہ ایضا ۱۲/ ۲۴۷ : تبلیغ یا کسی بھی مقصد کیلئے عورت کو شرعی سفر کی اجازت نہیں۔

বোরকা পরে পুরুষের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করা

প্রশ্ন : বালেগা মহিলাগণ হাতে-পায়ে মোজা পরে বোরখা-নেকাব পরে স্কুলে বা মাদরাসায় কোনো গায়রে মাহরাম শিক্ষকের কাছে পড়তে যেতে পারবে কি না?

উত্তর : শরীয়তে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি নেই। যদি বের হতেই হয় তাহলে পুরনো কাপড় পরিধান করে কোনো ধরনের খোশবু না লাগিয়ে প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে ঘরে ফিরে আসার শর্তে বের হওয়ার অবকাশ আছে। মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষা যতটুকু জরুরি তা বাল্যকালেই অর্জন করা সম্ভব বিধায় বালেগা মহিলাদের জন্য দ্বীনি শিক্ষার নামে বাইরে যাওয়া জায়েয হবে না। স্কুল-কলেজের শিক্ষা ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাবেরও অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং শর্ত সাপেক্ষে জায়েয মাত্র। তাই এ শিক্ষাও মেয়েরা বাল্যকালে যতটুকু সম্ভব অর্জন করার অনুমতি আছে, এর পরে নয়। (১১/৪০৪/৩৫৮৮)

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

📖 سورة النور الآية ٣١ : ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

Scanned by CamScanner

📖 سورة الأحزاب ٥٣ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمًا﴾

📖 أحكام القرآن للجصاص (قديمى كتبخانه) ٣ / ٥٢٩ : وقوله تعالى: {وقرن في بيوتكن} روى هشام عن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت زمعة: ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها، وقيل إن معنى: {وقرن في بيوتكن} كن أهل وقار وهدوء وسكينة، يقال: وقر فلان في منزله يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج.

📖 أحكام القرآن للمفتى شفيعؒ (إدارة القرآن) ٣/ ٤١٦ : ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ دلت الآية على مسائل :

الأول: وجوب التجليب أو البرقع للنساء بحيث يستر جميع البدن اذا مست الحاجة الى الخروج من البيت۔

الثانية : وجوب ستر الوجه للنساء اذا خيف الفتنة، كما هو مصرح فى تفسير الحبر ابن عباسؓ، ومثله عن عبيدة السلمانى فيما مر آنفا۔

الثالثة : جواز الخروج من البيت للنساء عند الضرورات الطبعية أو الشرعية كما دلت عليه إشارة الكتاب والآثار الواردة فيه ۔

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣١٠ (١١٧٣) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان».

Scanned by CamScanner

📖 البناية (دارالفكر) ٢/ ٤٢٠ : أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد، فإذا كره خروجهن للصلاة فلأن يكره حضورهن مجالس العلم.

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٣٥٩ : وفي الخلاصة من كتاب النكاح يجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع: زيارة الوالدين وعيادتهما وتعزيتهما أو أحدهما وزيارة المحارم، فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها على آخر حق تخرج بالإذن وبغير الإذن والحج على هذا، وفيما عدا ذلك من زيارة غير المحارم وعيادتهم والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج، ولو أذن وخرجت كانا عاصيين وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٤٢ : (قوله: واعلم أن تعلم العلم إلخ) أي العلم الموصل إلى الآخرة أو الأعم منه. قال العلامي في فصوله: من فرائض الإسلام تعلمه ما يحتاج إليه العبد في إقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده. وفرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه علم الدين والهداية تعلم علم الوضوء والغسل والصلاة والصوم.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۳۲ : الجواب– عورت کو عصر حاضر کے کالجوں، یونیورسیٹیوں میں تعلیم دلانے میں کئی مفاسد ہیں خواہ لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ اختلاط نہ بھی ہو۔

۱ –عورت کا بلاضرورت شرعیہ گھر سے نکلنا اور اجانب کو اپنی طرف مائل کرنے کا سبب بننا

۲ –برے ماحول میں جانا

۳ – مختلف مزاج رکھنے والی عورتوں سے مسلسل اختلاط کی وجہ سے کئی خرابیوں کا جنم لینا.

۴ –کالج یونیورسیٹی کی غیر شرعی تقریبات میں شرکت.

۵ –بلا حجاب مردوں سے پڑھنے کی معصیت

٦ –بے دین عورتوں سے تعلیم حاصل کرنے میں ایمان واعمال اور اخلاق کی تباہی

۷ –بے دین عورتوں کے سامنے بلا حجاب جانا، شریعت نے فاسقہ عورت سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔... ...

۸ –کافر اور بے دین قوموں کی نقالی کا شوق

Scanned by CamScanner

৯ —اس تعلیم کے سبب حب مال اور حب جاہ کا بڑھ جانا اور اسکی وجہ سے دنیا وآخرت تباہ ہونا

১০ —شوہر کی خدمت، اولاد کی تربیت اور گھر کی دیکھ بال، صفائی وغیرہ جیسی فطری اور بنیادی ذمہ داریوں سے غفلت۔

১১ —دفتروں میں ملازمت اختیار کرنا جو دین ودنیا دونوں کی تباہی کا باعث ہے

১২ —مردوں پر ذرائع معاش تنگ کرنا

১৩ —شوہر پر حاکم بن کر رہنا

مخلوط طریقۂ تعلیم میں مفاسد مذکورہ کے علاوہ لڑکوں کے ساتھ اختلاط اور بے تکلفی کی وجہ سے لڑکوں، لڑکیوں کی آپس میں دوستی، عشق بازی، بدکاری اور اغواء جیسے گھناؤنے مفاسد بھی پائے جاتے ہیں، اس لئے عصر حاضر کے تعلیمی اداروں میں عورتوں کو تعلیم دلانا جائز نہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

স্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্রী। বিবাহের পূর্বে ইচ্ছা ছিল, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হবে না। বর্তমানে আমার পরিবারের ইচ্ছা মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ করানো। উল্লেখ্য, অধিকাংশ শিক্ষক পুরুষ। এ ক্ষেত্রে যদিও নিজে বোরকা পরে হাত-মোজাসহ, তবুও পুরুষের কণ্ঠ শোনার ফলে পর্দার হুকুম নষ্ট হচ্ছে কি না? এ ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : শরয়ী জরুরত ব্যতীত অন্য কোনো প্রয়োজনে পর্দায় আপাদমস্তক আবৃত করেও মহিলাদের গৃহের আঙিনা থেকে বের হওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। এমনকি মসজিদে গমন পর্যন্ত নিষিদ্ধ। সেখানে মানবচরিত্রের চরম অবক্ষয়ের যুগে দুনিয়ার সামান্য ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে আখিরাত ধ্বংস করে মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো মেয়ের পক্ষে ভার্সিটিতে গমন করা কোনোক্রমেই বৈধ হবে না। (১০/৮৭৫/৩৩৭৯)

📖 المنهاج شرح صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ٦/ ١٧٢ : فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن فهذا صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما

Scanned by CamScanner

وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه۔

📖 الكفاية مع فتح القدير (حبيبيه) ١ / ٣١٨ : قال العلامة الخوارزمی ناقلا عن فخر الاسلام رح : والفتوى اليوم على الكراهة فی الصلوة كلها لظهور الفساء، فمتى كره حضور المسجد للصلوة لأن يكره حضور مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلم أولى .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۱۴۰ : طریقۂ مذکورہ پر داخلہ لے کر تعلیم اور ڈگری حاصل کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے یہی حکم دیگر میڈیکل کالجوں کا ہے۔

নারীদের অন্যের বাড়িতে গিয়ে ওয়াজ শোনা

প্রশ্ন : মহিলাদের জন্য অন্যের বাড়িতে গিয়ে মাহফিল শোনা যাবে কি?

উত্তর : শরয়ী পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে অন্য বাড়িতে মাহফিল শুনতে যাওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। তবে পর্দার বিধান লঙ্ঘন না করে মাহরাম পুরুষের তত্ত্বাবধানে হক্কানি উলামা-মাশায়েখের দ্বীনি মাহফিলে যাওয়া আপত্তিকর নয়। (১৫/২১/৫৮৯৬)

📖 المنهاج شرح صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ٦/ ١٧٢ : فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن فهذا صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه۔

📖 البناية (دار الفكر) ٢ /٤٢٠ : أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد، فإذا كره خروجهن للصلاة فلأن يكره حضورهن مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية أهل العلم.

Scanned by CamScanner

য়ে

📖 الكفاية مع فتح القدير (مكتبہ حبيبيہ) ١ / ٣١٨ : قال العلامة الخوارزمی ناقلا عن فخر الاسلام ؒ : والفتوى اليوم على الكراهة فی الصلوة كلها لظهور الفساء، فمتى كره حضور المسجد للصلوة لأن يكره حضور مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلم أولى .

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١/ ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان .

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ۸/ ۶۱ : مجلس وعظ کیلئے خروج کسی نامحرم عالم کی مجلس وعظ میں جانے میں وہ مفاسد نہیں جو نامحرم استاذ سے پڑھنے میں بیان کئے گئے، مع ھذا اس کے لئے بھی یہ شرائط ہیں واعظ کے علم، تقوی اور طریق اصلاح پر علماء وقت کو اعتماد ہو۔ بدعت اور منکرات وفواحش جو معاشرہ میں داخل ہو گئے ہیں ان سے بچنے بچانے پر زیادہ زور دیتا ہوں، اس کے وعظ سے صحیح مسلمان بننے اور دوسروں کو صحیح مسلمان بنانے کی فکر پیدا ہو اور معاشرہ پر چھا جانے والا منکرات چھوٹ جائیں، پردہ کا مکمل کا انتظام ہو ، مقام وعظ کی دروازے پر بھی مردوں سے اختلاط سے حتی الامکان پرہیز کیا جائے خواتین مزین لباس اور زیور پہن کر رنگ وروغن سے اراستہ ہو کر اور خوشبو لگا کر نہ آئیں، ہر بار جوڑا نہ بدلیں، کم از کم ایک مہینے تک ہر حاضری میں ایک ہی جوڑا پہن کر آئیں، خواتین کی مجلس مردوں اور واعظ کی مجلس سے اتنی دور ہو کہ مکبر الصوت کہ سوا آواز نہ پہنچ سکے، اگر یہ مشکل ہو تو جتنا زیادہ فاصلہ ہو سکے، ہفتہ میں ایک بار سے زیادہ نہ ہو، اتنے وقفہ کے مناسب ہونے پر دین ودنیا میں کئی شواہد ہیں۔

📖 فیہ ایضا ۸/ ۵۸ : عورتوں کا گھروں سے نکلنا بہت بڑا فتنہ ہے اس لئے حضرات فقہاء کرامؒ نے مسجد کی جماعت، جمعہ، طلب علم اور وعظ سننے کے لئے عورتوں کے نکلنے کو ناجائز قرار دیا ہے جب ایسی اہم عبادت وضرورات دین کی خاطر تھوڑے سے وقت کے لئے قریب تر مقامات تک نکلنے پر بھی اس قدر پابندی ہے تو تبلیغ کے لئے کئی کئی دنوں بلکہ مہینوں اور چلوں کے لئے دور دراز مقامات میں جانا بطریق اولی ناجائز ہونا چاہئے۔

Scanned by CamScanner

মহিলাদের ওয়াজ-মাহফিল ও পুরুষের অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় দিনে শুধুমাত্র মহিলাদের ওয়াজ-মাহফিল হয় এবং মহিলা বক্তাদের নাম উল্লেখ করে মাইকে প্রচার-প্রসার করা হয়। প্রশ্ন হলো, মহিলাদের ওয়াজ-মাহফিল জায়েয হবে কি না? আর যদি জায়েয হয় তাহলে তাতে পুরুষও অংশগ্রহণ করে ওয়াজ শ্রবণ করতে পারবে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে মহিলাদের ঘরোয়া পরিবেশে পর্দার সহিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া তাদের ঘর থেকে বের হওয়াকেও নিষেধ করা হয়েছে। তাই প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে ওয়াজ করা ও শোনা মহিলাদের শরয়ী প্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় বৈধ হবে না। অতএব মহিলাদের ওয়াজ-মাহফিল করা ও তাতে অংশগ্রহণ করা এবং মহিলা বক্তার নাম মাইকে ঘোষণা করা কোনোক্রমেই জায়েয নয়। তবে পুরুষের কানে মহিলাদের আওয়াজ না পৌঁছার শর্তে পার্শ্ববর্তী মহিলাগণ ঘরোয়া মজলিশে একত্রিত হয়ে অতি প্রয়োজনীয় দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েল আলোচনা করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। (১৮/২৯৪/৭৫৮১)

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٣١٠ (١١٧٣) : عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان».

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ (مطلقا) ولو عجوزا ليلا (على المذهب) المفتى به لفساد الزمان.

নারীর ওয়াজ ও যিকির মাহফিল

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একজন মহিলা আছে, যার স্বামী নেই। সে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মহিলাদের জমায়েত করে এবং এক রাত সেখানে থাকে এবং মহিলাদের নিয়ে যিকির করে। এই মহিলার গ্রামে গ্রামে যাওয়া ও তা'লীম-যিকির করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি নেই। প্রশ্নোক্ত তা'লীম-যিকির এর প্রয়োজনের বহির্ভূত। উপরন্তু বিধবার জন্য

Scanned by CamScanner

পর ঘরে রাত যাপন করা জঘন্যতম অপরাধ। সৎকর্ম ও ইবাদতের নামে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি এক বড় ফেতনা এবং শয়তানি ষড়যন্ত্র। এসব কুচক্রী মহিলাদের ফাঁদ থেকে মুসলিম নর-নারীর সতর্ক থাকা অপরিহার্য। (১৬/৯৩০/৬৮৭৪)

📖 البناية (دار الفكر) ٢ /٤٢٠ : أما في زماننا فيكره خروج النساء إلى الجماعة لغلبة الفسق والفساد، فإذا كره خروجهن للصلاة فلأن يكره حضورهن مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية أهل العلم.

📖 الكفاية مع فتح القدير (حبيبيه) ١ / ٣١٨ : قال العلامة الخوارزمى ناقلا عن فخر الاسلام ؒ : والفتوى اليوم على الكراهة فى الصلوة كلها لظهور الفساد، فمتى كره حضور المسجد للصلوة لأن يكره حضور مجالس العلم خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلم أولى .

📖 بذل المجهود (دار الكتب العلمية) ١/ ٣١٩ : هكذا قال المشايخ ولو شاهدوا ما شاهدنا من حضورهن بين مجالس وعاظ زماننا متبرجات بزينتهن لأنكروا كل الإنكار رحمهم الله معاشر الأبرار.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۵۵ : عورتوں کا گھروں سے نکلنا بہت بڑا فتنہ ہے اس لئے حضرات فقہاء کرام ؒ نے اس پر بہت پابندی لگائی ہے اور دینی کاموں کیلئے بھی عورتوں کے نکلنے کو بالاتفاق حرام قرار دیا ہے۔

স্ক্রিন বসিয়ে পৃথক প্যান্ডেলে মহিলাদের ওয়াজ শোনা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি মাহফিল হয়। সেখানে দুটি প্যান্ডেল তৈরি করা হয়। একটি পুরুষদের জন্য, অপরটি মহিলাদের জন্য। মহিলাদের প্যান্ডেলে বক্তাকে সরাসরি দেখার জন্য স্ক্রিন লাগানো হয়। এভাবে মহিলারা স্ক্রিনে বক্তাকে দেখতে পারবে কি না?

উত্তর : পর্দা একটি অকাট্য ফরয বিধান। কোনো শরয়ী ওজর ব্যতীত বেগানা নারী-পুরুষ একে-অপরকে সরাসরি দেখা যেমন নিষেধ, অন্য কিছুর মাধ্যমে দেখাও নিষেধ। তাই শরীয়তের আলোকে মহিলাদের জন্য প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করার অনুমতি নেই। (১৮/৮৫০/৭৮৯৬)

Scanned by CamScanner

📖 سورة النور الآية ٣١ : ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾

📖 مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ١٥٣/١٠ : وكذلك لا يباح لها أن تنظر إليه إذا كانت تشتهي أو كان على ذلك أكبر رأيها لما روي «أن ابن أم مكتوم استأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده عائشةوحفصة - رضي الله عنهما - فقال لهما: احتجبا فقالتا: أنه أعمى يا رسول الله فقال: أوأعميان أنتما».

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سیداحمد) ۴۷۲/۲ : اگرچہ ٹی وی اور وی سی آر پر اصل شئ نظر نہیں آتی، بلکہ ان پر عکس دیکھا جاتا جو کہ جدید صناعت کی وجہ سے قائم اور ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ عکس اصل کے اعضاء اور محاسن کی بلا خیانت ترجمانی کرتا ہے اور اس عکس کے دیکھنے سے اصل کے دیکھنے کی طرح شیطانی لذت اور خواہش پوری کی جاتی ہے تو لازمی طور پر ان آلات پر صنف مخالف کے عکس کو دیکھنا ناجائز اور حرام ہوگا۔

স্বামীর অনুমতি ছাড়া দ্বীনি বিষয়ে জানতে যাওয়া

প্রশ্ন : স্বামীর নির্দেশ মোতাবেক আমি প্রতিদিন মেয়েকে নিয়ে কোচিংয়ে যাই। সেখানে দুই-আড়াই ঘণ্টা থাকতে হয়। তাই এ সময়ে কোনো দ্বীনি মজলিশে যাওয়ার অনুমতি আছে কি না? আমার স্বামী চায় না যে আমি কোনো মুফতীর সাথে মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে কথা বলি। এ ক্ষেত্রে আমি আপনার কাছে কোনো দ্বীনি সমস্যার কথা জানতে পারব কি না? এ ক্ষেত্রে কিভাবে চলব?

উত্তর : নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া মহিলাদের ঘর হতে বের হওয়ার অনুমতি নেই। তাই মেয়েকে নিয়ে কোচিংয়ে যাতায়াত করা ও দ্বীনি কথা শোনার জন্য ঘরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না। স্বামীর মন রক্ষার জন্য কোচিংয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হলেও মনে মনে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা চাইতে থাকবেন। যাতায়াত এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখবেন। মাসআলা-মাসায়েল স্বামীর মধ্যস্থতায় জেনে নেবেন। (১১/৪৪৩/৩৬২৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١ / ١٥٧ : ولا يباح للشواب منهن الخروج إلى الجماعات، بدليل ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه نهى الشواب عن الخروج؛ ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ١ / ٣٥٨ : قال المصنف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره حضور مجالس الوعظ خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء أولى. ذكره فخر الإسلام اهـ

বেপর্দা মহিলাদের সাথে ব্যবসায়িক কথাবার্তা

প্রশ্ন : ব্যবসায়িক খাতিরে বেপর্দা-বেগানা মহিলাদের সাথে কথাবার্তা বলা এবং লেনদেন করা যাবে কিনা? এবং তাদের সাথে কিভাবে লেনদেন ও কথাবার্তা বলতে হবে?

উত্তর : শরীয়ত অনুমোদিত সকল ব্যবসাই জায়েয। তবে যেসব ব্যবসায় বাহ্যিকভাবে গোনাহের আশঙ্কা কম সেসব ব্যবসা গ্রহণ করাই উত্তম। অপারগতাবশত অন্য ব্যবসা করলে নিজেকে যথাসম্ভব সংযত রেখে ব্যবসার খাতিরে বেগানা মহিলাদের সাথে দৃষ্টির হেফাজত করে কথাবার্তা ও লেনদেনের অনুমতি আছে। (৭/৯২৯/৩৩৫৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٠٦ : فإذا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة. اهـ قلت: ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٣ / ٥٥٣ : وإن كانت المرأة أجنبية: حرم النظر إليها عند الحنفية إلا وجهها وكفَّيها، لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. قال علي وابن عباس: ما ظهر منها الكحل والخاتم أي موضعهما وهو الوجه والكف، والمراد من الزينة في الآية موضعها، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وعطاء.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۷ /۲۷۸ : نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آنکھ میں آنکھ ڈالکر بات نہ کیجائے نگاہ بچاکر بھی بات کیجاسکتی ہے۔

Scanned by CamScanner

বৃদ্ধা পরনারীর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ

প্রশ্ন : গায়রে মাহরাম বৃদ্ধা মহিলার সাথে বিনা প্রয়োজনে কথা বলা অথবা দেখা করা শরীয়তে অনুমতি আছে কি না? যদি কোনো ধরনের ফেতনা হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

উত্তর : গায়রে মাহরাম বৃদ্ধা মহিলা, যার অধিক বয়স হয়ে গেছে তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলা যেতে পারে যদি কোনো ফেতনার আশঙ্কা না থাকে। তবে বিনা প্রয়োজনে কথাবার্তা, বিশেষ করে দেখা-সাক্ষাৎ না করা উচিত। (১৫/২২৭/৬০১২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٦٨ : أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إذا أمن، ومتى جاز المس جاز سفره بها ويخلو إذا أمن عليه وعليها وإلا لا وفي الأشباه: الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزا شوهاء أو بحائل، والخلوة بالمحرم مباحة .

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٦/ ٤٤٧ : جو عورت بڑی بوڑھی ایسی ہو جاوے کہ نہ اس کی طرف کسی کی رغبت ہو اور نہ وہ نکاح کے قابل ہو تو اس کے لئے پردہ کے احکام میں یہ سہولت دیدی گئی ہے کہ اجانب بھی اس کے حق میں مثل محارم کے ہو جاتے ہیں جن اعضاء کا چھپانا اپنے محرموں سے ضروری نہیں ہے اس بوڑھی عورت کے لئے غیر مردوں غیر محرموں سے بھی ان کا چھپانا ضروری نہیں۔

পর্দার আড়াল থেকে ফেরিওয়ালার সাথে নারীদের লেনদেন

প্রশ্ন : পুরুষ লোক বাসায় আছে ঠিকই। কিন্তু পড়াশোনা বা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকায় বা পুরুষ লোকের অলসতার কারণে মহিলারা ফেরিওয়ালা থেকে জিনিসপত্র বা সদাইপত্র (পর্দার আড়ালে থেকে) কেনাকাটা করে। সুতরাং এমতাবস্থায় বেগানা পুরুষদের (ফেরিওয়ালাদের) সাথে যে বাড়িস্থ মহিলাদের কথাবার্তা হলো এ কথাবার্তায় শরীয়তে কতটুকু অনুমতি আছে? দলিলসহ জানতে ইচ্ছুক।

□

উত্তর : বর্ণিত অবস্থায় যেহেতু প্রয়োজন নেই; তাই বেগানা পুরুষের সাথে কথা বলায় গোনাহ হবে। (৪/৭৪/৫৯৭)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٢٧٠ : وصرح في النوازل بأن نغمة المرأة عورة وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي من تعلمها

Scanned by CamScanner

من الأعمى ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» فلا يجوز أن يسمعها الرجل ومشى عليه المصنف في الكافي فقال ولا تلبي جهرا؛ لأن صوتها عورة ومشى عليه صاحب المحيط في باب الأذان وفي فتح القدير وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقرآن في الصلاة فسدت كان متجها. اهـ

وفي شرح المنية الأشبه أن صوتها ليس بعورة، وإنما يؤدي إلى الفتنة كما علل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية ولعلهن إنما منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا المعنى ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة كما قدمناه.

📖 منحة الخالق مع البحر (سعيد) ١/ ٢٧٠ : (قوله: وبني عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي إلخ) قال في النهر فيه تدافع إلا أن يكون معنى التعلم أن تسمع منه فقط لكن حينئذ لا يظهر البناء عليه. اهـ

أقول: التدافع مدفوع وذلك لأن المعنى أحب إلى كونه مختارا لي وذلك لا يستلزم تجويز غيره بل اختياره إياه يقتضي عدم تجويز غيره، وقد يقال المراد بالنغمة ما فيه تمطيط وتليين لا مجرد الصوت وإلا لما جاز كلامها مع الرجال أصلا لا في بيع ولا غيره وليس كذلك ولما كانت القراءة مظنة حصول النغمة معها منعت من تعلمها من الرجل ويشهد لما قلنا ما في إمداد الفتاح عن خط شيخه العلامة المقدسي ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها؛ لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام مع النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك .

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٠٦ : فإذا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۹۷ : سوال- پردہ عورت کا کس کس شئے سے، یعنی آواز سنانا اور آواز دار زیور پہنانا کیسا ہے؟... ...

Scanned by CamScanner

الجواب- عورت حرّہ کو تمام اعضاء کا پردہ فرض ہے بجز چہرہ اور کفین اور قدمین کے، اور آواز میں اختلاف ہے مگر صحیح یہ ہے کہ وہ عورۃ نہیں ہے، مگر جوان عورت کو بے ضرورت اعضائے غیر مستورہ کا اجنبی کو دکھانا اور بدون حاجت اس سے کلام کرنا منع ہے، نہ اس وجہ سے کہ وہ ستر ہے بلکہ بخوف فتنہ۔

মোবাইলে পরপুরুষ/পরনারীর সাথে কথা বলা

প্রশ্ন : মোবাইলে পুরুষের গায়রে মাহরাম মহিলাদের কথা শোনা জায়েয হবে কি না? এবং মহিলারা গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে কথা বলতে পারবে কি না?

উত্তর : কোনো বেগানা তথা গায়রে মাহরাম নারী-পুরুষের পরস্পরের কথাবার্তা নাজায়েয। তবে প্রয়োজনে ক্ষেত্রবিশেষে নিজেকে সংযত রেখে বলা যেতে পারে। মোবাইলের ব্যাপারেও একই হুকুম। (১৩/৮২৩/৫৪২২)

📖 رد المحتار (سعيد) ١ / ٤٠٦ : ثم نقل عن خط العلامة المقدسي: ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها، لأن ذلك ليس بصحيح، فإذا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة. اهـ قلت: ويشير إلى هذا تعبير النوازل بالنغمة.

আকদের আগে কনের সাথে কথা বলা

প্রশ্ন : বিবাহের আকদ হওয়ার আগে কনের সাথে কথাবার্তা বলার অনুমতি আছে কি না?

উত্তর : বিবাহের পূর্বে সম্ভব হলে পাত্রীকে চুপিসারে একবার দেখা জায়েয। এ ছাড়া আকদ হওয়ার আগে তার সাথে সম্পর্ক রাখা বা কথাবার্তা বলা সম্পূর্ণ নিষেধ। (১৯/৫০৩/৮২৮৫)

Scanned by CamScanner

📖 شرح الطيبي على المشكاة (إدارة القرآن) ٦ / ٢٣١ : وفيه استحباب النظر إليها قبل الخطبة حتى إذا كرهها تركها من غير إيذاء، بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة، وإذا لم يمكنه النظر استحب أن يبعث إمرأة تصفها له، وإنما يباح له النظر إلى وجهها وكفها فحسب۔

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ١٧ / ٣٨٤ : قال العبد الضعيف : وحجة الجمهور قول جابر : "فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها" والراوى أعرف بمعنى ما رواه، فدل على أنه لا يجوز له أن يطلب من أوليائها أن يحضروها بين يديه لما فى ذلك من الاستخفاف بهم، ولا يجوز ارتكاب مثل ذلك لأمر مباح ولا أن ينظر إليها بحيث تطلع على رؤيته لها من غير إذنها؛ لأن المرأة تستحى من ذلك ويثقل نظر الأجنبى إليها على قلبها لما جلبها الله على الغيرة، وقد يفضى ذلك إلى مفاسد عظيمة كما لا يخفى، وإنما يجوز له أن يختبأ لها وينظر إليها خفية۔

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٦٩ : وفي الشرنبلالية معزيا للجوهرة: ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزا عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليها وإلا لا انتهى۔

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٥/ ١٢٢ : ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة، وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتتان بها أو يخشى افتتانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها، وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۵/ ۳۵ : جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس کو ایک نظر دیکھ لینا جائز ہے خواہ خود دیکھ لے یا کسی معتمد عورت کے ذریعہ اطمینان کرلے اس سے زیادہ تعلقات کی نکاح سے قبل اجازت نہیں نہ میل جول کی اجازت ہے نہ بات چیت کی اور نہ خلوت وتنہائی کی نکاح سے قبل ملنا جلنا بجائے خود 'غیر اخلاقی' حرکت ہے۔

Scanned by CamScanner

নাবালেগ মেয়ের রেকর্ডকৃত সংগীত পরপুরুষের শোনা

প্রশ্ন : কোনো মেয়ে যদি নাবালিকা অবস্থায় ক্যাসেটে ইসলামী সংগীত রেকর্ডিং করে। পরবর্তীতে ওই মেয়ে বালেগা হওয়ার পর যদি তার ওই ক্যাসেট কোনো গায়রে মাহরাম পুরুষ শ্রবণ করে তাহলে কি ওই মেয়ে পর্দা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে?

উত্তর : নাবালেগা মেয়ের রিকর্ডিং করা ইসলামী সংগীত বালেগা হওয়ার পর গায়রে মাহরাম পুরুষ শুনলে উক্ত মেয়ে পর্দা লঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে যদি শ্রবণকারীর অন্তরে তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় তাহলে তার জন্য এ ধরনের সংগীত শোনা জায়েয হবে না। (১৮/৩২৭/৭৫৯৯)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٢٧٠ : وصرح في النوازل بأن نغمة المرأة عورة وبنى عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي من تعلمها من الأعمى، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» فلا يجوز أن يسمعها الرجل ومشى عليه المصنف في الكافي فقال ولا تلبي جهرا؛ لأن صوتها عورة ومشى عليه صاحب المحيط في باب الأذان وفي فتح القدير وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقرآن في الصلاة فسدت كان متجها. اهـ

وفي شرح المنية الأشبه أن صوتها ليس بعورة، وإنما يؤدي إلى الفتنة كما علل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۳۶۹ : الجواب- حامداومصلیا،(۱) چھوٹی بچیاں اگر کچھ پڑھیں، جو نہ گانے کے قواعد راگ وغیرہ سے واقف ہیں، نہ ان کی طرف کسی کو شہوت ہو، نہ وہ پردہ کے قبل ہوں تو ان پر بڑی عورتوں کو قیاس کرنا جن کی آواز میں فتنہ ہو اور صورت بھی فتنہ اور ان سے پردہ بھی ضروری ہے، بالکل غلط ہے، ہر گز قابل استدلال نہیں۔

মহিলা নেত্রীর সমাবেশে উপস্থিত থাকা

প্রশ্ন : কোনো পুরুষ ব্যক্তি মহিলা প্রধানমন্ত্রী, নেত্রী বা কোনো মহিলা কর্মকর্তার বৈঠকে অথবা সমাবেশে উপস্থিত হয়ে তাদের বক্তব্য শ্রবণ করা শরীয়তসম্মত হবে কি না? কোনো পরিস্থিতিতে মহিলা নেত্রী বা মহিলা কর্মকর্তার সামনাসামনি গিয়ে আলাপ করার বৈধতার কোনো বিধান থাকলে তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোনো পরপুরুষের জন্য মহিলা নেত্রী বা কর্মীর সাথে সরাসরি দেখা করা এবং তাদের বক্তব্য শ্রবণ করার ব্যাপারেও পর্দার হুকুম পালন করা জরুরি। এতে কারো কোনো দ্বিমত নেই। (১০/৯৩৫/৩৩৫৪)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٩٢١ (٢١٤٩) : عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٣٠٩ (١١٧٢) : عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم»، قلنا: ومنك؟ قال: «ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم».

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ١٢٢ : ثم إنما يحل النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها من غير شهوة فأما عن شهوة فلا يحل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «العينان تزنيان» وليس زنا العينين إلا النظر عن شهوة ولأن النظر عن شهوة سبب الوقوع في الحرام فيكون حراما إلا في حالة الضرورة بأن دعي إلى شهادة أو كان حاكما فأراد أن ينظر إليها ليجيز إقرارها عليها فلا بأس أن ينظر إلى وجهها.وإن كان لو نظر إليها لاشتهى أو كان أكبر رأيه ذلك لأن الحرمات قد يسقط اعتبارها لمكان الضرورة.

📖 الدر المنتقى فى شرح الملتقى ٢/ ٥٤٠ : ولا إلى الحرة الأجنبية ولو كافرة إلا الوجه، وهذا فى زمانهم وأما فى زماننا فمنع من الشابة، وفى أيمان الولوالجية : أنه مكروه ولو بشهوة فحرام كما فى نادرة الفتاوى .

মাহরাম ব্যতীত নারীর সফর ও অন্যের ঘরে অবস্থান করা

প্রশ্ন : কোনো মুসলিম মহিলার পক্ষে মাহরাম ব্যতীত দূরবর্তী সফর এবং সেখানে নিজ বাড়ি ভিন্ন অন্য কোনো স্থানে অবস্থান করতে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের জন্য শরয়ী সফর পরিমাণ দূরত্বে সফর করার অনুমতি শরীয়তে নেই। এমনকি মাহরাম না থাকা অবস্থায় হজে গমন পর্যন্ত শরীয়তে নিষিদ্ধ। বর্তমান ফেতনার জমানায় মাহরাম ব্যতীত কোনো মহিলা সফরের নিয়্যাতে দাওয়াত ও ইবাদতের লক্ষ্যেও ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না। (৯/৪৬/২৪৭০)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ২/ ৩২৪ (৩০০৬) : عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: «اذهب فحج مع امرأتك» -

📖 فيه أيضا ২/ ৩০ (১৯৯৫) : عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه: - وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة - قال: سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني، قال: " لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم -

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ১০/ ২২১ : أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وعموم اللفظ يتناول عموم السفر، فيقتضي أن يحرم سفرها بدون ذي محرم معها، سواء كان سفرها قليلا أو كثيرا للحج أو لغيره، وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وطاووس والظاهرية، واحتج هؤلاء أيضا فيما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة أن رسول الله قال: (لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم). أخرجه الطحاوي، وأخرج البزار عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا، لا أدري كم؟ قال: إلا ومعها ذو محرم) . وسيجيء الخلاف فيه مع الجواب عن هذا، وفيه أن عموم لفظ: (ذي محرم) يتناول ذوي المحارم جميعها إلا أن مالكا كره سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها لفساد الناس، وأن المحرمية في هذا ليست في المراعاة كمحرمية النسب. وفيه: حرمة اختلاء المرأة مع الأحنبي، وهذا لا خلاف فيه.

Scanned by CamScanner

📖 خواتین کے شرعی احکام ص ۲۰۱ : مسئلہ : بوڑھی عورت بھی بغیر محرم کے حج کو نہیں جاسکتی اور نہ کسی دوسرے سفر پر جو دور کا سفر ہو۔

مسئلہ : عورت کو دوسری عورتوں کے ساتھ ملکر بھی بلا محرم یا بلا شوہر دور کے سفر پر جانا جائز نہیں ہے۔

নারীর একাকী বিমান সফর

প্রশ্ন : ১. শরীয়তের দৃষ্টিতে বিমানযোগে মহিলাদের মাহরামবিহীন হজের সফর জায়েয আছে কি না? কারণ আমরা জানি, মাহরামের প্রয়োজন হয় শুধু হজের মধ্যে।

২. যদি স্বামী বিদেশ থেকে স্ত্রীর জন্য ভিসা পাঠায় এবং বিদেশে এয়ারপোর্টে স্বামী তার অভ্যর্থনায় উপস্থিত থাকে তাহলে স্ত্রীকে একা পাঠানো জায়েয হবে কি না? কারণ যদি স্বামী নিতে আসতে হয় তাহলে অর্থনৈতিকভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর বিবাহ নতুন হয়েছে বিধায় স্ত্রীকেও নিয়ে যেতে হয়। এমতাবস্থায় শরীয়তের হুকুম কী?

৩. আর যদি মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন একা বা স্বামীর সাথে পাঠানোর জন্য রাজি না থাকে আর না পাঠালে স্বামীর পক্ষ থেকে তালাকনামা পাঠিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা বা হুমকিও আছে, তাহলে করণীয় কী?

উত্তর : ১. হজের সফর হোক বা অন্য কোনো শরয়ী সফর হোক, শরীয়তের বিধানানুযায়ী মহিলাদের জন্য মাহরাম ব্যতীত সফর করা জায়েয হবে না। (৬/২৩০/১১৬৩)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ٩٤ (١٣٣٩) : عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم».

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ٩/ ٩٤ : وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك لرواية بن عباس المطلقة وهي آخر

Scanned by CamScanner

روايات مسلم السابقة لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم.

২. আর্থিক কিছু ক্ষতি হলেও আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজের সাথে অথবা কোনো মাহরামের মাধ্যমে স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। এতদসত্ত্বেও নিতান্ত অপারগ অবস্থায় প্রশ্নে বর্ণিত পন্থায় স্ত্রীকে নিয়ে গেলে অপারগতার কারণে হয়তো আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। বিশেষ অপারগতার ক্ষেত্রে কিছু ছাড় দেওয়ার বিধান শরীয়তে রয়েছে। কিন্তু বাস্তব অপারগতার বিবেচনা নিজকেই করতে হবে।

📖 فيض الباری (ربانی بکڈپو) ۲/ ۳۹۷ : وفي كتب الحنفية عامة عدم جواز السفر إلا مع محرم.

قلت: ويجوز عندي مع غير محرم أيضا بشرط الاعتماد والأمن من الفتنة. وقد وجدت له مادة كثيرة في الأحاديث، أما في الفقه فهو من مسائل الفتن.

📖 البدر الساری إلى فيض الباری (ربانی بکڈپو) ۲/ ۳۹۷ : يقول العبد الضعيف: منها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا العاص أن يرسل زينب رضي الله عنها مع رجل لم يكن لها محرما، ومجيء عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك.

📖 مجلة الأحكام العدلية (کارخانه تجارتِ کتب) ص ۱۹ : (المادة ۲۷) : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

📖 (المادة ۲۸) : إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

📖 (المادة ۲۹) : يختار أهون الشرين.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴/ ۸۰ : سوال- اگر کوئی عورت حج کیلئے مکہ مکرمہ کا ارادہ رکھتی ہو جبکہ اس کا محرم ساتھ نہیں آسکتا مگر یہ کہ کراچی سے سوار کراسکتا ہے جبکہ اس عورت کا بھائی جدہ ائیر پورٹ پر موجود ہے اس ایسی عورت کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟

جواب- کراچی سے جدہ تک بغیر محرم کے سفر کرنے کا گناہ اس کے ذمہ بھی ہوگا۔

৩. স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে নিয়ে সফর করতে পারবে। এতে মা-বাবা ও অন্য আত্মীয়স্বজনদের জন্য বাধা দেওয়া জায়েয হবে না। স্বামীর কাছে স্ত্রীকে একা না

Scanned by CamScanner

পাঠানোর কারণে স্বামী তালাক দেওয়ার হুমকি দিলে মা-বাবা ও আত্মীয়স্বজনদের জন্য তাকে বাধা দেওয়া যাবে না। কিন্তু স্ত্রী একা সফর করার কারণে অবশ্যই গোনাহ হবে।

📖 معارف القرآن ۵/ ۴۵۲ : اس پر علماء وفقہاء کا اتفاق ہے کہ والدین کے اطاعت صرف جائز کاموں میں واجب ہے، ناجائز یا گناہ کے کاموں میں اطاعت واجب تو کیا جائز بھی نہیں۔

নারীর একাকী গাড়ির সফর

প্রশ্ন : একজন লোক তার স্ত্রীকে ঢাকা থেকে গাড়িতে উঠিয়ে দেয় কুমিল্লা যাওয়ার জন্য, সঙ্গে কোনো মাহরাম নেই। আর কুমিল্লা বাসস্ট্যান্ডে তাদের লোক অপেক্ষমাণ আছে। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের সফরের শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : মহিলাদের জন্য মাহরাম ব্যতীত দুরের সফর শরয়ী দৃষ্টিকোণে জায়েয নেই। তার গন্তব্য স্থানে কোনো মাহরাম ব্যক্তি উপস্থিত থাকা না থাকা একই কথা। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থাতে মাহরাম ব্যতীত এ ধরনের সফর করা জায়েয হবে না। (৯/৯২৬)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۲ / ٤٦٤ : (قوله في سفر) هو ثلاثة أيام ولياليها فيباح لها الخروج إلى ما دونه لحاجة بغير محرم بحر، وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد، وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان.

📖 عمدة القاری (دار احياء التراث) ۱۰ / ۲۲۲ : وفيه ان النساء كلهن سواء فی منع المرأة عن السفر إلا مع ذی محرم.

📖 احسن الفتاوی (سعيد) ۸/ ۲۹ : سوال-ایک دیندار عورت اپنے محرم کے ساتھ سفر حج پر جارہی ہے، دوسری کچھ عورتیں ان کے ساتھ حج کے لئے جانا چاہتی ہیں، تو کیا جب کوئی دیندار اور بااعتماد عورت جو مرد کے لئے محرم ہے ساتھ موجود ہو تو غیر محرم مرد کے ساتھ سفر کرنا جائز ہے؟... ...

الجواب- جائز نہیں، حتی کہ اگر عورت بہت بوڑھی ہو تو بھی غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا حرام ہے۔

Scanned by CamScanner

প্রসাধনী কেনার জন্য নারীদের মার্কেটে গমন

প্রশ্ন : অন্যের মাধ্যমে হাট-বাজার করতে সক্ষম, এমন মহিলার পক্ষে বাজারে যাওয়া বা শুধু প্রসাধন জাতীয় দ্রব্য কেনার প্রয়োজনে দোকানপাটে যাওয়ার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : কোনো মহিলা তার স্বামী, মাহরাম বা অন্য কারো অবর্তমানে বিশেষ কোনো জরুরি মাসআলা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য অথবা গৃহস্থালির বিশেষ কোনো জিনিসের প্রয়োজন পুরা করার জন্য শরয়ী পর্দার সহিত বের হতে পারবে। তবে শুধুমাত্র প্রসাধনী ক্রয়ের জন্য বের হতে পারবে না। (৫/৫৪/৮২৪)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٣٢٨ (٣٠٠٦) : عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم»، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: «اذهب فحج مع امرأتك» -

📖 فيه أيضا ٢/ ٣٠ (١٩٩٥) : عن قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه: - وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة - قال: سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني، قال: " لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم -

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ١٠/ ٢٢١ : أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، وعموم اللفظ يتناول عموم السفر، فيقتضي أن يحرم سفرها بدون ذي محرم معها، سواء كان سفرها قليلا أو كثيرا للحج أو لغيره، وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وطاووس والظاهرية، واحتج هؤلاء أيضا فيما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة أن رسول الله قال: (لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم) . أخرجه الطحاوي، وأخرج البزار عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا، لا أدري كم؟ قال: إلا ومعها ذو محرم) . وسيجيء الخلاف فيه مع الجواب عن هذا، وفيه أن عموم لفظ: (ذي محرم) يتناول ذوي المحارم جميعها إلا أن مالكا كره سفرها مع ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها لفساد الناس، وأن المحرمية في هذا ليست في

Scanned by CamScanner

المراعاة كمحرمية النسب. وفيه: حرمة اختلاء المرأة مع الأحنبي، وهذا لا خلاف فيه.

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য মহিলাদের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করা

প্রশ্ন : মহিলারা পর্দার সহিত সকাল-বিকাল বাইরে হাঁটাহাঁটি করতে পারবে কি না?

উত্তর : যেহেতু মহিলাদের জন্য সর্বাবস্থায় ঘরে অবস্থান করা ফরয, কোনো শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া স্বীয় ঘর হতে বের হওয়া নাজায়েয তাই শারীরিক অবস্থার উন্নতির জন্য মহিলারা পর্দাসহ হলেও বাইরে হাঁটাহাঁটি না করে ঘরের ভেতর বা আঙিনায় হাঁটাহাঁটি করবে। (১০/৪৫)

📖 سورة الاحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ﴾

📖 سنن الترمذي (دارالحديث) ٣/ ٣١٠ : (١١٧٣) عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان».

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۸/ ۴۸ : قرآن وحدیث میں عورت کو پردے کی سخت تاکید اور عورت کے باہر نکلنے میں مفاسد کثیرہ کے پیش نظر عورت کا تفریح کیلئے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں۔

মোটরসাইকেলের পেছনে নারীর আসন গ্রহণ

প্রশ্ন : কোনো নেককার-পরহেজগার ব্যক্তির জন্য শরয়ী পর্দানশিন স্ত্রীকে মোটরসাইকেলের পেছনে বসিয়ে সফর করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে মহিলাদের পুরো শরীরই আবৃত করার নির্দেশ, তবে এ আদেশ বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য (মাহরাম) শিথিলতাপূর্ণ এবং আবৃত করেও বিনা প্রয়োজনে বের হওয়া নিষিদ্ধ। আর যদি বের না হলে ভীষণ কষ্ট ও ক্ষতি হয় তখন পুরো শরীর ঢেকে বের হবে এবং চোখের ওপর জালি রাখবে। এ ধরনের কোনো

Scanned by CamScanner

প্রয়োজনের সম্মুখীন না হলে মহিলাদের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয নেই। এখন স্ত্রীকে মোটরসাইকেলের পেছনে বসিয়ে সফর করা যদি উল্লিখিত কারণগুলোর কোনো কারণে হয় তাহলে জায়েয, নতুবা জায়েয নেই। (৫/৬৮/৮০৭)

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾

📖 أحكام القرآن للجصاص (دار الكتب العلمية) ٣ / ٤٧١ : وقوله تعالى: {وقرن في بيوتكن} روى هشام عن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت زمعة: ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها، وقيل إن معنى: {وقرن في بيوتكن} كن أهل وقار وهدوء وسكينة، يقال: وقر فلان في منزله يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج.

📖 أحكام القرآن للمفتی شفیع رح (إدارة القرآن) ٣/ ٤١٦ : ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ دلت الآية على مسائل :

الأول: وجوب التجليب أو البرقع للنساء بحيث يستر جميع البدن اذا مست الحاجة الى الخروج من البيت۔

الثانية : وجوب ستر الوجه للنساء اذا خيف الفتنة، كما هو مصرح فی تفسير الحبر ابن عباس رض ، ومثله عن عبيدة السلمانی فيما مر آنفا۔

الثالثة : جواز الخروج من البيت للنساء عند الضرورات الطبعية أو الشرعية كما دلت عليه إشارة الكتاب والآثار الواردة فيه ۔

📖 معارف القرآن، مولانا محمد ادریس کاندھلوی ٥/ ٤٨٨ : قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ایک حکم تو یہ دیا ہے کہ بلاشدید ضرورت اپنے گھروں سے نہ نکلیں، جیسا کہ آیت وقرن فی بیو تکن خاص اسی بارہ نازل ہوئی کہ عورتیں اپنے گھروں میں قرار پکڑے، حتی کہ نماز بھی اپنے گھروں میں پڑھیں، عورتوں کا گھروں میں نماز

Scanned by CamScanner

پڑھنا یہ نسبت مسجد کے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، پھر یہ کہ عورت کسی ضرورت اور مجبوری کی بناپر گھر سے باہر نکلیں تو برقعہ یا چادر میں بدن چھپا کر نکلیں۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۹۷ : عورتوں کو دن میں برقعہ سے دور راہ لیجانا اور ڈولی پالکی میں کہاروں سے لیجانا از روئے پردہ وحیاء کونسا اچھا ہے؟

الجواب- ظاہر ہے کہ بلاضرورت امر اول کا انجام مفاسد کا ترتب ہے اور امر ثانی ہر حال میں راجح ہے، حضرت ازواج مطہرات رضی اللہ عنھن کا سفر ہودج میں ہوتا تھا کپڑا لپیٹ کر اونٹ پر سوار نہ ہوتی تھی۔

স্বামীর সাথে মোটরসাইকেলে ভ্রমণ

প্রশ্ন : মহিলাদের পর্দার সাথে বোরকা ও হাত-পা মোজায় আবৃত করে মাহরামের পেছনে মোটরসাইকেলে আরোহন করা যাবে কি না? বিশেষ করে বাসে যাতায়াত করলে সেখানে পরপুরুষের কিছু না কিছু স্পর্শ বা ধাক্কাধাক্কি হয়।

উত্তর : মহিলাদের শরীর বোরকা পরিহিতা অবস্থায়ও পরপুরুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখা শরীয়তের কাম্য। এ জন্য তাদের ঘর থেকে বিনা প্রয়োজনে বাইরে না যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনে শরীয়ত অনুমোদিত কাজে ঘরের বাইরে যেতে হলে তখনো পুরুষের দৃষ্টি না পড়ার মতো ব্যবস্থা অবলম্বন জরুরি, যা রিকশা, কার বা টেক্সি ইত্যাদি দ্বারা সম্ভব।

মোটরসাইকেলে সম্পূর্ণ দৃষ্টির আড়াল হয় না বিধায় বোরকাসহও না চলা উত্তম। তবে বাস পরিবহনে চলাচলে পুরোপুরি পর্দা রক্ষা করা সম্ভব না হলে মোটরসাইকেলে মাহরাম বা স্বামীর সাথে চলাচল করতে পারেন। (১০/৪১৯)

📖 أحكام القران للجصاص (قديمى كتبخانه) ٣/ ٥٤٦ : قال أبو بكر في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها لأن قوله تعالى ونساء المؤمنين ظاهره أنه أراد الحرائر وكذا روي في التفسير لئلا يكن مثل الإماء اللاتي هن غير مأمورات بستر الرأس والوجه فجعل الستر فرقا يعرف به الحرائر من الإماء

Scanned by CamScanner

وقد روي عن عمر أنه كان يضرب الإماء ويقول اكشفن رؤسكن ولا تشبهن بالحرائر.

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۸/ ۳۰ : عورت گھر سے باہر نکلے تو اسے صرف یہی تاکید نہیں کی گئی کہ چادر یا برقعہ اوڑھ کر نکلے بلکہ گوہر نایاب شرم وحیا کو محفوظ رکھنے کیلئے مزید ہدایات بھی دی گئیں۔

মহিলা মার্কেট করার হুকুম

প্রশ্ন : আমি একজন ব্যবসায়ী। অনেক দিন যাবৎ ব্যবসা করে আসছি। দোকানে মহিলাদের ভিড় বেশি। আমার দোকান ছাড়াও আরো দোকানে মহিলারা বেপর্দায় মার্কেট করার জন্য যায়। তাই মহিলা দ্বারা পরিচালিত একটি মহিলা মার্কেট দিতে চাই, যেখানে পর্দার সাথে মহিলারা মার্কেট করতে পারবে। প্রশ্ন হলো, তা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : নারীগণ তাদের শরীরের অবয়ব, গঠন, উঠাবসা, কথাবার্তা ও চালচলন পরপুরুষের নজর থেকে বাঁচিয়ে গৃহভ্যান্তরে অবস্থান করাই শরয়ী পর্দা, যা অনেক আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে শরয়ী জরুরত, স্বভাবগত জরুরত যেমন–হজ ও মাহরাম আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়া ও অত্যন্ত অপরাগতার সময় খাদ্য সংগ্রহের জন্য ঘর হতে বোরকা পরে বের হওয়ার অনুমতি থাকলেও ওই বোরকা পরাটাই প্রকৃত পর্দা নয়, বরং শুধুমাত্র জরুরতের পর্দা বলা যায়। সুতরাং মহিলারা বোরকা পরলে পর্দা হয়ে গেল এবং বোরকা পরে মার্কেট, বাজার, তাবলীগ ও মসজিদে গমন করতে পারবে–এমন ধারণা অত্যন্ত ভুল। এরই ভিত্তিতে সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে অদ্যাবধি ইমাম, মুজতাহিদ ও ফুকাহায়ে কেরাম যুগের পরিবর্তনে মহিলাদের মসজিদে আসা, এমনকি ধর্মীয় শিক্ষার জন্য ওয়াজ-মাহফিলে বা কোনো শিক্ষালয়ে যাতায়াত করাকেও সম্পূর্ণ নাজায়েয বলেছেন। সুতরাং যেখানে বালেগা মহিলাদের মসজিদে আসা ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য শিক্ষালয়ে যাতায়াত নাজায়েয, সেখানে মহিলা দ্বারা পরিচালিত মহিলা মার্কেট বৈধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মহিলা মার্কেট করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে নাজায়েয বলে বিবেচিত হবে (১৫/৩৪৬/৬০৩৮)

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

Scanned by CamScanner

📖 تفسير روح المعانى (دار الحديث) ٢٢/ ٢٤٩ : فقال عليه الصلاة والسلام: «من قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى» وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزين إذا تحققت الفتنة أما إذا ظنت فهو حرام غير كبيرة، وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى، وتعزية الأموات من الأقارب ونحو ذلك.

📖 أحكام القرآن للجصاص (قديمى كتبخانه) ٣ / ٥٢٩ : وقوله تعالى: {وقرن في بيوتكن} روى هشام عن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت زمعة: ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها، وقيل إن معنى: {وقرن في بيوتكن} كن أهل وقار وهدوء وسكينة، يقال: وقر فلان في منزله يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج.

📖 أحكام القرآن للمفتى شفيعؒ (إدارة القرآن) ٣/ ٤١٦ : ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ﴾ دلت الآية على مسائل :

الأول: وجوب التجليب أو البرقع للنساء بحيث يستر جميع البدن اذا مست الحاجة الى الخروج من البيت۔

الثانية : وجوب ستر الوجه للنساء اذا خيف الفتنة، كما هو مصرح فى تفسير الحبر ابن عباسؓ، ومثله عن عبيدة السلمانى فيما مر آنفا۔

الثالثة : جواز الخروج من البيت للنساء عند الضرورات الطبعية أو الشرعية كما دلت عليه إشارة الكتاب والآثار الواردة فيه ۔

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٣٥٨ : ولأنه لا يؤمن الفتنة من خروجهن أطلقه فشمل الشابة والعجوز والصلاة النهارية والليلية قال المصنف في الكافي والفتوى اليوم على الكراهة في الصلاة كلها لظهور الفساد ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن يكره

Scanned by CamScanner

حضور مجالس الوعظ خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء أولى. ذكره فخر الإسلام اهـ

وفي فتح القدير المعتمد منع الكل في الكل إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز المتبرجات وذوات الرمق. اهـ

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۲۸ : الجواب- عورت کے لئے بمجبوری بقدر ضرورت گھر سے باہر نکلنا جائز ہے اس زمانہ میں لوگوں نے خواہشات نفسانیہ اور ہوس بے لگام کو ضرورت کا نام دے رکھا ہے عورت کے متعلقین مردوں پر فرض ہے کہ بلا ضرورت عورت کو باہر جانے سے منع کریں، ورنہ وہ بھی سخت گنہگار ہوں گے۔

মহিলাদের চাকরি করা

প্রশ্ন : ১. মহিলাদের চাকরি করার বিধান আছে কি না? স্বামী সামান্য আয়-রোজগার করে একটা পরিবার চালিয়ে নিতে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। এ রকম সংসারে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয়ে শ্বশুর-শাশুড়ির কথামতো চাকরি করতে চাইলে বা করলে স্বামীর গোনাহ হবে কি না?

২. চাকরি না করতে দেওয়ায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি অশান্তি দেখা দেয় তাহলে স্বামী স্ত্রীকে চাকরি করতে দিতে পারবে কি না?

উত্তর : ১. মুসলিম নারীর জন্য নামায যেমন ফরয, অনুরূপ পর্দাও ফরয। উপরন্তু সংসারের খরচের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ পুরুষের ওপর। ইসলামী শরীয়ত মহিলাদের ওপর কোনো দায়িত্ব দেয়নি। তাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র সংসারের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা। সুতরাং কোনো মহিলা স্বামী থাকা অবস্থায় উপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে যাওয়ার অর্থ শরীয়তের দেওয়া নির্দেশ অমান্য করা।

২. এটি কোনো মুসলিম নারীর জন্য কোনোক্রমেই বৈধ হতে পারে না। যে বা যার মহিলাদের এসব শরীয়ত অসমর্থিত কাজে অনুমতি দেবে বা সহযোগিতা করবে তারাও গোনাহগার হবে। প্রশ্নোক্ত শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী-স্ত্রী সবার জন্য খালেস মনে তাওবা করে নেওয়া জরুরি। (১৩/৫১৮/৫৩২৪)

📖 الفقه الإسلامی وأدلته (دار الفكر) ۳/ ۵۵۳ : وإن كانت المرأة أجنبية: حرم النظر إليها عند الحنفية إلا وجهها وكفَّيها، لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}. قال علي وابن عباس:

Scanned by CamScanner

ما ظهر منها الكحل والخاتم أي موضعهما وهو الوجه والكف، والمراد من الزينة في الآية موضعها، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وعطاء.وإن وقع البصر على محرَّم من غير قصد، وجب أن يصرف عنه، وليس على المرء إثم في المرة الأولى غير المقصودة.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۶/ ۵۴ : جواب-عورت کا نان ونفقہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے لیکن اگر کسی عورت کے سر پر کوئی کمانے والا نہ ہو تو مجبوری کے تحت اس کو کسب معاش کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کیلئے باوقار اور باپردہ انتظام ہو نامحرم مردوں کیساتھ اختلاط جائز نہیں۔

পর্দার সাথে কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা

প্রশ্ন : মহিলাদের পর্দার সাথে চাকরি করার বিধান আছে কি না? বিশেষ করে কলেজ, মহিলা কলেজ, মাদরাসা, মহিলা মাদরাসা, উচ্চ বিদ্যালয়, বালিকা প্রাইমারি বিদ্যালয়–এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পর্দার সাথে চাকরিসংক্রান্ত শরীয়তের বিধান ব্যাখ্যা করলে উপকৃত হব।

উত্তর : ইসলাম মহিলাদের জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে। তার জীবিকা ও খরচের দায়িত্বভার বিবাহপূর্ব সময়ে পিতার ওপর। বিবাহোত্তর স্বামীর ওপর। অতঃপর সন্তান বা অন্য ওয়ারিশদের ওপর অর্পণ করেছে। এসব লোকের উপস্থিতিতে পুরো জীবনে জীবিকার কোনো ভাবনা তার করার প্রয়োজন নেই। ইসলাম তাকে এত বড় দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে অগণিত স্বার্থে ঘর থেকে বিনা প্রয়োজনে বের না হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছে খুব তাগিদের সাথে। এমতাবস্থায় জীবিকার উল্লিখিত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কোনো প্রতিষ্ঠানে পর্দার সাথেও চাকরি করা শরীয়ত অনুমোদন করে না।

অবশ্য উল্লিখিত ব্যবস্থা না থাকাবস্থায় ঘরে বসে জীবিকার কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে নেহায়েত প্রয়োজনীয় পরিমাণ জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্য শরয়ী পর্দা মান্য করে নিরাপদ স্থানে কাজ করার সাময়িক অনুমতি দেওয়া হয় মাত্র। (৬/৬৭৪/০৩৮৫)

Scanned by CamScanner

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۵۵ : دوسری ضرورت یہ ہے کہ گزارہ کیلئے کوئی صورت نہ ہو تو برقع وغیرہ پردہ کے اندر کسی کا کام کاج کردے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۳۷۸ : بوقت حاجت شرعی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے اجازت ہے۔

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۱ / ۲۵۱ : مندرجۂ بالا حدیث میں صراحت کیساتھ عورت کو تنہا سفر کرنے سے ممانعت فرمادی گئی ہے اور جمہور فقہاء نے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرض حج کیلئے بھی شرعی محرم کے بغیر سفر کرنے کو ناجائز کہا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں تعلیم اور کسب معاش تو بہت کہ درجہ کی چیزیں ہیں جن کی مسلمان عورتوں کو ضرورت ہے ہی نہیں ہے، اس لئے کہ خود شریعت اسلامیہ نے اس کی کفالت کی ذمہ داری شادی سے پہلے اس کے باپ پر اور شادی کے بعد شوہر پر ڈالی ہے اور عورت کو اس کی اجازت نہیں دی کہ وہ شدید ضرورت کے بغیر گھر سے نکلے۔

প্রয়োজনে নারীদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজে অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : শরীয়তের সীমার ভেতরে থেকে মহিলাদের উপার্জনের জন্য কাজ করা এবং সে জন্য ঘরের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ কি না? প্রয়োজনের তাগিদে তারা হাট-বাজারে এবং ক্ষেত-খামারে, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কৃষি ও শিল্পকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না?

উত্তর : ইসলাম নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জিম্মাদারি ও দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকর্ম তথা উপার্জনের পুরা দায়ভার আল্লাহ তা'আলা পুরুষের ওপর ন্যস্ত করেছেন। আর সে কারণেই অনন্যোপায় না হলে উপার্জনের জন্য নারীদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি ইসলাম দেয় না। তবে রুজি-রোজগারের জন্য যদি কোনো ব্যবস্থা না থাকে যেমন–উপার্জনক্ষম বাবা, স্বামী বা ছেলে না থাকে, তাহলে পর্দা সহকারে হালাল উপার্জনের জন্য ঘরের বাইরে বের হওয়ার অনুমতি আছে। (১৬/৫৩৫)

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۲۸ : عورت کے لئے بمجبوری بقدر ضرورت گھر سے نکلنا جائز ہے۔

Scanned by CamScanner

আয়-রুজির জন্য নারীর বিদেশ গমন

প্রশ্ন : মহিলাদের টাকা উপার্জনের জন্য স্বামীর অনুমতিক্রমে বিদেশ যাওয়া এবং তার উপর্জনকৃত টাকা থেকে খাওয়া কতটুকু জায়েয হবে?

উত্তর : কোরআন-হাদীসের বিধান মতে, বিবাহের পর স্ত্রীর খোরপোশসহ যাবতীয় খরচাদির দায়িত্ব স্বামীর ওপর বর্তায়। তাই স্বামী থাকাবস্থায় ঘরের বাইরে গিয়ে স্ত্রীর জন্য চাকরি করা, বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতে বিদেশে চাকরির জন্য যাওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। কোনো ঈমানদার মহিলার জন্য এ ধরনের কাজ কল্পনাতীত। সুতরাং এ ধরনের কাজ হতে তাওবা করে সংশোধন হওয়া জরুরি। তবে হালাল পন্থায় তার উপার্জন করা অর্থ কাউকে স্বেচ্ছায় প্রদান করলে তা নেওয়া জায়েয হলেও অনুচিত। (১৯/৭৭৮/৮৪৪৩)

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

📖 أحكام القرآن للمفتي شفيعؒ (إدارة القرآن) ٣/ ٤١٦ : ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ دلت الآية على مسائل :

الأول: وجوب التجليب أو البرقع للنساء بحيث يستر جميع البدن اذا مست الحاجة الى الخروج من البيت۔

الثانية: وجوب ستر الوجه للنساء اذا خيف الفتنة،...

الثالثة: جواز الخروج من البيت للنساء عند الضرورات الطبعية أو الشرعية كما دلت عليه إشارة الكتاب والآثار الواردة فيه ۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦/ ٥٤ : جواب- عورت کا نان ونفقہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے لیکن اگر کسی عورت کے سر پر کوئی کمانے والا نہ ہو تو مجبوری کے تحت اس کو کسب معاش کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کیلئے باوقار اور باپردہ انتظام ہونا، محرم مردوں کے ساتھ اختلاط جائز نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٤/ ٣٧٧ : سوال- عورت کی محنت کی کمائی جس میں بے پردگی ہو کھانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب: عورت کے ذمہ پردہ لازم ہے، تاہم بے پردگی کی وجہ سے اس کی کمائی حلال کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔

Scanned by CamScanner

চেহারা ও হাত খোলা রেখে মহিলা রোগী দেখা

প্রশ্ন : একজন মহিলা ডাক্তার হজ থেকে আসার পর শুধু মুখমণ্ডল এবং হাত ছাড়া সমস্ত শরীর আবৃত করে রাখেন এবং এ অবস্থায় তিনি তাঁর চেম্বারে রোগী দেখছেন। হাসপাতালে তাঁর সরকারি চাকরি আছে বিধায় সেখানেও তিনি এভাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে মহিলা রোগীই দেখেন। তাঁর স্বামীও একজন এমবিবিএস ডাক্তার। প্রশ্ন হলো, এটুকু পর্দার দ্বারা তিনি আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার ধরা থেকে বাঁচতে পারবেন কি না? ডাক্তার হিসেবে এর চেয়ে বেশি পর্দা করা সম্ভব হয় না।

উত্তর : জনসাধারণের সেবার নিয়্যাতে যুগোপযোগী চিকিৎসাকে ইসলামে যেখানে উৎসাহিত করেছে, সেখানে নারীদের প্রতি বিনা প্রয়োজনে নিজ ঘর হতে বের না হওয়ার কড়া নির্দেশও ইসলাম দিয়েছে। তাই চেম্বারে না গিয়ে ঘরে বসে মহিলা রোগী দেখলে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বাধা নেই। যেহেতু ইসলামে নারীদের যাবতীয় জীবনযাপনের ব্যয় নির্বাহের দায়-দায়িত্ব তাদের অভিভাবকদের ওপর ফরয করে দিয়েছে, তাই কোনো মহিলা ডাক্তার পর্দা করেও ঘর হতে বের হয়ে রোজগার করা প্রয়োজনের পর্যায়ে পড়ে না। অতএব উল্লিখিত কারণে মহিলা ডাক্তার আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি লাভ করার নিমিত্তে কেবল ঘরে বসে মহিলাদের চিকিৎসা করতে পারবে। (৮/৭৬৯)

📖 أحكام القرآن للمفتى شفيع رح (إدارة القرآن) ٣/ ٤١٦ : ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ دلت الآية على مسائل :

الأول: وجوب التجليب أو البرقع للنساء بحيث يستر جميع البدن اذا مست الحاجة الى الخروج من البيت-

الثانية : وجوب ستر الوجه للنساء اذا خيف الفتنة، كما هو مصرح فى تفسير الحبر ابن عباس رض ، ومثله عن عبيدة السلمانى فيما مر آنفا-

الثالثة : جواز الخروج من البيت للنساء عند الضرورات الطبعية أو الشرعية كما دلت عليه إشارة الكتاب والآثار الواردة فيه -

📖 البحر الرائق (سعيد) ١٩٢/٨ : والطبيب إنما يجوز له ذلك إذا لم يوجد امرأة طبيبة فلو وجدت فلا يجوز له أن ينظر لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف وينبغي للطبيب أن يعلم امرأة إن أمكن وإن لم يمكن ستر كل عضو منها سوى موضع الوجع ثم ينظر

Scanned by CamScanner

ويغض ببصره عن غير ذلك الموضع إن استطاع لأن ما ثبت للضرورة يتقدر بقدرها.

ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানে মহিলা কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে অনেক পূর্ব থেকেই শুধুমাত্র পুরুষ কর্মচারী দ্বারা কাজ করায় এবং তাঁর একান্ত ইচ্ছা এটাই ছিল যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কখনো মহিলা কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে না এবং তাদের দ্বারা কর্মসম্পাদন করাবেন না। এমনকি তাঁর প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজারকেও আদেশ করেন যে কখনো মহিলা কর্মচারী নিয়োগ দেবেন না। ম্যানেজারও তাঁর সাথে এ বিষয়ে একমত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে মহিলা কর্মচারী ব্যতীত প্রতিষ্ঠানটি প্রায় অচল হতে চলেছে। কেননা মহিলা ব্যতিরেকে শুধু পুরুষ কর্মচারীদের কাজে কোনো আগ্রহ দেখা যায় না এবং সব সময় পুরুষ কর্মচারী পাওয়াও যায় না। এমতাবস্থায় অনেকে পরামর্শ দিচ্ছেন মহিলা কর্মচারী নিয়োগ দেওয়ার জন্য। এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? মহিলা কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারব কি না?

উত্তর : শরীয়তের নিয়ম-নীতি মান্য করে মহিলাদের কর্মসংস্থান বর্তমানে পরিলক্ষিত হয় না। এ পরিস্থিতিতে মহিলা দিয়ে ফ্যাক্টরি চালানোর অনুমতি শরয়ী দৃষ্টিকোণে দেওয়া যায় না। তবে কোনো কোম্পানি বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলা কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে শরীয়তের নিয়ম-নীতি যথাযথ পালন করতে সফল হতে পারলে তাদের জন্য মহিলা কর্মচারী নিয়োগ দিতে বাধা নেই। (১৯/৯০৬)

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾

📖 أحكام القرآن للجصاص (دار الكتب العلمية) ٣ / ٤٧١ : وقوله تعالى: {وقرن في بيوتكن} روى هشام عن محمد بن سيرين قال: قيل لسودة بنت زمعة: ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: والله لقد حججت واعتمرت ثم أمرني الله أن أقر في بيتي، فوالله لا أخرج فما خرجت حتى أخرجوا جنازتها، وقيل إن معنى: {وقرن في بيوتكن} كن أهل وقار وهدوء وسكينة، يقال: وقر فلان في منزله يقر وقورا إذا هدأ فيه واطمأن به وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج.

Scanned by CamScanner

📖 أحكام القرآن للمفتی شفیعؒ (إدارة القرآن) ٣/ ٤١٦ : ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ دلت الآية على مسائل :

الأول: وجوب التجليب أو البرقع للنساء بحيث يستر جميع البدن اذا مست الحاجة الى الخروج من البيت۔

الثانية : وجوب ستر الوجه للنساء اذا خيف الفتنة، كما هو مصرح فی تفسير الحبر ابن عباسؓ ، ومثله عن عبيدة السلمانی فيما مر آنفا۔

الثالثة : جواز الخروج من البيت للنساء عند الضرورات الطبعية أو الشرعية كما دلت عليه إشارة الكتاب والآثار الواردة فيه ۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ١٠/ ٣٠٨ : عورت کمپنی میں ملازمت کرے گی تو کئی ممنوعات کا ارتکاب ہوگا، بے پردگی ہوگی، نامحرم مردوں کے ساتھ اختلاط اور بعض موقعوں پر خلوت اور تنہائی کا موقعہ بھی آسکتا ہے، ان کے ساتھ بے تکلفانہ بات چیت اور نامحرم مردوں کے ساتھ آمد ورفت ہوگی وغیرہ وغیرہ اس لئے شرعا ایسی ملازمت کی اجازت نہیں ہوسکتی... ...اگر ایسی کوئی صورت نہ ہوسکے اور عورت اور بچیوں کی پاس مال نہ ہو فاقہ کی نوبت آئی ہو تو عورت اور بچیوں کی اعزاء واقرباء پر ان کے نان ونفقہ کا انتظام کرنا لازم ہوگا اگر وہ انتظام نہ کریں تو اہل محلہ وجماعت مسلمین پر یہ فریضہ عائد ہوگا۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦/ ٥٤ : جواب- عورت کا نان ونفقہ اس کے شوہر کے ذمہ ہے لیکن اگر کسی عورت کے سر پر کوئی کمانے والا نہ ہو تو مجبوری کے تحت اس کو کسب معاش کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کیلئے باوقار اور باپردہ انتظام ہونا، محرم مردوں کے ساتھ اختلاط جائز نہیں۔

পুরুষের সাথে নারীর ট্রেনিং

প্রশ্ন : ৯ জন পুরুষ ও একজন মহিলা একই সাথে কোনো ট্রেনিং করা বৈধ কি না? যদি না হয় তাহলে বৈধ হওয়ার কোনো পন্থা আছে কি না?

উত্তর : ইসলামের দৃষ্টিতে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি নেই। যদি বের হতেই হয় তাহলে সাধারণ কাপড় পরিধান করে কোনো ধরনের খোশবু না লাগিয়ে প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে ঘরে ফিরে আসার শর্তে

Scanned by CamScanner

বের হওয়ার অবকাশ আছে। এমতাবস্থায় পর্দা লঙ্ঘন করে নারী-পুরুষের সম্মিলিত ট্রেনিং নেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ। তবে বিশেষ প্রয়োজনে শরীয়ত অনুমোদিত ট্রেনিং নিজ মাহরাম বা স্বামীর মাধ্যমে নিতে পারে। (৭/৫৮৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ /٣٧٠ : (فإن خاف الشهوة) أو شك (امتنع نظره إلى وجهها) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره .

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٣٧٠ : (قوله وأما في زماننا فمنع من الشابة) لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة كما قدمه في شروط الصلاة (قوله لا المس) تصريح بالمفهوم (قوله في الأصح) لأنه يوجد من لا يشتهي .

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٨ / ٦٩ : عورتوں کا بے پردہ غیر مردوں کے ساتھ دفاتر میں کام کرنا مغربی تہذیب کا شاخسانہ ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔

মহিলাদের ব্যবহৃত কাপড় দ্বারা তৈরি কাঁথার ব্যবহার

প্রশ্ন : আমাদের বাংলাদেশে মহিলাদের পুরনো শাড়ি দিয়ে কাঁথা তৈরি করে পুরুষ-মহিলা সকলেই ব্যবহার করে থাকে। এমনকি মসজিদের ইমাম সাহেব, মাদরাসার উস্তাদ, ছাত্র–সকলেই এ কাঁথা ব্যবহার করে থাকে। আমাদের এলাকার একজন আলেম বলেছেন, মহিলাদের কাঁথা ব্যবহার করা ঠিক নয়, তাকওয়ার খেলাফ। কেননা কাঁথায় ব্যবহৃত মহিলার কাপড় দেখলে কুকল্পনা সৃষ্টি হয়, এ কারণে গোনাহও হতে পারে। যারা এগুলো ব্যবহার করে তাদের মা-বোনদেরও গোনাহ হতে পারে। এর প্রতিউত্তরে আমি বললাম, আমাদের তো এমনটি হয় না, আপনার এমন হলে আপনি অন্য কিছু ব্যবহার করুন। কেননা যদি তা-ই হয় তাহলে তো তাদের যেকোনো জিনিস দেখলেই তাদের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে, অথচ তেমন নয়। যেমন তাদের হাতের ফুল করা পাঞ্জাবি, তাদের হাতের তৈরি ফুল করা টুপি ইত্যাদি। দোকানে লটকানো তাদের জুতা, শাড়ি ইত্যাদি দেখলে তো আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না। তবে এ কথা মেনে নেওয়া যায় যে তাদের কাপড়, ছায়া লুকানো হয়। মানুষের দৃষ্টি পড়ে এমন স্থানে ঝুলিয়ে রাখা ঠিক নয়। এখন প্রশ্ন হলো, আসলেই কি মহিলাদের কাপড়ের তৈরি কাঁথা ব্যবহার করা তাকওয়ার খেলাফ, ব্যবহার করা ঠিক নয়?

উত্তর : মহিলাদের ব্যবহারের কাপড় পুরুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখাই শ্রেয়, বিশেষত যারা নফসের রোগী। মহিলাদের কাপড় দেখলেই যারা সাধারণত বিভিন্ন কুধারণার

Scanned by CamScanner

স্বীকার হয় তাদের জন্য মহিলাদের ব্যবহৃত কাপড়ের তৈরি কাঁথা-বালিশ ব্যবহার না করাই উত্তম। তবে শরয়ী দৃষ্টিকোণে তা নাজায়েয নয়। (১৩/৫৩/৫১৫৮)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سیداحمد) ۲ /۴۹۰ : مرد کا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضوء کرنے کو کسی نے ناجائز اور کسی نے مکروہ تنزیہی کہا کہ کہیں خیالات کا سلسلہ وضوء سے گناہ تک نہ پہنچ جائے اور جو عمل تطہیر ذنوب وآثام کا ذریعہ تھا موجب آثام نہ بننے پائے، جنازہ میں امام عورت کے سینے سے قدرے ہٹ کھڑا ہوگا گو اس پر ڈولی اور پردہ ہی کیوں نہ ہو کہ تصور محاسن مرأۃ کی طرف منتقل نہ ہونے پائے۔

দাদি-নাতির এক বিছানায় শয়ন

প্রশ্ন : ১৩ বছর বয়সের ছেলে কি আপন দাদির সাথে এক বিছানায় ঘুমাতে পারবে?

উত্তর : সন্তানের বয়স ১০ বছর হলে পর্দার হুকুম মান্য করা এবং বিছানা পৃথক করা জরুরি হয়। এর খেলাফ করার অনুমতি নেই। (৮/৩৮৫)

📖 سنن أبي داود (٤٩٥) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع»-

📖 بذل المجهود (دار الكتب العلمية) ٣/٣٤٦ : (قوله وفرقوا بينهم فى المضاجع) قال فى المجمع وحديث فرقوا بينهم فى المضاجع أى فرقوا بين الأخ والأخت مثلا فى المضاجع، كى لا يقعوا فيما لا ينبغى لأن بلوغ العشر مظنة الشهوة-

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٣٨٢ : ويفرق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، ويحول بين ذكور الصبيان والنسوان وبين الصبيان والرجال فإن ذلك داعية إلى الفتنة... ... وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين يجب التفريق بينهما بين أخيه وأخته وأمه وأبيه في المضجع لقوله - عليه الصلاة والسلام - «وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر»-

Scanned by CamScanner

باب ستر العورة

পরিচ্ছেদ : সতর ঢাকা

পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরয

প্রশ্ন : একজন বালেগ পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরযে আইন –এর প্রমাণ হাদীস দ্বারা উল্লেখ করার অনুরোধ করছি।

উত্তর : এ বিষয়টি অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। নিম্নে চারটি হাদীস উল্লেখ করা হলো :

এক. প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ বোখারী শরীফের মধ্যে উল্লেখ আছে,

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ١٠٥ : قال أبو عبد الله: ويروى عن ابن عباس، وجرهد، ومحمد بن جحش، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الفخذ عورة» وقال أنس بن مالك: «حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه» قال أبو عبد الله: «وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم» وقال أبو موسى: «غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان».

অর্থ : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, রান সতর। এবং আবু মূসা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাঁটুদ্বয় আবৃত করেছেন, যখন হযরত উসমান (রা.) প্রবেশ করলেন।

দুই. ইমাম আবু হানীফা (রা.)-এর প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ জামিউল মাসানীদে উল্লেখ আছে,

📖 جامع المسانيد لأبى حنيفة ١/ ٣٥٣ : عن إبراهيم، قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بين السرة إلى الركبة عورة».

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, 'নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষদের সতর।'

তিন. ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁর সুনান কিতাবে উল্লেখ করেন,

📖 سنن أبى داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٦٤ (٤١١٤) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

Scanned by CamScanner

«إذا زوج أحدكم خادمه - عبده، أو أجيره - فلا ينظر إلى ما دون السرة، وفوق الركبة».

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ কছেন, "যদি কেউ তার বাঁদীকে বিবাহ দেয় তাহলে যেন সে তার নাভির নিচ থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত দৃষ্টি না দেয়।"

চার. ইমাম দারাকুতনি (রহ.) তাঁর সুনান কিতাবে উল্লেখ করেন,

📖 سنن الدارقطني (مؤسسة الرسالة) ١/ ٤٣٠ (٨٨٧) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة» -

অর্থ : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ কছেন, "যদি কেউ তার বাঁদীকে বিবাহ দেয় তাহলে যেন সে তার নাভির নিচ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত দৃষ্টি না দেয়। কেননা নাভির নিচ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত সতরের অন্তর্ভুক্ত।" (৫/৩)

মাহরাম পুরুষের সামনে গহনা ব্যবহারের স্থান প্রকাশ করা

প্রশ্ন : এক বর্ণনায় রয়েছে, নামাযে যতটুকু স্থান বের করা যাবে মাহরাম লোকের সামনে ততটুকু বের করা যাবে। এখন জানার বিষয় হলো, মহিলারা যে গহনা পরে তার স্থানগুলো মাহরামদের সামনে বের করতে পারবে কি না?

উত্তর : মাহরাম মহিলার গহনা ব্যবহারের স্থানসমূহ তথা হাত, পা, পায়ের গোছা, সিনা, বাহু, কান, গলা, গর্দান, চেহারা ও মাথার চুল মাহরাম পুরুষের দৃষ্টিগোচর হলে গোনাহ হবে না। (১১/৪০৪/৩৫৮৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ /٣٢٨ : وأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول: يباح له أن ينظر منها إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والأذن والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه، فالرأس موضع التاج والإكليل والشعر موضع

Scanned by CamScanner

العقاص والعنق موضع القلادة والصدر كذلك والقلادة الوشاح، وقد ينتهي إلى الصدر والأذن موضع القرط والعضد موضع الدملوج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب، كذا في المبسوط. ولا بأس للرجل أن ينظر من أمه وابنته البالغة وأخته وكل ذي رحم محرم منه كالجدات والأولاد وأولاد الأولاد والعمات والخالات إلى شعرها وصدرها وذوائبها وثديها وعضدها وساقها، ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها، ولا إلى ما بين سرتها إلى أن يجاوز الركبة وكذا إلى كل ذات محرم برضاع أو مصاهرة كزوجة الأب والجد وإن علا وزوجة ابن الابن وأولاد الأولاد. وإن سفلوا وابنة المرأة المدخول بها فإن لم يكن دخل بأمها فهي كالأجنبية، وإن كانت حرمة المصاهرة بالزنا اختلفوا فيها قال بعضهم لا يثبت فيها إباحة النظر والمس وقال شمس الأئمة السرخسي تثبت إباحة النظر والمس لثبوت الحرمة المؤبدة، كذا في فتاوى قاضي خان. وهو الصحيح، كذا في المحيط. وما حل النظر إليه حل مسه ونظره وغمزه من غير حائل ولكن إنما يباح النظر إذا كان يأمن على نفسه الشهوة، فأما إذا كان يخاف على نفسه الشهوة فلا يحل له النظر.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴ /۱۷۷ : الجواب- پردہ کے دو معنی ہیں: ایک ستر، دوسرے حجاب، ستر تو فرض ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ مرد کو مرد کا سارا بدن دیکھنا جائز ہے مگر ناف سے زانوں تک جائز نہیں۔ اور عورت کو عورت کا اتنا ہی بدن دیکھنا جائز ہے اور اپنی مملوکہ حلال شرعی اور اپنی زوجہ کا سارا بدن دیکھنا جائز ہے، اور اپنے محارم کا منہ اور سر اور سینہ اور پنڈلیاں اور دونوں بازوں دیکھنا بشرط امن شہوت جائز ہے، اور ان کی پشت اور شکم دیکھنا جائز نہیں۔

মাহরামের সামনে যেসব অঙ্গ খোলা রাখা যায়

প্রশ্ন : একজন মাহরাম মহিলা স্বীয় মাহরাম পুরুষের সামনে কোন কোন অঙ্গ কতটুকু খোলা রাখতে পারবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মহিলাদের জন্য স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে বিনা প্রয়োজনে শরীরের কোনো অঙ্গ দেখানোর অনুমতি নেই। তবে নিজ মাহরামদের সামনে হাঁটু থেকে সিনা পর্যন্ত বাদ দিয়ে অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাপড় কোনো সময় খুলে গেলে মাহরামের নজর পড়া গোনাহ হবে না। তবে ফেতনার আশঙ্কা থাকলে তাও ঢেকে রাখা জরুরি। (১১/৫৯৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٣٦٧ : (قوله وتلك المذكورات مواضع الزينة) أشار إلى أنه ليس المراد في الآية نفس الزينة، لأن النظر إليها مباح مطلقا، بل المراد مواضعها فالرأس موضع التاج، والوجه موضع الكحل، والعنق والصدر موضع القلادة والأذن موضع القرط، والعضد موضع الدملوج، والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب، والساق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب زيلعي والشعر موضع العقص إتقاني والدملوج كعصفور والدملج مقصور منه مصباح وهو من حلي العضد والعقص سير يجمع به الشعر وقيل خيوط سود تصل بها المرأة شعرها مغرب (قوله ولو مدبرة أو أم ولد) وكذا المكاتبة ومعتقة البعض عنده قهستاني (قوله فينظر إليها كمحرمه) لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه وهي في ثياب مهنتها، فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق المحارم الأقارب.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢٨ : وأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول: يباح له أن ينظر منها إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والأذن والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه، فالرأس موضع التاج والإكليل والشعر موضع العقاص والعنق موضع القلادة والصدر كذلك والقلادة الوشاح، وقد ينتهي إلى الصدر والأذن موضع القرط والعضد موضع الدملوج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب، كذا في المبسوط.

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤ /٣٦٧ : ولا بأس للرجل أن ينظر من أمه وابنة البالغة وأخته وكل ذات محرم منه كالجدات وأولاد الأولاد والعمات والخالات إلى شعر وصدرها ورأسها وثديها وعضدها وساقها، ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها ولا إلى ما بين سرتها إلى أن تجاوز الركبة.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴ / ۱۷۷ : اپنے محارم کا منہ اور سر اور سینہ اور پنڈلیاں اور دونوں بازوں دیکھنا بشرط امن شہوت جائز ہے اور ان کی پشت اور شکم دیکھنا جائز نہیں ہے۔

মাহরামের সামনে অঙ্গ প্রদর্শনে তাকওয়া

প্রশ্ন : আমাদের জানা মতে মাহরাম চাচা, পিতা, ভাই, ছেলে, শ্বশুরের সামনে বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত মেয়েদের পক্ষে ঢাকা ফরয। তাহলে মাথা, বাহু, পায়ের গোছা, গলা, কাঁধ, বুক ইত্যাদি মাহরাম পুরুষের সামনে ঢেকে রাখা মুস্তাহাব বা তাকওয়ার পর্যায়ভুক্ত কি না? যদি তাকওয়া না হয় তবে এ অঙ্গগুলো ঢাকার জন্য স্বামী স্ত্রীকে বা পিতা মেয়েকে তাগিদ দিতে পারবে কি না? আর যদি তাকওয়া হয় তবে তাগিদ দেওয়া কী? কেউ না ঢাকলে তার প্রতি খারাপ ধারণা বা মন্দারোপ করা যাবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, মহিলাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরোটাই সতরের অন্তর্ভুক্ত। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় মহিলাদের জন্য মাহরাম পুরুষের সামনে তার মাথা, মুখমণ্ডল, গলা, বুক, পায়ের গোছা, পায়ের পাতা, হাতের বাজু খোলার অনুমতি থাকলেও বিনা প্রয়োজনে না খোলাটাই উত্তম। তবে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা হলে পর্দা করা জরুরি। সর্বাবস্থায় পর্দা করার নির্দেশ অভিভাবক দিতে পারেন। বর্তমান ফেতনার যুগে এ ব্যাপারে তাগিদ দেওয়া উচিত। (৪/৪৪৪/৭৭৯)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢٨ : وأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول: يباح له أن ينظر منها إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والأذن والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه، فالرأس موضع التاج والإكليل والشعر موضع العقاص والعنق موضع القلادة والصدر كذلك والقلادة الوشاح، وقد ينتهي إلى الصدر والأذن موضع القرط والعضد موضع الدملوج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب، كذا في المبسوط.

Scanned by CamScanner

ঘরোয়া পরিবেশে মহিলাদের মাথা খোলা রাখা

প্রশ্ন : কোনো মেয়ে যদি ঘরের ভেতরে পর্দার পরিবেশে মাথার কাপড় না দেয় তবে সে কী কী ক্ষতির সম্মুখীন হবে? আর যদি ঘরের ভেতর মাথায় কাপড় রাখে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মাথা খোলা না রাখে তবে সে কী কী উপকার পাবে?

উত্তর : মহিলাদের জন্য শরীয়ত পর্দার বিধান ফরয করেছে। তবে ঘরের পরিবেশে মাহরামের সামনে টাখনুর নিচের অংশ মাথা চেহারা হস্তদ্বয় খোলা রাখার অনুমতি থাকলেও মাথাসহ সিনার ওপরের অংশ আবৃত রাখা ভদ্র পরিবার ও শরীয়তের আলোকে প্রশংসনীয়। (১৫/২২৯/৫৯৮০)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٧/ ٢٠٥ : قال: "وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين. ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها وفخذها". والأصل فيه قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} [النور: ٣١] الآية، والمراد والله أعلم مواضع الزينة وهي ما ذكر في الكتاب، ويدخل في ذلك الساعد والأذن والعنق والقدم؛ لأن كل ذلك موضع الزينة، بخلاف الظهر والبطن والفخذ؛ لأنها ليست من مواضع الزينة، ولأن البعض يدخل على البعض من غير استئذان واحتشام والمرأة في بيتها في ثياب مهنتها عادة، فلو حرم النظر إلى هذه المواضع أدى إلى الحرج، وكذا الرغبة تقل للحرمة المؤبدة فقلما تشتهى، بخلاف ما وراءها، لأنها لا تنكشف عادة. والمحرم من لا تجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيد بنسب كان أو بسبب كالرضاع والمصاهرة لوجود المعنيين فيه، وسواء كانت المصاهرة بنكاح أو سفاح في الأصح لما بينا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٣٦٧ : (قوله وتلك المذكورات مواضع الزينة) أشار إلى أنه ليس المراد في الآية نفس الزينة، لأن النظر إليها مباح مطلقا، بل المراد مواضعها فالرأس موضع التاج، والوجه موضع الكحل، والعنق والصدر موضع القلادة والأذن موضع القرط، والعضد موضع الدملوج، والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب، والساق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب زيلعي والشعر موضع العقص إتقاني والدملوج كعصفور والدملج مقصور منه مصباح وهو من حلي العضد والعقص سير

Scanned by CamScanner

يجمع به الشعر وقيل خيوط سود تصل بها المرأة شعرها مغرب (قوله ولو مدبرة أو أم ولد) وكذا المكاتبة ومعتقة البعض عنده قهستاني (قوله فينظر إليها كمحرمه) لأنها تخرج لحوائج مولاها وتخدم أضيافه وهي في ثياب مهنتها، فصار حالها خارج البيت في حق الأجانب كحال المرأة داخله في حق المحارم الأقارب.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۵۲ : سوال- عورت کا گھر میں محارم کے سامنے ننگے سر رہنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- اس کو شریف اور دیندار گھرانوں میں بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور عورتوں میں بے پردگی اور آزادی کے شیوع کا ذریعہ ہے، علاوہ ازیں محارم کے سامنے بھی سینے کے ابھار کا ظاہر کرنا بہت بڑی بے حیائی ہے، اس لئے جائز نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

মাথা খোলা রাখলে শয়তান বাসা বাঁধে

প্রশ্ন : যে মেয়ে মাথায় কাপড় রাখে তার মাথার ওপর বৃষ্টির মতো রহমত পড়তে থাকে, তার সাথে ফেরেস্তা থাকে, তার নাম মোমেনের জামাতে লেখা হয়। যে মেয়ে মাথায় কাপড় না রাখে তার মাথায় ৩৬০টি শয়তান বসে। আর প্রস্রাব-পায়খানা করে তার মাথা নাপাক করে দেয়, এসব কথা সহীহ কি না? দলিলসহ জানালে ভালো হয়।

উত্তর : মাথার ওপর কাপড় রাখার গুরত্ব অপরিসীম। তবে প্রশ্নে বর্ণিত কথাগুলো নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না বিধায় কথাগুলো মনগড়া ও ভিত্তিহীন। তবে ঘরের পরিবেশে যেহেতু মাথা ঢেকে চলা কাম্য, তাই আশা করা যায় আল্লাহ তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত হবেন। (১৫/২২৯/৫৯৮০)

📖 الهداية ٤/ ٣٧٠ : قال: "وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين.

সন্তানের সামনে মানসিক রোগী মায়ের মাথা খোলা রাখা

প্রশ্ন : মানসিক রোগী কোনো মহিলা যদি তার ছেলেদের সামনে মাথায় কাপড় না দেয় তবে সে গোনাহগার হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মানসিক রোগী কেন? সুস্থ মা ছেলের সামনে মাথা খোলা রাখলে গোনাহগার হবে না। তবে মানসিক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি শরীয়তের বিধিনিষেধের পাবন্দ থাকে না। (১৫/২২৯/৫৯৮০)

📖 سنن أبي داود (٤٣٩٩) : عن ابن عباس، قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر أن ترجم، مر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت " أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ " قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء، قال: فأرسلها، قال: فأرسلها، قال: فجعل يكبر.

শতবর্ষী নারীর গুহ্যদ্বারে তেল মালিশ করা

প্রশ্ন : জনৈকা মহিলা তার বয়স এক শতকের ওপর হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবে ইস্তেঞ্জা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞ ডাক্তারগণ বলেছেন যে ইস্তেঞ্জা করার পূর্বে তার গুহ্যদ্বারে কেউ তেল মেখে দেবে, তাহলে পায়খানা হবে।
উল্লেখ্য, উক্ত মহিলার স্বামী না থাকার কারণে তার পুত্রবধূ বা তার অপারগতায় তার ছেলে তেল মালিশ করে দিতে পারবে কি না? কেননা এ পন্থা ছাড়া কোনো পন্থাও নেই এবং উক্ত পন্থায় ইস্তেঞ্জা না করানো হলে মারাত্মক অবস্থা হয়ে যায়, অর্থাৎ পেট ফুলে যায়।

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত মহিলা নিজে উক্ত তেল মালিশে অক্ষম হলে তার পুত্রবধূ মালিশ করে দিতে পারবে। পুত্রবধূর অপারগতায় নিজের ছেলে মালিশ করে দিতে পারবে। সর্বাবস্থায় যথাসম্ভব দৃষ্টির হেফাজত করা এবং হাতে মোজা জাতীয় কিছু ব্যবহার করা মালিশকারীর জন্য জরুরি। (৮/৪৭৪)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤/٤٤٠ : ولا يجوز النظر إلى العورة إلا عند الضرورة وهى الاحتقان والختان والمداواة والولادة والبكارة فى العنة والرد بالعيب والمرأة فى المرأة أولى وإن لم يوجد يستر ما وراء موضع الضرورة.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٣٦٨/٤ : ولا فرق بين هذا بين ذوات المحارم وغيرهن؛ لأنه لا يحل النظر بسبب المحرمية .

📖 البحر الرائق (سعيد) ١٩٢/٨ : في التتارخانية: أصاب امرأة قرحة في موضع لا يحل للرجل النظر إليه فإن لم يوجد امرأة تداويها ولم يقدر أن يعلم امرأة تداويها يستر منها كل شيء إلا موضع القرحة ويغض بصره ما أمكن ويداويها .

শারীরিক খিদমত গ্রহণ

প্রশ্ন : আমাদের মাশায়েখের মাঝে বিশেষত কওমী মাদরাসায় শারীরিক খিদমতের প্রচলন রয়েছে। ফলে অনেক সময় আমাদের মাঝে ফেতনা-ফ্যাসাদ ও কুধারণা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় ছাত্ররা শিক্ষকদের শারীরিক খিদমত করা কতটুকু শরীয়তসম্মত? কেউ কেউ বলেন, উক্ত খিদমত বড়দের থেকে নেওয়া যাবে, ছোটদের থেকে নেওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কী? শরীয়তের দৃষ্টিতে যে স্থান সতরের অন্তর্ভুক্ত, যেমন–রান ইত্যাদি এ সকল অঙ্গ ছাত্রদের দ্বারা দাবানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কোনো ছাত্র স্বেচ্ছায় উস্তাদের খিদমত করতে চাইলে উস্তাদ ছাত্র থেকে খিদমত নিতে পারে এবং উস্তাদের খিদমত করতে পারা ছাত্রের জন্যও সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে শারীরিক খিদমত দাড়িবিহীন ছাত্র থেকে নেওয়া মোটেই উচিত নয়। বড় ছাত্র দ্বারা সতরের বহিরাংশ দাবানোর খিদমত নিতে পারবে। সতরের ভিতরাংশ দাবানো জায়েয হবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজন ও অপারগতায় মোটা কাপড়ের ওপর দিয়ে উরু দাবানোর অনুমতি আছে। সর্বাবস্থায় সব রকমের শারীরিক খিদমত থেকে বেঁচে থাকা মুত্তাকীদের গুণ। আর কুধারণা সৃষ্টি হয় এমন ক্ষেত্রে এবং কামভাবের আশঙ্কা হলে খিদমত নেওয়া মারাত্মক গোনাহ। (১০/৪৬১/৩১৩৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢٨ : لا بأس بأن يغمز الرجل الرجل إلى الساق ويكره أن يغمز الفخذ ويمسه وراء الثوب ويقول: يغمز الرجل رجل والديه.

📖 فيه أيضا ٥/ ٣٢٨ : وللابن أن يغمز بطن أمه وظهرها خدمة لها من وراء الثياب، كذا في القنية.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٢٨ : قوله ويكره في الحمام تغميز) أي تكبيس خادم فوق الإزار إذ ربما يفعله للشهوة، وهذا لو بلا

Scanned by CamScanner

ضرورة، وإلا فلا بأس والاختيار تركه ولو الإزار كثيفا ومس ما تحته كما يفعله الجهلة حرام.

📖 البحرالرائق (سعيد) ٨/ ١٩٢ : (وينظر الرجل إلى الرجل إلا العورة) وهي ما بين السرة والركبة، والسرة ليست من العورة والركبة منها وإنما لم ينبه المؤلف هنا لما قدم في كتاب الوضوء وقد بينا الدليل هناك، وحكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ وفي الفخذ أخف منه في السرة حتى ينكر عليه في كشف الركبة برفق وفي الفخذ بعنف وفي السرة بضرب وفي التتمة والإبانة: كان أبو حنيفة لا يرى بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل وفي الكافي وعظم الساق ليس بعورة وفي الذخيرة وما جاز النظر إليه جاز مسه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٦٥ : ولا يخفى أن الأحوط عدم النظر مطلقا قال في التتارخانية: وكان محمد بن الحسن صبيحا، وكان أبو حنيفة يجلسه في درسه خلف ظهره. أو خلف سارية مخافة خيانة العين مع كمال تقواه.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٤٠٧ : (ولا يجوز النظر إليه بشهوة كوجه أمرد) فإنه يحرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة، أما بدونها فيباح ولو جميلا كما اعتمده الكمال.

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٤٠٧ : قال بعضهم: قال ابن القطان: أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي بقصد التلذذ بالنظر وتمتع البصر بمحاسنه. وأجمعوا على جوازه بغير قصده اللذة والناظر مع ذلك آمن الفتنة .

শারীরিক খিদমতের সীমারেখা

প্রশ্ন : কোনো উস্তাদ ছাত্রের মাধ্যমে কী পরিমাণ খিদমত, বিশেষ করে শারীরিক খিদমত নিতে পারবে। নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত অঙ্গের খিদমত নিতে পারবে কি না?

উত্তর : উস্তাদ ছাত্রদের দ্বারা শরীয়ত পরিপন্থী নয়, এমন যেকোনো খিদমত নিতে পারবে এবং ছাত্রদের জন্যও উস্তাদের খিদমত করতে পারা সৌভাগ্যের ব্যাপার। তবে

Scanned by CamScanner

শারীরিক খিদমত দাড়িবিহীন বা আকর্ষণীয় চেহারার ছাত্রদের থেকে নেওয়া নিষিদ্ধ। বিশেষ প্রয়োজনে বালেগ ছাত্রদের দ্বারা সতরের বহিরাংশ দাবানোর খিদমত নিতে পারবে। একান্ত প্রয়োজনে মোটা কাপড়ের ওপর দিয়ে বয়স্ক লোকের রান দাবানোরও অনুমতি আছে। সর্বাবস্থায় ফেতনার সম্ভাবনা মুক্ত থেকে খিদমত নেওয়া উচিত। যেকোনো শারীরিক খিদমত নেওয়া থেকে বিরত থাকা বর্তমান ফেতনার যুগে সতর্কতার দাবি। (১০/৬০১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢٨ : قال أبو جعفر - رحمه الله تعالى - سمعت الشيخ الإمام أبا بكر محمدا - رحمه الله تعالى - يقول: لا بأس بأن يغمز الرجل الرجل إلى الساق ويكره أن يغمز الفخذ ويمسه وراء الثوب ويقول: يغمز الرجل رجل والديه، ولا يغمز فخذ والديه والفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - يبيح أن يغمز الفخذ ويمسها وراء الثوب وغيرها، كذا في الغرائب.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٢٨ : قوله ويكره في الحمام تغميز) أي تكبيس خادم فوق الإزار إذ ربما يفعله للشهوة، وهذا لو بلا ضرورة، وإلا فلا بأس والاختيار تركه ولو الإزار كثيفا ومس ما تحته كما يفعله الجهلة حرام.

📖 فيه أيضا ١ /٤٠٧ : قال بعضهم: قال ابن القطان: أجمعوا على أنه يحرم النظر إلى غير الملتحي بقصد التلذذ بالنظر وتمتع البصر بمحاسنه. وأجمعوا على جوازه بغير قصده اللذة والناظر مع ذلك آمن الفتنة.

বিবস্ত্র অবস্থায় বাতি জ্বালিয়ে স্ত্রী সহবাস

প্রশ্ন : বিবস্ত্র অবস্থায় বাতি জ্বালিয়ে স্ত্রী সহবাস করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : বাতি জ্বালিয়ে হোক বা নিভিয়ে, উভয় অবস্থায় বিবস্ত্র হয়ে স্ত্রী সহবাস করা জায়েয হলেও প্রয়োজনাতিরিক্ত সতর না খোলাই উত্তম। (৫/৪১৪)

Scanned by CamScanner

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ١/ ٦١٨ (١٩٢١) : عن عتبة بن عبد السلمي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين» -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۳۱۹ : برہنہ ہوکر بھی جماع درست ہے، البتہ مناسب نہیں۔

বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা

প্রশ্ন : ক) শহরের কোনো কোনো পুরুষ বা মহিলার গোসলখানার ভেতর উলঙ্গ হয়ে গোসল করার অভ্যাস। চারদিক দিয়ে আটকানো, ওপরে খোলা–এরূপভাবে গোসল করা জায়েয আছে কি না?

খ) যদি গোসলখানায় উলঙ্গ গোসল করা জায়েয হয় তবে গোসলখানায় উলঙ্গ অবস্থায় কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করলে এতে গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর : ক) প্রশ্নে বর্ণিত গোসলখানায় উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয আছে বটে, তবে না করাই উত্তম।

খ) উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করার ক্ষেত্রে কিবলার দিকে মুখ-পিঠ করবে না। (৪/৫৮)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٢٤ (٤٠١٧) : عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها» قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «الله أحق أن يستحي منه من الناس» -

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٨٠ (٢٨٠) : عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة، مولى أم هانئ بنت أبي طالب، أخبره أنه، سمع أم هانئ بنت أبي طالب، تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره فقال: «من هذه؟» فقلت: أنا أم هانئ -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٠٤ : وحكى في القنية أقوالا إلا في تجرده للاغتسال منفردا: منها أنه يكره، ومنه أنه يعذر إن شاء الله، ومنها لا بأس به، ومنها يجوز في المدة اليسيرة، ومنها يجوز في بيت الحمام الصغير

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٢/ ٢٧٩ : الثاني من الأحكام فيه إكرام القبلة عن المواجهة بالنجاسة مطلقا تعظيما لها ولا سيما عند الغائط والبول. الثالث فيه المحافظة على الأدب ومراعاته في كل حال.

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبۂ دارالعلوم) ١/ ١٦٠ : الجواب- جبکہ غسلخانہ کی دیواریں بڑی بڑی ہوں کہ بے پردگی کہیں سے نہیں ہوتی ہو تو اس میں برہنہ ہو کر نہانا درست ہے اگرچہ چھت پٹی ہوئی نہ ہو، مگر اولی یہ ہے کہ ننگا ہو کر نہ نہائے جائے الا بضرورۃ۔

নিরাপদ স্থানে উলঙ্গ হয়ে গোসল ও ইস্তেঞ্জা করা

প্রশ্ন : যদি কোনো লোক চারপাশ আবৃত গোসলখানা ও প্রস্রাবখানায় অপ্রয়োজনে উলঙ্গ হয়ে গোসল ও প্রস্রাব করে, তাহলে এতে তার ফরয তরক হবে কি না?

উত্তর : চতুর্পাশ আবৃত গোসলখানা ও প্রস্রাবখানায় উলঙ্গ হয়ে গোসল ও প্রস্রাব করলে ফরয তরক হবে না। তবে বিনা প্রয়োজনে উলঙ্গ না হওয়াই উত্তম। প্রস্রাবের কাজ সারার জন্য যে পরিমাণ কাপড় সরানো প্রয়োজন সে পরিমাণ সরানো ভালো। (৪/১৭৯)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٢٤ (٤٠١٧) : عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها» قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: «الله أحق أن يستحيا منه من الناس» -

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٤٠٤ : الرابع (ستر عورته) ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح إلا لغرض صحيح -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٠٤ : (قوله إلا لغرض صحيح) كتغوط واستنجاء. وحكى في القنية أقوالا إلا في تجرده للاغتسال منفردا: منها أنه يكره، ومنه أنه يعذر إن شاء الله، ومنها لا بأس به، ومنها يجوز في المدة اليسيرة، ومنها يجوز في بيت الحمام الصغير-

নিজের গুপ্তাঙ্গে দৃষ্টি দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি নির্জন অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে নিজ গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকায় তাহলে তার গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : নির্জনে নিজ গুপ্তাঙ্গের দিকে দেখতে পারে, তবে এতে স্মরণশক্তির ক্ষতি হয়। কিন্তু নির্জনে উলঙ্গ অবস্থায় থাকা নিষেধ। (৪/১৭৯)

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٤/ ٢٠١ : وينظر الرجل (إلى جميع بدن زوجته وأمته التي يحل له) أي للرجل (وطؤها) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «غض بصرك إلا عن زوجتك وأمتك» قيل الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه؛ لأنه يورث النسيان وكذا لا ينظر الرجل عورة نفسه-

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে তলপেট ও লজ্জাস্থানে চুমু দেওয়া

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রী একে-অন্যকে নাভির নিচের অংশ বা নাভির ফাঁকা স্থানে চুমু দিতে পারবে কি না? অথবা পরস্পরের তলপেটে চুমু দিতে পারবে কি না? এবং একে-অন্যের নির্দিষ্ট অঙ্গে চুমু দিতে অথবা চুষতে পারবে কি না? যদি পারে তাহলে তা তাকওয়া পরিপন্থী হবে কি না?

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের তলপেটে চুমু দেওয়া জায়েয আছে।

Scanned by CamScanner

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের লজ্জাস্থানে চুমু দেওয়া বা চোষা মাকরূহে তাহরীমি। যে জবান দিয়ে আল্লাহ তা'আলার নাম উচ্চারিত হয় এবং পবিত্র কোরআন পাঠ করা হয়, সেই জবানকে এ ধরনের অপছন্দনীয় কাজে ব্যবহার করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? (৪/৩১৪)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ١١٩ : ويحل النظر إلى عين فرج المرأة المنكوحة لأن الاستمتاع به حلال فالنظر إليه أولى إلا أن الأدب غض البصر عنه من الجانبين لما روي عن سيدتنا عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما نظرت إلى ما منه ولا نظر إلى ما مني -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٦٦ – ٣٦٧ : (قوله والأولى تركه) قال في الهداية: الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع ولا يتجردان تجرد العير» ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثر -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٧٢ : في النوازل إذا أدخل الرجل ذكره في فم امرأته قد قيل يكره وقد قيل بخلافه كذا في الذخيرة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ٢٧٠- ٢٧١

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ٤٥

মহিলাদের গলার আওয়াজ সতর কি না

প্রশ্ন : মহিলাদের গলার আওয়াজ সতর কি না? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : মহিলাদের আওয়াজ সতর কি না, এ ব্যাপারে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও ফেতনা-ফ্যাসাদের প্রবল আশঙ্কা থাকলে মহিলাদের জন্য পরপুরুষের সাথে কথা বলা যে গোনাহ–এ ব্যাপারে সব উলামায়ে কেরাম একমত। হ্যাঁ, যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তখন সীমাবদ্ধতা বজায় রেখে কথা বলার অনুমতি আছে। তবে কথা বলার ভঙ্গিমা যেন মধুর না হয় বরং কর্কশ হয়। (৪/৭৪/৫৯৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٠٦ : فإذا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا

Scanned by CamScanner

تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم.

📖 منحة الخالق مع البحر (سعيد) ١/ ٢٧٠ : (قوله: وبني عليه أن تعلمها القرآن من المرأة أحب إلي إلخ) قال في النهر فيه تدافع إلا أن يكون معنى التعلم أن تسمع منه فقط لكن حينئذ لا يظهر البناء عليه. اهـ

أقول: التدافع مدفوع وذلك لأن المعنى أحب إلى كونه مختارا لي وذلك لا يستلزم تجويز غيره بل اختياره إياه يقتضي عدم تجويز غيره، وقد يقال المراد بالنغمة ما فيه تمطيط وتليين لا مجرد الصوت وإلا لما جاز كلامها مع الرجال أصلا لا في بيع ولا غيره وليس كذلك ولما كانت القراءة مظنة حصول النغمة معها منعت من تعلمها من الرجل ويشهد لما قلنا ما في إمداد الفتاح عن خط شيخه العلامة المقدسي ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها؛ لأن ذلك ليس بصحيح فإنا نجيز الكلام مع النساء الأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك .

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۹۷ : سوال- پردہ عورت کا کس کس شئ سے، یعنی آواز سنانا اور آواز دار زیور پہننا کیسا ہے؟

الجواب- عورت حرہ کو تمام اعضاء کا پردہ فرض ہے بجز چہرہ اور کفین اور قدمین کے اور آواز میں اختلاف ہے مگر صحیح یہ ہے کہ وہ عورت نہیں ہے، مگر جوان عورت کو بے ضرورت اعضاء غیر مستورہ اجنبی کو دکھانا اور بدون حاجت اس سے کلام کرنا منع ہے، نہ اس وجہ سے کہ وہ ستر ہے۔

পরনারীর সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলা

প্রশ্ন : মহিলাদের সাথে মোবাইলে কথা বলা জায়েয কি না? কারণসহ জানালে উপকৃত হব?

উত্তর : অপারগ অবস্থায় শরয়ী প্রয়োজনে পরনারীর সাথে কথা বলার অনুমতি আছে। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলা বা হাসি-মজা করা অথবা তাদের কথার উত্তর দেওয়া জায়েয নেই। (১৪/১০৯/৫৪৯৪)

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸ / ۴۰ : الجواب- غیر محرمہ عورتوں سے بقدر ضرورت بات کرنا جائز ہے بلاضرورت جائز نہیں، ہنسی مزاح کرنے یا اس کا جواب دینے کی کوئی گنجائش نہیں سخت گناہ ہے، بلاضرورت دیکھنا بھی جائز نہیں حتی الامکان حفاظت نظر بھی ضروری ہے۔

📖 جامع الفتاوی ۲ / ۴۸۳ : الجواب- کسی عورت کا غیر مرد کے ساتھ ٹھٹھا کرنا جائز نہیں ہے حیائی کی بات ہے مرد کو چاہئے کہ اس کے جواب میں مذاق کی بات نہ کہے یا اس کو ڈانٹ دے یا خاموش چلا جائے اور اس کے بھائی یا شوہر سے کہے کہ اس کو منع کر دے۔

নারী-পুরুষের রেকর্ডকৃত কিরাত, গজল ইত্যাদি শোনা

প্রশ্ন : মহিলা কারীর কিরাত ক্যাসেট বা কোনো গজলের ক্যাসেট শোনা জায়েয আছে কি না? এবং কোনো মহিলার জন্য পুরুষের কিরাত বা গজলের ক্যাসেট শোনা জায়েয কি না দলিলসহ জবাব দিয়া শুকরিয়া আদায়ের সুযোগ দেবেন।

উত্তর : সাবালিকা কোনো বেগানা মহিলার কণ্ঠে গজল ও কিরাত শোনা পুরুষের জন্য বৈধ নয়। ক্যাসেটে শোনাও নাজায়েয। কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া না থাকা অবস্থায় অডিওতে পুরুষের কিরাত ও গজল শোনা যায়।
(ফতওয়া শামী, পৃ. ২৯৯, খ. ১) (৪/১৯৩/৬৩১)

মহিলাদের বেলায় পরপুরুষের আওয়াজ সতর কি না

প্রশ্ন : মহিলাদের আওয়াজ যেমন পুরুষের জন্য সতর, তেমনি পুরুষের আওয়াজও কি মহিলাদের জন্য সতর? যদি তা-ই হয় তাহলে গায়রে মাহরামের ওয়াজ-নসীহত, কোরআন তিলাওয়াত–সব শোনা কি অবৈধ?

উত্তর : মহিলাদের সর্বাঙ্গ সামর্থ্য অনুযায়ী পর্দায় ও সতরে রাখার বিধান শরীয়ত দিয়েছে। আওয়াজের দ্বারা পরপুরুষের আকর্ষণ করার মাধ্যমে এ বিধান লঙ্ঘন হওয়ার প্রবল আশঙ্কায় মহিলাদের আওয়াজ উঁচু করা নিষেধ করা হয়েছে। তবে যেমনিভাবে পুরুষের আওয়াজ মহিলাদের জন্য সতর নয়, তেমনিভাবে নির্ভরযোগ্য ফাতওয়া অনুযায়ী মহিলাদের আওয়াজও পরপুরুষের জন্য সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে ফেতনার

Scanned by CamScanner

আশঙ্কা হলে মহিলারা নিজ আওয়াজ কাউকে শোনাবে না এবং পরপুরুষের আওয়াজ থেকেও বেঁচে থাকা জরুরি হবে। (১২/৬১১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ٢٧٠ : وفي شرح المنية الأشبه أن صوتها ليس بعورة، وإنما يؤدي إلى الفتنة كما علل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية ولعلهن إنما منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا المعنى ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة.

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٢/ ١٢٣ : قال النووي: فيه استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام، وحثهن على الصدقة، وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أو خوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ، ونحو ذلك.

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

فتاوى فقيه الملة
ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

১১

প্রকাশনায়
ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner